ওঁ হরিঃ

বেদান্ত-দর্শন

দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যকৃত

"বেদান্তপারিজাতসৌরভ" নামক ভাষ্য

মহন্ত মহারাজ

শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী ব্রজবিদেহী

প্রণীত

বেদান্ত সুবোধিনী নাম্নী ভাষা ব্যাখ্যা সহিত

ব্রহ্ম-সূত্র

তৃতীয় সংস্করণ

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্

পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক

১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শকাব্দা ১৮৫৪

মূল্য ৪৲ টাকা

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ

ওঁ শ্রীভগবতে বেদব্যাসায় নমঃ

ওঁ শ্রীভগবতে নিম্বার্কাচার্য্যায় নমঃ

বেদান্ত-দর্শন

ব্রহ্ম-সূত্র

প্রথম সংস্করণের প্রারম্ভের নিবেদন

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যকৃত "বেদান্তপারিজাতসৌরভ"-নামক ভাষ্যসহ শ্রীভগবান্ বেদব্যাসোপদিষ্ট "ব্রহ্ম-সূত্র" এই খণ্ডে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা"-নামক মূলগ্রন্থের চতুর্থাধ্যায়ের তৃতীয়পাদস্বরূপে এই খণ্ডকে গ্রহণ করিতে হইবে। উক্ত মূলগ্রন্থের পাঠান্তে এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে, ইহাতে যে সকল বিচার প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে, তাহা সম্যক্ বোধগম্য করিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। বেদান্ত-দর্শনে সম্পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মবিদ্যা শ্রীভগবান্ বেদব্যাস দার্শনিক প্রণালীতে উপদেশ করিয়াছেন। ইহা নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিলে সর্ব্ববিধ সংশয় দূরীভূত হয়। এই দর্শনের ব্যাখ্যা করিতে আমি স্বয়ং সম্পূর্ণ অযোগ্য : কেবল শ্রীগুরুপ্রেরণায় এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং তাঁহারই কৃপায় ইহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। যদি ইহা পাঠ করিয়া, সাধকমণ্ডলী ব্রহ্ম-সূত্রের মর্ম্মাবধারণ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও

সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন, তবেই প্রযত্ন সফল হইয়াছে মনে করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইব।

*　　*　　*　　*　　*

অবশেষে নিবেদন এই যে, আমার ভুল-ভ্রান্তির প্রতি উপেক্ষা করিয়া, সহৃদয় পাঠকগণ গ্রন্থোল্লিখিত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন, ইহাই তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা।

শ্রীতারাকিশোর শর্ম্মা চৌধুরী

তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশকের নিবেদন

এই সংস্করণে গ্রন্থকার শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ সমগ্র গ্রন্থখানি দেখিয়া নানাস্থানে অল্পাধিক পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থখানি যথাসাধ্য ভ্রমপ্রমাদশূন্য আকারে ও সুন্দররূপে মুদ্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। ইতি—

প্রকাশক

গ্রন্থের বিষয়সূচী

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পাদঃ

অধিকরণ		সূত্র	পৃষ্ঠা
১।	জিজ্ঞাসাধিকরণম্	১	৬০
২।	ব্রহ্মস্বরূপনিরূপণাধিকরণম্	২	৬৬
৩।	ব্রহ্মবিষয়ক-প্রমাণাধিকরণম্	৩-৪	৭০
৪।	ঈক্ষত্যধিকরণম্	৫-১২	৭৯
৫।	ব্রহ্মণ আনন্দময়ত্বনিরূপণাধিকরণম্	১৩-২০	৯৫
৬।	আদিত্যাক্ষোরন্তঃস্থিতস্য ব্রহ্মরূপতানিরূপণাধিকরণম্	২১-২২	১৩৪
৭।	আকাশাধিকরণম্	২৩	১৩৫
৮।	প্রাণাধিকরণম্	২৪	১৩৬
৯।	জ্যোতিরধিকরণম্	২৫-২৮	১৩৭
১০।	প্রাণেন্দ্রাধিকরণম্	২৯-৩২	১৪০

দ্বিতীয় পাদঃ

		সূত্র	পৃষ্ঠা
১।	মনোময়ত্বাদিধর্ম্মেন হৃদিস্থিতত্বেন চ ব্রহ্মণ উপাস্যত্ব-নিরূপণাধিকরণম্	১-৮	১৫২
২।	ব্রহ্মণোঽত্তৃত্বনিরূপণাধিকরণম্	৯-১০	১৫৯
৩।	জীব-পরয়োর্গুহাগতত্ব-নিরূপণাধিকরণম্	১১-১২	১৬০
৪।	ব্রহ্মণোঽক্ষিগতত্ব-নিরূপণাধিকরণম্	১৩-১৮	১৬১
৫।	ব্রহ্মণোঽন্তর্য্যামিত্ব-নিরূপণাধিকরণম্	১৯-২১	১৬৬
৬।	ব্রহ্মণোঽদৃশ্যত্বাদিগুণ-নিরূপণাধিকরণম্	২২-২৪	১৬৭
৭।	ব্রহ্মণো বৈশ্বানরত্ব-নিরূপণাধিকরণম্	২৫-৩৩	১৬৯

তৃতীয় পাদঃ

		সূত্র	পৃষ্ঠা
১।	ব্রহ্মণো দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্ব-নিরূপণাধিকরণম্	১-৭	১৭৪
২।	ব্রহ্মণো ভূমাত্ব-নিরূপণাধিকরণম্	৮-৯	১৭৭

অধিকরণ		সূত্র	পৃষ্ঠা
৩।	ব্রহ্মণোঽক্ষরত্বাবধারণাধিকরণম্	১০-১২	১৭৮
৪।	ব্রহ্মণো দহরাকাশত্বনিরূপণাধিকরণম্	১৩-২৩	১৭৯
৫।	ব্রহ্মণোঽঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বনিরূপণাধিকরণম্	২৪-২৫	১৮৬
৬।	দেবতাধিকরণম্	২৬-৩৩	১৮৭
৭।	শূদ্রস্য ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারাভাবনিরূপণাধিকরণম্	৩৪-৩৯	১৯২
৮।	প্রমিতাধিকরণম্	৪০-৪১	১৯৬
৯।	আকাশাধিকরণম	৪২-৪৪	১৯৬

চতুর্থ পাদঃ

১।	কঠোপনিষদুক্তাব্যক্তশব্দস্য শরীরবোধকত্বনিরূপণাধিকরণম্	১-৭	১৯৮
২।	বৃহদারণ্যকোক্ত "অজায়া" ব্রহ্মশক্তিত্ব-নিরূপণাধিকরণম্	৮-১০	২০২
৩।	বৃহদারণ্যকোক্তসংখ্যাসংগ্রহবচনস্য সাংখ্যোক্তপ্রধান-বিষয়ত্বাভাবনিরূপণাধিকরণম্	১১-১৪	২০৫
৪।	অসৎ-শব্দস্য ব্রহ্মবোধকতা-নিরূপণাধিকরণম্	১৫	২০৭
৫।	শ্রুতিবাক্যার্থবিচারেণ ব্রহ্মণো ন তু জীবস্য জগদুপাদান-নিমিত্ত-কারণত্ব-নিরূপণাধিকরণম্	১৬-২৮	২০৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পাদঃ

১।	সাংখ্যস্য স্মৃতিত্বেঽপি প্রমাণাভাবত্বনিরূপণাধিকরণম্	১-২	২২০
২।	যোগস্যাপি প্রমাণাভাবনিরূপণাধিকরণম্	৩	২২১
৩।	ব্রহ্মণো জগৎকারণত্বে বিলক্ষণদোষাপত্তিখণ্ডনাধিকরণম্	৪-১১	২২২
৪।	অপরাপরবেদবিরুদ্ধ-কারণবাদ-খণ্ডনাধিকরণম্	১২	২২৬
৫।	ব্রহ্মণো জগৎকর্তৃত্বেঽপি ভোক্তৃনিয়ন্তৃ ব্যবস্থাবধারণাধিকরণম্	১৩	২২৭

অধিকরণ		সূত্র	পৃষ্ঠা
৬।	কার্য্যভূতস্য জগতঃ কারণ-ভূত-ব্রহ্মণোঽনন্যত্বনিরূপণাধিকরণম্	১৪-১৯	২৩০
৭।	জীবস্য ভেদাভেদসম্বন্ধ-নিরূপণেন ব্রহ্মণে হিতাকরণাদি-দোষপরিহারাধিকরণম্	২০-২২	২৬৬
৮।	উপসংহারাভাবেঽপি ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিসামর্থ্যনিরূপণাধিকরণম্	২৩-২৪	২৬৯
৯।	কৃৎস্নপ্রসক্তি-পরিহারাধিকরণম্	২৫-৩০	২৭০
১০।	সৃষ্টিবিষয়ে ব্রহ্মণঃ প্রয়োজনবত্ত্ব-পরিহারাধিকরণম্	৩১-৩৫	২৭৩

দ্বিতীয় পাদঃ

১।	প্রধান-কর্তৃত্ববাদ-খণ্ডনাধিকরণম্	১-১০	২৭৭
২।	পরমাণুকারণবাদখণ্ডনাধিকরণম্	১১-১৭	২৮৩
৩।	বৌদ্ধমত-খণ্ডনাধিকরণম্	১৮-৩২	২৯১
৪।	জৈনমতখণ্ডনাধিকরণম্	৩৩-৩৬	৩০১
৫।	পাশুপতমত-খণ্ডনাধিকরণম্	৩৭-৪১	৩০৩
৬।	শক্তিবাদ-খণ্ডনাধিকরণম্	৪২-৪৫	৩০৬

তৃতীয় পাদঃ

১।	বিয়দাদেব্র্হ্মণঃ ক্রমোৎপত্তি-নিরূপণাধিকরণম্	১-১৫	৩১১
২।	জীবাত্মনো নিত্যত্বনিরূপণাধিকরণম্	১৬-১৭	৩১৯
৩।	জীবাত্মনো জ্ঞত্ব-নিরূপণাধিকরণম্	১৮	৩২০
৪।	জীবস্বরূপস্যাণুত্ব-নিরূপণাধিকরণম্	১৯-৩১	৩২১
৫।	জীবস্য কর্তৃত্বনিরূপণাধিকরণম্	৩২-৩৯	৩৩০
৬।	জীবকর্তৃত্বস্য পরমাত্মাধীনত্বনিরূপণাধিকরণম্	৪০	৩৩৬
৭।	পরমাত্মনো জীবকর্ম্মনিয়ন্তৃত্বস্য জীবপ্রযত্নাপেক্ষত্বনিরূপণাধিকরণম্	৪১	৩৩৬
৮।	জীবাত্মনো ব্রহ্মণোঽংশত্ব নিরূপণাধিকরণম্	৪২-৫২	৩৩৭

চতুর্থ পাদঃ

অধিকরণ		সূত্র	পৃষ্ঠা
১।	প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণম্	১-৪	৩৪৬
২।	ইন্দ্রিয়াণামেকাদশত্বনিরূপণাধিকরণম্	৫-৬	৩৪৮
৩।	ইন্দ্রিয়ানামণুত্বাবধারণাধিকরণম্	৭	৩৪৯
৪।	মুখ্যপ্রাণস্বরূপ-নিরূপণাধিকরণম্	৮-১৩	৩৪৯
৫।	ইন্দ্রিয়াণাং স্বরূপাবধারণাধিকরণম্	১৪-১৮	৩৫২
৬।	ব্রহ্মণো ব্যষ্টিস্রষ্টৃত্বনিরূপণাধিকরণম্	১৯-২১	৩৫৫

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পাদঃ

১	সকামজীবস্য দেহান্তে সূক্ষ্মদেহাবলম্বনপূর্ব্বক-চন্দ্রলোকপ্রাপ্তিনিরূপণাধিকরণম্	১-৭	৩৬০
২।	জীবস্যানুশয়বত্ত্বেন পৃথিব্যাং পুনরাবৃত্তিনিরূপণাধিকরণম্	৮-১১	৩৬৬
৩।	অনিষ্টকারিণাং চন্দ্রলোকাপ্রাপ্তি-নিরূপণাধিকরণম্	১২-২১	৩৬৯
৪।	জীবস্য চন্দ্রলোকাৎ প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বকং পুনঃ শরীরধারণাবধারণাধিকরণম্	২২-২৭	৩৭৩

দ্বিতীয় পাদঃ

১।	পরমাত্মনঃ স্বপ্নসৃষ্টিনিরূপণাধিকরণম্	১-৬	৩৭৮
২।	সুষুপ্তিস্থাননিরূপণাধিকরণম্	৭-৯	৩৮১
৩।	মূর্চ্ছাবস্থানিরূপণাধিকরণম্	১০	৩৮৩
৪।	পরস্য উভয়লিঙ্গতাপ্রতিপাদনেন জীবস্য চ ব্রহ্মণো ভিন্নাভিন্নত্বনিরূপণেন, স্বপ্নাদিস্থানস্থিতিনিমিত্তক পরস্যদোষস্পর্শাভাবনিরূপণাধিকরণম্	১১-৩০	৩৮৩

অধিকরণ		সূত্র	পৃষ্ঠা
৫।	পরমাত্মন সেতুত্ব-নিয়ামকত্ব-ফলদাতৃত্ব-নিরূপণাধিকরণম্	৩১-৪১	৪০৬

তৃতীয় পাদঃ

১।	সর্ব্ববেদান্তোক্ত-বিদ্যায়া একত্বাবধারণাধিকরণম্	১-৫	৪১১
২।	উদ্গীথোপাসনায়া বিভিন্নত্ব-নিরূপণাধিকরণম্	৬-৯	৪১৪
৩।	প্রাণোপাসনায়াং বশিষ্ঠত্বাদিগুণানাং সর্ব্বত্রোপাদেয়ত্ব-নিরূপণাধিকরণম্	১০	৪১৮
৪।	আনন্দরূপত্বাদিবিশেষণানাং ন তু প্রিয়শিরস্ত্বাদীনাং সর্ব্বত্র ব্রহ্মোপাসনায়াং সংযোজ্যত্বনিরূপণাধিকরণম্	১১-১৭	৪১৯
৫।	আচমনস্য প্রাণানামনগ্নকরণত্বাবধারণাধিকরণম্	১৮	৪২২
৬।	বিভিন্নস্থানোক্ত-শাণ্ডিল্যবিদ্যায়া একত্বনিরূপণাধিকরণম্	১৯	৪২৩
৭।	রহস্যানামুপসংহারাভাব নিরূপণাধিকরণম্	২০-২২	৪২৪
৮।	সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্তি প্রভৃতি গুণানামনুপসংহার-নিরূপণাধিকরণম্	২৩	৪২৫
৯।	পুরুষবিদ্যায়া বিভিন্নত্বনিরূপণাধিকরণম্	২৪	৪২৬
১০।	বেধাদীনাং বিদ্যাভিন্নত্বনিরূপণাধিকরণম্	২৫	৪২৭
১১।	বিদুষো দেহান্তে দেবযানগতিপ্রাপ্তিরপিচ বিরজা-নদীতরণান্তরং পুণ্যপাপক্ষয়ঃ, তেষাঞ্চ সুহৃদাদিনা ভোক্তব্যত্বনিরূপণাধিকরণম্	২৬-৩১	৪২৭
১২।	যাবদাধিকারমবস্থিতি নিরূপণাধিকরণম্	৩২	৪৩৪
১৩।	অস্থূলত্বানন্দাদিস্বরূপগতগুণানামেব সর্ব্বত্রাক্ষরবিদ্যায়াং পরিগ্রহ-নিরূপণাধিকরণম্	৩৩-৩৪	৪৩৫
১৪।	পরমাত্মন এব সর্ব্বান্তরত্ব নিরূপণাধিকরণম্	৩৫-৩৬	৪৩৭
১৫।	সত্যবিদ্যায়াং সত্যাদিগুণানাং সর্ব্বত্রোপসংহার-নিরূপণাধিকরণম্	৩৭	৪৪০

অধিকরণ		সূত্র	পৃষ্ঠা
১৬।	দহরবিদ্যায়া একত্বসত্যকামত্বাদিগুণানাঞ্চ সর্ব্বত্রোপসংহারনিরূপণাধিকরণম্	৩৮-৪০	৪৪১
১৭।	উদ্গীথোপাসনায়াং ওঙ্কারস্য ধ্যানানিয়মাধিকরণম্	৪১	৪৪৩
১৮।	দহরোপাসনায়াং গুণিনোঽপি সর্ব্বত্র ধ্যাতব্যত্ব-নিরূপণাধিকরণম্	৪২	৪৪৪
১৯।	লিঙ্গভূয়স্ত্বাধিকরণম্	৪৩	৪৪৫
২০।	বাজসনেয়শ্রুত্যুক্তাগ্নিরহস্যে বর্ণিতমনশ্চিতাগ্ন্যে-বিদ্যাঙ্গত্বনিরূপণাধিকরণম্	৪৪-৫০	৪৪৬
২১।	উপাসনাকালে জীবস্য স্বীয়মুক্তস্বরূপস্য চিন্তনীয়ত্ব-নির্ণয়াধিকরণম্	৫১-৫২	৪৫০
২২।	অঙ্গাবদ্ধাধিকরণম্	৫৩-৫৪	৪৫২
২৩।	বৈশ্বানরবিদ্যায়াং সমগ্রোপাসনস্য প্রাশস্ত্য-নিরূপণাধিকরণম্	৫৫	৪৫৪
২৪।	বিভিন্নবিদ্যানাং নানাত্বনিরূপণাধিকরণম্	৫৬	৪৫৫
২৫।	অনুষ্ঠানবিকল্পনিরূপণাধিকরণম্	৫৭-৫৮	৪৫৬
২৬।	কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতানামুদ্গীথাদিবিদ্যানামঙ্গভাবত্বাভাব-নিরূপণাধিকরণম্	৫৯-৬৪	৪৫৭

চতুর্থ পাদঃ

১।	বিদ্যায়াঃ ক্রত্বঙ্গমাত্রত্ববাদখণ্ডনাধিকরণম্	১-২০	৪৬২
২।	রসতমত্বাদীনাং স্তুতিমাত্রত্ববাদখণ্ডনাধিকরণম্	২১-২২	৪৭২
৩।	পারিপ্লবাধিকরণম্	২৩-২৪	৪৭৩
৪।	বিদ্যায়া যজ্ঞাদেরনপেক্ষত্বস্য শমদমাদেরাবশ্যকত্বস্যচ নিরূপণাধিকরণম্	২৫-২৭	৪৭৪
৫।	প্রাণোপাসকস্যাপি ভক্ষ্যাভক্ষ্যনিয়মাধীনতা-নিরূপণাধিকরণম্	২৮-৩১	৪৭৬
৬।	যজ্ঞাদীনাং কর্ত্তব্যতানিরূপণাধিকরণম্	৩২-৩৫	৪৭৭
৭।	অনাশ্রমিণামপি ব্রহ্মবিদ্যাধিকারনিরূপণাধিকরণম্	৩৬-৩৯	৪৭৯

অধিকরণ		সূত্র	পৃষ্ঠা
৮।	নৈষ্ঠিকস্য ব্রহ্মচর্য্যপরিত্যাগে ব্রহ্মবিদ্যাধিকারাদ্বহিভূতত্বাবধারণাধিকরণম্	৪০-৪৩	৪৮০
৯।	যজমানস্য ঋাত্বককর্ম্মফলপ্রাপ্তি নিরূপণাধিকরণম	৪৪-৪৫ক	৪৮৩
১০।	মৌনব্রতস্য সর্ব্বাশ্রমধর্ম্মত্বনিরূপণাধিকরণম্	৪৬-৪৮	৪৮৪
১১।	"বাল্যেন" শব্দস্যার্থনিরূপণাধিকরণম্	৪৯	৪৮৬
১২।	বিদ্যায়াঃ তৎফলস্য চ প্রাপ্তেরনিয়তকালত্বনিরূপণাধিকরণম্	৫০-৫১	৪৮৭

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পাদঃ

১।	সাধনাবৃত্তিনিরূপণাধিকরণম্	১-২	৪৯০
২।	মুমুক্ষুণা স্বস্যাত্মত্বেন পরমপুরুষস্য ধ্যাতব্যত্বাবধারণাধিকরণম্	৩	৪৯১
৩।	প্রতীকে ব্রহ্মদৃষ্টেরাবশ্যকত্বনির্ণয়াধিকরণম্	৪-৫	৪৯২
৪।	উদ্গীথাদিষু আদিত্যাদিধ্যানাবশ্যকত্বনিরূপণাধিকরণম্	৬	৪৯২
৫।	উপাসনাবিধি নিরূপণাধিকরণম্	৭-১২	৪৯৩
৬।	বিদ্যালাভে অপ্রবৃত্তফলপাপপুণ্যক্ষয়নিরূপণাধিকরণম্	১৩-১৫	৪৯৫
৭।	অগ্নিহোত্রাদ্যাশ্রমকর্ম্মণাং নিবৃত্ত্যভাবনিরূপণাধিকরণম্	১৬	৪৯৮
৮।	অলব্ধবিষয়কর্ম্মণাম্ অক্লৈর্ভোগ্যত্বনিরূপণাধিকরণম্	১৭	৪৯৮
৯।	বিদ্যয়া কৃতকর্ম্মণঃ ফলাধিক্যনিরূপণাধিকরণম্	১৮	৪৯৯
১০।	প্রবৃত্তফলকর্ম্মণাং ভোগেন ক্ষয়নিরূপণাধিকরণম্	১৯	৫০০

দ্বিতীয় পাদঃ

১।	জীবস্য দেহান্তে ইন্দ্রিয়াদিসমন্বিতভূতসূক্ষ্মময়দেহপ্রাপ্ত্যধিকরণম্	১-৬	৫০১

অধিকরণ	সূত্র	পৃষ্ঠা
২। ব্রহ্মজ্ঞানাং দেবযানগতিপ্রাপ্তিনিরূপণাধিকরণম্	৭-১৩	৫০৪
৩। ব্রহ্মজ্ঞানাং সূক্ষ্মদেহগতভূতসূক্ষ্মাণাং ব্রহ্মরূপতাপ্রাপ্তি-নিরূপণাধিকরণম্	১৪-১৫	৫৪০
৪। ব্রহ্মজ্ঞানাং দেহান্তে ঊর্দ্ধগমনপ্রণালীনিরূপণাধিকরণম্	১৬-১৭	৫৪১
৫। ব্রহ্মজ্ঞানাং দেহত্যাগবিষয়ে কালনিয়মাভাবনিরূপণাধি-করণম্	১৮-২০	৫৪৩

তৃতীয় পাদঃ

১। অর্চ্চিরাদ্যধিকরণম	১	৫৪৬
২। বায়্বধিকরণম্	২	৫৪৭
৩। বরুণাধিকরণম্	৩	৫৪৯
৪। অর্চ্চিরাদীনাং দেবত্বনিরূপণাধিকরণম্	৪-৫	৫৫০
৫। পরব্রহ্মোপাসকানাম্ অক্ষরোপাসকানাঞ্চ পরব্রহ্মপ্রাপ্তে-স্তদিতরাণাং উপাস্যলোকপ্রাপ্তেনিরূপণাধিকরণম্	৬-১৫	৫৫১

চতুর্থ পাদঃ

১। বিদেহমুক্তস্য স্বরূপে প্রতিষ্ঠা নিরূপণাধিকরণম্	১-৩	৫৫৮
২। বিদেহমুক্তস্য ব্রহ্মাভিন্নরূপেণ স্থিতিনিরূপণাধিকরণম্	৪	৫৬০
৩। বিদেহমুক্তস্য বিজ্ঞানঘনস্বরূপতা প্রাপ্তিপূর্ব্বক সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণোপেতত্বাবধারণাধিকরণম্	৫-৯	৫৬১
৪। বিদেহমুক্তস্য সর্ব্বৈশ্বর্য্য নিরূপণাধিকরণম্	১০-১৬	৫৬৪
৫। বিদেহমুক্তানাং জগদ্ব্যাপারসাধনসামর্থ্যাভাব নিরূপণাধিকরণম্	১৭-২১	৫৭১
৬। বিদেহমুক্তস্য পুনরাবৃত্ত্যভাব নিরূপণাধিকরণম্	২২	৫৭৬

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ

ওঁ শ্রীভগবতে নিম্বার্কাচার্য্যায় নমঃ

ওঁ হরিঃ

বেদান্ত-দর্শন

ভূমিকা

জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস কিরূপে সাধিত হয়, জীবের স্বরূপ কি, শ্রুতিপ্রতিপাদ্য যে ব্রহ্ম, তাঁহারই বা স্বরূপ কি, তাঁহার সহিত জীবের সম্বন্ধ কি, জীব তাঁহাকে কি প্রকারে লাভ করিতে পারে, তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে যে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, তাহার স্বরূপ কি, মোক্ষপ্রাপ্ত জীবের কিরূপে সংস্থিতি হয়, তদ্বিষয়ক সমস্ত শ্রুতির উপদেশ সংগ্রহ করিয়া, শ্রীভগবান্ বেদব্যাস এই ব্রহ্মসূত্রনামক বেদান্ত-দর্শনে প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার চরণে এবং ভাষ্যকার শ্রীভগবান্ নিম্বার্কাচার্য্যের চরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্ব্বক ব্রহ্মসূত্রের এবং শ্রীভগবান্ নিম্বার্ককৃত ভাষ্যের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইতেছি। তাঁহারা উভয়ে বুদ্ধিতে আরূঢ় হইয়া তদ্বিষয়ে পথ প্রদান করুন। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

বেদান্তদর্শনের বহুবিধ ভাষ্য ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণকর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌বোধায়ন ঋষি ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাসম্বিত এক "বৃত্তি" প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কালক্রমে বোধায়নকৃত বৃত্তি এইক্ষণে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। পাণিনিগুরু পণ্ডিতবর উপবর্ষও ব্রহ্মসূত্রের এক ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও এইক্ষণে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীরামানুজস্বামিকৃত ভাষ্যে বোধায়নকৃত বৃত্তি কোন কোন স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু স্বতন্ত্ররূপে এই সকল ব্যাখ্যা এক্ষণে প্রচলিত নাই।

বেদান্তদর্শন মোক্ষমার্গাবলম্বী সাধকগণের আদরণীয় গ্রন্থ। মোক্ষ-মার্গাবলম্বী ভারতবর্ষীয় সাধকসম্প্রদায়সকল বর্ত্তমান কালে সাধারণতঃ দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। বর্ত্তমান কালে এক শ্রেণীর নাম সন্ন্যাসী, অপর শ্রেণীর নাম বৈষ্ণব।

সন্ন্যাসিসম্প্রদায় অতি প্রাচীন। এই সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকগণ জ্ঞানমার্গা-বলম্বী নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক। মহর্ষি দত্তাত্রেয় এই সম্প্রদায়ের একজন প্রধান প্রাচীন আচার্য্য; তাঁহার নামানুসারে ইঁহাদিগের মধ্যে একটি সম্প্রদায় বর্ত্তমানকালে পরিচিত আছে। কিন্তু আধুনিককালে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য হইতে সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের প্রভা বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে; এক সহস্র বর্ষের কিঞ্চিৎ অধিককাল পূর্ব্বে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। নাস্তিক বৌদ্ধনামধারী পণ্ডিতগণ বৌদ্ধধর্ম্মের অপভ্রংশকালে ভারতবর্ষে যখন একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যা ও ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শ্রুতিসকলকে অনাদৃত করিয়া, যখন ইঁহারা স্বীয় যুক্তির প্রাধান্য-স্থাপন-পূর্ব্বক ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদ, সর্ব্ব-শূন্যবাদ প্রভৃতিকেই জগত্তত্ত্বনির্ণায়ক বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, সেই সময়ে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হয়েন; তিনি অসাধারণ বুদ্ধিশক্তিপ্রভাবে এই সকল বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের তর্কজাল খণ্ডন করিয়া শ্রুতির প্রামাণ্য স্থাপিত করেন। তৎপর হইতে এযাবৎ নাস্তিক বৌদ্ধমত আর ভারতবর্ষে উন্নতশির হইতে পারে নাই। এইক্ষণকার অধিকাংশ সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়স্থ সাধকগণ শঙ্করাচার্য্যের মতের অনুবর্ত্তী। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের অতি বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন; সেই ভাষ্যই এইক্ষণে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ ৺কাশীধামে ও বঙ্গদেশে পণ্ডিতসমাজে বহুলরূপে প্রচলিত। নাস্তিক বৌদ্ধমতের আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করাতে, শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের প্রতিপত্তি ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে পণ্ডিত-সমাজে এযাবৎ সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। বস্তুতঃ শঙ্করাচার্য্যের বিচারশক্তি এত

অদ্ভুত যে, পাঠকমাত্রেই তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন না। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তাঁহার মতে জগৎ ভ্রমমাত্র,—সত্য নহে। এক একান্ত-নির্গুণ, নির্ব্বিকার ব্রহ্মই সত্য। তিনি নিষ্ক্রিয়, মনোবুদ্ধির অগম্য এবং সর্ব্বপ্রকারে অনির্দ্দেশ্য। জীব পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ; অবিদ্যাহেতু আপনাকে পৃথক্ বলিয়া বোধ করেন; তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা এই অবিদ্যা বিনষ্ট হইলেই তাহার জগদ্ভ্রান্তি দূর হয় এবং জীবরূপে অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

বৈষ্ণবসম্প্রদায় চারিশ্রেণীতে বিভক্ত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য এক সম্প্রদায়ের প্রধান উপদেষ্টা; তাঁহার নামানুসারে এই সম্প্রদায়ের নাম মাধ্বিসম্প্রদায় হইয়াছে; ইহার প্রাচীন নাম 'ব্রহ্মসম্প্রদায়'। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের এক ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি দ্বৈতবাদী। তাঁহার প্রণীত ভাষ্যে তিনি এই দ্বৈতবাদই সংস্থাপন করিতে প্রযত্ন করিয়াছেন। বঙ্গদেশস্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ এই মাধ্বিসম্প্রদায়ের এক শাখা বলিয়া এক্ষণে পরিচিত; পরন্তু বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত "গোবিন্দ ভাষ্য" নামক ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যান্তর গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বিশেষ আদরণীয়। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের কৃত ভাষ্য অদ্যাপি প্রচলিত আছে। নিত্য ভগবৎ-সামীপ্যনামক মুক্তি এই সম্প্রদায়ের অভীষ্ট।

দ্বিতীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমদ্বিষ্ণুস্বামী; তিনি "বিশুদ্ধাদ্বৈত-বাদী" ছিলেন, এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু এই ভাষ্য এইক্ষণে এতদ্দেশে দুষ্প্রাপ্য; জীব বিশুদ্ধাবস্থায় ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন, ইহাই এই সম্প্রদায়ের মত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তাঁহার নামানুসারে তৎসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণ "বিষ্ণুস্বামী" সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ; ইহার প্রাচীন নাম 'রুদ্রসম্প্রদায়'। এই সম্প্রদায়ের সাধু প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না; কোন কোন স্থানে তাঁহাদিগের দুই চারিটি আখড়া

বর্ত্তমান আছে। শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদের বৃহৎ আখড়া সকল আছে; কিন্তু তথাপি এই সম্প্রদায়ের সাধুসংখ্যা অল্প।

তৃতীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রাচীন নাম 'শ্রীসম্প্রদায়'; ইঁহাদিগের প্রধান আচার্য্য শ্রীরামানুজস্বামী। শঙ্করাচার্য্যের অল্পকাল পরেই শ্রীরামানুজস্বামী আবির্ভূত হয়েন; তিনি ব্রহ্মসূত্রের অতি বিস্তীর্ণ ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তিনি স্বীয় ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যের উপদিষ্ট একান্তাদ্বৈতমতের অতি বিস্তীর্ণ সমালোচনা করিয়া, তাহা খণ্ডন করিয়াছেন; এবং নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতমতে নানাপ্রকার দোষ প্রদর্শন করিয়া, তিনি "বিশিষ্টাদ্বৈত মত" সংস্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম সগুণ, জগৎ ও জীবের সহিত তাঁহার শরীর-শরীরি-সম্বন্ধ; এতদুভয় তাঁহার বাহ্যশরীর,—তিনি তদধিষ্ঠাতা দেহী; এই উভয় সর্ব্বদা তদধীন থাকে। ইহাদের অন্তর্য্যামী ও নিত্য নিয়ন্তা ঈশ্বর (ব্রহ্ম); তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, নির্গুণ নহেন। কিন্তু জগৎ ও জীব সর্ব্বদা তদধীন হইলেও, তাঁহার স্বরূপ এতদুভয় হইতে ভিন্ন; ইহারা তাহা হইতে পৃথক্ সত্তাশীল। জীব সূক্ষ্ম চিদ্রূপ; কিন্তু মোক্ষাবস্থায়ও জীবের অচেতনের সহিত সংযোগোপযোগিতা থাকে। সূক্ষ্মাবস্থায় স্থিত চেতনাচেতন সত্ত্বই জগতের মূল উপাদান; এই চেতনাচেতন সমষ্টি নিত্য ব্রহ্মের শরীরস্থানীয় হওয়াতে, শ্রুতি তাঁহাকে জগতের উপাদান এবং এতৎ সমস্তই তাঁহার রূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অনাদি কর্ম্মহেতু জীব দেবতির্য্যগাদি দেহ প্রাপ্ত হয়; ভগবৎকৃপায় মোক্ষাবস্থায় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত ভক্তিই মোক্ষসাধনের উপায়; ভক্তি অবলম্বন করিয়া জীব ক্রমশঃ উচ্চ অবস্থা সকল প্রাপ্ত হয়, এবং পরে ব্রহ্মসালোক্যরূপ মুক্তি লাভ করে।

শ্রীরামানুজকৃত ভাষ্য উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বহুপরিমাণে আদৃত; তাহা এইক্ষণে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমদ্রামানুজ স্বামীর পরে শ্রীমদ্রামানন্দস্বামী এই সম্প্রদায়ে প্রকাশিত হইয়াছিলেন; তাঁহারও এক ভাষ্য

আছে বলিয়া শ্রুত হইতেছে; কিন্তু এযাবৎ তাহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। রামানুজস্বামীর সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুগণ "শ্রী" সম্প্রদায় নামে শাস্ত্রে উল্লিখিত হইলেও, এইক্ষণে তাঁহারা সচরাচর 'রামানন্দী' অথবা 'রামানুজ' কিংবা 'রামাত' সম্প্রদায় নামেই বিশেষরূপে পরিচিত। শ্রীমদ্রামানুজ স্বামীর প্রবর্ত্তিত সাধন-প্রণালীর অনুসরণকারীদিগকে সচরাচর 'আচারী' নামে আখ্যাত করা হয়, এবং শ্রীমদ্রামানন্দ স্বামীর অনুসরণকারীদিগকে 'রামাত' অথবা 'রামানন্দী' বলা হয়। অযোধ্যাই রামাত সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্রস্থান; ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই, বিশেষতঃ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের সাধু দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব সাধুদিগের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের সাধুসংখ্যাই এক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আচারীদিগের প্রধান কেন্দ্রস্থান দাক্ষিণাত্যে শ্রীরঙ্গজী। ইঁহারা প্রায়শঃ গৃহস্থ।

চতুর্থ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বর্ত্তমান নাম "নিম্বার্ক" অথবা "নিম্বাদিত্য" সম্প্রদায়। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার প্রথম মানসপুত্র অবিদ্যাবিরহিত ভগবান্ সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার ঋষি এই সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য্য। হংসাবতার হইতে উক্ত সনকাদি ঋষি প্রথমতঃ সম্যক্ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন; শ্রুতিতে বহু স্থানে তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যার আচার্য্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইঁহাদিগের নামানুসারে এই সম্প্রদায়কে "চতুঃসন" সম্প্রদায় নামেও আখ্যাত করা হয়, এবং শাস্ত্রে ইঁহাদিগকে "ঋষি" সম্প্রদায় নামেও কোন কোন স্থানে আখ্যাত করা হইয়াছে। নারদ মুনি এই সনকাদি আচার্য্যের প্রথম শিষ্য; নারদ হইতে শ্রীমন্নিয়মানন্দাচার্য্য এই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন; নারদশিষ্য শ্রীনিয়মানন্দাচার্য্যই পরে "নিম্বার্ক" অথবা "নিম্বাদিত্য" নামে প্রসিদ্ধ হয়েন।* কথিত আছে যে, একদা বহুসংখ্যক যতি

* শ্রীনিম্বার্কস্বামী যে শ্রীমন্নারদশিষ্য ছিলেন, তাহা বেদান্ত দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের অষ্টম সূত্রের নিম্বার্ককৃত ভাষ্যে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে, এবং

অতিথিরূপে দিবাবসানে আচার্য্যের গোবর্দ্ধন গিরি সমীপবর্ত্তী আশ্রমে উপস্থিত হয়েন; তিনি যোগবলে তাঁহাদিগের আহার্য্য বস্তু সমুদয় উপস্থিত করিলে, তাঁহারা সূর্য্যাস্তের পর ভোজন করেন না বলিয়া জ্ঞাপন করাতে, তাঁহারা অভুক্ত থাকিবেন দেখিয়া, আচার্য্য ঋষি তাঁহার আশ্রমস্থ বৃহৎ নিম্ববৃক্ষের উপর আরোহণ পূর্ব্বক তদুপরি আকাশে শ্রীভগবানের সুদর্শন-চক্র আহ্বান করিয়া স্থাপিত করেন, এবং সেই চক্র সূর্য্যের ন্যায় প্রভাযুক্ত হইয়া অতিথি যতিগণের নিকট সূর্য্য বলিয়াই প্রতিভাত হয়েন; তদ্দর্শনে তাঁহারা ভোজন-সামগ্রী গ্রহণ করিতে সম্মত হয়েন। পরন্তু তাঁহাদের ভোজন সমাপন হইলে, আচার্য্য সেই সুদর্শনচক্রকে প্রত্যাহার করিলে, অতিথি যতিগণ দেখিতে পান যে, তৎকালে রাত্রির চতুর্থাংশ অতীত হইয়াছে। এই অদ্ভুত ঘটনা হইতে আচার্য্যের নাম "নিম্বাদিত্য" হয়; নিম্ববৃক্ষের উপর আসীন হইয়া আদিত্যকে ধারণ করিয়াছিলেন, এই অর্থে "নিম্বাদিত্য" অথবা "নিম্বার্ক" নামে তিনি প্রসিদ্ধ হয়েন, এবং তদবধি ঐ

গুরুপরম্পরা বিবরণ যাহা নিম্বার্কসম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে, তাহাতেও ইহা উল্লিখিত আছে। বস্তুতঃ শ্রীভগবান্ নিম্বার্কস্বামী প্রাচীন ঋষি। ভবিষ্যপুরাণে তাঁহার সম্বন্ধে ভগবান্ বেদব্যাস নিম্নলিখিত শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন: যথা:—

উদয়ব্যাপিনী গ্রাহ্যা কুলে তিথিরুপোষণে।
নিম্বার্কো ভগবানেষাং বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদঃ।

এই শ্লোকটীকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন না,—কারণ ইহা বহু শতাব্দী পূর্ব্বে অসাম্প্রদায়িক কাশীবাসী পণ্ডিতের রচিত সুবিখ্যাত "নির্ণয়সিন্ধু" নামক স্মৃতিগ্রন্থে জন্মাষ্টমী ব্রতবিচারে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং ঐ গ্রন্থে ইহাও উল্লিখিত আছে যে, আরও বহু শতাব্দী পূর্ব্বে রচিত প্রসিদ্ধ "হেমাদ্রি" গ্রন্থে ভবিষ্যপুরাণের এই শ্লোক উদ্ধৃত করা আছে। এই শ্লোকে ভগবান্ নিম্বার্কাচার্য্যকে ভগবান্ বেদব্যাস ভগবান্ বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। "শ্রীভগবান্ নিম্বার্কাচার্য্য অরুণতনয় হওয়াতে তিনি "আরুণি" নামেও শাস্ত্রে নানা স্থানে বর্ণিত হইয়াছেন।"

সম্প্রদায়ও "নিম্বাদিত্য" অথবা "নিম্বার্ক" নামে বিশেষরূপে পরিচিত হইয়াছে। ব্রজধাম এই নিম্বার্ক-সম্প্রদায়স্থ সাধুদিগের কেন্দ্রস্থান। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের সাধুসংখ্যা অপেক্ষা এই সম্প্রদায়ের সাধুসংখ্যা অল্প। মহর্ষি বেদব্যাস কৃত ব্রহ্মসূত্রের এক ভাষ্য শ্রীনিম্বাদিত্যস্বামী রচনা করেন। তাহা পূর্ব্বাচার্য্যদিগের ভাষ্যের ন্যায় অতি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সারগর্ভ। এই ভাষ্য "বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ" নামে আখ্যাত। ইহাকে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত করিয়া নিম্বার্কশিষ্য শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য "বেদান্ত-কৌস্তভ" নামে অপর এক ভাষ্য প্রচারিত করেন, তাহাও অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। বঙ্গদেশে যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তৎসমকালে শ্রীকেশবাচার্য্য নামে এই সম্প্রদায়ের একজন সিদ্ধ আচার্য্য এ ভাষ্যাবলম্বনে বেদান্তদর্শনের এক টীকা প্রকাশ করেন; তাহা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। শ্রীনিম্বার্ক-স্বামী এবং শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যের কৃত ভাষ্য ইতিপূর্ব্বে এতদ্দেশে প্রকাশিত ছিল না; শ্রীবৃন্দাবনবাসী জনৈক সাধু শ্রীকিশোরদাস বাবাজীর উদ্যোগে সম্প্রতি তাহা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা সাধারণের প্রাপ্তব্য নহে; কারণ ইহা বিক্রীত হয় না। শ্রীনিম্বার্কস্বামিকৃত ভাষ্যাবলম্বনেই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

শ্রীনিম্বার্কস্বামী স্বীয় ভাষ্যে দ্বৈতাদ্বৈত (ভেদাভেদ) মীমাংসা সংস্থাপন করিয়াছেন। ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত এই যে, দৃশ্যমান জগৎ ও জীব উভয়ই মূলতঃ ব্রহ্ম; কিন্তু জগৎ ও জীব মাত্রেই তাঁহার সত্তা পর্য্যাপ্ত নহে; এতদুভয়ের অতীত স্বরূপও তাঁহার আছে। এই অতীত স্বরূপই জগতের মূল উপাদানকারণ; জগৎ ও জীব ব্রহ্মের অংশ মাত্র। (বেদান্তদর্শন ২য় অঃ ৩য় পাদ ৪২ সূত্র এবং ৩য় অঃ ২য় পাদ ২২ সূত্র ও ভাষ্য প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। অংশের সহিত অংশীর যে ভেদাভেদ-(দ্বৈতাদ্বৈত) সম্বন্ধ, জগৎ ও জীবের সহিত ব্রহ্মেরও তদ্রূপ সম্বন্ধ। অংশ সম্পূর্ণাবয়বেই অংশীর

অঙ্গীভূত ; অতএব অভিন্ন ; আবার অংশী অংশকে অতিক্রম করিয়াও আছে ; অংশ মাত্রে অংশীর সত্তা পর্য্যাপ্ত নহে ; অতএব অংশী অংশ হইতে ভিন্নও বটে ; সুতরাং উভয়ের সম্বন্ধকে ভেদাভেদ সম্বন্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। অংশাংশী সম্বন্ধ, আর ভেদাভেদ অথবা দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধ, একই অর্থজ্ঞাপক।

ব্রহ্ম চিদানন্দরূপ অদ্বৈত সৎ পদার্থ। তাঁহার চিদংশের দ্বারা তাঁহার স্বরূপগত আনন্দকে তিনি অনুভব (ভোগ) করেন। এই চিৎকে দর্শনশক্তি, ঈক্ষণশক্তি, জ্ঞানশক্তি, অনুভবশক্তি ইত্যাদি নামে অভিব্যক্ত করা হয়। তাঁহার স্বরূপগত আনন্দভূমা, অনন্ত। ঐ আনন্দের অনন্তরূপে ভুক্ত (দৃষ্ট, জ্ঞাত) হইবার যোগ্যতা আছে এবং তাঁহার স্বরূপগত চিৎশক্তিও অনন্তভাবে প্রসারিত হইয়া, ঐ আনন্দকে অনন্তরূপে অনুভব করিবার যোগ্যতা আছে (বেদান্তদর্শনের ১ম অধ্যায়ের ১ম পাদের ৫ম হইতে ২০শ সূত্র ও তাহার ভাষ্য এবং ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। মনুষ্যের চিত্তের যেমন কোন বিশেষ রূপ না থাকিলেও, যে কোন মূর্ত্তি তাহাতে কল্পনা করিয়া, মনুষ্য তাহা মনন করিতে পারে, পরন্তু সেই কল্পিত মূর্ত্তি চিত্ত হইতে অভিন্ন (কোন বাহ্য বস্তু নহে) চিত্তেরই অংশ ; সুতরাং মনুষ্যের চিত্তের একত্বের হানি না হইয়া, বিভিন্নরূপে দৃষ্ট হইবার যোগ্যতা আছে, এবং মনুষ্যেরও তদীয় চিত্তকে বহুরূপে দর্শন করিবার শক্তি আছে। এবং যেমন একটি বৃহৎ দর্পণ এক অবিকৃতরূপে বর্ত্তমান থাকিয়াও, অসংখ্য প্রতিমূর্ত্তি এককালে তন্মধ্যে ধারণ করিতে পারে, ইহার তদ্রূপ যোগ্যতা আছে। তদ্রূপ ব্রহ্মের স্বরূপগত আনন্দেরও বিভিন্নরূপে দৃষ্ট হইবার যোগ্যতা আছে ; এবং ঐ আনন্দকে অনন্ত বিভিন্নরূপে অনুভব (ঈক্ষণ) করিবার শক্তি ব্রহ্মের স্বরূপগত চিত্তের আছে। সূর্য্যদেব যেমন স্বীয় স্বরূপানুরূপ অনন্ত তেজোময় রশ্মি প্রসারণ করিয়া, আপনার আশ্রয়ীভূত আকাশের এবং আকাশস্থ বস্তু সকলের

সর্ব্বাংশ স্পর্শ ও প্রকাশিত করেন, তদ্রূপ ব্রহ্মেরও স্বরূপগত চিদংশ অনন্ত সূক্ষ্ম চিদাত্মক ভাগে আপনাকে বিভক্ত করিয়া, অনন্তরূপে তাঁহার স্বরূপগত আনন্দকে অনুভব ও প্রকাশ করে। এই সকল সূক্ষ্ম চিৎ-অংশই (চিৎ-অণুই) জীবের স্বরূপ ; এবং ব্রহ্মের স্বরূপগত আনন্দকে জীব যে অনন্ত বিভিন্ন ও বিশেষ বিশেষরূপে অনুভব (দর্শন) করেন, সেই সকল বিভিন্নরূপই জগৎ। (বেদান্তদর্শন ২য় অঃ ৩য় পাদ ১৭, ১৮, ২১, ২২ প্রভৃতি সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

পরন্তু জীব এককালে এক সঙ্গে এই অনন্ত জগতের দর্শন করিতে পারে না। ইহার বিশেষ বিশেষ অংশই এককালে জীবের দর্শনের বিষয় হয়। বস্তুতঃ ব্রহ্মের স্বরূপগত অনন্ত আনন্দকে বিশেষ বিশেষরূপে দর্শনের (অনুভবের) নিমিত্তই জীবশক্তির প্রকাশ। অতএব স্বরূপতঃ জীব ব্যষ্টিদ্রষ্টা—ব্রহ্মের স্বরূপগত আনন্দের বিশেষ বিশেষ অংশের দ্রষ্টা। পরন্তু ব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপগত আনন্দকে অনন্ত বিভিন্নরূপে সমগ্র ভাবে এককালীনও অনুভব করেন ; তাঁহার চিৎশক্তি তৎসমস্তকে এক সঙ্গেই আপনার জ্ঞানের বিষয়ও করে। ঐ অনন্ত রূপসকলের সমগ্র দর্শনকারিরূপে তাঁহার ঈশ্বর সংজ্ঞা হয়। অতএব ঈশ্বররূপী ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ এবং জীব বিশেষজ্ঞ। যেমন একটি বৃক্ষের সমস্ত অবয়বের এক সঙ্গে এককালে দর্শন হয়, অথচ তৎ সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রত্যেক শাখা পত্র প্রভৃতি অঙ্গের বিশেষ দর্শনও হয়, ঐ সকল বিশেষ অঙ্গের দর্শন সমগ্র বৃক্ষদর্শনের অঙ্গীভূত ; তদ্রূপ সমগ্রদ্রষ্টা ঈশ্বরের দর্শনের অঙ্গীভূতরূপে ব্যষ্টিদর্শনকারী প্রত্যেক জীবের বিশেষ বিশেষ দর্শন বর্ত্তমান আছে ; যাহা সমগ্র দর্শনে আছে, তাহাকে অতিক্রম করিয়া তদন্তর্ভূত বিশেষ দর্শনে থাকে না ও থাকিতে পারে না। সুতরাং বিশেষ দর্শনকারী জীব সর্ব্বদাই ঈশ্বরের অধীন ; তাঁহাকে কদাপি অতিক্রম করিতে

পারেন না। বস্তুতঃ জীব ও জগতের নিয়ন্তা হওয়াতেই ব্রহ্মের ঈশ্বর সংজ্ঞা হয়।

অতএব ব্রহ্ম যুগপৎ চারিটি ভাবে নিত্য বিদ্যমান আছেন। যথা ;—(১) তিনি চিদানন্দরূপ সদ্বস্তু ; নিজ স্বরূপগত আনন্দকে নির্ব্বিশেষে নিত্য অনুভব করেন। ইহাতে কোন প্রকার বিশেষ ক্রিয়া নাই ; নিত্যানন্দে নিমগ্ন ভাব। এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে 'অক্ষর ব্রহ্ম', 'নির্গুণ ব্রহ্ম', অথবা 'সদ্‌ব্রহ্ম' বলা হয়।

(২) তাঁহার স্বরূপগত আনন্দের অনন্ত বিভিন্নরূপে অনুভূত হইবার যোগ্যতা থাকাতে, ঐ আনন্দকে তিনি অনন্ত বিভিন্নরূপেও নিত্য অনুভব (দর্শন) করেন। ঐ সকল অনন্ত বিভিন্ন রূপের সমগ্রভাবে নিত্য অনুভব-কারিরূপে যে তাঁহার স্থিতি, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার ঈশ্বর সংজ্ঞা হয়। সর্ব্ব প্রকার বিশেষ ভাব-বর্জ্জিত একমাত্র আনন্দের অনুভব, এবং ঐ আনন্দকে পুনরায় অসংখ্য বিশেষ বিশেষরূপে অনুভব কিরূপে যুগপৎ হইতে পারে, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না ; কারণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। শ্রুতি ব্রহ্মকে এক দিকে অক্ষর-স্বভাব নির্ব্বিশেষ সৎ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, অপরদিকে সর্ব্বরূপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বপ্রকাশক, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র কারণ বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপ দ্বিবিধ অবস্থায় স্থিতির যে কোন দৃষ্টান্ত নাই, এমনও নহে ; ইহার দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছে। প্রত্যেক বৃক্ষের (প্রত্যেক দৃশ্য বস্তুর) অবয়ব প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, অথচ প্রত্যভিজ্ঞা বৃত্তির দ্বারা তাহার নিরবচ্ছিন্ন একত্ব সর্ব্বদাই জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। মনুষ্যের বাল্যাদি বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত অনন্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে ; কিন্তু প্রত্যেক পরিবর্ত্তনের অন্তরালে স্থায়িরূপে সে নিজে বর্ত্তমান থাকে। বাল্যে যে, বার্দ্ধক্যেও সে-ই, এক পুরুষ। মনুষ্য এক দিকে নিদ্রিত থাকে, আবার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নও দর্শন

করে। সাধক ব্যক্তি এক দিকে আত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন, এবং যুগপৎ অপরের সহিত বাক্যালাপও করেন। তত্ত্ববিৎ পুরুষদিগের সম্বন্ধেও এই প্রকার দ্বিরূপে স্থিতির বিষয় ভগবান্ গীতাশাস্ত্রে বর্ণন করিয়াছেন। যথা ;—

"নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্।"
ইত্যাদি।

অতএব শ্রুতিসিদ্ধ ব্রহ্মের যুগপৎ অক্ষরত্ব ও ঈশ্বরত্বে আশঙ্কার কোন হেতু নাই। শ্রুতি ব্রহ্মের জগৎরূপ, জীবরূপ এবং ঈশ্বররূপ, এই ত্রিবিধ রূপের উল্লেখ করিয়া স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন ;—

"উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাঽক্ষরঞ্চ।" ইত্যাদি।

বেদান্ত-দর্শন ব্যাখ্যানে এই বিষয় পরে আরও পরিষ্কার করা যাইবে।

(৩) ব্রহ্মের স্বরূপগত আনন্দের সম্যক্ দর্শনের (অনুভবের) অঙ্গীভূত-রূপে যে বিশেষ দর্শন (অনুভব) থাকা বর্ণিত হইয়াছে, ঐ বিশেষানুভব-কর্তৃরূপে স্থিতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার জীবসংজ্ঞা হয়। সমাধিকালে ধ্যেয় বস্তুতে আত্যন্তিক অভিনিবেশ-বশতঃ যেমন সাধকের আত্মস্বরূপের বিস্মৃতি ঘটে—কেবল ধ্যেয়াকারেই তাঁহার চিত্ত ভাসমান হয়, তদ্রূপ ব্যষ্টিদর্শনকারী জীবের স্বীয় আনন্দাংশের প্রতি অত্যন্ত অভিনিবেশ-বশতঃ, স্বীয় চিদংশের সম্বন্ধে তাঁহার বিস্মৃতি ঘটে ; স্বীয় চিদ্রূপতার বিস্মৃতি ঘটিলে তাঁহার ভোগ্য আনন্দাংশও চিৎশূন্য (অচেতন) রূপে প্রতিভাত হয়। চিদংশের জ্ঞানের (স্মৃতির) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিলুপ্তিতে পৃথিবীতত্ত্ব প্রকাশিত হয় ; এবং ঐ স্মৃতির তারতম্যানুসারে উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, মনুষ্য, দেবতা প্রভৃতি দেহবিশিষ্ট জীব বর্ত্তমান হয়েন। ইহাদিগকে বদ্ধ জীব বলে, কারণ স্বীয় চিদ্রূপের সম্যক্ জ্ঞানের অভাবহেতু, ইহারা ন্যূনাধিক পরিমাণে

অচেতনাত্মক ভাবে থাকে। আর যাঁহাদের স্বীয় চিদ্রূপতার সম্যক্ জ্ঞান উদিত হয়—বিস্মৃত চিদ্রূপ প্রকাশিত হয়, তাঁহারা চিদানন্দরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহাদিগকে 'মুক্ত পুরুষ' বলে। আনন্দের যে আনন্দরূপে স্থিতি, তাহা তদ্বিষয়ক জ্ঞান-সাপেক্ষ; অচেতন বস্তু স্বীয় স্বরূপের বোধ করিতে পারে না; যেমন গুড় স্বীয় মিষ্টতা জানে না, ইহার মিষ্টতা মনুষ্যের অনুভব সাপেক্ষ। অতএব স্বীয় চিদ্রূপতার বিস্মৃতিহেতু বদ্ধ জীবের আনন্দানুভবও উত্তরোত্তর অল্প হইয়া থাকে; সুতরাং আনন্দাভাবে জীব দুঃখভাগী হয়। কিন্তু সেই আনন্দ এবং চিদ্রূপতার জ্ঞান লুক্কায়িত ভাবে অন্তরে থাকাতে, তাহা পুনরায় লাভ করিবার জন্য অভিলাষ জীবে নিত্য বর্ত্তমান থাকে। ইহাই বদ্ধ জীবের লক্ষণ। পরন্তু মুক্ত জীবের তদ্রূপতার স্ফুরণ হেতু, তাঁহাদের আনন্দেরও অভাব হয় না; তাঁহারা সর্ব্বদা চিদানন্দ-রূপে অবস্থিতি করেন; জগৎকেও চিদানন্দরূপে দর্শন করেন,—অচেতন-রূপে নহে।

(৪) ঈশ্বররূপী ব্রহ্ম যে স্বীয় স্বরূপগত আনন্দকে অনন্ত বিভিন্নরূপে দর্শন করেন, সেই সকল বিভিন্ন রূপই জগৎ নামে আখ্যাত হয়। বদ্ধ জীবের স্বীয় চিদ্রূপতার বিস্মৃতিহেতু বদ্ধ জীবের জ্ঞানে জগৎ অচেতনরূপে প্রতিভাত হয়। এই অচেতন জগৎরূপে যে ব্রহ্মের স্থিতি, ইহাই তাঁহার প্রকটরূপ। অতএব অক্ষরব্রহ্ম, ঈশ্বরব্রহ্ম, জীবব্রহ্ম এবং জগদ্ব্রহ্ম এই চতুর্ব্বিধরূপে ব্রহ্ম যুগপৎ অবস্থিত আছেন। এই চতুর্ব্বিধ ভাবে তিনি পূর্ণ; পরন্তু ঈশ্বরত্ব, জীবত্ব এবং জগদ্রূপত্ব এই তিনটিই তাঁহার অক্ষররূপে প্রতিষ্ঠিত. এই অক্ষররূপকে অতিক্রম করিয়া ইহার কোনটী বিদ্যমান নহে। অনন্ত বিভিন্ন রূপবিশিষ্ট জগৎ ব্রহ্মেরই স্বরূপস্থ আনন্দাংশের প্রকাশ ভাব মাত্র হওয়াতে ইহার ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্রতম, বৃহৎ. বৃহত্তর, বৃহত্তম সর্ব্ব প্রকার অবয়বে তাঁহার চিদংশ অনুপ্রবিষ্ট আছে; ঐ চিদংশের নিত্য ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব এই

দুই ভাব আছে, ইহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং জগতের উক্ত প্রত্যেকাংশে সাধারণ জীবের অদৃশ্য ভাবে নিয়ন্তৃরূপে ঈশ্বর এবং ভোক্তৃরূপে জীব বর্ত্তমান আছেন।

স্বরূপস্থ আনন্দকে ব্রহ্ম ঈশ্বররূপে অনন্ত বিভিন্নভাবে দর্শন করেন; সুতরাং জগতের সর্ব্বাংশে যে ঈশ্বর বর্ত্তমান আছেন, ইহা সহজেই বোধগম্য হয়। পরন্তু অংশদ্রষ্টা জীবও যে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন, তাহা বোধগম্য করিতে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। রামনামক একজন মনুষ্য আছেন, তাঁহার শরীরকে আমরা অচেতন বলি; কিন্তু ঐ সমগ্র শরীরের অধিষ্ঠাতৃরূপে যে চেতন জীব আছে, তাহা সকলেই বলিয়া থাকি; কিন্তু রামনামক জীবও স্বীয় চিৎস্বরূপের জ্ঞানশূন্য, অপর লোকও তাহার চিদ্রূপকে দর্শন করিতে পারে না; তাহারা তদ্বিষয়ক বিশেষ-জ্ঞানশূন্য। পরন্তু চিৎশক্তি লুকায়িতভাবে ঐ দেহে বিদ্যমান আছে, ইহা সকলেরই ধারণা। কিন্তু রামের শরীরকে সাধারণতঃ অচেতনই বলা হয়। পরন্তু অণুবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্ট হয় যে, ঐ দেহের প্রত্যেক রক্তবিন্দু, প্রত্যেক মাংসখণ্ড প্রভৃতি অবয়ব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবময়; বস্তুতঃ রামের দেহ তাহাদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দেহের সমষ্টিমাত্র। এই প্রকার পৃথিবীরূপ দেহধারিরূপে এক জীব বর্ত্তমান আছেন; তাঁহার বৃহৎ দেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে মনুষ্য পশু পক্ষী উদ্ভিদাদি অসংখ্য জীব বর্ত্তমান আছে। প্রত্যেক ধূলিকণার ও রচনা কৌশল প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করিলে, তাহাতেও যে অদৃশ্যভাবে চিৎ-শক্তি অনুপ্রবিষ্ট আছে, তাহা অবধারণ করিতে পারা যায়। অতএব নিরবচ্ছিন্ন অচেতন বস্তু জগতে কিছুই নাই। জগতে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আছে। আমরা যে ব্রহ্মাণ্ডে বর্ত্তমান আছি, তাহার বিস্তার পর্য্যন্তই আমাদের কল্পনা-শক্তি ধাবিত হয়; আমাদের কল্পনাশক্তি তাহা অতিক্রম করিতে পারে না। এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ বৃহৎ দেহকে অবলম্বন করিয়া যে জীব বর্ত্তমান আছেন,

তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ, কার্য্য-ব্রহ্ম, সঙ্কর্ষণ ইত্যাদি নামে শ্রুতি এবং অপরাপর শাস্ত্র আখ্যাত করিয়াছেন ; চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকেও হিরণ্যগর্ভ নামে কখন কখন আখ্যাত করা হয়; কিন্তু ইহা তাঁহার স্তুতির নিমিত্ত। এই প্রকটিত ব্রহ্মাণ্ডে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ বলিয়া গণ্য হয়েন। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রতম পরমাণু পর্য্যন্ত কিছুই নিরবচ্ছিন্ন অচেতন নহে। ব্রহ্মের স্বরূপগত আনন্দাংশে স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াও অনন্ত বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হইবার যে যোগ্যতা আছে, ইহাকেই ব্রহ্মের 'মায়াশক্তি' বলে। বদ্ধ জীবের যে স্বীয় চিদ্রূপতার বিস্মৃতি ভাব, তাহাকে 'অবিদ্যা' বলে। দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তের মুখ্যাংশ সংক্ষেপে এই বর্ণিত হইল। মূলগ্রন্থ ব্যাখ্যানে ইহার বিশেষ বিস্তার করা যাইবে।

মূল ব্রহ্মসূত্রে ভগবান্ বেদব্যাস এই দ্বৈতাদ্বৈতমীমাংসাই সর্ব্ববেদান্তের উপদেশ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন ; ব্রহ্মসূত্র পরপর পাঠ করিয়া গেলে তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও স্বীয় ভাষ্যে তাহা স্থানে স্থানে স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের ১ম অধ্যায়ের ১ম পাদে বেদব্যাস বহুবিধ সূত্রের দ্বারা ব্রহ্মই যে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ব্রহ্মই জগৎকারণ হওয়াতে তাঁহাকে কেবল নির্গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না। বেদব্যাসকৃত সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, ব্রহ্মের জগৎকারণতাবিষয়ক বহুবিধ শ্রুতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও ১ম অধ্যায়ের ১ম পাদের ৪র্থ সূত্রের ভাষ্যে ও অপরাপর স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন ; উক্ত পাদের ১১শ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য শ্রুতিমীমাংসা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ; যথা ;—

"দ্বিরূপং হি ব্রহ্মাবগম্যতে ; নামরূপবিকারভেদোপাধি-বিশিষ্টং, তদ্বিপরীতঞ্চ সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিতম্। "যত্র হি

দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, যত্র ত্বস্য সর্ব্ব-মাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ”, “যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা, যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃ-ণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং, যো বৈ ভূমা তদমৃতম্, অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্”, “সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে”, “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্, অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্”, “নেতি নেতি, অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমিতি”, “ন্যূনমন্যৎ স্থানং, সম্পূর্ণ-মন্যৎ” ইতি চৈবং সহস্রশো বিদ্যাবিদ্যাবিষয়ভেদেন ব্রহ্মণো দ্বিরূপতাং দর্শয়ন্তি বাক্যানি।”

অস্যার্থ:—শ্রুতিতে ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে; নামরূপাদি বৈকারিক ভেদোপাধিবিশিষ্ট রূপ, এবং তদ্বিপরীত সর্ব্ববিধ উপাধিবর্জ্জিত রূপ। “যে অবস্থায় ব্রহ্ম দ্বৈতের ন্যায় হয়েন, তখনই ভেদ লক্ষিত হয়, একে দ্রষ্টা অপরে দৃশ্যরূপে বিভিন্ন হয়; যে অবস্থায় সমস্তই ব্রহ্মের আত্মস্বরূপভূত, তখন ভেদরহিত হওয়ায়, কে কাহাকে কি দিয়া দেখিবে”, “যখন ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া কোন বস্তুর দর্শন হয় না, শ্রবণ হয় না, জ্ঞান হয় না, তাহাই ভূমা (বৃহৎ, শ্রেষ্ঠ), যাহাতে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে অবস্থিত বলিয়া দর্শন, শ্রবণ ও জ্ঞান হয়, তাহা অল্প; যাহা ভূমা তাহা অমৃত (অনশ্বর), যাহা অল্প তাহা নশ্বর”; “সেই ধীর (ব্রহ্ম) সর্ব্ববিধ রূপ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ নামে সংজ্ঞিত করিয়া, তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করেন”; ব্রহ্ম “নিষ্কল (বিভাগরহিত, অদ্বয়) নিষ্ক্রিয়, শান্ত, শুদ্ধস্বভাব (দোষরহিত), নিরঞ্জন (আবরণবিহীন, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ),

তিনি মোক্ষের সেতুস্বরূপ, নির্ধূম পাবকস্বরূপ", "তিনি ইহা নহেন, উহা নহেন, স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন" ; "যাহা ন্যূন, তাহা সীমাবদ্ধ, যাহা পূর্ণ, তাহা ইহা হইতে বিভিন্ন", ইত্যাদি বিদ্যা ও অবিদ্যা বিষয়ভেদে সহস্র সহস্র শ্রুতি ব্রহ্মের দ্বিরূপতা প্রতিপাদন করিতেছেন।"

ভাষ্যকার এই স্থানে বলিলেন যে, সহস্র সহস্র শ্রুতি ব্রহ্মের দ্বিরূপতা (সগুণত্ব, নির্গুণত্ব) প্রতিপাদন করিতেছেন। কিন্তু তিনি বলেন যে, বিদ্যা ও অবিদ্যা বিষয়-ভেদে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ; বিদ্যাবানের নিকট তিনি একান্ত নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, অক্ষর এবং একরূপী ; অবিদ্যাবানের নিকটই তিনি সগুণ ও বহু। এই সিদ্ধান্তই তিনি স্বকৃত ভাষ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এইটি তাঁহার নিজের সিদ্ধান্ত ; কোন শ্রুতি কোন স্থলে এইরূপ উপদেশ করেন নাই। "অহং বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মের স্বরূপ উপদেশের প্রতিজ্ঞা-স্থলেই উক্ত হইয়াছে ; অবিদ্যা বিদূরিত করাই এই সকল শ্রুতির অভিপ্রায় ; অবিদ্বান্ লোক এইরূপ দেখে, কিন্তু তাহা সত্য নহে, ইহা উপদেশের সার নহে। ব্রহ্ম হইতে ইহারা ভিন্নরূপ অস্তিত্ব-শীল বলিয়া যে বোধ, তাহাই অবিদ্যা ; শ্বেতকেতুর সেই অবিদ্যা দূর করিবার জন্য, দৃষ্টতঃ বিভিন্নতার মধ্যেও যে একত্ব থাকিতে পারে, তাহা মৃত্তিকা এবং তন্নির্ম্মিত ঘট-শরাবাদির, এবং সুবর্ণ ও তন্নির্ম্মিত বলয়-কুণ্ডলাদির, দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রদর্শন করিয়া, এই বিচিত্ররূপী জগৎ যে একই ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত, তাহা তাঁহার পিতা উপদেশ করিতে গিয়া, ঐ সকল শ্রুতিবাক্য বলিয়াছিলেন, ইহা ছান্দোগ্য উপনিষৎ ব্যক্ত করিয়াছেন। অন্যান্য স্থলেও শ্রুতি এইরূপ অবিদ্যা দূর করিবার জন্য উক্তপ্রকার উপদেশ অসংখ্য প্রণালীতে অসংখ্য স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন। এবঞ্চ ব্রহ্মবিৎ হইলে যে দৃষ্টতঃ জাগতিক অনন্ত পদার্থকে একই ব্রহ্মের বিভিন্নরূপ বলিয়া দর্শন হয়, তাহা শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বহু স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা বৃহদা-

রণ্যকের ১ম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে শ্রুতি বলিয়াছেন "ব্রহ্ম···সর্ব্বমভবৎ। তদ্ যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবৎ। তথর্ষীণাং, তথা মনুষ্যাণাম্। তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি। তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি, স ইদং সর্ব্বং ভবতি।" অর্থাৎ "ব্রহ্ম...এতৎ সমস্ত (দৃশ্যমান জগৎ রূপ) হইয়াছিলেন। দেবতাদিগের মধ্যে যিনি যিনি (আমি ব্রহ্ম) এইরূপ জ্ঞানযুক্ত হইয়াছেন, তিনিও সমস্ত (সর্ব্বময়) হয়েন। তদ্রূপ ঋষি ও মনুষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহারাও এইরূপ হয়েন। অতএব বামদেব ঋষি এইরূপ আত্ম-জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া জানিয়াছিলেন (বলিয়াছিলেন) "আমি মনু, আমিই সূর্য্য হইয়াছিলাম।" এইক্ষণেও যিনি আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া (ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া) অবগত হয়েন, তিনিও এইরূপ সমস্ত (সর্ব্বময়) হয়েন।" এইরূপ নিজেকে এবং সমস্ত জাগতিক পদার্থকে যে ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের হয়, তাহা বহুস্থানে শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব এক ব্রহ্মেরই বহুরূপে দর্শনকে অবিদ্যা বলে না; ইহাকে বিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান) বলে। বহুরূপে প্রতি-ভাত হইবার যোগ্যতা ব্রহ্মস্বরূপের আছে; সুতরাং অনন্ত জগৎরূপে তিনি দৃষ্ট হইতে পারেন। কিন্তু তৎসমস্ত রূপকে, তাঁহারই রূপ বলিয়া যখন জ্ঞান না হয়—পৃথক্ সত্তাশীল বস্তু বলিয়া যখন জ্ঞান হয়, তখন তাহাকেই অবিদ্যা বলে। যে স্থলে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ না জন্মে, ব্রহ্ম বলিয়া বোধ হয়, সেই স্থলে তাহার নাম অবিদ্যা নহে, তাহার নাম ব্রহ্মবিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান)। রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয়, তাহার কারণ রজ্জুর সর্পরূপে দৃষ্ট হইবার যোগ্যতা আছে,—উভয়ের আকৃতিতে সাদৃশ্য আছে; তন্নিমিত্তই রজ্জুতে সর্পভ্রম হইতে পারে। সূর্য্যে কখন সর্পভ্রম হয় না; কারণ সর্পরূপে দৃষ্ট হইবার যোগ্যতা সূর্য্যের স্বরূপে নাই। এইরূপ ব্রহ্মেরও অনন্তরূপে দৃষ্ট হইবার যোগ্যতা আছে; এই নিমিত্ত তিনি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত

হয়েন। অতএব জাগতিক অনন্তরূপকে ব্রহ্মরূপে যে দর্শন, তাহা সত্যদর্শন; ইহা অবিদ্যা (ভ্রম দর্শন) নহে; ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া যে জ্ঞান, তাহা অপূর্ণজ্ঞান, অবিদ্যা, অসত্য জ্ঞান। শ্রুতি এইরূপ ভিন্ন দর্শনের নিন্দা করিয়াছেন; এবং তাহা দূর করিয়া সর্ব্বত্র এক ব্রহ্মাত্মকত্ববুদ্ধি স্থাপনের উপদেশ করিয়াছেন। দৃষ্ট পদার্থগুলিকে, একান্ত মিথ্যা বলিয়া শ্রুতি বর্ণনা করেন নাই; তৎ সমস্ত ব্রহ্মস্বরূপেরই অন্তর্গত—ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। ইহা স্পষ্টরূপে পূর্ব্বোদ্ধৃত বৃহদারণ্যক প্রভৃতি শ্রুতি বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞ হইলে নিজকে এবং জাগতিক রূপ সমস্তকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া দর্শন হয়। এই সকল রূপ যদি ব্রহ্মজ্ঞের দর্শনই না হইত, তবে ঋষি বামদেব ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াও কি নিমিত্ত সূর্য্য মনু প্রভৃতিকে উল্লেখ করিয়া বলিবেন যে, এতৎ সমস্তই ব্রহ্ম? যে বুদ্ধিতে "এতৎ সমস্ত" একদা নাই, অনস্তিত্বশীল, সেই বুদ্ধিতে উহাদের ব্রহ্মত্বা-বধারণ কথা অর্থশূন্য হয়। অতএব ব্রহ্মের সগুণত্বের বর্ণনা, যাহা শ্রুতি করিয়াছেন, তাহা অবিদ্যা-কল্পিত নহে; তাঁহার উভয়রূপতাই (সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব) উভয়ই সত্য; এবং ব্রহ্মের এবংবিধ দ্বিরূপতার উপদেশ যে শ্রুতি করিয়াছেন, তাহা বিদ্যা ও অবিদ্যাভেদে করা হইয়াছে বলিয়া যে সিদ্ধান্ত, তাহা সৎ সিদ্ধান্ত নহে।

দৃশ্যমান জগতের ব্রহ্মাভিন্নত্ব ব্রহ্মোপাদানত্ব "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (পরিদৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্ম) ইত্যাদি অশেষবিধ বাক্যের দ্বারা শ্রুতি নানা স্থানে নানারূপে ঘোষণা করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর ও বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষৎ যাহা শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্যে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে বিশেষরূপে একাধারে ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব যে সর্ব্বশ্রুতিসিদ্ধ, তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। বেদব্যাস বেদান্তেরই মর্ম্ম ব্রহ্মসূত্রে ব্যাখ্যা করিয়াছেন;

সুতরাং তিনিও স্বপ্রণীত গ্রন্থে ব্রহ্মের দ্বিরূপতাই উপদেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মের দ্বিরূপতা সিদ্ধ হওয়াতে, জীবের ও জগতের সহিত তাঁহার ভেদাভেদ-সম্বন্ধ এবং ব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈতত্ব প্রতিপাদিত হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে দৃশ্যমান জগৎসম্বন্ধে বেদান্তশাস্ত্রের উপদেশ এই যে, ব্রহ্মই ইহার উপাদান এবং নিমিত্তকারণ। জগতের স্রষ্টা ও লয়কর্ত্তা হওয়াতে, তিনি যে জগৎ হইতে অতীত হইয়াও আছেন, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। জগৎ হইতে অতীত হইয়া অবস্থিতি করাতে, জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদসম্বন্ধ স্থাপিত হয়। আবার জগৎ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মেতেই প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মভিন্ন কোন উপাদান ইহার নাই; সুতরাং ব্রহ্মের সহিত জগতের যে অভেদসম্বন্ধ আছে, তাহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। অতএব ব্রহ্মের সহিত জগতের সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করিতে হইলে এই সম্বন্ধকে ভেদাভেদসম্বন্ধ বলিয়া বর্ণনা করিতে হয়। জগৎ গুণাত্মক, ব্রহ্ম গুণী; গুণী বস্তু হইতে গুণ (অথবা শক্তি) পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বশীল নহে, অথচ গুণী বস্তু গুণ হইতে অতীতও বটে; সুতরাং উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাকে ভেদাভেদসম্বন্ধ বলা যায়। ব্রহ্মকে এই অর্থেই জগতের আশ্রয় বলিয়া বর্ণনা করা হয়, অন্য অর্থে নহে। ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে এইরূপ ভেদাভেদ সম্বন্ধ, এবং ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব এতদুভয়ই বেদান্তশাস্ত্রের সম্মত। মহাভারতেও ভগবান্ বেদব্যাস নানা স্থানে ইহা স্পষ্টরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। যথা শান্তিপর্ব্বের ৩৩৮ অঃ ৩য় শ্লোকে বলিয়াছেন **"নির্গুণায় গুণাত্মনে"** ইত্যাদি।

সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব এই উভয়রূপতাতে কেবল দৃষ্টতঃই বিরোধ আছে, ইহা বাক্যবিরোধ, প্রকৃত বিরোধ নহে। গুণ ও গুণী এতদুভয়ের সম্বন্ধে বস্তুতঃ কোন বিরুদ্ধতা নাই; "গুণী" বলিলেই তাহা স্বরূপতঃ গুণাতীত হইয়াও গুণযুক্ত বলিয়া স্বভাবসিদ্ধ ধারণা হয়; ইহাতে কোন বিরুদ্ধতা

কাহার অনুভূত হয় না। ভেদাভেদসম্বন্ধেও বস্তুতঃ কোন বিরোধ নাই। অংশ সর্ব্বাবয়বেই অংশীর অন্তর্গত,—অতএব অভিন্ন। কিন্তু অংশী অংশকে অতিক্রম করিয়াও বর্ত্তমান আছে। অতএব অংশী অংশ হইতে ভিন্নও বটে; অতএব উভয়ের সম্বন্ধ ভেদাভেদসম্বন্ধ; ইহাতে কোন বিরোধই দৃষ্ট হয় না।

জগৎ যে গুণবিকার, তাহা সাংখ্যশাস্ত্রেরও সম্মত। পরন্তু সাংখ্যকার গুণকে (গুণাত্মিকা প্রকৃতিকে) পরমাত্মা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বশীল অথচ স্বভাবতঃ গর্ত্তদাসবৎ ব্রহ্মের অধীন ও তদর্থ-সাধক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া, ব্রহ্মকে কেবল নির্গুণ বলিয়া বর্ণনা করেন; বেদান্তদর্শনকার গুণ ও গুণাত্মক জগৎকে ব্রহ্মেরই গুণ ও অংশ বলিয়া শ্রুতিপ্রমাণমূলে বর্ণনা করিয়া, ব্রহ্মকে আবার স্বরূপতঃ গুণাতীত ও গুণাত্মক জগতের নিয়ন্তা বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। উভয়দর্শনের উপদেশপ্রণালীতে এই প্রভেদ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বেদান্তের মীমাংসা এই যে, ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞস্বভাব, জড়স্বভাব নহেন, আনন্দরূপ, এবং জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ-স্বভাব হওয়াতে, ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমানে প্রকাশিত সমস্ত জাগতিক রূপ ব্রহ্মের সহিত অভিন্নভাবে নিত্য তাঁহার জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, নতুবা তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বের হানি হয়।* অতএব ব্রহ্মস্বরূপে নূতন কোন বিকারের সম্ভাবনা নাই; সুতরাং কালশক্তিও ব্রহ্মস্বরূপে অস্তমিত; গুণ ও গুণী বলিয়া কোন ভেদও ব্রহ্মের উক্তস্বরূপে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না; এবং জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা বলিয়া কোন ভেদও উক্ত-স্বরূপে নাই। পরন্তু তাঁহার জ্ঞাতৃত্বের কদাপি লোপ হয় না; জগৎও তৎ-স্বরূপভুক্ত হওয়াতে, তিনি স্বয়ং আপনাকেই আপনি অনুভব করেন। তাঁহার স্বরূপ আনন্দময়; জগৎ ঐ আনন্দের প্রকাশ ভাব। ঐ স্বরূপগত

---

* এই সম্বন্ধে "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের উপসংহারাংশ ও চতুর্থপাদ দ্রষ্টব্য।

আনন্দই ব্রহ্মের নিত্য অনুভবের বিষয় হয়। এই আনন্দকে অনন্ত প্রকার-বিশিষ্টরূপে যে তাঁহার অনুভব, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার ঈশ্বর সংজ্ঞা করা হয়। আর সর্ব্ববিধ বিশেষ-ভাববর্জ্জিত নিরবচ্ছিন্ন আনন্দমাত্রের অনুভবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অক্ষর সংজ্ঞা করা হয়।

ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়েরও একমাত্র কারণ; সুতরাং তিনি সর্ব্বশক্তিমান্; এই অনন্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়-সাধিনী যে শক্তি ব্রহ্মের আছে, তাহা তাঁহার নিত্য অঙ্গীভূত শক্তি; কারণ, তাহা জগৎ-প্রকাশের পূর্ব্বে ও পরে সমভাবে ব্রহ্মসত্তায় থাকে। সেই শক্তিবলে ব্রহ্ম জগৎকে প্রকাশিত করেন; এবং জাগতিক চিত্রসকলকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে দর্শন করেন; এবং সকলের নিয়ন্তৃরূপেও অবস্থিতি করেন। এই শক্তি তাঁহার স্বরূপগত হওয়ায়, ব্রহ্মের ঈশ্বরসংজ্ঞা হইয়াছে; এই ঐশীশক্তি-প্রভাবে ব্রহ্ম জগদ্ব্যাপার সমাধান করিয়াও নির্ব্বিকার থাকেন। এই শক্তি-প্রভাবে সর্ব্বজ্ঞ পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম স্বীয় স্বরূপান্তর্গত জগৎকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে সমগ্র ভাবে দর্শন করেন মাত্র; সুতরাং তদ্দ্বারা তাঁহার বিকারিত্বের আশঙ্কা হইতে পারে না। পরন্তু যেমন কোন একটি শরীরবিশিষ্ট বস্তুর পূর্ণাঙ্গের জ্ঞানের অন্তর্ভূত রূপে উহার ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্রতম প্রত্যেক অঙ্গবিশেষের জ্ঞানও অবশ্য থাকে, সেই সকল অঙ্গের জ্ঞান বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও লব্ধ হয়; তদ্রূপ জাগতিক রূপসকলের সমগ্রদর্শনের (অনুভবের) সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি রূপের বিশেষদর্শনও ঐ সমগ্রদর্শনের অঙ্গীভূতরূপে বর্ত্তমান আছে। অনন্তরূপে প্রকাশিত হইবার যোগ্যতাবিশিষ্ট স্বীয় স্বরূপগত আনন্দকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্যষ্টিভাবেও ব্রহ্ম নিত্য দর্শন করেন। এই ব্যষ্টিভাবে দর্শনশক্তিই জীব; সুতরাং জীব ঈশ্বরাংশ মাত্র। অতএব জীবের সহিতও ব্রহ্মের ভেদাভেদসম্বন্ধ। এই ভেদাভেদ সম্বন্ধকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মকে "দ্বৈতাদ্বৈত" বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায়।

জীবের স্বরূপ, এবং ব্রহ্মের সহিত জীবের এই প্রকার ভেদাভেদসম্বন্ধ শ্রীভগবান্ বেদব্যাস স্বয়ং শ্রুতিপ্রমাণ অবলম্বনে বিশদরূপে স্বীয় গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই ভেদাভেদসম্বন্ধই পূর্ব্বোক্ত নিম্বাদিত্যসম্প্রদায়ের সম্মত। এই সম্বন্ধই বেদব্যাসকর্ত্তৃক ব্রহ্মসূত্রে প্রদর্শিত বলিয়া নিম্বার্ক-ভাষ্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। জীব ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন নহেন, "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বেদবাক্যে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব জীব ও ঈশ্বরে অভেদসম্বন্ধ; পরন্তু জীব ও ব্রহ্মে ভেদও "জ্ঞাজ্ঞৌ" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে স্পষ্টরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অংশ ও অংশীর মধ্যেই ভেদ ও অভেদ উভয় থাকে, অন্যত্র নহে। অতএব জীব ব্রহ্মের অংশ; জীব অপূর্ণদর্শী, ব্রহ্ম পূর্ণদর্শী; ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্; তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ইত্যাদি জগদ্ব্যাপার সাধন করেন; জীবের মুক্তাবস্থায়ও সম্পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমত্তা হয় না, ইহা ভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মের অংশমাত্র হওয়াতে, পরম-মোক্ষাবস্থায়ও তিনি অংশই থাকেন; কারণ, কোন বস্তুর স্বরূপের ঐকান্তিক বিনাশ সম্ভব হয় না; সুতরাং মুক্ত জীবও জীবই থাকেন; তিনি পূর্ণব্রহ্ম হয়েন না, এবং তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা হয় না (ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের ৪র্থ পাদের ১৭ সংখ্যক সূত্র প্রভৃতি দ্রষ্টব্য, উক্ত সূত্র যথাস্থানে ব্যাখ্যাত হইবে)। চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে মুক্তি ও মুক্তপুরুষের স্বরূপ শ্রীভগবান্ বেদব্যাস বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। জীবের উক্ত প্রকার স্বরূপ ও ব্রহ্মের সহিত উক্ত ভেদাভেদ-সম্বন্ধ ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ৪২ সংখ্যক সূত্রে বেদব্যাস স্বয়ং উপদেশ করিয়াছেন। এই সূত্রের ব্যাখ্যাসম্বন্ধে নিম্বার্কভাষ্য এবং শাঙ্করভাষ্যে কোন প্রভেদ নাই; অতএব এই সূত্রটি এই স্থলে উদ্ধৃত করা হইতেছে; এতদ্দ্বারা গ্রন্থের উপদিষ্ট বিষয় বোধগম্য করিবার পক্ষে সুবিধা হইবে।

২য় অঃ, ৩য় পাদ—"অংশো নানা ব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশ-কিতবাদিত্বমধীয়ত একে" ॥ ৪২শ সূত্র।

এই সূত্রের সম্যক্ নিম্বার্কভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

নিম্বার্কভাষ্য।—অংশাংশিভাবাজ্জীবপরমাত্মনোর্ভেদাভেদৌ দর্শয়তি। পরমাত্মনো জীবোঽংশঃ, "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবি" -ত্যাদিভেদব্যপদেশাৎ, "তত্ত্বমসী"-ত্যাদ্যভেদব্যপদেশাচ্চ। অপি চ আথর্বণিকাঃ "ব্রহ্মদাশা-ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মকিতবা"ইতি ব্রহ্মণো হি কিতবাদিত্বমধীয়তে।

অস্যার্থ:—"জীব ও পরমাত্মার অংশাংশিভাবহেতু, উভয়ের মধ্যে ভেদাভেদসম্বন্ধ সূত্রকার প্রদর্শন করিতেছেন :—জীব পরমাত্মার অংশ; কারণ "পরমাত্মা" "জ্ঞ" (পূর্ণজ্ঞ), জীব "অজ্ঞ" (অপূর্ণজ্ঞ), পরমাত্মা ঈশ্বর (সর্ব্বশক্তিমান্), জীব অনীশ্বর (অল্পশক্তিমান্), দুইই 'অজ' (অনাদি) ইত্যাদি বহু শ্রুতি জীব ও পরমাত্মার ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার "তত্ত্বমসি" (জীব পরমাত্মাই, তাঁহা হইতে অভিন্ন) ইত্যাদি বহু শ্রুতি জীব ও পরমাত্মার অভেদও উপদেশ করিয়াছেন। এবঞ্চ অথর্ব্ববেদীয় শ্রুতি বলিয়াছেন "দাশসকল (কৈবর্ত্তাদি অপকৃষ্ট জাতি) ব্রহ্ম, দাসেরা (ভৃত্যেরাও) ব্রহ্ম, ধূর্ত্তেরাও ব্রহ্ম"; এই সকল শ্রুতিতে ধূর্ত্তলোকেরও ব্রহ্মত্ব উক্ত হইয়াছে।"

এই সূত্রের শাঙ্করভাষ্য এতদপেক্ষা বহু বিস্তৃত; কিন্তু নানা প্রকার বিচারান্তে শঙ্করাচার্য্যও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বেদব্যাস এই সূত্রে ভেদাভেদসম্বন্ধই স্থাপিত করিয়াছেন। ভাষ্যের শেষ মীমাংসা এই :—

চৈতন্যঞ্চাবিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োর্যথাগ্নিবিস্ফুলিঙ্গয়োরৌষ্ণ্যম্। অতো ভেদাভেদাবগমাভ্যামংশত্বাবগমঃ।"

অন্বয়ার্থ :—"যেমন অগ্নির ও স্ফুলিঙ্গের উষ্ণত্ববিষয়ে ভেদ নাই, তদ্রূপ চৈতন্যবিষয়ে জীব ও ঈশ্বরে কোন প্রভেদ নাই। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রুতিবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ ও ভেদ উক্ত হওয়াতে, জীব ঈশ্বরের অংশ।

তৎপরবর্ত্তী চারিটি সূত্র দ্বারা এই ভেদাভেদসম্বন্ধ আরও বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেও কোন ব্যাখ্যাবিরোধ নাই। এই সকল সূত্র যথাস্থানে ব্যাখ্যাত হইবে।

জীব এইরূপে ঈশ্বরাংশ বলিয়া অবধারিত হওয়াতে, তিনি কাজেই ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণজ্ঞ হইতে পারেন না; সুতরাং জীবকে ঈশ্বরের ন্যায় বিভুস্বভাব বলা যাইতে পারে না; জীব পরমেশ্বরের ন্যায় সম্পূর্ণ বিভুস্বভাব হইলে, জীব ও ব্রহ্মের সম্পূর্ণ অভেদই সিদ্ধ হয়, জীবত্ব আর সিদ্ধই হয় না; জীবের স্বভাবসিদ্ধ যে অপূর্ণজ্ঞত্ব ও অসর্ব্বশক্তিমত্তা দৃষ্ট হয়, তাহা আর থাকিতে পারে না; যিনি বিভু তাঁহার আবরণ কে জন্মাইতে পারে? কিন্তু জ্ঞানের আবরণ না হইলে, জীবত্ব ঘটে না। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, পূর্ণজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর বহু হইবার ইচ্ছাতেই জীব ও জগৎ প্রকটিত করিয়াছেন; তাঁহার এই ইচ্ছাশক্তি নিত্য। এতৎসম্বন্ধীয় কোন কোন শ্রুতি ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যাকালে উদ্ধৃত করা হইবে, এবং সূত্রব্যাখ্যা উপলক্ষে জীবের বিভুত্বাভাব বিষয়ে বিস্তারিত বিচারও করা হইবে। এইস্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে ব্রহ্মের এই ইচ্ছা নিত্য ও স্বরূপগত হওয়াতে, জীবের জীবত্বও নিত্য। মুক্ত জীব ও বদ্ধ জীবে এই মাত্র প্রভেদ যে, বদ্ধাবস্থায় জীব স্বীয় ব্রহ্মরূপতা এবং জগতের ব্রহ্মরূপতা উপলব্ধি করিতে পারেন না, দৃশ্য জগতের সহিত একাত্মতাবুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন; মুক্তাবস্থায় তিনি আপনার ও জগতের ব্রহ্ম হইতে অভিন্নত্ববুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন,—আপনাকে ও জগৎকে ব্রহ্মরূপেই দর্শন করেন। শ্রুতি বহুস্থানে এই তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন; যথা—

"তদাত্মানমেবাবেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ," "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" ইত্যাদি।

(বৃহদারণ্যক, ১ম অঃ)

অস্যার্থ :—তিনি আপনাকে "আমি ব্রহ্ম" (ভূমা অদ্বিতীয়) বলিয়া জানিয়াছিলেন, অতএব তিনি সকলের সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; উক্তাবস্থায় সকলই এক বলিয়া যখন দর্শন হয়, তখন শোক অথবা মোহ কি প্রকারে হইতে পারে ?

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বামদেব পরমমোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন, ইহা শ্রুতি স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন, এবং সকল ভাষ্যকারেরই তাহা স্বীকার্য্য। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের পরেই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, বামদেবের মোক্ষদশায় তিনি জ্ঞাত হইয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন "আমিই সূর্য্য, আমিই মনু" ইত্যাদি ("ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি") ভাষ্যকার সকলও তাঁহার এই বাক্য স্বপ্রণীত ভাষ্যে নানাস্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মুক্তপুরুষ আপনাকে ও জগৎকে ব্রহ্মরূপেই দর্শন করেন। এই মাত্র বদ্ধ জীব ও মুক্ত জীবে প্রভেদ। মুক্ত হইলে পুরুষের অস্তিত্ব এককালে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না; ব্রহ্মজ্ঞ হইলেই যে সর্ব্ববিধ দেহ বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহাও নহে; জীবিত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দেহ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া তিনি জ্ঞাত হয়েন। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের স্থূল দেহের পতন হইলেও, সূক্ষ্মদেহ বর্ত্তমান থাকে; তদবলম্বনে তাঁহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে, ঐ সূক্ষ্মদেহও আনন্দময় ব্রহ্মরূপতা লাভ করে অর্থাৎ পৃথক্‌রূপে প্রকাশভাব বিলুপ্ত হইয়া তাঁহাদের জ্ঞানে আনন্দময় ব্রহ্মই হয়, এবং বিমুক্ত জীব স্বীয় চিন্ময়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। তিনি তখন কর্ম্মবন্ধন হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হয়েন; পরন্তু ইচ্ছা করিলে যে কোন দেহও ধারণ করিতে পারেন।

ইহা এই ব্রহ্মসূত্রের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদে ভগবান্ বেদব্যাস শ্রুতি মূলে উপদেশ করিয়াছেন। এইরূপ পুরুষকে 'বিদেহমুক্ত পুরুষ' বলা যায়।

ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব শ্রুতিপ্রতিপাদ্য বলিয়া পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে; এই দ্বিরূপত্ব দ্বারাই প্রতিপন্ন হয় যে, দৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন অংশমাত্র। এই জগতের প্রত্যেক অংশে ব্রহ্ম অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন। ("সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরঃ" ইত্যাদি শ্রুতি দ্রষ্টব্য)। এই প্রত্যেক অংশের ব্যষ্টিভাবে দ্রষ্টৃরূপে তাঁহার জীবসংজ্ঞা; সুতরাং জীবও তাঁহার অংশ, এবং তাঁহা হইতে অভিন্ন। জীবরূপে ব্রহ্ম তাঁহার অংশরূপ জগৎকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে দর্শন ও ভোগ করেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এই দর্শন দ্বিবিধ; ব্রহ্মরূপে দর্শন, এবং ব্রহ্মভিন্নরূপে দর্শন; ব্রহ্মভিন্নরূপে দর্শনকে বদ্ধাবস্থা, এবং ব্রহ্মরূপে দর্শনকে মুক্তাবস্থা বলা যায়; কিন্তু এই দুই অবস্থার অতীতরূপেও ব্রহ্ম আছেন; তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত তাঁহার সদ্রূপাবস্থা এবং সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরাবস্থা; যাহাকে তাঁহার স্বরূপাবস্থাও বলা যায়। তন্মধ্যে স্বরূপাবস্থায় দৃগ্‌দৃশ্যাত্মক (জীব ও জড়াত্মক) সমগ্র বিশ্ব বিভিন্ন নামরূপ বর্জ্জিতভাবে ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত; ইহাতে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা বলিয়া কোন প্রকার ভেদের স্ফুরণ নাই; ইহাতে জ্ঞানের কোন প্রকার আনন্তর্য্য নাই। জীব ও * জগৎ-রূপ অবস্থা হইতে এই স্বরূপাবস্থা বিভিন্ন হইয়াও সর্ব্বময়। ইহাই ব্রহ্মের বিভুত্ব; এই বিভুত্ব মুক্ত জীবের নাই। মুক্ত জীবও ধ্যানমাত্রে অতীত, অনাগত সকল বিষয় জ্ঞাত হইতে পারেন, সন্দেহ নাই, এবং তিনিও জগৎকে এবং আপনাকে ব্রহ্মরূপেই দর্শন করেন সত্য, এবং এই নিমিত্ত তাঁহাকেও শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে সর্ব্বজ্ঞ বলাও যায়; কিন্তু অতীত,

* ঈশ্বরস্বরূপ ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ২য় হইতে ২০শ সূত্রে ও তৎপরে অন্যান্য স্থানে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; এইস্থলে কেবল সাধারণভাবে দিগ্‌দর্শন করা হইল মাত্র।

দূরস্থ ও অনাগতবিষয়ক জ্ঞান তাঁহার ধ্যানসাপেক্ষ; পুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি, শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্রে যে স্থানেই কোন মুক্তপুরুষের লীলা বর্ণিত হইয়াছে, সেই স্থানেই তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব ধ্যানসাপেক্ষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বিদেহমুক্ত পুরুষদিগের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন "স যদি পিতৃলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" ইত্যাদি। বেদব্যাসও ব্রহ্মসূত্রের ৪র্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন। যোগসূত্রের কৈবল্যপাদের ৩৩ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যেও বেদব্যাস উল্লেখ করিয়াছেন যে, কৈবল্যপ্রাপ্ত মুক্তপুরুষদিগের সম্বন্ধেও কালক্রমের অনুভব আছে। সুতরাং নিত্য-সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মে যেমন কালশক্তি অস্তমিত, মুক্ত-পুরুষদিগের সম্বন্ধে তদ্রূপ সম্পূর্ণরূপে কালশক্তি অস্তমিত নহে। অতএব তাঁহাদের জ্ঞানের পারম্পর্য্য যে একেবারে তিরোহিত হয়, তাহা নহে। কিন্তু পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব ধ্যানক্রিয়ার অপেক্ষা করে না, অনাদি অনন্ত সর্ব্বকালে প্রকাশিত জগৎ তাঁহাতে নিত্যরূপে বিরাজমান রহিয়াছে; সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থা পূর্ব্বোক্ত অবস্থাদ্বয়ের অতীত অথচ সর্ব্বময়। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বেদব্যাস শ্রীভগবদুক্তিপ্রসঙ্গে ইহাই স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। "একাংশেন স্থিতো জগৎ" (১০ম অঃ, ৪২শ শ্লোক) জগৎ আমার এক অংশ মাত্র, এবং "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (১৫শ অঃ, ৭ম শ্লোক) —এই যে জীব ইনিও আমারই অংশ, সনাতন; ইত্যাদি বাক্যে জীব ও জগৎকে ভগবদংশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া, গীতা প্রকাশ করিয়াছেন যে,—

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্বস্থিতঃ॥"

৯ম অঃ, ৪র্থ শ্লোক

"ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥"

৯ম অঃ, ৫ম শ্লোক।

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥"

১৫শ অঃ, ১৬শ শ্লোক।

"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥"

১৫শ অঃ, ১৭শ শ্লোক।

"যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥"

১৫শ অঃ, ১৮শ শ্লোক।

অস্যার্থ :—অব্যক্তরূপী আমি এই সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া আছি, চরাচর ভূতসমস্ত আমাতে অবস্থিত; কিন্তু আমি তৎসমস্তকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত আছি। (৯ম অঃ, ৪র্থ শ্লোক) আমার যোগৈশ্বর্য্য অবলোকন কর, ভূতসকলও আমার স্বরূপে অবস্থিত নহে, আমি সমস্ত ভূতসকলকে ধারণ ও পোষণ করিতেছি, তথাপি তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া বিরাজিত আছি। (৯ম অঃ, ৫ম শ্লোক)। ক্ষর এবং অক্ষরস্বভাব দ্বিবিধ পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ আছে; তন্মধ্যে সমুদয় ভূতগণ ক্ষর-স্বভাব এবং কূটস্থ (দেহস্থ—দেহরূপ গৃহস্থিত) পুরুষ অক্ষরস্বভাব বলিয়া উক্ত হয়েন। (১৫শ অঃ, ১৬শ শ্লোক)। এই দুই হইতেই ভিন্ন উত্তম পুরুষ, যিনি পরমাত্মা

নামে কথিত হয়েন, ইনিই ঈশ্বর, ইনি সদা নির্ব্বিকার, ইনি লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা ভরণ করিতেছেন। (১৫শ অঃ, ১৭শ শ্লোক)। যেহেতু আমি ক্ষর হইতে অতীত, এবং অক্ষর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, অতএব আমি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তমনামে প্রসিদ্ধ আছি। (১৫শ অঃ, ১৮শ শ্লোক)।

উপরোক্ত স্থলে এবং এইরূপ অপরাপর স্থলে পরমাত্মাকে কূটস্থ জীব-চৈতন্য হইতেও শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। পরমাত্মার বিভুত্ব ও কূটস্থ প্রত্যক্ চৈতন্যের অবিভুত্ব, এই মাত্রই প্রভেদ দৃষ্ট হয়; অপর কোন প্রকার প্রভেদ নাই।

দৃশ্যমান জগৎও ব্রহ্মের অংশমাত্র, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; সুতরাং তাহা একদা অলীক নহে। যেমন একটি বিস্তৃত পটের বিশেষ বিশেষ অংশের উপর দৃষ্টি স্থির করিয়া কল্পনা দ্বারা ঐ এক অবিকৃত পটেই অসংখ্য মূর্ত্তি দৃষ্ট হইতে পারে, তদ্রূপ ব্রহ্মের স্বরূপগত আনন্দাংশেরও বিভিন্নপ্রকার ঈক্ষণের দ্বারা তাহাতে বিভিন্ন রূপ প্রকাশিত হয়। তৎসমস্ত পরিচ্ছিন্ন হইলেও, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন চিদানন্দরূপ। পরন্তু জীব স্বরূপগত অপূর্ণ দর্শনকারী (অসর্ব্বজ্ঞ) বিশেষ দ্রষ্টা মাত্র; অতএব ভোগ্যস্থানীয় আনন্দ-মাত্রের দর্শনে (অনুভবে) অত্যন্ত নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া, তৎপ্রতি অত্যন্ত অভিনিবেশযুক্ত হওয়ায়, তাঁহার স্বীয় চিৎস্বরূপের প্রতি অভিনিবেশাভাব এবং তন্নিমিত্ত বিস্মৃতি ঘটে। তদবস্থায় সেই আনন্দও চিদ্যুক্ত আনন্দ-রূপে প্রতিভাত হয় না; ইহা চিৎহীন (অচেতন) রূপে প্রতিভাত হয়, এবং তাহাতেই তাঁহার আত্মবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত থাকে; সুতরাং জীবও অচেতনবৎ হইয়া পড়েন এবং অচেতনরূপে প্রতিভাত দেহেই তাঁহার আত্মজ্ঞান আবদ্ধ হইয়া যায়। ইহাই জীবের বদ্ধাবস্থা। এই স্বরূপের জ্ঞানাভাবের নামই অবিদ্যা। আর যে অবস্থায় স্বীয় চিদ্রূপেরও দর্শন খুলিয়া যায়, সেই অবস্থায় ভোগ্যস্থানীয় দেহাদিও চিদানন্দরূপে—চিন্ময় আত্মা হইতে অভিন্ন-

রূপে, প্রতীয়মান হয়, অচেতন ও পৃথক্ বলিয়া আর দৃষ্ট হয় না। ইহাই জীবের মুক্তাবস্থা। সুতরাং জগৎ সর্ব্বদাই ব্রহ্মরূপ; জীবের বদ্ধাবস্থায় তাহার দৃষ্টিতে অচেতনরূপে প্রকাশ পায় মাত্র। শাস্ত্রে কোন কোন স্থানে জগৎকে মিথ্যা বলা হইয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা যে অর্থে বলা হইয়াছে, তাহা শ্রুতিই প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—"যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" (ছান্দোগ্য ষষ্ঠ প্রপাঠক ১ম খণ্ড) ইত্যাদি। (হে সোম্য শ্বেতকেতু! যেমন এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞান হইলেই সমস্ত মৃন্ময় বস্তুর জ্ঞান হয়; ঘটশরাবাদি সকলই একই মৃত্তিকারই বিকার; কেবল বাক্য অবলম্বন করিয়াই (কেবল পৃথক্ পৃথক্ নামের দ্বারাই) পৃথক্ পৃথক্রূপে বোধগম্য হয়, পরন্তু মৃত্তিকাই মাত্র সদ্বস্তু, (মৃত্তিকা হইতে পৃথক্রূপে ঘটশরাবাদির অস্তিত্ব নাই); তদ্রূপ জগৎকারণভূত ব্রহ্মই সত্য, তাঁহার জ্ঞান হইলেই সমস্ত জগৎ পরিজ্ঞাত হয়। জগৎকে যে মিথ্যা বলা হইয়াছে, তাহা এই অর্থেই বলা হইয়াছে; অর্থাৎ মৃত্তিকা হইতে অতিরিক্ত ঘটের অস্তিত্ব যেমন মিথ্যা, ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত জগতের অস্তিত্বও তদ্রূপ মিথ্যা। জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, এই যে একপ্রকার জ্ঞান, তাহাকে বৈদান্তিক ভাষায় ভ্রম-জ্ঞান বা অবিদ্যা বলে; ইহা অসম্যক্ দর্শনের একপ্রকার ভেদমাত্র; যেমন অন্ধকার স্থলে রজ্জু দর্শন করিয়া লোকে সর্প বলিয়া ভ্রমে পতিত হয়, পরে আলোকের সাহায্যে ইহাকে রজ্জু বলিয়া অবধারণ করে, তদ্রূপ ব্রহ্মস্বরূপদর্শন হইলে, জগৎকে পৃথক্রূপে অস্তিত্বশীল বলিয়া আর বোধ হয় না, ব্রহ্ম বলিয়াই বোধ হয়; দৃষ্ট বস্তু মিথ্যা নহে, তাহাকে রজ্জু হইতে ভিন্ন সর্প বলিয়া যে জ্ঞান, তাহাই ভ্রম ও মিথ্যা, তাহা রজ্জুজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয়; তদ্রূপ জগৎ মিথ্যা নহে, তাহাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া যে বোধ তাহাই ভ্রম ও মিথ্যা; ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ঐ ভ্রম বিনষ্ট হয়,

জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়া বোধ জন্মে। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাবাক্যেও জগতের একদা মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয় না। পরন্তু ইহার ব্রহ্মাভিন্নত্বই স্থাপিত হয়। জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, তাঁহার অংশ মাত্র।

জগৎকে একদা মিথ্যা (অস্তিত্বহীন) বলা যে উক্ত শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায় নহে, তাহা তৎপরবর্ত্তী উপদেশের দ্বারা আরও স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয়। শ্রুতি বলিতেছেন:—"তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়তে। কুতস্তু খলু সৌম্যৈবং স্যাদিতি হোবাচ, কথমসতঃ সজ্জায়তে? সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।" (এই সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ মাত্র ছিল—অর্থাৎ অস্তিত্বশীল কিছুই ছিল না, সেই অসৎ হইতে সৎ (জগৎ) উৎপন্ন হইয়াছে। পরন্তু, হে, সোম্য! ইহা কিরূপে হইতে পারে, অসৎ হইতে কি প্রকারে সৎ (জগৎ) উৎপন্ন হইতে পারে? হে সোম্য! বিশিষ্টভাবে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে জগৎ এক অদ্বৈত সদ্রূপেই বর্ত্তমান ছিল)। এই স্থলে জগৎকে সৎ বলিয়াই শ্রুতি স্পষ্টরূপে উপদেশ করিলেন। অধিকন্তু কার্য্য ও কারণের অভিন্নত্ব যে বেদান্ত শাস্ত্রের সম্মত, তাহা ভাষ্যকারদিগের স্বীকার্য্য; শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও তাহা বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয়াধ্যায়-ব্যাখ্যানে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। সদ্বস্তু ব্রহ্মই জগৎকারণ বলিয়া বেদান্তে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হওয়াতে, তৎকার্য্য জগৎও সুতরাং সৎ, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তবে কারণ বস্তু ব্রহ্ম হইতে ইহা ভিন্ন ও অচেতন, ইত্যাকার যে জ্ঞান, তাহাই মিথ্যা অর্থাৎ ভ্রম; এবং এই মাত্রই "জগৎ মিথ্যা" বাক্যের অর্থ; জগৎ একদা অলীক—অস্তিত্ববিহীন, ইহা উক্ত বাক্যের অভিপ্রায় নহে, এবং শ্রুতি এইরূপ কখনও উপদেশ করেন নাই, বস্তুতঃ জগৎ একদা অলীক এইরূপ বলা শ্রুতির অভিপ্রেত হইলে, সুবর্ণ ও মৃত্তিকার দৃষ্টান্তটি সম্পূর্ণরূপে অনুপযুক্ত হইয়া পড়িত। এক বস্তুর জ্ঞানের

দ্বারা যে বহু বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে, তাহারই দৃষ্টান্ত সুবর্ণ ও তন্নির্ম্মিত বলয় কুণ্ডলাদির দ্বারা শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন। যদি দৃশ্যস্থানীয় সমস্তই একদা অলীক, এক ব্রহ্ম মাত্র বস্তু আছেন এবং তিনি নিত্য সর্ব্ববিধ বিশেষত্বরহিত অক্ষররূপে বর্ত্তমান আছেন, সুতরাং একরূপেই দ্রষ্টব্য, এইরূপ শ্রুতির অভিপ্রায় হইত, তবে সুবর্ণ ও বলয় কুণ্ডলাদির দৃষ্টান্ত একেবারে অপ্রযোজ্য হইত। সুবর্ণ বলয় কুণ্ডলাদিরূপ ধারণ করিতে পারে, অতএব পরস্পর হইতে বিভিন্নরূপ বিশিষ্ট হইলেও, বলয়াদি সমস্তই সুবর্ণমাত্র। অতএব সুবর্ণের সম্পূর্ণজ্ঞানে বলয়াদিকেও জ্ঞাত হওয়া যায়। এইরূপ এক মৃত্তিকার জ্ঞানে মৃন্ময় ঘট শরাবাদিরও জ্ঞান হয়। এই মাত্রই উপদেশের সার। বলয় কুণ্ডলাদি এবং ঘটশরাবাদি একদা মিথ্যা হইলে, সুবর্ণের এবং মৃত্তিকার জ্ঞানের দ্বারা ঐ সকল মিথ্যা বস্তুরও জ্ঞান হয় বলিলে, ইহা অর্থশূন্য প্রলাপ বাক্য হইয়া পড়ে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের পূর্ব্বোদ্ধৃত ১৬শ ও ১৭শ সংখ্যক শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, জীব ও জড়জগতের অতীত হইয়া ব্রহ্ম অবস্থিত আছেন; কিন্তু তদ্রূপ থাকিয়াও তিনি জগতের অন্তর্য্যামী, নিয়ন্তা ও বিধাতা; এই সকল শক্তি তাঁহার স্বরূপগত; সুতরাং তিনি ঈশ্বর (সর্ব্ব-শক্তিমান্) নামে খ্যাত। জীব ও জগৎকে প্রকাশিত করিয়া যে ব্রহ্ম ইহাদিগের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া আছেন, তাহা নহে। বস্তুতঃ জগৎ ও জীব ব্রহ্মের শক্তিমাত্র, শক্তি কখন শক্তিমান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া পৃথক্‌রূপে থাকিতে পারে না। অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বগত এবং সর্ব্বনিয়ন্তা; এই সর্ব্বগতত্ব ও সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব তাঁহার স্বরূপগত শক্তি; এই শক্তিদ্বারা তিনি জীব ও জড়বর্গ সমস্ত ধারণ ও নিয়মিত করিতেছেন; সুতরাং এই শক্তি জীব ও জড়বর্গ হইতে অতীত, তাঁহার স্ব-স্বরূপান্তর্গত শক্তি; পরব্রহ্মের এই স্বরূপগত শক্তি দ্বারা তাঁহার ঈশ্বরনামের সার্থকতা হইয়াছে। পরন্তু

পরব্রহ্ম সর্ব্বগত এবং সর্ব্বনিয়ন্তা হইলেও, তাঁহার নিত্যসর্ব্বজ্ঞত্ব থাকাতে, তিনি জীবের ন্যায় অবিদ্যাপাশে বদ্ধ হয়েন না, নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাবই থাকেন। শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে বহুবিধ শ্রুতি প্রমাণ এবং যুক্তি দ্বারা ব্রহ্মের এবংবিধ স্বরূপই সংস্থাপিত করিয়াছেন। শাঙ্করমতে পরব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব আরোপিত, তাঁহার স্বরূপগত নহে। এই সিদ্ধান্ত সৎসিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না; কারণ জীব ও সৃষ্টি অনাদি, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত; জগতের একপ্রকারে সৃষ্টির পর লয়, এবং তৎপরে পুনরায় উদয়, এইরূপে জগৎ প্রতিনিয়ত আবর্ত্তিত হইতেছে। জীব যে নিত্য, তাহাও সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং জগৎ ও জীবের নিয়ন্তৃত্বশক্তি যাহা পরব্রহ্মে আছে, তাহাও নিত্য; ইহা আকস্মিক হইলে, তাহার আবির্ভাবের নিমিত্ত অপর কারণ কল্পনা করিতে হয়; তাহা সর্ব্বথা শ্রুতি ও যুক্তির বিরুদ্ধ। অতএব পরব্রহ্মের ঐশী শক্তি ঔপচারিক নহে, তাহা তাঁহার স্বরূপগত নিত্য শক্তি। এই শক্তিকে অবলম্বন করিয়াই সর্ব্ববিধ সাধক তাঁহার সহিত সম্বন্ধ লাভ করে, এবং মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। তাঁহার ঐশ্বর্য্য না থাকিলে, তিনি জগতের সহিত সর্ব্ববিধ সম্পর্করহিত হইতেন। তাহাতে সম্পূর্ণ ভেদবাদ স্থাপিত হয়; ব্রহ্মের জগৎকারণতা অস্বীকার করিতে হয়; সর্ব্ববিধ উপাসনার আনর্থক্য স্থাপিত হয়, এবং জগত্তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব এবং জীবের বন্ধ ও মোক্ষাবস্থা কোন প্রকারে ব্যাখ্যা করা যায় না। শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ে এবং প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ প্রভৃতিতে তাহা নিঃশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব পরব্রহ্ম সত্য সত্যই ঈশ্বর; এবং তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়াই সমস্ত শ্রুতি ও স্মৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোক সকলে এবং অপরাপর স্থানেও বেদব্যাস সুস্পষ্টরূপে ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

বেদব্যাস যে ব্রহ্মসূত্রে স্বরচিত ভগবদ্গীতার বিরুদ্ধমত সংস্থাপন করিয়া

স্বীয় বাক্যের বিরুদ্ধতা প্রদর্শন করিবেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। নিম্বার্ক-ভাষ্যে গীতাবাক্য এবং সমস্ত শ্রুতি সমন্বিত হয়; সুতরাং এই গ্রন্থে ব্রহ্মসূত্র-ব্যাখ্যানে নিম্বার্কভাষ্যেরই অনুসরণ করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈত মতে জীব ও জগতের ব্রহ্মাংশত্ব, সুতরাং সত্যত্ব-বিষয়ক গীতাবাক্যের এবং বহুবিধ শ্রুতি ও অপর শাস্ত্রবাক্য সকলের সহিত বিরোধ জন্মে, এবং তাঁহার নিজের বিবৃত পূর্ব্বকথিত ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব-বিষয়ক শ্রুতিমীমাংসার সহিতও অসামঞ্জস্য স্থাপিত হয়। এবং ব্রহ্মসূত্রের সূত্রসকলেরও সহজ ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়া, অনেক স্থলে কূটব্যাখ্যা অবলম্বন করিতে হয়, আর সূত্র-সকলও পরস্পর-বিরোধী হইয়া পড়ে। দ্বৈতবাদিভাষ্যেরও শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের উল্লিখিত অদ্বৈতত্ত্বের সহিত সামঞ্জস্য হয় না এবং বিশিষ্টা-দ্বৈতমত বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ আছে, তাহাতে ব্রহ্মের স্বরূপগত পূর্ণতার হানি হয়; আর জীব ও জগতের ব্রহ্মাংশত্ব, সুতরাং ব্রহ্মাভিন্নতাসম্বন্ধীয় বহুবিধ শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ উৎপন্ন হয়; তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। সুতরাং সর্ব্ববিধ শ্রুতি ও স্মৃতি-বাক্যের মর্য্যাদা এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত একবাক্যতা রক্ষা করিয়া, নিম্বার্কভাষ্যে যে দ্বৈতাদ্বৈতমত স্থাপন করা হইয়াছে, তাহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়; এবং যুক্তিদ্বারাও তাহাই সিদ্ধান্ত হয়; ইহা ব্রহ্মসূত্র-ব্যাখ্যানে নানাস্থানে প্রদর্শিত হইবে। (দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১ম পাদের ১৪শ ও তৃতীয়াধ্যায়ের ২য় পাদের ১১শ সূত্রের ব্যাখ্যা প্রভৃতি এই স্থলে দ্রষ্টব্য)।

শ্রীমদ্রামানুজ স্বামীর কৃত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে তিনি যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহাকে 'বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত' বলে। তিনি নিজ সিদ্ধান্তের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা :—"কার্য্যাবস্থঃ কারণাবস্থশ্চ স্থূলসূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তু-শরীরঃ পরমপুরুষঃ।····· সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তুশরীরং ব্রহ্মৈব কারণম্।" "ব্রহ্মোপাদানত্বেঽপি সঙ্ঘাতস্যোপাদানত্বে চিদচিতোর্ব্রহ্মণশ্চ স্বভাবা-

সঙ্করোঽপ্যুপপন্নতরঃ। যথা শুক্লরক্তকৃষ্ণতন্তুসংঘাতোপাদানত্বেঽপি চিত্রপটস্য তত্তত্তন্তুপ্রদেশ এব শৌক্ল্যাদিসম্বন্ধঃ, ইতি কার্য্যাবস্থায়ামপি ন সর্ব্বত্র সঙ্করঃ; তথা চিদচিদীশ্বরসংঘাতোপাদানত্বেঽপি জগতঃ কার্য্যাবস্থায়ামপি ভোক্তৃত্ব-ভোগ্যত্ব-নিয়ন্তৃত্বাদ্যসঙ্করঃ। তন্তূনাং পৃথক্স্থিতিযোগ্যানামেব পুরুষেচ্ছয়া কদাচিৎ সংহতানাং কারণত্বং কার্য্যত্বঞ্চ। ইহ তু সর্ব্বাবস্থাবস্থয়োঃ পরম-পুরুষশরীরত্বেন চিদচিতোস্তৎপ্রকারতয়ৈব পদার্থত্বাৎ, তৎপ্রকারঃ পরম-পুরুষঃ সর্ব্বদা সর্ব্বশব্দবাচ্য ইতি বিশেষঃ স্বভাবভেদস্তদসঙ্করশ্চ তত্র চাত্র চ তুল্যঃ।" অর্থাৎ "কার্য্য ও কারণরূপে অবস্থিত যে স্থূল সূক্ষ্ম চেতনাচেতন বস্তু, পরমাত্মা তৎশরীরবিশিষ্ট হয়েন......সূক্ষ্ম চিদচিদ্বস্তুরূপ শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মই স্থূল জগতের কারণ।" "ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল সত্য; পরন্তু প্রকৃতপক্ষে চিদচিতের যে সূক্ষ্ম সমষ্টি (সংঘাত), তাহাই জগতের উপাদান হওয়ায়, ঐ চিদচিৎ বস্তুনিচয়ের স্বভাব ও ব্রহ্মের স্বভাব পরস্পরে সংক্রমিত হয় না। যেমন শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণে পৃথক্ পৃথক্ রূপে রঞ্জিত, কিন্তু একত্র স্থিত তন্তুসকলের দ্বারা নির্ম্মিত বস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশেই শুক্লাদি বর্ণের সম্বন্ধ থাকা দৃষ্ট হয় (বস্ত্রের সর্ব্বাংশে সকল বর্ণের সংক্রমণ হয় না); তদ্রূপ চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই তিনের সমষ্টি জগতের উপাদান হইলেও, প্রকাশিত **কার্য্যাবস্থাপন্ন স্থূল জগতেও** ভোক্তৃত্ব (জীবত্ব), ভোগ্যত্ব (অচেতনত্ব), এবং নিয়ন্তৃত্ব (ঈশ্বরত্ব) প্রভৃতি ভাবের পরস্পরের সহিত পরস্পরের বিমিশ্রণ (সংক্রমণ) হয় না। তবে তন্তুসকল পরস্পর হইতে পৃথক্ হইয়া থাকে ও থাকিতে পারে; বস্ত্রকর্ত্তার ইচ্ছানুসারে সমবেত হইয়া কারণ-স্থানীয় সূত্ররূপে, এবং কার্য্যস্থানীয় বস্ত্র-রূপে অবস্থিতি করে। কিন্তু এখানে জাগতিক চেতন ও অচেতন বস্তু সমস্ত সর্ব্বাবস্থাতেই পরম পুরুষের শরীরস্থানীয় হওয়ায়, ইহারা তাঁহারই **প্রকার বিশেষ** পদার্থরূপে নিত্য অবস্থিত। এই নিমিত্ত ঐ চেতনাচেতন

"প্রকার"-বিশিষ্ট পরমাত্মা সর্ব্বদা "সর্ব্ব"-শব্দ-বাচ্য হইয়াছেন, (অর্থাৎ এতৎ সমস্তই ব্রহ্ম "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এইরূপ শ্রুতিতে বলা হইয়াছে)। কিন্তু দৃষ্টান্তস্থলে যেমন তন্তুসকলের প্রকৃতিগত ভেদ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে (রক্তবর্ণ তন্তু কখন শুক্ল বা কৃষ্ণ বর্ণ হয় না); তদ্রূপ এখানেও চিৎ অচিৎ ও ঈশ্বর ইহাদের স্বভাব সর্ব্বদা পৃথক্ পৃথক্ই থাকে ; এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্ত উভয়ই তুল্য।"

নিবিষ্টচিত্তে বিচার করিলে দৃষ্ট হইবে যে, শ্রীমদ্রামানুজ স্বামী এই স্থলে বলিলেন যে, স্থূল ও সূক্ষ্মাবস্থাপন্ন জগৎ ও জীব ব্রহ্মের শরীর। এই চিদচিতের সূক্ষ্ম সমষ্টিই প্রকাশিত স্থূল জগতের মূল উপাদান। ইহারা উভয় তাঁহার শরীর হওয়াতেই ব্রহ্মকে জগতের উপাদান বলা হয়। কিন্তু ব্রহ্ম-স্বরূপের কখন এই চিদচিতের সহিত বিমিশ্রণ (সঙ্কর) হয় না, ইহারা নিত্য সান্নিধ্যে অবস্থিত হইলেও সর্ব্বদা পৃথক্ই থাকে। যেমন শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ তিন প্রকার বিভিন্ন তন্তুর মিলনে বস্ত্র নির্ম্মিত হয় ; কিন্তু বস্ত্রে বিভিন্ন বর্ণের তন্তুসকল পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্যে স্থিত হইলেও, পরস্পর হইতে পৃথক্ই থাকে ; পরস্পরের সহিত বিমিশ্রিত হয় না (বস্ত্রের একইস্থানে যুগপৎ তিন বর্ণের তন্তুই থাকিতে পারে না, পৃথক্ পৃথক্ সংলগ্ন স্থান অধিকার করিয়া থাকে মাত্র) ; তদ্রূপ প্রকাশিত **কার্য্যভূত স্থূল জগতেও** ঈশ্বর, জীব ও জড়বর্গ এই তিন বর্ত্তমান থাকিলেও, ইহারা পরস্পর হইতে পৃথক্ই থাকেন, কখন ইহাদের বিমিশ্রণ হয় না। অর্থাৎ কারণাবস্থায় তন্তুসকল পৃথক্ আছেই ; পরন্তু কার্য্যভূত বস্ত্রাবস্থায়ও একত্র থাকিলেও পরস্পর হইতে পৃথক্ই থাকে,—মিশ্ খায় না ; তদ্রূপ ঈশ্বর, জীব ও জড়বর্গ কারণাবস্থায় ত পৃথক্ আছেনই, কার্য্যাবস্থায়ও অমিশ্রিতই থাকেন। এই স্থলে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর শব্দ একার্থেই ব্যবহৃত হওয়া দৃষ্ট হয় ; কারণ বাক্যারম্ভে ব্রহ্মেরই "অসঙ্কর" ভাবের কথা বলা হইয়াছে, যথা "চিদচিতো-

ব্রহ্মণশ্চ স্বভাবাসঙ্করঃ", এবং দৃষ্টান্তে চিদাচৎ ও "ঈশ্বরের" স্বভাবাসঙ্কর বর্ণিত হইয়াছে।

কিন্তু এইরূপ পৃথক্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াও শ্রীমদ্রামানুজ স্বামী বলিতেছেন যে, জীব ও জগৎ (চিৎ ও অচিৎ) ব্রহ্মেরই "প্রকার" বিশেষ পদার্থ। এই "প্রকার" শব্দের অর্থ তাহার পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা দৃষ্টে নিরূপণ করা সুকঠিন; কারণ, অন্যত্র এইরূপ "অসঙ্কর" স্থলে "প্রকার" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। যথা, পশুর গো অশ্বপ্রভৃতি প্রকারভেদ আছে বলা যায়; কিন্তু এই স্থানে গো অশ্বপ্রভৃতি সমস্তই পশু, পশু হইতে ভিন্ন নহে; "পশুত্ব" প্রত্যেক প্রকারের পশুতেই বিভিন্ন জাতিগত বিশেষ বিশেষ গুণের সহিত সঙ্কর হইয়া বর্ত্তমান আছে। গো-তে পশুত্ব অভিন্নভাবে বর্ত্তমান না থাকিলে, গো-কে পশুই বলা যাইতে পারে না। গোত্ব ও পশুত্ব উভয় সঙ্করভাবাপন্ন; অতএবই গো-কে পশুর প্রকারমাত্র বলা হয়। কিন্তু শ্রীমদ্রামানুজ স্বামী বলিতেছেন যে, জীব ও জড়বর্গ কখন ব্রহ্মের সহিত সঙ্কর হয়েন না,—সর্ব্বদা পৃথক্ই থাকেন; ব্রহ্মে কখনও চিদচিদ্ধর্ম্ম বিদ্যমান হয় না; এবং মোক্ষাবস্থায়ও জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ই থাকেন। অবশ্য জীব মোক্ষাবস্থায়ও ঈশ্বর হয়েন না; ইহা দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তেরও অভিমত, তাহা পূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে; কিন্তু জীবও ব্রহ্মই; তিনি নিত্য ব্রহ্মের অংশ; কিন্তু স্বরূপতঃ অপূর্ণ দ্রষ্টা; সুতরাং ঈশ্বর নহেন; ঈশ্বর পূর্ণ দ্রষ্টা—নিত্য সর্ব্বজ্ঞ হওয়াতে তাঁহার ঈশ্বর সংজ্ঞা। ঈশ্বর জীব ও জগৎ এই তিনই ব্রহ্ম; ইহাই দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত। কিন্তু শ্রীমদ্রামানুজ স্বামী ব্রহ্ম শব্দ কেবল ঈশ্বরত্বপ্রতিপাদক বলাতে, তাঁহার সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়।

শ্রীমদ্রামানুজ স্বামী জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের শরীর-শরীরি-সম্বন্ধ থাকাও পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যে বর্ণনা করিয়াছেন; "প্রকার" শব্দ এই শরীর-

শরীরি-সম্বন্ধ জ্ঞাপনার্থে তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন ধরিয়া লইলে, দেখা যায় যে, সাধারণ জ্ঞানে শরীরী আত্মা হইতে শরীর পৃথক্, শরীরকে শরীরী আত্মা বলিয়া কেহ স্বীকার করেন না; শরীর আত্মার ভোগ ও ভোগের নিমিত্ত কার্য্যসাধক; ইহা শরীরী জীবের অধীন, এবং ঐ জীবের দ্বারা পরিচালিত; ইহার প্রতি অত্যন্ত অভিনিবেশ-বশতঃ ইহাতেই জীব আত্ম-বুদ্ধি স্থাপন করিয়া নিজ চিন্ময় স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া, ইহার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়েন, তদাত্মকরূপে প্রকাশিত হয়েন। ইহাই শরীরের লক্ষণ; এবং এইরূপ সম্বন্ধকেই শরীর-শরীরি-সম্বন্ধ বলা যায়। পরন্তু অচেতন শরীরের সহিত এই একাত্মভাব জীবের অজ্ঞান-প্রসূত; তিনি অচেতন নহেন; শরীরকে অচেতন বলিয়া ধারণা যে তাঁহার নাই, তাহা নহে; তথাপি যে তাহাতে আত্মবুদ্ধি করেন, ইহা অজ্ঞানেরই ফল। কিন্তু ব্রহ্মে কখনও কোন অজ্ঞান-সম্বন্ধ নাই,—তিনি নিত্য সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বররূপী; ইহাই শ্রীমদ্রামানুজ স্বামীরও সিদ্ধান্ত। সুতরাং অচেতনাবস্থাপন্ন শরীরে তাঁহার কখন আত্মবুদ্ধি থাকিতে পারে না। পরন্তু আত্মবুদ্ধি-বিবর্জ্জিত শরীরের সহিত কেবল ভেদ-সম্বন্ধই থাকিতে পারে। অতএব সাধারণ বদ্ধজীবের সম্বন্ধে শরীর শব্দ যে অর্থে প্রযুক্ত হয়, ব্রহ্মের সম্বন্ধে সেই অর্থে ইহার প্রয়োগ হইতে পারে না। এবঞ্চ উক্ত বিশিষ্টাদ্বৈত মতে শরীর তাঁহা হইতে পৃথক্ই আছে। বদ্ধজীবেরও দেহাত্মবুদ্ধি যখন মিথ্যা বলিয়া স্বীকার্য্য, তখন তাহার সম্বন্ধেও দেহ পৃথক্ই। পরন্তু জীব ও জড়জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ হইলে, ইহারা ব্রহ্মের কার্য্য-সাধক ও সর্ব্বদা তাঁহার নিয়ন্তৃত্বের অধীন হইলেও, ভেদাভেদই ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। যেমন সাংখ্যমতে প্রকৃতি গর্ত্তদাসবৎ হইয়া পুরুষসান্নিধ্যে নিত্য বর্ত্তমান থাকিলেও ইহারা পৃথক্ পদার্থ; তদ্রূপ চিদচিৎ-সংঘাতও ব্রহ্ম হইতে পৃথক্, কেবল সান্নিধ্যনিবন্ধন এক বলা যাইতে পারে না। অতএব "ব্রহ্ম ঈক্ষণ

করিলেন **আমি বহু হইব"** ইত্যাদি মর্ম্মের শ্রুতি সকল এবং ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব, ভূমাত্ব, ও পূর্ণত্ব-বিষয়ক শ্রুতি সকল এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া পড়ে; ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে স্থিত এই চিদচিৎ-সংঘাতই জগতের মূল উপাদান বলাতে সর্ব্ববাদিসম্মত জগতের ব্রহ্মোপাদানত্ববিষয়ক শ্রুতির উপদেশ সকল অগ্রাহ্য করিতে হয়, এবং ব্রহ্মকে "সর্ব্ব" শব্দ বাচ্য-বলিয়া প্রকৃতপক্ষে বলা যাইতে পারে না।

শ্রুতি কোন কোন স্থানে জগৎকে ব্রহ্মের শরীর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন সত্য; যেমন বৃহদারণ্যকের ৩য় অধ্যায়ের ৭ম ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, "যস্য পৃথিবী শরীরম্" "যস্য আপঃ শরীরম্" ইত্যাদি ক্রমে অবশেষে "যস্য বিজ্ঞানং শরীরম্" (২২) "যস্য রেতঃ শরীরম্" (২৩)। কিন্তু নিবিষ্ট হইয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, জগতের প্রকাশিত জড়রূপে অভিব্যক্তাবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, ইহার অন্তর্য্যামী ও নিয়ন্তৃরূপে যে ঈশ্বর ব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন, তাহাই ঐ সকল স্থানে শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ ৭ম ব্রাহ্মণে উক্ত আছে যে, উদ্দালক (গোতম) যাজ্ঞবল্ক্যকে এক গন্ধর্ব্বোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যথা "বেত্থ নু ত্বং……**তমন্তর্য্যামিণং**, য ইমঞ্চ লোকং পরঞ্চ লোকং সর্ব্বাণি চ ভূতানি যোঽন্তরো যময়তি?" (তুমি সেই **অন্তর্যামীকে** কি জান, যিনি সকলের অন্তরে থাকিয়া ইহ এবং পর-লোককে নিয়মিত করিতেছেন?) তদুত্তরে ঐ অন্তর্যামী আত্মার উপদেশ করিতে গিয়া যাজ্ঞবল্ক্য পূর্ব্বোক্ত "যিনি পৃথিবীতে আছেন, পৃথিবী যাঁহার শরীর" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই প্রকাশিত অচেতন জগৎকে বৃক্ষরূপেও কল্পনা করিয়া, ইহার ফলভোক্তৃরূপে জীব, এবং নিয়ন্তা ও দ্রষ্টামাত্ররূপে পরমাত্মা ঈশ্বর আছেন, ইহা শ্রুতি বহুস্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।" "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্" ইত্যাদি বাক্যেও এই জগন্নিয়ন্তৃরূপে

ঈশ্বরত্বই বর্ণিত হইয়াছে। এতৎ সমস্ত জগতের প্রকাশিত অচেতন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া উপদেশ করা হইয়াছে ; এই সকল উক্তি জগতের শেষ কারণাবস্থাসম্বন্ধে নহে। ঐ শেষ কারণাবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ ৬অঃ ২য় খঃ) অর্থাৎ এই জগৎ (ইদম্) এক অদ্বিতীয় সৎ (ব্রহ্ম) -রূপে অগ্রে (পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে) (আসীৎ) বর্ত্তমান ছিল। এইরূপ বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ।" ঐতরেয় শ্রুতি বলিয়াছেন "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ" ইত্যাদি। জগতের এই মূল সদ্‌ব্রহ্মরূপ কারণাবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া জগতের "শরীর" সংজ্ঞা পূর্ব্বোদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতি ৩য় অধ্যায়ে জ্ঞাপন করেন নাই। মূল কারণাবস্থাকে পূর্ব্বোক্তরূপে বর্ণনা করিয়া, ছান্দোগ্য শ্রুতি তৎপরে বলিয়াছেন "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি ; তত্তেজোঽসৃজত ; ...তদাপোঽসৃজত ;......তা অন্নমসৃজন্ত।...সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি।" অর্থাৎ সেই মূল কারণ সদ্‌ব্রহ্ম এইরূপ ঈক্ষণ করিলেন যে, আমি বহু হইব, আমার বহুরূপে প্রকাশ (উৎপত্তি) হউক, তিনি তেজকে সৃষ্টি করিলেন। ......ঐ তেজ (দেবতা) অপ্‌কে সৃষ্টি করিল। ঐ অপ্ অন্নকে (পৃথিবীকে) সৃষ্টি করিল। তখন সেই দেবতা (ব্রহ্ম) বিচার (ঈক্ষণ) করিলেন যে, এই (আমার স্বরূপস্থিত) জীবাত্মা দ্বারা এই তিন (তেজ, অপ্ ও পৃথিবীরূপ) দেবতাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, (ইহাদের বিভিন্ন নাম ও রূপ ব্যাকৃত (প্রকাশ) করিব। অতএব নিজস্বরূপ হইতে বহুরূপী জগৎকে প্রকাশিত করিয়া, তৎপরে ঐ অনন্ত নামরূপ-বিশিষ্ট জগতে যে ব্রহ্ম অসংখ্য অনন্ত জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও, ইহাদের নিয়ন্তা ও প্রকাশকরূপেও তাহাতে বর্ত্তমান আছেন, তাহা এই স্থলে, এবং এইরূপ অন্য বহুস্থলে, শ্রুতি

উপদেশ করিয়াছেন। বৃহদারণ্যকের তৃতীয়াধ্যায়োক্ত পূর্ব্বোক্ত যাজ্ঞবল্ক্য বাক্যসকল এই শেষোক্ত বাক্যের শ্রেণীভুক্ত। পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত অচেতন জগতের দ্রষ্টা ও নিয়ন্তা ঈশ্বর; এই অবস্থায় দ্রষ্টা ও দৃশ্যের যে ভেদ পরিলক্ষিত হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া এই সকল বাক্য উক্ত হইয়াছে। ঈশ্বর জগতের নির্লিপ্ত দ্রষ্টা, জগৎ তৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট; তিনি নিয়ামক, জগৎ নিয়ম্য। কিন্তু মূল কারণাবস্থায় সেই ভেদ নাই, তাহা শ্রুতি "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যে বলিয়াছেন। "যত্র সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি শ্রুতিও এই শেষ কারণাবস্থা-জ্ঞাপক। পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ মুক্ত পুরুষদিগের সম্বন্ধেও শ্রুতি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন—

"যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি" (তৈঃ ব্রাঃ, ৭ অঃ)।

অর্থাৎ যখন জীব ব্রহ্ম হইতে অল্পমাত্রও (আপনার) ভেদ দর্শন করে, তখনই তাহার ভয়াধীনতা থাকে এবং—

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি স ভূমা। যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং" (ছাঃ ৭ অঃ ২৪ খ, ১ অঃ) অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু আছে বলিয়া যখন দর্শন হয় না···। তাহাই ভূমা (তাহাকে "ভূমা" (বৃহৎ, অনন্ত) বলা যায়)। যাহা ভূমা, তাহাই অমৃত ; যাহা অল্প, তাহাই মৃত্যুধর্ম্মাক্রান্ত।

এইরূপ ব্রহ্মাত্মবুদ্ধিতে অবস্থিত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ মনে করেন :—

"অহমেবাধস্তাদহমুপরিষ্টাৎ···অহমেবেদং সর্ব্বমিতি" (ছাঃ ৭ অঃ ২৪ খঃ, ১ অঃ)।

অর্থাৎ আমিই অধে, আমিই উর্দ্ধে···আমিই এতৎ সমস্ত।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিও বলিয়াছেন :—

"য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি, স ইদং সর্ব্বং ভবতি" (১ অঃ ৪ ব্রাঃ ১০ খঃ)।

অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম এইরূপ যিনি জানিয়াছেন, তিনি সর্ব্বময় হয়েন।

জীবের সর্ব্বশেষ অবস্থাসম্বন্ধে এই সকল এবং এইরূপ অপর বহু বাক্যের অর্থ বিচার করিলে, জীবের মোক্ষাবস্থায়ও ব্রহ্মের সহিত শরীর-শরীরি-রূপ ভেদ সম্বন্ধ থাকে, ইহা নির্দ্দেশ করা কোন প্রকারে সঙ্গত হয় না। অতএব জীব ও জগৎ (চিদচিৎ) এবং ব্রহ্মের মধ্যে শরীর-শরীরি সম্বন্ধ মাত্র বলাতে শেষ তত্ত্ব যথার্থতঃ প্রকাশিত হয় না ; ইহাতে শ্রুতিকথিত ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব ভূমাত্ব, সর্ব্বত্ব, সর্ব্বদা পূর্ণত্ব প্রভৃতি লক্ষণ প্রকৃতপক্ষে ব্যাখ্যাত হয় না। প্রকাশিতজগদধিষ্ঠাতা নারায়ণেই এই শরীর-শরীরি-সম্বন্ধ শেষ প্রাপ্ত হয়।

এই স্থলে শ্রীরামানুজস্বামিকৃত ভাষ্যে যেরূপ বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত বর্ণিত হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহারই কিঞ্চিৎ বিচার করা হইয়াছে। পরন্তু শ্রীসম্প্রদায়ের অন্যতর আচার্য্য শ্রীমদ্রামানন্দ স্বামীরও এক ভাষ্য আছে বলিয়া অবগত হওয়া যাইতেছে ; তাহা এ যাবৎ মুদ্রিত হয় নাই : সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্ত কিরূপ, তাহা অবগত হওয়া যাইতে পারে নাই। সম্প্রতি ঐ সম্প্রদায়ের জনৈক মহাত্মা শ্রীস্বামী রঘুবর দাসজী বেদান্তী "বিশিষ্টাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত সার"-নামক একখানা পুস্তক হিন্দিভাষাতে প্রকাশিত করিয়াছেন ; তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, "চিৎ" ও "অচিৎ" (জীব ও জড়বর্গ) ঈশ্বরের "অপৃথক্‌সিদ্ধ বিশেষণ" অর্থাৎ এতদুভয় ব্রহ্মস্বরূপের **নিত্য বিশেষণ,** যাহা বিরহিত হইয়া তাঁহার স্বরূপ কখন থাকে না, এবং তাঁহার স্বরূপ হইতে পৃথক্ হইয়া যাহা কদাপি থাকে না। এই সিদ্ধান্তের সহিত দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তের প্রকৃত প্রস্তাবে কোন বিরোধ নাই ; ইহাতে কেবল ভাষামাত্রেরই প্রভেদ। সদ্‌ব্রহ্মের নিত্য সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বররূপে এবং জীব ও জগৎরূপে স্থিতি এই মতে স্বীকার্য্য ; ইহাই দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত ; সুতরাং বিরোধ কেবল ভাষাগত। সদ্‌ব্রহ্ম সদাই চিদ্‌যুক্ত ; এই চিৎকে কোন স্থানে তাঁহার স্বরূপ বলিয়া তাঁহাকে চিদাত্মক (জ্ঞানরূপ) বলিয়া শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন ; যথা

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" এই স্থলে ব্রহ্মকে "জ্ঞান" (চিৎ)-স্বরূপ বলা হইল। কখন বা এই চিৎকে তাঁহার শক্তিরূপেও শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন; যথা "তদৈক্ষত বহু স্যাম্।" এই স্থলে ঈক্ষণ কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চিৎকে ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে বলিতে হয়। তিনি ঈক্ষণ করেন; অতএব ঈক্ষণশক্তিবিশিষ্ট। বস্তুতঃ কোন কারণবস্তুর কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, যাহাকে ঐ কারণবস্তুর শক্তি বলিয়া বর্ণনা করা যায়, তাহাকেই কার্য্যবিরহিত ভাবে দৃষ্টি করিলে, ঐ কারণবস্তুর স্বরূপগত বলিয়া প্রতীতি হয়। এই নিমিত্তই শক্তি ও শক্তিমানের এবং গুণ ও গুণীর অভেদ সিদ্ধ আছে। ঈশ্বর বিভুচিৎ, জীব তদংশীভূত অণুচিৎ। এইরূপ আনন্দকে ব্রহ্মের স্বরূপগত ভাবে বর্ণনা যখন শ্রুতি করিয়াছেন, সেই স্থলে ঐ আনন্দই তাঁহার স্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে; যথা "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" তৈঃ ৩ (অর্থাৎ ভৃগু জানিয়াছিলেন যে, আনন্দই ব্রহ্ম)। আবার যখন ঐ আনন্দকে তাঁহার ঈক্ষণের (চিদের) ভোগ্য-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, তখন ইহাকে তাঁহার গুণরূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে। যথা "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" (ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি জানিয়াছেন)। এই স্থলে আনন্দকে ব্রহ্মাশ্রিত, সুতরাং গুণরূপে বর্ণনা করা হইল। এই আনন্দেরই প্রকাশভাব জগৎ, আনন্দই জগতের সর্ব্ব শেষ উপাদান। অন্ন, প্রাণ, মনঃ ও বিজ্ঞানকে ক্রমশঃ জগতের উপাদান বলিয়া বর্ণনা করিয়া, সর্ব্বশেষে আনন্দই যে জগতের মূল উপাদান, তাহা তৈত্তিরীয় শ্রুতি স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অতএবই জগৎকে ব্রহ্মের গুণাত্মক বলিয়া বর্ণনা করা হয়। জীব জগৎকে আনন্দদায়ক-আনন্দরূপ বলিয়াই অনুভব করে, ও অনুভব করিতে ইচ্ছা করে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "আনন্দেন জাতানি জীবন্তি" (আনন্দের দ্বারাই জীব সকল জীবিত থাকে), "কো বা অন্যাৎ, কঃ প্রাণ্যাৎ, যদ্যেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"

(কে-ই বা কর্ম্মচেষ্টা করিত, অথবা প্রাণক্রিয়া করিত, যদি এই আনন্দ (অন্তরে) না থাকিত, যদি ইহার দ্বারা আনন্দের অনুভব না করিত) এইরূপ অন্যান্য স্থলেও বর্ণনা আছে। অতএব জগৎকে ব্রহ্মের "অপৃথক্-সিদ্ধ বিশেষণ" বলাতে ব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তের সহিত বাস্তবিক পক্ষে কোন বিরোধ নাই; জীব ও জগৎ ব্রহ্মের অঙ্গীভূত অংশ. "অপৃথক্‌সিদ্ধ" গুণ ও ব্রহ্মের অংশই, তাঁহা হইতে পৃথক্ বস্তু নহে। শ্রীস্বামী রঘুবরদাসজী বেদান্তী, তৎকৃত পূর্ব্বোক্ত "বিশিষ্টাদ্বৈতসিদ্ধান্তসার" গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীমদ্রামানন্দ স্বামীরই বন্দনা করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন; ইহাতে অনুমিত হয় যে, তিনি উক্ত স্বামীর ভাষ্যানুসারেই ঐ গ্রন্থে সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করিয়া থাকিবেন। ইহার সহিত দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তের মূলবিষয়ে কোন বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে না। শ্রীমদ্ রামানুজ স্বামীর বর্ণিত পূর্ব্বোক্ত "শরীর" ও "প্রকার" শব্দ যদি '**বিশেষণার্থক**' হয়, তবে তাঁহার মতের সহিতও কোন প্রকৃত বিরোধ থাকে না। অতএব বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এই গ্রন্থে আর অধিক সমালোচনা করা হইবে না।

সর্ব্বরূপী ও অরূপী, সর্ব্বরূপময় ও সর্ব্বরূপাতীত, প্রাকৃতিক-গুণাতীত অথচ সর্ব্বজগতের নিয়ন্তা ও আশ্রয়, এই ব্রহ্মকে ভক্তি দ্বারা লাভ করা যায়; ভক্তিই এই পূর্ণব্রহ্মপ্রাপ্তির পূর্ণ সাধন (৩য় অধ্যায়ের ২য় পাদের ২৪ সংখ্যক প্রভৃতি সূত্র দ্রষ্টব্য)। আপনাকে এবং সমগ্র বিশ্বকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা, ভক্তিমার্গের অঙ্গীভূত। জ্ঞানমার্গের সাধক কেবল আপনাকেই ব্রহ্মরূপে ভাবনা করেন এবং জগৎকে অনাত্ম বলিয়া পরিহার করেন। ভক্তিমার্গের সাধকের নিকট অনাত্ম বলিয়া কিছুই নাই; তিনি আপনাকে যেমন ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে ভাবনা করেন, তদ্রূপ পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎকেও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া ভাবনা করেন, এবং ব্রহ্মকে জীব ও জগদতীত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ অচ্যুত আনন্দময় বলিয়াও চিন্তা করেন।

এই ভক্তিমার্গের উপাসনাকে কেবল সগুণ উপাসনা বলিয়া ব্যাখ্যা করা সমীচীন নহে। ভক্তিমার্গের উপাসনা ত্রিবিধ অঙ্গে পূর্ণ; জগৎকে ব্রহ্মরূপে দর্শন ইহার একটি অঙ্গ; জীবকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা ইহার দ্বিতীয় অঙ্গ, এবং জীব ও জগৎ হইতে অতীত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বাশ্রয় ও আনন্দময়রূপে ব্রহ্মের ধ্যান ইহার তৃতীয় অঙ্গ। উপাসনার প্রথম দুই অঙ্গের দ্বারা সাধকের চিত্ত সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল হয়, তৃতীয় অঙ্গের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। ভক্তের নিকট ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই; জাগতিক কোন বস্তুই কেবল গুণাত্মক নহে; ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গুণ অবস্থিতি করিতে পারে না; কারণ গুণের স্বাতন্ত্র্য বেদান্তশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং ভক্তসাধক যে কোন মূর্ত্তি দর্শন করেন, তাহাই ব্রহ্ম বলিয়া তৎপ্রতি স্বভাবতঃ প্রেমযুক্ত হয়েন। এইরূপে সর্ব্ববিধ দ্বৈতধারণা ও অসূয়া-বিবর্জ্জিত হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হইলে, পরব্রহ্মে সম্যক্ নিষ্ঠার উদয় হয়; ইহাই পরাভক্তি বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, এবং ইহারই দ্বারা পরব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। ব্রহ্মসূত্রেও বেদব্যাস এই ত্রিবিধ উপাসনাই মোক্ষসাধনের উপায় বলিয়া ব্যাখ্যাত করিয়াছেন। (বেদান্ত সূত্রের ১ম অধ্যায়ের ১ম পাদের শেষ সূত্র এবং তৃতীয় অধ্যায় ২য় পাদ ২৪ সূত্র প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। ভক্তির প্রাথমিক অবস্থাকে "সাধন ভক্তি" বলে। ইহার দ্বারা চিত্তের প্রসারণ হইয়া চিত্ত অনন্ততা প্রাপ্ত হইলে, পরে "পরাভক্তি"-নামক ভক্তির শেষ অবস্থা উপস্থিত হয়। এই পরাভক্তির দ্বারাই পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও এই পরাভক্তিই যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপায় তাহা ভগবান্ বেদব্যাস ভগবদ্ভক্তিপ্রসঙ্গে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ১৮-শ অঃ ৫৪।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥১৮শঅঃ৫৫।

অস্যার্থঃ—আমি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধিতে (ব্রহ্মরূপে) অবস্থিত প্রসন্নচিত্ত পুরুষ কোন বিষয়ে শোক করেন না, কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না; সর্ব্বভূতে তাঁহার ব্রহ্মবুদ্ধি হওয়াতে তিনি সম্যক্ সমদর্শী হয়েন, ("অনাত্মা" বলিয়া তাঁহার পক্ষে কিছুই পরিহার্য্য নহে)। এইরূপ অবস্থাপন্ন পুরুষই মৎসম্বন্ধিনী পরাভক্তি লাভ করেন॥ ১৮শ অধ্যায় ৫৪ শ্লোক॥ ভক্ত আমার যথার্থ স্বরূপ (পরম বিভুস্বভাব, সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন চিদানন্দময়রূপ) সর্ব্বতত্ত্বের সহিত এই পরাভক্তিদ্বারা জ্ঞাত হইলেই আমাতে প্রবেশ করেন। ১৮শ অঃ ৫৫ শ্লোক।

তবে দ্বৈতবুদ্ধিতে কোন বিশেষ মূর্ত্তিকে ব্রহ্মরূপে উপাসনার সাক্ষাৎসম্বন্ধে মোক্ষদাতৃত্বের অভাব আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্যসকল নিবিষ্টচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলেই তাহা উপপন্ন হইবে; এবং শ্রীভগবান্ বেদব্যাসও তাহাই ব্রহ্মসূত্রে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পরন্তু শ্রুতি ও স্মৃতির উল্লিখিত তৎসম্বন্ধীয় বাক্য দ্বারা কেবল "অহং ব্রহ্ম" ইত্যাকার ভাবনারূপ জ্ঞান-যোগই একমাত্র মোক্ষ-সাধনোপায় বলিয়া অবধারিত হয় না; সুতরাং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের এতৎসম্বন্ধীয় মতও সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দ্বৈতভাবে ভগবদ্বিগ্রহের ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা সাক্ষাৎসম্বন্ধে মোক্ষপ্রদ না হইলেও তাহা চিত্তের নির্ম্মলতা সাধন করিয়া জ্ঞানযোগাপেক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ও অল্প কষ্টে অদ্বৈতজ্ঞান উৎপাদন করে, এই অদ্বৈতজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইলে, পরাভক্তির আপনা হইতে উদয় হয়, এবং সাধক অবশেষে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করেন। আত্মানাত্মবিচার-প্রধান জ্ঞানযোগদ্বারাও মোক্ষ সাধিত হইতে পারে, সন্দেহ নাই; পরন্তু এই প্রণালীর সাধন অতি কঠিন; তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পঞ্চম

ও দ্বাদশাধ্যায়ে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। পরন্তু কেবল জ্ঞানযোগই যে মোক্ষলাভের উপায়, তাহা কোন প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হয় না। বেদব্যাস পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্যে জ্ঞানযোগ বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরন্তু স্বরচিত বেদান্তদর্শনে তিনি ভক্তিযোগই প্রশস্ত সাধনোপায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ৩ অঃ ২ পা ৪ সূ; ১ অঃ ১ পা ৩২ সূ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। পাতঞ্জল-ভাষ্যেও "ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ" ইত্যাদি সূত্র ব্যাখ্যানে ভক্তিযোগ যে অতিশীঘ্র ফলোৎপাদন করে, তাহা ভাষ্যকার বর্ণনা করিয়াছেন; পরন্তু পাতঞ্জল দর্শন প্রধানতঃ জ্ঞানমার্গীয় গ্রন্থ বলিয়া তাহাতে জ্ঞানযোগেরই বিস্তৃত বর্ণনা করা হইয়াছে। অতএব সাংখ্য দর্শন ও পাতঞ্জল দর্শন জ্ঞান-যোগীদের উপাদেয়; ব্রহ্মসূত্র ভক্তিমান্ যোগিসকলের বিশেষ উপাদেয়।

এইক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞদিগের শেষ গতিবিষয়ে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া এই ভূমিকা সমাপন করা যাইতেছে। তৎসম্বন্ধে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত এই যে, দেহের অন্তকাল উপস্থিত হইলে, দেহ পতিত হইয়া যায়; ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের পূর্ণব্রহ্মত্ব থাকা হেতু, তাঁহাদের জীবত্বের একেবারে বিলয় ঘটে। ব্রহ্ম ত আছেনই; তিনি যেমন আছেন তদ্রূপই থাকেন; অবিদ্যা হেতু তাঁহাতেই শরীর ও শরীরাশ্রিত জীবত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল, অবিদ্যাবিনাশে তাহা সম্যক্ বিনষ্ট হয়; তাহার আর কিছু থাকে না। ভ্রমবশতঃই রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি হইয়া থাকে; সেই ভ্রম দূর হইলে, যেমন সর্পের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়, রজ্জু যেমন পূর্ব্বে ছিল, তদ্রূপই থাকে; তদ্রূপ অবিদ্যা হেতুই ব্রহ্মে জীবত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল; অবিদ্যা-বিনাশে শরীরাশ্রিত ঐ জীবত্বের সম্পূর্ণ বিনাশ হয়; ব্রহ্ম ত যদ্রূপ নিত্য আছেন, তদ্রূপই থাকেন।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের এই মত যে শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রের একান্ত বিরোধী, তাহা এইক্ষণে সংক্ষেপে প্রদর্শন করা যাইতেছে।

ছান্দোগ্যোপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১৪শ খণ্ডে ব্রহ্মজ্ঞ জীবিত স্থূল-

দেহধারী পুরুষের সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে যে "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে"—তাঁহার (স্বীয় আত্মস্বরূপ লাভ করিতে) তাবৎ-কালই বিলম্ব যাবৎকাল প্রারব্ধ কর্ম্ম (দেহপাতের দ্বারা) ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়। তৎপরে তিনি আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন। এই দেহ প্রারব্ধ কর্ম্মেরই ফল, প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হইলেই দেহপাতও ঘটিয়া থাকে এবং তৎপরে তিনি স্বীয় আত্মস্বরূপ লাভ করেন। এই শ্রুতির অর্থসম্বন্ধে কোন মতান্তর নাই। পরন্তু ব্রহ্মদর্শন হইলেই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ বলা যায়। কিন্তু ব্রহ্মদর্শন হইলে মুণ্ডক প্রভৃতি শ্রুতি (২য় মু ২য় খণ্ড ৮) বলিয়াছেন "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" (ব্রহ্মদর্শী পুরুষের সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।) কিন্তু সমস্ত কর্ম্মই ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মদর্শন হওয়া মাত্রই ব্রহ্মজ্ঞের শরীর পাত হওয়া উচিত। কারণ, শরীর কর্ম্মভোগের নিমিত্তই সৃষ্ট। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে" এই ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন যে, তখনও কর্ম্মবন্ধন একেবারে বিনষ্ট হয় না; তন্নিমিত্ত শরীরপাতও হয় না; কর্ম্ম শেষ হইয়া শরীর পাত হইলে, তিনি বিমুক্ত আত্মস্বরূপ লাভ করেন। এই দৃষ্টতঃ বিরোধ বস্তুতঃ বিরোধ নহে। ইহা ভগবান্ বেদব্যাস ৪র্থ অধ্যায়ের ১ম পাদের ১৫শ সূত্রে এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" বাক্যে যে কর্ম্মের ক্ষয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, ইহজন্মকৃত **সমস্ত কর্ম্ম** এবং জন্মান্তরের কৃত সমস্ত **সঞ্চিত কর্ম্ম** ব্রহ্মদর্শনে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্ম (ফলোন্মুখী জন্মান্তরের কর্ম্ম) যাহা ভোগ দিবার নিমিত্ত এই দেহকে সৃষ্টি করিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মদর্শনে বিলুপ্ত হয় না; তাহা ভোগের দ্বারা ক্ষয় হইলে দেহের পতন হয়, তৎপরে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নিজ স্বাভাবিক আত্মরূপ প্রাপ্ত হয়েন।

ব্রহ্মজ্ঞগণ ব্রহ্মকেই জগন্নিয়ন্তা বলিয়া জ্ঞাত হয়েন; সুতরাং নিজ দেহকৃত

কর্ম্মসকলে অনাত্মবুদ্ধি হওয়াতে, দেহধারী থাকা অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ যে সকল পাপ অথবা পুণ্য কর্ম্ম করেন, তাহাতে তাঁহারা কোন প্রকারে লিপ্ত হয়েন না। ছান্দোগ্যোপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ের ১৪ খণ্ডে উক্ত আছে "যথা পুষ্কর-পলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্ত, এবমেবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে" (পদ্মপত্রে যেমন জল লিপ্ত হয় না,—অথচ জল পদ্মপত্রে সংলগ্ন থাকে—তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞেও কোন পাপ লিপ্ত হয় না)। কিন্তু কর্ম্ম কৃত হইলে, তাহা ফল না দিয়া কখন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে পারে না; অথচ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তাহা করিয়াও স্বয়ং নির্লিপ্ত থাকাতে, তাঁহার উপর ঐ সকল কর্ম্ম কোন কার্য্য করিতে পারে না। এই সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞপুরুষগণের স্থূল দেহের পতনের পরই তাঁহাদের সূক্ষ্ম দেহেরও পতন হয় না; ঐ সূক্ষ্মদেহ অবলম্বনে তাঁহারা দেবযানগতি প্রাপ্ত হইয়া অর্চ্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করেন; বিরজা নামক নদীকে তাঁহারা গমনকালে প্রাপ্ত হয়েন; উহা উত্তীর্ণ হইবার সময়, ঐ সকল পাপপুণ্য সংস্কার, যাহা তাঁহাদের সূক্ষ্ম শরীরকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে, তাহা ঐ শরীর হইতে বিমুক্ত হইয়া যায়, এবং ব্রহ্মজ্ঞপুরুষগণের দ্বেষ্টা সকলকে তাঁহাদের কৃত পাপসকল আশ্রয় করে, এবং তাঁহাদের বন্ধুজনকে তাঁহাদের পুণ্যসকল আশ্রয় করে; তাহারা ঐ সকল ভোগ করিয়া থাকে। কৌষীতকী শ্রুতি ইহা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন "স আগচ্ছতি বিরজাং নদীং; তাং মনসৈবাত্যেতি। তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে ধুনুতে। তস্য প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপযন্ত্যপ্রিয়া দুষ্কৃতম্" (তিনি বিরজা নামক নদী প্রাপ্ত হয়েন, তাহা মনের (সঙ্কল্প) দ্বারা উত্তীর্ণ হয়েন; তথায় তিনি পুণ্যপাপকে পরিত্যাগ করেন, ঐ নদী তাহা ধৌত করে; তাঁহার প্রিয় বন্ধুগণ সুকৃতসকল প্রাপ্ত হয়, এবং তাঁহার বিদ্বেষী-সকল তাঁহার দুষ্কৃতকে লাভ করে)। ব্রহ্মলোকে পৌঁছিবার পর তাঁহাদের সূক্ষ্মদেহের সহিত যে আত্মভাব ছিল, তাহাও বিনষ্ট হয়, এবং তখন তাঁহারা

স্বীয় আত্মরূপে (চিদ্রূপে) প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বাস্তবিক স্থূল অথবা সূক্ষ্ম শরীরধারী যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ থাকেন, সেই পর্য্যন্ত তত্তৎ শরীরনিষ্ঠ কর্ম্ম সংস্কার থাকাতে, তাঁহাদের কর্ম্মাধীনতা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয় না ; সুতরাং সাধারণ কর্ম্মের সহিত তাঁহাদের অলিপ্ততা উপজাত হইলেও, তত্তৎ-দেহনিষ্ঠ সংস্কারের অস্তিত্ব হেতু প্রিয়াপ্রিয় বোধ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় না, এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়তাও লব্ধ হয় না। শিষ্য ইন্দ্রকে প্রজাপতি ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন "মঘবন্মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরং......ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।" (হে ইন্দ্র ! এই শরীর নিশ্চয়ই বিনাশ-শীল......সশরীর (শরীরযুক্ত) থাকিতে প্রিয়াপ্রিয়ের (সম্পূর্ণ) বিনাশ কখন হয় না। অশরীর (শরীর বিযুক্ত) হইলে প্রিয়াপ্রিয় কিছু স্পর্শ করে না)। (ছান্দোগ্য ৮ম অঃ ১২শ খ ১ম বাক্য)। মোক্ষপ্রাপ্ত জীব কিরূপে দেহের সহিত একত্বভাব, সুতরাং স্বীয় স্বরূপে অনবস্থিতি পরিত্যাগ করেন, তাহা তৎপরবর্ত্তী ২য় ও ৩য় বাক্যে প্রজাপতি স্পষ্ট করিতে গিয়া, এই দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে, "অশরীরো বায়ুরভ্রং বিদ্যুৎ স্তনয়িত্নুরশরীরাণ্যেতানি, তদ্‌যথৈতান্যমুষ্মাদাকাশাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যন্তে" (২য় বাক্য)। (অর্থাৎ (বায়ু) যখন আকাশের সহিত মিলিত থাকে, তখন ইহা আকাশের সহিত এক হইয়া থাকে, স্বীয় স্বরূপের আকাশ হইতে ভেদ থাকে না ; আকাশ অশরীর ; সুতরাং বায়ু (ও তখন) অশরীর থাকে ; এইরূপ অভ্র, বিদ্যুৎ এবং মেঘও অশরীরই থাকে। কিন্তু ইহারা যেমন আকাশ হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যতাপ প্রাপ্ত হইয়া, স্বীয় স্বীয় বায়ু অভ্র প্রভৃতি রূপে অভিব্যক্ত হয়) ; "এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমপুরুষঃ" (৩য় বাক্য)। অর্থাৎ [তদ্রূপ ব্রহ্মদর্শন লাভে এই

সুপ্রসন্ন জীব ("সম্প্রসাদ") এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া সর্ব্ব-প্রকাশক পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক রূপে (স্বীয় চিদ্রূপে) স্থিতি লাভ করেন। তিনি তখন (দেহ-সম্বন্ধ-বিনির্ম্মুক্ত) উত্তমপুরুষ রূপে স্থিত হয়েন]।

এবঞ্চ ছান্দোগ্যোপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ের প্রারম্ভে দহর ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশান্তে হৃদিস্থ আত্মার অপহত-পাপ্মত্ব এবং সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণ বর্ণনা করিয়া, প্রথম খণ্ডের শেষভাগে শ্রুতি বলিয়াছেন "য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।" (যাঁহারা আত্মাকে এবং আত্মার সত্যকামাদি গুণকে অবগত হইয়া প্রয়াণ করেন, দেহপরিত্যাগ করিয়া গত হয়েন তাঁহারা সমস্ত লোকে কামচার হয়েন—যথেচ্ছাক্রমে সমস্ত লোকে বিহার করিতে পারেন)। তাঁহাদের কামচারত্ব কিরূপ, তাহা ২য় খণ্ডে উদাহরণের দ্বারা বর্ণনা করিয়া, অবশেষে ঐ খণ্ডের শেষ বাক্যে শ্রুতি বলিয়াছেন "যং যমন্তমভিকামো ভবতি, যং কামং কাময়তে, সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি, তেন সম্পন্নো মহীয়তে।" (তিনি যে যে বিষয়ে অভিলাষযুক্ত হয়েন, যে কিছু কামনা করেন, তৎসমস্ত তাঁহার ইচ্ছামাত্র উপস্থিত হয়, তিনি তাহা লাভ করিয়া প্রীতিযুক্ত হয়েন)। তৎপরে ৩য় খণ্ডের প্রথমে দুই বাক্যে বলা হইয়াছে যে, জীবের বিশুদ্ধ স্বরূপগত এই সকল সত্যসঙ্কল্পাদি গুণ অজ্ঞান দ্বারা আবৃত থাকাতে তাহাদের কামনা সকল পূর্ণ হয় না। অতঃপর ৩য় বাক্যে বলা হইয়াছে যে, এই আত্মা হৃদয়েই আছেন; তিনি তথায় আছেন বলিয়াই ইহার 'হৃদয়' নাম হইয়াছে (হৃদি অয়ম্ ইতি হৃদয়ঃ)। এই প্রকার হৃদয়স্থ আত্মাকে যিনি জানিয়াছেন, তিনি প্রত্যহ (সুষুপ্তিকালে) স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ আনন্দময়তা লাভ করেন—'সংসম্পন্ন' হয়েন। অতঃপর ৪র্থ বাক্যে বলা হইয়াছে "অথ য এষ সম্প্রসাদোঽ-

স্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত, এষ আত্মেতি, হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি, তস্য বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি।" অর্থাৎ যিনি হৃদয়স্থ পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইয়া প্রসন্নচিত্ত হইয়াছেন, সেই সম্যক্ প্রসন্নতাপ্রাপ্ত জীব (সম্প্রসাদ) এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া, সর্ব্বপ্রকাশক পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া "স্বীয়" (বিশুদ্ধ চিন্ময়) রূপে স্থিত হয়েন; ইনি আত্মা হয়েন; ইহা (ভগবান সনৎকুমার) বলিয়াছিলেন। ইনি অমৃত, অভয় হয়েন এবং ব্রহ্মরূপে স্থিত হয়েন। সেই ব্রহ্মের নাম সত্য।

দহরবিদ্যা প্রকরণের এই শেষোক্ত বাক্য এবং ১২শ খণ্ডের উল্লিখিত পূর্ব্বোক্ত প্রজাপতির বাক্য মিলাইয়া দেখিলে,তাহা ঠিক একই বাক্য বলিয়া দৃষ্ট হইবে। অতএব উভয় বাক্যস্থ "সম্প্রসাদ" শব্দের অর্থ যে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ইহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত সমস্ত বাক্যার্থ বিচারের দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, ব্রহ্মবিৎ পুরুষ দেহান্তে দেহ হইতে **উত্থিত হইয়া** স্বীয় চিন্ময়রূপে অবিচলিত প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং সর্ব্বত্র সত্যসঙ্কল্প হয়েন। "যে ইহাত্মানমনুবিদ্য **ব্রজন্তি**" ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যে ব্রহ্মজ্ঞের স্থূলশরীর পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া স্পষ্টরূপেই উল্লিখিত হইয়াছে; অপর বাক্যসকলেরও সার এই। পরন্তু তাঁহারা জীবিতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিলেও, সংস্কাররূপে তাঁহাদের প্রারব্ধ কর্ম্ম থাকিয়া যায়; তন্নিমিত্ত তাঁহাদের শরীর তৎক্ষণাৎ পতিত না হইয়া জীবিত থাকে, ইহা শ্রুতিমূলে পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব দেহধারী ব্রহ্মজ্ঞের দেহাত্মবুদ্ধি একেবারে বিনষ্ট হয় না। যেমন বালক কোন এক স্থানে গেলে, তাহার কোন প্রকার অনিষ্টাশঙ্কা আছে দেখিয়া, তথায় এক ভূত বাস করে বলিয়া মাতা তাহার সংস্কার জন্মাইয়া, তাহাকে তথায় যাইতে নিবৃত্ত করেন; পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তথায় কোন ভূত না থাকা নিশ্চিতরূপে জানিলেও, পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃ

তথায় রাত্রিকালে একাকী যাইতে কিছুকাল কিছু কিছু ভয় উপস্থিত হয় এবং ভয় উপস্থিত হইলে শরীরে তাহার কার্য্য আপনা হইতেই অবশ্য হয়, তদ্রূপই ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া আপনাকে অচেতনপ্রকৃতিক দেহ হইতে ভিন্ন চিদ্রূপ বলিয়া নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হইলেও, পূর্ব্বের বহুদিনের দেহাত্মভাব-রূপ দৃঢ় সংস্কার একেবারে হঠাৎ বিনষ্ট হইয়া যায় না; এই সংস্কার অবশ্য এমন শিথিল হয় যে, তন্নিমিত্ত তৎকাল-কৃত কর্ম্মসকল আর নূতন সংস্কারের সৃষ্টি করিয়া জন্মান্তরসংঘটন করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু তথাপি সংস্কাররূপে এই দেহাত্মবুদ্ধি কিঞ্চিৎ থাকিয়াই যায়। বিধাতার এই নিয়মের দ্বারা সাংসারিক লোকের কল্যাণই সাধিত হয়; কারণ জীবিত ব্রহ্মজ্ঞগণ ব্রহ্ম-বিষয়ে আচার্য্য হইয়া অপরের মোক্ষের পথ খুলিয়া দিতে পারেন। পক্ষান্তরে এই সকল কর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞদিগের নিজের কোন অনিষ্টসাধনও করিতে পারে না; তাঁহারা দেহ পরিত্যাগ করিয়া, তাহা হইতে উত্থিত হইয়া, সেই পরমপদই লাভ করেন। অতএবই পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রজাপতি-বাক্যে "অশরীর" হইলেই ব্রহ্মজ্ঞগণ স্বীয় বিশুদ্ধ চিন্ময়রূপে স্থিত হয়েন বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে, এবং দহরবিদ্যাপ্রকরণে শ্রীভগবান্ সনৎকুমারের উপদেশও এইরূপই।

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণ স্থূল দেহ পরিত্যাগান্তে যে "স্বীয়" স্বাভাবিক চিন্ময় রূপ প্রাপ্ত হয়েন, ইহা পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিসকল উপদেশ করিলেন; কিন্তু স্থূল শরীর পরিত্যাগান্তে কি প্রকারে তাহা প্রাপ্ত হয়েন, তাহা ঐ সকল শ্রুতি বিশদরূপে বর্ণনা করেন নাই। তাহা অন্যান্য শ্রুতিবাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। যথা ছান্দোগ্যোপনিষদের ঐ অষ্টম অধ্যায়েরই ৬ষ্ঠ খণ্ডে ৫ম ও ৬ষ্ঠ বাক্যে উক্ত আছে যে, "অথ যত্রৈতদস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামত্যথৈতৈরেব রশ্মিভিরূর্দ্ধ-মাক্রমতে; স ওমিতি বা হো দ্বা মীয়তে; স যাবৎ ক্ষিপ্যেন্মন-স্তাবদাদিত্যং গচ্ছত্যেতদ্বৈ খলু লোকদ্বারং বিদুষাং প্রপদনং নিরোধোঽ-বিদুষাম্। ৫॥

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্য স্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধ মায়ন্নমৃতত্বমেতি বিম্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি......; ৬॥

অর্থাৎ অতঃপর (মৃত্যুকালে) যখন জীব এই শরীর হইতে বহির্গত হয়, তখন (সে অব্রহ্মজ্ঞ বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠায়ী হইলে) পূর্ব্বোক্ত সূর্য্যরশ্মি দ্বারা উর্দ্ধে স্বর্গাদি লোকে গমন করে; এবঞ্চ (যদি তিনি ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ হয়েন তবে) ওঁকার (ধ্যান) পূর্ব্বক আরও উর্দ্ধে গমন করেন। মনকে আদিত্যে প্রেরণ করিতে যে সময় লাগে, তত অল্প সময়ে (অর্থাৎ খুব অল্প সময়ে) তিনি আদিত্যকে প্রাপ্ত হয়েন। এই আদিত্যই ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তিবিষয়ে ব্রহ্মজ্ঞ-পুরুষের পক্ষে দ্বার স্বরূপ, আর অব্রহ্মজ্ঞ কর্ম্মীদিগের পক্ষে নিরোধ (প্রতি-বন্ধকের নিমিত্ত কবাট) স্বরূপ ॥৫

হৃদয়ের (মধ্যে) একশত একটি নাড়ী আছে, তন্মধ্যে একটি নাড়ী উর্দ্ধদিকে মস্তকের দিকে উঠিয়াছে। ঐ নাড়ীপথে উত্থিত হইয়া, উর্দ্ধে গমন করিয়া, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ অমৃতত্ব লাভ করেন। আর অন্যদিকে অপর সকল নাড়ী গিয়াছে; এই সকল (অপর যাহারা অমৃতত্বের অধিকারী নহে, তাহাদের) দেহ হইতে নিষ্ক্রমণের (নিমিত্ত) পন্থা স্বরূপ হয় ॥ ৬ ॥

কঠোপনিষদের ২য় অধ্যায়ের ৩য় বল্লীতেও উক্ত ৬ষ্ঠ বাক্যস্থ শ্লোকটি বর্ণিত হইয়াছে। ঐ ৩য় বল্লীর ১৪শ ও ১৫শ শ্লোকে বর্ণিত আছে:—

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা, যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥ ১৪
যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্॥ ১৫

অর্থাৎ যখন সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম হয়েন, তখনই মর্ত্ত্য জীব অমৃত হয়েন; জীবিতেই (এই দেহে থাকিয়াই) ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন (অথবা ব্রহ্ম-

সাক্ষাৎকার হেতু যে আনন্দ, তাহা ভোগ করেন অমৃতে)। ১৪।
(বৃহদারণ্যকের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ ব্রাহ্মণেও এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে)।
যখন হৃদয়ের গ্রন্থিসমস্ত ছিন্ন হয়, তখনই জীব অমৃত হয়েন; ইহাই নিশ্চিত উপদেশ।

অতঃপর পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটি বর্ণিত হইয়াছে ; যথা :—

শতঞ্চৈকা হৃদয়স্য নাড্য স্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি ... ... ১৬॥

১৪শ ও ১৫শ শ্লোকে যে অমৃতত্ব লাভের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্তি যে মৃত্যুকালে ব্রহ্ম নাড়ী দ্বারা শরীর হইতে নির্গত হইয়া হয়, তাহা স্পষ্ট করিয়া ১৬শ শ্লোকে শ্রুতি উপদেশ করিলেন। সমস্ত কামনা দূরীভূত হইলে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, এবং মৃত্যুকালে মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারা উৎক্রান্তি হয়, এবং তৎপরে অমৃতত্ব লাভ হয়; ইহাই পূর্ব্বোক্ত তিনটি শ্লোকের উপদেশ। জীবিত থাকিতেই যে অমৃতত্ব লাভ হয়, তাহাতে দেহ সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না ; এই নিমিত্ত সম্পূর্ণ অমৃতত্ব দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পর হয়, ইহাই এতদ্দ্বারা শ্রুতি উপদেশ করিলেন। ছান্দোগ্য শ্রুতিও বলিয়াছেন—“তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে” ইহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব শ্রুতিবাক্য বিচারে ইহা নিশ্চিতরূপে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ মৃত্যুকালে (স্থূলদেহের পতনকালে) সূক্ষ্ম দেহাবলম্বনে ব্রহ্মনাড়ী দ্বারা শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে গমন করেন।

কিন্তু সূর্য্যমণ্ডল প্রাপ্তিতেই ব্রহ্মজ্ঞের গতির শেষ হয় না। সূর্য্যমণ্ডল তাঁহার গতির দ্বারস্বরূপ মাত্র হয় বলিয়া পূর্ব্বোক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। তৎপরে ব্রহ্মজ্ঞের গতি ছান্দোগ্যোপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ের ১৫শ খণ্ডে ও কৌষিতকী উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে এবং বৃহদারণ্যকের ৬ষ্ঠ

অধ্যায়ের ২য় ব্রাহ্মণে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে ; তাহাতে উক্ত আছে যে, আদিত্য লোক পার হইয়া, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ অপরাপর লোক অতিক্রম করিয়া অবশেষে ব্রহ্মলোকে "অমানব" পুরুষের সাহায্যে উপস্থিত হয়েন। তথায় উপস্থিত হইবার পর তাঁহার সূক্ষ্ম দেহনিষ্ঠ সংস্কারও একেবারে বিলুপ্ত হইলে, তিনি পরব্রহ্মে মিলিত হয়েন। ঐ ব্রহ্মলোকে যাইবার পরই যে তাঁহার পূর্ণ বিমুক্তি ঘটে, তাহা মুণ্ডক প্রভৃতি শ্রুতিও স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা, ৩য় মুণ্ডকের ২য় খণ্ডে উক্ত আছে :—

"বেদান্তবিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে" ॥৬

অর্থাৎ বেদান্তবিজ্ঞানলাভে যাঁহারা সুনিশ্চিতরূপে ব্রহ্ম অবগত হইয়াছেন, সন্ন্যাস-যোগের দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারা সকলে দেহান্তকালে ব্রহ্মলোক সকলে (গত হইয়া) পরম অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া সম্যক্ মুক্ত হয়েন।

বস্তুতঃ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের স্থূলদেহ-পাতের সঙ্গে সঙ্গেই যে সূক্ষ্মদেহাত্মক সংস্কার সকলও একেবারে বিদূরিত হইবে, ইহার কোন কারণও দৃষ্ট হয় না। কোন বিশেষ স্থূলদেহের সহিত জীবের এক জন্মেরই সম্বন্ধ ; কিন্তু একই সূক্ষ্মদেহের সহিত সম্বন্ধ অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান আছে। সুতরাং তদাত্মক সংস্কার সকল স্থূলদেহাত্মক সংস্কার হইতে অধিকতর দৃঢ়। অতএব স্থূলদেহাত্মক সংস্কার বিনষ্ট হইবা মাত্রই যে সূক্ষ্মদেহাত্মক সংস্কার বিনষ্ট হইবে, তাহারও কোন হেতু নাই। সুতরাং স্থূলদেহান্তে সূক্ষ্মদেহাবলম্বনে সূক্ষ্ম ব্রহ্মলোক সকলে যে জীবের গতি শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন, তাহা যুক্তিমূলেও সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

পুরাণ সকল বেদান্তেরই অর্থ বিস্তার করিয়াছেন। তাহাতে উল্লেখ

আছে যে, লোক সপ্তসংখ্যক ; যথা (১) ভূর্লোক, (২) ভুবর্লোক, (৩) স্বর্লোক, (৪) মহর্লোক, (৫) জনলোক, (৬) তপোলোক, (৭) সত্যলোক। যাঁহারা সকাম উপাসক, তাঁহারা সাধারণতঃ দেহান্তে ধূম মার্গাবলম্বনে স্বর্লোক পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া, তথায় ভোগের দ্বারা তাঁহাদের পুণ্য ক্ষয় হইলে, পুনরায় মর্ত্ত্য ভূর্লোকে আগমন করিয়া, জন্ম গ্রহণ করেন। স্বর্লোকের উর্দ্ধে স্থিত মহর্লোককে প্রজাপতি-লোক বলে ; তৎপরে পর পর উপরে স্থিত জন, তপঃ ও সত্য লোককে ব্রহ্মলোক বলে। ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক ব্রহ্মার একদিনমাত্র-স্থায়ী, তৎপরে ইহাদের প্রলয় ঘটে। নিষ্কাম সাধক বিজ্ঞানের ও উপাসনার তারতম্যানুসারে পূর্ব্বোক্ত তিনটি ব্রহ্মলোকের মধ্যে কোনটিকে প্রাপ্ত হয়েন। যাঁহারা ঐ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন, সাধারণতঃ তাঁহাদের কাহাকেও আর মর্ত্ত্য ভূর্লোকে আসিয়া জন্মমরণধর্ম্মা পার্থিব নশ্বর দেহ লাভ করিতে হয় না। ঐ ব্রহ্মলোককে 'হিরণ্যগর্ভলোকও' বলা যায়। * (১) যাঁহারা হিরণ্যগর্ভোপাসক, তাঁহারা কল্পান্ত পর্য্যন্ত ঐ লোকে বাস করিয়া, তথাকার আনন্দ ভোগ করেন ; তথায় যাঁহাদের পরব্রহ্মজ্ঞান পূর্ণরূপে স্ফুরণ হয়, তাঁহারা কল্পান্তে পরব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইয়া কৈবল্য লাভ করেন ; অপরে পুনরায় সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইলে, ব্রহ্মলোকেই উপজাত হয়েন,—এই মর্ত্ত্যলোকে আসেন না। আর যিনি পরব্রহ্মোপাসক ও জীবিতে ব্রহ্মজ্ঞ হয়েন, তিনি স্থূলদেহান্তে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চরম ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া, তথায় সূক্ষ্মদেহনিষ্ঠ সংস্কারও সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন, এবং পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় বিশুদ্ধ

---

* (১) ব্রহ্মৈব লোকঃ ব্রহ্মলোকঃ এইরূপ কর্ম্মধারয় সমাস করিয়া ব্রহ্ম অর্থেই ব্রহ্মলোক শব্দ শ্রুতিতে কোন কোন স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। পরন্ত প্রসিদ্ধ ব্রহ্মলোক নামক লোক অর্থেও বহুস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। বিবক্ষা অনুসারে বিশেষ বিশেষ স্থলের অর্থ বুঝিতে হয়।

চিন্ময়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। তিনি তৎকালে আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়াই বোধ করেন (ব্রহ্মসূত্র, ৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১৯শ সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। তিনি অশরীরী থাকিয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন; ইচ্ছা হইলে শরীরও ধারণ করিয়া যে কোন লোকে ক্রীড়া করিতে পারেন (ব্রঃ সূঃ ৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১৩-১৫ সূঃ দ্রষ্টব্য)। অশরীরী থাকিয়াও মনের দ্বারা ব্রহ্মলোকাদিগত সুখ অনুভব করিতে পারেন। তিনি তখন সর্ব্বজ্ঞ হয়েন; ছান্দোগ্য ৮ম অঃ, ১২শ খণ্ড ৫ম বাক্য দ্রষ্টব্য। তথায় উল্লেখ আছে "স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে, য এতে ব্রহ্মলোকে" অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে যে সমস্ত ভোগ্য বিষয় আছে, তাহা তিনি দৈব মানস চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিয়া আনন্দানুভব করেন; ব্রহ্ম সূত্রের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদের ১৬শ প্রভৃতি সূত্রও দ্রষ্টব্য। তাঁহার সত্যসঙ্কল্পত্ব তখন প্রাদুর্ভূত হয়, সুতরাং তিনি "স্বরাট্" হয়েন। (ছাঃ ৭ অঃ ২৫ খণ্ড এবং ব্রঃ সূঃ ৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ৯ম সূত্র দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তদ্রূপ হইলেও তিনি স্বরূপতঃ ব্রহ্মের অংশ মাত্র হওয়াতে জগতের সৃষ্ট্যাদি শক্তি তাঁহার হয় না। (ব্রঃ সূঃ ৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১৭শ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

এই সকল শ্রুতি ও সূত্রের বিচারে ইহা স্পষ্টরূপেই প্রতিপন্ন হইবে যে, ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণের শেষ পরিণাম যাহা শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রের অনভিপ্রেত। "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" (ব্রহ্মবিদ্‌গণ এই দেহেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন) বলিয়া যে কঠ ও বৃহদারণ্যক শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন, (যাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে) তাহার অর্থ ব্রহ্মজ্ঞদিগের একদা বিলুপ্তি নহে। দেহসম্বন্ধ রক্ষা করিয়াও যে ব্রহ্মদর্শন হয়, তাহাই ঐ শ্রুতি ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহা পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি সকল পাঠ করিলেই বিদিত হওয়া যায়। ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যানে এই শাঙ্করিক মতের ভ্রান্তত্ব

যুক্তিমূলেও আরও বিশেষরূপে প্রতিপাদিত করা হইবে। জীবের জীবত্বের কখন বিনাশ নাই; জীব অনাদি ও নিত্য অক্ষয়। শ্রুতি পুনঃ পুনঃ তাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন। মোক্ষলাভ করিয়া তিনি সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয়েন এবং অচ্যুত আনন্দ লাভ করেন। "তরতি শোকমাত্মবিৎ" এবং "রসং হেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" এই প্রকার বহু বাক্যের দ্বারা মোক্ষপদ যে অচ্যুতানন্দদায়ক, শ্রুতি তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। বাস্তবিক জীবের জীবত্বের সম্যক্ বিনাশই মোক্ষ, এই কথা জানিলে অতি অল্প পুরুষই মোক্ষপ্রার্থী হইবেন। ইহা শাস্ত্রের উপদেশ নহে, প্রত্যুত সর্ব্ববিধশাস্ত্র ইহার বিরোধী।

সামান্যতঃ বেদান্তদর্শনের বিষয় বর্ণনা করা হইল। এইক্ষণে মূলদর্শন ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। এই গ্রন্থে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের সূত্রপাঠ ও ভাষ্যেরই অনুসরণ করা হইয়াছে; সম্যক্ নিম্বার্কভাষ্য অনুবাদসহ অধিকাংশ সূত্রের নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে; কোন স্থানে ভাষ্যের ভাবার্থগ্রহণ করিয়া সরলভাবে সূত্রার্থেরও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; এবং প্রয়োজন অনুসারে কোন স্থানে বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়া শাঙ্করভাষ্যও অনুবাদসহ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ওঁ তৎসৎ

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ

ওঁ শ্রীভগবতে নিম্বার্কাচার্য্যায় নমঃ

ওঁ হরিঃ

বেদান্ত-দর্শন

———*———

শ্রীব্রহ্মসূত্রম্

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পাদ

১ম অঃ ১ম পাদ ১ম সূত্র। অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

(অথ—অতঃ—ব্রহ্মজিজ্ঞাসা)।

ব্যাখ্যা :—"অথ"=অনন্তর, বেদাধ্যয়নের পর ধর্ম্মমীমাংসা পাঠে বেদোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল অবগত হইয়া এবং সাধারণ ভাবে উপনিষৎ পাঠের দ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্বোৎকর্ষ সাধারণভাবে জ্ঞাত হইবার পর। "অতঃ"=অতএব, সেই ফল পরিচ্ছিন্ন ও অন্তবিশিষ্ট বলিয়া শ্রুত হওয়া হেতু, এবং কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিপাদ্য দেবদেবীসকলই ঈশ্বরাধীন ও ব্রহ্মের বিভূতিমাত্র বলিয়া অবগত হওয়াতে, ব্রহ্মের প্রতি আকৃষ্টচিত্ত হওয়া হেতু। "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"=ব্রহ্মবিষয়ক প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত, এবং তৎসাক্ষাৎকারলাভের উপায়বিষয়ে উপদেশ পাইবার নিমিত্ত, ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট অনুগত শিষ্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

ভাষ্য।—অথাধীতষড়ঙ্গবেদেন কর্ম্মফলক্ষয়াক্ষয়ত্ববিষয়ক-বিবেকপ্রকারকবাক্যার্থজন্যসংশয়াবিষ্টেন, ততএব জিজ্ঞাসিত-ধর্ম্মমীমাংসাশাস্ত্রেণ তন্নিশ্চিতকর্ম্ম-তৎপ্রকার-তৎফলবিষয়ক-জ্ঞানবতা, কর্ম্মব্রহ্মফল-সান্তত্ব-সাতিশয়ত্ব-নিরতিশয়ত্ব-বিষয়ক-ব্যবসায়জাত-নির্ব্বেদেন, ভগবৎপ্রসাদেপ্সুনা তদ্দর্শনেচ্ছা-লম্পটেনাচার্য্যৈকদেবেন শ্রীগুরুভক্ত্যেকহার্দ্দেন, মুমুক্ষুণাহ-নন্তাচিন্ত্যস্বাভাবিকস্বরূপগুণশক্ত্যাদিভির্ব্বৃহত্তমো যো রমাকান্তঃ পুরুষোত্তমো ব্রহ্মশব্দাভিধেয়স্তদ্‌বিষয়িকা জিজ্ঞাসা সততং সম্পাদনীয়েত্যুপক্রমবাক্যার্থঃ।

অস্যার্থ:—ষড়ঙ্গের সহিত বেদাধ্যয়নের পর কর্ম্মফলের ক্ষয়াক্ষয়ত্ব-বিষয়ক বিভিন্ন বেদবাক্যার্থ চিন্তা করিয়া কর্ম্মফলের ক্ষয়াক্ষয়ত্ববিষয়ে বিচার উপস্থিত হইয়া তৎপ্রতি সংশয় জন্মিলে, ধর্ম্মের (বৈদিক ধর্ম্মের) স্বরূপ অবগত হইবার জন্য ইচ্ছার উদ্রেক হয়; তদনুসারে ধর্ম্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু পুরুষের পূর্ব্ব মীমাংসাদর্শনপাঠে ধর্ম্মের স্বরূপ ও প্রকারভেদ এবং তৎফলের জ্ঞান উপজাত হয়। অতঃপর কর্ম্মফলের সান্তত্ব, সাতিশয়ত্ব ও নিরতি-শয়ত্ব-বিষয়ক বিচার দ্বারা ইহার পরিচ্ছিন্নতাবিষয়ে নিশ্চিতজ্ঞান উপজাত হইলে, তৎপ্রতি অনাস্থা উৎপন্ন হয়; এই প্রকারে কর্ম্মফলে অনাদর-বিশিষ্ট মুমুক্ষু পুরুষ শ্রীভগবানের গুণগ্রাম শ্রবণে তৎপ্রতি আকৃষ্টচিত্ত হইয়া ভগবৎপ্রসন্নতা ও ভগবদ্দর্শনলাভেচ্ছাবশতঃ প্রীতিপূর্ব্বক সদ্‌গুরুর একান্ত শরণাপন্ন হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার নিকট স্বভাবতঃ অনন্ত, অচিন্ত্য, স্বরূপ গুণ ও শক্তি প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববিধ বিভূতির আশ্রয় (রমাকান্ত), ব্রহ্মশব্দবাচ্য, পুরুষোত্তমের বিষয় অবগত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন। ইহাই গ্রন্থারম্ভক বাক্যের অভিপ্রায়।

শ্রীরামানুজস্বামিকৃতভাষ্যে এই সূত্রের বৌধায়নঋষিকৃত বৃত্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্‌যথা :—"বৃত্তাৎ কর্ম্মাধিগমাদনন্তরং ব্রহ্মবিবিদিষা" (পূর্ব্বে অধীত বেদোক্ত কর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানলাভকার্য্যের এবং সাধারণভাবে উপনিষৎ-পাঠের অনন্তর, ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানলাভের ইচ্ছা হয়)। বস্তুতঃ ব্রহ্মসূত্র পাঠ করিলে ইহা সম্যক্ প্রতিপন্ন হয় যে, বেদ সম্যক্ অধীত না হইলে, এই গ্রন্থপাঠে অধিকার জন্মে না; শ্রুতিবাক্যসকলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই গ্রন্থের অধিকাংশ সূত্র রচিত হইয়াছে। সেই শ্রুতিসকল যিনি অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহার পক্ষে এই গ্রন্থ সম্যক্ বোধগম্য করা অসম্ভব; অনেক সূত্র কেবল শ্রুতিরই ব্যাখ্যার নিমিত্ত রচিত হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে জৈমিনিসূত্রের প্রতিও বিশেষরূপে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কর্ম্মের প্রাধান্য ও তদ্বিষয়ক বিধিবাক্যসকল বহুল পরিমাণে বেদের কর্ম্মকাণ্ডে উক্ত আছে; তাহার তথ্য অবগত হইবার নিমিত্ত মহর্ষি জৈমিনিকৃত মীমাংসাদর্শন প্রথমে অধ্যেতব্য; ইহা ধর্ম্মমীমাংসা। বেদোক্ত ধর্ম্মাচরণ ও তৎফলের অন্তবত্তা-বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান না হইলে, অনাদিকাল হইতে আচরিত কর্ম্মসংস্কার শিথিল হয় না, এবং প্রকৃত ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয় না। এই নিমিত্ত বেদাধ্যয়নান্তে প্রথমে ধর্ম্মমীমাংসা অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য; তদ্দ্বারা কর্ম্মফল অবগত হইলে, পরে বিচারদ্বারা ঐ ফলের অন্তবত্তা বিষয়ে নিশ্চিতজ্ঞান জন্মে; এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইলে, কর্ম্মের প্রতি অনাস্থা উপজাত হয়। কর্ম্মফলের অনিত্যতা জ্ঞাত হইলে, তৎপ্রতি অনাস্থার উদয় হয়, এবং তদ্ধেতু স্বভাবতঃই শ্রুত্যুক্ত কর্ম্মাতীত ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানের নিমিত্ত চিত্ত ধাবিত হয়, ইহাই সূত্রার্থ। ইহা দ্বারা জিজ্ঞাসু শিষ্যের অধিকার ও গ্রন্থের বিষয় অবধারিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। জৈমিনিসূত্রকে পূর্ব্বমীমাংসা অথবা ধর্ম্মমীমাংসা, এবং ব্রহ্মসূত্রকে উত্তরমীমাংসা অথবা ব্রহ্মমীমাংসা নামে আখ্যাত করা হয়; বস্তুতঃ এই উভয় মীমাংসা অধীত হইলে, সম্যক্

বেদার্থ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। বৌধায়নঋষিকৃত বৃত্তি অতি প্রাচীন; ব্রহ্মসূত্র পূর্ব্বে গুরুপরম্পরাক্রমে যেরূপ উপদিষ্ট হইত, তদনুসারেই বৌধায়ন মুনি বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। সুতরাং উক্ত প্রকার ব্যাখ্যাই সূত্রকার-বেদব্যাসের অভিমত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত। *

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও স্বীয় ভাষ্যে "অথ" শব্দের "অনন্তর" অর্থ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তিনি বলেন যে, বেদাধ্যয়নের পর ধর্ম্মজিজ্ঞাসা না হইয়াও উপনিষৎপাঠেই একেবারে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কাহারও কাহারও মনে উদয় হইতে পারে; ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কোন অঙ্গাঙ্গিভাব নাই, ধর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে কোন সাধ্যসাধক-সম্বন্ধও নাই; অতএব ধর্ম্মজ্ঞানের অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয়, অথবা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিবে, এইরূপ সূত্রার্থ করা উচিত নহে। শঙ্করের মতে (১) নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক, (২) ঐহিক ও পারত্রিক ভোগের প্রতি বৈরাগ্য, (৩) শম (বহিরিন্দ্রিয়-সংযম), (৪) দম (অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ), (৫) তিতিক্ষা (শীতোষ্ণ, ক্ষুধাতৃষ্ণা ইত্যাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা), (৬) উপরতি (বিষয়ানুভব হইতে ইন্দ্রিয়গণের বিরতি), (৭) সমাধান (আত্মতত্ত্বের ধ্যান), (৮) শ্রদ্ধা (গুরু ও বেদান্তবাক্যে সম্যক্ আস্থা) এবং (৯) মুমুক্ষুত্ব † (মোক্ষের নিমিত্ত প্রবল ইচ্ছা) এই সকল যাঁহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী। অতএব

---

* নিম্বার্কভাষ্যের কাল নিরূপণ করা হয় নাই। এই নিমিত্ত বৌধায়নভাষ্যের বিষয়ই এইস্থলে বিশেষরূপে উক্ত হইল।

† ভাষ্যে "নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ, ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগঃ, শমদমাদি-সাধনসম্পৎ, মুমুক্ষুত্বঞ্চ" উল্লিখিত আছে। এই আদিশব্দদ্বারা তিতিক্ষা, উপরতি সমাধান ও শ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহা শঙ্করাচার্য্যকৃত বিবেকচূড়ামণি প্রভৃতি গ্রন্থ ও ভাষ্যের টীকা প্রভৃতি পাঠে অবধারিত হয়।

শাঙ্করমতে "অথ" শব্দের অর্থ এই সকল নিত্যানিত্যবিবেকপ্রভৃতি সাধনসম্পত্তিলাভের অনন্তর।

এতৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, কোন কোন পুরুষের পক্ষে বেদের কর্ম্মকাণ্ড অধ্যয়নের পরে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা না হইয়াই উপনিষৎ অধ্যয়ন দ্বারা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হইতে পারে, সন্দেহ নাই; এবঞ্চ বেদাধ্যয়ন পর্য্যন্ত না করিয়া শৈশবাবস্থায়ই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছে, এমনও পুরুষের কথা শ্রুত হওয়া যায়। কিন্তু তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মসূত্র রচিত হইয়াছে এইরূপ বোধ হয় না। সাধারণ নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সূত্রার্থ করিতে ভারতবর্ষের প্রচলিত সাধারণ নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সূত্রার্থ করা উচিত। পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের প্রথমসূত্র "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা"। এই সূত্রের গঠন এবং উত্তরমীমাংসার (বেদান্তদর্শনের) "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই প্রথম সূত্রের গঠনের প্রতি লক্ষ্য করিলেও ইহাই প্রতিপন্ন হয়। যাগাদি কর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অঙ্গাঙ্গিভাব ও সাধ্যসাধক ভাব নাই সত্য; পরন্তু অনাদিকাল হইতে জীব কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে, তজ্জনিত সংস্কার অতিশয় দৃঢ়; সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা কর্ম্মফলের স্বরূপ অবগত না হওয়া পর্য্যন্ত তৎপ্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থা সাধারণতঃ জন্মে না। বিশেষতঃ বিহিত কর্ম্মসকলের দ্বারা চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়; চিত্ত পরিশুদ্ধ না হইলে ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছা বদ্ধমূল হয় না। কদ[illegible] বৃক্ষ যেমন ফলদান করিয়া স্বয়ং বিনাশপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু বৃক্ষভিন্ন ফল উৎ[illegible] হয় না; তদ্রূপ বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানও চিত্তপরিশুদ্ধি সম্পাদনপূর্ব্বক ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অথবা মুমুক্ষুত্বরূপ ফলোৎপাদন করিয়া স্বয়ং পর্য্যবসিত হয়; কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন চিত্তের এই পরিশুদ্ধি আপনা হইতে জন্মে না। পরন্তু কাহারও বাল্যকালেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছে বলিয়া শ্রবণ করা যায় সত্য; কিন্তু তাহা সাধারণ নিয়ম নহে, এবং তাঁহাদেরও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সাধন-

সংস্কার বলেই ইহজন্মে এইরূপ অবস্থা লাভ হওয়া অনুমিত হয়; শাস্ত্রকার-গণও তদ্রূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিশেষতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হইবার পরেও সমুদয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান বর্জ্জন করা এই ব্রহ্মসূত্রে স্বয়ং সূত্রকার ভগবান্ বেদব্যাস আশ্রমীর পক্ষে নিষেধ করিয়াছেন, (ব্রহ্মসূত্র ৩য় অঃ ৪র্থ পাদের ২৬।২৭ সংখ্যক ও অপরাপর সূত্র দ্রষ্টব্য)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তের শুদ্ধি সম্পাদনের একান্ত আবশ্যকীয়তা উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বিষয়েও কর্ম্মের এবং কর্ম্ম-জ্ঞানের সম্পূর্ণ সম্বন্ধাভাব স্বীকার করা যায় না। ব্রহ্মদর্শনসম্বন্ধে কর্ম্মের সাক্ষাৎ ফলজনকতা না থাকিলেও, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উৎপাদন করিতে কর্ম্মের ও কর্ম্মফল-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ উপযোগিতা আছে। ইহাই যে কর্ম্মানুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠফল, তাহা শ্রুতি স্বয়ং "তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাহনাশকেন" (বৃহদারণ্যক ৪র্থ অঃ ৪র্থ ব্রাহ্মণ) ইত্যাদি বাক্যে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানের না হউক, ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উৎপাদনবিষয়ে কর্ম্মজ্ঞানের আবশ্যকতা আছে। সূত্রে ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় উল্লিখিত হয় নাই, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার বিষয়মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে।

নিত্যানিত্যবিবেক প্রভৃতি যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও সম্যক্ সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। নিত্যানিত্যবিবেক যাঁহার জন্মিয়াছে, তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব এক-প্রকার অবগতই হইয়াছেন বলা যায়; সমস্ত জগৎই অনিত্য, আত্মাই নিত্য, এইরূপ জ্ঞান যাঁহার জন্মিয়াছে, এবং এই আত্মার ধ্যানই কর্ত্তব্য বলিয়া যিনি জানিয়াছেন, তিনিই নিত্যানিত্যবিবেকী। যিনি এই নিত্যা-নিত্যবিবেকসম্পন্ন হইয়াছেন, এবং নিত্য আত্মাতে চিত্তের "সমাধান"-রূপ সাধনবিশিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার তদতিরিক্ত কিছু জিজ্ঞাসার উদয় হওয়া

সম্ভবপর নহে; তিনি যখন আত্মাকে একমাত্র নিত্যবস্তু বলিয়া জানিয়াছেন, এবং সেই আত্মার স্বরূপ দর্শনের নিমিত্ত সমাধানরূপ সাধনসম্পন্ন হইয়াছেন, তখন সেই সাধনের ফল প্রাপ্ত না হইয়াই, অপর কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসু হওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক নহে। এবঞ্চ আত্মস্বরূপ সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত হইলে, জিজ্ঞাসারই বা বিষয় আর কি থাকে? সুতরাং আত্মানাত্মবিবেক এবং সমাধান ও শমদমাদিসাধনসম্পত্তিসম্পন্ন হওয়ার পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয়, এইরূপ সূত্রার্থ যাহা শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ বৌধায়ন ঋষিকৃত বৃত্তি অতি প্রাচীন; বৌদ্ধমত প্রবর্ত্তিত হইয়া ভারতবর্ষীয় প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর বিশৃঙ্খলতা স্থাপিত হইবার বহু পূর্ব্বে বৌধায়নকৃত বৃত্তি বিরচিত হইয়াছিল; আচার্য্যপরম্পরায় ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা যেরূপ পূর্ব্বাবধি প্রচলিত ছিল, তদনুসারেই ঐ বৃত্তি রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়; সুতরাং তদনুমোদিত সূত্রব্যাখ্যা বর্জ্জন করিয়া শাঙ্করব্যাখ্যা গ্রহণ করিবার অনুকূলে কোন সঙ্গত হেতু দৃষ্ট হয় না।

গ্রন্থারম্ভে এই সূত্রের "অথাতো" অংশের দ্বারা জিজ্ঞাসু শিষ্যের যোগ্যতা, এবং "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" অংশের দ্বারা সম্পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যাই যে এই গ্রন্থের বিষয়, তাহা অবধারিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ইতি জিজ্ঞাসাধিকরণম্

——:*:——

১ম অঃ ১ম পাদ ২য় সূত্র। জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥

(অস্য বিশ্বস্য জন্মাদি যতঃ যস্মাদ্ ভবতি তদ্ ব্রহ্ম)

ভাষ্য।—তল্লক্ষণাপেক্ষায়াং সিদ্ধান্তমাহ—অস্যাহচিন্ত্যবিচিত্রসংস্থানসম্পন্নস্যাসংখ্যেয়নামরূপাদিবিশেষাশ্রয়স্যাচিন্ত্য-

রূপস্য বিশ্বস্য সৃষ্টিস্থিতিলয়া যস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞাদ্যনন্তগুণাশ্রয়াদ্ ব্রহ্মেশকালাদিনিয়ন্তুর্ভগবতো ভবন্তি, তদেব পূর্ব্বোক্তনির্ব্বচন-বিষয়ং ব্রহ্মেতি লক্ষণবাক্যার্থঃ।

ব্যাখ্যা :—জিজ্ঞাসিত ব্রহ্মের লক্ষণসম্বন্ধে সূত্রকার সিদ্ধান্ত বলিতে-ছেন :—পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অনন্ত অঙ্গবিশিষ্ট, অনন্ত নাম ও রূপে প্রকাশিত, এই অচিন্ত্য বিচিত্র বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় যাঁহাদ্বারা সাধিত হয়, সুতরাং যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও অনন্তগুণের আশ্রয়, যিনি ব্রহ্মা মহেশ্বর এবং কালাদিরও নিয়ন্তা, তিনিই সেই জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম। জিজ্ঞাসিত ব্রহ্মের লক্ষণ এই সূত্রের দ্বারা অবধারিত হইল।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয়োপনিষদের তৃতীয়বল্লীর উল্লিখিত ব্রহ্ম-বিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই সূত্র বিরচিত হইয়াছে; তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

"ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ। বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তস্মা এতৎ প্রোবাচ। অন্নং প্রাণঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। তং হোবাচ। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্মেতি।"

অস্যার্থ :—বরুণপুত্র ভৃগু পিতা বরুণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করুন। তাঁহাকে বরুণ এই কথা বলিলেন :—অন্ন, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মনঃ ও বাক্য এতৎ সমস্ত ব্রহ্ম; আরও বলিলেন, যাহা হইতে এই দৃশ্যমান বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, যাঁহাদ্বারা জন্মপ্রাপ্ত সমস্ত জীবিতাবস্থায় রক্ষিত হইতেছে, যাঁহাতে এতৎ সমস্ত লয়প্রাপ্ত হয় এবং প্রবিষ্ট হয়, তাঁহাকে তুমি বিশেষ-রূপে জ্ঞাত হইতে প্রযত্ন কর, তিনিই ব্রহ্ম।

ব্রহ্মকে এই বিচিত্র জগতের কারণ বলাতে, ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্ব-শক্তিমত্তা ভাবতঃ বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সূত্রের শব্দার্থ এইমাত্র যে, "এই জগতের সৃষ্টিপ্রভৃতি যাঁহা হইতে হয়" (তিনিই জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম)। এই সংক্ষিপ্ত বাক্যের সম্যক্ অর্থ অবধারণ করিয়া, ভাষ্যকারগণ পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকারে সূত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন :—"জগৎকারণত্বপ্রদর্শনেন সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্মেত্যুপক্ষিপ্তম্" (ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিয়া প্রদর্শন করাতে, ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্বও উপক্ষিপ্ত (ভাবতঃ উপদিষ্ট) হইয়াছে। কারণ, সর্ব্বজ্ঞ ভিন্ন কেহ এই বিচিত্র অনন্ত জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না। পরন্তু ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সূত্রে ব্রহ্মকে জগতের কেবল স্রষ্টা বলিয়া উপদেশ করা হয় নাই। সূত্রোক্ত "জন্মাদি" শব্দে জগতের জন্ম (সৃষ্টি), স্থিতি ও লয় এই তিনই বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম জগতের কেবল স্রষ্টা নহেন, তিনি ইহার পালনকর্ত্তা ও নিয়ন্তা এবং নিত্য বিনাশকর্ত্তাও বটেন। এইস্থলে এবং মূলসূত্রে বলা হইল যে, ব্রহ্ম হইতে জগতের জন্মাদি হয়; তিনিই জগতের একমাত্র কারণ। কিন্তু কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকারূপ উপাদান অবলম্বনে কুম্ভ নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ ব্রহ্ম অন্য উপাদান অবলম্বনে জগৎ রচনা করেন, এইরূপ বলিলে, ব্রহ্মই জগতের একমাত্র কারণ হয়েন না; সেই অন্য বস্তুটিও জগতের একটি কারণ হয়। কিন্তু সূত্রে ব্রহ্মকে একমাত্র কারণ বলাতে তিনি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান এই উভয় কারণ বলিয়া সূত্রের উপদেশ বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মেতেই জগৎ অন্তে লীনও হয় বলাতে ব্রহ্ম ভিন্ন যে জগতের অন্য উপাদান কারণ নাই, ইহা খুব স্পষ্ট-ভাবেই সিদ্ধ হয়। সুতরাং জগৎ বিলুপ্ত হইলেও জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়-সাধিনী শক্তি ব্রহ্মে নিত্য বর্ত্তমান থাকে; তদ্দ্বারা তিনি ইহার পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তনাদি সাধন করেন। অতএব স্বরূপতঃই তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তাও

আছে বলিয়া সূত্রে উক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। অধিকন্তু যিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্ত্তা, তিনি অবশ্য জগৎ হইতে অতীত, জগৎকে অতিক্রম করিয়াও বর্ত্তমান আছেন। অতএব ব্রহ্মের জগদতীতত্বও এতদ্দ্বারা বলা হইল, বুঝিতে হইবে। শাঙ্করভাষ্যেও এই সূত্রের সারার্থ এইরূপেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ; যথা :—

"অস্য জগতো নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্যানেককর্ত্তৃভোক্তৃসংযুক্তস্য প্রতিনিয়তদেশকালনিমিত্তক্রিয়াফলাশ্রয়স্য মনসাপ্যচিন্ত্যরচনারূপস্য জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাদ্ভবতি তদ্ ব্রহ্মেতি বাক্যশেষঃ।"

অস্যার্থ :—বিবিধ নাম ও রূপে প্রকাশিত, অনেক কর্ত্তা ও ভোক্তা সংযুক্ত, প্রতিনিয়ত দেশকালাদিহেতুক ক্রিয়াফলের আশ্রয়ীভূত, মনের দ্বারাও অচিন্ত্যরচনা-বিশিষ্ট, এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ কারণ হইতে হয়, তিনিই ব্রহ্ম ; ইহাই বাক্যার্থ।*

অতএব এই সূত্রের ফলিতার্থ এই যে, প্রথম সূত্রের জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম জগদতীত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, এবং জগতের একমাত্র নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হওয়াতে, জগৎ তাঁহারই রূপ। যেমন সুবর্ণনির্ম্মিত বলয়-কুণ্ডলাদি সুবর্ণেরই রূপ, ইহারা সুবর্ণই—সুবর্ণ ভিন্ন অন্য কিছু নহে ; জগৎও তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। সুতরাং ব্রহ্ম অদ্বৈত, সর্ব্বব্যাপী ও সদ্বস্তু। তিনি এই জগতের প্রকাশক হওয়ায় জগৎ হইতেও ব্যাপকবস্তু এবং সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি জগদ্রূপী এবং জগদতীতও বটেন।

ইতি ব্রহ্মস্বরূপনিরূপণাধিকরণম্

---

* যে স্থানে বিশেষ প্রয়োজন, সেই স্থানেই শাঙ্করভাষ্য উদ্ধৃত করা হইবে, অন্যত্র হইবে না।

পরন্তু এই স্থানে জিজ্ঞাস্য এই যে ব্রহ্মই যে, জগতের একমাত্র কারণ তাহার প্রমাণ কি আছে? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন :—

১ম অঃ ১ম পাদ ৩য় সূত্র। শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥

(যোনিঃ = প্রমাণম্)

ভাষ্য ।—কিং প্রমাণকমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং সিদ্ধান্তমাহ—শাস্ত্রমেব যোনিস্তজ্জ্ঞপ্তিকারণং যস্মিংস্তদেবোক্তলক্ষণলক্ষিতং বস্তু ব্রহ্মশব্দাভিধেয়মিতি।

ব্যাখ্যা :—এই ব্রহ্ম কি প্রকার প্রমাণগম্য, তৎসম্বন্ধে সূত্রকার সিদ্ধান্ত বলিতেছেন :—শাস্ত্রই উপরিউক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্মের যোনি অর্থাৎ জ্ঞাপক (তাঁহার সম্বন্ধে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ)। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া ব্রহ্মশব্দের অভিধেয় বস্তুকে শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। (জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ বস্তুই ব্রহ্ম; ইহা শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা অবগত হওয়া যায়)।

ব্রহ্ম অনুমানপ্রমাণগম্য নহেন; কারণ অনুমান ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত, ব্রহ্ম তদ্রূপ প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ কেবল বাহ্য রূপরসাদিকে বিষয় করে; যিনি তৎসমস্তের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের বিধানকর্ত্তা, তিনি তদ্দ্বারা পর্য্যাপ্ত নহেন; তিনি তৎসমস্তের অতীত। সুতরাং তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন; এবং ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত অনুমানপ্রমাণগম্যও নহেন। কেবল শাস্ত্রই তাঁহার বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের ব্যাখ্যা দ্বিবিধরূপে করিয়াছেন, যথা :—"মহতঃ ঋগ্বেদাদেঃ শাস্ত্রস্য……সর্ব্বজ্ঞকল্পস্য যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম।" (মহান্ সর্ব্বজ্ঞতুল্য যে ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র, তাহার যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান ব্রহ্ম)। "অথবা যথোক্তম্ ঋগ্বেদাদিশাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণমস্য

ব্রহ্মণো যথাবৎস্বরূপাধিগমে। শাস্ত্রাদেব প্রমাণাদ্ জগতো জন্মাদিকারণং ব্রহ্মাধিগম্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ।" (অথবা পূর্ব্বোক্তপ্রকার সর্ব্বজ্ঞকল্প ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রই ব্রহ্মের যথাবৎস্বরূপজ্ঞানের কারণ অর্থাৎ প্রমাণ। যিনি জগতের জন্মাদির কারণ, তিনি যে ব্রহ্ম, ইহা কেবল শাস্ত্র-প্রমাণেরই গম্য, ইহাই সূত্রের অভিপ্রায়)। এই দ্বিতীয় অর্থ ই শঙ্করাচার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু এইস্থলে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, বেদ কর্ম্মকেই মুখ্যরূপে উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া জৈমিনিমীমাংসায় প্রতিপন্ন করা হইয়াছে; পরন্তু এইস্থলে বলা হইল যে, শাস্ত্র ব্রহ্মকেই জগৎকারণ ও মুখ্যবস্তুরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন; সুতরাং এই শেষোক্ত মত কিরূপে গ্রহণীয় হইতে পারে? এবঞ্চ ব্রহ্মকে যেমন প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অগম্য বলিয়া শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্রূপ তাঁহাকে শব্দপ্রমাণেরও অবিষয় বলিয়া শ্রুতিই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্মকে কিরূপে শ্রুতি-প্রমাণগম্য বলা যাইতে পারে? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন :—

১ম অঃ ১ম পাদ ৪র্থ সূত্র। তত্তু সমন্বয়াৎ ॥

("তু" শব্দ আশঙ্কানিরাসার্থঃ। তস্মিন্ ব্রহ্মণি সর্ব্বস্য বেদস্য সম্যগ্-বাচ্যতয়া অন্বয়স্তস্মাৎ শাস্ত্রৈকবেদ্যম্ উক্তলক্ষণং ব্রহ্মৈব)।

ব্রহ্মই শ্রুতিবাক্যসকলের প্রতিপাদ্য; এক ব্রহ্মেতেই সকল শ্রুতির সমন্বয় হয়, অতএব উক্তলক্ষণ (জগতের জন্মাদির হেতু) ব্রহ্ম সমস্ত শাস্ত্রপ্রমাণগম্য। (শ্রুতি স্বয়ংই বলিয়াছেন "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" কঠ ১অ ২ব)।

ভাষ্য।—নন্বু সমস্তস্যাপি বেদস্য ক্রিয়াপরত্বেন তদ্ভিন্ন-বিষয়কাণাং বেদান্তবাক্যানামপ্যর্থবাদবাক্যানাং তৎপ্রাশস্ত্য-প্রতিপাদনদ্বারা পরম্পরয়া বিধিবাক্যৈকবাক্যতাবৎ ক্রত্বঙ্গকর্তৃ-

প্রাশস্ত্যপ্রতিপাদনেন বিধ্যেকপরত্বাৎ, কথমিব শাস্ত্রৈক-প্রমাণকং ব্রহ্মেতি প্রাপ্তে, রাদ্ধান্তঃ, তজ্জিজ্ঞাস্যং বিশ্বকারণং শাস্ত্রপ্রমাণকং ব্রহ্মৈব ন কর্ম্মাদি; তত্রৈব প্রতিপাদকতয়া কৃৎস্নস্যাপি বেদস্য সমন্বয়াৎ মুখ্যবৃত্ত্যাঽন্বয়ঃ। যদ্বা বেদেষু তস্যৈব প্রতিপাদকতয়া সমন্বয়াদিতি সংক্ষেপঃ। ন চ কর্ম্মণি তৎসমন্বয়ো বক্তুং শক্যঃ; তস্য তু বিবিদিষোৎপাদনেনৈব নৈরাকাঙ্ক্ষ্যাৎ ক্রত্বঙ্গং ব্রহ্মেতি তু বালভাষিতম্। তস্য সর্ব্বকর্ম্ম-কর্ত্রাদিকারকনিয়ন্তৃত্বেন স্বাতন্ত্র্যাৎ, তৎফলদাতৃত্বাচ্চ। প্রত্যুত কর্ম্মণ এব বিবিদিষোৎপাদনেন পরম্পরয়া তৎপ্রাপ্তিসাধনীভূত-জ্ঞানোৎপত্ত্যুপকারকত্বেন সমন্বয় ইতি নিশ্চীয়তে বিবিদিষা-শ্রুতেঃ। নন্বু প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাবিষয়কত্ববচ্ছব্দপ্রমাণা-বিষয়ত্বস্যাপি শ্রুতিসিদ্ধত্বান্ন শাস্ত্রৈকপ্রমেয়ং ব্রহ্মেতিপ্রাপ্তে, ব্রূমঃ, জিজ্ঞাস্যং ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাণকমেব, নান্যপ্রমাণকম্; সমস্তশ্রুতীনাং সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা তত্রৈব সমন্বয়াৎ। তত্র লক্ষণপ্রমাণাদিবাক্যানাং স্বত এব তদ্বিষয়কত্বেন, শাণ্ডিল্য-পঞ্চাগ্নিমধুবিদ্যাদিবাক্যানাং প্রতীকাদিপ্রকারকাণাং চ পরম্পরয়া সমন্বয়ঃ। যদ্বা সর্ব্বেষামপি বাক্যানাং ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্ত-কত্বেঽপি সাক্ষাদেব ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ, তত্তদ্বাক্যবিষয়াণাং সর্ব্বেষামপি ব্রহ্মাত্মকত্বাবিশেষেণ মুখ্যবাক্যত্বাৎ। নচৈবং বিষয়নিষেধপরাণাং বাধঃ শঙ্কনীয়স্তেষাং ব্রহ্মস্বরূপগুণাদিবিষয়-কেয়ত্তানিষেধপরত্বেন সমবিষয়ত্বাৎ। কিঞ্চাত্র প্রষ্টব্যো ভবান্ "শব্দাঽবিষয়ং ব্রহ্মে"তি বাক্যস্য বাচ্যং ব্রহ্মাভিপ্রেতং ন বেতি?

আদ্যে বাচ্যত্বসিদ্ধেরবাচ্যত্বপ্রতিজ্ঞাভঙ্গঃ, দ্বিতীয়ে সুতরাং বাচ্যতেতি। তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বাচিন্ত্যশক্তিবিশ্বজন্মাদিহেতু-র্বৈদেকপ্রমাণগম্যঃ সর্ব্ববিভিন্নাভিন্নো ভগবান্ বাসুদেবো বিশ্বাত্মৈব জিজ্ঞাসাবিষয়স্তত্রৈব সর্ব্বং শাস্ত্রং সমন্বেতীত্যৌপ-নিষদানাং সিদ্ধান্তঃ ॥

অস্যার্থ :—(পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে যে, শাস্ত্রই ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ অর্থাৎ জ্ঞপ্তিকারণ)। কিন্তু ইহাতে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, (জৈমিনি-মীমাংসায় "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্" ইত্যাদি সূত্রে ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে ' সমস্ত বেদ যাগাদিক্রিয়াকেই মুখ্যরূপে প্রতি-পাদিত করে ; ক্রিয়ার্থ প্রকাশ করে না, এইরূপ যে বেদোক্ত অর্থবাদবাক্য, তৎসমস্ত পরম্পরাসূত্রে ক্রিয়াবোধক বিধিবাক্যসকলেরই অর্থ বিস্তার করিয়া প্রকাশ করে। ইহারা বিধিবাক্যসকলেরই স্তাবক ; "বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ" ইত্যাদি জৈমিনিসূত্রে ইহা প্রকাশিত আছে) এইরূপে এই সকল অর্থবাদবাক্য পরম্পরাসূত্রে বিধি-বাক্যসকলের সহিত একার্থতা প্রাপ্ত হইয়া সার্থক হয় ; ইহাদের নিজের কোন স্বতন্ত্র অর্থ নাই। তদ্রূপ ব্রহ্মবিষয়ক বেদান্তবাক্যসকলও যাগাদি-ক্রিয়াবোধক বিধিবাক্যসকল হইতে স্বতন্ত্র অর্থ প্রতিপাদন করে না বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা উচিত। কর্ম্মকর্ত্তা ক্রতুরই একাঙ্গ ; "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বেদান্তবাক্যে ঐ কর্ম্মকর্ত্তারই ব্রহ্মত্ব উপদেশ করা হইয়াছে ; তদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, বেদের অর্থবাদবাক্যের ন্যায়, বেদান্তের ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যসকলও ক্রতুর অঙ্গীভূত যে কর্ম্মকর্ত্তা, তাঁহারই স্তাবকবাক্য মাত্র ; ঐসকল বাক্যের দ্বারা বেদ স্বতন্ত্র কোন অর্থ প্রকাশ করেন নাই। ইহারা পরম্পরাসূত্রে বেদোক্ত কর্ম্মবিষয়ক বিধিবাক্যেরই প্রাধান্য প্রকাশ করে,

সর্ব্বপ্রধানরূপে ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করে না। অতএব পূর্ব্বসূত্রে যে বিশ্বকারণরূপে (সুতরাং যাগাদি কর্ম্মেরও কারণরূপে) ব্রহ্মকে শাস্ত্র প্রমাণিত করে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা গ্রাহ্য নহে। এইরূপ আপত্তির উত্তরে সূত্রকার সিদ্ধান্ত বলিতেছেন "তত্তু সমন্বয়াৎ"; "তৎ" অর্থাৎ ব্রহ্মই বিশ্বকারণ এবং শাস্ত্র তাঁহাকেই প্রতিপন্ন করে; কারণ মুখ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়রূপে ব্রহ্মেতেই মুখ্যবৃত্তিতে সমস্ত বেদবাক্যের অন্বয় হয়। অথবা সংক্ষেপতঃ সূত্রার্থ এই যে, ব্রহ্মপ্রতিপাদক বলিয়া বেদবাক্য সকলে ব্রহ্মেরই সমন্বয় হয়। কর্ম্মে বেদবাক্যসকলের সমন্বয় হয়, এই কথা বলা যাইতে পারে না; কারণ ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইবার ইচ্ছামাত্র উৎপাদন করিয়াই কর্ম্মশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; এই ইচ্ছামাত্র উৎপাদন করাই কর্ম্মের শেষ ফল। অতএব ব্রহ্মকে ক্রতুর অঙ্গস্বরূপে মাত্র উপদেশ করাই বেদের অভিপ্রায়, ইহা নির্ব্বোধ বালকের উপযুক্ত কথা। ক্রতুসম্বন্ধীয় কর্ম্ম, কর্ত্তা, করণ, ইত্যাদি সমুদয় কারকই ব্রহ্মের নিয়ন্তৃত্বের অধীন বলিয়া শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন, এবং যজ্ঞের ফলদাতাও তিনি ("যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে", "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং", "যং সর্ব্বে দেবা নমন্তি", "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি শ্রুতি দ্রষ্টব্য); সুতরাং তিনি তৎসমস্ত হইতে স্বতন্ত্র। এবঞ্চ "তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন" ইত্যাদি (বৃ. ৪অঃ ৪ব্রা) শ্রুতিবাক্যে ইহা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মসম্বন্ধীয় বিবিদিষা (জিজ্ঞাসা) উৎপাদন করিয়া, ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনভূত যে জ্ঞান, তাহার উৎপত্তিবিষয়ে পরম্পরাসূত্রে উপকারক হয় বলিয়াই কর্ম্মের সার্থক্য হয়, এবং শ্রুতিও এই নিমিত্তই কর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন।

পরন্তু কেহ কেহ এইরূপও আপত্তি করেন যে, শাস্ত্র যেমন একদিকে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগম্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্রূপ তাঁহাকে

শব্দপ্রমাণেরও অগম্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন; অতএব পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় সূত্রে যে ব্রহ্মকে শাস্ত্রপ্রমাণগম্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা অপসিদ্ধান্ত; (কারণ শাস্ত্রবাক্যসকলও শব্দমাত্র, ব্রহ্ম শব্দের অবিষয় হওয়াতে, তিনি শাস্ত্রপ্রমাণগম্য হইতে পারেন না)। এই আপত্তির উত্তরে আমরা বলি যে, "তৎ" জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম নিশ্চয়ই শাস্ত্রপ্রমাণগম্য; তিনি প্রত্যক্ষাদি অন্য প্রমাণগম্য নহেন; কারণ সাক্ষাৎসম্বন্ধে অথবা পরম্পরা-সম্বন্ধে ব্রহ্মেতেই সমস্ত শ্রুতির সমন্বয় হয়। তন্মধ্যে যে সকল শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মের লক্ষণ এবং প্রমাণাদিবিষয়ক, সাক্ষাৎসম্বন্ধেই তাহাদের ব্রহ্মেতে সমন্বয় হয়; এবং শাণ্ডিল্যবিদ্যা, পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, মধুবিদ্যা প্রভৃতি-বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকোপাসনাপর বাক্যসকলেরও পরম্পরাসম্বন্ধে ব্রহ্মেতেই সমন্বয় হয়। বস্তুতঃ, ভিন্নার্থবোধক হইলেও সমস্ত বেদবাক্যেরই সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ব্রহ্মেতেই সমন্বয় হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; কারণ তত্তদ্‌বাক্য-সকলের বিষয়ীভূত সমস্ত পদার্থেরই সমভাবে ব্রহ্মাত্মকরূপেই মুখ্যবাচ্যত্ব হইয়াছে। ("সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য তাহার প্রমাণ)। এই সিদ্ধান্তে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না যে, ব্রহ্মকে শ্রুতিপ্রমাণগম্য বলিলে, শব্দের অবিষয়রূপে যে সকল শ্রুতি তাঁহাকে বর্ণনা করিয়াছেন, (যথা "অবাঙ্মনসগোচরঃ" "অশব্দমস্পর্শম্" 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি) সেই সকল শ্রুতি এই মীমাংসানুসারে নিরর্থক হইয়া পড়ে; কিন্তু শ্রুতিকে নিরর্থক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না; অতএব এই সিদ্ধান্তই ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু বস্তুতঃ এই সিদ্ধান্তের সহিত পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যসকলের কোন বিরোধ নাই; কারণ যে সকল শ্রুতি ব্রহ্মকে শব্দের অবিষয়রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই সকল শ্রুতি ব্রহ্মের স্বরূপ ও স্বরূপগত গুণসকলের "ইয়ত্তা"-নিষেধপর মাত্র অর্থাৎ ব্রহ্ম যে এইমাত্রই নহেন, এবং কেবল শব্দাদিশক্তিমত্তাতেই যে তাঁহার

স্বরূপগত শক্তিসকল পর্য্যাপ্ত হয় না, তদতিরিক্ত ভাবেও যে তিনি আছেন, তন্মাত্র প্রকাশ করাই সেই সকল শ্রুতির অভিপ্রায়; কারণ সেই সকল শ্রুতি স্বয়ং শব্দমাত্র হইয়াও ব্রহ্মকেই বাচ্যরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। আর এই স্থলে আপত্তিকারীকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, "শব্দের অবিষয় ব্রহ্ম" এই যে বাক্য, ইহার বাচ্য ব্রহ্ম কি না, এই বিষয়ে তাঁহার অভিমত কি? যদি বলেন যে, এই বাক্যের বাচ্য ব্রহ্ম, তবে তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল; ব্রহ্ম, শব্দের বাচ্য হইয়া পড়িলেন; আর যদি বলেন যে, না, তাহা হইলেও এই "না" বলা দ্বারাই কার্য্যতঃ ব্রহ্মের শব্দবাচ্যত্ব সিদ্ধ হইল। (কারণ "ব্রহ্ম"-শব্দের বাচ্য যে ব্রহ্মবস্তু, তাহা তিনি ঐ শব্দ-দ্বারাই বুঝিয়াছেন, না বুঝিলে এইরূপ উত্তর করিতে পারেন না)। অতএব সমস্ত উপনিষদের সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মেতেই সমস্ত শাস্ত্র সমন্বিত হয়। গ্রন্থারম্ভে জিজ্ঞাসার বিষয় বলিয়া যে ব্রহ্মকে উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি এই অচিন্ত্যশক্তিক বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়হেতু, তিনি একমাত্র বেদপ্রমাণগম্য; তিনি সমগ্রবিশ্ব হইতে ভিন্নও বটেন, এবং অভিন্নও বটেন, এবং তিনিই সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ বিশ্বাত্মা বাসুদেব। তাঁহাতেই সকল শাস্ত্র সমন্বিত হয়। ইহাই উপনিষদ্‌বেত্তাদিগের সিদ্ধান্ত।

এই সূত্রব্যাখ্যানে ভাষ্যকার ইহা প্রতিপন্ন করিলেন যে, ব্রহ্ম বেদোক্ত যাগাদিকর্ম্মের অতীত, এবং ঐ যাগাদিকর্ম্মের কর্ত্তা যে পুরুষ, তাঁহার সত্তাতে মাত্র ব্রহ্মসত্তা পর্য্যাপ্ত হয় না; তিনি কর্ম্মকর্ত্তা পুরুষসকলের এবং তৎকৃত সর্ব্ববিধকর্ম্মের নিয়ন্তা ও বিধাতা। আবার সমস্ত জগতের ব্রহ্মাত্মকতা প্রদর্শন করিয়া, ভাষ্যকার মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে কথিত উপাসনা-কর্ম্মেরও সার্থকতা প্রতিপন্ন করিলেন। অতএব ভাষ্যকারের শেষ মীমাংসা এই যে, জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের ভিন্নাভিন্নসম্বন্ধই দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ সূত্র পর্য্যন্ত সূত্রকার স্থাপন করিয়াছেন। "একাংশেন স্থিতো জগৎ"

এবং "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" "ক্ষরাদতীতোঽহমক্ষরা-দপি চোত্তমঃ" ইত্যাদি গীতাবাক্যেও এইরূপ ভিন্নাভিন্নসম্বন্ধই বেদব্যাস প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অপিচ তৃতীয় ও চতুর্থ সূত্রে ব্রহ্মের সহিত শাস্ত্রের বাচ্যবাচকসম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। এই বাচ্যবাচকসম্বন্ধ থাকা পাতঞ্জল-দর্শনে "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ" সূত্রে শ্রীভগবান্ পতঞ্জলিও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ সূত্রের ভাষ্যে শ্রীভগবান্ বেদব্যাসও এইরূপই মত প্রকাশ করিয়াছেন,—যথা—"বাচ্য ঈশ্বরঃ প্রণবস্য।...সম্প্রতিপত্তিনিত্যতয়া নিত্যঃ শব্দার্থসম্বন্ধঃ।" আর ব্রহ্মের নির্গুণত্ববিষয়ক শ্রুতিসকল তাঁহার "এতাবন্মাত্রত্বই" (জগৎ ও জীবমাত্রত্বই) নিষেধ করে বলিয়া যে ভাষ্যকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহা ভগবান্ বেদব্যাস স্বয়ংই এই ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ২২ সংখ্যক সূত্রে স্পষ্ট করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় বিশেষরূপে ব্রহ্মবিষয়ক। তাহাতে ব্রহ্মসম্বন্ধে এইরূপই সিদ্ধান্ত সূত্রকার সর্ব্বত্র প্রতিপাদিত করিয়াছেন। সূত্রকার কোন স্থানে ব্রহ্মের সম্বন্ধে কেবল নির্গুণত্ব অথবা কেবল গুণাবচ্ছিন্নত্ব বর্ণনা করেন নাই।

এই সূত্রের শাঙ্করভাষ্য অতি বিস্তীর্ণ; তাহাতে নানাবিধ বিচার প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে; তৎসমস্ত এই স্থলে উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। ইহার সার এই যে, ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ ও অনুমানপ্রমাণের গম্য নহেন; কেবল শাস্ত্রই তাঁহার সম্বন্ধে প্রমাণ; ফলের দ্বারা শাস্ত্রের প্রামাণিকত্ব সিদ্ধ হয়। মীমাংসকগণ বলেন যে "ব্রহ্ম স্বতন্ত্র ও জগদতীত নহেন, কারণ কর্ম্ম অথবা উপাসনাবিধির অঙ্গরূপে মাত্র তিনি বেদে উক্ত হইয়াছেন; অতএব কর্ম্মাতীত ব্রহ্ম শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য নহেন, বৈদিক কর্ম্মের অঙ্গীভূত যে কর্ম্ম-কর্ত্তা, ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যসকল তাঁহারই স্তুতিসূচক বলিতে হইবে; কারণ ঐ কর্ম্মকর্ত্তাকেই শ্রুতি ব্রহ্ম বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন।" "মীমাংসক" গণের এই মত সঙ্গত নহে; কারণ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ কর্ম্মসাধ্য নহে, তাহা

শ্রুতি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন, এবং আত্মা যে অসঙ্গস্বভাব শরীরাদি-ব্যতিরিক্ত, তাহাও শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন ; সুতরাং তিনি কর্ম্মসাধ্য হইতে পারেন না ; এবং ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ সর্ব্বকর্ম্মাতীত হয়েন বলিয়া শ্রুতি স্পষ্ট-রূপে উপদেশ করাতে, ব্রহ্মকে কর্ম্মের অঙ্গীভূত বলিয়া কোন প্রকারে বর্ণনা করা যাইতে পারে না। ব্রহ্মকে জ্ঞানরূপ ক্রিয়ারও কর্ম্ম বলা যাইতে পারে না; কারণ শ্রুতি তাঁহাকে বিদিত ও অবিদিত সকল হইতে ভিন্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রুতি যে আত্মাকে জ্ঞাতব্য ধ্যাতব্য ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার অর্থ এই নহে যে, আত্মা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ধ্যানক্রিয়ার গম্য। অপর সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করাই উক্ত উপদেশ সকলের সার ; অপর বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম আপনা হইতে প্রকাশিত হয়েন। জৈমিনিসূত্রে বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মানই বেদের সার, ইহা বেদের কর্ম্মকাণ্ডসম্বন্ধেই প্রযোজ্য,—বেদান্তসম্বন্ধে নহে। কর্ম্মকাণ্ডেও নিষেধসূচক বাক্যগুলি অধিকাংশ স্থলে অভাব অর্থাৎ ঔদাসীন্যবোধক,—কোন ক্রিয়াবোধক নহে ; অতএব কর্ম্মে প্রেরণাই বেদার্থ বলিয়া কোন প্রকারে স্বীকার করা যায় না। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পরন্তু শাঙ্করভাষ্যে মূলসূত্রার্থের ব্যাখ্যা এইরূপে করা হইয়াছে, যথা :—

"তু-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। তদ্ ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়কারণং বেদান্তশাস্ত্রাদবগম্যতে। কথং ? সমন্বয়াৎ ; সর্ব্বেষু বেদান্তেষু বাক্যানি তাৎপর্য্যেণৈতস্যার্থস্য প্রতিপাদকত্বেন সমনুগতানি।"

অস্যার্থ :—সূত্রে যে "তু"—শব্দ আছে, তাহা আপত্তিভঞ্জনবোধক। সেই ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের হেতু ; বেদান্তশাস্ত্রদ্বারা তিনি এইরূপ বলিয়া জ্ঞাত হয়েন। ইহা কি নিমিত্ত

বলি ? উত্তর—এইরূপ ব্রহ্মেই বেদের সমন্বয় হয়। সমস্ত বেদান্তোল্লিখিত শ্রুতিবাক্য সকলের তাৎপর্য্য প্রতিপাদ্যরূপে ব্রহ্মেরই অনুসরণ করে।

বস্তুতঃ কঠপ্রভৃতি শ্রুতি স্বয়ং "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি, সর্ব্বে বেদা যত্রৈকীভবন্তি" ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন যে, ব্রহ্মেতেই শ্রুতি সমন্বিত হয়, তাঁহাকে প্রতিপন্ন করাই সমস্ত শ্রুতির অভিপ্রেত। কিন্তু এই স্থলে ইহা লক্ষ্য করিবে যে, ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ জগৎ-কারণ বলিয়া উপদেশ করা ভগবান্ বেদব্যাসের অভিপ্রেত বলিয়া যখন আচার্য্য শঙ্কর এই সকল সূত্র ব্যাখ্যায় স্বীকার করিলেন, তখন ব্রহ্মকে একান্ত নির্গুণ ও অকর্ত্তা বলিয়া যে তিনি পরে স্বীয় মত জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহা বেদান্ত ও ভগবান্ বেদব্যাসের অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ।

ইতি ব্রহ্মবিষয়ক-প্রমাণাধিকরণম্

পরন্তু এতৎসম্বন্ধে এই আপত্তি হইতে পারে যে, ত্রিগুণাত্মক প্রধানকেই জগৎকারণ বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং প্রধানের জগৎ-কারণতা-বিষয়ে সাংখ্যবাদীরা শ্রুতিপ্রমাণও উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, যথা :—

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাম্।"

ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৪র্থ অধ্যায়।

(শুক্ল লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ (সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা) একা প্রকৃতি নিজের সমানরূপবিশিষ্ট (ত্রিগুণাত্মক) বহুবিধ প্রজা সৃষ্টি করেন) অতএব শ্রুতি-প্রমাণদ্বারা ব্রহ্মকেই একমাত্র জগৎকারণ বলিয়া কিরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে ? এই আপত্তি খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে যথা :—

১ম অঃ ১ম পাদ ৫ম সূত্র। ঈক্ষতের্নাশব্দম্ ॥

("ঈক্ষতেঃ"-ন—অশব্দম্")

ভাষ্য।—সাংখ্যাভিমতমচেতনং প্রধানং তু অশব্দং শ্রুতি-প্রমাণবর্জ্জিতম্, অতো নৈব জগৎকারণম্; জগৎকর্ত্তুশ্চেতন-ধর্ম্মস্যেক্ষণস্য শ্রবণাৎ।

ব্যাখ্যা:—সাংখ্যশাস্ত্রে কথিত অচেতন প্রধানের জগৎকারণতাবিষয়ে কোন প্রমাণ শ্রুতিতে নাই, তাহা জগৎকারণ নহে, অচেতন প্রধানকে জগৎকারণ বলা শ্রুতির অভিপ্রায় নহে; কারণ শ্রুতি স্পষ্টরূপে জগৎ-কারণের "ঈক্ষণ" শক্তি (জ্ঞানপূর্ব্বক দর্শনশক্তি) থাকার উল্লেখ করিয়াছেন; প্রধানের সেই শক্তি স্বীকৃতমতেই নাই ও থাকিতে পারে না; কারণ প্রধান অচেতন। অতএব সাংখ্যাভিমত অচেতন প্রধানের জগৎ-কারণত্ব শ্রুতিবিরুদ্ধ। ঈক্ষতেঃ=(জগৎকারণের) ঈক্ষণকার্য্য (শ্রুতিতে) উক্ত থাকা হেতু; ন=সাংখ্যাভিমত অচেতন প্রধান জগৎকারণ নহে; অশব্দম্=(অশ্রৌতম্) ইহা শ্রুতিসিদ্ধ নহে,—শ্রুতিপ্রমাণবিরুদ্ধ। জগৎ-কারণের ঈক্ষণকার্য্যবিষয়ক শ্রুতি, যথা:—

"সদেব সোম্যেদমগ্রআসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত
বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি; তত্তেজোঽসৃজত"
ইত্যাদি (ছান্দোগ্য ষষ্ঠপ্রপাঠক ২য় খণ্ড)

অস্যার্থ:—হে সৌম্য! এই জগৎ অগ্রে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) ভেদরহিত একমাত্র অদ্বিতীয় সদ্বস্তু (ব্রহ্ম) ছিল। সেই সৎ ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, (মনন করিয়াছিলেন) আমি বহু হইব, আমার বহুরূপে সৃষ্টি হউক, এইরূপ ঈক্ষণ করিয়া, সেই সৎ তেজের সৃষ্টি করিলেন।

ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়োপনিষদে এইরূপ বাক্য আছে, যথা:—

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্রআসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।
স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি। স ইমাঁল্লোকানসৃজত।"

অন্বয়ার্থ:—"এই বিশ্ব অগ্রে এক আত্মরূপে অবস্থিত ছিল, অন্য কিছুরই স্ফুরণ ছিল না। সেই আত্মা ঈক্ষণ করিলেন, লোকসকলকে সৃষ্টি করিব কি? তিনি লোকসকল সৃষ্টি করিলেন।"

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি বৃহদারণ্যকোক্ত শ্রুতিও এই মর্ম্মের। শ্রুতি এইরূপ জগৎকারণের "ঈক্ষণ" কার্য্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, যিনি জগৎকারণ তিনি "ঈক্ষণ" পূর্ব্বক জগৎ রচনা করিলেন। সাংখ্যাভিমত প্রধান অচেতন; সুতরাং উক্ত "ঈক্ষণ" কার্য্য অচেতন প্রধানের সম্বন্ধে উক্ত হইতে পারে না; অতএব প্রধানের জগৎকারণতা শ্রুতিবিরুদ্ধ, সুতরাং অগ্রাহ্য। (এই সূত্রের ফলিতার্থ এই যে, জগৎকর্ত্তা ঈক্ষণশক্তিবিশিষ্ট, অতএব চৈতন্যময় ব্রহ্ম; সুতরাং শ্রুতি অনুসারে সাংখ্যোক্ত অচেতন প্রধানের জগৎকর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না।)

এই স্থলে ইহা প্রথমে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, শ্রুতি বলিলেন "তদৈক্ষত বহু স্যাং" অর্থাৎ সেই সৎ এইরূপ ঈক্ষণ করিলেন যাহাতে তিনি বহু হইতে (বহুরূপে প্রকাশিত হইতে) পারেন; পরন্তু যখন তিনি ভিন্ন অপর কেহ অথবা অপর কিছু নাই, তখন এই বাক্যের অর্থ এই যে, তিনি স্বয়ং এক অদ্বৈত হইলেও, আপনাতে বহুরূপ প্রতিভাত হয় এইরূপ ঈক্ষণ করিলেন। অতএব বহুরূপতার নিমিত্ত কারণ এই ঈক্ষণ-শক্তিই। উপাদান বস্তুও স্বয়ংই ব্রহ্ম। কিন্তু তাঁহার পরিবর্ত্তন অসম্ভব; কারণ পরিচ্ছিন্ন বস্তু হইলেই রূপের পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়; আকাশ তত্ত্বের অপেক্ষাও ব্যাপক বুদ্ধিতত্ত্ব প্রভৃতি থাকাতে আকাশেরও পরিবর্ত্তন সম্ভব হইতে পারে, বুদ্ধি তাহা সংঘটন করিতে পারে; কিন্তু সর্ব্বাধার অদ্বৈত ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্বহেতু, মৃত্তিকাদির ন্যায় তাঁহার পরিবর্ত্তন কোন প্রকারে কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঈক্ষণ কার্য্যের বিষয় স্বয়ং সেই সদ্‌ব্রহ্মই; পরন্তু তাঁহার স্বরূপ পরিবর্ত্তনের অযোগ্য। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে,

তাঁহার যে বহুরূপতা উক্ত হইয়াছে, তাহা তাঁহার ঈক্ষণ শক্তিরই ভেদ-নিমিত্তক। ইহার দৃষ্টান্তাভাব নাই। যথা সোজাভাবে দেখিলে বস্তুকে এক প্রকার দেখা যায়, চক্ষুকে বক্র করিয়া দেখিলে কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপে দর্শন হয়, দৃষ্টি সঙ্কুচিত করিয়া দেখিলে অন্য প্রকার দর্শন হয়, বস্তুর একটি অবয়বমাত্রের দিকে দৃষ্টি স্থির করিলে সেই অবয়বটি দৃষ্টিতে ভাসমান হয়, ঐ বস্তুর সমগ্র অবয়বের প্রতি দৃষ্টি ও মন স্থির করিলে সম্পূর্ণাবয়বই দর্শন হয়। অতএব দৃশ্য বস্তু এক অবিকৃত রূপ থাকিলেও দর্শনের প্রকারের ভেদহেতু, ইহা বিভিন্নরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিরও তাৎপর্য্যাবধারণ বিষয়ে সাহায্য হয়। ব্রহ্মের স্বরূপের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না ; পরন্তু তাঁহার ঈক্ষণশক্তির নানাপ্রকার ভেদ আছে, এবং তাঁহার স্বরূপেরও ঐ বিভিন্ন প্রকার ঈক্ষণের দ্বারা বিভিন্ন-রূপ প্রতিভাত হইবার যোগ্যতা আছে। অতএব শ্রুতি বলিলেন যে, সদ্ব্রহ্ম এইরূপ ঈক্ষণ করিলেন, যাহাতে এক অদ্বৈত তিনিই বহুরূপে দৃষ্ট হয়েন। তাঁহার স্বরূপের বহুরূপে দৃষ্ট হইবার যোগ্যতা আছে, ইহাই জগতের মূল উপাদান ; ইহা অনন্ত জগৎরূপে তাঁহার ঈক্ষণ কার্য্যের বিষয়ীভূত হইয়া ব্রহ্মের গুণরূপে প্রকাশিত হয়। সুতরাং জগৎকে **গুণাত্মক** বলা হয় ; গুণেরই সূক্ষ্মাবস্থার নাম প্রকৃতি।

এই স্থলে ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, শ্রুতি বলিলেন,—ব্রহ্ম বহু হইবেন, এইরূপ মনন (ঈক্ষণ) করিয়া প্রজাসকলরূপে আপনাকে সৃষ্টি করিলেন। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রে (এই পাদের দ্বিতীয় সূত্রে) বলা হই-য়াছে যে, ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা এবং প্রলয়কর্ত্তা। সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপগত "ঈক্ষণ"-শক্তি জগতের কেবল সৃষ্টিবিষয়ক নহে, জগতের রক্ষণ ও লয়-সাধনও ইহার অন্তর্ভূত। পরিবর্ত্তনই জগতের স্বরূপগত ধর্ম্ম, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। পরিবর্ত্তনের স্বরূপ বিচার করিলে দেখা যায় যে,

সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এই তিনটিই পরিবর্ত্তনশব্দের বাচ্য। সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর সৃষ্টি অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া শ্রুতিও নানা স্থানে প্রকাশ করিয়াছেন, এবং অপর সকল শাস্ত্রেও এইরূপ মতই প্রকাশিত হইয়াছে; দার্শনিকদিগের মধ্যেও এই বিষয়ে কোন মতভেদ নাই; সুতরাং এই ঈক্ষণশক্তি যে ব্রহ্মস্বরূপে পূর্ব্বে ছিল না, হঠাৎ উপস্থিত হইল, এইরূপ প্রকাশ করা শ্রুতির অভিপ্রায় বলিয়া অনুমান করা সঙ্গত নহে। ব্রহ্মে এই মননশীলতার অভাব ছিল, পরে তাহা উপজাত হইল, এইরূপ বলিলে, তাহার কোন কারণও নির্দ্দেশ করা উচিত; অকারণ কোন কার্য্য হইতে পারে না। এবঞ্চ ব্রহ্মের কালাধীনতা, এবং পরিণামশীলতাও স্বীকার করিতে হয়; তাহা শ্রুতি পুনঃ পুনঃ প্রতিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং এই "ঈক্ষণ"-শক্তিও অনাদি, এবং ব্রহ্মের স্বরূপগত নিত্যশক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তি যে তাঁহার স্বরূপগতশক্তি, তাহা শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি "দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সূত্রে বলা হইল যে, ঈক্ষণ-শক্তিই সেই সৃষ্টিশক্তি; অতএব ঈক্ষণশক্তিটি যে ব্রহ্মের নিত্য আত্মভূতা, তাহাও এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয়।

পূর্ব্বকথিত "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতি, যাহাতে ব্রহ্মের সৃষ্টিবিষয়ক "ঈক্ষণ" বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে, তাহার সম্যক্ বিচার করিলে আরও দেখা যায় যে, সৃষ্টির অতীতাবস্থা যাহা ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থা বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই উক্ত বাক্যসকল দ্বারা শ্রুতি বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রুতি প্রথমে বলিলেন,—চরাচর সমস্ত বিশ্ব তদবস্থায় ব্রহ্মরূপে অবস্থিত, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে কোন বস্তুরই স্ফুরণ নাই; আবার বলিলেন,—ব্রহ্ম তদবস্থায় সৃষ্টিবিষয়ক ঈক্ষণ-শক্তিবিশিষ্ট, অর্থাৎ তিনি সৃষ্টির প্রকাশ, রক্ষণ ও সংহার করিবার উপযোগী জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন—সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্। আবার শ্রুতি বলিলেন,—তিনি জগদ্রূপে

প্রকাশিত হইলেন. অর্থাৎ ব্রহ্ম যে কেবল সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়োপযোগী জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন, তাহা নহে ; তিনি সেই শক্তির পরিচালনও করিয়া থাকেন ; তিনি জগৎকে বস্তুতঃ নিজ স্বরূপ হইতেই সৃষ্টি করেন, বস্তুতঃই পালন করেন, এবং বস্তুতঃই সংহার করেন। এইরূপে শক্তিপরিচালনও নিত্য তাঁহার আছে ; সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইবার নিমিত্ত এতৎ সমস্তই গ্রহণ করা আবশ্যক। প্রথমতঃ দেখা যায় যে, তিনি জগদতীত ও নিত্য সদ্‌বস্তু। দ্বিতীয়তঃ, অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান সমস্ত জগৎই তদ্রূপে— তৎসত্তায় একীভূত হইয়া প্রতিষ্ঠিত ; সুতরাং তিনি এক—অদ্বৈত। এবঞ্চ তিনি অধিকারী ; কারণ বিকার বলিলে এক অবস্থার অভাব ও অন্য অবস্থার ভাব, এবং সেই ভাবাবস্থার অভাব হইয়া, অভাবাবস্থার ভাব হওয়া বুঝায় ; কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বাভাবশূন্য ; ত্রিকালে প্রকাশিত সমস্ত বস্তুই তৎস্বরূপে অবস্থিত। সুতরাং নূতন কিছু তিনি করেন, ইহা আর তাঁহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে না ; সর্ব্বকালে প্রকাশিত সমস্তই যখন তাঁহার স্বরূপগত, তখন 'নূতন কিছু তিনি করিলেন', এই কথার কোন অর্থই হয় না ; অতএব তাঁহাকে অকর্ত্তা ও সর্ব্ববিধ বিকার-রহিত বলিয়াও বহু শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং কেবল তদবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, ব্রহ্মকে সগুণ না বলিয়া "নির্গুণ" বলিতে হয়। তৃতীয়তঃ কিন্তু এইরূপ নির্গুণমাত্র বলিলেই ব্রহ্মস্বরূপ সম্যক্‌বর্ণিত হয় না ; তিনি স্বরূপতঃই সর্ব্বজ্ঞস্বভাব এবং সর্ব্বশক্তিমান্ ; সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়রূপ কার্য্যও তাঁহার আছে বলিয়া বহু শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন ; এই কার্য্য যে তিনি কখন করেন, কখন করেন না, এইরূপ হইতে পারে না ; কারণ এইরূপ হইলে, তিনি বিকারী ও কালাধীন হইয়া পড়েন ; বহু শ্রুতিতে ইহার প্রতিষেধ হইয়াছে। অতএব সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়-কার্য্যকারিরূপে ব্রহ্ম নিত্যই সগুণও বটেন। এইরূপে ব্রহ্মের নিত্য সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব উভয়ই প্রতি-

পাদিত হয়। অতএব ব্রহ্মের এই দ্বিরূপত্বই শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা প্রতিপাদিত হয়, এবং শ্রুতিই তদ্বিষয়ক অনুভব জন্মায়। অনুমান প্রভৃতি প্রমাণও অনুভব জন্মাইয়াই যেমন সার্থক হয়, শ্রুতি-বাক্যসকলও তদ্রূপ আত্মাতে অনুভব জন্মাইয়া সার্থক হয়। এই অনুভবের বীজ প্রত্যেক জীবে বর্ত্তমান আছে, প্রত্যেক মনুষ্যেরই উক্তপ্রকার দ্বিরূপতা ন্যূনাধিক-পরিমাণে আত্মানুভবসিদ্ধ। আমার বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য ইত্যাদি অসংখ্য অবস্থার নিয়ত পরিবর্ত্তন হইতেছে; নানাপ্রকার চিন্তাস্রোত প্রতিমুহূর্ত্তে আমাতে প্রবর্ত্তিত হইতেছে, সুখদুঃখাদি ভোগ, একটির পর আর একটি, নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে; যখন যে অবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই আমি তত্তৎ অবস্থায় আত্মবুদ্ধিযুক্ত হই; আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি বালক, আমি যুবা, আমি বৃদ্ধ, আমি সুখী, আমি দুঃখী বলিয়া আপনাকে তত্তদ্ভাবাপন্ন অনুভব করি। পক্ষান্তরে এই সমস্ত অবস্থা একটির পর আর একটি অতীত হইয়া যাইতেছে; কিন্তু আমি একই আছি বলিয়াও অনুভব করি; বাল্যকালে যে "আমি" যৌবনাবস্থায় এবং বৃদ্ধাবস্থায়ও সেই "আমি"; পীড়িতাবস্থায় যে "আমি", সুস্থাবস্থায়ও সেই "আমি"; স্বপ্নাবস্থায় "আমি" নানাবিধ খেলা করিয়া থাকি; সেই স্বপ্নের আবার দ্রষ্টাও "আমি"; স্বপ্নদৃষ্ট "আমির" আশ্রয়রূপে অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে "আমি" অবস্থান করি। সুতরাং বহুরূপে প্রকাশিত হইয়া তাহা ভোগ করা, এবং অপরিবর্ত্তনীয় ও সর্ব্বাবস্থার দ্রষ্টৃরূপে অবস্থিতি করা, এই উভয়রূপত্ব প্রত্যেকেরই আত্মানুভবসিদ্ধ। অতএব ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব যাহা শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা অনুভব করিবার বীজ সকলজীবেই ন্যূনাধিক-পরিমাণে আছে। শ্রুতিবাক্যসকলের মর্ম্ম চিন্তনের দ্বারা সেই বীজই অঙ্কুরিত হইয়া, ক্রমে জীবকে ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইবার নিমিত্ত উপযোগী করে। বাস্তবিক জীব ব্রহ্মেরই অংশ; সুতরাং জীবের স্বরূপের প্রতি

লক্ষ্য করিয়া, ব্রহ্মের স্বরূপ অবধারণ করিতে চেষ্টা করা অসঙ্গত নহে। জীবের দর্শন শ্রবণাদি বহু শক্তি আছে। সুষুপ্তি অবস্থায় তৎ সমস্ত জীবে লীন হইয়া তাহার সহিত এক অভিন্নভাবে বর্ত্তমান থাকে। জাগ্রদবস্থায় দর্শনাদি শক্তি নামে প্রকাশিত হয়। সুষুপ্তি কালে জীবের শক্তি বলিয়া কিছু প্রকাশ থাকে না। জাগ্রৎকালে জীব নানাবিধ শক্তিমান্ বলিয়া প্রকাশিত হয়েন। ব্রহ্মের সম্বন্ধেও এইরূপ প্রলয়াবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে তাঁহাকে নিঃশক্তি বা নির্গুণ বলিয়া ধারণা করিতে হয়। আবার জগতের প্রকাশিত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে তাঁহাকে সগুণ বলিয়া বর্ণনা করা যায়।

আবার জগতের দিক হইতে দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে, গুণ অথবা শক্তি যে গুণী অথবা শক্তিমান্‌কে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না, ইহা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ এবং আত্মানুভবগম্য; গুণী অথবা শক্তিমান্ পদার্থ যে গুণ ও শক্তি হইতে অতীত, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য; গুণী এবং শক্তিমান্ শব্দের ইহাই অর্থ। অতএব প্রত্যেক গুণী বস্তুই স্বরূপতঃ গুণাতীত অর্থাৎ নির্গুণ; এবং যখন গুণও তাহাতে যুক্ত আছে, তখন তাহাকে সগুণও অবশ্য বলিতে হইবে। ব্রহ্মও তদ্রূপ স্বরূপতঃ নির্গুণ; পরন্তু গুণও তাঁহারই হওয়াতে তিনি সগুণও বটেন। গুণাতীত স্বরূপ যে তাঁহার যথার্থই আছে, তাহা শ্রুতিপ্রমাণে উপপন্ন হয়।

অতএব শ্রীনিম্বার্কস্বামী যে ব্রহ্মকে সগুণ ও নির্গুণ এই উভয়রূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই সমীচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ব্রহ্ম একদিকে পূর্ণস্বভাব, সর্ব্ববিধ বিকারবর্জ্জিত, এক অদ্বৈত; ইহাই তাঁহার নির্গুণত্ব। আবার তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, নিজস্বরূপকে অনন্তভাবে প্রকটিত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপে তাহার আস্বাদন করেন—অদ্বৈত হইয়াও দ্বৈত হয়েন; ইহাই তাঁহার সগুণত্ব এবং দ্বৈতত্ব। পূর্ণজ্ঞ ঈশ্বর, বিশেষজ্ঞ জীব

এবং জগৎ, এতৎ-ত্রিতয়ই তাঁহার রূপ। পরন্তু ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, জগৎ-রূপে যে ব্রহ্মের প্রকাশ, তাহা কেবল "ঈক্ষণেরই" প্রভেদমূলক; ব্রহ্ম-স্বরূপ বিকার প্রাপ্ত হইয়া জগদ্রূপতা প্রাপ্ত হয়, এইরূপ নহে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম-স্বরূপের বহুরূপে দৃষ্ট হইবার যোগ্যতা আছে; তাহাই বহুরূপে "ঈক্ষিত" হয়। এই ঈক্ষণের প্রভেদেই তাঁহাতে সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট জগৎ প্রকাশিত হয়; ইহা ব্রহ্মস্বরূপের পরিবর্ত্তন-নিমিত্তক নহে। এই বিষয়টি আর একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা আরও কিছু পরিষ্কার করা যাইতেছে :—

একখণ্ড প্রস্তরকে খুদিয়া তাহা হইতে কালী, দুর্গা, রাম, কৃষ্ণ, শিব, গোপাল প্রভৃতি মূর্ত্তি ইচ্ছানুরূপ প্রকাশ করা যায়; কিন্তু ঐ প্রস্তর খণ্ডকে উক্ত প্রকারে খুদিবার পূর্ব্বে তৎসমস্ত মূর্ত্তিই সম্পূর্ণাবয়বে ঐ প্রস্তরখণ্ডের সহিত এক হইয়া উহার অন্তর্নিহিত রূপে বর্ত্তমান থাকে। খোদন কার্য্যের দ্বারা ঐ সকল অন্তর্নিহিত রূপের কিঞ্চিন্মাত্রও পরিবর্ত্তন ঘটে না কেবল সেই সমস্ত রূপ দৃষ্ট হইবার পক্ষে প্রস্তরের যে সকল অংশ অন্তরায়রূপে অবস্থিত থাকে তাহাই খোদনকারী ভাস্কর অপসারিত করে। সুতরাং প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে এবং পরে মূর্ত্তিসকল ঐ প্রস্তর হইতে সম্পূর্ণ অভিন্নই থাকে। যদি কোন দ্রষ্টা তাহার দৃষ্টি-শক্তিকে ঐ রূপময় অংশেই সীমাবদ্ধ করিয়া নিবিষ্ট করিতে পারে, তবে খোদনকার্য্য বিনাও তাহার দৃষ্টিতে ঐ সকল রূপ অবিকৃত প্রস্তরের মধ্যেও প্রতিভাত হইতে পারে। অতএব প্রস্তরের রূপ সম্পূর্ণরূপে অবিকৃত থাকিয়াও ঐ প্রস্তর নানারূপবিশিষ্ট বলিয়া দৃষ্ট হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্থলে প্রস্তরের দ্রষ্টা অবশ্য প্রস্তর হইতে ভিন্ন। যদি ঐ ভিন্ন রূপ-সকল দর্শন করিবার শক্তি, যাহা দ্রষ্টার আছে তাহা প্রস্তরেই সংযুক্ত থাকা মনে করিয়া লওয়া যায়, তবে প্রস্তরই অবিকৃত প্রস্তররূপে থাকিয়াও

আপনাকে অনন্তরূপবিশিষ্টরূপে দর্শন করিতে পারে। শ্রুতি বলিতেছেন ব্রহ্মই দ্রষ্টা—ঈক্ষণশক্তিবিশিষ্ট, আবার তিনিই দৃশ্যস্থানীয় সুতরাং তিনিই এক অবিকৃতরূপে থাকিয়াও নিজেকে অনন্তরূপে যে দর্শন করেন তাহা উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজে বোধগম্য হইতে পারে। এইরূপ বুঝিয়া লইলে সমস্ত শাস্ত্রবাক্য সমঞ্জসীভূত হয়।

যোগসূত্রে জীবকে চিতিশক্তি ও দৃক্‌শক্তি নামে অভিহিত করা হইয়াছে, এবং দৃশ্যশক্তিনামে জড়জগৎকে আখ্যাত করা হইয়াছে; আর ঈশ্বরকে "পুরুষ-বিশেষ" বলিয়া সংজ্ঞিত করা হইয়াছে। শ্রীরামানুজ-স্বামিকৃত বেদান্ত-ভাষ্যে তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, উক্ত "চিৎ" অথবা "চিতি"-শক্তি এবং "অচিৎ" জড়শক্তি (দৃশ্যশক্তি) এই উভয়ের সমষ্টিই জগতের মূল উপাদান। ইহারা সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মের শরীর-স্থানীয়; তিনি উক্ত প্রকার শরীরবিশিষ্ট; কিন্তু তিনি এতদুভয় হইতে ভিন্ন; তিনি এই চিদচিৎ সমষ্টিবস্তুর অতীত; তাঁহার স্বরূপভুক্ত ইহারা নহে, ইহারা বিভিন্ন পদার্থ; কিন্তু নিত্য তদধীন।

কেবল একটিমাত্র বিষয়ে এই উভয় মতের মধ্যে প্রভেদ; যোগ ও সাংখ্যমতে প্রকৃতি স্বয়ংই স্বভাবতঃ গর্ভদাসবৎ পুরুষার্থসাধিকা; পূর্ব্বোক্ত বিশিষ্টাদ্বৈতমতে প্রকৃতির প্রেরক ঈশ্বর, তিনি একান্ত অকর্ত্তা নহেন। কিন্তু জীব ও জগৎ যে পরস্পর হইতে ভিন্ন অথচ মিলিত, এবং ঈশ্বর (ব্রহ্ম) যে ইহাদের উভয় হইতে পৃথক্‌রূপে স্থিত, ইহা উভয়ের স্বীকৃত। ঐ বিশিষ্টাদ্বৈতমতে একমাত্র ঈশ্বরত্বই ব্রহ্মের লক্ষণ ও স্বরূপ; কিন্তু জীব ও জগৎ পৃথক্ হইলেও নিত্য তাঁহার সহিত অধীনত্ব-সম্বন্ধে অবস্থিত; এই সম্বন্ধের অতিক্রম কদাপি হইতে পারে না। যোগসূত্রে প্রকৃতিকে নিত্যপুরুষের সহিত সান্নিধ্যসম্বন্ধে থাকা এবং পুরুষার্থসাধিকা বলা হয়। এই উভয় মতের মধ্যে কার্য্যতঃ কোন প্রভেদ নাই; উভয় মতেই প্রকৃতি

নিত্য ঈশ্বর-সান্নিধ্যে স্থিত এবং পুরুষার্থসাধিকা ; যোগমতে এই পুরুষার্থ-সাধকত্ব প্রকৃতিরই স্বরূপগত ধর্ম্ম ; অপর মতে ইহা ঈশ্বর-প্রেরিত ; কিন্তু ঈশ্বর (ব্রহ্ম) প্রকৃতির প্রেরক হইলেও, নিত্য নির্ব্বিকারস্বভাব। যোগ ও সাংখ্যমতে ঈশ্বরকে নির্গুণ বলা হয় ; তাহারও ফল এই যে, তিনি নিত্য নির্ব্বিকার ; অতএব উভয়বিধ মতের ফলতঃ পার্থক্য অতি সামান্য। পরন্তু ব্রহ্মস্বরূপের নিরবচ্ছিন্ন পূর্ণত্ব, অদ্বৈতত্ব ও অখণ্ডত্ব-প্রতিপাদক যে বহু শ্রুতিবাক্য বর্ত্তমান আছে, তৎসমস্তের সুব্যাখ্যা ইহার কোন মতের দ্বারাই করা যাইতে পারে না। বস্তুতঃ ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব-বিষয়ক সিদ্ধান্তেই সমস্ত শ্রুতিবাক্যের সামঞ্জস্য হয়।

ব্রহ্মের যে দ্বিরূপত্ব পূর্ব্বে বর্ণিত হইল, তাহাই দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত নামে বিখ্যাত ; এই সিদ্ধান্ত ভগবান্ বেদব্যাস বিশদরূপে ব্রহ্মসূত্রে পরে বর্ণনা করিয়াছেন ; ব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈতত্বহেতু জীবের ব্রহ্মের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহা ভেদাভেদসম্বন্ধ ; ইহাও পরে বিশদরূপে বেদব্যাসকর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে ; তাহা যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জগৎকারণের "ঈক্ষণ" শক্তি থাকার বিষয় শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; সুতরাং সাংখ্যসম্মত অচেতন প্রধানের জগৎকারণত্ব শ্রুতিবিরুদ্ধ। কিন্তু তাহাতে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, শ্রুত্যুক্ত এই "ঈক্ষণ" শব্দ মুখ্যার্থে ব্যবহৃত হয় নাই ; এই "ঈক্ষণ" গৌণ অর্থাৎ ঔপচারিক—মুখ্য "ঈক্ষণ" নহে ; কারণ উক্ত ছান্দোগ্যশ্রুতি পূর্ব্বোক্ত বাক্যের পরে বলিয়াছেন :—"তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাম্" ইত্যাদি (সেই তেজঃ ঈক্ষণ করিলেন, আমি বহু হইব) ; কিন্তু তেজের ঈক্ষণ আরোপিত, ইহাকে মুখ্য ঈক্ষণ বলা যাইতে পারে না ; কারণ তেজঃ অচেতন পদার্থ ; অতএব জগৎকারণসম্বন্ধে যে ঈক্ষণের কথা বলা হইয়াছে,

তাহাও আরোপিত মাত্র বুঝা উচিত, তাহা মুখ্যার্থে ঈক্ষণ নহে। অতএব অচেতন হইলেও প্রধানের জগৎকারণত্ব শ্রুতিবিরুদ্ধ বলা যায় না। এই আপত্তির উত্তরে ষষ্ঠ সূত্রের অবতারণা হইয়াছে ; যথা :—

১ম অঃ ১ম পাদ ৬ষ্ঠ সূত্র ৷ গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ ॥

ভাষ্য :—গৌণাপীক্ষতিরযুক্তা, কুতঃ ? আত্মশব্দাৎ ॥

ব্যাখ্যা :—শ্রুতি যে গৌণ অর্থে ঈক্ষণশব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, এইরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ শ্রুতি অবশেষে জগৎকারণ-সম্বন্ধে "আত্মা" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন ; ঐ আত্মাশব্দকে অচেতন প্রধান অর্থে কখনই গ্রহণ করা যাইতে পারে না। শ্রুতি যথা :—

"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"

(ছান্দোগ্য ষষ্ঠ প্রপাঠক ৮ম খণ্ড)

অস্যার্থ :—সেই সৎ যিনি জগতের কারণ বলিয়া উক্ত হইলেন, এই জগৎ তদাত্মক ; তিনি সত্য, তিনি আত্মা, হে শ্বেতকেতো ! তুমিও সেই আত্মা।

এই স্থলে যে "আত্মা" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে, তাহা কখনই অচেতন-প্রধানবোধক হইতে পারে না ; অতএব প্রথমোক্ত শ্রুতিতে "ঈক্ষণ" শব্দও গৌণার্থে ব্যবহৃত হয় নাই। "তত্তেজ ঐক্ষত,…তা আপ ঐক্ষন্ত" ইত্যাদি বাক্য যে উক্তস্থলে শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও তেজঃ ও অপ শব্দ অচেতন অগ্নি ও জল অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, কারণ উক্ত সকল বাক্যের পরেই দেখা যায় যে, শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি"। (ছান্দোগ্য ষষ্ঠ প্রপাঠক তৃতীয় খণ্ড)।

অস্যার্থ :—আমি (ব্রহ্ম) এই তিন দেবতাতে (তেজ-আদি দেবতাতে)

স্বীয় জীব-চৈতন্যের দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, নামরূপ সহযোগে জগৎ প্রকাশিত করিব।

এইস্থলে তেজঃপ্রভৃতিকে দেবতা বলিয়াই উক্তি করা হইয়াছে, এবং ইহাদিগের মধ্যে চৈতন্য অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া, শ্রুতি স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিলেন। অতএব শ্রুতি তেজঃপ্রভৃতি শব্দ জীব অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন।

পরন্তু আত্মা-শব্দ চেতনাচেতন উভয় স্থলেই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়; সুতরাং কেবল আত্মা-শব্দের ব্যবহারের দ্বারা প্রধানের অশ্রৌতত্ব সিদ্ধ হয় না; এই আপত্তির উত্তরে সপ্তম সূত্রের অবতারণা হইয়াছে, যথা:—

১ম অঃ ১ম পাদ ৭ম সূত্র। তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥

ভাষ্য।—সদীক্ষিত্রাত্মাদিপদার্থভূতকারণনিষ্ঠস্য বিদুষস্তদ্ভাবাপত্তিলক্ষণমোক্ষোপদেশান্ন প্রধানং সদাত্মশব্দবাচ্যম্।

ব্যাখ্যা:—এই স্থলে সৎ এবং আত্মা শব্দ অচেতন প্রধান অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; কারণ "সদেব" ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিতে বর্ণিত "সৎ" "আত্মা" ও "ঈক্ষণকর্ত্তা" প্রভৃতি পদের বাচ্য যে আদিকারণ, তাঁহার চিন্তনে ভজনকারী পুরুষের যে ধ্যেয়স্বরূপ প্রাপ্তি হয়, তাহাকে মোক্ষ বলিয়া ছান্দোগ্যশ্রুতি পরে উল্লেখ করিয়াছেন, যথা:—

"তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে"

অস্যার্থ:—সেই পুরুষের ততকালই বিলম্ব, যে পর্য্যন্ত না দেহপাতের দ্বারা কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্তি ঘটে, এবং তদনন্তর তাঁহার সেই উপাস্যের স্বরূপপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ লাভ হয়।

পরন্তু অচেতন প্রধানের স্বরূপপ্রাপ্তি হইতে মোক্ষলাভ হয় না, ইহা সাংখ্যশাস্ত্রেরও স্বীকৃত। অতএব আত্মনিষ্ঠ পুরুষের মোক্ষলাভের উপদেশ

থাকাতে, শ্রুত্যুক্ত "সৎ" ও "আত্মা" শব্দ প্রধানবাচক হইতে পারে না। তৎসম্বন্ধে অন্যবিধ কারণও নিম্নে পাঁচটি সূত্রে প্রদর্শিত হইতেছে :—

১ম অঃ ১ম পাদ ৮ম সূত্র। হেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥

ভাষ্য।—সর্ব্বজ্ঞেন হিতৈষিণা সদাদিশব্দৈরুপদিষ্টস্যা-চেতনস্য মোক্ষে হেয়স্য হেয়ত্বমবশ্যং বক্তব্যমুপদেশেঽ-প্রয়োজনঞ্চ বক্তব্যম্, তদুভয়বচনাভাবান্ন সদাদিপদবাচ্যং প্রধানম্।

অস্যার্থ :—অচেতন প্রধানই শ্রুত্যুক্ত "সৎ" প্রভৃতি শব্দের বাচ্য হইলে, পরম হিতৈষী শ্রুতি তাহা হেয় (ত্যাজ্য) বলিয়া উপদেশ করিতেন, এবং তাহা যে সাধকের পক্ষে অপ্রয়োজন, তদ্বিষয়েও শ্রুতি উপদেশ করিতেন ; তাহা না করিয়া "স আত্মা তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্য বলিয়া সাধককে প্রতারিত করিতেন না ; অতএব পূর্ব্বকথিত বাক্যোক্ত "সৎ" "আত্মা" ইত্যাদি পদবাচ্য বস্তুর হেয়ত্ব শ্রুতি উপদেশ না করাতে, তাহা অচেতন প্রধান নহে।

১ম অঃ ১ম পাদ ৯ম সূত্র। প্রতিজ্ঞাবিরোধাৎ * ॥

ভাষ্য।—কিঞ্চৈকবিজ্ঞানাৎ সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাবিরোধাদপি নাচেতনকারণবাদঃ সাধুঃ ॥

ব্যাখ্যা :—যে এক বস্তুর বিজ্ঞানে সকলের বিজ্ঞান হয়, তাহা উপদেশ করিবেন বলিয়া শ্রুতি পূর্ব্বোক্ত "সদেব সোম্য" ইত্যাদি বাক্য বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন ; পরন্তু ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য বস্তু অচেতন প্রধান হইলে, তদতিরিক্ত চৈতন্যবস্তুর উপদেশ উক্ত ষষ্ঠ প্রপাঠকে না থাকায়,

* এই সূত্রটি শাঙ্করভাষ্যে ধৃত হয় নাই।

শ্রুতির প্রতিজ্ঞাও লঙ্ঘিত হয়; কারণ অচেতন প্রধানের বিজ্ঞান হইলেই চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার জ্ঞান হয় না; ইহা সাংখ্যশাস্ত্রেরও অভিমত। অতএব শ্রুতির প্রতিজ্ঞাবিরোধ হয় বলিয়াও অচেতন প্রধান "সৎ" শব্দের বাচ্য হইতে পারে না।

১ম অঃ ১ম পাদ ১০ম সূত্র। স্বাপ্যয়াৎ ॥

(স্ব—অপায়াৎ ; স্বস্মিন্ অপ্যয়ঃ—লয়ঃ. তস্মাৎ)

ভাষ্য।—সচ্ছব্দার্থং জগৎকারণং প্রকৃত্য "স্বপ্নান্তমেব সৌম্য বিজানীহীতি যত্রৈতৎপুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতী"-ত্যাদিনোক্তস্যার্থস্যাচেতনকারণাবগতেরসম্ভবাৎ ব্রহ্মৈব জগৎকারণং যুক্তম্ ॥

ব্যাখ্যা:—"সৎ" শব্দ যে উক্ত স্থলে প্রধানবাচক নহে, তাহার কারণান্তর এই যে, জগৎকারণকে "সৎ" শব্দ দ্বারা আখ্যাত করিয়া, তৎসম্বন্ধে ঐ প্রপাঠকেই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, সুষুপ্তিকালে জীব এই সদাত্মাতে লীন হয়। শ্রুতি যথা :—

"যত্রৈতৎপুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা, সৌম্য, সম্পন্নো ভবতি, স্বমপীতো ভবতি, তস্মাদেনং স্বপিতীত্যাচক্ষতে স্বংহ্যপীতো ভবতি"

অস্যার্থ:—হে সৌম্য! সুপ্তিকালে এই পুরুষের 'স্বপিতি' নাম হয়, তখন তিনি সৎ-সম্পন্ন হয়েন; "স্ব"তে (আত্মাতে) অপীত (লীন) হয়েন, অতএব ইঁহাকে স্বপিতি নামে আখ্যাত করা যায়; কারণ লীন হইয়া স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েন।

এই সকল বাক্যে ইহা স্পষ্ট দৃষ্ট হয় যে, অচেতন কোন বস্তু জগৎ-কারণ হইতে পারে না; অতএব এই শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মেরই জগৎকারণত্ব স্থিরীকৃত হয়।

১ম অঃ ১ম পাদ ১১শ সূত্র। গতিসামান্যাৎ ॥

ভাষ্য।—সর্ব্বেষু বেদান্তেষু চেতনকারণাবগতেস্তুল্যত্বাৎ অচেতনকারণবাদো নহি যুক্তঃ।

ব্যাখ্যা :—কেবল ছান্দোগ্যশ্রুতি নহে, অপরাপর সমস্ত শ্রুতিই জগতের চেতনকারণত্ব উপদেশ করিয়াছেন; সুতরাং সমস্ত শ্রুতিরই সমান-ভাবে বিজ্ঞাপন এই যে, সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগৎকারণ; অতএব অচেতন প্রধান জগৎকারণ নহে।

১ম অঃ ১ম পাদ ১২শ সূত্র। শ্রুতত্বাচ্চ ॥

ভাষ্য।—তস্মাৎ সদাদিশব্দাভিধেয়স্য সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বনিয়ন্তুঃ সর্ব্বেশ্বরস্য চেতনত্বেন কারণত্বস্য শ্রুতত্বান্ন প্রধানগ্রহঃ ॥

ব্যাখ্যা :—যিনি "সৎ" প্রভৃতি শব্দবাচ্য জগৎকারণ, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বেশ্বর ও চেতনস্বভাব বলিয়া শ্রুতি স্পষ্টরূপেই প্রকাশ করাতে, অচেতন প্রধান জগৎকারণ নহে। (এবং প্রধানলীন) প্রধানতা-প্রাপ্ত (কোন জীবও জগৎকারণ নহেন)।

ব্রহ্মই যে জগৎকারণ এবং অচেতন প্রধান যে জগৎকারণ নহে, তাহা শ্রুতিবাক্যের বহু সমালোচনাদ্বারা প্রতিপন্ন করা নিষ্প্রয়োজন; কারণ ইহা শ্রুতি স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন।

শ্রুতি, যথা :—

"আত্মন এবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি। আত্মা হইতেই এতৎ সমস্ত জাত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিও সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের বিষয় প্রথমে উল্লেখ করিয়া তৎপরে তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন :—"স কারণং কারণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ"। (সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই জগতের কারণ, এবং ইন্দ্রিয়াধিপ জীবেরও তিনিই অধিপতি। তাঁহার জনক কেহ নাই, এবং

অধিপাতিও নাই)। এবং "দেবাত্মশক্তিং" ইত্যাদি বাক্যেও শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি ইহা স্পষ্টরূপে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ইতি ঈক্ষত্যধিকরণম্॥

জগৎকারণ সদ্‌বস্তু এবং চেতনস্বভাব (ঈক্ষণ করেন), এইমাত্র পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রের লক্ষ্যীকৃত শ্রুতিসকলের দ্বারা প্রমাণিত হয় সত্য; কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণ স্বরূপ এতদ্দ্বারা স্পষ্টীকৃত হয় না। তিনি ঈক্ষণকর্ত্তা সদ্‌বস্তু আছেন; এই মাত্রই তদ্দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। পরন্তু সেই সতের স্বরূপ সম্বন্ধে কি আর কিছু জ্ঞাতব্য নাই? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন:—

১ম অঃ ১ম পাদ ১৩শ সূত্র। আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ॥

(আনন্দময়ঃ (পরমাত্মা স্বরূপত আনন্দময় এব; তৈত্তিরীয়োপনিষদি যৎ আনন্দময় ইতি নাম্না বর্ণিতং তদেব ব্রহ্ম), অভ্যাসাৎ (পুনঃ পুনরুক্তত্বাৎ; তস্মিন্ উপনিষদি ব্রহ্মণ আনন্দরূপতয়া পুনঃ পুনরুক্তত্বাৎ এতৎ সিধ্যত)।

ব্রহ্ম স্বরূপতঃ আনন্দময়; তৈত্তিরীয় উপনিষদে যাঁহাকে আনন্দময় নামে বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনিই ব্রহ্ম; কারণ ব্রহ্মকে আনন্দরূপ বলিয়া ঐ উপনিষদে পুনঃ পুনঃ উক্তি করা হইয়াছে।

ভাষ্য।—আনন্দময়ঃ পরমাত্মৈব ন তু জীবঃ; কুতঃ? পরমাত্মবিষয়কানন্দপদাভ্যাসাৎ।

ব্যাখ্যা:—তৈত্তিরীয় উপনিষদুক্ত "আনন্দময় আত্মা" শব্দের বাচ্য পরামাত্মা পরব্রহ্ম, পরমাত্মাই ঐ শব্দেব বাচ্য, জীব নহে। কারণ ঐ শ্রুতি আনন্দময় শব্দ পরব্রহ্ম অর্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়াছেন।

এই সূত্রে, এবং তৎপরবর্ত্তী আরও কয়েকটি সূত্রে, এবং এই বেদান্ত-দর্শনের নানা স্থানে, তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয়বল্লী, যাহা ব্রহ্মানন্দবল্লী

নামে অভিহিত, তদুল্লিখিত বাক্যসকলের অর্থবিচার করা হইয়াছে। এই সকল সূত্রার্থ বুঝিবার নিমিত্ত নিম্নে ঐ ব্রহ্মানন্দবল্লীর কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ; যথা :—

"ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। তদেষাঽভ্যুক্তা। **সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।** যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি ॥ ২ ॥

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্ বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধিভ্যোঽন্নম্। অন্নাদ্রেতঃ। রেতসঃ পুরুষঃ ॥ ২ ॥ স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ ॥ তস্যেদমেব শিরঃ। অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ। অয়মাত্মা। **ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি** ॥ ৩ ॥ ইতি প্রথমোঽনুবাকঃ।

* * * অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে। জাতান্যন্নেন বর্দ্ধন্তে। অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি। তস্মাদন্নং তদুচ্যত ইতি ॥ ১ ॥

তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রাণ এব শিরঃ। ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অপান উত্তরঃ পক্ষঃ। আকাশ আত্মা। **পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি** ॥ ২ ॥ ইতি দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ।

* * * *

* * * সর্ব্বমেব ত আয়ুর্বন্তি। যে প্রাণং ব্রহ্মোপাসতে। প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যত ইতি ॥ ১ ॥

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্ বা এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব।

তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য যজুরেব শিরঃ। ঋগ্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সামোত্তরঃ পক্ষঃ। আদেশ আত্মা। **অথর্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি** ॥ ২ ॥ ইতি তৃতীয়োঽনুবাকঃ।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচনেতি ॥ ১ ॥

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্ বা এতস্মান্মনোময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ। ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ। যোগ আত্মা। **মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি** ॥ ২ ॥ ইতি চতুর্থোঽনুবাকঃ।

বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে। কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ।
বিজ্ঞানং দেবাঃ সর্ব্বে। ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে। ১।

*   *   *   *

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াৎ অন্যোঽন্তর **আত্মানন্দময়ঃ**। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। **আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি** ॥ ২ ॥ ইতি পঞ্চমোঽনুবাকঃ।

অসন্নেব স ভবতি। অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্ বেদ। সন্তমেনং ততো বিদুরিতি।
তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্ব্বস্য ॥ ১ ॥

অথাতোঽনুপ্রশ্নাঃ। উতাবিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য। কশ্চন গচ্ছতি। আহো বিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য। কশ্চিৎ সমশ্নুতা উ। সোঽকাময়ত। বহু

স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ॥ ২॥

তদনুপ্রবিশ্য। সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ। নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ। বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যঞ্চানৃতঞ্চ। সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ৩॥ ইতি ষষ্ঠোঽনুবাকঃ।

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত।

তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি॥ ১॥

যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। **রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।** কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ **হ্যেবানন্দয়াতি**॥ ২॥ যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি॥ ৩॥ যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষো মন্বানস্য। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ৪॥ ইতি সপ্তমোঽনুবাকঃ।

ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।

ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি॥ ১॥

সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি।..... স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে॥ ১॥ স একঃ। স য এবংবিৎ। অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এত**মানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি**। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ২॥ ইত্যষ্টমোঽনুবাকঃ।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চনেতি ॥ ১ ॥

অন্বয়ার্থ :—ওঁ ; ব্রহ্মবিৎ পুরুষ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপদ লাভ করেন। তৎসম্বন্ধে এই ঋক্ মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। **ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত**। যিনি গুহামধ্যে (গুপ্তস্থানে—বুদ্ধিতে) লুক্কায়িত শ্রেষ্ঠ আকাশে (হৃদয়াকাশে) স্থিত সেই ব্রহ্মকে নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন, তিনি সেই ব্রহ্মের সহিত সমস্ত ভোগ্যবস্তু ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইয়াছে। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ্, অপ্ হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধিসকল, ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেতঃ, রেতঃ হইতে পুরুষ উপজাত হইয়াছে। এই পুরুষ অন্নরসের বিকারসম্ভূত ॥ ২ ॥

এই পুরুষের অঙ্গবিশেষকে শির বলে ; অঙ্গবিশেষের নাম দক্ষিণ বাহু ; অঙ্গবিশেষের নাম বামবাহু ; অঙ্গ বিশেষের নাম আত্মা অর্থাৎ মধ্যভাগ ; **অঙ্গবিশেষের নাম পুচ্ছ** (নাভির নিম্নস্থ মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ) **যাহার উপর এই দেহ প্রতিষ্ঠিত।** তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক উক্ত হইয়া থাকে। ইতি প্রথম অনুবাক।

* * * * *

অন্ন হইতে ভূত সকল জন্মে ; জন্মপ্রাপ্ত হইয়া অন্নের দ্বারাই বর্দ্ধিত হয় ; অপরের আহার্য্য হয় ; এবং অপরকে আহার করে ; অতএব তাহাদিগকে অন্ন (অন্নবিকার) বলিয়া আখ্যাত করা যায় ॥ ১ ॥

সেই এই অন্নরসময় পুরুষ হইতে পৃথক্, কিন্তু তদভ্যন্তরে, "প্রাণময়" পুরুষ অবস্থিত আছেন ; এই প্রাণময় পুরুষই অন্নময়ের সম্বন্ধে আত্মা ; এই প্রাণময়ের দ্বারা অন্নময় পূর্ণ (ব্যাপ্ত)। তিনিও পুরুষাকার, অন্নময় পুরুষের ন্যায় তদনুরূপ এই প্রাণময়ও পুরুষবিশেষ। প্রাণবায়ু ইঁহার শির, ব্যান দক্ষিণ বাহু, অপান উত্তর বাহু, আকাশ আত্মা, **পৃথিবী পুচ্ছ**—

আশ্রয়স্থান। তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক উক্ত হইয়া থাকে। ইতি দ্বিতীয় অনুবাক।

(মন্তব্য—এই স্থলে আকাশ শব্দে দেহের মধ্যভাগস্থিত আকাশস্থ সমানবায়ু এবং পৃথিবীশব্দে দেহস্থ উৰ্দ্ধগামী উদান বায়ু অর্থ করা হয়।)

যাঁহারা প্রাণরূপ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হয়েন; প্রাণই প্রাণিসকলের আয়ুঃ; অতএব প্রাণকে সকলের আয়ুঃপ্রদ বলা যায়।

অন্নময়ের যিনি আত্মস্বরূপ সেই প্রাণ, এই প্রাণময় দ্বিতীয় পুরুষের দেহ; সেই এই প্রাণময় হইতে পৃথক্, তদভ্যন্তরে "মনোময়" অবস্থিত আছেন; এই মনোময় পুরুষই প্রাণময়ের সম্বন্ধে আত্মা; এই মনোময়ের দ্বারা প্রাণময় পূর্ণ (ব্যাপ্ত); তিনিও পুরুষাকার, প্রাণময়ের ন্যায় তদনুরূপ মনোময়ও পুরুষবিশেষ; যজুঃ ("যজুরাদিবিষয়ক মনোবৃত্তি") ইহার শির, ঋক্ দক্ষিণ বাহু, সাম উত্তর বাহু, আদেশ (বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ) ইহার আত্মা, **অথর্ব্বাঙ্গিরস মন্ত্র ইঁহার পুচ্ছ—আশ্রয়স্থান।** তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক উক্ত হইয়া থাকে। ইতি তৃতীয় অনুবাক।

যাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া মনের সহিত বাক্য নিবর্ত্তিত হয়, সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি কখনই ভয় প্রাপ্ত হয়েন না।

যিনি প্রাণময়ের অন্তরাত্মা স্বরূপ, সেই মনঃ এই মনোময়-পুরুষের দেহ (অর্থাৎ স্বরূপ); সেই এই মনোময় হইতে পৃথক্; তদভ্যন্তরে "বিজ্ঞানময়" অবস্থিত আছেন; এই বিজ্ঞানময় পুরুষই মনোময়ের সম্বন্ধে আত্মা; এই বিজ্ঞানময়ের দ্বারা মনোময় পূর্ণ (ব্যাপ্ত); তিনিও পুরুষাকার; মনোময়ের ন্যায় বিজ্ঞানময়ও পুরুষবিশেষ। শ্রদ্ধাই তাঁহার শির, ঋত ইঁহার দক্ষিণ বাহু, সত্য ইঁহার উত্তর বাহু, যোগ ইঁহার আত্মা, **মহঃ (বুদ্ধি) ইঁহার পুচ্ছ —আশ্রয়স্থান।** তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক উক্ত হইয়া থাকে। ইতি চতুর্থ অনুবাক।

বিজ্ঞানই যজ্ঞসকল সম্পাদন ও বিস্তার করিয়া থাকেন; বিজ্ঞানই বৈদিক কর্ম্মসকলও বিস্তার করিয়া থাকেন; দেবতাসকল বিজ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন।

মনোময়ের যিনি অন্তরাত্মা স্বরূপ, সেই বিজ্ঞান এই বিজ্ঞানময় পুরুষের দেহ-স্বরূপ; সেই এই বিজ্ঞানময় হইতে পৃথক্; তদভ্যন্তরে "আনন্দময়" অবস্থিত আছেন; এই আনন্দময় পুরুষই বিজ্ঞানময়ের সম্বন্ধে আত্মা; এই আনন্দময়ের দ্বারা বিজ্ঞানময় পূর্ণ (ব্যাপ্ত)। তিনিও পুরুষাকার, বিজ্ঞান-ময়ের ন্যায় আনন্দময়ও পুরুষবিশেষ। প্রিয়ই (প্রীতিই) তাঁহার শির, মোদ (হর্ষ) তাঁহার দক্ষিণ বাহু, প্রমোদ উত্তর বাহু, আনন্দ আত্মা, **ব্রহ্ম পুচ্ছ—প্রতিষ্ঠা** (আশ্রয়স্থান)। তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক উক্ত হইয়া থাকে। ইতি পঞ্চম অনুবাক।

ব্রহ্মকে যিনি অসৎ (অস্তিত্ববিহীন) বলিয়া জানেন, তিনিও অসৎই হয়েন; যিনি ব্রহ্ম আছেন বলিয়া জানেন, তিনিই সেই জ্ঞানহেতু সদ্‌ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। বিজ্ঞানময়ের যিনি অন্তরাত্মা স্বরূপ সেই আনন্দই এই আনন্দময় পুরুষের দেহ (অর্থাৎ স্বরূপ)।

অনন্তর আচার্য্যকে শিষ্য এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন,—অবিদ্বান্ কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পর কি সেই লোক প্রাপ্ত হয়েন? এবং বিদ্বান্ কোন ব্যক্তিও কি মৃত্যুর পর সেই লোক প্রাপ্ত হয়েন? (উত্তর) সেই আনন্দময় ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন,—আমি বহু হইব, প্রজারূপে আমার প্রকাশ হউক, তিনি ধ্যান করিয়াছিলেন, ধ্যান করিয়া এতৎসমস্ত যাহা কিছু আছে, তাহা সৃষ্টি করিলেন, সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন, অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তিনি স্থূল মূর্ত্ত ও সূক্ষ্ম অমূর্ত্ত-রূপে প্রকাশিত হইলেন, ব্যক্ত এবং অব্যক্তরূপ হইলেন, দেহাদি-আশ্রয়বিশিষ্ট ও তদতীত হইলেন, বিজ্ঞান এবং অবিজ্ঞান হইলেন, সত্য হইলেন এবং মিথ্যাও হইলেন। সেই সত্যস্বরূপ, পরিদৃশ্য-

মান সমস্তই হইলেন ; অতএব তিনিই সত্য বলিয়া আখ্যাত হয়েন। তৎসম্বন্ধে এই শ্লোক উক্ত হইয়া থাকে। ইতি ষষ্ঠ অনুবাক।

এই জগৎ প্রথমে অসৎ (অপ্রকাশ, অজগৎ রূপ) ছিল ; সেই অসৎ হইতে সৎ (দৃশ্যমান জগৎ) প্রকাশিত হয়। সেই "অসৎ" আপনিই আপনাকে (প্রকাশ) করিয়াছিল ; অতএব ইহাকে স্বয়ংকৃত বলা যায় ॥ ১ ॥ যাহা আপনাকে আপনি প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা রসস্বরূপ ; জীব সেই রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দী হয়েন। যদি হৃদয়াকাশে সেই আনন্দী পুরুষ না থাকিতেন, তবে কেই বা শ্বাসক্রিয়া—কেই বা প্রশ্বাসক্রিয়া করিত ? ইনিই (হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া) সকলকে আনন্দ দান করেন। যখন জীব সেই অদৃশ্য অশরীরী বাক্যাতীত স্বপ্রতিষ্ঠ বস্তুতে সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তখনই তিনি সর্ব্ববিধ ভয়বিরহিত হইয়া অমৃতস্বরূপ হয়েন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত অতি অল্পপরিমাণেও তাঁহার ভেদদর্শন থাকে, সেই পর্য্যন্ত তাঁহার ভয়ও বর্ত্তমান থাকে, (তিনি মর্ত্ত্যধর্ম্মবিশিষ্ট থাকেন)। পণ্ডিত ব্যক্তিও অমননশীল হইলে, তাঁহার ব্রহ্ম হইতে ভয় থাকে। তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোক উক্ত হইয়া থাকে। ইতি সপ্তম অনুবাক।

ইঁহারই ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, ইঁহারই ভয়ে সূর্য্য উদিত হয়, ইঁহারই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও পঞ্চম দেবতা মৃত্যু স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে নিয়োজিত হয় ॥ ১ ॥

ব্রহ্মানন্দের মীমাংসা (পরিমাণ) উক্ত হইতেছে। (যদি একজন বেদজ্ঞ সাধু-প্রকৃতিক শুভলক্ষণসম্পন্ন দৃঢ়কায় যুবা পুরুষ ধনরত্নসম্পন্ন সমস্ত পৃথিবীর অধিকারী হয়েন, তবে তাঁহার আনন্দকে একগুণ আনন্দ ধরিয়া লইলে, ইহার শতগুণ আনন্দ এক মনুষ্য-গন্ধর্ব্বের আনন্দ ; মনুষ্য-গন্ধর্ব্বের শতগুণ আনন্দ এক দেব-গন্ধর্ব্বের আনন্দ ; ইহার শতগুণ আনন্দ পিতৃ-লোকের ; ইহার শতগুণ আনন্দ "আজানজ" দেবতাগণের ; ইহার শতগুণ আনন্দ কর্ম্ম-দেবতাদিগের ; ইহার শতগুণ আনন্দ দেবগণের ; ইহার শত-

গুণ আনন্দ ইন্দ্রের; ইহার শতগুণ আনন্দ বৃহস্পতির; ইহার শতগুণ আনন্দ প্রজাপতির; ইহার শতগুণ আনন্দ ব্রহ্মের॥ ২॥ এই পর্য্যন্ত আনন্দের মীমাংসা (পরিমাণ) বলিয়া, শ্রুতি বলিতেছেন):—এই পুরুষে যে আত্মা, এবং আদিত্যে যে আত্মা, তাহা একই। যিনি ইহা অবগত আছেন, তিনি এই লোক হইতে অন্তরিত হইয়া প্রথমতঃ অন্নময় আত্মাতে প্রবিষ্ট হয়েন; তৎপরে প্রাণময় আত্মাতে; তৎপরে মনোময় আত্মাতে; তৎপরে বিজ্ঞানময় আত্মাতে: তৎপরে আনন্দময় আত্মাতে প্রবিষ্ট হয়েন। তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক কথিত হইয়াছে। ইতি অষ্টম অনুবাক।

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া নিবর্ত্তিত হয়, সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহার আর কিছু হইতে ভয় থাকে না॥ ১॥

তৃতীয় বল্লীতে উক্ত হইয়াছে যে, বরুণ-পুত্র ভৃগু পিতাকে বলিলেন,—"আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করুন।" তাহাতে পিতা বলিলেন—"যাঁহা হইতে এই ভূতগ্রাম উৎপন্ন হয়, যাঁহাতে স্থিতি করে, যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, তিনি ব্রহ্ম। তাঁহাকে (ধ্যানের দ্বারা) জ্ঞাত হও"। ভৃগু ধ্যান-নিমগ্ন হইয়া জানিলেন,—অন্ন হইতে ভূতগ্রাম উৎপন্ন হয়, অন্নেই জীবিত থাকে, অন্নেই লয়প্রাপ্ত হয়। অতঃপর পিতার আদেশ অনুসারে পুনরায় ধ্যান-পরায়ণ হইয়া জানিলেন, - প্রাণ হইতে, তৎপর মন হইতে, তৎপর বিজ্ঞান হইতে, এবং সর্ব্বশেষে (জানিলেন) আনন্দ হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়; আনন্দেই জীবিত থাকে, এবং আনন্দেই লয়প্রাপ্ত হয়, এবং আনন্দই ব্রহ্ম ("আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। এষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা")।

এই উভয় বল্লীতে নানা স্থানে ব্রহ্মকেই আনন্দরূপ বলা হইয়াছে দেখা

যায় ; যথা :—"যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।" "এষ হ্যেবানন্দয়াতি"। (দ্বিতীয়বল্লী সপ্তম অনুবাক)। "আনন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি" (দ্বিতীয় বল্লী ৮ম অনুবাক)। "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" (তৃতীয়বল্লী ষষ্ঠ অনুবাক)। "সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি", "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন" ইত্যাদি। অতএব তৈত্তিরীয় উপনিষদুক্ত আনন্দময় আত্মা ব্রহ্ম। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ আনন্দময়।

১ম অঃ ১ম পাদ ১৪শ সূত্র। বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন, প্রাচুর্য্যাৎ ॥

(বিকার-শব্দাৎ—ন ;—ইতি চেৎ ন ;—প্রাচুর্য্যাৎ)।

ভাষ্য।—বিকারার্থে ময়ট্‌শ্রবণান্নানন্দময়ঃ পরমাত্মেতি চেন্ন, কস্মাৎ? প্রাচুর্য্যার্থকস্যাপি ময়টঃ স্মরণাৎ।

ব্যাখ্যা :—আনন্দময়শব্দটি ময়ট্‌প্রত্যয়ান্ত ; ঐ ময়ট্‌ প্রত্যয় বিকারার্থবোধক ; অতএব অবিকারী পরমাত্মা আনন্দময়শব্দের বাচ্য হইতে পারেন না ; যদি এইরূপ আপত্তি কর, তবে তাহা গ্রাহ্য নহে ; কারণ প্রাচুর্য্যার্থেও ময়ট্‌ প্রত্যয়ের বিধান আছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম অপরিসীম আনন্দের আলয় ; তাহাতে কোন প্রকার দুঃখসম্পর্ক নাই, তিনি আনন্দস্বরূপ—ইহাই আনন্দময়শব্দের অর্থ।

১ম অঃ ১ম পাদ ১৫শ সূত্র। তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ ॥

ভাষ্য।—জীবানন্দহেতুত্বাদপি পরমাত্মৈবানন্দময়ঃ।

ব্যাখ্যা :—ব্রহ্মকে জীবের আনন্দের হেতু বলিয়া ঐ শ্রুতি উপদেশ করাতেও পরমাত্মাই আনন্দময়পদবাচ্য। শ্রুতি পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে ; যথা :—"এষ হ্যেবানন্দয়াতি।" (দ্বিতীয়বল্লী সপ্তম অনুবাক)।

১ম অঃ ১ম পাদ ১৬শ সূত্র। মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥

(মান্ত্রবর্ণিকং=মন্ত্রপ্রোক্তম্‌)

ভাষ্য।—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মে"-তি মন্ত্রপ্রোক্তং মান্ত্রবর্ণিকং তদেবানন্দশব্দেন গীয়তে।

ব্যাখ্যা :—তৈত্তিরীয় শ্রুতির দ্বিতীয়বল্লীর প্রারম্ভেই যে ঋক্ মন্ত্র "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" উল্লিখিত আছে, সেই মন্ত্রোক্ত ব্রহ্মই আনন্দময়বাক্যে গীত হইয়াছেন। অতএব ব্রহ্মই আনন্দময়শব্দবাচ্য।

১ম অঃ ১ম পাদ ১৭শ সূত্র। নেতরোঽনুপপত্তেঃ ॥

(ন—ইতরঃ—অনুপপত্তেঃ। ইতরঃ=জীবঃ, ব্রহ্মেতরঃ) ॥

ভাষ্য।—আনন্দময়পদার্থমুদ্দিশ্য শ্রূয়মাণানাং তদসাধারণধর্ম্মাণাং তদিতরস্মিন্নুনুপপত্তেরিতরো জীবো নানন্দময়পদার্থঃ।

ব্যাখ্যা :—আনন্দময়কে লক্ষ্য করিয়া তৈত্তিরীয় শ্রুতি যে সকল অসাধারণ ধর্ম্মের উক্তি করিয়াছেন, তাহা জীবে উপপন্ন হইতে পারে না; তদ্ধেতু ব্রহ্মই আনন্দময়শব্দের বাচ্য,—জীব নহেন। যে সকল অসাধারণ লক্ষণ ঐ তৈত্তিরীয় শ্রুতি আনন্দময়ের সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ বর্ণিত হইতেছে ; যথা :—

"সোঽকাময়ত। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি", "স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত।" (দ্বিতীয়বল্লী ষষ্ঠ অনুবাক)।

সৃষ্টি প্রকাশের পূর্ব্বে জীব প্রকাশিত ছিল না ; তবে জীবে কিরূপে এই সকল লক্ষণ, যাহা আনন্দময়সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাহা বর্ত্তাইতে পারে ?

১ম অঃ ১ম পাদ ১৮শ সূত্র। ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥

ভাষ্য।—"রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতী"-তি বাক্যেন লব্ধৃলব্ধব্যয়োর্ভেদব্যপদেশাজ্জীবো নানন্দময়ঃ।

ব্যাখ্যা :—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" (দ্বিতীয়-

বল্লী সপ্তম অনুবাক) এই বাক্য দ্বারা লব্ধব্য আনন্দময় ব্রহ্ম ও লব্ধা জীবের ভেদ শ্রুতি প্রদর্শন করাতে, জীব উক্ত আনন্দময় শব্দের বাচ্য নহে।

১ম অঃ ১ম পাদ ১৯শ সূত্র। কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ॥

ভাষ্য।—প্রত্যগাত্মনঃ কারণত্বস্বীকারে, অনুমানস্থ প্রধানস্থ করণাদিরূপস্থাপেক্ষা ভবেৎ, কুলালাদের্ঘটাদিজননে মৃদাদ্যপেক্ষাবৎ; অপ্রাকৃতস্থানন্দময়স্থ সর্ব্বশক্তেঃ পুরুষোত্তমস্থ তু ন, কুতঃ? কামাৎ সঙ্কল্পাদেব "সোঽকাময়ত বহু স্যা" -মিত্যাদিশ্রুতেঃ। অতস্তস্মিন্ন আনন্দময়ঃ।

ব্যাখ্যা:—আনন্দময়সম্বন্ধে ঐ শ্রুতি বলিয়াছেন:—"সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি"। তদ্দ্বারা স্পষ্টই দেখা যায় যে, আনন্দময় নিজেই কেবল নিজ ইচ্ছা হইতে, অন্য কোন উপাদানের অপেক্ষা না করিয়া, সৃষ্টি-বিস্তার করিলেন; কিন্তু জীব এই আনন্দময় হইলে, অনুমান-গম্যের (প্রধানরূপ উপাদানের) সাহায্য না লইয়া কেবল নিজের ইচ্ছাবশতঃ তিনি সৃষ্টি রচনা করিতে পারেন না; যেমন কুম্ভকার কখন মৃত্তিকার সাহায্য ব্যতীত ঘট রচনা করিতে সমর্থ হয় না; অতএব ঐ আনন্দময়শব্দের জীব অর্থ কোন প্রকারে হইতে পারে না; আনন্দময় শব্দের বাচ্য যে অপ্রাকৃত সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষোত্তম, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

১ম অঃ ১ম পাদ ২০শ সূত্র। অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি ॥

(অস্মিন্—অস্য—চ তদ্‌যোগং শাস্তি; তদ্‌যোগং=তদ্ভাবাপত্তিম্ আনন্দ-ময়-ব্রহ্মভাবাপত্তিম্; শাস্তি=উপদিশতি)।

ভাষ্য।—তদ্‌যোগমানন্দযোগং শাস্তি শ্রুতিঃ "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বাঽনন্দী ভবতী",তি জীবস্য যল্লাভাদানন্দযোগঃ স তস্মাদন্য ইতি সিদ্ধম্।

ব্যাখ্যা :—"রসো বৈ সঃ" ইত্যাদি এবং "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্… প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে" "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বাऽনন্দী ভবতি" ইত্যাদি বাক্যে তৈত্তিরীয় শ্রুতি আনন্দময়কে লাভ করিয়া জীবের আনন্দময়ত্ব প্রাপ্তির এবং সংসার ভয় হইতে মুক্তির উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং আনন্দময়শব্দে ব্রহ্ম ভিন্ন জীব বুঝাইতে পারে না।

শাঙ্করভাষ্যে ১৩শ সূত্র ("আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ") হইতে আরম্ভ করিয়া ২০শ ("অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি") সূত্র পর্য্যন্ত পূর্ব্বোল্লিখিত মর্ম্মেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এইরূপ ব্যাখ্যাই অপর ভাষ্যকারগণও করিয়াছেন। পরন্তু এইরূপ ব্যাখ্যা প্রথমে করিয়া, অবশেষে শাঙ্করভাষ্যে এই সকল প্রচলিত ব্যাখ্যার প্রতি নানাপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে; তৎসমস্তের সার নিম্নে বর্ণিত হইতেছে ; যথা :—

১৩শ সূত্রের অর্থ করিতে গিয়া বলা হইয়াছে :—(১)"আনন্দময়" শব্দের উক্তি ব্রহ্মসম্বন্ধে শ্রুতি পুনঃ পুনঃ বস্তুতঃ করেন নাই, "আনন্দ" শব্দেরই পুনঃ পুনঃ উক্তি শ্রুতিতে করা হইয়াছে ; যথা "রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি, কো হ্যেবান্যাৎ, কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ, এষ হ্যেবানন্দয়াতি সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি" ; আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ বিভেতি কুতশ্চনেতি ;" আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ"। এই সকল স্থলে "আনন্দ" শব্দেরই উক্তি হইয়াছে ; "আনন্দময়" শব্দের নহে। যদি "আনন্দময়" শব্দ একমাত্র ব্রহ্মবাচী হইত, তবে এইরূপ বলা যাইতে পারিত যে, "আনন্দ" শব্দের পুনঃ পুনঃ উক্তি দ্বারাই "আনন্দময়" শব্দেরও উক্তি হইয়াছে। কিন্তু ময়ট্ প্রত্যয়ের বিকারার্থও প্রসিদ্ধই আছে। (২) আর আনন্দময়কে লক্ষ্য করিয়া তৈত্তিরীয় শ্রুতিই বলিয়াছেন— "তস্য প্রিয়মেব শিরঃ" (প্রিয়ই তাঁহার মস্তক) ইত্যাদি। ইহা দ্বারা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, উক্ত শ্রুতির কথিত আনন্দময় আত্মা সাবয়ব,

সবিশেষ, সগুণ, নির্গুণ নহেন; তাঁহার শিরঃপ্রভৃতি অবয়ব আছে। কিন্তু ঐ শ্রুতিই ব্রহ্মসম্বন্ধে বলিয়াছেন—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন" ইত্যাদি; তদ্দ্বারা উক্ত শ্রুতির কথিত ব্রহ্ম যে সগুণ নহেন, নির্গুণ, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। অপরাপর বহু শ্রুতিও তাঁহাকে নিরবয়ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব "আনন্দময়" ব্রহ্ম হইতে পারেন না। (৩) এবঞ্চ শ্রুতি প্রথমে অন্নময় আত্মার, তৎপরে প্রাণময় আত্মার, তৎপরে মনোময় আত্মার, তৎপরে বিজ্ঞানময় আত্মার, তৎপরে আনন্দময় আত্মার বর্ণনা করিয়াছেন। অন্নময়াদি স্থলে ময়ট্ প্রত্যয়ের বিকারার্থেই প্রয়োগ যে হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; সুতরাং একই পর্য্যায়ে প্রাপ্ত "আনন্দময়" শব্দের "ময়ট্" যে বিকারার্থক না হইয়া প্রাচুর্য্যার্থবোধক, তাহা যুক্তি-সঙ্গত নহে; "আনন্দময়" স্থলেও পূর্ব্ববৎ বিকারার্থেই ইহার প্রয়োগ হওয়াই স্বাভাবিক অনুমান। আনন্দময় ব্রহ্ম নহেন বলিয়াই "ব্রহ্ম" শব্দ "আনন্দময়" শব্দের সহিত যুক্ত না হইয়া "পুচ্ছ" শব্দের সহিত যুক্ত হইয়াছে। (৪) যদি বল যে অন্নময়াদি আত্মার অব্রহ্মতা এই শ্রুতি দ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছে; কারণ শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন:—অন্নময়ের অন্তরে প্রাণময়, প্রাণময়ের অন্তরে মনোময়, মনোময়ের অন্তরে বিজ্ঞানময়; এই পর্য্যন্ত বলিয়া বিজ্ঞানময়ের অন্তরে আনন্দময় আত্মার উপদেশ করিয়া, ঐ আনন্দময়ের অন্তরেও যে আর কিছু আছে, তাহা উপদেশ করেন নাই; সুতরাং আনন্দময়ে উপদেশের শেষ হওয়ায়, ঐ আনন্দময়ই যে অবিকারী ব্রহ্ম, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না; সুতরাং অন্নময়াদি অপর সকল আত্মা বিকারী; আনন্দময় অবিকারী শেষ পদার্থ; অতএব অপর সকলের স্থলে ময়টের বিকারার্থ সঙ্গত; কিন্তু আনন্দময়স্থলে প্রাচুর্য্যার্থই সঙ্গত। ইনি পরমাত্মা,—অপর সকল জীব।

ইহার উত্তর এই যে, শ্রুতি আনন্দময়ের অন্তরে অপর কোন আত্মার কথা বলেন নাই, সত্য; কিন্তু ঐ শ্রুতি বলিয়াছেন যে, আনন্দময়ের "আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" (**আনন্দ ইহার আত্মা। ব্রহ্ম ইহার পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা**)। তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয়বল্লীর প্রারম্ভে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই মন্ত্রে শ্রুতি প্রথমতঃ "ব্রহ্ম" বর্ণনা করিয়াছেন; তৎপরে যে ব্রাহ্মণভাগ আছে, তাহাতেই উক্ত "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" বাক্য আছে; ব্রাহ্মণভাগ মন্ত্রেরই বিস্তারমাত্র; অতএব "পুচ্ছ" বাক্যে যে ব্রহ্ম শব্দ আছে, তাহা মন্ত্রোক্ত ব্রহ্মবোধক বলিয়া বুঝা উচিত; "আনন্দময়কে" ঐ ব্রহ্ম বলা উচিত নহে। অন্নময়াদি কোষের ন্যায় আনন্দময়ও কোষ; তাহার পুচ্ছ অর্থাৎ আশ্রয়স্থান ব্রহ্ম; যেমন পক্ষী পুচ্ছের উপর অবস্থান করে; তদ্রূপ ব্রহ্মরূপ আশ্রয়ের উপর আনন্দময় কোষ প্রতিষ্ঠিত। পুচ্ছ শব্দের পরে যে প্রতিষ্ঠা শব্দ আছে, তাহাতেও ইহাই জ্ঞাপন করে। পুচ্ছটি পক্ষীর অবয়ব (অঙ্গ) বিশেষ সন্দেহ নাই; কিন্তু এইস্থলে ব্রহ্মরূপ পুচ্ছকে অবয়ব ও আনন্দময়কে অবয়বী বলা শ্রুতির অভিপ্রায় মনে করা উচিত নহে; তাহাতে ব্রহ্ম স্বপ্রধান থাকেন না; তিনি অবয়বী আনন্দময়ের একটি অবয়বমাত্র; সুতরাং অপ্রধান হইয়া পড়েন। কিন্তু এই পুচ্ছ ব্রহ্ম যে স্বপ্রধান, আনন্দময়ের অঙ্গবিশেষ মাত্র নহেন, পরন্তু সর্বশেষ জ্ঞাতব্য বস্তু, তাহা পরবর্তী "অসন্নেব ভবতি অসদ্‌ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ……" (যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানেন, তিনিও অসৎই হয়েন, আর যিনি ব্রহ্মকে সৎ বলিয়া জানেন, তিনিও সৎ বলিয়া জ্ঞাত হয়েন) ইত্যাদি বাক্যে, এবং "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" ইত্যাদি বাক্যে প্রতিপন্ন হয়। পূর্বোক্ত "অসন্নেব ভবতি" ইত্যাদি বাক্য ব্রহ্ম শব্দের অব্যবহিত পরে উক্ত হইয়াছে; সুতরাং তৎসম্বন্ধেই উহা উক্ত হইয়াছে, বলিতে হইবে; দূরবর্তী আনন্দময় সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই।

(৫) যদি বল যে এই সকল বাক্যাবসানে পূর্ব্বোক্ত ৮ম ও ৯ম ব্রাহ্মণে উক্ত আছে যে, জ্ঞানী পুরুষ অন্নময়াদি আত্মাকে পর পর প্রাপ্ত হইয়া, সর্ব্বশেষে "আনন্দময়" আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন ("এতদানন্দময়াত্মানমুপ-সংক্রামতি"); অতএব "আনন্দময়" শব্দের পুনরুক্তি নাই বলা যাইতে পারে না; এবং এই আনন্দময়ই জ্ঞানীর শেষ গন্তব্য বলাতে, ইনি ব্রহ্ম না হইলে জ্ঞানীর মোক্ষপ্রাপ্তিই হয় না বলিতে হয়। ইহা কদাপি বক্তব্য নহে; কারণ তৎপরেই শ্রুতি "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞানীর মোক্ষ প্রাপ্তির উপদেশ করিয়াছেন।

ইহার উত্তর এই যে, অন্নময়াদির পর্য্যায়ে আনন্দময় শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় এই আনন্দময়ও বিকারবাচী শব্দ বলিয়া গণ্য হয়। তবে যে আনন্দময়ের প্রাপ্তিকেই শেষ প্রাপ্তি বলিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত বাক্যে বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহার কারণ এই যে, আনন্দময়কে প্রাপ্ত হইলেই, তৎপুচ্ছ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাই ঐ শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ পুচ্ছ ব্রহ্মের পর যথার্থ ই আর কিছু নাই; এই নিমিত্ত আনন্দময়ের প্রাপ্তিতেই জ্ঞানী পুরুষের গতির শেষ করা হইয়াছে; এতদ্দ্বারা আনন্দময়ের কোষত্ব নিবারিত হয় না। অতএব আনন্দময় শব্দের ময়ট্ প্রত্যয়টি বিকারবোধক,—প্রাচুর্য্যবোধক নহে।

(৬) আনন্দময় শব্দে ময়টের প্রচুরার্থ করিলেও তাহার ব্রহ্মার্থ হয় না; কারণ প্রচুর শব্দে অধিক বুঝায়; অধিক বলিলে কিঞ্চিৎ দুঃখও আছে বলিতে হইবে। কিন্তু পরমাত্মায় দুঃখাভাব ("যত্র নান্যৎ পশ্যতি") ইত্যাদি শ্রুতি স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন।

অতএব ১৩শ সূত্রের ("আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ") ব্যাখ্যা এই যে:—

শাঙ্করভাষ্য:—"ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠে" ত্যত্র কিমানন্দময়স্যাবয়বত্বেন ব্রহ্ম বিবক্ষ্যতে উত স্বপ্রধানত্বেনেতি। পুচ্ছশব্দাবয়বত্বেনেতি প্রাপ্ত উচ্যতে:—

আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ। "আনন্দময় আত্মা" ইত্যত্র "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি" স্বপ্রধানমেব ব্রহ্মোপদিশ্যতে ; অভ্যাসাৎ, "অসন্নেব স ভবতি," ইত্যস্মিন্ নিগমশ্লোকে ব্রহ্মণ এব কেবলস্যাঽভ্যসমানত্বাৎ"।

অর্থাৎ "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই বাক্যে আনন্দময়ের অবয়ব রূপে ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন অথবা স্বপ্রধান (স্বপ্রতিষ্ঠ শেষপদার্থ) রূপে উক্ত হইয়াছেন? এই প্রশ্নের বিচারে আপাততঃ দেখা যায় যে, পুচ্ছশব্দ অবয়ব-বাচক ; অতএব অবয়বরূপেই ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন ; তদুত্তরে আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ সূত্রে বলা হইতেছে যে, "আনন্দময় আত্মা" বিষয়ক প্রকরণে "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই বাক্য যুক্ত আছে ; তদুল্লিখিত ব্রহ্ম স্বপ্রধানরূপেই উপদিষ্ট হইয়াছেন ; কারণ "অসন্নেব স ভবতি" এই পরবর্ত্তী সর্ব্বশেষ পদার্থ (ব্রহ্ম) নিরূপক শ্লোকে শ্রুতি পুনরায় বলিয়াছেন (অভ্যাস করিয়াছেন) যে, তাঁহাকে যে নাস্তি বলে, সেও নাস্তিই হয় ; অর্থাৎ ব্রহ্মই শেষ পদার্থ, তাঁহার অপলাপ কথনও করা যায় না। (অতএব তিনি অপর কোন ব্যাপক বস্তুর অবয়ব নহেন ; স্বপ্রতিষ্ঠ, স্বপ্রধান)।

১৪শ সূত্র "বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ" ও এইরূপে ব্যাখ্যাত হওয়া উচিত যে :—

বিকারশব্দোঽবয়বশব্দোঽভিপ্রেতঃ। পুচ্ছমিত্যবয়বশব্দাৎ ন স্বপ্রধানত্বং ব্রহ্মণ ইতি যদুক্তং তস্য পরিহারো বক্তব্যঃ। অত্রোচ্যতে ; নায়ং দোষঃ প্রাচুর্য্যাদপ্যবয়বশব্দোপপত্তেঃ। প্রাচুর্য্যং প্রায়াপত্তিরবয়বপ্রায়বচনমিত্যর্থঃ। অন্নময়াদীনাং হি শিরআদিষু পুচ্ছান্তেষ্ববয়বেষূক্তেষ্বানন্দময়স্যাপি শির-আদীন্যবয়বান্তরাণ্যুক্ত্বাঽবয়বপ্রায়াপত্ত্যা ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যাহ ; নাবয়ব-বিবক্ষয়া, যৎকারণমভ্যাসাদিতি স্বপ্রধানত্বং ব্রহ্মণঃ সমর্থিতম্।

অস্যার্থ :—(সূত্রে) বিকার শব্দ অবয়ব শব্দ লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে। (শ্রুত্যুক্ত) "পুচ্ছ" শব্দ অবয়ববাচী ; শ্রুতি যখন এই অবয়ববাচী

শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তখন ঐ পুচ্ছ স্থানীয় ব্রহ্ম স্বপ্রধানভাবে উক্ত হয়েন নাই (অবয়ব—অঙ্গবিশেষরূপেই উক্ত হইয়াছেন), এই আপত্তিরও উত্তর দেওয়া আবশ্যক। তাহাতেই সূত্রকার বলিতেছেন যে, পুচ্ছশব্দ ব্যবহারে কোন দোষ হয় নাই (তাহাতে ব্রহ্মের স্বপ্রধানত্বের খর্ব্বতা হয় না); কারণ অবয়ব শব্দের প্রাচুর্য্য অর্থও হয়। প্রাচুর্য্য অর্থাৎ "প্রায়াপত্তি"; অবয়ব-প্রায় (অবয়ব-বহুল)। পূর্ব্বে অন্নময়াদির শির আদি পুচ্ছ পর্য্যন্ত বর্ণনা করাতে আনন্দময়েরও শিরঃপ্রভৃতি অপর অবয়ব বর্ণনা করিয়া, অবয়ব অর্থাৎ "অবয়ব প্রায়" অর্থে "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" বাক্য শ্রুতি ব্যবহার করিয়াছেন; সাধারণ অবয়ব (অঙ্গবিশেষ) বলিবার উদ্দেশ্যে নহে। কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রে "অভ্যাসাৎ" হেতুর দ্বারা ব্রহ্মের স্বপ্রধানত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

১৫শ সূত্র "তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ" ও এইরূপ ব্যাখ্যাতব্য; যথা:—সর্ব্বস্য চ বিকারজাতস্য সানন্দময়স্য কারণত্বেন ব্রহ্ম ব্যপদিশ্যতে, ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চেতি। ন চ কারণং সদ্ ব্রহ্ম স্ববিকারস্যানন্দময়স্য মুখ্যয়া বৃত্ত্যাবয়ব উপদিশ্যতে। অর্থাৎ আনন্দময় পর্য্যন্ত সমস্ত বিকার-বস্তুর কারণরূপে ব্রহ্ম উপদিষ্ট হইয়াছেন; যথা,—"যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তকে তিনি সৃষ্টি করিলেন"। যিনি এইরূপ সর্ব্ব কারণ বলিয়া উক্ত হইলেন, তিনি নিজের বিকার স্থানীয় আনন্দময়ের মুখ্যার্থে অবয়বমাত্র বলিয়া কখনও উক্ত হইতে পারেন না।

এই তিনটি সূত্রের এইরূপে ব্যাখ্যার পর শাঙ্করভাষ্যে বলা হইয়াছে যে, ১৬শ হইতে ২০শ সূত্রও এইরূপেই ব্যাখ্যাতব্য। "অপরাণ্যপি সূত্রাণি যথাসম্ভবং পুচ্ছবাক্যনির্দ্দিষ্টস্যৈব ব্রহ্মণ উপপাদকানি দ্রষ্টব্যানি।"

অর্থাৎ ১৬শ হইতে ২০শ পর্য্যন্ত অপর যে সকল সূত্র উক্ত সিদ্ধান্তের

পোষকতার জন্ত রচিত হইয়াছে, তাহাও "পুচ্ছ" বাক্যস্থ ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক বলিয়া যথাসম্ভব ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

এইক্ষণ এই সকল ব্যাখার যোগ্যতা বিচার করা আবশ্যক। ১৩শ সূত্রটি এই:—"আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" (আনন্দময়ঃ অভ্যাসাৎ)। অভ্যাসাৎ শব্দের অর্থ পুনঃ পুনঃ উক্তি হেতু। এই হেতুর দ্বারা কি সিদ্ধান্ত হয়? ইহার উত্তর সূত্রের শব্দ রচনার দ্বারা নির্ণয় করিতে হইলে, অবশ্য বলিতে হইবে যে, ইহার উত্তর সূত্রোক্ত আনন্দময় শব্দের দ্বারা সূত্রকার প্রদান করিয়াছেন. অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উক্তির দ্বারা কি সিদ্ধান্ত হয়?

উত্তর:—"ব্রহ্ম আনন্দময়।" শাঙ্করভাষ্যে বলা হইতেছে যে, সূত্রের "আনন্দময়" শব্দের অর্থ আনন্দময় নহে; কিন্তু আনন্দময়বিষয়ক প্রকরণের শেষাংশে যে "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" (ব্রহ্ম আনন্দময়াত্মার পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠাস্থান) বাক্য আছে, তদুক্ত "ব্রহ্ম" শব্দই ঐ "আনন্দময়" শব্দের অর্থ; এবং এই "ব্রহ্ম" সম্বন্ধে সূত্রকার কি বলিতেছেন? উত্তর, উক্ত ব্রহ্ম স্বপ্রধান বলিয়া উক্ত স্থলে শ্রুতিকর্তৃক বিবৃত হইয়াছেন (আনন্দময় আত্মার কেবল পুচ্ছরূপে একটি অবয়বমাত্র রূপে) নহে। আর, সূত্রে "অভ্যাসাৎ" পদের অর্থ এই যে ইহার অব্যবহিত পরবর্তী শ্লোকে "যিনি ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানেন, তিনি নিজেও অসৎই হয়েন, অর্থাৎ আত্মনাশ করেন (ব্রহ্মই শেষপদার্থ তাঁহার অপলাপ কখন করা যায় না," * এই বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মই জ্ঞাতব্য বলিয়া পুনরায় উক্ত হইয়াছেন। আনন্দময় আত্মা (জীব) জ্ঞাতই আছেন; সুতরাং তাঁহার অবধারণ এই শ্লোকের দ্বারা হইয়াছে বলা যাইতে পারে না। পুচ্ছস্থানীয় ব্রহ্ম আপাততঃ অবয়বমাত্র বোধক হইলেও, যখন তিনি এই শ্লোকে শেষ

* ১৩শ সূত্রের মূল ব্যাখ্যানের পর যে তৈত্তিরীয় উপনিষদের ২য় বল্লী উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার ৬ষ্ঠ অনুবাক দ্রষ্টব্য।

পদার্থরূপে পুনরায় উক্ত হইয়াছেন, তখন ঐ পুচ্ছস্থ ব্রহ্ম স্বপ্রধান ব্রহ্ম। ভাষ্যকারের মতে ইহাই সূত্রার্থ।

এই ব্যাখ্যাতে কতদূর কষ্টকল্পনা আছে, এই ব্যাখ্যা পাঠেই তাহা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়; যদি আনন্দময় শব্দে আনন্দময় আত্মাকেই লক্ষ্য করা সূত্রের অভিপ্রেত না হইত, "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" শব্দগুলিকেই লক্ষ্য করা অভিপ্রেত ছিল, তবে ঐ শব্দগুলিকে অথবা কেবল পুচ্ছশব্দকে সূত্রে উল্লেখ না করিয়া আনন্দময় শব্দ ব্যবহার করিবার কি প্রয়োজন ছিল, তাহা বুঝিয়া উঠা সুকঠিন। সূত্রের গঠনে ত ভগবান্ বেদব্যাসকে অন্য কোন স্থলে এইরূপ করিতে দৃষ্ট হয় না। এইরূপ অর্থযুক্ত শব্দের দ্বারা সূত্র রচনা করিলে, পাঠককে যথার্থ উপদেশ না করিয়া, এক প্রকার প্রতারিতই করা হয়। এইরূপ ব্যাখ্যার পোষকতায় ভাষ্যে বলা হইল যে, প্রকরণোক্ত "আনন্দময়কে" লক্ষ্য না করিয়াই যখন পুচ্ছ বাক্যের অব্যবহিত পরে সম্বন্ধেষরূপে উপদেষ্টব্য পদার্থকে "অসন্নেব স ভবতি" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন, এবং যখন আনন্দময় (জীব) কখনও এই শেষ বাক্যের বিষয় হইতে পারেন না, তখন পুচ্ছস্থ ব্রহ্মকেই এই বাক্যে লক্ষ্য করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু "আনন্দময়"কে জীব বলিয়া কি নিমিত্ত নিশ্চিতরূপে ধরিয়া লইতে হইবে, তাহা এই ব্যাখ্যানে কোন প্রকারে প্রকাশ করা হয় নাই।"

তৈত্তিরীয় উপনিষদের "ব্রহ্মানন্দবল্লী" নামক দ্বিতীয় বল্লীতে এই সকল বাক্য উক্ত হইয়াছে। তৎপরবর্ত্তী ভৃগুবল্লী নামক তৃতীয় বল্লীতে আখ্যায়িকার দ্বারা দ্বিতীয় বল্লীর উপদিষ্ট বিষয় সকল পুনরায় স্পষ্টীকৃত করা হইয়াছে। তাহাতে উল্লেখ আছে যে, ভৃগু তৎপিতা বরুণের নিকট গমন করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি বলিলেন যে, "যাহা হইতে এই ভূতগ্রাম জাত হইয়াছে, যাহার অবলম্বনে জীবিত থাকে, এবং

যাহাতে অন্তে প্রবিষ্ট হয়, তাহাই ব্রহ্ম। তুমি (ধ্যানের দ্বারা) তাঁহাকে বিশেষরূপে জ্ঞাত হও"। তখন ভৃগু ধ্যানপরায়ণ হইয়া প্রথমে জানিলেন যে ব্রহ্ম "অন্ন"রূপ। "অন্ন" হইতে ভূতগ্রাম জাত হয়, অন্নের দ্বারা জীবিত থাকে এবং অন্নে লয় প্রাপ্ত হয়। এই রূপ জানিয়া তিনি (তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া) পুনরায় পিতার নিকট গিয়া বলিলেন—"ভগবন্, আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করুন"। তখন পিতা বলিলেন—"তুমি পুনরায় ধ্যানে প্রবৃত্ত হও (জানিতে পারিবে)"। তখন ভৃগু পুনরায় ধ্যানমগ্ন হইয়া জানিলেন ব্রহ্ম "প্রাণ" রূপ। প্রাণ হইতে সমস্ত উৎপন্ন হয়, প্রাণের দ্বারা জীবিত থাকে এবং প্রাণেই লয় প্রাপ্ত হয়। পিতার আদেশ অনুসারে তিনি পুনরায় ধ্যানস্থ হইয়া জানিলেন—মনই ব্রহ্ম; তৎপরে জানিলেন বিজ্ঞানই ব্রহ্ম; এবং সর্বশেষে ("আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি; আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি") তিনি জানিয়াছিলেন ব্রহ্ম আনন্দরূপ; আনন্দ হইতেই সমস্ত ভূতগ্রাম উৎপন্ন হয়, তাহাতেই জীবিত থাকে, এবং অবশেষে তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয় ইত্যাদি। এই উভয় বল্লীর উপদেশ সকল এক করিয়া বিচার করিলে, ইহা নিঃসংশয়ভাবে প্রতিপন্ন হয় যে, ব্রহ্মবল্লীর বর্ণিত অন্নময় আত্মা, প্রাণময় আত্মা, মনোময় আত্মা, বিজ্ঞানময় আত্মা এবং আনন্দময় আত্মা, ক্রমান্বয়ে ভৃগু বল্লীর উপদিষ্ট অন্নব্রহ্ম, প্রাণব্রহ্ম, মনোব্রহ্ম, বিজ্ঞানব্রহ্ম এবং আনন্দ ব্রহ্ম। পরন্তু ভৃগু বল্লীর বর্ণিত আনন্দ ব্রহ্ম যে পরব্রহ্ম,—জীব নহেন, তাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই এবং ভাষ্যকারেরও ইহা সম্মত; কারণ তিনিও ভৃগু বল্লীর উপদিষ্ট পূর্ব্বোক্ত "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" বাক্য পরব্রহ্ম-বোধক বলিয়া এই বিচারেই উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্ম বল্লীর উক্ত আনন্দময় আত্মাও যে পরব্রহ্ম,—জীব নহেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ থাকা দৃষ্ট হয় না। তৃতীয় বল্লীতে শেষ

পদার্থ ব্রহ্মকে "আনন্দরূপ" বলা হইয়াছে; দ্বিতীয় বল্লীতে এই শেষ পদার্থকে বর্ণনা করিতে গিয়া তাঁহাকে "আনন্দময়" অর্থাৎ প্রভূত আনন্দরূপ বলা হইয়াছে। আনন্দময়কে জীব বলিয়া যে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা উক্ত বল্লীদ্বয়ের উপদিষ্ট বাক্যসকলের বিচার দ্বারা কথনই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। বস্তুতঃ আনন্দময়ই ব্রহ্ম হওয়াতে আনন্দময় বিষয়ক অনুবাকের শেষ ভাগে যে "তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি" বাক্য আছে তদ্দ্বারা ঐ অনুবাকোক্ত আনন্দময় আত্মারই যে স্তুতি পরবর্ত্তী শ্লোকে করা হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। অন্নময় আত্মা হইতে আরম্ভ করিয়া বিজ্ঞানময় আত্মা-বিষয়ক অনুবাক পর্য্যন্ত প্রত্যেক অনুবাকেই এই রূপ তত্তৎ অনুবাকোক্ত আত্মারই স্তুতি যে পরবর্ত্তী শ্লোকে করা হইয়াছে, তাহা "তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি" এই বাক্যটি প্রত্যেক স্থলে পুচ্ছবাক্যের পরে অনুবাকের শেষভাগে যোগ করিয়া শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন; পুচ্ছ বাক্যের পরেই স্তুতি বিষয়ক শ্লোকটি থাকা হেতু অপর কোন স্থলেই ঐ শ্লোক কেবল পুচ্ছ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে বলিয়া কেহ মনে করিতে পারে না। যদি বল যে, আনন্দময় বিষয়ক অনুবাকে "পুচ্ছ" বাক্যেই ব্রহ্ম শব্দের উল্লেখ আছে, এবং স্তুতিসূচক শ্লোকেও ব্রহ্ম শব্দেরই উল্লেখ আছে আনন্দময় শব্দের উল্লেখ নাই; এই জন্য ঐ শ্লোককে "পুচ্ছব্রহ্ম"-বিষয়ক বলা যাইবে, তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ মনোময় স্থলেও শ্লোকে ব্রহ্ম শব্দই আছে, মনোময়ের কোন উল্লেখ নাই; তথাপি 'তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি' বাক্যস্থ "তৎ" শব্দ অনুবাকোক্ত মনোময় আত্মার বাচক হওয়াতে, ঐ শ্লোক তৎসম্বন্ধেই বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হয়; তদ্রূপ আনন্দময় সম্বন্ধীয় অনু-বাকেও "তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি" বাক্যস্থ "তৎ" শব্দ যে অনুবাকোক্ত আনন্দময় আত্মারই জ্ঞাপক, ইহা কেবল পুচ্ছবাক্যোক্ত ব্রহ্মজ্ঞাপক নহে।)

১৪ সূত্র :—বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন, প্রাচুর্য্যাৎ।

ময়ট্ প্রত্যয়ের বিকারার্থ আছে সন্দেহ নাই ; কিন্তু ইহার প্রাচুর্য্যার্থও প্রসিদ্ধই আছে। (পাণিনি স্বয়ং "তৎ প্রকৃতবচনে ময়ট্" সূত্রে ইহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন ; অন্নপ্রচুর অর্থে "অন্নময় যজ্ঞ" প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারও প্রসিদ্ধই আছে।)

এইত সূত্রের ভাষার অনুরূপ স্বাভাবিক অর্থ! শাঙ্করভাষ্যে তৎপরিবর্ত্তে এই সূত্রের অর্থ করিতে গিয়া বলা হইয়াছে যে, "আনন্দময়" অথবা "পুচ্ছ" শব্দকেও লক্ষ্য করিয়া সূত্রোক্ত "বিকার" শব্দ ব্যবহার করা হয় নাই। পরন্তু পুচ্ছ একটি শারীরিক "অবয়ব" মাত্র ; সেই কাল্পনিক অবয়ব শব্দকে লক্ষ্য করিয়া ঐ "বিকার" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ("বিকার-শব্দোঽবয়বশব্দোঽভিপ্রেতঃ")। ভাষ্যকারের মতে সূত্রের অর্থ এই যে, যদি বল যে, পুচ্ছ শরীরের একটি অবয়ব মাত্র, শরীরটিই প্রধান, পুচ্ছটি তাহার একাঙ্গ মাত্র ; অতএব ইহা অপ্রধান। সুতরাং যখন ব্রহ্ম আনন্দ-ময়ের পুচ্ছ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, তখন ঐ বাক্যস্থ ব্রহ্ম স্বপ্রধান নহেন—কিন্তু জীব ; তবে তদুত্তরে বলি যে, অবয়ব শব্দের প্রাচুর্য্য অর্থও আছে। প্রাচুর্য্য শব্দের অর্থ "প্রায়াপত্তি", "অবয়ব-প্রায়"। অন্নময়াদি বর্ণনা করিতে শিরঃ হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে ; তাহার অনুকরণে আনন্দময়েরও শিরঃ প্রভৃতি অঙ্গ অবয়বের বিষয় বলিয়া "অবয়বপ্রায়াপত্তি" অর্থে ব্রহ্ম "পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, শরীরের একটি বিশেষ অবয়ব (অঙ্গ) অর্থে নহে।

প্রায় শব্দের বহুল অর্থেও প্রয়োগ হয় সত্য, যথা "প্রায়শঃ = বহুলরূপে। বাহুল্য ও প্রাচুর্য্য একার্থবোধক। অতএব ভাষ্যোক্ত "প্রায়াপত্তি" এবং "অবয়ব প্রায়" শব্দে "প্রাচুর্য্যপ্রাপ্তি" এবং "অবয়ব-বহুল" অর্থ করা যায়। অবয়ব শব্দে যদিও সাধারণতঃ শরীরের একটি অঙ্গ বুঝায়, তথাপি সমস্ত শরীর বুঝাইতেও কখন কখন অবয়ব শব্দের ব্যবহার হইতে পারে।

অতএব অবয়ব শব্দের প্রাচুর্য্য অর্থও করা যাইতে পারে বলিয়া স্বীকার করা গেল। কিন্তু সূত্রে শ্রুতির উল্লিখিত বাক্যগুলিরই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, ইহাই স্বাভাবিক অনুমান ; শ্রুতিতে কিন্তু "অবয়ব" শব্দ নাই, এবং সূত্রেও অবয়ব শব্দ নাই। শ্রুতিতে "পুচ্ছ" শব্দমাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। পুচ্ছ শরীরের একটি অবয়ব সন্দেহ নাই ; কিন্তু পুচ্ছ ভিন্ন শরীরের হস্তপদাদি আরও অবয়বসকল আছে ; অবয়ব বলিতেই পুচ্ছ বুঝায় না, এবং পুচ্ছ শব্দের অর্থ অবয়ব নহে। সুতরাং অবয়ব শব্দের প্রাচুর্য্যার্থেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে ইহা স্বীকার করা গেলেও, পুচ্ছ শব্দের যে প্রাচুর্য্যার্থ করিতে হইবে, তাহার কোন হেতুই নাই। পুচ্ছ শব্দের যখন প্রাচুর্য্যার্থ হইতেই পারে না, তখন অবয়ব শব্দের প্রাচুর্য্যার্থে ব্যবহার কোন কোন বাক্যে থাকিলেও, শ্রুতির "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" বাক্যের অর্থ, অন্নময়াদি সম্বন্ধীয় বাক্যাবসানে যে "পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" শব্দগুলি আছে, তাহার অনুরূপ অর্থ অবশ্যই করিতে হইবে ; অন্য অর্থ করিবার স্থল এখানে নাই ; কারণ পুচ্ছ শব্দের অন্য অর্থ হয় না ; অতএব "পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" শব্দের অর্থ পুচ্ছদেশ, যাহার উপর জীব উপবেশন করে। অপর দিকে আনন্দময় বাক্যে ময়ট্ প্রত্যয়ের অর্থ অন্নময়াদির ন্যায় বিকারার্থ না করিবার যথেষ্টই কারণ রহিয়াছে। অন্নময় হইতে আরম্ভ করিয়া বিজ্ঞানময় পর্য্যন্ত প্রত্যেক স্থলে শ্রুতি বলিয়াছেন যে, প্রত্যেকটির অন্তরে অপর একটি আত্মা আছেন ; যথা অন্নময়ের অন্তরে প্রাণময়, প্রাণময়ের অন্তরে মনোময়, মনোময়ের অন্তরে বিজ্ঞানময়, বিজ্ঞানময়ের অন্তরে আনন্দময়। কিন্তু আনন্দময়ের অন্তরে আর কিছু নাই ; আনন্দময়েতেই উপদেশ শেষ হইয়াছে। সুতরাং আনন্দময় স্থলে ময়টের অর্থ বিভিন্ন করিতেই হইবে ; কারণ আনন্দময় তদন্তরস্থ অপর কিছুর বিকার নহে ; আনন্দময়ই শেষ পদার্থ। অতএব যখন ময়টের প্রাচুর্য্যার্থও প্রসিদ্ধই

আছে, এবং ঐ অর্থ করিলে পূর্ব্বাপর সমস্ত শ্রুতির সামঞ্জস্য হয়, তখন তাহাই করা সঙ্গত ; এবং সূত্রের উল্লিখিত শব্দগুলির অবলম্বনে সূত্রার্থ করিতে হইলে ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, আনন্দময় সম্বন্ধেই এই সূত্র রচিত হইয়াছে। কাল্পনিক "অবয়ব" শব্দ সম্বন্ধে নহে।

আর আপত্তি করা হইয়াছে যে, ১৩শ সূত্রে "অভ্যাসাৎ" (পুনঃ পুনরুক্তত্বাৎ) শব্দে পুনঃ পুনঃ উক্তির উল্লেখ আছে ; কিন্তু বস্তুতঃ "আনন্দময়" শব্দের পুনঃ পুনঃ উক্তি নাই ; আনন্দ শব্দেরই পুনঃ পুনঃ উক্তি আছে। কিন্তু যদি আনন্দময় শব্দের প্রচুর (অপরিসীম) আনন্দই অর্থ হয়, তবে "আনন্দ" শব্দের পুনঃ পুনঃ উক্তির দ্বারাই কি আনন্দময়েরও উক্তি হয় নাই ? আনন্দময় ত আনন্দ ভিন্ন কিছুই নহে ?

বস্তুতঃ "আনন্দময়" শব্দেরই পুনরুক্তি যে নাই, তাহাও নহে। আনন্দ-ময়ের স্বরূপ বর্ণনা ৫ম অনুবাকে আছে ; ৬ষ্ঠ অনুবাকে ব্রহ্মই যে জগৎরূপে আপনাকে প্রকাশ করিলেন, তাহা বর্ণনা করিয়া, ৭ম অনুবাকে বলা হইয়াছে, তিনি "রস" (আনন্দ)-স্বরূপ, ইহাকে প্রাপ্ত হইলেই জীব অভয় হয়, এবং অচ্যুত আনন্দ লাভ করে। অতঃপর অষ্টম অনুবাকে ব্রহ্মানন্দ যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহা বর্ণনা করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন যে, জ্ঞানী পুরুষ দেহত্যাগান্তে এই লোক হইতে গত হইয়া অন্নময় আত্মাকে প্রথমে অবলম্বন করেন, তৎপরে প্রাণময় আত্মাতে, তৎপরে মনোময় আত্মাতে, তৎপরে বিজ্ঞানময় আত্মাতে, এবং সর্ব্বশেষে 'আনন্দময়' আত্মাতে প্রবেশ করেন ("আনন্দময়াত্মানমুপসংক্রামতি") এবং তৎপরে বলিতেছেন যে, তৎসম্বন্ধে এই শ্লোক আছে যে, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি" ; অতএব "আনন্দময়" শব্দেরই পুনরুক্তি ত এই স্থানে আছেই ; অধিকন্তু

আনন্দময়ই যে জ্ঞানী পুরুষের শেষ গন্তব্য, তাহাও স্পষ্টরূপেই উল্লিখিত হইয়া, উহাই যে অভয়পদ (মোক্ষ) তাহাও বর্ণিত হইয়াছে।

পরন্তু ভাষ্যে ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, আনন্দময়কে প্রাপ্ত হইলেই তৎপুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠারূপী ব্রহ্মকেও প্রাপ্ত হওয়া যায়; ইহাই ঐ শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কেবল আনন্দময়ের প্রাপ্তি এতদ্দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

পরন্তু এই উত্তর অতিশয় অযৌক্তিক। ভাষ্যকারের মতে "আনন্দময়" বিকারী জীব; ব্রহ্ম একান্ত নির্গুণ বলিয়া "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা ভাষ্যে স্থির করা হইয়াছে; কিন্তু আনন্দময়ের প্রিয়শিরস্ত্বাদি অবয়ব বর্ণিত হওয়ায় ঐ আনন্দময় সগুণ; সুতরাং তিনি ব্রহ্ম হইতে পারেন না; ব্রহ্ম ইহার আশ্রয়স্থানীয় বলিয়া তাঁহাকে "পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" শব্দের দ্বারা বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাই ভাষ্যকারের মত। এই সকল বাক্যের সারবত্তা কতদূর, তাহা পরে বিচার করা যাইবে। কিন্তু আপাততঃ স্বীকার করিয়া লওয়া গেল যে, আনন্দময়-আত্মা জীব-বোধক; তাঁহার "প্রতিষ্ঠা" অর্থাৎ আশ্রয়স্থান একান্ত নির্গুণ ব্রহ্ম। এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, আনন্দময় আত্মা যখন এই মতে ব্রহ্ম নহেন,—বিকারী জীব, তখন এই আনন্দময়কে প্রাপ্ত হইলেই ব্রহ্ম-প্রাপ্তিরূপ ফল কিরূপে নিশ্চিত হইতে পারে? ব্রহ্ম ত আনন্দময় হইতে বিভিন্ন পদার্থ ও একান্ত নির্গুণ স্বভাব; সবিকার সাবয়ব জীবকে প্রাপ্ত হইলেই নির্ব্বিকার ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, ইহা ত সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ এবং তদনুকূলে শ্রুতি-প্রমাণও ত কিছু নাই; এবং ভাষ্যেও এমন কোন প্রমাণ উল্লিখিত হয় নাই। তবে কিরূপে ইহা বলা যাইতে পারে যে, আনন্দময়কে লাভ করিলেই ব্রহ্মকে পাওয়া যায় এবং এই নিমিত্তই শ্রুতি আনন্দময়কে লক্ষ্য করিয়া তদতিরিক্ত ব্রহ্মকেই স্তুতি করিয়াছেন? অতএব এই যুক্তিকে অসার বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। শ্রুতি যখন আনন্দময়ের প্রাপ্তিই জ্ঞানীর শেষ

ফল মোক্ষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তখন ঐ আনন্দময় ব্রহ্ম ভিন্ন বিকারী জীব হইতে পারেন না। তিনি জীব হইলে, ঐ জীব ত তাঁহাকে প্রাপ্ত আছেনই, তৎসম্বন্ধে প্রাপ্তির কথা একদা অপ্রযোজ্য হয়।

ভাষ্যে আরও বলা হইয়াছে যে, আনন্দময় শব্দের ময়টের প্রচুর অর্থ করিলেও তদ্দ্বারা ব্রহ্ম বোধগম্য হয়েন না; কারণ আনন্দ প্রচুর বলিলে, আনন্দের আধিক্য মাত্র থাকা বুঝাইবে; তৎসঙ্গে কিঞ্চিৎ দুঃখ থাকাও প্রচুর শব্দের দ্বারা বাধিত হয় না। কিন্তু ব্রহ্মে যে অল্পমাত্রও দুঃখ থাকিতে পারে না, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। অতএব ময়টের প্রচুরার্থ করিলেও আনন্দময়ের ব্রহ্মত্ব অবধারিত হয় না।

পরন্তু আনন্দ-প্রচুর বলিলে বাস্তবিক দুঃখাভাবই বুঝায়; প্রচুর অর্থাৎ যত আনন্দ চাও, ততই আছে,—অভাব নাই। যেমন অন্নময় যজ্ঞ বলিলে, যত অন্ন চাও, ততই ঐ যজ্ঞে আছে,—অন্নের কোন অভাব নাই বুঝা যায়, তদ্রূপ আনন্দময় স্থলেও যত আনন্দ চাই, ততই তাহাতে আছে—আনন্দের অভাব নাই, ইহাই বোধগম্য হয়। ছান্দোগ্যে ভূমা শ্রুতিতেও বলিয়াছেন—"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্" (অর্থাৎ যাহা ভূমা সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ, অনন্ত, তাহাই সুখ—আনন্দ; অল্পে সুখ নাই; ভূমাই সুখ,—যাহা কিছু সীমাবদ্ধ, পরিচ্ছিন্ন, সুতরাং অল্প, তাহাতে সুখ নাই; ভূমাই সুখ)। ব্রহ্ম স্বয়ং অনন্ত হওয়ায়, তাঁহার আনন্দও অনন্ত না হইলে, ঐ আনন্দকে প্রচুর বলা যাইতে পারে না। আনন্দ যতই অধিক হউক, অনন্তের সহিত তুলনায় তাহা সমুদ্রে বিন্দুবৎ,—সুতরাং অল্প;—প্রচুর নহে। ভূমা (বৃহৎ) ও প্রচুর শব্দ একার্থবাচীই বলিতে হইবে। অতএব ভূমাতে যেমন ক্ষুদ্রত্বের অস্তিত্বের আশঙ্কা নাই, তদ্রূপ এইস্থলে প্রচুরেও অল্পত্বের আশঙ্কা নাই। সুতরাং ভাষ্যোক্ত এই আপত্তিও অকিঞ্চিৎকর। পরবর্ত্তী ৩য় অধ্যায়ের ৩য়

পাদের ১১শ ও ১৩শ সূত্রের ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর স্বয়ংও আনন্দকে ব্রহ্মেরই নিজ স্বরূপগত গুণ বলিয়া ঐ সূত্রের অর্থ বিচারে বর্ণনা করিয়াছেন।

ভাষ্যোক্ত এই সকল আপত্তি অতি পারিভাষিক; অন্য একটি আপত্তি, যাহা ভাষ্যকারের মূল আপত্তি, তাহার পোষকে মাত্র এই সকল আপত্তি উক্ত হইয়াছে। মূল আপত্তিটি এই যে:—

"নানন্দময়স্য ব্রহ্মত্বম্; যত আনন্দময়ঃ প্রকৃত্য শ্রূয়তে, 'তস্য প্রিয়মেব শিরো, মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ, প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ, আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি। আনন্দময়স্য ব্রহ্মত্বে প্রিয়াদ্যবয়বত্বেন সবিশেষব্রহ্মাভ্যুপগন্তব্যং, নির্ব্বিশেষন্তু ব্রহ্ম বাক্যশেষে শ্রূয়তে, বাঙ্মনসয়োরগোচরত্বাভিধানাৎ। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি।" অর্থাৎ আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে পারে না; কারণ আনন্দময়ের বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন "প্রিয় ইঁহার শির, মোদ ইঁহার দক্ষিণ পক্ষ (পাখা), প্রমোদ ইঁহার বাম পক্ষ, আনন্দ ইঁহার আত্মা, ব্রহ্ম ইঁহার পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা।" যদি আনন্দময়কেই ব্রহ্ম বল, তবে তাঁহার প্রিয় প্রভৃতি অবয়ব থাকাতে ব্রহ্ম সবিশেষ—সগুণ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবেন। কিন্তু ব্রহ্ম যে নির্ব্বিশেষ, তাঁহার কোন বিশেষণ নাই, তাহা বাক্যশেষে শ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছেন; কারণ, তথন তাঁহাকে বাক্য ও মনের অগোচর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা "যাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে না পারিয়া মনের সহিত বাক্য নিবর্ত্তিত হয়। ব্রহ্মের আনন্দকে জ্ঞাত হইলে আর কিছু হইতে ভয় থাকে না।"

এই আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রিয়শিরস্বাদি বর্ণনার দ্বারা ব্রহ্মের সগুণত্ব উক্ত হইয়াছে সত্য; কিন্তু এইরূপ সগুণ সর্ব্বশক্তিমান্‌রূপেই ব্রহ্ম সূত্রকার কর্ত্তৃক এই পর্য্যন্ত অবধারিত হইয়াছেন। প্রথমতঃ "জন্মাদ্যস্য

যতঃ” ব্রহ্ম নির্ণায়ক এই প্রথম সূত্রেই ব্রহ্ম যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্, জগতের **উপাদান ও নিমিত্ত কারণ**, তাহা বেদব্যাস বর্ণনা করিয়া, তৎপরবর্ত্তী ৩য় সূত্রে “শাস্ত্রযোনিত্বাৎ” সূত্রে) বলিয়াছেন যে, শাস্ত্রই ইহার প্রমাণ, এবং তৎপরবর্ত্তী ৪র্থ সূত্রে (“তত্তু সমন্বয়াৎ” সূত্রে) আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, এইরূপ ব্রহ্মে সমস্ত শাস্ত্রবাক্য সমন্বিত হয়। ভাষ্যকারও ঐ ৪র্থ সূত্রের ব্যাখ্যায় এই রূপই বলিয়াছেন, যথা :—“তদ্ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়কারণং বেদান্তশাস্ত্রাদবগম্যতে। কুতঃ? সমন্বয়াৎ সর্ব্বেষু বেদান্তেষু বাক্যানি তাৎপর্য্যেণ তস্যার্থস্য প্রতিপাদকত্বেন সমনুগতানি।” ইহাই যদি সত্য হয়, তবে এই আনন্দময় সম্বন্ধীয় শ্রুতিও যে ব্রহ্মকে সবিশেষ (বিশেষণ যুক্ত, সগুণ) বলিয়া বর্ণনা করিবেন, তাহাতে বিরোধ কি হইতে পারে? “তস্যৈষ এব শরীর আত্মা, যঃ পূর্ব্বস্য” এই শেষ বাক্যে সবিশেষত্ব আরও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। কিন্তু “যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” এই শেষ বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার বলিতেছেন, ইহার দ্বারা ব্রহ্মের একান্ত নির্গুণত্ব প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু এই বাক্যটি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ৮ম অনুবাকোক্ত “আনন্দময়” সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে : জ্ঞানী পুরুষ সর্ব্বশেষ আনন্দময়কে প্রাপ্ত হয়েন এই কথা বলিয়া, ঠিক তাহার পরেই শ্রুতি “যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে” ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং এই শেষ বাক্যের সহিত ব্রহ্মের আনন্দময়ত্বের যে বিরোধ নাই, ইহাই এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। বস্তুতঃ এই বাক্যের এই মাত্রই অর্থ যে, ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অগোচর,—তিনি ইহাদের অতীত। অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় ত বিজ্ঞানময় পর্য্যন্তই শেষ প্রাপ্ত হয়েন ; সুতরাং বিজ্ঞানময়েই বাক্য ও মনের সম্যক্ লয় হইয়া যায় ; তদতীত আনন্দময়কে যে বাক্য ও মন প্রাপ্ত হয় না, ইহা ত স্বাভাবিকই। ইহা ত শ্রুতি পূর্ব্ব বাক্যেই প্রদর্শন

করিয়াছেন। তবে এই শেষ বাক্যে আনন্দময়কে মনের (সুতরাং বাক্যেরও) অগোচর বলিয়া বর্ণনা করাতে কিরূপে শেষ পদার্থের একান্ত নির্গুণত্ব প্রতিপন্ন হয়, ইহা বোধগম্য করা কঠিন। বস্তুতঃ শ্রুতি মনোময় আত্মার স্তুতির নিমিত্তও ঠিক এই শ্লোকটি ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু মনোময়কে একান্ত নির্গুণ বলিয়া ত কখন বলা যাইতে পারে না।* (১) বস্তুতঃ আনন্দময়ের শরীরাবয়ব রূপে যে প্রিয়, মোদ, প্রমোদ, ও আনন্দ শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, তৎসমস্ত কোন প্রকার দর্শন যোগ্য আকৃতির পরিচায়ক নহে; এই সমস্ত শব্দই এক আনন্দের পর্য্যায়বাচী; ব্রহ্মস্বরূপ যে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়, তাহাই এতদ্দ্বারা বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে; যত প্রকারের উৎকৃষ্টতম আনন্দ হইতে পারে, তৎসমস্তই তাঁহার স্বরূপে বর্ত্তমান আছে; তাঁহার স্বরূপের সর্ব্বাংশই আনন্দ,—আনন্দই তাঁহার আত্মা; এবং তাঁহার স্বরূপগত আনন্দই সমস্ত আনন্দের মূল। অন্নময়াদি বিজ্ঞানময় পর্য্যন্ত সমস্তই এই আনন্দেরই অভিব্যক্তি; এই আনন্দই জগতের মূল উপাদান কারণ। তৈত্তিরীয় উপনিষদের পরবর্ত্তী ৩য় বল্লীতে খুব স্পষ্টরূপেই উক্ত হইয়াছে যে, অন্ন প্রাণ মন বিজ্ঞান এতৎসমস্ত ক্রমশঃ আনন্দ হইতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া, ভৃগু ধ্যানযোগাবলম্বনে অবশেষে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। শ্রুতি তথায় বলিয়াছিলেন যে, ভৃগু অবশেষে "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" (জানিয়াছিলেন আনন্দই ব্রহ্ম, আনন্দ হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়)। ভাষ্যকারও বলিয়াছেন,

* (১) মনোময় সম্বন্ধে কেন ঐ বাক্য উক্ত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে বিচার এই স্থলে অপ্রাসঙ্গিক; অতএব এইস্থলে তদ্বিষয়ক বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া গেল না। এই স্থলে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মনোময় আত্মার সম্বন্ধে যে বাক্য মনের অগোচরত্ব ও অভয়ত্বলাভ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আপেক্ষিক অগোচরত্ব ও অভয়ত্ব। যথা—ভূমাবিদ্যা-বিচারে বর্ণিত প্রাণোপাসকের অতিবাদিত্ব আপেক্ষিক অতিবাদিত্ব, এই স্থলেও তদ্রূপ।

ব্রহ্ম বুঝাইতে বহুস্থানে শ্রুতি "আনন্দ" শব্দের আবৃত্তি করিয়াছেন (যদিও "আনন্দময়" শব্দের এই অর্থে আবৃত্তি তিনি স্বীকার করেন না)। যাহা হউক আনন্দ যদি ব্রহ্মের স্বরূপান্তর্গত হয়, তবে এই আনন্দকে তাঁহার শরীর স্থানীয় বলিয়া অন্নময়াদি বাক্যের প্রবাহে বর্ণনা করিয়া নানা নামে ঐ আনন্দকেই ঐ কল্পিত শরীরের অবয়ব রূপে বর্ণনা করাতে ঐ স্বরূপে কোন প্রকার পরিচ্ছিন্নত্ব ও ইন্দ্রিয়গম্যত্ব দোষেরই আশঙ্কা হইতে পারে না। প্রিয় শিরস্থাদি বর্ণনা যে কাল্পনিক এবং কেবল ধ্যানের সুবিধার নিমিত্ত ব্রহ্মের সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে তাহা ৩য় অঃ ৩য় পাদের ১৫শ, ১৬শ, ১৭শ সূত্র প্রভৃতিতেও সূত্রকার স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব ভাষ্যোক্ত এই আপত্তিও একান্ত অমূলক।

ভাষ্যকারের এই আপত্তির পোষকতার জন্য আর একটী যুক্তি দেওয়া হইয়াছে যে, মন্ত্রভাগে শ্রুতি ব্রহ্মকে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং ইনি যে শেষ বস্তু, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। আনন্দময় প্রকরণে আনন্দময়ের শরীর বর্ণনা করিতে গিয়া "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" বাক্যে যে ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা অবশ্য পূর্ব্বমন্ত্রোক্ত শেষ পদার্থ ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই ব্রহ্মকে আনন্দময়ের পুচ্ছরূপ অবয়ব মাত্র (অতএব অপ্রধান) বলা কখন ঐ বাক্যের মুখ্যার্থে সঙ্গত হইতে পারে না; আর "প্রতিষ্ঠা" শব্দও আশ্রয়স্থান-বোধক; অতএব ঐ বাক্যোক্ত ব্রহ্ম আনন্দময় হইতে অতীত, তদাশ্রয়রূপী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

পরন্তু এই আপত্তিও অমূলক। আনন্দময় প্রকরণে যেমন "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" বাক্য আছে, তদ্রূপ অন্নময়াদি বিজ্ঞানময় পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই অবয়ব বর্ণনস্থলে "পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" শব্দ সকল আছে। অন্নময় স্থলে একেবারে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া পুচ্ছকে দেখাইয়া—"ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" শব্দ-

গুলি উচ্চারিত হইয়াছে ; সেই স্থলে প্রতিষ্ঠা শব্দ অপর পদার্থবোধক নহে। পক্ষিদেহ পুচ্ছের (মনুষ্যদেহও পদরূপ পুচ্ছের) উপরেই অবস্থান করে ; এই নিমিত্ত পুচ্ছই দেহের প্রতিষ্ঠা স্থান বলিয়া প্রতিষ্ঠা শব্দের দ্বারা ইহাকে বিশেষিত করা হইয়াছে ; কিন্তু ঐ পুচ্ছ দেহের অন্তর্গতই,—তদতীত নহে। প্রাণময়াদি স্থলেও ঠিক এইরূপ। এই বাক্যপ্রবাহে আনন্দময়েরও শরীর কল্পনা করিয়া, তাঁহারও সম্বন্ধে "পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" কল্পনা করা হইয়াছে ; এতদ্দ্বারা ঐ পুচ্ছ প্রতিষ্ঠাস্থানীয় ব্রহ্ম আনন্দময়াতীত পদার্থ হয়েন না। আর আনন্দময়ও যখন ব্রহ্মই, তখন তাঁহার একাবয়ব বর্ণনা করিতে ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহার করাতে ব্রহ্মের অপ্রাধান্য কখন উক্ত হয় না, আনন্দময়ের অপরাপর অবয়ব বর্ণনা করিতেও আনন্দ অথবা আনন্দের পর্য্যায়বাচী অপর শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহাতে আনন্দকে অপ্রধান করা হয় না ; পুচ্ছ বর্ণনাতে ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহার করাতেও তদ্রূপ ব্রহ্মকে অপ্রধান করা হয় না ; পুচ্ছ অঙ্গ হইলেও অপরাপর অঙ্গের আশ্রয় বলাতে ইহাকে প্রধান অঙ্গই বলা হইল। আর "প্রতিষ্ঠা" শব্দের দ্বারাও সগুণ পদার্থই বুঝায় ; যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, সেই বস্তুর আধেয় বস্তুকে ধারণ করিবার সামর্থ্য অবশ্য আছে ; আধেয় বস্তুর আধাররূপে স্থিত হইবার যোগ্যতা ঐ আধারের না থাকিলে, কিরূপে আধেয়কে ধারণ করিবেন ? অতএব এই প্রতিষ্ঠা শব্দের দ্বারাও ব্রহ্মের একান্ত নির্গুণতা প্রতিপন্ন হয় না।

তবে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, অপরাপর অবয়ব বর্ণনায় আনন্দবাচক শব্দ ব্যবহার করিয়া, পুচ্ছ বর্ণনা স্থলে "ব্রহ্ম" শব্দ ব্যবহার করিবার কি বিশেষ উদ্দেশ্য হইতে পারে ? এই স্থলেও আনন্দবাচী কোন শব্দের প্রয়োগ হয় নাই কেন ? তাহার উত্তর এই যে, আনন্দের আনন্দরূপে যে স্থিতি, তাহা জ্ঞানের সাপেক্ষ ; আনন্দের বোদ্ধা না থাকিলে, সেই আনন্দ, আনন্দ বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে না। চিনি মিষ্ট, কিন্তু স্বয়ং অচেতন হওয়ায়

সেই মিষ্টত্ব চিনির সম্বন্ধে নাই-ই ব'লতে হয়। মনুষ্য সেই মিষ্টত্ব অনুভব করে, এই নিমিত্ত চিনির যে মিষ্টতা, তাহা ঐ অনুভবেরই গম্য; অনুভব না থাকিলে তাহাও নাস্তি-সদৃশ। অতএব ব্রহ্মের যে আনন্দরূপতা, তাহা তাঁহার জ্ঞানরূপতাকে অপেক্ষা করিয়া স্থিত হয়। ব্রহ্ম চিদানন্দরূপ,—কেবল আনন্দরূপ নহেন। মন্ত্রে ব্রহ্মকে প্রথমজ্ঞানস্বরূপ (চিন্ময়—ঈক্ষিতা) ও অনন্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; ব্রাহ্মণভাগে বিস্তার ক্রমে তাঁহার জ্ঞানের বিষয়রূপে তাঁহার নিজস্বরূপস্থ অনন্ত আনন্দের বিদ্যমানতা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অনন্ত জগতের উপাদানভূত আনন্দের অনন্তত্ব দ্বারাই মন্ত্রোক্ত অনন্তত্বের সার্থকতা হয়; মন্ত্রোক্ত অনন্ত পদেরই ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণভাগে "আনন্দময়" শব্দের দ্বারা করা হইয়াছে; এবং জ্ঞান (চিদ্রূপতা), যাহার নিমিত্ত তাঁহার স্বরূপস্থ অনন্ত আনন্দ, আনন্দরূপে উপপন্ন হয়, তাহাই প্রতিষ্ঠাস্থান—পুচ্ছ বলিয়া,—শ্রুতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব এইরূপ বর্ণনা সার্থক বলিয়াই উপপন্ন হয়। এবং আনন্দময়ের পুচ্ছের নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, ঐ আনন্দময় হইতে অভিন্ন জ্ঞানময় ব্রহ্মের উল্লেখ দ্বারা, কোন প্রকারে সেই ব্রহ্মকে খাটো করা হয় নাই। ব্রহ্ম কেবল আনন্দাত্মক নহেন—তিনি চিদানন্দরূপ, এবং তাঁহার স্বরূপস্থ আনন্দ চিতের উপর প্রতিষ্ঠিত; ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য।

প্রথম সূত্রে যে ব্রহ্মস্বরূপ-বিষয়ক জিজ্ঞাসা উক্ত হইয়াছে, সেই জিজ্ঞাসার উত্তর ২য় হইতে আরম্ভ করিয়া ২০শ সূত্র পর্য্যন্ত ভগবান্ সূত্রকার প্রদান করিলেন। দ্বিতীয় সূত্রে এই অনন্ত জগতের সৃষ্টি স্থিতি-লয়ের একমাত্র কারণরূপে ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—এতদ্দ্বারা ব্রহ্ম যে অদ্বৈত সর্ব্বশক্তিমান্ সদ্বস্তু, তাহা অবধারিত হইয়াছে। ৩য় ও ৪র্থ সূত্রে শাস্ত্রই যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ, তাহা অবধারিত হইয়াছে। ৫ম হইতে ১২শ সূত্র পর্য্যন্ত ব্রহ্মকে "ঈক্ষিতা" (দ্রষ্টা, জ্ঞাতা, অনুভব-কর্ত্তা)

রূপে বর্ণনা করিয়া, ভগবান্ সূত্রকার ব্রহ্মের চিদ্রূপতার নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এবং ১৩শ হইতে আরম্ভ করিয়া ২০শ সূত্র পর্যান্ত ব্রহ্মের আনন্দ-ময়ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব এই সকল সূত্রোক্ত উপদেশ সকলের মিলিত ফল এই যে, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপ, তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ এক অদ্বৈত পদার্থ; অনন্তরূপী জগৎ তাঁহারই ঈক্ষণশক্তিমূলে তাঁহার স্বরূপস্থ আনন্দ-রূপ উপাদান হইতে প্রকাশিত হইয়াছে; তাঁহার স্বরূপস্থ আনন্দকে অনন্তরূপে অনুভব করিবার জন্য তাঁহার চিৎশক্তির (ঈক্ষণশক্তির) যেন অনন্ত চিৎকণরূপ শাখা বিস্তার করিয়া তিনি ঐ আনন্দকে অনন্ত প্রকারে আস্বাদন করেন। এই সকল চিৎকণাই জীব নামে আখ্যাত। অতএব ব্রহ্ম অরূপী হইয়াও সর্ব্বরূপী; ইতিহাস পুরাণাদিতে বেদব্যাস বেদান্তের সংক্ষিপ্ত উপদেশ সকল বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন; তাহাতে ব্রহ্মের এবংবিধ রূপই সর্ব্বত্র বর্ণিত হইয়াছে। যথা বিষ্ণু পুরাণ, যাহার প্রামাণিকত্ব সম্বন্ধে কোন মত ভেদ নাই, তাহাতে ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া গ্রন্থকার এইরূপ উক্তি করিয়াছেন, যথা :—

বিষ্ণুপুরাণ অষ্টমাংশ, ৭ম অধ্যায়।

আশ্রয়শ্চেতসো ব্রহ্ম, দ্বিধা তচ্চ স্বভাবতঃ।
ভূপ! মূর্ত্তামূর্ত্তঞ্চ পরঞ্চাপরমেব চ॥ ৪৭

* * * *

অমূর্ত্তং ব্রহ্মণো রূপং যৎ সদিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতা নৃপ! যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ৬৯
তদ্বিশ্বরূপরূপং বৈ রূপমন্যদ্ধরের্মহৎ।
সমস্তশক্তিরূপাণি তৎ করোতি জনেশ্বর॥ ৭০

উক্ত ৪৭শ সংখ্যক শ্লোকে পুরাণকর্ত্তা বলিলেন যে, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত এই

দ্বিবিধরূপ ব্রহ্মের আছে ; ঐ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন :—
"মূর্ত্তং মূর্ত্তিমৎ অমূর্ত্তং তদ্রহিতম্। তৎ পুনঃ প্রত্যেকং পরঞ্চাপরঞ্চেতি দ্বিধা ; তত্র পরমমূর্ত্তং নির্গুণং ব্রহ্ম ; অপরঞ্চামূর্ত্তং ষড়্গুণৈশ্বররূপম্॥" অর্থাৎ ৪৭শ সংখ্যক শ্লোকে বলা হইল যে, ব্রহ্মের মূর্ত্ত (মূর্ত্তিমান্) এবং অমূর্ত্ত (রূপবিহীন) যে দুই স্বরূপ আছে ; তাহার প্রত্যেকটি "পর" ও "অপর" ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে "পর অমূর্ত্ত" রূপ "নির্গুণ ব্রহ্ম" শব্দবাচ্য ; "অপর অমূর্ত্ত" রূপই ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত "ঈশ্বর" রূপ।

এই "নির্গুণ ব্রহ্মকেই" ৬৯তম সংখ্যক শ্লোকে "সৎ"-শব্দবাচ্য পর অমর্ত্তরূপ বলিয়া প্রথমে নির্দ্দেশ করিয়া, তাঁহাতে যে সর্ব্বশক্তিমত্তা নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা পুরাণকর্ত্তা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিলেন। এই সর্ব্ব-শক্তিমদ্ভাবেই তাঁহার ঈশ্বর সংজ্ঞা হয়, ইহাই তাঁহার অপর অমূর্ত্ত ভাব এবং ৭০তম সংখ্যক শ্লোকে বলিলেন যে, মহৎ বিশ্বরূপ তাঁহার অন্তর অর্থাৎ পরমূর্ত্তরূপ ; এই রূপ হইতেই সমস্ত ব্যষ্টিশক্তিময় পৃথক্ পৃথক্ রূপসকল প্রকাশিত হয়, (যাহা তাঁহার "অপর মূর্ত্ত"রূপ)। এই চতুর্ব্বিধভাবে (১) অনন্ত ব্যষ্টিরূপ (২) বিরাট্রূপ (এই উভয় মূর্ত্ত), এবং (৩) অমূর্ত্ত ঈশ্বররূপ ও (৪) অমূর্ত্ত সদ্রূপে ব্রহ্ম পূর্ণ। একান্ত নির্গুণ রূপই যে তাঁহার একমাত্র রূপ, তাহা নহে, তিনি যুগপৎ চতুর্ব্বিধ রূপবিশিষ্ট।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে শ্রুতি স্বয়ংও স্পষ্টরূপেই ব্রহ্মের যুগপৎ চতুর্ব্বিধত্ব অন্য ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন ; যথা :—

উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম

তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাঽক্ষরঞ্চ। ইঃ। ১ম অঃ ৭ম শ্লো॥

অর্থাৎ এই ব্রহ্মকেই বেদ পরম বস্তু বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন ; তাঁহাতে ত্রিবিধত্ব (ঈশ্বরত্ব, জীবত্ব, জগদ্রূপত্ব) নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছে ; এবং তিনি অক্ষর (অবিকৃত সন্মাত্র)ও বটেন। ইত্যাদি॥

স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যও এই পাদের পূর্ব্ব ব্যাখ্যাত ১১শ সূত্রের ব্যাখ্যা শেষ করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন :—দ্বিরূপং হি ব্রহ্মাবগম্যতে; নামরূপবিকার-ভেদোপাধিবিশিষ্টং তদ্বিপরীতঞ্চ সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিতম্। "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ", "সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিন্ত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে", "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্…ইতি চৈবং সহস্রশো বিদ্যাবিদ্যাবিষয়ভেদেন ব্রহ্মণো দ্বিরূপতাং দর্শয়ন্তি বাক্যানি। ইহার অনুবাদ ভূমিকায় করা হইয়াছে। এই স্থলে ভাষ্যকার স্বীকার করিলেন যে, শ্রুতি ব্রহ্মকে দ্বিরূপ বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন; পরন্তু তৎসম্বন্ধে তিনি নিজের সিদ্ধান্ত এইরূপ জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, এই দ্বিরূপতার উপদেশ বিদ্যা এবং অবিদ্যাভেদে প্রদত্ত হইয়াছে। পরন্তু তাঁহার উদ্ধৃত শ্রুতিসকল স্বয়ং এই বিষয়ে কিছু বলেন নাই; পক্ষান্তরে ব্রহ্মকে উপদেশ করিতে গিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়।" "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত।" "সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিন্ত্য ‥ যদাস্তে" ইত্যাদি। এই সকল এবং অন্যান্য বহুতর বাক্য যে জীবের অবিদ্যাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি মিথ্যা কল্পে উপদেশ করিয়াছেন, তাহা মনে করিবার ত কোন সঙ্গত কারণই কল্পনা করা যায় না। ভগবান্ বেদব্যাস এই সকল শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব সর্ব্বজ্ঞত্বপ্রভৃতি থাকা সর্ব্বত্র বেদান্তদর্শনে অবধারণ করিয়াছেন; এবং বেদান্তের দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্ব নিবন্ধন তাহার ব্যাখ্যাস্বরূপ যে ইতিহাস পুরাণ-প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন, তাহাতেও শ্রুতির অনুরূপ ব্রহ্মকে সগুণ নির্গুণ সর্ব্বরূপী অথচ অরূপী বলিয়া সর্ব্বত্র বর্ণনা করিয়াছেন। এই দৃষ্টতঃ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় একাধারে থাকিতে পারে না বলিয়া ভাষ্যকার পরবর্ত্তী তৃতীয় অধ্যায়ের ২য় পাদের ১১শ সূত্রের ভাষ্যে যে তর্ক উত্থাপন করিয়া সগুণত্ব স্থাপক শ্রুতি সকলকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, সেই তর্ক যে সমীচীন নহে,

তাহা উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যানে প্রদর্শন করা হইয়াছে। পরন্তু কিছুতেই ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না যে, ভগবান্ বেদব্যাস, যিনি বর্ত্তমান আকারে শ্রুতিসকল বিভাগক্রমে প্রকাশিত করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং উভয়বিধ শ্রুতি গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মের স্বরূপতঃ দ্বিরূপতাই সমস্ত শাস্ত্রে প্রকাশিত করিয়াছেন, এবং অনুমানও যে এই সিদ্ধান্তেরই অনুকূল, তাহাও প্রদর্শন করিতে তিনি ত্রুটি করেন নাই। এবং শ্রুতিই যখন ব্রহ্মস্বরূপ অবধারণ বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ বলিয়া সকল ভাষ্যকারেরই স্বীকৃত, তখন কেবল অপ্রতিষ্ঠ তর্কমূলে অসংখ্য শ্রুতি অগ্রাহ্য করিয়া শ্রুতিবিরুদ্ধ মত কখনই অবলম্বন করা যাইতে পারে না। জগৎকে যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ, তাহাই অবিদ্যা; জগৎকে ব্রহ্মরূপে যে বোধ, তাহা অবিদ্যা নহে; ইহা এই গ্রন্থের ভূমিকায় প্রমাণসহ বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

অতএব ইহাই সৎ সিদ্ধান্ত যে, ব্রহ্মের একান্ত নির্গুণত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব বেদান্তের অভিপ্রেত নহে। তিনি জগদ্রূপী, জীবরূপী এবং গুণাতীত চিদানন্দময় সদ্রূপী। ভাষ্যকারের একান্ত নির্গুণত্ববাদ সর্ব্বশাস্ত্র ও যুক্তি বিরুদ্ধ।

ইতি ব্রহ্মণ আনন্দময়ত্বনিরূপণাধিকরণম্॥

এই ক্ষণে ছান্দোগ্যাদি উপনিষদে বিবৃত ব্রহ্মোপাসনাবিষয়ক বাক্যসকল অবলম্বন করিয়া সিদ্ধজীব প্রভৃতির জগৎকারণত্ববিষয়ক যে সকল আপত্তি হইতে পারে, তাহা ক্রমশঃ খণ্ডন করিতে, এবং নানা লিঙ্গাবলম্বনে এক ব্রহ্মেরই উপাসনা যে শ্রুতি নানাপ্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন, সূত্রকার তাহা প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। প্রথমতঃ উদ্‌গীথ-উপাসনাসম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদে নিম্নলিখিত বাক্যসকল দৃষ্ট হয়, যথা :—

"অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ।

"তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী, তস্যোদিতি নাম, স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিতঃ; উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ।"

"তস্যর্ক্ চ সাম চ গেষ্ণৌ, তস্মাদুদ্গীথস্তস্মাত্ত্বেবোদ্গাতৈতস্য হি গাতা, স এষ যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তেষাং চেষ্টে দেবকামানাং চেত্যধিদৈবতম্। (ছান্দোগ্য প্রথম প্রপাঠক ষষ্ঠখণ্ড)......

"চক্ষুরেবর্গাত্মা সাম, তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম, তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে। চক্ষুরেব সাত্মামস্তৎ সাম।......অথ য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে সৈব ঋক্ তৎ সাম তদুক্থং তদ্ যজুস্তদ্ ব্রহ্ম; তস্যৈতস্য তদেব রূপং যদমুষ্য রূপং, যাবমুষ্য গেষ্ণৌ তৌ গেষ্ণৌ, যন্নাম তন্নাম।" (ছান্দোগ্য প্রথম প্রপাঠক সপ্তমখণ্ড)

(ছান্দোগ্যশ্রুতি ব্রহ্মের উদ্গীথোপাসনা-বর্ণনা-প্রসঙ্গে প্রথম প্রপাঠকের ষষ্ঠখণ্ডের প্রারম্ভে পৃথিবী, অগ্নি, আকাশ, স্বর্গ, নক্ষত্র, চন্দ্রমা ও আদিত্যের যথাক্রমে ঋক-সামত্বরূপে উপাসনার ব্যবস্থা করিয়া পরে বলিতেছেন) :—

অস্যার্থ :—যে হিরণ্ময় (জ্যোতির্ম্ময়) পুরুষ আদিত্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে (সমাহিতচিত্ত নির্ম্মল উপাসককর্ত্তৃক) দৃষ্ট হয়েন, সেই হিরণ্ময় পুরুষের শ্মশ্রু হিরণ্ময়, কেশ হিরণ্ময়, তাঁহার নখ পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গই হিরণ্ময়।

তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ পুণ্ডরীকসদৃশ, (কপিপৃষ্ঠের নিম্নভাগ যাহা রক্তবর্ণ, যদুপরি কপি উপবেশন করে, এই অর্থে কপ্যাস, তদ্বৎ রক্তবর্ণ; অথবা রক্তবর্ণ কমলের ন্যায় রক্তবর্ণ) তাঁহার নাম "উৎ"। তিনি সকল পাপ (বিকার) হইতে উদিত (মুক্ত); অতএব তিনি "উৎ," যে উপাসক ইহা অবগত হয়েন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়েন।

পূর্ব্বোক্ত পৃথিব্যাদি আদিত্য পর্য্যন্ত গীতপর্ব্ব সকল তাঁহার ঋক্ ও সাম (পৃথিবী অগ্নি ইত্যাদি যাহা ঋক্ ও সামরূপে গীত হয়, তৎসমস্ত তাঁহারই

রূপ), অতএব (যেহেতু তাঁহার নাম "উৎ" এবং ঋক্ ও সাম তাঁহারই গান, অতএব) তিনিই উদ্গীথ ; অতএব উদ্গাতাও তিনি, "উৎ" নামক যে তিনি, তাঁহার গাতা (গান কর্ত্তা) এই নিমিত্ত উদ্গাতা। সেই "উৎ"-নামক দেবতা আদিত্য ও তদূর্দ্ধে স্থিত লোকসকলের নিয়ামক, এবং তত্তৎদেবতাসকলের ভোগদাতা (পালন কর্ত্তা)ও বটেন। আদিত্যাদি দেবতাদিগের তিনি নিয়ামক ও পালক, এই নিমিত্ত তিনি অধিদৈবত।

চক্ষুই ঋক্, আত্মা (চক্ষুঃপ্রতিষ্ঠ আত্মা) সাম ; এই সামরূপ আত্মা ঋক্‌রূপ চক্ষুতে অধিরূঢ় (তদুপরি প্রতিষ্ঠিত) ; অতএব ঋকের উপর স্থাপিত হইয়া সাম গীত হয়। চক্ষুই সামের "সা" অংশ, এবং আত্মা "অম" অংশ ; অতএব চক্ষুঃ ও আত্মা এতদুভয় সামশব্দের বাচ্য। ... ... এই চক্ষুর্দ্বয়ের অভ্যন্তরে যে পুরুষ (সমাহিতচিত্ত উদ্গীথোপাসক সাধককর্ত্তৃক) দৃষ্ট হয়েন, তিনি ঋক্, তিনি সাম, তিনি উক্‌থ, তিনি যজুঃ, এবং তিনি ব্রহ্ম (বেদ) ; আদিত্যান্তর্গত পুরুষের যে সকল রূপ বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমস্ত এই চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ পুরুষের রূপ ; পূর্ব্বোক্ত পৃথিব্যাদি-রূপে গীত ঋক্ ও সামময় যে সকল রূপ আদিত্যান্তর্গত পুরুষের গীত হয়, তৎসমস্তই এই আত্মার গান। আদিত্যান্তর্গত পুরুষের যে "উৎ" নাম, সেই "উৎ"ও ইঁহারই নাম।

এই সকল শ্রুতিবাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আপত্তি হইতে পারে যে, আদিত্যান্তর্গত ও চক্ষুর অন্তর্গত পুরুষ, যাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে জীব,—ব্রহ্ম নহেন ; কারণ, শ্রুতি "হিরণ্যশ্মশ্রুঃ হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ" "তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী" ইত্যাদি বাক্যে আদিত্য ও চক্ষুর অন্তর্গত উপাস্য পুরুষের বিশেষ বিশেষ রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা ব্রহ্মের কখনও হইতে পারে না, অথচ

তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা বলিয়া উক্ত শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছেন; সুতরাং সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা বলিয়া যে ব্রহ্ম শ্রুতিতে কথিত হইয়াছেন, তিনি জীববিশেষ হইতে পারেন। এই আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন :—

১ম অঃ ১ম পাদ ২১শ সূত্র। অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ ॥

ভাষ্য।—আদিত্যাহক্ষ্ণোরন্তস্থো মুমুক্ষুধ্যেয়ো হি পরমাত্মৈব, ন তু জীববিশেষঃ; কুতস্তস্যৈবাপহত-পাপ্মত্বসর্ব্বাত্মত্বাদীনাং ধর্ম্মাণামুপদেশাৎ।

ব্যাখ্যা :—আদিত্য ও চক্ষুর অন্তরে স্থিত যে পুরুষ মুমুক্ষুগণের উপাস্য রূপে উক্ত হইয়াছেন, তিনি ব্রহ্ম (তিনি জীব নহেন); কারণ নিষ্পাপত্ব, সর্ব্বাত্মকত্ব, দেবাদি সমস্ত প্রধান জীবেরও নিয়ন্তৃত্বপ্রভৃতি গুণ সেই পুরুষের আছে বলিয়া উক্ত শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন। পরন্তু সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা ও সর্ব্বব্যাপী বলাতে তিনি ব্রহ্ম,—জীব হইতে পারেন না; এই সকল ধর্ম্ম জীবাতীত, ব্রহ্মেরই ধর্ম্ম।

ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, আদিত্য চক্ষু ইত্যাদির অন্তর্গত-রূপে এবং সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী, জগৎকর্ত্তা জগন্নিয়ন্তা ইত্যাদি রূপে,—এই উভয়বিধরূপে, শ্রুতি এক সঙ্গে ব্রহ্মেরই উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন, এই আদিত্যান্তরস্থ পুরুষই বিকারাতীত ব্রহ্ম; "স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ উদিত" (তিনি পাপসম্বন্ধরহিত), এইরূপ জানিয়া যিনি তাঁহাকে উপাসনা করিবেন, তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ শুদ্ধি অর্থাৎ মুক্তি লাভ করিবেন ("উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ"); সুতরাং উপনিষদুক্ত ব্রহ্মের উপাসনা কেবল নির্গুণ উপাসনা নহে।

১ম অঃ ১ম পাদ ২২শ সূত্র। ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ॥

(ভেদব্যপদেশাৎ—চ—অন্যঃ, জীবাৎ অন্যঃ ব্রহ্ম ইতি)

ভাষ্য।—আদিত্যাদিজীববর্গাদন্যোঽস্তি পরমাত্মা, কুতঃ? "আদিত্যে তিষ্ঠন্নি"ত্যাদিনা ভেদব্যপদেশাৎ।

ব্যাখ্যা :—বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে আদিত্যাদি শরীরাভিমানী জীব হইতে তদন্তরস্থ পুরুষ ভিন্ন বলিয়া উপদেশ আছে। শ্রুতিসকল পরস্পর বিরুদ্ধ হইতে পারে না; সুতরাং ছান্দোগ্যের উদ্গীথোপাসনোক্ত আদিত্যান্তরস্থ পুরুষ ব্রহ্ম,—জীব নহেন। বৃহদারণ্যকোক্ত শ্রুতিবাক্য নিম্নে বিবৃত হইল—

"য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো, যমাদিত্যো ন বেদ, যস্যাদিত্যঃ শরীরং, য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ", (বৃহদারণ্যক তৃতীয় অধ্যায় সপ্তম ব্রাহ্মণ)।

অস্যার্থ :—যিনি আদিত্যে থাকিয়াও আদিত্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী, যাঁহাকে আদিত্যও জানেন না, যাঁহার শরীর আদিত্য, যিনি আদিত্যের অন্তরে থাকিয়া আদিত্যকে নিয়মিত করেন। (আদিত্যের পরিচালক), তিনিই তোমার জিজ্ঞাসিত আত্মা অন্তর্য্যামী ও অমৃত।

ইতি আদিত্যাক্ষ্যোরন্তঃস্থিতস্য ব্রহ্মরূপতানিরূপণাধিকরণম্।

১ম অঃ ১ম পাদ ২৩ সূত্র। আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ॥

(আকাশঃ আকাশশব্দার্থঃ পরমাত্মৈব; কুতঃ? তল্লিঙ্গাৎ, তস্য পরমাত্মনঃ লিঙ্গং তল্লিঙ্গং সর্ব্বভূতোৎপাদকত্বাদি, তস্মাৎ, পরমাত্মাসাধারণধর্ম্মাৎ)।

ভাষ্য।—"অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচে"ত্যত্রাকাশশব্দবাচ্যঃ পরমাত্মা; কুতঃ? "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেবোৎপদ্যন্তে" ইতি সর্ব্বস্রষ্টৃত্বাদিতল্লিঙ্গাৎ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম প্রপাঠকের নবম খণ্ডে যে আকাশই সমস্ত

লোকের গতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই আকাশশব্দে ব্রহ্মকেই বুঝায়; কারণ উক্ত বাক্যের পরই পরমাত্মার স্রষ্টৃত্বাদি লিঙ্গ ঐ আকাশের বর্ত্তমান থাকা শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রুতি যথা :—

"অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ। সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্।" (ছান্দোগ্য প্রথম প্রপাঠক নবম খণ্ড)

ইতি আকাশাধিকরণম্।

১ম অঃ ১ম পাদ ২৩শ সূত্র। অতএব প্রাণঃ ॥

ভাষ্য।—"সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেব সংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে" ইত্যত্রাপি সংবেশনোদ্গমনরূপাদ্ ব্রহ্মলিঙ্গাৎ পরমাত্মৈব প্রাণঃ ॥

ব্যাখ্যা—উদ্গীথোপাসনাবর্ণনে ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন যে,সচরাচর বিশ্ব প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয়, সেইস্থলেও প্রাণশব্দে ব্রহ্মকেই বুঝায়; কারণ, ঐ শ্রুতি ব্রহ্মবোধক লিঙ্গ (চিহ্ন, ধর্ম্ম) প্রাণের থাকার উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রুতি যথা :—

"সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে সৈষা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা" (ছান্দোগ্য ১ম প্রঃ ১১শ খণ্ড)।

চরাচর সমস্ত ভূতগ্রাম প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয়, এবং প্রাণ হইতেই উৎপত্তি প্রাপ্ত হয়, এই প্রাণই এই স্তবের দেবতা। জগতের সৃষ্টি ব্রহ্ম হইতেই হয়, এবং লয়ও ব্রহ্মেতেই হয়, ইহা ছান্দোগ্যশ্রুতি পরে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সুতরাং এই স্থলে কথিত এই সকল চিহ্নদ্বারা প্রাণশব্দের ব্রহ্ম-অর্থই প্রতিপন্ন হয়।

ইতি প্রাণাধিকরণম্।

১ম অঃ ১ম পাদ ২৫শ সূত্র। জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ॥

(জ্যোতিঃশব্দবাচ্যং ব্রহ্মৈব, চরণাভিধানাৎ, সর্ব্বভূতানি তস্য একপাদ ইতিবচনাৎ)

ভাষ্য।—"দিবো জ্যোতিরিতি" জ্যোতির্ব্রহ্মৈব, "পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানী"-তি চরণাভিধানাৎ ॥

ব্যাখ্যা :—ছান্দোগ্য তৃতীয় প্রপাঠকের ১৩শ খণ্ডে "দিবো জ্যোতিঃ" ইত্যাদি বাক্যে যে "জ্যোতিঃ" শব্দ আছে তাহাও ব্রহ্মার্থ-বোধক; কারণ পূর্ব্বে মন্ত্রভাগে এই সচরাচর বিশ্ব ঐ জ্যোতির একপাদ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। "দিবো জ্যোতিঃ" ইত্যাদি শ্রুতি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দ্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষু অনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেষ্বিদং বাব তদ্‌যদিদমস্মিন্নন্তঃ পুরুষে জ্যোতিস্তস্যৈষা দৃষ্টিঃ"।

অস্যার্থ :—এই স্বর্গলোক হইতে শ্রেষ্ঠ যে জ্যোতিঃ প্রদীপ্ত হইতেছে, ইহা সমস্ত বিশ্বের উপরে (অতীত), সংসারের সমস্ত প্রাণিবর্গের উপরে; এই জ্যোতিঃ উত্তমাধম সমস্ত লোকেই প্রবিষ্ট, এই পুরুষের (জীবের) মধ্যে যে জ্যোতিঃ, তাহাও এই জ্যোতিঃ, ইহা দ্বারাই সমস্ত প্রকাশিত হয়।

সূত্রের লক্ষিত মন্ত্রাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে :—

"তাবানস্য মহিমা, ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ, পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি, ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।"

অস্যার্থ :—("গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং" ইত্যাদি বাক্যান্তে গায়ত্রীছন্দের ভূত, পৃথিবী, শরীর ও হৃদয় এই চতুষ্পাদত্ব এবং ষড়ক্ষরত্ব প্রথমে বর্ণনা করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন)—"এতাবৎ গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মের মাহাত্ম্যবিস্তার, পুরুষ ইহা হইতেও শ্রেষ্ঠ, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতই ইঁহার পাদস্বরূপ;

ইনি ত্রিপাদ্; এই ত্রিপাদাখ্য পুরুষ গায়ত্র্যাত্মক ব্রহ্মের অমৃত, স্বীয় দ্যোতনাত্মক-স্বরূপে এই ত্রিপাদ্ অবস্থিত (অর্থাৎ বিশ্বাত্মক গায়ত্রীকে অতিক্রম করিয়াও তিনি স্বীয় মহিমায় অবস্থিত আছেন, বিশ্ব তাঁহার একপাদ মাত্র)।

১ম অঃ ১ম পাদ ২৬শ সূত্র। ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন তথা চেতোঽর্পণনিগদাত্তথাহি দর্শনম্ ॥

(ছন্দঃ, গায়ত্র্যাখ্যচ্ছন্দঃ—অভিধানাৎ কথনাৎ, ন, চরণশ্রুতির্ন ব্রহ্মপরা, ইতি চেৎ, যদি শঙ্ক্যতে ; ন, তন্ন ; কুতঃ ? তথা চেতঃ—অর্পণনিগদাৎ গায়ত্রীশব্দবাচ্যে ব্রহ্মণি চিত্তসমাধানস্য অভিধানাৎ ; তথাহি দর্শনং তথৈব দৃষ্টান্তঃ "এতং হ্যেব বহ্বৃচা" ইত্যাদিঃ)।

ভাষ্য—পূর্ব্ববাক্যে গায়ত্র্যাখ্যচ্ছন্দোঽভিধানাৎ তৎপরা চরণশ্রুতিরস্তু ন ব্রহ্মপরেতি চেন্ন, গুণযোগাদ্ গায়ত্রীশব্দাভিধেয়ে ভগবতি চেতোঽর্পণাভিধানাৎ, দৃষ্টশ্চ বিরাট্শব্দঃ প্রকৃতপরঃ ॥

ব্যাখ্যা :—পূর্ব্বোক্ত "পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি" (৩য় অঃ ১২শ খণ্ড) ইত্যাদি বাক্যের পূর্ব্বে "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি বাক্যে গায়ত্র্যাখ্যছন্দোমাত্র কথিত হওয়ায়, সেই গায়ত্রীছন্দেরই পাদরূপে বিশ্ব পরবর্ত্তী মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে বুঝা যায় ; অতএব ব্রহ্ম সেই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য নহেন। যদি এইরূপ আপত্তি হয়, তবে তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ গায়ত্রীশব্দবাচ্য ব্রহ্মে চিত্তসমাধান করিবার ব্যবস্থা ঐ শ্রুতি করিয়াছেন ; তাহা অপর শ্রুতিতে স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—

"এতং হ্যেব বহ্বৃচা মহত্যুক্থে মীমাংসন্ত এতমগ্নাবধ্বর্য্যব এতং মহাব্রতে ছন্দোগা" ইতি।

"ঋগ্বেদীরা এই পরমাত্মাকে মহৎ উক্থরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন,

যজুর্ব্বেদী অধ্বর্য্যুগণ অগ্নিতে ইঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন, এবং সামবেদীয় ছন্দোগগণ যজ্ঞে ইঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন, ইত্যাদি।

বিশেষতঃ ব্রহ্মসম্বন্ধেই শাস্ত্রে বিরাট্‌রূপত্ব উক্ত হইয়াছে। অতএব এই আপত্তি সঙ্গত নহে।

১ম অঃ ১ম পাদ ২৭শ সূত্র। ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবম্‌ ॥

(ভূতাদিপাদব্যপদেশ—উপপত্তেঃ—চ—এবম্‌)। ভূত-পৃথিবী-শরীর-হৃদয়াখ্যৈঃ পাদৈশ্চতুষ্পদা গায়ত্রীতি ব্যপদেশস্য ব্রহ্মণ্যেব উপপত্তেশ্চ)।

ভাষ্য।—ন কেবলং তথা চেতোঽর্পণনিগদাদ্গায়ত্রী ব্রহ্মেত্যুচ্যতে, ভূতপৃথিবীশরীরহৃদয়ানাং ব্রহ্মণি ভগবত্যুপপত্তেশ্চৈবম্‌ ॥

ব্যাখ্যা :—কেবল চিত্তসমাধানের উপদেশ হেতুই যে গায়ত্রীকে ব্রহ্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত, তাহা নহে ; গায়ত্রীকে ভূত, পৃথিবী, শরীর ও হৃদয় এই চতুষ্পাদবিশিষ্ট বলিয়া ঐ শ্রুতি উপদেশ করাতে, এবং এই সকল উক্তি ব্রহ্মেতেই প্রযোজ্য হয় বলিয়া, ব্রহ্মই গায়ত্রীশব্দদ্বারা অভিহিত হইয়াছেন বলিয়া উপপন্ন হয়।

১ম অঃ ১ম পাদ ২৮শ সূত্র। উপদেশভেদান্নেতি চেন্নোভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ ॥

(উপদেশভেদাৎ—ন—ইতি—চেৎ, ন, উভয়স্মিন্‌—অপি—অবিরোধাৎ)।

ভাষ্য।—পূর্ব্বমধিকরণত্বেন পুনরবধিত্বেন ("ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইত্যত্র সপ্তমীবিভক্ত্যা অধিকরণত্বেন, পুনরপি "অতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দ্দীপ্যতে" ইত্যত্র পঞ্চম্যা বিভক্ত্যা অবধিত্বেন) দ্যৌর্নির্দ্দিশ্যতে ইত্যুপদেশভেদান্ন ব্রহ্ম প্রত্যভিজ্ঞায়তে ; ইতি ন ; কুতঃ ? উভয়ত্রাপি ব্রহ্মণ একত্বস্যাবিরোধাৎ।

ব্যাখ্যা :—পরন্তু যদি বল, পূর্ব্বোক্ত "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" এই স্থলে

দিব্ শব্দ সপ্তমীবিভক্ত্যন্ত থাকাতে তাহা অধিকরণার্থ-জ্ঞাপক, এবং পরে উক্ত "যদতঃ পরো দিবো জ্যোতিঃ" ইত্যাদি বাক্য দিব্ শব্দ পঞ্চমীবিভক্ত্যন্ত হওয়ায়, তাহা অবধিত্ব (সীমা)-জ্ঞাপক; অতএব শ্রুতিতে এইরূপ উপদেশের ভেদ থাকাতে উভয়বাক্যোক্ত ব্রহ্ম এক নহেন; তাহা সঙ্গত আপত্তি নহে; কারণ পূর্ব্বাপর শ্রুতি পাঠ করিলে, এই শ্রুতিবাক্যদ্বয় অবিরোধে এক পরব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতেছেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। যেমন "বৃক্ষাগ্রে শ্যেনঃ", "বৃক্ষাৎ পরতঃ শ্যেনঃ" ইত্যাদি স্থলে একই শ্যেন উক্ত হয়, বৃক্ষশব্দে একবার সপ্তমী এবং পুনরায় পঞ্চমী বিভক্তির যোগ থাকাতে অর্থের কোন তারতম্য হয় না; তদ্রূপ উক্ত শ্রুতিতেও অর্থের কোন তারতম্য নাই। এক ব্রহ্মই উভয়স্থলে উক্ত হইয়াছেন।

ইতি জ্যোতিরধিকরণম।

—০—

১ম অঃ ১ম পাদ ২৯শ সূত্র। প্রাণস্তথাঽনুগমাৎ ॥

("প্রাণশব্দবাচ্যং ব্রহ্ম বিজ্ঞেয়ম্। কুতঃ? তথাঽনুগমাৎ পৌর্ব্বাপর্য্যেণ পর্য্যালোচ্যমানে বাক্যে পদানাং সমুচ্চয়ো ব্রহ্মপ্রতিপাদনপর উপলভ্যতে")।

ভাষ্য।—প্রাণোঽস্মীত্যাদিবাক্যে প্রাণাদিশব্দবাচ্যঃ পরমাত্মা হিততমত্বাঽনন্তত্বাদিধর্ম্মাণাং পরমাত্মপরিগ্রহেঽবগমাৎ ॥

ব্যাখ্যা :—কৌষীতকী-ব্রাহ্মণোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাণোপাসনা বর্ণনে প্রাণকেই উপাস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; উক্ত স্থলেও প্রাণশব্দ ব্রহ্মবাচক; কারণ, পূর্ব্বাপর ঐ শ্রুতিবাক্যসকলের আলোচনা দ্বারা ব্রহ্মই ঐ সকল বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছেন বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। কারণ, হিততমত্ব, অনন্তত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম যাহা পরমাত্ম-বোধক, তাহা ঐ প্রাণসম্বন্ধে শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন।

কৌষীতকী উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে যে, দিবোদাস-পুত্র প্রতর্দ্দন যুদ্ধ ও পুরুষকার প্রদর্শন করিয়া, ইন্দ্রের ধামে গমন করেন, এবং ইন্দ্র তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে অনুমতি করেন। তখন প্রতর্দ্দন বলিলেন,—"ত্বমেব মে বৃণীষ যৎ ত্বং মনুষ্যায় হিততমং মন্যসে"। মনুষ্যের পক্ষে যাহা হিততম বলিয়া আপনি মনে করেন, সেই বর আপনি আমাকে প্রদান করুন। তৎপরে ইন্দ্র বলিলেন, "মামেব বিজানীহ্যেতদেবাহং মনুষ্যায় হিততমং মন্যে"। আমার স্বরূপ জ্ঞাত হও, ইহাই মনুষ্যের পক্ষে হিততম বলিয়া আমি বিবেচনা করি। "প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্স্ব"। আমি প্রাণ, আমি প্রজ্ঞাত্মা, আমাকে আয়ুঃ এবং অমৃত জানিয়া উপাসনা কর; "প্রাণেন হ্যেবাস্মিঁল্লোকে অমৃতত্বমাপ্নোতি" প্রাণ কর্ত্তৃকই পরলোকে জীব অমৃতত্ব লাভ করে। এই ইন্দ্র-প্রতর্দ্দন-সংবাদে সর্ব্বশেষে উক্ত হইয়াছে—"স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতঃ"। সেই এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর ও অমৃত। কিন্তু ব্রহ্মপ্রাপ্তিই জীবের পক্ষে হিততম; অজরত্ব, অমৃতত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রাণবায়ুর নাই, এবং মুখ্য-প্রাণেরও নাই; অজরত্ব, অমৃতত্ব প্রভৃতি বাক্য ব্রহ্মসম্বন্ধেই শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন; কারণ, তাঁহারই এই সকল ধর্ম্ম; সুতরাং এই সকল ধর্ম্ম এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তি-রূপ মোক্ষই মনুষ্যের পক্ষে হিততম হওয়ায়, উক্ত শ্রুতিতে উপাস্যরূপে যে "প্রাণ" উপদিষ্ট হইয়াছেন, সেই "প্রাণ" শব্দদ্বারা ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

১ম অঃ ১ম পাদ ৩০শ সূত্র। ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেদ-ধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্ ॥

ভাষ্য।— প্রাণাদিশব্দবাচ্যং ব্রহ্ম ন ভবতি, কুতঃ? "মামেব

বিজানীহি” ইতি বক্তৃস্বরূপাভিন্নোপদেশাদিতি চেৎ (যদি আশঙ্ক্যতে, সা অনুপপন্না ; কুতঃ ?) অস্মিন্ প্রকরণে পরমাত্ম-সম্বন্ধস্য বাহুল্যমস্ত্যতঃ প্রাণেন্দ্রাদিপদার্থঃ পরমাত্মৈব।

ব্যাখ্যা :—যদি বল, ব্রহ্ম প্রাণাদিশব্দ-বাচ্য নহেন ; কারণ বক্তা ইন্দ্র “মামেব বিজানীহি” (আমাকেই অবগত হও, ইহাই মনুষ্যের পক্ষে হিততম) ইত্যাদি বাক্যে স্বীয় স্বরূপই উপাস্যরূপে অবগত হইবার বিষয় উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়, তাহা নহে ; কারণ এই অধ্যায়ে পরমাত্ম-বিষয়ে উপদেশ বহুল-পরিমাণে আছে। মাতৃ-পিতৃ-বধাদি পাপ কিছুই ইন্দ্রের উপাসককে স্পর্শ করে না, সেই প্রাণোপাসক সাধু কর্ম্ম করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, এবং অসাধু কর্ম্ম করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েন না ; সেই প্রাণই লোকসকলকে সাধু এবং অসাধু কর্ম্ম করাইয়া ঊর্দ্ধ এবং অধোলোকসকলে প্রেরণ করেন ইত্যাদি বাক্য কেবল সামান্য প্রাণসম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া কখনই সিদ্ধান্ত হইতে পারে না ; অতএব উক্ত স্থলে প্রাণ ইন্দ্র ইত্যাদি শব্দের বাচ্য ব্রহ্ম।

১ম অঃ ১ম পাদ ৩১শ সূত্র। শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ ॥

(শাস্ত্রদৃষ্ট্যা—তু—উপদেশঃ ;—বামদেববৎ)।

ভাষ্য।—ইন্দ্রো হি সর্ব্বস্য ব্রহ্মাত্মকত্বমবধার্য্য “মামেব বিজানীহী”-তি শাস্ত্রদৃষ্ট্যা যুক্তমুক্তবান্। তত্র কঃ শোকঃ কো মোহ একত্বমনুপশ্যত” ইত্যাদি শাস্ত্রম্, যথা “অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ” ইতি বামদেব উক্তবান্, তদ্বৎ।

ব্যাখ্যা :—“যিনি সকলকে এক ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন, তাঁহার শোক অথবা মোহ নাই” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে আপনাকে ব্রহ্মরূপে ভাবনার উল্লেখ আছে। বৃহদারণ্যক শ্রুতি ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, বামদেব ঋষি

পরমাত্মতত্ত্ব জানিবার পর বলিয়াছিলেন ও জানিয়াছিলেন যে "আমিই মনু, আমিই সূর্য্য" ইত্যাদি। এতৎ-শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্তে ইন্দ্রও আপনার এবং বিশ্বের পরমাত্মত্ব চিন্তা করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, "মামেব বিজানীহি" ; তাঁহার এই উক্তি বামদেবের উক্তিসদৃশই বুঝিতে হইবে। অতএব তাঁহার এই উক্তি সঙ্গত।

১ম অঃ ১ম পাদ ৩২শ সূত্র। জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্নো-পাসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্‌যোগাৎ ॥

(জীব-মুখ্যপ্রাণ-লিঙ্গাৎ-ন, ইতি চেৎ, ন ; উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ-আশ্রিতত্বাৎ-ইহ তদ্‌যোগাৎ। ইন্দ্র-প্রতর্দ্দনসংবাদে জীবলিঙ্গস্য (ধর্ম্মস্য) মুখ্যপ্রাণলিঙ্গস্য চ দর্শনাৎ, ন ব্রহ্ম তস্মিন্ শ্রুতৌ উপদিষ্টম্ ইতি চেৎ ; তন্ন। কুতঃ ? ব্রহ্মোপাসনায়াঃ ত্রৈবিধ্যং সর্ব্বশ্রুতিষু উক্তত্বাৎ ; অন্যত্রাপি ত্রিবিধধর্ম্মেণ ব্রহ্মণ উপাসনম্ আশ্রিতম্ ; অত্রাপি তদ্ যোজ্যতে ; তস্মাৎ ব্রহ্ম এব প্রতিপন্নম্)।

কৌষীতকী উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে ইন্দ্র-প্রতর্দ্দন-সংবাদে উক্ত আছে যে, ইন্দ্র তাঁহাকে উপাস্যরূপে জানিতে উপদেশ করিয়া তাঁহার নিজ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহন্" আমিই ত্রিশীর্ষকে ও ত্বষ্টৃ-পুত্রকে বিনাশ করিয়াছিলাম ইত্যাদি। এই বাক্য দ্বারা স্পষ্টই দেখা যায় যে, তিনি আপনাকে জীবরূপেই উপাস্য বলিয়াছেন ; কারণ জীব-রূপেই তিনি ত্রিশীর্ষ প্রভৃতির বধসাধন করিয়াছিলেন। আরও দেখা যায় যে, তিনি বলিয়াছেন—"ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত। বক্তারং বিদ্যাৎ ?" বাক্যকে জানিবার প্রয়োজন নাই, যিনি বক্তা তাঁহাকেই জান। এই বাক্যে বাগিন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ শরীরস্থ জীবকেই জানিবার উপদেশ করিয়া-ছেন। সুতরাং এই ইন্দ্রপ্রতর্দ্দনসংবাদে যে ইন্দ্রকে উপাস্যরূপে নির্দ্দেশ

করা হইয়াছে, সেই ইন্দ্রকে উক্ত জীবসাধারণ লিঙ্গ (ধর্ম্ম) দ্বারা জীবরূপী ইন্দ্র বলিয়াই বুঝা উচিত। এবঞ্চ ঐ সংবাদে উপাস্যরূপে নির্দ্দিষ্ট প্রাণের যে সকল লিঙ্গ কথিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা মুখ্য প্রাণই লক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কারণ, ঐ সংবাদে উক্ত আছে যে, প্রাণই শরীরকে রক্ষা করে, ও উত্থাপিত করে; যথা—"অস্মিন্ শরীরে প্রাণো বসতি তাবদায়ুঃ" এই শরীরে যাবৎকাল প্রাণ থাকে, তাবৎকালই আয়ুঃ ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল মুখ্যপ্রাণের কার্য্য; অতএব উক্ত শ্রুতিতে কথিত উক্ত জীববোধক-বাক্য ও মুখ্যপ্রাণবোধকবাক্যদ্বারা জীবরূপী ইন্দ্র ও মুখ্য প্রাণই উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়; ব্রহ্ম যে ঐ "ইন্দ্র" ও "প্রাণ" শব্দের বাচ্য, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। যদি এইরূপ আপত্তি করা হয়, তবে সেই আপত্তি সঙ্গত নহে; কারণ, ব্রহ্মোপাসনার ত্রিবিধত্ব আছে, ইহা শ্রুত্যন্তরেও উল্লিখিত আছে। এই স্থলেও তদনুসারে একই ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ উপাসনা উল্লিখিত হইয়াছে।

ভাষ্য।—"ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ" "ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহনম্"ত্যাদি জীবলিঙ্গাৎ, "প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তী"-তি মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাচ্চ নাত্র ব্রহ্মপরিগ্রহ ইতি চেন্ন, উপাসকতারতম্যেন ব্রহ্মোপাসনায়াস্ত্রৈবিধ্যাজ্জীববর্গান্তর্য্যামিত্বেন প্রাণাত্মচেতনান্তর্য্যামিত্বেন তদুভয়বিলক্ষণেন চান্তত্রাশ্রিতত্বাদিহাপি তদ্‌যোগাৎ।

অন্বয়ার্থ:—"ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ" "ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহন্" ইত্যাদি জীবধর্ম্ম-প্রতিপাদক বাক্য এবং "প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি" ইত্যাদি মুখ্যপ্রাণধর্ম্ম-প্রতিপাদক বাক্যসকল (যাহা ইন্দ্রপ্রতর্দ্দন-সংবাদে উল্লিখিত হইয়াছে) তদ্দ্বারা দেখা যায় যে,

উক্ত সংবাদে উপাস্যরূপে ব্রহ্ম পরিগৃহীত হয়েন নাই। এইরূপ আশঙ্কা হইলে বলিতেছি যে, তাহা প্রকৃত নহে। উপাসকের অধিকারবিষয়ে তারতম্য হেতু ব্রহ্মোপাসনা ত্রিবিধ :—জীববর্গের অন্তর্য্যামিরূপে, প্রাণাদি অচেতন পদার্থের অন্তর্য্যামিরূপে, এবং তদুভয় ব্যতিরিক্তরূপে, এই ত্রিবিধ-রূপে ব্রহ্মোপাসনা অন্যত্র শ্রুতিতেও আশ্রিত (অবলম্বিত) হইয়াছে; তদ্রূপ এই শ্রুতিতেও এই ত্রিবিধত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে; অতএব ব্রহ্মই এ স্থলে ইন্দ্র ও প্রাণ-শব্দের বাচ্য।

এই সূত্রের রামানুজভাষ্যও নিম্বার্কভাষ্যের অনুরূপ। শাঙ্করভাষ্যে অন্য একপ্রকার ব্যাখ্যা প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে; অবশেষে নিম্বার্কভাষ্যানুরূপই ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্যও অনুমোদন করিয়াছেন। শাঙ্করভাষ্যের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"ন ব্রহ্মবাক্যেঽপি জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গং বিরুধ্যতে। কথম্? উপাসা-ত্রৈবিধ্যাৎ; ত্রিবিধমিহ ব্রহ্মণ উপাসনং বিবক্ষিতম্—প্রাণধর্ম্মেণ, প্রজ্ঞা-ধর্ম্মেণ, স্বধর্ম্মেণ চ। "তত্রায়ুরমৃতমিত্যুপাস্স্ব আয়ুঃ প্রাণ ইতি", "ইদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি তস্মাদেতদেবোক্থমুপাসীত" ইতি চ প্রাণধর্ম্মঃ। ..."প্রজ্ঞয়া বাচং সমারুহ্য বাচা সর্ব্বাণি নামান্যাপ্নোতি" ইত্যাদিঃ প্রজ্ঞাধর্ম্মঃ।..."স এষ প্রাণএব প্রজ্ঞাত্মা" ইত্যাদির্ব্রহ্মধর্ম্মঃ। তস্মাদ্ ব্রহ্মণ এবৈতদুপাধিদ্বয়ধর্ম্মেণ স্বধর্ম্মেণ চৈকমুপাসনং ত্রিবিধং বিবক্ষিতম্। অন্যত্রাপি মনোময়ঃ প্রাণশরীর ইত্যাদাবুপাধিধর্ম্মেণ ব্রহ্মণ উপাসনমাশ্রিতম্। ইহাপি তদ্ যোজ্যতে। বাক্যস্যোপক্রমোপসংহারাভ্যামেকার্থত্বাবগমাৎ প্রাণপ্রজ্ঞা-ব্রহ্মলিঙ্গাবগমাচ্চ। তস্মাদ্ ব্রহ্মবাক্যমেতদিতি সিদ্ধম্।"

অস্যার্থ :—শ্রুতিবাক্যের ব্রহ্মপরতা যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা জীবধর্ম্মের ও মুখ্যপ্রাণধর্ম্মের উল্লেখদ্বারা বাধিত হয় না; জীব ও মুখ্যপ্রাণবোধক বাক্যসকল তদ্বিরুদ্ধ নহে। কারণ, ব্রহ্মোপাসনার ত্রিবিধত্ব আছে;

ইন্দ্রপ্রতর্দ্দন-সংবাদে ব্রহ্মের ত্রিবিধ উপাসনা বিবৃত হইয়াছে—প্রাণধর্ম্মে উপাসনা, প্রজ্ঞাধর্ম্মে উপাসনা এবং স্বধর্ম্মে উপাসনা। "তত্রায়ুরমৃতমিত্যুপাস্স্ব, আয়ুঃ প্রাণ" ইতি "ইদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি" "তস্মাদেতদেবোক্থমুপাসীত" ইত্যাদি বাক্যে প্রাণধর্ম্ম উল্লিখিত হইয়াছে।··· "প্রজ্ঞয়া বাচং সমারুহ্য" ইত্যাদি বাক্যে প্রজ্ঞাধর্ম্ম উল্লিখিত হইয়াছে। "স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। অতএব এই উপাধিদ্বয়ধর্ম্ম (প্রজ্ঞা ও প্রাণরূপ উপাধিদ্বয়াত্মক ধর্ম্ম) ও স্বধর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মেরই এক উপাসনা ত্রিবিধরূপে উক্ত হইয়াছে। অন্যত্রও শ্রুতিতে মনোময় ও প্রাণময় শরীর ইত্যাদি উপাধি ধর্ম্মে ব্রহ্মের উপাসনা কথিত হইয়াছে। (ছান্দোগ্য)। বাক্যের আরম্ভ ও শেষ দ্বারা একই অর্থ প্রতিপন্ন হয়, তদ্ধেতু, এবং প্রাণ প্রজ্ঞা ও ব্রহ্ম এই তিনেরই ধর্ম্ম উপদিষ্ট হওয়ায়, এইস্থলেও তাহা যোজনা করা উচিত। অতএব ব্রহ্মই যে ইন্দ্র ও প্রাণ শব্দের বাচ্য, তাহা সিদ্ধ হয়।

অন্যত্র শ্রুতিতে ব্রহ্মোপাসনার যে ত্রিবিধত্ব প্রদর্শিত আছে, তাহা নিম্বার্কশিষ্য শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যকৃত বেদান্তকৌস্তভ-নামক ব্যাখ্যানে উত্তমরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। তৈত্তিরীয় শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মোপাসনাবিষয়ক বাক্যসকল পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য বলিতেছেন :—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দো ব্রহ্মেতি স্বরূপেণ উপাস্যত্বম্। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তং চানিরুক্তং চ নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানং চেত্যাদিষু চিদচিদন্তরাত্মতয়া চ তস্যোপাস্যত্বম্।"

অস্যার্থ :—তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "আনন্দো ব্রহ্ম" এই সকল বাক্য ব্রহ্মের স্বরূপে উপাসনাব্যঞ্জক, (এই সকল বাক্য

ব্রহ্মের বিশ্বাতীত স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন) এবংবিধ স্বরূপের ধ্যান ব্রহ্মোপাসনার এক অঙ্গ। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ" ইত্যাদি বাক্যে চেতন ও অচেতনাত্মক বিশ্বের অন্তরাত্মারূপে, এবং সর্ব্বাত্মকরূপে ব্রহ্মের উপাসনার বিধান করা হইয়াছে। (এইরূপে ব্রহ্মোপাসনার ত্রিবিধত্ব সর্ব্বত্রই শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়)।

ইতি প্রাণেন্দ্রাধিকরণম্।

—০—

ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদ ব্যাখ্যাত হইল; ইহার দ্বিতীয় হইতে ২০শ সূত্র পর্য্যন্ত ব্যাখ্যানে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিষয়ক শ্রুতিসকলের বিচার দ্বারা শ্রীভগবান্ বেদব্যাস প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, চেতনাচেতন চরাচর বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি স্থিতি ও লয় প্রাপ্ত হয়; এবং এই বিশ্ব ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারই একাংশস্বরূপ; ব্রহ্ম এই বিশ্ব হইতে অতীতরূপেও আছেন, সেই অতীতরূপই তাঁহার স্বরূপ বলিয়া উক্ত হয়, এই অতীতরূপে তিনি নিত্যসর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ এবং আনন্দময়।

ব্রহ্মোপাসনাবিষয়ক যে সকল সূত্র এই পাদে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তৎসমস্ত উপসংহার করিয়া, সর্ব্বশেষ সূত্রে ব্রহ্মোপাসনার ত্রিবিধত্ব তিনি স্পষ্টাক্ষরে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাকে সর্ব্বাত্মকরূপে চিন্তন প্রথম অঙ্গ; চেতনাচেতন সকলের অন্তর্যামী ও নিয়ন্তৃরূপে চিন্তন দ্বিতীয়াঙ্গ; এবং তদুভয়াতীতরূপে চিন্তন তাঁহার উপাসনার তৃতীয় অঙ্গ; এই ত্রিবিধ অঙ্গে ব্রহ্মোপাসনা পূর্ণ। উক্ত সূত্রের পূর্ব্বোদ্ধৃত ব্যাখ্যানে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন "ব্রহ্মণ......একমুপাসনং ত্রিবিধং বিবক্ষিতম্" ব্রহ্মের একই উপাসনার ত্রিবিধ অঙ্গ। সূর্য্যোপাসনাতে সূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় পিণ্ড ও প্রকাশাদি শক্তি, এবং তন্নিহিত জীবচৈতন্য,

এবং এতদুভয় হইতে অতীত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ নিত্যশুদ্ধ ব্রহ্মরূপ, এই ত্রিতয় এক ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিবে। এইরূপ উপাসনা দ্বারা সাধক অমৃতত্ব লাভ করেন, ইহাই শ্রুতির উপদেশ। ছন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গায়ত্রী; অতএব গায়ত্রীকেও এইরূপ ব্রহ্মবুদ্ধিতেই উপাসনা করিবে। গায়ত্রীর পৃথিব্যাদি পাদ সমস্তই ব্রহ্ম, গায়ত্রীনিষ্ঠ পুরুষ ব্রহ্ম, এবং সর্ব্বাধিষ্ঠাতা ব্রহ্ম; অতএব গায়ত্রীর উপাসনা ব্রহ্মোপাসনা; তদ্দ্বারা উপাসক অমৃতত্ব লাভ করেন; ইহা শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন। দেবতাগণেরও অধিপতি ইন্দ্র; তাঁহার অপরিসীম শক্তি, যাহা শ্রুতি প্রথমেই বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ব্রহ্মেরই ঐশ্বর্য্য; এই অপরিসীম শক্তিশালী ইন্দ্রকে ব্রহ্মস্বরূপে উপাসনা করিবে। দেহের পরিচালক যে প্রাণ, তাহা ইন্দ্রেরই মূর্ত্তিবিশেষ; এই প্রাণ ও ইন্দ্র উভয়কে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে। প্রাণ ও ইন্দ্রের মহিমা বর্ণনাদ্বারা ব্রহ্মেরই মহিমা বর্ণনা করা হইয়াছে। এই মহিমা শ্রবণে ও চিন্তনে মানবচিত্ত স্বভাবতঃ ব্রহ্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়; এইরূপ মহিমা যাঁহার, যিনি আমার প্রাণরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তির অধিনায়ক, যিনি ইন্দ্ররূপে দুষ্কার্য্যকারীর শাসনকর্ত্তা, তিনি অবশ্য আমার ভজনীয়। সুতরাং চেতনাচেতন অধিষ্ঠানে ব্রহ্মের চিন্তন তৎপ্রতি প্রেমভক্তিসঞ্চারের অমোঘ উপায়। শ্রুতি এই দুই অঙ্গের উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় বলিয়াছেন, ব্রহ্ম অমৃত, অজর, নিত্য-শুদ্ধস্বভাব এবং আনন্দময়; অতএব এই ত্রিবিধ অঙ্গে ব্রহ্মোপাসনা পরিপূর্ণ। অধিকারিভেদে কাহারও এক অঙ্গে, কাহারও অপর অঙ্গে, কাহারও সর্ব্বাঙ্গে সাধন প্রতিষ্ঠিত হয়। যাঁহাদের একাঙ্গেও সাধন আরম্ভ হয়, তাঁহারাও ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গসাধনক্ষম হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। ইহাই ভক্তিমার্গ; এবং এই মার্গই ব্রহ্মসূত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞানমার্গের সাধনের সহিত ভক্তিমার্গের সাধনের প্রভেদের বিষয় এইক্ষণে বিশেষরূপে

উপলব্ধি হইবে। জ্ঞানযোগাবলম্বী সাধক আপনাকে মুক্তস্বভাব ব্রহ্ম বলিয়া চিন্তা করিবেন, ইহাই জ্ঞানযোগের সার; দৃশ্যমান জগৎ সাংখ্যমতে গুণাত্মক, শাঙ্করমতে মায়ামাত্র; উভয়মতেই তাহা অনাত্মা; সুতরাং বর্জ্জনীয়। অতএব তৎপ্রতি তীব্র বৈরাগ্যও জ্ঞানযোগের পুষ্টিকর অঙ্গ। সুতরাং এই জ্ঞানযোগ পূর্ণব্রহ্মোপাসনার একাংশমাত্র। ভক্তিযোগাবলম্বী সাধকও আপনাকে ব্রহ্মাংশ বলিয়াই জানেন, এবং তদ্রূপই চিন্তা করেন। কিন্তু ব্রহ্মের সত্তা উপাসকের সত্তাতেই পর্য্যাপ্ত নহে; ব্রহ্ম বিভুস্বভাব, উপাসক বিভুস্বভাব নহেন, ব্রহ্মের অংশমাত্র, এবং ব্রহ্মের নিয়তির অধীন; ইহা বেদব্যাস পরে বিশেষরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। এবঞ্চ ব্রহ্ম অশেষবিধ গুণসম্পন্ন। এতৎ সমস্ত চিন্তা করিয়া ভক্ত ব্রহ্মের প্রতি স্বভাবতঃ প্রেমসম্পন্ন হয়েন। এই প্রেমের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের স্বাতন্ত্র্য-বিষয়ক সংস্কার অচিরকালমধ্যে তিরোহিত হয়। সংসারেও দেখা যায় যে, প্রেমই পার্থক্যবুদ্ধিলোপের অব্যর্থ উপায়; প্রেমে স্ত্রী পুরুষ এক হয়,—পিতা পুত্র এক হয়,—বন্ধু ও বন্ধু এক হয়; সম্পূর্ণরূপে ভেদবুদ্ধির লোপই প্রেমের পরাকাষ্ঠা। ব্রহ্মের অশেষবিধ গুণচিন্তনে তৎপ্রতি যে প্রেম হয়, তাহারই নাম ভক্তি। সুতরাং ভক্তিমার্গের সাধন সরস, জ্ঞানমার্গের সাধন নীরস।

উপাসনাপ্রণালীর উপদেশ দ্বারাও ব্রহ্মের পূর্ব্ব-প্রতিপন্ন দ্বৈতাদ্বৈতত্বই শ্রীভগবান্ বেদব্যাস সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উপাসনার প্রথম দুই অঙ্গ ব্রহ্মের সগুণধর্ম্মজ্ঞাপক; তৃতীয়াঙ্গ গুণাতীত ও জীবাতীত ধর্ম্মজ্ঞাপক। ব্রহ্ম সগুণ, অথচ নির্গুণ; ব্রহ্ম এই দ্বিরূপবিশিষ্ট হওয়াতে, তাঁহার পূর্ণ উপাসনাও সুতরাং উক্ত উভয়ধর্ম্মবিশিষ্ট, এবং তাহাই ভগবান্ বেদব্যাস প্রথমপাদের শেষসূত্রে বিজ্ঞাপন করিলেন।

প্রথমপাদে ব্রহ্মসূত্রের উপদিষ্ট সমস্ত বিষয়েরই অবতারণা করা হইয়াছে।

জীবতত্ত্ব, জগত্তত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, উপাসনাতত্ত্ব এতৎ সমস্তেরই আভাস এই প্রথম-পাদে বেদব্যাস বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থের অবশিষ্টাংশে শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তিতর্কদ্বারা এই সকল তত্ত্বই বিশেষরূপে বিস্তারিত করা হইয়াছে।

ইতি বেদান্তদর্শনে প্রথমাধ্যায়ে প্রথমপাদঃ সমাপ্তঃ ॥

ওঁ তৎসৎ।

বেদান্ত-দর্শন

প্রথম অধ্যায়—দ্বিতীয়পাদ

প্রথমপাদে শ্রুতির ব্রহ্মপরতা সাধারণভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উপাসনা বর্ণনাতে শ্রুতি নানা স্থানে নানা প্রকার বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন; তৎসম্বন্ধে আশঙ্কা হইতে পারে যে, তত্তদ্‌বাক্যের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম নহেন। সেই সকল শ্রুতিবাক্য বিচার করিয়া শ্রীভগবান্ বেদব্যাস এই প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয়পাদে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ব্রহ্মই সেই সকল বাক্যের প্রতিপাদ্য। উপনিষৎ ভালরূপ অভ্যস্ত না থাকিলে, এই দুই পাদের সূত্রোক্ত বিচার সম্যক্ বোধগম্য হয় না; সাধারণতঃ এইমাত্র জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, উপনিষদে ব্রহ্মই উপাস্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন। যত প্রকার উপাসনাপ্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমস্তেরই লক্ষ্য ব্রহ্ম; শ্রুতি, তাঁহাকেই নানাবিধ প্রণালীতে নানাবিধ বিভূতি অবলম্বনে উপাস্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। শ্রুতিসকল সম্যক্ উদ্ধৃত করিয়া সকল স্থলে সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে হইলে, এই গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া যায়; তন্নিমিত্ত শ্রুতিসকলের কিয়দংশমাত্র স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া, সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

পরন্তু ব্রহ্মের সগুণত্ব যে বেদব্যাসের স্থিরসিদ্ধান্ত,—তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন নির্গুণত্ব যে তাঁহার সিদ্ধান্ত নহে, তাহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদের বিচারের ফল শাঙ্করভাষ্যে দ্বিতীয়পাদের প্রারম্ভে যেরূপে উক্ত হইয়াছে, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

"প্রথমপাদে জন্মাদ্যস্য যত ইত্যাকাশাদেঃ সমস্তস্য জগতো জন্মাদিকারণং ব্রহ্মেত্যুক্তম্। তস্য সমস্তজগৎকারণস্য ব্রহ্মণো ব্যাপিত্বং নিত্যত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বাত্মকত্বমিত্যেবঞ্জাতীয়কো **ধর্ম্ম উক্ত** এব ভবতি। অর্থান্তরপ্রসিদ্ধানাং কেষাঞ্চিচ্ছব্দানাং ব্রহ্মবিষয়ত্বে হেতুপ্রতিপাদনেন কানিচিদ্বাক্যানি সন্দিহ্যমানানি ব্রহ্মপরতয়া নির্ণীতানি।"

অস্যার্থ:—"প্রথমপাদে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রদ্বারা আকাশাদি সমস্ত জগতের কারণ যে ব্রহ্ম, তাহা উক্ত হইয়াছে। সমস্তজগৎকারণ ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব, নিত্যত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বাত্মকত্ব প্রভৃতি জাতীয় **ধর্ম্ম** থাকাও উক্ত হইয়াছে। শ্রুত্যুক্ত কোন কোন শব্দ যাহার অন্য অর্থে প্রয়োগ প্রসিদ্ধি আছে, সেই সকল শব্দের উক্ত শ্রুতিসকলে ব্রহ্ম-অর্থে প্রয়োগ হওয়া, এবং সন্দিগ্ধার্থ কোন কোন শ্রুতিবাক্যের ব্রহ্মপ্রতিপাদকতা, হেতুপ্রদর্শনপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।"

অতএব শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারেও ইহা সিদ্ধান্ত হইল যে, বেদব্যাস ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমত্তা, সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্বাত্মকত্ব প্রভৃতি **ধর্ম্ম** প্রথমপাদে উপদেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পাদের প্রথম ভাগেই বেদব্যাস ব্রহ্মের সত্যসংকল্পাদি গুণও প্রদর্শন করিয়াছেন; অতএব তাঁহাকে নিরবচ্ছিন্ন নির্গুণ ও নিঃশক্তিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যে বেদব্যাসের ও শ্রুতির অভিপ্রেত নয়, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব।

১ম অঃ ২য় পা ১ম সূত্র। সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ।

"ভাষ্য:—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" ইত্যুপক্রম্য শ্রূয়তে "মনোময়ঃ প্রাণশরীর" ইতি। অত্র মনোময়ত্বেনোপাস্যঃ সর্ব্বকারণভূতঃ পরমাত্মা গৃহ্যতে ন

প্রত্যগাত্মা ; কুতঃ ? সর্ব্বেষু বেদান্তেষু প্রসিদ্ধস্য পরমাত্মন এব পূর্ব্বত্র সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেত্যাদ্যুপদেশাৎ ॥”

এই সূত্র এবং তৎপরবর্ত্তী কয়েকটি সূত্রের নিম্বার্ক ভাষ্যের ঠিক অনুরূপ শাঙ্কর ভাষ্য। শাঙ্কর ভাষ্যের অনুবাদ পাঠ করিলেই এই ভাষ্যের অর্থ অনায়াসেই বোধগম্য হইবে। অতএব গ্রন্থের কলেবর যাহাতে বর্দ্ধিত না হয়, তদভিপ্রায়ে এই সকল সূত্রের নিম্বার্কভাষ্যের অনুবাদ পৃথক্‌রূপে দেওয়া হইল না।

শাঙ্কর ভাষ্য :—ছান্দোগ্যে ইদমাম্নায়তে “সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো, যথাক্রতুরস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি ; স ক্রতুং কুর্ব্বীত ॥১॥ মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ” ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ—কিমিহ মনোময়ত্বাদিভির্ধর্ম্মৈঃ শারীর আত্মোপাস্যত্বেনোপদিশ্যত আহোস্বিদ্ ব্রহ্মেতি। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্? শারীর ইতি।...ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—পরমেব ব্রহ্মেহ...উপাস্যম্। কুতঃ? সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ যৎ সর্ব্বেষু বেদান্তেষু প্রসিদ্ধং ব্রহ্ম, ব্রহ্মশব্দস্য চালম্বনং জগৎকারণম্, ইহ চ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি বাক্যোপক্রমে শ্রুতং, তদেব মনোময়ত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্টমুপদিশ্যত ইতি যুক্তম্।”

অস্যার্থ :—ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩য় অঃ ১৪শ খঃ) এইরূপ উক্তি আছে, যথা :—“এতৎ সমস্তই ব্রহ্ম ; এতৎ সমস্ত তজ্জ (তাঁহা হইতে জাত হয়), তল্ল (তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয়), তদন্ (তাঁহাতে স্থিতি করে, তৎ-কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়)। ইহা জানিয়া শান্ত (অর্থাৎ কামক্রোধাদি বিকারবর্জ্জিত ও আত্মপরবুদ্ধিবিরহিত) হইয়া উপাসনা করিবে। এবঞ্চ

পুরুষ ক্রতুময় হয় (পুরুষ ধ্যেয়গুণবিশিষ্ট হয় ; ক্রতু=উপাসনা, ধ্যান)। ইহলোকে পুরুষ যেরূপ ক্রতুসম্পন্ন হয়েন, ইহলোক হইতে গমন করিয়া তিনি সেই প্রকার রূপ প্রাপ্ত হয়েন। অতএব পুরুষ ক্রতু করিবে। মনোময় প্রাণ-শরীর জ্যোতীরূপ ধ্যান করিবে।" এই স্থলে এই সংশয় উপস্থিত হয় যে, শ্রুতি কি মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট শরীরস্থ জীবাত্মারই উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন, অথবা ব্রহ্মেরই উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। প্রথমে মনে হয়, শারীর জীবাত্মারই উপাসনার উপদেশ হইয়াছে। এইরূপ আশঙ্কা হইলে, তদুত্তরে আমরা বলি, পরমব্রহ্মই মনোময়ত্বাদিধর্ম্মের দ্বারা উপাস্যরূপে অবধারিত হইয়াছেন। কারণ—"সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ"।

সমস্ত বেদান্তে ব্রহ্মশব্দের বাচ্য জগৎকারণ বলিয়া যে ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ আছেন, এই স্থলে বাক্যের প্রারম্ভভাগে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বাক্যে সেই ব্রহ্মই উল্লিখিত হইয়াছেন ; অতএব তিনিই যে মনোময়ত্বাদি-ধর্ম্মবিশিষ্ট-রূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন, ইহাই সঙ্গত মীমাংসা।

১ম অঃ ২য় পা ২য় সূত্র। বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ।

ভাষ্য :—"মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প" ইত্যাদীনাং বিবক্ষিতানাং মনোময়ত্ব-সত্যসঙ্কল্পত্বাদীনাং গুণানাং ব্রহ্মণ্যেবোপপত্তেশ্চ ॥

শাঙ্করভাষ্যে উক্ত হইয়াছে :—"তদিহ যে বিবক্ষিতা গুণা উপাসনায়ামুপাদেয়ত্বেনোপদিষ্টাঃ সত্যসঙ্কল্পপ্রভৃতয়ঃ, তে পরস্মিন্ ব্রহ্মণ্যুপপদ্যন্তে। সত্যসঙ্কল্পত্বং হি সৃষ্টিস্থিতিসংহারেষ্বপ্রতিবন্ধশক্তিত্বাৎ পরমাত্মনোঽবকল্প্যতে। পরমাত্মগুণত্বেন চ, "য আত্মাঽপহতপাপ্মা" ইত্যত্র "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইতি

শ্রুতম্। "আকাশাত্মা" ইত্যাদিনা আকাশবদাত্মাঽস্যেত্যর্থঃ, সর্ব্বগতত্বাদিভির্ধর্ম্মৈঃ সম্ভবত্যাকাশেন সাম্যং ব্রহ্মণঃ।"*

অস্যার্থ :—উক্ত ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বর্ণিত সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি যে সকল গুণ উপাসনার্থ গৃহীতব্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎসমস্ত পরব্রহ্মেই উপপন্ন হয়। সৃষ্টিস্থিতি ও সংহারবিষয়ে অপ্রতিহতশক্তিমত্তাহেতু পরমাত্মার সম্বন্ধেই সত্যসঙ্কল্পত্ব (মনোময়ত্ব) কল্পিত হইতে পারে। শ্রুতিতে "য আত্মাঽপহতপাপ্মা" বাক্যে যে আত্মার অপাপবিদ্ধত্ব উক্ত হইয়াছে, সেই আত্মার পরমাত্ম-সম্বন্ধীয় সত্যকামত্ব সত্যসঙ্কল্পত্ব গুণ থাকা ঐ শ্রুতিই উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রুতি যে "আকাশাত্মা" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার অর্থ আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী তাঁহার রূপ; সর্ব্বগতত্বাদিধর্ম্মে আকাশের সহিত ব্রহ্মেরই তুলনা হইতে পারে। ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়।

১ম অঃ ২য় পা ৩য় সূত্র। অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ।

শ্রীনিম্বার্কভাষ্য :—মনোময়ত্বাদিগুণকঃ পর এব, ন জীবস্তস্মিন্মনোময়ত্বসত্যসঙ্কল্পত্বাদ্যনুপপত্তেঃ॥

শাঙ্করভাষ্য :—পূর্ব্বেণ সূত্রেণ ব্রহ্মণি বিবক্ষিতানাং গুণানামুপপত্তিরুক্তা, অনেন শারীরে তেষামনুপপত্তিরুচ্যতে। তু-শব্দোঽবধারণার্থঃ। ব্রহ্মৈবোক্তেন ন্যায়েন মনোময়ত্বাদি-

---

* এই স্থলে শাঙ্করভাষ্য উদ্ধৃত করিবার অভিপ্রায় এই যে, ভগবান্ বেদব্যাসকৃত এই সকল সূত্রের ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্যও এইরূপই করিয়াছেন, সূত্রের ব্যাখ্যান্তর নাই। পরন্তু এই সকল সূত্রদ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, ব্রহ্মের কেবল নির্গুণত্বই বেদান্তে এবং ব্রহ্মসূত্রে উপদিষ্ট হয় নাই; পরন্তু জীবের ব্রহ্মের ন্যায় যে বিভুত্ব নাই, তাহাও স্পষ্টরূপে ইহাতে উপদিষ্ট হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইবে যে, বেদান্তদর্শনে ভক্তিমার্গই বেদব্যাস কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে।

গুণং ন তু শারীরো জীবো মনোময়ত্বাদিগুণঃ। "যৎ কারণং" "সত্যসঙ্কল্প" "আকাশাত্মা" "হবাক্যহনাদরো" "জ্যায়ান্ পৃথিব্যা" ইতি চৈবঞ্জাতীয়কা গুণা ন শারীরে আঞ্জস্যেনোপপদ্যন্তে।"

অন্বয়ার্থ:—পূর্ব্ব সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রুতিবাক্যোক্ত গুণসকল ব্রহ্মের সম্বন্ধেই উপপন্ন হয়; এই সূত্রে বলা হইতেছে, শারীর জীবাত্মায় সেই সকল গুণের উপপত্তি হয় না। সূত্রোক্ত "তু" শব্দ অবধারণার্থক। ব্রহ্মই পূর্ব্বোক্ত কারণে মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, শারীর জীব তদ্বিশিষ্ট নহে। যেহেতু সত্যসংকল্প, আকাশাত্মা, অবাকী, অনাদর (অকাম), পৃথিবী হইতে শ্রেষ্ঠ, শ্রুত্যুক্ত এই সকল এবং এই জাতীয় গুণসকল শারীর জীবাত্মায় প্রত্যক্ষীভূত হয় না।

(আকাশাত্মা বলিতে সর্ব্বব্যাপী বুঝায়, তাহা জীবের নাই, এই সূত্রে ইহা স্পষ্টরূপে বলা হইল; সুতরাং এতদ্দ্বারা জীবের স্বরূপগত বিভুত্ব নিবারিত হইল বুঝিতে হইবে; অতএব শঙ্করাচার্য্য যে জীবকে বিভুস্বভাব বলিয়া পরে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বেদব্যাসের সিদ্ধান্ত নহে।

১ম অঃ ২য় পা ৪র্থ সূত্র। কর্ম্মকর্তৃব্যপদেশাচ্চ।

শ্রীনিম্বার্কভাষ্য:—ইতোঽপ্যত্র মনোময়াদিপদবাচ্যো ন শারীরঃ। "এতমিতঃ প্রেত্য সম্ভবিতাস্মী"-তি কর্ম্মকর্তৃব্যপদেশাৎ॥

শাঙ্করভাষ্য:—"এতমিতঃ প্রেত্যাঽভিসম্ভবিতাঽস্মি" ইতি শারীরস্য কর্তৃত্বেনোপাসকত্বেন ব্যপদেশাৎ, পরমাত্মনঃ কর্ম্মত্বেনোপাস্যত্বেন প্রাপ্যত্বেন চ ব্যপদেশাৎ।

অন্বয়ার্থ:—"আমি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে (আমার

উপাস্যকে) প্রাপ্ত হইয়াছি" এই বাক্যে শারীর জীবের উপাসকরূপে কর্তৃত্ব উপদেশ আছে, এবং "এতঃ" পদবাচ্য পরমাত্মার কর্মত্ব, উপাস্যত্ব ও প্রাপ্যত্বরূপে উপদেশ আছে। অতএব শারীর জীবাত্মা উক্ত শ্রুতির প্রতিপাদ্য নহে, পরমাত্মাই উপাস্যরূপে উপদিষ্ট।

১ম অঃ ২য় পা ৫ম সূত্র। শব্দবিশেষাৎ।

ভাষ্য।—মনোময়ত্বাদিগুণকঃ শারীরাদন্যঃ পরমাত্মা "এষ মে আত্মান্তর্হৃদয়ে" ইতি জীবপরমাত্মনোঃ ষষ্ঠীপ্রথমান্তশব্দ-বিশেষাৎ।

অন্বয়ার্থ :—শ্রুতি বলিয়াছেন "এষ মে আত্মান্তর্হৃদয়ে" এই আত্মা আমার হৃদয়ে; এই স্থলে জীবসম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি যোগ করিয়া "মে" শব্দ উক্ত হইয়াছে, এবং উপাস্য আত্মাকে প্রথমাবিভক্ত্যন্ত করিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এইরূপ বিশেষ করিয়া শব্দের প্রয়োগ হওয়াতে শ্রুতি-বাক্যোক্ত মনোময়ত্বাদি গুণ জীবের সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই,—পরমাত্মার সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

১ম অঃ ২য় পা ৬ষ্ঠ সূত্র। স্মৃতেশ্চ।

শ্রীনিম্বার্ক ভাষ্য :—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতী"-তি স্মৃতেশ্চ জীবপরমাত্মনোর্ভেদোঽস্তি॥

শাঙ্করভাষ্য :—"স্মৃতিশ্চ শারীরপরমাত্মনোর্ভেদং দর্শয়তি, "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্ব-ভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া" ইত্যাদ্যা।

অন্বয়ার্থ :—স্মৃতিও স্পষ্টরূপে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা :—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে উক্ত আছে, "হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর

সর্ব্বপ্রাণীর হৃদ্দেশে অবস্থান করেন, তিনি হৃদ্দেশে থাকিয়া মায়াদ্বারা জীবসকলকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় ভ্রাম্যমাণ করেন" ইত্যাদি।

১ম অঃ ২য় পা ৭ম সূত্র। অর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ।

(অর্ভক—ওকস্)—ত্বাৎ—তৎ—ব্যপদেশাচ্চ—ন, ইতি চেৎ, ন; নিচায্যত্বাৎ এবং—ব্যোমবৎ চ। (অর্ভকং = অল্পং, ওকঃ = স্থানং যস্য স, তস্য ভাবঃ তত্বং, তস্মাৎ = অর্ভকৌকস্ত্বাৎ।)

ভাষ্য।—"এষ মে আত্মা হৃদয়ে" (ছান্দোগ্য ৩য় অঃ ১৪খ) ইত্যল্পায়তনত্বাৎ, "অণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা" ইত্যল্পত্বব্যপদেশাচ্চাত্র ন ব্রহ্মেতি চেৎ, নৈব, তথাত্বেন ব্রহ্মণ ইহোপাস্যত্বাৎ বৃহতোঽল্পত্বন্তু গবাক্ষব্যোমবৎ সংগচ্ছতে।

অস্যার্থঃ—"এই আত্মা আমার হৃদয়ে" এই শ্রুতিবাক্যে আত্মার অল্পায়তনত্ব বোধগম্য হয়; "আত্মা ব্রীহি অপেক্ষাও ক্ষুদ্র" এই স্পষ্ট উপদেশও তৎসম্বন্ধে আছে; তদ্দ্বারা আত্মার অল্পত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম বিভুস্বভাব; অতএব ব্রহ্ম ঐ শ্রুতির উপদেশের বিষয় হইতে পারেন না। এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ, উক্ত স্থলে উপাসনার নিমিত্ত ব্রহ্ম ক্ষুদ্ররূপেই উপদিষ্ট হইয়াছেন; আকাশ অনন্ত হইলেও গবাক্ষব্যোম (গবাক্ষস্থ আকাশ) ইত্যাদি স্থলে যেমন বৃহতের অল্পত্ব বিবক্ষা হয়, তদ্রূপ বিভু আত্মারও ঐ প্রকার ক্ষুদ্রত্ব উপদেশ অসঙ্গত নহে।

১ম অঃ ২য় পা ৮ম সূত্র। সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ।

ভাষ্য।—"সর্ব্বহৃদয়সম্বন্ধাৎ সুখদুঃখসম্ভোগপ্রাপ্তিব্রহ্মণোঽপি জীবস্যেবেতি চেন্নায়ং দোষঃ, স্বকৃতকর্ম্মফলভোক্তৃত্বেনাপহতপাপ্মত্বেন চ জীবব্রহ্মণোঽত্যন্তবিশেষাৎ।"

অস্যার্থ :—সকলের হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়াতে জীবের ন্যায় ব্রহ্মেরও সুখদুঃখভোগ সম্ভব হইতে পারে; (পরন্তু ব্রহ্মের সুখদুঃখাদি-সম্বন্ধ নাই বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন; সুতরাং ব্রহ্ম উক্ত বাক্যের প্রতিপাদ্য নহেন) যদি এইরূপ আপত্তি কর, তবে তাহা সঙ্গত নহে; ব্রহ্মকে হৃদয়স্থ বলাতে কোন দোষ হয় না। কারণ, স্বকৃত কর্ম্মফলের ভোক্তৃত্ব জীবে আছে; ব্রহ্ম সর্ব্বদাই নির্ব্বিকার (অপাপবিদ্ধ); জীব ও ব্রহ্মের এইরূপ প্রভেদ শ্রুতিই বর্ণনা করিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যেও সূত্রের এইরূপই অর্থ করা হইয়াছে। যথা—"ন তাবৎ সর্ব্বপ্রাণিহৃদয়সম্বন্ধাচ্ছারীরবদ্ ব্রহ্মণঃ সম্ভোগপ্রসঙ্গো, বৈশেষ্যাৎ" ইত্যাদি।

ইতি মনোময়ত্বাদিধর্ম্মৈঃ হৃদিস্থিতত্বেন চ ব্রহ্মণ উপাস্যত্ব-নিরূপণাধিকরণম্।

১ম অঃ ২য় পা ৯ম সূত্র। অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ।

ভাষ্য।—"যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনং, মৃত্যুর্যস্যো-পসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র স" ইত্যত্রাত্তা শ্রীপুরুষোত্তমঃ। কুতঃ? মৃত্যূপসেচনৌদনস্য ব্রহ্মক্ষত্রোপলক্ষিতচরাচরাত্মকস্য বিশ্বস্য গ্রহণাৎ।

অস্যার্থ :—কঠশ্রুতিতে এইরূপ উক্তি আছে, যথা :—

"যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনম্।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ"। (১ম অঃ ২য়া বল্লী)

ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় যাঁহার অন্ন, মৃত্যু যাঁহার উপসেচন মাত্র (ঘৃতাদি বস্তু যাহা অন্নে মাখিয়া খাওয়া যায়, তদ্রূপ উপসেচন মাত্র)। তাঁহার স্বরূপ কি, এবং তাঁহার স্থিতি বা কোথায়, তাহা কে জানিতে পারে?

এই বাক্যে যিনি অত্তা অর্থাৎ ভক্ষক বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তিনি

ব্রহ্ম ; কারণ, মৃত্যুকেও তাঁহার উপসেচনমাত্র বলায় ব্রহ্মক্ষত্রোপলক্ষিত চরাচর বিশ্ব সমস্তই তিনি গ্রহণ (আত্মসাৎ) করেন বলা হইল ; ব্রহ্মেই জগৎ লয়প্রাপ্ত হয় ; সুতরাং এই অত্তা (ভক্ষক) ব্রহ্মই।

১ম অঃ ২য় পা ১০ম সূত্র। প্রকরণাচ্চ।

ভাষ্য।—অত্তা ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ "মহান্তং বিভু"-মিতি তস্যৈব প্রকৃতত্বাচ্চ।

ব্যাখ্যা:—কঠোপনিষদের যে প্রকরণে (প্রথম প্রকরণের দ্বিতীয় বল্লীতে) ঐ বাক্য উক্ত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মবিষয়ক প্রকরণ ; সুতরাং ব্রহ্মই ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য। উক্ত প্রকরণের প্রতিপাদ্য আত্মাকে প্রথমে "মহান্তং বিভুং" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি পরমাত্মাকেই সুস্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন। অতএব পরমাত্মাই উক্ত বাক্যের কথিত অত্তা (ভক্ষণকর্ত্তা)।

ইতি ব্রহ্মণোঽত্তৃত্বনিরূপণাধিকরণম্।

১ম অঃ ২য় পা ১১শ সূত্র। গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ।

ভাষ্য।—"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে, গুহাং প্রবিষ্টৌ"-বিত্যত্র গুহাং প্রবিষ্টৌ আত্মানৌ হি চেতনৌ হি জীবপরমাত্মানৌ বোধ্যৌ ; কুতস্তদ্দর্শনাত্তয়োরেবাস্মিন্ প্রকরণে গুহা-প্রবেশব্যপদেশদর্শনাৎ। "তদ্ দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতমি"-তি পরমাত্মনঃ "যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী সা ভূতেভির্ব্যজায়তে"-তি জীবস্য।

ব্যাখ্যা:—কঠবল্লীতে "গুহাং প্রবিষ্টৌ" (কঠ ১ম অঃ ৩য়া বল্লী) ইত্যাদি বাক্যে "গুহাতে প্রবিষ্ট" বলিয়া যে আত্ম-দ্বয়ের কথা উল্লিখিত

আছে, সেই দুই আত্মাকে পরমাত্মা ও জীবাত্মা বলিয়া বুঝিতে হইবে; কারণ, এই প্রকরণে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয়কেই গুহা প্রবিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা:—"তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতম্" ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মাকে, এবং "যা প্রাণেন গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী" ইত্যাদি বাক্যে জীবাত্মাকে, গুহাপ্রবিষ্ট বলিয়া শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন।

১ম অঃ ২য় পা ১২শ সূত্র। বিশেষণাচ্চ।

ভাষ্য।—জীবপরয়োরেবাত্র গুহাপ্রবিষ্টত্বেন পরিগ্রহঃ; যতোঽস্মিন্ প্রকরণে "ব্রহ্মযজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি", "যঃ সেতুরীজানানা"মিত্যাদিষু তয়োরেবো-পাস্যোপাসকভাবেন বেদ্যত্ববেত্তৃত্বাদিনা চ বিশেষিতত্বাচ্চ।

অস্যার্থ:—পরমাত্মা ও জীবাত্মাই যে "গুহাপ্রবিষ্ট" বাক্যের অর্থ, তাহার অন্যতর কারণ এই যে, উক্ত শ্রুতিতে "ব্রহ্মযজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা নিচা-য্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি", "যঃ সেতুরীজানানাং" (৩য় ব) ইত্যাদি একের বেদ্যত্ব অপরের বেত্তৃত্ব, একের উপাস্যত্ব, অপরের উপাসকত্ব, ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা উভয়ের ভেদ প্রদর্শন করা হইয়াছে।

ইতি জীব-পরয়োর্গুহাগতত্ব-নিরূপণাধিকরণম্।

—•—

১ম অঃ ২য় পা ১৩শ সূত্র। অন্তর উপপত্তেঃ।

ভাষ্য।—"য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" ইত্যক্ষিণ্য-ন্তরঃ পুরুষোত্তম এব নান্যঃ; কুতঃ? "এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্মেতি", "এতং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষতে" ইত্যাত্মত্বাভয়ত্বাদীনাং সংযদ্বামত্বাদীনাং চ পুরুষোত্তমে এবো-পপত্তেঃ।

অন্বয়ার্থ :—ছান্দোগ্যশ্রুতিতে উপকোশলবিদ্যা প্রকরণে (৪অঃ ১৫শ খ) উক্ত আছে "য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" (চক্ষুর অভ্যন্তরে যে পুরুষ দৃষ্ট হয়েন)। এই স্থলেও চক্ষুরভ্যন্তরস্থ পুরুষ ব্রহ্ম,—জীব নহেন; কারণ, উক্ত শ্রুতিবাক্যে এই চক্ষুরভ্যন্তরস্থ পুরুষকে আত্মত্ব, অভয়ত্ব, অমৃতত্ব, সংযদ্বামত্বাদি ব্রহ্মগুণসম্পন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এই সকল গুণপ্রকাশক বাক্যের প্রয়োগ ব্রহ্মসম্বন্ধে হইতে পারে (জীবসম্বন্ধে নহে)। শ্রুতি যথা :—"এষ আত্মেতি হোবাচ, এতদমৃতভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি" এবং "এতং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষতে এতং হি সর্ব্বাণি বামান্যভিসংযন্তি" ইত্যাদি বাক্যে তাঁহাকে ঐ শ্রুতি সংযদ্বাম (মঙ্গল নিধান), বামনী, ভামনীশক্তিসম্পন্ন (জীবের শোভন কর্ম্মকারী, কর্ম্মফলদাতা, সর্ব্বপ্রকাশক ইত্যাদি) রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

১ম অঃ ২য় পাদ ১৪শ সূত্র। স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ।

ভাষ্য।—পরমাত্মনো "যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্নি"-ত্যাদিশ্রুত্যা স্থানাদের্ব্যপদেশাচ্চাক্ষিপুরুষঃ স এব।

ব্যাখ্যা :—(বৃহ ৩অঃ) "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্, যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্, তস্যোদিতি নাম হিরণ্যশ্মশ্রু" (যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন, যিনি চক্ষুতে অবস্থান করেন, উৎ যাঁহার নাম, যিনি হিরণ্যময় শ্মশ্রুবিশিষ্ট) ইত্যাদি শ্রুতিতেও ব্রহ্মের ধ্যানের জন্য স্থান, নাম ও রূপ উপদিষ্ট হইয়াছে দেখা যায়। অতএব এই স্থলেও ব্রহ্মকে চক্ষুরভ্যন্তরস্থ পুরুষ বলাতে দোষ হয় নাই।

১ম অঃ ২য় পা ১৫শ সূত্র। সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ।

ভাষ্য।—অক্ষিগতঃ পর এব "কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্মে"-তি সুখ-বিশিষ্টাভিধানাচ্চ।

ব্যাখ্যা :—"প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৪অঃ ১০খ) ইত্যাদি বাক্যে

অক্ষিগত পুরুষকে প্রাণস্বরূপ, সুখস্বরূপ, (আনন্দময়) ইত্যাদি রূপে অভিহিত করা হইয়াছে ; কিন্তু জীব সুখময় নহে—জীব দুঃখে নিপতিত ; সুতরাং উক্ত স্থলে অক্ষিগত পুরুষ পরমাত্মাই।

১ম অঃ ২য় পাদ ১৬শ সূত্র। অতএব চ তদ্‌ব্রহ্ম।

ভাষ্য।—তৎ কং ব্রহ্মেতি সুখবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব, কুতঃ ? "যদ্বাব কং তদেব খং, যদেব খং, তদেব ক"-মিতি পরস্পর-বৈশিষ্ট্যপ্রতিপাদকবাক্যাদেব চ।

ব্যাখ্যা :—উক্ত শ্রুতিতে এইরূপ বাক্যও আছে, যথা—"যদ্বাব কং, তদেব খং, যদেব খং তদেব কং" (যিনি সুখস্বরূপ, তিনিই আকাশস্বরূপ ; যিনি আকাশস্বরূপ তিনিই সুখস্বরূপ)। অতএব সুখবিশিষ্ট আত্মাকে আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপক বলাতে সেই সুখময় আত্মা জীবাত্মা হইতে বিভিন্ন পরব্রহ্ম।

১ম অঃ ২য় পা ১৭শ সূত্র। শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাচ্চ।

(শ্রুতোপনিষৎকস্য—গতি—অভিধানাৎ (কথনাৎ)।

ভাষ্য।—শ্রুতোপনিষদ্ যেন তস্য শ্রুতোপনিষৎকস্য যা গতির্দ্দেবযানাখ্যা "অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়া-ত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজায়ন্তে এতদ্বৈ প্রাণানামায়তনমেতদমৃত-মভয়মেতৎ পরায়ণমেতস্মান্ন পুনরাবর্ত্ততে" ইতি শ্রুত্যন্তরে প্রসিদ্ধা "তস্যা এবেহ তেঽর্চ্চিসমেবাভিসম্ভবন্তী" ত্যাদিনা গতেরভিধানাচ্চাক্ষ্যন্তরঃ পুরুষঃ পুরুষোত্তম এব।

অস্যার্থ :—(উপনিষীদতি পরমাত্মানং প্রাপয়তি যা পরমাত্মবিদ্যা সা উপনিষৎ ; শ্রুতা উপনিষদ্‌যেন=শ্রুতোপনিষৎকস্তেন) রহস্যের সহিত

উপনিষদ্‌বেত্তা পুরুষের সম্বন্ধে শ্রুত্যন্তরে (প্রশ্নোপনিষৎ ১ম প্র ১০ম বা) "অথোত্তরেণ তপসা" ইত্যাদি বাক্যে যে গতিপ্রাপ্তি প্রসিদ্ধ আছে, সেই গতি "তস্যা এবেহ" ইত্যাদি বাক্যে (ছাঃ ৪র্থঃ ১৫খ) অক্ষিপুরুষের সম্বন্ধেও উপদিষ্ট হওয়ায় ঐ অক্ষিস্থ পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া উপপন্ন হয়েন।

এই সূত্রের সম্পূর্ণ শাঙ্করভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"ইতশ্চাক্ষিস্থানঃ পুরুষঃ পরমেশ্বরো, যস্মাৎ শ্রুতোপনিষৎকস্য শ্রুতরহস্য-বিজ্ঞানস্য ব্রহ্মবিদো যা গতির্দেবযানাখ্যা প্রসিদ্ধা শ্রুতৌ, "অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজায়ন্তে, এতদ্বৈ প্রাণানামায়তন-মেতদমৃতমভয়মেতৎ পরায়ণমেতস্মান্ন পুনরাবর্ত্তন্ত ইতি।" স্মৃতাবপি,—

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ।।

ইতি, সৈবেহাঽক্ষিপুরুষবিদোঽভিধীয়মানা দৃশ্যতে। "অথ যদু চৈবা-স্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি যদি চ নার্চ্চিষমেবাভিসম্ভবন্তি" ইত্যুপক্রম্য "আদিত্যা-চ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং, তৎপুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথঃ, এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্ত ইতি"। তদিহ ব্রহ্মবিদ্বিষয়য়া প্রসিদ্ধয়া গত্যাঽক্ষিস্থানস্য ব্রহ্মত্বং নিশ্চীয়তে"।

অস্যার্থ :—চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ পুরুষ (যিনি ত্রয়োদশ সূত্রের লক্ষিত ছান্দোগ্যশ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেন) তিনি পরমেশ্বর—পরমাত্মা। কারণ, রহস্য-বিজ্ঞানযুক্ত ব্রহ্মবিৎ পুরুষের (শ্রুতোপনিষৎকস্য) যে শ্রুতিপ্রসিদ্ধ দেবযানগতিপ্রাপ্তির উল্লেখ আছে (যথা শ্রুতি বলিয়াছেন :—"তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যা দ্বারা আত্মার অন্বেষণ করিয়া (আত্মস্বরূপ লাভ করিবার নিমিত্ত সাধন করিয়া) দেহান্তে সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হয়েন (তথা হইতে ব্রহ্মলোকে গমন করেন), ইহাই জীবের শেষ বিশ্রামস্থান, ইহাই অমৃত (মোক্ষ), পরম অভয়স্থান। এই স্থানপ্রাপ্ত পুরুষ আর

সংসারে পুনরাবর্ত্তন করেন না।" এইরূপ স্মৃতিও বলিয়াছেন :—ব্রহ্মবিৎ-পুরুষ, অগ্নি, জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্ল, উত্তরায়ণ ষণ্মাসস্বরূপ দেবতাসকলকে প্রাপ্ত হইয়া, তৎপরে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। অক্ষিপুরুষোপাসক সেই প্রসিদ্ধ গতিই লাভ করেন বলিয়া শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—শ্রুতি বলিয়াছেন :—(উপাসকের মৃত্যু হইলে তাঁহার কুটুম্বগণ) "তাঁহার শব-সংস্কার করুক আর নাই করুক, তিনি অর্চ্চিকে (অগ্নিদেবতাকে) নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হয়েন"; এইরূপে গতিবর্ণনা আরম্ভ করিয়া শ্রুতি তৎপরেই বলিয়াছেন, "সেই পুরুষ আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎলোক প্রাপ্ত হয়েন; তখন ব্রহ্মলোকবাসী দিব্যপুরুষ উক্ত উপাসকদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান; ইহারই নাম দেবপথ ও ব্রহ্মপথ; ইহা প্রাপ্ত হইলে, মানবের এই আবর্ত্তমান সংসারে পুনরাবর্ত্তন হয় না (ছাঃ ৪অঃ ১৫ খ) ব্রহ্মবিদ্‌গণের যে এই প্রসিদ্ধ গতি উক্ত আছে, তাহা অক্ষিপুরুষোপাসকের সম্বন্ধে উক্ত হওয়ায় অক্ষিস্থিত পুরুষ ব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চিত হয়েন।

মন্তব্য :—এই স্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ছান্দোগ্যাদি উপনিষদুক্ত অক্ষিপুরুষোপাসনা প্রভৃতি ভক্তিমার্গীয় ত্রিবিধ অঙ্গবিশিষ্ট ব্রহ্মোপাসনা, যাহা ব্রহ্মসূত্রের প্রথম পাদের শেষসূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার দ্বারা যে মোক্ষপদ লাভ হয়, এবং ব্রহ্মবিদ্‌দিগের যে দেহান্তে দেবযানগতি প্রাপ্তি হয়, তাহাও বেদব্যাস স্পষ্টরূপে এই সূত্রে বর্ণনা করিলেন, এবং এই সূত্রের যে এইরূপই মর্ম্ম, তাহা শ্রীশঙ্করাচার্য্যও স্বকৃতভাষ্যে ব্যাখ্যা করিলেন; সুতরাং কেবল জ্ঞানমার্গই মোক্ষপ্রাপক বলিয়া যাঁহাদের অভিমত, তাঁহাদের মত আদরণীয় নহে; এবং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য পরে যে এই উভয় বিষয়ে বিরুদ্ধমত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাও গ্রহণীয় নহে। নিম্বার্কভাষ্যেও এই সূত্রের এইরূপই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; এতৎ সম্বন্ধে কোন ব্যাখ্যার বিরোধ নাই।

১ম অঃ ২য় পাদ ১৮শ সূত্র। অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ ॥

ভাষ্য।—অক্ষ্যন্তরঃ পরমাত্মেতরো ন ভবতি, কুতস্তদিতরস্য তত্র নিয়মেনানবস্থিতেরমৃতত্বাদেস্তত্রাসম্ভবাচ্চ।

ব্যাখ্যা—অক্ষিপুরুষ পরমাত্মা; জীব, ছায়াপুরুষ, অথবা দেবতা নহেন; কারণ জীবের অক্ষিতে অবস্থানের নিয়ম নাই, (জীব সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট; ছায়াপুরুষ প্রতিবিম্বরূপী হওয়ায়, তাঁহার স্থিতি পরিবর্ত্তনশীল; এবং সূর্য্যদেবতাও রশ্মি দ্বারাই চক্ষুতে অবস্থিত বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন); এবং অমৃতত্বাদিগুণও ইহাদের নাই। অতএব ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কাহারও অক্ষিপুরুষ হওয়া অসম্ভব; সুতরাং অক্ষিপুরুষ ব্রহ্ম।

ইতি ব্রহ্মণোঽক্ষিগতত্ব-নিরূপণাধিকরণম্

—•—

১ম অঃ ২য় পাদ ১৯শ সূত্র। অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাদিলোকাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ ॥

ভাষ্য।—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্নি"-ত্যুপক্রম্য "এষ তে আত্মাঽন্তর্য্যামী"-তি পৃথিব্যাদ্যধিদৈবাদিসর্ব্বপর্য্যায়েষু শ্রূয়মাণোঽন্তর্য্যামী পরমাত্মৈব, কুতস্তদ্ধর্ম্মস্য সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদেরিহ ব্যপদেশাৎ ॥

ব্যাখ্যা—বৃহদারণ্যকশ্রুতি তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম ব্রাহ্মণে "যঃ পৃথিব্যাস্তিষ্ঠন্" (যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন), এইরূপ বাক্যারম্ভ করিয়া, "এষ তে আত্মান্তর্য্যামী" (এই আত্মা তোমার অন্তর্য্যামী) বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, এবং পরে পর্য্যায়ক্রমে অপ্, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, স্বর্গ, আদিত্য, দিক্, চন্দ্র, তারকা, আকাশ, তেজঃ, সর্ব্ববিধ প্রাণিবর্গ এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তুতে স্থিত পুরুষকে অধিদৈব, অধিলোক, অধ্যাত্মভেদে বর্ণনা করিয়া, সেই পুরুষ তোমার অন্তর্য্যামী

বলিয়া বাক্য শেষ করিয়াছেন। এই অধিদৈব ও অধিলোকাদিতে অন্তর্য্যামিরূপে যে আত্মা বর্ণিত হইয়াছেন, তিনি ব্রহ্ম,—জীব নহেন। কারণ ঐ আত্মার সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদি যে সকল ধর্ম্ম ঐ শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মের ধর্ম্ম,—জীবের নহে।

১ম অঃ ২য় পাদ ২০শ সূত্র। ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ ॥

ভাষ্য।—ন চ প্রধানমন্তর্য্যামিশব্দবাচ্যং, চেতনধর্ম্মাণাং সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বসর্ব্বদ্রষ্টৃত্বাদীনাং চাভিলাপাৎ ॥

ব্যাখ্যা :—সাংখ্যস্মৃত্যুক্ত প্রধান, উক্ত স্থলে অন্তর্য্যামী শব্দের বাচ্য নহে; কারণ, অচেতন প্রধানকে ঐ অন্তর্য্যামী শব্দের বাচ্য বলিলে, সর্ব্ব-নিয়ন্তৃত্ব সর্ব্বদ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি উক্ত শ্রুত্যুক্ত চেতনধর্ম্মসকলের অপলাপ হয়।

১ম অঃ ২য় পাদ ২১শ সূত্র। ন শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥

(ন—শারীরশ্চ; হি (যতঃ) উভয়ে—অপি, ভেদেন এনম্ অধীয়তে)।

ভাষ্য।—ন চ জীবোঽন্তর্য্যামী, যতশ্চৈনমন্তর্য্যামিণো ভেদেন "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্নি"-তি কাণ্বাঃ, "য আত্মনী"-তি মাধ্যন্দিনাশ্চোভয়েঽপ্যধীয়তে।

ব্যাখ্যা—এই স্থলে শারীর জীবও অন্তর্য্যামী শব্দের বাচ্য বলিতে পার না; কারণ কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন এই উভয় শাখাতেই এই অন্তর্য্যামী হইতে জীব বিভিন্ন বলিয়া গীত হইয়াছেন।

ইতি ব্রহ্মণোঽন্তর্য্যামিত্বনিরূপণাধিকরণম্।

১ম অঃ ২য় পাদ ২২শ সূত্র। অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ ॥

ভাষ্য।—আথর্ব্বণিকৈরুদাহৃতঃ অদৃশ্যমিত্যাদিনা, ঽদৃশ্য-

ত্বাদিগুণকঃ পরমাত্মৈব, কুতঃ? "যঃ সর্ব্বজ্ঞ" ইত্যাদিনা তদ্ধর্ম্মোক্তেঃ ॥

ব্যাখ্যা—অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডে উক্ত "যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণম্" (যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ ইত্যাদি) বাক্যে অদৃশ্যত্বাদি গুণবিশিষ্ট বলিয়া যিনি উক্ত হইয়াছেন, তিনি ব্রহ্ম; কারণ, ঐ শ্রুতি পরে "যঃ সর্ব্বজ্ঞ" ইত্যাদি বাক্যে তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়াছেন।

১ম অঃ ২য় পাদ ২৩শ সূত্র। বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং চ নেতরৌ ॥

(ন—ইতরৌ (জীবঃ প্রধানং চ) ; বিশেষণাৎ (ভূতযোনিত্বাদিবিশেষণাৎ ন জীবঃ), "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইতি ভেদব্যপদেশাৎ ন প্রধানং চ)।

ভাষ্য।—প্রধানজীবৌ ন ভূতযোন্যক্ষরপদবাচ্যৌ বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং, "সর্ব্বগত"-মিতি বিশেষণব্যপদেশঃ, "অক্ষরাৎ পরতঃ পর" ইতি ভেদব্যপদেশশ্চ।

ব্যাখ্যা—সাংখ্যোক্ত প্রধান অথবা জীব উক্ত শ্রুত্যুক্ত ভূতযোনি ও অক্ষরপদের বাচ্য নহে ; কারণ "সর্ব্বগত" বিশেষণ দ্বারা জীবাত্মা হইতে, এবং "অক্ষর হইতেও তিনি শ্রেষ্ঠ" (মু ২ খ) এই বাক্য দ্বারা প্রধান হইতে, শ্রুতি তাঁহার বিভিন্নতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শাঙ্করভাষ্যেও এই সূত্রের এইরূপই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

১ম অঃ ২য় পাদ ২৪শ সূত্র। রূপোপন্যাসাচ্চ ॥

(উপন্যাসাৎ কথনাৎ)

ভাষ্য।—"অগ্নির্মূর্দ্ধে"-ত্যাদিনা পরমাত্মনো রূপোপন্যাসাচ্চ নেতরৌ ॥

ব্যাখ্যা—"অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ" (মু ২ খণ্ড) (অগ্নি ইঁহার শিরোদেশ, চন্দ্র ও সূর্য্য ইঁহার চক্ষুর্দ্বয়) ইত্যাদি বাক্য যাহা ঐ শ্রুতি ঐ পুরুষের রূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পরমাত্মারই সম্বন্ধে প্রয়োগ হইতে পারে। অতএব ইনি জীব নহেন,—পরমাত্মা।

ইতি ব্রহ্মণোঽদৃশ্যত্বাদিগুণনিরূপণাধিকরণম্।

—•—

১ম অঃ ২য় পাদ ২৫শ সূত্র। বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ ॥

ভাষ্য।—বৈশ্বানরঃ পরমাত্মৈব, যতোঽগ্নিব্রহ্মসাধারণস্যাপি বৈশ্বানরশব্দস্য ব্রহ্মপরিগ্রহে দ্যুমূর্দ্ধত্বাদ্যবয়ব-বিধানেন বিশেষাবগমাৎ।

ব্যাখ্যা—ছান্দোগ্যোপনিষদে (৫ম অধ্যায়ে) যে বৈশ্বানর উপাসনার উল্লেখ আছে, সেই বৈশ্বানরশব্দের বাচ্য পরমাত্মা; কারণ ঐ বৈশ্বানরশব্দ অগ্নি ও ব্রহ্ম উভয়-বাচক হইলেও "দ্যুমূর্দ্ধত্বা"দি (স্বর্গশিরস্ক ইত্যাদি) বিশেষণ দ্বারা উক্ত স্থলে পরমাত্মাই উপদিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

১ম অঃ ২য় পাদ ২৬শ সূত্র। স্মর্য্যমাণমনুমানং স্যাদিতি ॥

ভাষ্য—পরমাত্মনো হি বৈশ্বানরত্বে "যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্মূর্দ্ধে"-ত্যাদিস্মৃত্যুক্তমপি রূপং নিশ্চায়কং স্যাৎ ॥

ব্যাখ্যা—স্মৃতিতেও এই সকল রূপ ব্রহ্মেরই বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই স্মৃতি আপনার মূলশ্রুতির অর্থ অনুমান করায়, তদ্দ্বারাও বৈশ্বানরশব্দের বাচ্য যে পরব্রহ্ম তাহাই সিদ্ধান্ত হয়। স্মৃতি যথা:—

"দ্যাং মূর্দ্ধানং যস্য বিপ্রা বদন্তি
খং বৈ নাভিং চন্দ্রসূর্য্যৌ চ নেত্রে।
দিশঃ শ্রোত্রে বিদ্ধি পাদৌ ক্ষিতিঞ্চ
সোঽচিন্ত্যাত্মা সর্ব্বভূতপ্রণেতা"।

অন্বার্থ :—ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ স্বর্গকে যাঁহার মস্তক, আকাশকে যাঁহার নাভি, চন্দ্র ও সূর্য্যকে যাঁহার নেত্রদ্বয়, দিক্ সকলকে যাঁহার শ্রোত্র বলিয়া বর্ণনা করেন, এবং পৃথিবীকেই যাঁহার পাদ বলিয়া অবগত হয়েন, সেই আত্মা অচিন্ত্য, এবং সকল ভূতের স্রষ্টা। (ঠিক এইরূপ আরও স্মৃতিবাক্য আছে। যথা :—"যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্মূর্দ্ধা, খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ। সূর্য্যশ্চক্ষুর্দিশঃ শ্রোত্রং, তস্মৈ লোকাত্মনে নমঃ" ইত্যাদি)।

১ম অঃ ২য় পাদ ২৭শ সূত্র। শব্দাদিভ্যোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানাম্নেতি চেন্ন, তথাদৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমভিধীয়তে ॥

(শব্দ+আদিভ্যঃ বৈশ্বানরশব্দাদিভ্যঃ), অন্তঃপ্রতিষ্ঠানাৎ (অন্তঃপ্রতিষ্ঠানশ্রবণাচ্চ), ন (বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা) ইতি চেৎ ; ন ; তথা— (অস্মিন্ বৈশ্বানরে) দৃষ্টি+উপদেশাৎ (পরমেশ্বরদৃষ্টেরুপদেশাৎ), অসম্ভবাৎ, পুরুষম্ অভিধীয়তে (পুরুষত্বশ্রবণাচ্চ, বৈশ্বানরঃ পরমাত্মৈব)।

ভাষ্য।—জাঠরাগ্নৌ বৈশ্বানরশব্দস্য রূঢ়ত্বাদগ্নিত্রেতাবিধানাৎ প্রাণাহুত্যাধারত্বসঙ্কীর্ত্তনাদন্তঃপ্রতিষ্ঠানশ্রবণাচ্চ ন বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা কিন্তু জাঠরাগ্নিরিতি চেন্ন ; তথা তস্মিন্ জাঠরে পরমেশ্বরদৃষ্টেরুপদেশাৎ পরমাত্মাপরিগ্রহাভাবে দ্যুমূর্দ্ধত্বাদ্য-সম্ভবাৎ পুরুষত্বশ্রবণাচ্চ বৈশ্বানরঃ পরমাত্মৈব ॥

অন্বার্থ—বৈশ্বানরশব্দের স্বাভাবিক অর্থ জাঠরাগ্নি ; এবং অগ্নিশব্দ, যাহা এই শ্রুতিতে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হৃদয়, গার্হপত্য ও মনঃ এই ত্রিবিধ অগ্নিবাচক ; এবং "প্রথমমাগচ্ছেৎ" ইত্যাদি প্রাণাহুতি বাক্যে অগ্নির আধারত্বও উক্ত হইয়াছে। অতএব এই সকল কারণে, এবং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ" ইত্যাদি বাক্যে ঐ বৈশ্বানরকে পুরুষের অন্তঃপ্রতিষ্ঠিত বলাতে, উক্ত শ্রুতিতে বৈশ্বানরশব্দ পরমেশ্বরার্থে ব্যবহৃত

হয় নাই ; যদি এইরূপ বল, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, এই শ্রুতি বৈশ্বানর উপাধিতে পরমেশ্বরকেই দৃষ্টি করিবার উপদেশ দিয়াছেন ; বিশেষতঃ বৈশ্বানরশব্দে পরমেশ্বর না বুঝাইয়া জাঠরাগ্নি বুঝাইলে "স্বর্গ ইঁহার শির" ইত্যাদি যে সকল বাক্য ঐ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তাহা অসম্ভব হয় ; এবঞ্চ ঐ বৈশ্বানরকে পুরুষ বলিয়া শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—"স এষোঽগ্নির্বৈশ্বানরো যৎ পুরুষঃ, স যো হৈতমেবমগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষং পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ" ইতি। অতএব উক্তস্থলে বৈশ্বানর-শব্দ পরমাত্মবাচক।

১ম অঃ ২য় পাদ ২৮শ সূত্র। অত এব ন দেবতা ভূতং চ ॥

ভাষ্য।—উক্তহেতুভ্য এব ন দেবতা ভূতং চ ন গৃহ্যতে বৈশ্বানরশব্দেন।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বোক্ত কারণে বৈশ্বানরকে অগ্নিনামক দেবতা অথবা অগ্নিনামক ভূতও বলা যাইতে পারে না।

১ম অঃ ২য় পাদ ২৯শ সূত্র। সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ॥

ভাষ্য।—বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চ সর্ব্বাত্মা ভগবান্ বৈশ্বানর ইতি সাক্ষাদুপাস্য ইত্যবিরোধং জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে।

ব্যাখ্যা—বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চ এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা সর্ব্বাত্মা ভগবান্ই বৈশ্বানরশব্দের বাচ্য, এবং তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে (জাঠরাগ্নিসম্বন্ধ ব্যতিরেকে) উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন বলিলেই দৃষ্টতঃও কোন বাক্য-বিরোধ হয় না, ইহা জৈমিনি মুনি বলেন।

১ম অঃ ২য় পাদ ৩০শ সূত্র। অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ ॥

(অভিব্যক্তেঃ অভিব্যক্তিনিমিত্তম্)।

ভাষ্য।—উপাসকানামনন্যানামনুগ্রহায়ানন্তোঽপি পরমাত্মা

তত্তদনুরূপতয়া অভিব্যজ্যতে ইতি প্রাদেশমাত্রত্বমুপপদ্যতে ইত্যেবমভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যো মুনির্ম্মন্যতে।

অস্যার্থ:—আশ্মরথ্য মুনি বলেন, অনন্তমতি উপাসকদিগের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত পরমাত্মা অনন্ত হইলেও বিশেষ বিশেষ রূপে প্রকাশিত হয়েন; অতএব প্রাদেশমাত্র হৃদয়ে তিনি প্রাদেশমাত্ররূপে প্রকাশিত হয়েন। এই কারণে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে কোন দৃষ্টিবিরোধ নাই।

১ম অঃ ২য় পাদ ৩১শ সূত্র। অনুস্মৃতের্ব্বাদরিঃ।

ভাষ্য।—মূর্দ্ধাদিপাদান্তদেহকল্পনমনুস্মৃতেরনুস্মরণার্থমিতি বাদরিরাচার্য্যো মন্যতে।

ব্যাখ্যা—বাদরি মুনি বলেন, অনুস্মৃতি অর্থাৎ ধ্যানের নিমিত্ত পরমেশ্বরকে কখন প্রাদেশপরিমাণ, কখন শিরশ্চরণাদি অবয়ববিশিষ্ট-রূপে শ্রুতি আদেশ করিয়াছেন।

১ম অঃ ২য় পাদ ৩২শ সূত্র। সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি॥

ভাষ্য।—বৈশ্বানরোপাসকেন ক্রিয়মাণায়া বৈশ্বানরবিদ্যাঙ্গ-ভূতপ্রাণাহুতেরগ্নিহোত্রত্বসম্পত্ত্যর্থং তেষামুরআদীনাং বেদ্যাদিত্ব-কল্পনমিতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে, "তথৈবাথ য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতী"-ত্যাদিশ্রুতির্দর্শয়তি।

ব্যাখ্যা—বৈশ্বানর উপাসনার অঙ্গীভূত প্রাণাহুতির অগ্নিহোত্রত্ব সম্পাদনার্থ শ্রুতি তদুপাসকদিগের পক্ষে উরঃপ্রভৃতি অঙ্গকে উপাস্য বৈশ্বানর আত্মার সম্বন্ধে আপনাতে ধ্যান করিতে উপদেশ করিয়াছেন, ইহা আচার্য্য জৈমিনি অভিমত করেন। "যে বিদ্বান্ পুরুষ এই প্রকার অগ্নিহোত্র যাগ করেন" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যে বাজসনেয়ব্রাহ্মণোক্ত "প্রাদেশমাত্রমিব হ বৈ দেবাঃ সুবিদিতা অভিসম্পন্না" ইত্যাদি শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া এই সূত্র ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ব্যাখ্যার সার একই। বাজসনেয় শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, স্বর্গ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত বৈশ্বানর আত্মার অঙ্গসকলকে উপাসক আপনার শিরঃ হইতে চিবুক পর্য্যন্ত প্রাদেশপরিমিত স্থানে ধ্যানদ্বারা সন্নিবেশিত করিয়া, তাঁহার নিজ শিরঃপ্রদেশকে বিরাট্‌রূপী বৈশ্বানরের মস্তক স্বর্গরূপে, নিজ চক্ষুকে বৈশ্বানরের চক্ষু সূর্য্যরূপে, নিজ মুখবিবরকে আকাশরূপে ইত্যাদি ক্রমে ধারণা করিয়া তাঁহার সহিত অভেদভাবাপন্ন হইবেন; ধ্যেয়বস্তুর সহিত একরূপতা হওয়াকেই সম্পত্তি অথবা সমাপত্তি বলে; এইরূপ সম্পত্তির নিমিত্ত প্রাদেশশ্রুতি উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহাই জৈমিনির অভিমত।

১ম অঃ ২য় পাদ ৩৩শ সূত্র। আমনন্তি চৈনমস্মিন্।

ভাষ্য।—দ্যুমূর্দ্ধাদিমন্তং বৈশ্বানরমস্মিন্নুপাসকদেহে পুরুষবিধমামনন্তি চ।

ব্যাখ্যা :—(এইক্ষণে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস পূর্ব্বোক্ত মত সকল অনুমোদন করিয়া বলিতেছেন :—) শ্রুতি স্বয়ং "স যো হৈতমেবমগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষবিধং পুরুষে অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ" ইত্যাদি বাক্যে এই দ্যুমূর্দ্ধাদিবিশিষ্ট বৈশ্বানরকে উপাসকের অন্তঃপ্রবিষ্টরূপে ধ্যান করিবার উপদেশ করিয়াছেন; অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, বৈশ্বানরশ্রুতি পরব্রহ্মবোধক।

ইতি ব্রহ্মণো বৈশ্বানরত্ব-নিরূপণাধিকরণম্।

—০—

ইতি বেদান্তদর্শনে প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ।

ওঁ তৎসৎ।

———

বেদান্ত-দর্শন

প্রথম অধ্যায়—তৃতীয় পাদ

১ম অঃ ৩য় পাদ ১ম সূত্র। দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ ॥

(দ্যু—ভূ—আদি—আয়তনং, স্বশব্দাৎ)

ভাষ্য।—"যস্মিন্ দ্যৌ"-রিতি দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ব্রহ্ম স্বশব্দা-দ্ব্রহ্মবাচকাদাত্মশব্দাৎ।

ব্যাখ্যা—মুণ্ডকোপনিষদের দ্বিতীয় মুণ্ডকে যিনি স্বর্গ-পৃথিবী-আদি আয়তনবিশিষ্ট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, তিনি ব্রহ্ম; কারণ ব্রহ্মবাচক আত্মশব্দ ঐ শ্রুতি তাঁহার সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন। মুণ্ডকশ্রুতিবাক্য যথা :—

"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং
"মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈ
"স্তমেবৈকং বিজানথাত্মানমন্যা
"বাচো বিমুঞ্চথাঽমৃতস্যৈষ সেতুঃ।"

অন্বয়ার্থ :—স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত মনঃ যাহাতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে, সেই অদ্বয় আত্মাকে অবগত হও, অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর, এই অদ্বয় আত্মা অমৃতের (মোক্ষের) সোপান।

১ম অঃ ৩য় পাদ ২য় সূত্র। মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ ॥

(মুক্তৈঃ উপসৃপ্যং প্রাপ্যং যদ্ ব্রহ্ম, তস্য ব্যপদেশাৎ কথনাৎ দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ব্রহ্মৈব)।

ভাষ্য।—দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ব্রহ্মৈব, কুতস্তদায়তনস্যৈব "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণ" মিত্যাদিমুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ।

মুক্তপুরুষেরাও ইঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন, এইরূপ উপদেশ উক্ত শ্রুতিতে থাকাতে পূর্ব্বোক্ত স্বর্গ-পৃথিব্যাদি আয়তনবিশিষ্ট পুরুষ ব্রহ্ম। তদ্বিষয়ক শ্রুতি যথা :—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"
"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে-
ঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"

১ম অঃ ৩য় পাদ ৩য় সূত্র। নানুমানমতচ্ছব্দাৎ॥

ভাষ্য।—নানুমানগম্যং প্রধানং তদায়তনং, তদ্বোধকশব্দাভাবাৎ।

ব্যাখ্যা :—সাংখ্যস্মৃতির উল্লিখিত অনুমানগম্য প্রধান উক্ত স্বর্গ-পৃথিব্যাদি আয়তনবিশিষ্ট পদার্থ নহে; কারণ তদ্বোধক শব্দ উক্ত শ্রুতিতে নাই।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৪র্থ সূত্র। প্রাণভৃচ্চ।

ভাষ্য।—ন প্রাণভৃদপি দ্যুভ্বাদ্যায়তনং, কুতোঽতচ্ছব্দাদেব।

ব্যাখ্যা :—প্রাণভৃৎ—জীবও পূর্ব্বোক্ত স্বর্গ-পৃথিব্যাদি আয়তনবিশিষ্ট পদার্থ নহে ; কারণ তদ্বোধক শব্দ উক্ত শ্রুতিতে নাই।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৫ম সূত্র। ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥

ভাষ্য।—কিঞ্চ জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভাবে ভেদব্যপদেশাদপি দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ন প্রাণভৃৎ।

ব্যাখ্যা :—পূর্ব্বোক্ত স্বর্গপৃথিব্যাদি আয়তনবিশিষ্ট আত্মাকে জ্ঞেয় এবং জীবকে জ্ঞাতা বলিয়া উক্ত শ্রুতিতে উভয়ের ভেদ প্রদর্শিত হওয়াতেও, জীব উক্ত আত্মা নহে।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৬ষ্ঠ সূত্র। প্রকরণাৎ।

ভাষ্য।—পরমাত্মপ্রকরণাচ্চ দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বেন জীব-পরিগ্রহঃ।

ব্যাখ্যা :—যে প্রকরণে পূর্ব্বোক্ত স্বর্গপৃথিব্যাদি আয়তনবিশিষ্ট আত্মার উল্লেখ হইয়াছে, সেই প্রকরণও পরমাত্মবিষয়ক। সুতরাং উক্ত বাক্যের প্রতিপাদ্য জীবাত্মা নহেন।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৭ম সূত্র। স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ।

(স্থিতি—অদনাভ্যাং—চ ; অদনং=ভক্ষণং, ফলভোগঃ)।

ভাষ্য।—দ্বা সুপর্ণেত্যাদিমন্ত্রে পরমাত্মনোঽভোক্তৃত্বেন স্থিতের্জীবস্যাঽদনাচ্চ ন জীবাত্মা দ্যুভ্বাদ্যায়তনম্।

ব্যাখ্যা :—পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি মন্ত্রে পরমাত্মার অভোক্তৃত্বভাবে (কেবল দর্শকরূপে) স্থিতি এবং জীবাত্মার ফল-ভোক্তৃত্বের উল্লেখদ্বারা উভয়ের ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও সিদ্ধান্ত হয় যে, পূর্ব্বকথিত স্বর্গপৃথিব্যাদি আয়তনবিশিষ্ট আত্মা জীবাত্মা নহেন,—পরমাত্মা।

ইতি ব্রহ্মণো দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্ব-নিরূপণাধিকরণম্।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৮ম সূত্র। ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ ॥

(ভূমা, সম্প্রসাদাৎ—অধি—উপদেশাৎ ; সম্যক্ প্রসীদতি অস্মিন্ ইতি সম্প্রসাদঃ সুষুপ্তং স্থানম্, তস্মাৎ অধি উপরি, তুরীয়ত্বেন উপদেশাৎ, "ভূমা" শব্দবাচ্যং ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ।

ভাষ্য।—পরমাচার্য্যৈঃ শ্রীকুমারৈরস্মদ্‌গুরবে শ্রীমন্নারদায়োপদিষ্টো "ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য"ইত্যত্র ভূমা প্রাণো ন ভবতি কিন্তু শ্রীপুরুষোত্তমঃ, কুতঃ ? "প্রাণাদুপরি ভূম্ন উপদেশাৎ"।

অস্যার্থ :—পরমাচার্য্য শ্রীসনৎকুমারাদি ঋষি আমার গুরুদেব শ্রীমন্নারদ ঋষিকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া, ছান্দোগ্যোপনিষদে (৭ম ২৩ খ) উল্লিখিত আছে, যথা, "ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য" (যাহা ভূমা (মহৎ) তাহা তুমি জ্ঞাত হও) ; এই স্থলে ভূমা শব্দের বাচ্য প্রাণ নহে। কিন্তু এই ভূমা শব্দের বাচ্য শ্রীপুরুষোত্তম ; কারণ, ঐ শ্রুতি প্রাণের উপরে (প্রাণ হইতে অতীত রূপে) এই ভূমার স্থিতি উপদেশ করিয়াছেন। (সম্প্রসাদ শব্দে সুষুপ্তিস্থান বুঝায়, সুষুপ্তি অবস্থায় প্রাণই জাগরিত থাকে ; অতএব প্রাণই সুষুপ্তিস্থানীয়। সুতরাং শ্রুতির উপদিষ্ট ভূমাকে সম্প্রসাদের অতীত বলাতে, তাঁহাকে প্রাণের অতীত বলা হইয়াছে। অতএব এই ভূমা প্রাণ নহেন)।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৯ম সূত্র। ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥

ভাষ্য।—নিরতিশয়সুখরূপত্বামৃতত্বস্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্বাদীনাং পরমাত্মন্যেবোপপত্তেশ্চ ভূমা পরমাত্মৈব।

ব্যাখ্যা :—নিরতিশয় সুখরূপত্ব, অমৃতত্ব, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিতত্ব ইত্যাদি ধর্ম্ম উক্ত ভূমাসম্বন্ধে ঐ শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎসমস্ত ধর্ম্ম পরমাত্মাতেই উপপন্ন হয় ; অতএব পরমাত্মাই ভূমা-পদবাচ্য।

ইতি ব্রহ্মণো ভূমাত্ব-নিরূপণাধিকরণম্।

১ম অঃ ৩য় পাদ ১০ম সূত্র। অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ ॥

("ব্রহ্মৈব "অক্ষরং", কুতঃ অম্বরম্ আকাশং তৎ অন্তে যস্য পৃথিব্যাদি-বিকারজাতস্য, তস্য পৃথিব্যাদ্যাকাশপর্য্যন্তস্য ধৃতের্ধারণাৎ")।

ভাষ্য।—অক্ষরং ব্রহ্ম কুতঃ কালত্রয়বর্ত্তিকার্য্যাধারতয়া নির্দ্দিষ্টস্যাকাশস্য ধারণাৎ ॥

ব্যাখ্যা :—বৃহদারণ্যকোক্ত "অক্ষর" শব্দের বাচ্য ব্রহ্ম; কারণ, ত্রিকালে প্রকাশিত পৃথিব্যাদির আধার যে আকাশ, তাহারও ধারণকর্ত্তা বলিয়া উক্ত শ্রুতি সেই অক্ষরকে বর্ণনা করিয়াছেন; এই সকল ধর্ম্ম ব্রহ্ম ভিন্ন আর কাহাতেও উপপন্ন হয় না। (বৃহদারণ্যকোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম ব্রাহ্মণ পাঠ করিলেই এতৎসমস্ত বিচার বোধগম্য হইবে)।

১ম অঃ ৩য় পাদ ১১শ সূত্র। সা চ প্রশাসনাৎ।

ভাষ্য।—সা চ ধৃতিঃ পুরুষোত্তমস্যৈব, কুতঃ "এতস্যৈবাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত" ইত্যাজ্ঞাপয়িতৃত্ব-শ্রবণাৎ ॥

ব্যাখ্যা :—সেই পৃথিব্যাদি আকাশ পর্য্যন্ত ধৃতি পরমাত্মারই; কারণ, উক্ত শ্রুতি বলিয়াছেন, যে ইহার প্রকৃষ্ট শাসনপ্রভাবে সূর্য্য ও চন্দ্র বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে। ("এতস্যৈবাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যা-চন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ") এইরূপ "প্রশাসনের" উল্লেখ থাকায় "অক্ষর" শব্দ পরমাত্মবোধক।

১ম অঃ ৩য় পাদ ১২শ সূত্র। অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ ॥

ভাষ্য।—অত্র প্রধানস্য জীবস্য বাঽক্ষরশব্দেন গ্রহণং নাস্তি পরমেবাক্ষরশব্দার্থঃ, কুতঃ? "তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ অমতং মন্তৃ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ" ইত্যন্যভাবব্যাবৃত্তেঃ।

ব্যাখ্যা :—উক্ত স্থলে প্রধান বা জীব, অক্ষরশব্দের বাচ্য নহে; পরব্রহ্মই সেই অক্ষরশব্দের প্রতিপাদ্য; কারণ, উক্ত শ্রুতি সেই অক্ষরের যেরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা সেই অক্ষরের ব্রহ্মভিন্নত্ব নিবারিত হইয়াছে, যথা—

"তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্ট্রশ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাত্রেতস্মিন্ নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি"।

অস্যার্থ :—হে গার্গি! এই অক্ষর অদৃষ্ট হইয়াও দ্রষ্টা, অশ্রুত হইয়াও শ্রোতা, তিনি অচিন্ত্য হইয়াও স্বয়ং মননকর্ত্তা, তিনি অবিজ্ঞাত হইয়াও স্বয়ং বিজ্ঞাতা, তিনি ভিন্ন দ্রষ্টা, শ্রোতা, মননকর্ত্তা ও বিজ্ঞাতা নাই। হে গার্গি! সেই অক্ষর পুরুষে আকাশও ওতপ্রোত রহিয়াছে।

ইতি ব্রহ্মণোঽক্ষরত্বাবধারণাধিকরণম্।

১ম অঃ ৩য় পাদ, ১৩শ সূত্র। **ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ ॥**

("ওমিত্যনেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত স...পুরুষমীক্ষতে" ইত্যত্র ঈক্ষতেঃ কর্ম্মস্থানীয়ঃ যঃ পুরুষঃ স ব্রহ্মৈব, ন তু হিরণ্যগর্ভঃ; কুতঃ? "যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়মি"ত্যাদিনা তদ্ধর্ম্মাণাং ব্যপদেশাৎ।

ব্যাখ্যা :—প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নে ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট ওঁকার দ্বারা ধ্যান করিয়া যে পুরুষকে ঈক্ষণ করা যায় বলিয়া (গুরু) পিপ্পলাদ সত্যকামকে (শিষ্যকে) উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই ঈক্ষণক্রিয়ার কর্ম্মস্থানীয় পুরুষ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা নহেন,—পরমাত্মা; কারণ, পরে সেই পুরুষ সম্বন্ধে ঐ শ্রুতি "যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চেতি" এই বাক্য দ্বারা তিনি যে পরব্রহ্ম, তাহা উপদেশ করিয়াছেন।

ভাষ্য ।—পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে ইতীক্ষতেঃ কর্ম্ম ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতো ব্রহ্মলোকস্থো ব্রহ্মা ন ভবতি, কিন্তু স এব প্রকৃতঃ স্বাসাধারণাপ্রাকৃত-ব্রহ্মলোকেশঃ যঃ ; স পরমাত্মেক্ষিতিকর্ম্ম ; কুতঃ? "যত্তচ্ছান্তমিত্যাদিনা তদ্ধর্ম্মাণাং ব্যপদেশাৎ"।

অন্বয়ার্থ :—"পুরিশয়" ইত্যাদিবাক্যে যে পুরুষকে ঈক্ষণের কর্ম্ম বলা হইয়াছে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত ব্রহ্মলোকস্থ ব্রহ্মা নহেন ; কিন্তু পরব্রহ্ম ; যিনি অপ্রাকৃত ব্রহ্মলোকাধীশ ; কারণ "যত্তচ্ছান্ত"মিত্যাদি বাক্যে পরব্রহ্মেরই ধর্ম্মসকল তাঁহার সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

১ম অঃ ৩য় পাদ, ১৪শ সূত্র। দহর উত্তরেভ্যঃ ॥

(পরমেশ্বর এব দহরাকাশো ভবিতুমর্হতি, কুতঃ উত্তরেভ্যো বাক্যশেষগতেভ্যো হেতুভ্য ইত্যর্থঃ)।

ভাষ্য ।—"অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ" ইতি শ্রুত্যা প্রোক্তো দহরাকাশঃ পরমাত্মা ভবিতুমর্হতি, কুতঃ উত্তরেভ্যো "যাবান্ বাঽয়মাকাশস্তাবানসৌ অন্তর্হৃদয় আকাশঃ উভেঽস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজর" ইত্যাদিভির্লক্ষ্যমাণা যে পরমাত্মাসাধারণধর্ম্মাস্তেভ্যো হেতুভূতেভ্যঃ ॥

ব্যাখ্যা :—ছান্দোগ্যোপনিষদের (৮ম অঃ) "অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ" (এই ব্রহ্মপুরে দেহে যে দহর (ক্ষুদ্র গর্ত্ত) সদৃশ পদ্মাকার গৃহ আছে, এই দেহমধ্যস্থ সেই দহরাকাশ) এই বাক্যোক্ত দহরাকাশশব্দের বাচ্য পরমাত্মা ; তাহা জীব অথবা ভূতাকাশ নহে ; কারণ উক্ত প্রস্তাবের শেষভাগে উক্ত আছে, "যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানসৌ অন্তর্হৃদয় আকাশঃ, উভেঽস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে, এষ

আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরঃ" ইত্যাদি (এই বাহ্যাকাশ যৎ-পরিমিত অর্থাৎ যেরূপ সর্ব্বব্যাপী, এই হৃদয়স্থ আকাশও তৎপরিমিত। পৃথিবী ও স্বর্গ এই উভয় ইহারই অন্তরে অবস্থিত। এই আত্মা অপাপবিদ্ধ, নির্ম্মল, বিজর), এই সকল পরমাত্মার ধর্ম্ম ; সুতরাং উক্ত দহরাকাশশব্দের বাচ্য পরমাত্মা।

১ম অঃ ৩য় পাদ, ১৫শ সূত্র। গতিশব্দাভ্যাং তথা হি দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ।

ভাষ্য :—"সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্তী"-তি গতিঃ। "ব্রহ্মলোকমিতি শব্দস্তাভ্যাং দহরঃ পর ইতি নিশ্চীয়তে।" "সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতী"তি প্রত্যহং গমনং শ্রুত্যন্তরে তথৈব দৃষ্টম্; কর্ম্মধারয়সমাসপরিগ্রহে ব্রহ্মৈব লিঙ্গং শব্দসামর্থ্যঞ্চ।

অস্যার্থ :—"ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি"। ইতি দহরাকাশবাক্যে "অহরহর্গচ্ছন্তি" ইতি "গতিঃ", "এতং ব্রহ্মলোকম্" ইতি "শব্দ"-শ্চ ; তাভ্যাং দহরাকাশঃ পরমাত্মেত্যবগম্যতে। জীবানাম্ অহরহঃ সুষুপ্তৌ ব্রহ্মগমনেন "ব্রহ্মলোক"-শব্দেন চ, দহরাকাশঃ পরমাত্মৈব। তথৈব শ্রুতৌ অন্যত্রাপি দৃষ্টং, "সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি" ইত্যেবমাদৌ। ব্রহ্মলোকপদমপি পরমাত্মনি দৃষ্টং, যথা "এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়িতি"। তত্র সর্ব্বপ্রজানামহরহর্গমনম্ ; ব্রহ্মৈব লোক ইতি কর্ম্মধারয়সমাসেন ; "এতম্" ইতি দহরার্থকপদসমানাধিকরণতয়া নির্দ্দিষ্টো ব্রহ্মলোকশব্দশ্চ, দহরাকাশস্য পরব্রহ্মত্বে লিঙ্গঞ্চ গমকঞ্চেত্যর্থঃ।

ব্যাখ্যা :—ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত (৮ অঃ ৩থ) দহরাকাশবাক্যে এইরূপ উক্তি আছে :—"এই সকল প্রজা প্রতিদিনই এই (দহরাকাশরূপ) ব্রহ্মলোকে (সুষুপ্তিকালে) গমন করিয়া থাকে ; অথচ তাহারা তাহা জানে না"। এই গতি, ও "ব্রহ্মলোক" শব্দ দ্বারা শ্রুতি জানাইয়াছেন যে,

পরমাত্মাই দহরাকাশশব্দের বাচ্য অর্থাৎ জীব প্রত্যহ সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, এইরূপ বলাতে এবং "ব্রহ্মলোক" এই শব্দ ব্যবহার করাতে, দহরাকাশশব্দের বাচ্য পরমাত্মা। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে অন্যত্রও এইরূপ সুষুপ্তিকালে জীবের ব্রহ্মে অবস্থানের বিষয়ের উল্লেখ আছে দৃষ্ট হয়। যথা :— "হে সৌম্য! তৎকালে (সুষুপ্তিকালে) জীব ব্রহ্মে সম্পন্ন হয়" ইত্যাদি। শ্রুতিতে পরমাত্মা অর্থে ব্রহ্মলোকশব্দেরও ব্যবহার আছে। যথা "এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাট্"। অতএব ব্রহ্মেতেই প্রজা অহরহঃ সুষুপ্তিকালে গমন করে। ব্রহ্ম এব লোকঃ এই অর্থে সমানাধিকরণ কর্ম্মধারয়সমাস করিয়া "ব্রহ্মলোক" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে ; এবং পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে যে "এতং" শব্দ আছে, তাহা দহরাকাশ অর্থবোধক। সুতরাং "ব্রহ্মলোক" শব্দ ও তাহার সমাসগত অর্থ এতদুভয় দহরাকাশের ব্রহ্মবোধকত্ববিষয়ে প্রমাণ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ১৬শ সূত্র। **ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্যাস্মিন্নুপ-লব্ধেঃ ॥**

(ধৃতেঃ চ "ধৃতি"-কথনাৎ, ব্রহ্মৈব দহরাকাশঃ ; অস্য ধৃতিরূপস্য মহিম্নঃ অস্মিন্ পরমেশ্বরে অন্যত্রাপি শ্রুতৌ উপলব্ধেঃ, অন্যত্রাপি পরমেশ্বর-বাক্যে শ্রূয়তে তস্মাৎ, ইতি বাক্যার্থঃ)

ভাষ্য।—"স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাং" বিধারকত্বং দহরস্য পরমাত্মত্বে সঙ্গচ্ছতে ; অস্য চ মহিম্নো ধৃত্যাখ্যোঽস্মিন্ পরমাত্ম-ন্যেব "এতস্য বাঽক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ,, ইতি শ্রুত্যন্তরে উপলব্ধেঃ।

ব্যাখ্যা :—উক্ত শ্রুতিতে (৮অঃ ৪থ) উল্লেখ আছে "স সেতুর্ব্বিধৃতিরেষাং লোকানাম্" ইত্যাদি (ইনি লোক সকলের বিধারক সেতুস্বরূপ) এই বিধারকত্ব দহরাকাশের পরব্রহ্মবাচকতা প্রতিপন্ন করে। ইঁহার ধৃতিরূপ

মহিমার উপলব্ধি পরমেশ্বরেই হয়, ইহা অপরাপর শ্রুতিতেও উল্লেখ আছে, যথা :—বৃহদারণ্যকে "এতস্য বাঽক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" ইত্যাদি।

১ম অঃ ৩য় পাদ ১৭শ সূত্র। প্রসিদ্ধেশ্চ।

ভাষ্য।—"আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতা; সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে" ইতি পরমাত্মন্যপ্যাকাশশব্দপ্রসিদ্ধেশ্চ দহরাকাশঃ পরমাত্মৈব ॥

ব্যাখ্যা :—শ্রুতিতে আকাশশব্দের পরমাত্মা অর্থে ব্যবহার প্রসিদ্ধই আছে; তদ্ধেতুও দহরাকাশশব্দের বাচ্য পরমাত্মা। শ্রুতি যথা, "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে" (ছাঃ ১অঃ ৯খ) ইত্যাদি।

১ম অঃ ৩য় পাদ ১৮শ সূত্র। ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ ॥

(ইতরস্য জীবস্য পরামর্শাৎ বাক্যশেষে উক্তত্বাৎ সোঽপি দহরঃ, ইতি চেৎ, ন; তদ্বাক্যোক্তধর্ম্মাণাং জীবে অসম্ভবাৎ)

ভাষ্য।—"এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায়…"ইতি দহরবাক্যমধ্যে জীবস্যাপি পরামর্শাজ্জীবোঽস্তু দহর ইতি চেন্ন অপহতপাপ্মত্বাদীনাং পূর্ব্বোক্তানাং জীবেঽসম্ভবাৎ।

ব্যাখ্যা :—দহরবাক্যের শেষভাগে (৮অঃ ৩খণ্ড) শ্রুতি এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন,— যথা, "এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে এষ আত্মেতি" (এই সুষুপ্তি অবস্থাপ্রাপ্ত জীব এই শরীর হইতে উঠিয়া পরজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয়রূপে নিষ্পন্ন হয়েন, তিনি এই আত্মা); এই স্থলে জীবের উক্তি থাকায় জীবও দহরশব্দবাচ্য হইতে পারেন; এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ, তৎপূর্ব্বে

অপহতপাপ্মত্বাদি যে সকল ধর্ম্ম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা জীবের পক্ষে সম্ভব নহে।

১ম অঃ ৩য় পাদ ১৯শ সূত্র। উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু।

(উত্তরাৎ—চেৎ, আবির্ভূতস্বরূপঃ—তু)

(তু শব্দঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ। উত্তরাৎ, (জীবপরাৎ প্রজাপতিবাক্যাৎ, জীবোঽপি অপহতপাপ্মত্বাদিধর্ম্মবৎ) ইতি চেৎ, (তন্ন ; কুতঃ ? অত্রাপি আবির্ভূতস্বরূপো জীবো বিবক্ষ্যতে ; আবির্ভূতং স্বরূপমস্যেত্যাবির্ভূত-স্বরূপঃ। যত্তস্য পারমার্থিকং স্বরূপং পরং ব্রহ্ম তদ্রূপতয়ৈনং জীবং ব্যাচষ্টে, ন জীবেন রূপেণ)।

ভাষ্য।—উত্তরাজ্জীবপরাৎ প্রজাপতিবাক্যাজ্জীবেঽপ্যপহত-পাপ্মত্বাদিগুণাষ্টকমবগম্যতে ; অতঃ স এব দহরাকাশোঽস্তিতি চেদুচ্যতে, পূর্ব্বোক্তগুণযুক্তো নিত্যাবির্ভূতস্বরূপঃ পরমাত্মা দহর আবির্ভূতস্বরূপো জীবস্তু ন।

ব্যাখ্যা :—প্রজাপতি যে শেষ উপদেশ ইন্দ্রকে দিয়াছিলেন, যথা "এষ সম্প্রসাদ" ইত্যাদি তাহাতে জীবেরও অপহতপাপ্মত্বাদি গুণ আবির্ভূত হওয়ার উল্লেখ থাকাতে, জীবই দহরপদবাচ্য হওয়া সঙ্গত ; এইরূপ আপত্তি হইলে তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ, উক্ত ধর্ম্মসকল জীবের স্বাভাবিক নহে ; তাহা তাঁহার মুক্তাবস্থায় আবির্ভূত হয় ; জীবের যে পারমার্থিক পরব্রহ্মস্বরূপ তাহাই শ্রুতি ঐ স্থলে বুঝাইয়া দিয়াছেন। শ্রুতি এই স্থলে তাঁহার জীবরূপের উল্লেখ করেন নাই। পরমাত্মারই অপহতপাপ্মত্বাদি গুণ নিত্য ; অতএব তিনিই উক্ত স্থলে লক্ষিত হইয়াছেন।

১ম অঃ ৩য় পাদ ২০শ সূত্র। অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ।

(চকারঃ "সম্ভাবনায়াম্" ; পরামর্শঃ "জীবপরামর্শঃ" ; অন্যার্থঃ "পর-মাত্মনো জীবস্বরূপাবির্ভাবহেতুত্বপ্রদর্শনার্থঃ।")

ভাষ্য ।—জীবপরামর্শঃ পরমাত্মনো জীবস্বরূপাবির্ভাবহেতুত্ব-প্রদর্শনার্থঃ ।

ব্যাখ্যা :—উক্ত বাক্যে যে জীব উক্ত হইয়াছেন, ইহা জীবের স্বরূপাবির্ভাবের মূলীভূত যে পরমাত্মা, তাহা প্রদর্শনের নিমিত্ত। ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ ; জীবত্বপ্রতিপাদন ঐ বাক্যের অভিপ্রায় নহে ।

১ম অঃ ৩য় পাদ, ২১শ সূত্র । অল্পশ্রুতেরিতি চেত্তদুক্তম্ ।

ভাষ্য ।—অল্পশ্রুতের্ন বিভুরত্র গ্রাহ্য ইতি চেৎ, তৎসমাধানায় যদ্বক্তব্যং তদুক্তং পুরস্তাৎ ।

ব্যাখ্যা :—দহরশব্দের অর্থ অল্প—সূক্ষ্ম ; সুতরাং বিভু পরমাত্মা ইহার বাচ্য হইতে পারেন না ; এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহার উত্তর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। (১ম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের সপ্তম সূত্র দ্রষ্টব্য)।

১ম অঃ ৩য় পাদ ২২শ সূত্র । অনুকৃতেস্তস্য চ ।

ভাষ্য ।—তস্য নিত্যাবির্ভূতস্বরূপস্য "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্" ইত্যনুকৃতেশ্চানুকর্ত্তা জীবো নিত্যাবির্ভূতস্বরূপো দহরো ন ভবিতুমর্হতি ।

ব্যাখ্যা :—"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্ (সেই স্বপ্রকাশ যিনি স্বতঃই প্রকাশ পাইতেছেন, যাঁহার পশ্চাৎ অপর সমস্ত প্রকাশিত হইয়াছে) ইত্যাদি মুণ্ডকশ্রুত্যুক্ত (মু ২ খঃ ৩) বাক্যে অপর সকলজীব পরমাত্মারই অনুসরণ করে, ইত্যাদি উপদিষ্ট হওয়াতে, জীব তাঁহার অনুসরণকর্ত্তামাত্র। অতএব জীব সেই নিত্যাবির্ভূতস্বরূপ দহর হইতে পারে না ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ২৩শ সূত্র । অপি তু স্মর্য্যতে ।

ভাষ্য ।—অপিচ "মম সাধর্ম্ম্যমাগতা" ইতি স্মর্য্যতে ॥

স্মৃতিও এই তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, যথা,—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—"বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ" "মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" ইত্যাদি।

ইতি ব্রহ্মণো দহরাকাশত্বনিরূপণাধিকরণম্।

——*——

১ম অঃ ৩য় পাদ ২৪শ সূত্র। শব্দাদেব প্রমিতঃ।

ভাষ্য।—প্রমিতোঽঙ্গুষ্ঠপরিমাণকঃ পুরুষোত্তম এব "ঈশানো ভূতভব্যস্যে"-তিশব্দাৎ॥

ব্যাখ্যা:—কঠোপনিষদুক্ত অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ পরমাত্মা; (প্রমিতঃ অঙ্গুষ্ঠপরিমাণকঃ পুরুষঃ যঃ কঠোপনিষদি অভিহিতঃ স পরমাত্মৈব ; শব্দাৎ ঈশানাদিশব্দাৎ) কারণ সেই শ্রুতি তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"ঈশানো-ভূতভব্যস্য" (তিনি ভূত ও ভবিষ্যতের ঈশান—নিয়ন্তা)।

১ম অঃ ৩য় পাদ ২৫শ সূত্র। হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ।

ভাষ্য।—উপাসকহৃদ্যপেক্ষয়াঽঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বমুপপদ্যতে। নমু জন্তুশরীরেষু হৃদয়স্যানিয়তপরিমাণত্বাত্তদপেক্ষয়াঽপি তথাত্বং কথমত্রাহ মনুষ্যাধিকারত্বাৎ॥

ব্যাখ্যা:—পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী হইলেও উপাসকের হৃদয়ে অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা যায়; কিন্তু ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, প্রাণী ছোট বড় অনেক প্রকার আছে; সুতরাং হৃদয়েরও পরিমাণ অনিয়ত; অতএব কেবল মনুষ্য-হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ বলিয়া শ্রুতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—শাস্ত্রপাঠে মনুষ্যেরই অধিকার; অতএব তদ্রূপ বলা হইয়াছে।

ইতি ব্রহ্মণোঽঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বনিরূপণাধিকরণম্।

১ম অঃ ৩য় পাদ ২৬শ সূত্র। তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ।

ভাষ্য।—তস্মিন্ ব্রহ্মোপাসনে মনুষ্যাণামুপরিষ্টাদপি যে দেবাদয়ো হি তেষামপ্যধিকারোঽস্তীতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে॥

ব্যাখ্যা:—বাদরায়ণ (বেদব্যাস) বলেন যে, ব্রহ্মোপাসনাবিষয়ে মনুষ্যের উপরিস্থ দেবাদিরও অধিকার আছে।

১ম অঃ ৩য় পাদ ২৭শ সূত্র। বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেক-প্রতিপত্তের্দ্দর্শনাৎ।

(কর্ম্মণি বিরোধঃ, ইতি চেৎ, ন; অনেকপ্রতিপত্তেঃ দর্শনাৎ)।

ভাষ্য।—শরীরং বিনা ব্রহ্মোপাসনানুপপত্ত্যা তেষামবশ্যং বিগ্রহবত্ত্বমভ্যুপগন্তব্যং, তথাত্বে তু কর্ম্মণি বিরোধ ইতি চেন্নায়ং দোষঃ, কুতঃ? একস্যাপ্যনেকেষাং দেহানাং যুগপৎ প্রতিপত্তের্দ্দর্শনাৎ।

ব্যাখ্যা:—শরীরধারণ বিনা ব্রহ্মোপাসনা অসম্ভব; অতএব দেবতাদিগের ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার আছে বলিলে, তাঁহাদিগকেও অস্মদাদির ন্যায় শরীরবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু দেবতাগণ শরীরী বলিয়া স্বীকার করিলে, যাগযজ্ঞাদি বেদবিহিত কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা থাকে না; অসংখ্য লোক বিভিন্ন স্থানে যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম একই কালে করিয়া থাকে; দেবতারা দেহবিশিষ্ট হইলে বিভিন্ন স্থানে যুগপৎ কি প্রকারে উপস্থিত হইবেন? অতএব তাঁহাদিগকে অস্মদাদিবৎ দেহধারী স্বীকার করিলে, যাগাদি কর্ম্মের সিদ্ধতা বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হয়; কারণ এক যজ্ঞস্থানে তাঁহাদের বর্ত্তমানতা হইলে, অপর স্থানে তাঁহাদের অবর্ত্তমানতাহেতু, যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম নিষ্ফল হইয়া পড়ে। এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত

নহে ; কারণ শ্রুতি একেরই যুগপৎ অনেকদেহধারণের উল্লেখ করিয়াছেন। (যথা, বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেবতাদের সংখ্যা বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন, দেবতাদের সংখ্যা ৩৩০৬ ; তৎপরে বলিয়াছেন, ঐ ৩৩০৬ দেবতাই ৩৩ দেবতার মূর্ত্তি। পুনরায় বলিয়াছেন ;—ঐ ৩৩ দেবতা ৬ দেবতার বিভূতিরূপান্তর ইত্যাদি। যোগিগণ যুগপৎ বহু কলেবর ধারণ করিতে পারেন, ইহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে ; সুতরাং জন্মসিদ্ধ দেবতাগণ যে বহু দেহ এককালে ধারণ করিতে পারিবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

১ম অঃ ৩য় পাদ ২৮শ সূত্র। শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।

অতঃ শব্দাদেব নিত্যাকৃতিবাচকাৎ প্রজাপতিবুদ্ধ্যুদ্বোধকাৎ, অর্থস্য প্রভবাৎ "বেদেন নামরূপে ব্যাকরোৎ" "অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা। আদৌ বেদময়ী বিদ্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ" ইত্যাদি প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ (শ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্)। (বৈদিকাৎ শব্দাৎ দেবানাং প্রভব উৎপত্তিরভিধীয়তে শ্রুত্যা স্মৃত্যা চেত্যর্থঃ)।

ভাষ্য।—দেবাদীনাং বিগ্রহবত্ত্বস্বীকারে তদ্বাচিনি বৈদিকে শব্দে বিরোধঃ স্যাৎ, অর্থোৎপত্তেঃ প্রাগ্বিনাশানন্তরং চ নিরর্থকত্বাপত্তেরিতি চেন্নায়ং বিরোধঃ। অতঃ শব্দাদেব নিত্যাকৃতিবাচকাৎ প্রজাপতিবুদ্ধ্যুদ্বোধকাদর্থস্য প্রভবাৎ "বেদেন নামরূপে ব্যাকরোৎ" "অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা। আদৌ বেদময়ী বিদ্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্।

ব্যাখ্যা :—(দেবতার শরীর থাকা স্বীকার করিলে তাহা যজ্ঞবিরোধী

না হইলেও) দেবতাদিগের বিগ্রহবত্তাস্বীকারে তাঁহাদের অনিত্যতা স্বীকার্য্য হয়; কারণ, দেহধারী সকলই উৎপত্তি ও ধ্বংসশীল। পরন্তু বৈদিক শব্দের নিত্যত্ব প্রতিপন্ন আছে, এবং সেই শব্দের তদর্থের (তত্তৎপ্রতিপাদ্য দেবতার) সহিত সম্বন্ধেরও নিত্যতা প্রতিপন্ন আছে; কিন্তু দেবতার অনিত্যত্ব স্বীকৃত হইলে, বৈদিকশব্দের অর্থের সহিত সম্বন্ধও অনিত্য হইয়া পড়ে; অর্থভূত দেবতাদিগের উৎপত্তির পূর্ব্বে এবং তাঁহাদের বিনাশের পর বৈদিকশব্দের অর্থসম্বন্ধ থাকে না; সুতরাং বৈদিকশব্দ সকলও অর্থশূন্য হয়। এই বিরোধ অনিবার্য্য; সুতরাং দেবতার শরীর থাকা স্বীকার করা যায় না। এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, শ্রুতি শব্দ হইতে দেবতার উৎপত্তির উল্লেখ করিয়াছেন; শব্দসকল নিত্য আকৃতিবাচক। প্রজাপতি সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে শব্দসকল স্মরণ করাতে, তদ্দ্বারা তাঁহার বুদ্ধি প্রবুদ্ধ হইলে, তিনি দেবতাসকল সৃষ্টি করেন। অতএব বৈদিক শব্দের স্মরণপূর্ব্বক যখন দেবতার সৃষ্টির উক্তি আছে, তখন দেবতাদের অনিত্যতা স্বীকারে কোন শব্দ-বিরোধ হয় না। শব্দসকলও প্রথম অপ্রকাশ থাকে; যখন শব্দসকল প্রকাশ হয়, তখন দেবতাও প্রকাশ হন; এইরূপ প্রকাশ ও অপ্রকাশ-ভাব বাচ্য বাচক উভয়েরই আছে। শব্দ প্রকাশিত হইলেই যখন দেবমূর্ত্তিও প্রকাশিত হয়, তখন দেবমূর্ত্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব (উৎপত্তি ও লয়) স্বীকার করাতে শব্দেরও তদর্থগত দেবতার সম্বন্ধের নিত্যত্বের ব্যাঘাত হয় না। শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় দ্বারাই বৈদিক শব্দ হইতে দেবতাদিগের সৃষ্টি প্রমাণিত হয়। শ্রুতি যথা :— "বেদেন নামরূপে ব্যাকরোৎ"। স্মৃতি যথা :—"অনাদিনিধনা" ইত্যাদি।

১ম অঃ ৩য় পাদ ২৯শ সূত্র। অতএব নিত্যত্বম্।

ভাষ্য।—প্রজাপতেঃ সৃষ্টিঃ শব্দপূর্ব্বিকাঽতো হেতোর্বেদস্য নিত্যত্বম্।

ব্যাখ্যা :—প্রজাপতির সৃষ্টিও শব্দপূর্ব্বিকা ; সুতরাং বেদ নিত্য। শ্রুতিতেও উল্লিখিত আছে।

যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা॥

(ইতিহাসের সহিত বেদসকল প্রলয়কালে অন্তর্হিত ছিল ; মহর্ষিগণ তপস্যা দ্বারা স্বয়ম্ভুর কৃপায় সে সকল লাভ করিয়াছিলেন)।

দেবতাগণ এবং সমস্ত বিশ্ব এইরূপ প্রলয়কালে অন্তর্হিত হয় এবং পুনরায় সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইলে, যথাকালে প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ বিনাশ কাহারও নাই। সুতরাং বৈদিক শব্দ ও তদর্থ, এবং উভয়ের সম্বন্ধ এই অর্থে নিত্য।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৩০শ সূত্র। সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ।

(সমাননামরূপত্বাৎ—চ, আবৃত্তৌ—অপি—অবিরোধঃ)

ভাষ্য।—এবং প্রাকৃতসৃষ্টিসংহারাত্মিকায়ামাবৃত্তাবপি ন বিরোধঃ ; কল্পাদৌ সৃজ্যমানস্য কল্পান্তরাতীতেন পদার্থেন তুল্যনামরূপাদিমত্ত্বাৎ ; "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়"-দিতি দর্শনাৎ, "যথার্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে, দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু" ইতি স্মৃতেঃ।

ব্যাখ্যা :—সৃষ্টির পর লয়, লয়ের পর সৃষ্টি, এইরূপ সৃষ্টি ও লয় সর্ব্বদাই আবর্ত্তিত হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে কোন দোষ হয় না ; কারণ এক কল্পের সৃষ্টি তৎপূর্ব্বকল্পের সৃষ্টির অনুরূপ, নামরূপাদি সমানই থাকে। অতএব শব্দের নিত্যতা সিদ্ধান্তের সহিত কোন বিরোধ নাই। পূর্ব্ববৎ যে সৃষ্টি হয়, তাহা "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ"

এবং "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে প্রমাণিত হয়; এবং "যথার্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যেও তাহা সিদ্ধান্ত হয়।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৩১শ সূত্র। মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ।

ভাষ্য।—উপাস্যস্যোপাসকত্বাসম্ভবাৎ মধ্বাদিষু বিদ্যাসু সূর্য্যাদীনামনধিকার ইতি জৈমিনির্মন্যতে।

ব্যাখ্যা:—ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে সূর্য্যাদিদেবতা উপাস্য হওয়াতে, তাঁহাদের পুনরায় ঐ বিদ্যার উপাসক হওয়া অসম্ভব; তদ্ধেতু উক্ত বিদ্যায় তাঁহাদের অধিকার নাই, জৈমিনি এইরূপ বলেন।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৩২শ সূত্র। জ্যোতিষি ভাবাচ্চ।

ভাষ্য।—জ্যোতিষি ব্রহ্মণি তেষামুপাসকত্বেন ভাবাচ্চ মধ্বাদিষ্বনধিকার ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। ("তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ)।

ব্যাখ্যা:—দেবতাগণ স্বপ্রকাশ (জ্যোতীরূপ) ব্রহ্মেরই উপাসনা করেন; সুতরাং মধ্বাদিবিদ্যাবিষয়ে (যাহার ফলে বসুত্বাদিপ্রাপ্তির উল্লেখ আছে এবং যাহাতে সূর্য্যাদিদেবতা উপাস্যরূপে উক্ত হইয়াছেন, তাহাতে) সূর্য্যাদিদেবতার অধিকার নাই; এই পূর্ব্বপক্ষ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৩৩শ সূত্র। ভাবং তু বাদরায়ণোঽস্তি হি।

ভাষ্য।—"তত্র সিদ্ধান্তমাহ, মধ্বাদিষ্বপি সূর্য্যবস্বাদীনামধিকারসদ্ভাবং বাদরায়ণো মন্যতে। হি যতস্তেষাং স্বান্তর্য্যামিব্রহ্মোপাসনেন কল্পান্তেঽপি স্বাধিকারপ্রাপ্তিপূর্ব্বকব্রহ্মলিপ্সাসম্ভবোঽস্তি।"

ব্যাখ্যা :—তদ্বিষয়ে সূত্রকার সিদ্ধান্ত বলিতেছেন :—সূর্য্য-বসুপ্রভৃতি দেবতাদিগের মধ্বাদিবিদ্যাতেও অধিকার আছে, এইরূপ বাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করেন। কারণ, স্বীয় অন্তর্য্যামি-পরমাত্মার উপাসনা দ্বারা কল্পান্তেও স্বীয় অধিকার প্রাপ্তিপূর্ব্বক, পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ তদ্রূপ ব্রহ্মোপাসনাবিষয়ে তাঁহাদের লিপ্সা উপজাত হয়।

ইতি দেবতাধিকরণম্ ॥

—॰—

১ম অঃ ২য় পাদ ৩৪শ সূত্র। শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদা-দ্রবণাৎ সূচ্যতে হি।

(অস্য=জ্ঞানশ্রুতেঃ, শুক্=শোকঃ ; তদনাদরশ্রবণাৎ=হংসপ্রযুক্তা-নাদরবাক্যশ্রবণাৎ ; তদৈব ব্রহ্মজ্ঞং রৈক্বং প্রত্যাদ্রবণাৎ গমনাৎ রৈক্বোক্ত "শূদ্র"-সম্বোধনেন শুক্ সঞ্জাতা ইতি সূচ্যতে)

ভাষ্য।—ছান্দোগ্যে মুমুক্ষৌ গুরুপ্রযুক্তং শূদ্রপদমালোচ্য শূদ্রোঽপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিক্রিয়তে, ইতি নাশঙ্কনীয়মস্য মুমুক্ষো-র্জানশ্রুতের্হংসপ্রযুক্তানাদরবাক্যশ্রবণাৎ। তদৈব গুরুং প্রত্যা-দ্রবণাৎ শুক্ সঞ্জাতা ইতি শূদ্রেতি সম্বোধনেন সূচ্যতে।

ব্যাখ্যা :—(ছান্দোগ্যোপনিষদে সম্বর্গবিদ্যাকথনে চতুর্থ প্রপাঠকের প্রথম খণ্ডে এইরূপ উক্তি আছে, যে জ্ঞানশ্রুতির প্রপৌত্র অতিশয় ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন ; তিনি নিত্য বহু অতিথিসৎকার করিতেন ; তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার কল্যাণকামনায়, ঋষিগণ হংসরূপে একদিন রাত্রিতে তাঁহার বাটিতে আগমন করিলেন ; তন্মধ্যে একটি হংস প্রথমে তাঁহার প্রশংসাসূচক বাক্য বলিলেন ; তৎশ্রবণে অপর একটি হংস তাঁহার নিন্দা করিয়া বলিলেন "শকটবিশিষ্ট রৈক্বঋষির ন্যায় ইঁহাকে এইরূপ প্রশংসা

করিতেছ কেন? ইনি কোন প্রকারে শ্রেষ্ঠ নহেন।" এই সকল কথা শুনিয়া রাজা অতিশয় শোকসন্তপ্ত হইলেন; রাত্রিপ্রভাতে লোক পাঠাইয়া নানাস্থান অনুসন্ধান করাইয়া এক শকটের অধোভাগে স্থিত রৈক্কঋষির সন্ধান পাইয়া, তাঁহার নিকট গমন করিলেন, এবং ছয়শত গো, কণ্ঠহার, রথ ইত্যাদি তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত করিয়া তৎসমস্ত ঋষিকে গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "ঋষে! আপনি যে বিদ্যার উপাসনা করেন, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহা উপদেশ করুন"। হংসবাক্যে রাজা অতিশয় শোক প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন জানিয়া, ঋষি তাঁহাকে প্রথমতঃ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন—"হে শূদ্র! এই সকল বস্তু তোমারই থাকুক"; তখন রাজা স্বীয় কন্যা গ্রাম ইত্যাদি তাঁহাকে অর্পণ করিলে, তাঁহার ঔৎসুক্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ঋষি তাঁহাকে বিদ্যা অর্পণ করেন। এই আখ্যায়িকাতে ঋষি রাজাকে "শূদ্র" শব্দ দ্বারা সম্বোধন করিয়াছিলেন; তদুপরি নির্ভর করিয়া এইরূপ আপত্তি হইতে পারে, যে শূদ্রদিগেরও উপনিষদুক্ত ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার আছে। এইরূপ আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন,—শূদ্রজাতীয় লোকের বেদোক্ত ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার নাই; কারণ, "শূদ্র" শব্দের অর্থ সেই স্থলে শূদ্রজাতীয় লোক নহে, ("শোচতীতি শূদ্রঃ। "শুচের্দশ্চ" ইতি রক্ প্রত্যয়ে ধাতোশ্চ দীর্ঘে চকারস্য দকারঃ") শূদ্রশব্দের অর্থ শোকপ্রাপ্ত। ইহাই সূত্রে বলিতেছেন; যথা,—হংসের অনাদর বাক্য শ্রবণহেতু জানশ্রুতির প্রপৌত্রের অতিশয় শোক হইয়াছিল; এই শোকসন্তপ্তহৃদয়ে তিনি ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি রৈক্কের নিকট গমন করাতে, সেই রাজা যে শোকার্ত্ত হওয়াতেই তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন, তাহা যোগবলে ঋষি অবগত হইয়াছিলেন; অতএব তাহাকে "শূদ্র" অর্থাৎ শোকার্ত্ত বলিয়া তিনি সম্বোধন করিয়াছিলেন। অতএব এই শ্রুতিবাক্য শূদ্রজাতীয় লোকের বেদোক্ত ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার জ্ঞাপন করে না।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৩৫শ সূত্র। ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥

("উত্তরত্র চৈত্ররথেন ক্ষত্রিয়েণ অভিপ্রতারিনামকেন সহ সমভিব্যাহাররূপলিঙ্গাৎ জানশ্রুতেঃ ক্ষত্রিয়ত্বস্য অবগতের্ন জানশ্রুতিঃ শূদ্রঃ")।

ভাষ্য।—"অথ হ শৌনকং চ কাপেয়মভিপ্রতারিণং চ কাক্ষিষেণিং পরিবিষামাণো ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে" ইত্যত্র চৈত্ররথেনাভিপ্রতারিণা ক্ষত্রিয়েণ সহ সমভিহাররূপলিঙ্গাজ্জানশ্রুতেঃ ক্ষত্রিয়ত্বস্যাবগতের্ন জানশ্রুতিঃ শূদ্রঃ।

ব্যাখ্যা:—ঐ আখ্যায়িকার শেষভাগে একত্র ভোজনপ্রসঙ্গে চিত্ররথবংশীয় ক্ষত্রিয়জাতীয় অভিপ্রতারিনামক ব্যক্তির সমভিব্যাহারে জানশ্রুতির উল্লেখ থাকায়, তদ্দ্বারা জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব অবগত হওয়া যায়; অতএব তিনি শূদ্রজাতীয় নহেন; শ্রুতি যথা:— অথ হ" ইত্যাদি (পাচক কপিগোত্রীয় শৌনক ও কক্ষসেনপুত্র অভিপ্রতারীকে পরিবেশন করিবার সময় এক ব্রহ্মচারী ভিক্ষা প্রার্থনা করিল)।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৩৬শ সূত্র। সংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥

ভাষ্য।—বিদ্যাপ্রদেশে "তং হোপনিন্যে" ইত্যাদিনোপনয়নসংস্কারপরামর্শাৎ "শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণ একজাতির্ন চ সংস্কারমর্হতীতি" তদভাবাভিলাপাচ্চ বিদ্যায়াং শূদ্রো নাধিক্রিয়তে।

ব্যাখ্যা:—শূদ্রের বেদোক্ত ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই; কারণ তাহাদের উপনয়নসংস্কার নাই, (শ্রুতি উপনয়নসংস্কারবিশিষ্ট ব্যক্তিকেই ব্রহ্মবিদ্যা অর্পণ করিবার বিধির উল্লেখ করিয়াছেন), এবঞ্চ শূদ্রের পক্ষে শ্রুতি সেই

সংস্কার নিষেধ করিয়াছেন ; যথা "শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণঃ" ইত্যাদি (চতুর্থবর্ণ শূদ্রজাতি সংস্কারযোগ্য নহে)।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৩৭শ সূত্র। তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥

ভাষ্য।—কিঞ্চ গৌতমস্য জাবালেঃ শূদ্রত্বাভাবনির্ণয়ে সতি তমুপনেতুমনুশাসিতুং প্রবৃত্তেঃ শূদ্রস্যানধিকার এবাত্র।

ব্যাখ্যা :—ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন যে, গৌতম ঋষি যখন জাবালির পুত্র সত্যকামের শূদ্রত্বাভাব নির্দ্ধারণ করিলেন, তখনই তাঁহার উপনয়ন-সংস্কার করিয়া, তাঁহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন ; অতএব শূদ্রের বেদোক্ত উপাসনার অধিকার নাই। (জাবালির আখ্যান ছান্দোগ্যোপনিষদের চতুর্থ প্রপাঠকের চতুর্থ খণ্ডে বিবৃত আছে)।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৩৮শ সূত্র। শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ ॥

ভাষ্য।—শূদ্রো নাধিক্রিয়তে "শূদ্রসমীপে নাধ্যেতব্য-"মিত্যাদিনা তস্য বেদশ্রবণাদিপ্রতিষেধাৎ ॥

শূদ্রের বেদশ্রবণ, বেদাধ্যয়ন, তদর্থজ্ঞান – এতৎ সমস্তই শ্রুতিতে নিষিদ্ধ আছে ; সুতরাং শূদ্রের তদ্বিষয়ে অধিকার নাই। ("শূদ্রসমীপে নাধ্যেতব্যং" ইত্যাদিনা প্রতিষেধঃ)।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৩৯শ সূত্র। স্মৃতেশ্চ ॥

ভাষ্য।—"ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মমি"-ত্যাদিস্মৃতেশ্চ ॥

ব্যাখ্যা :—স্মৃতিতেও এইরূপ প্রতিষেধ আছে, যথা :—"ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং, ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ" ইত্যাদি।

ইতি শূদ্রস্য ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারাভাবনিরূপণাধিকরণম্।

——*——

এইক্ষণে প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত অধিকারবিচার সমাপন করিয়া পুনরায় শ্রুত্যর্থবিচার আরম্ভ হইতেছে।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৪০শ সূত্র। কম্পনাৎ ।

ভাষ্য।—প্রমিতঃ পরঃ পুরুষঃ প্রতিপত্তব্যঃ সর্ব্বজগৎকম্প-কত্বান্মহদাদিভ্যশ্চ।

ব্যাখ্যা :—কঠোপনিষদুক্ত অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষ-প্রকরণে (২য় ৩ব) "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্" ইত্যাদি বাক্যে প্রাণশব্দবাচ্য অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ পরমাত্মা ; কারণ, তৎসম্বন্ধে সমস্ত জগতের কম্পকত্ব, মহত্ত্ব, ভীতিজনকত্বাদির উল্লেখ আছে।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৪১শ সূত্র। জ্যোতির্দর্শনাৎ ॥

ভাষ্য।—"তস্য ভাসে"তি জ্যোতির্দর্শনাৎ প্রমিতঃ পুরুষঃ পরঃ।

ব্যাখ্যা :—কঠোপনিষদে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২য় খণ্ডে অঙ্গুষ্ঠপরিমিত-পুরুষপ্রকরণে উক্ত প্রাণবাক্যের পূর্ব্বে "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইত্যাদি (২য় অঃ ২ব) বাক্যে "ভা" শব্দবাচ্য পরমাত্ম-সাধারণ জ্যোতির্ধর্ম্মের উক্তি থাকাতে এই অঙ্গুষ্ঠপরিমাণপুরুষশব্দ পরমাত্মবাচক।

ইতি প্রমিতাধিকরণম্।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৪২শ সূত্র। আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপ-দেশাৎ ॥

ভাষ্য।—"আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতে"-ত্যত্রা-কাশশব্দবাচ্যঃ পুরুষোত্তমঃ। কুতঃ? মুক্তাত্মনঃ জীবাৎ পরমাত্মনো নামরূপোপলক্ষিতনিখিলনামরূপবদ্বস্তুনির্বোঢ়ৃত্বয়া-ঽর্থান্তরত্বেন ব্যপদেশাৎ, ব্রহ্মত্বামৃতত্বাদিব্যপদেশাচ্চ।

ব্যাখ্যা :—"আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা" এই ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত বাক্যে যে আকাশশব্দ উক্ত হইয়াছে, তাহা পরমাত্মবাচক; কারণ, ঐ স্থানে নিখিলনামরূপনির্ব্বাহকত্বাদি-গুণ দ্বারা সর্ব্ববিধ জীব হইতে ঐ আকাশের বিভিন্নত্ব (যাহা নামরূপবিশিষ্ট তাহা হইতে পৃথকত্ব) উল্লিখিত আছে। যথা, "তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্মেতি" নামরূপ যাহা হইতে ভিন্ন তাহা ব্রহ্ম ইত্যাদি। এবং ঐ আকাশের সম্বন্ধে ব্রহ্মত্ব অমৃতত্ব ইত্যাদি বাক্যের প্রয়োগ হইয়াছে।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৪৩শ সূত্র। সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ॥

ভাষ্য।—অজ্ঞাৎ সর্ব্বজ্ঞস্য সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ব্যপদেশাচ্চ।

ব্যাখ্যা :—বৃহদারণ্যকোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে যে পুরুষ উক্ত হইয়াছেন, তিনিও পরমাত্মা; কারণ, উক্ত শ্রুতি জীবাত্মার সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তি বর্ণনা করিয়া, জীবাত্মা হইতে পরমাত্মার ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন।

১ম অঃ ৩য় পাদ, ৪৪শ সূত্র। পত্যাদিশব্দেভ্যঃ ॥

ভাষ্য।—"সর্ব্বস্যাধিপতিঃ" "সর্ব্বস্যেশানঃ" ইত্যাদি শব্দেভ্যো জীবাদ্ভেদেন পরমাত্মনো ব্যপদেশাৎ স এবাকাশ ইতি স্থিতম্।

ব্যাখ্যা :—"স সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ" ইত্যাদি (বৃ ৪অঃ ৪ ব্রা) শ্রুত্যুক্ত বাক্যে "পতি" প্রভৃতি শব্দ দ্বারা জীব হইতে ভেদ করিয়া পরমাত্মার উপদেশ থাকাতে পরমাত্মাই আকাশশব্দবাচ্য বলিয়া উপপন্ন হয়।

ইতি আকাশাধিকরণম্।

ইতি বেদান্তদর্শনে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ ॥

ওঁ তৎসৎ।

বেদান্ত-দর্শন

প্রথম অধ্যায়—চতুর্থ পাদ

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদুক্ত উপাসনা-বিষয়ক বাক্য সকলের যে ব্রহ্মেতেই সমন্বয় হয়, তাহা প্রদর্শন করা হইয়াছে। এই প্রকরণে কঠ প্রভৃতি উপনিষদের যে সকল বাক্যে দৃশ্যতঃ সাংখ্য মতের পোষক শব্দ সকল আছে, তৎসমুদয়ও যে ব্রহ্মবোধক, তাহা ঐ সকল বাক্যের বিচার দ্বারা প্রতিপাদন করিয়া, ঐ সকল বাক্যেরও যে ব্রহ্মেতেই সমন্বয় হয়, তাহা প্রদর্শন করা হইবে।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১ম সূত্র। আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন, শরীররূপকবিন্যস্তগৃহীতের্দ্দর্শয়তি চ ॥

ভাষ্য।—ননু "মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পর"ইত্যত্র কঠশাখায়ামানুমানিকং প্রধানমপি শব্দবদুপলভ্যতে ইতি চেন্ন; "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবে"ত্যত্র শরীরস্য রথরূপক-বিন্যস্তস্যাব্যক্তশব্দেন গ্রহণাৎ। ইন্দ্রিয়াদীনাং বশীকরণপ্রকারং প্রতিপাদয়ন্, রূপকপরিকল্পিতগ্রহণমেব দর্শয়তি চ বাক্যশেষে "যচ্ছেদ্বাঙ্‌মনসি প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেদ্ জ্ঞানমাত্মনি, জ্ঞানমাত্মনি মহতি তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনী"তি ॥

ব্যাখ্যা:—সাংখ্যোক্ত প্রধান অনুমানগম্য হইলেও, ইহা শ্রুতি-সিদ্ধ বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়; কারণ, কঠোপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয়বল্লীতে এইরূপ উক্তি আছে, যথা:—"মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ"

(মহৎ হইতে শ্রেষ্ঠ অব্যক্ত, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ)। সাংখ্যশাস্ত্রেও উপদিষ্ট হইয়াছে, মহত্তত্ত্ব হইতে অব্যক্তা প্রকৃতি (প্রধান) শ্রেষ্ঠ, এবং প্রকৃতি হইতে পুরুষ স্বতন্ত্র-শ্রেষ্ঠ ; সুতরাং এই কঠশ্রুতি সাংখ্যোক্ত মহৎ, অব্যক্ত, ও পুরুষকে উপদেশ করিতেছেন বলিয়া স্পষ্টই বোধ হয়। এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, ঐ বাক্যের পূর্ব্বেই কঠশ্রুতি বলিয়াছেন, "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ" ইত্যাদি (আত্মাকে রথিস্বরূপ বোধ করিবে, শরীরকে রথস্বরূপ বোধ করিবে, এবং বুদ্ধিকে সারথি ও মনকে প্রগ্রহ-(লাগাম) স্বরূপ জানিবে ইত্যাদি)। এই স্থলে শরীরকে রথের সহিত রূপকের দ্বারা তুলনা করা হইয়াছে ; এই রথস্বরূপ শরীরই পরবর্ত্তী অব্যক্ত শব্দের বাচ্য বলিয়া, উক্ত বাক্য সকল পরস্পর মিলন করিলে প্রতীয়মান হয় ; বুদ্ধি, মনঃ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে উক্ত রূপক দ্বারা শরীররূপ রথের সারথি, লাগাম, ঘোটক ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করিয়া, শ্রুতি ইহাদিগকে বশীভূত করিবার উপায় প্রদর্শন করিয়া, পূর্ব্বোক্ত "মহতঃ পরমব্যক্তম্" ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করাতে, ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, অব্যক্তশব্দের বাচ্য পূর্ব্বোক্ত রূপক-কল্পিত শরীর। পরে বাক্যশেষে শ্রুতি ইহা আরও স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা,—শ্রুতি বলিয়াছেন :— "প্রাজ্ঞব্যক্তি বাক্যকে মনে উপসংহার করিবে, মনকে জ্ঞানাত্মাতে, জ্ঞানকে মহতে, এবং মহৎকে শান্ত আত্মাতে উপসংহার করিবে"। সাংখ্যমতে এই শেষোক্ত বাক্য কখনই সঙ্গত হইতে পারে না ; কারণ, মহৎ উক্ত মতে প্রকৃতিকেই প্রাপ্ত হয়—শান্ত আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ২য় সূত্র। সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ।

ভাষ্য।—অব্যক্তশব্দঃ সূক্ষ্মবচনশ্চেত্তদর্থভূতং শরীরমপি, সূক্ষ্মস্যৈব স্থূলাবস্থাপন্নত্বাৎ।

ব্যাখ্যা :—"অব্যক্ত" শব্দ সূক্ষ্মপদার্থবাচক ; সুতরাং স্থূল শরীরকে অব্যক্ত বলা সম্ভব নহে ; এইরূপ আপত্তি হইলে, বলিতেছি যে, স্থূল শরীরও সূক্ষ্মেরই স্থূলাবস্থামাত্র। স্থূল সূক্ষ্ম হইতে উৎপন্ন হয় ; অতএব শ্রুতি বাক্যের উক্ত প্রকার অর্থের কোন দোষ নাই।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ৩য় সূত্র। তদধীনত্বাদর্থবৎ।

ভাষ্য।—ঔপনিষদং প্রধানং পরমকারণাধীনত্বাদর্থবদানর্থক্যং পরাভিমতস্য তস্যেতি ভেদঃ।

ব্যাখ্যা :—উপনিষদুক্ত প্রধান পরমকারণ ঈশ্বরাধীন হওয়াতে, সৃষ্টি-রচনা রূপ প্রয়োজন সাধন করিতে পারে (অর্থবৎ হয়) ; সুতরাং সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি হইতে ইহা ভিন্ন,—এক নহে ; উপনিষদুক্ত প্রকৃতি ঈশ্বরেরই স্বরূপগত শক্তি—পৃথক্ নহে ; সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন,—অচেতনস্বভাব ; সুতরাং স্বয়ং অর্থবৎ হওয়া অসম্ভব। উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদ।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ৪র্থ সূত্র। জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ।

ভাষ্য।—নাব্যক্তশব্দস্তান্ত্রিকপ্রধানবচনঃ জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ।

ব্যাখ্যা :—পূর্ব্বোক্ত কঠশ্রুতি অব্যক্তকে "জ্ঞেয়" বলিয়া উপদেশ করেন নাই ; সুতরাং ঐ অব্যক্ত সাংখ্যোক্ত প্রধান নহে (মূল যাহা, তাহাই "জ্ঞেয়" ; যাহা বিকার, তাহাত দৃষ্টই হইতেছে ; সুতরাং তাহা জ্ঞেয় নহে ; বিকারের মূল যাহা, তাহাই অন্বেষ্টব্য—জ্ঞেয়। সাংখ্যমতে বিকারযোগ্যা প্রকৃতিই জগতের মূল। কিন্তু এই স্থলে শ্রুতি ইহাকে জ্ঞেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই ; শান্ত আত্মাকেই সর্ব্বশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; সুতরাং শেষ জ্ঞেয় বস্তু প্রকৃতি নহে)।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ৫ম সূত্র। বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ ॥

ভাষ্য ।—"অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং, নিচায্য তং মৃত্যু-মুখাৎ প্রমুচ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ প্রধানস্য জ্ঞেয়ত্বং বদতীতি চেন্ন। জ্ঞেয়ত্বেন প্রাজ্ঞঃ পরমাত্মা নির্দ্দিষ্টস্তৎপ্রকরণাৎ ॥

ব্যাখ্যা :—"অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং, নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে" (কঠ ১অঃ ৩ব) (অনাদি অনন্ত মহৎ হইতে শ্রেষ্ঠ সেই ধ্রুব বস্তুকে অবগত হইয়া সাধক মৃত্যু হইতে মুক্ত হয়েন), এই বাক্যে সাংখ্যমতে মহৎ হইতে শ্রেষ্ঠ (সূক্ষ্ম) যে অব্যক্তা প্রকৃতি, শ্রুতি তাহাকে জ্ঞেয়বস্তু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; অতএব সাংখ্যোক্ত প্রধান শ্রুতিসিদ্ধ। যদি এইরূপ বল, তাহা ঠিক নহে ; প্রাজ্ঞ পরমাত্মাই জ্ঞেয়রূপে উক্তস্থলে উপদিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া, ঐ প্রকরণ আদ্যন্তপাঠে জানা যায়। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ" ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মাই জ্ঞেয় বলিয়া এই প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছেন।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ৬ষ্ঠ সূত্র। ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ॥

ভাষ্য ।—অস্যামুপনিষদ্যুপায়োপেয়োপগং ত্রয়াণামুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ পূর্ব্বাপরবাক্যার্থবিচারেণ লভ্যতে। আনুমানিকতত্ত্ব-নিরূপণস্যাত্রাবকাশো নাস্তি।

ব্যাখ্যা :—এই প্রকরণে তিনটি বিষয়ক প্রত্যুত্তর এবং তিনটি বিষয়ক প্রশ্ন ; যথা, অগ্নি, জীবাত্মা ও পরমাত্মা ; প্রধানবিষয়ক কোন প্রশ্ন না হওয়ায়, উত্তরও প্রধানবিষয়ক নহে। (যমরাজের নিকট নচিকেতার অগ্নিবিষয়ক প্রশ্ন কঠোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ১ম বল্লীতে ১৩শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, এবং ঐ বল্লীর ২৮শ শ্লোকে জীবাত্মার গতিবিষয়ে প্রশ্ন উল্লিখিত হইয়াছে ; এবং দ্বিতীয় বল্লীর ১৪শ শ্লোকে পরমাত্মবিষয়ক প্রশ্ন উল্লিখিত হইয়াছে ; অন্য কোন বিষয়ক প্রশ্ন নাই)।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ৭ম সূত্র। মহদ্বচ্চ ॥

ভাষ্য।—সাংখ্যৈর্মহচ্ছব্দো বুদ্ধ্যাখ্যাদ্বিতীয়ে তত্ত্বে প্রযুক্তোঽপি ততোঽন্যত্রাপি "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমি"-ত্যাদিবেদ-বচনেন যথা দৃশ্যতে তথাঽব্যক্তশব্দঃ শরীরপরোঽস্তু।

ব্যাখ্যা :—সাংখ্যশাস্ত্রে মহৎ শব্দ "বুদ্ধি" নামক দ্বিতীয় তত্ত্ব বুঝায়। কিন্তু শ্রুত্যুক্ত "মহৎ" শব্দ সাংখ্যকথিত অচেতন মহত্তত্ত্বের বোধক নহে; শ্রুতিতে "বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ" "মহান্তং বিভুমাত্মানম্" "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্" ইত্যাদি বাক্যে বুদ্ধির অতীত আত্মা মহৎ শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছেন, সাংখ্যসম্মত অচেতন মহৎ নহে। তদ্বৎ "অব্যক্ত" শব্দও সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিবোধক নহে,—ইহার অর্থ উক্ত স্থলে শরীরমাত্র।

ইতি কঠোপনিষদুক্তাব্যক্তশব্দস্য শরীরবোধকত্ব-নিরূপণাধিকরণম্।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ৮ম সূত্র। চমসবদবিশেষাৎ।

ভাষ্য।—"অজামেকামি"-ত্যাদিমন্ত্রোক্তা প্রকৃতিঃ স্মৃতিসিদ্ধা ভবতু ইতি পূর্ব্বপক্ষে রাদ্ধান্তং দর্শয়তি। মন্ত্রোক্তাঽজা ব্রহ্মাত্মিকাঽস্তু। পূর্ব্বপক্ষনির্দ্ধারণে বিশেষাভাবাৎ "অর্বাগ্বিলচমস" ইতি মন্ত্রোক্তচমসবৎ ॥

ব্যাখ্যা :—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের চতুর্থাধ্যায়োক্ত "অজামেকাম্" ইত্যাদি মন্ত্রে যে অজা প্রকৃতির উল্লেখ হইয়াছে, তাহা সাংখ্যস্মৃত্যুক্ত প্রকৃতি বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইলে, তাহার সিদ্ধান্ত সূত্রকার এই সূত্র দ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন। উক্ত মন্ত্রোক্ত "অজা" ব্রহ্মাত্মিকা (সাংখ্যোক্ত অচেতন প্রকৃতি নহে)। কারণ, শ্রুতি অচেতন প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিবার উপযোগী কোন বিশেষণ অজাশব্দের

সম্বন্ধে উল্লেখ করেন নাই। বৃহদারণ্যকের ২য় অধ্যায়ের ২য় ব্রাহ্মণের ৩য় প্রকরণে "অর্ব্বাগ্বিলচমস" (নিম্নভাগে মুখরূপ-গর্ত্তবিশিষ্ট চমস) মন্ত্রে চমসশব্দের কোন বিশেষণ না থাকাতে, যেমন কিরূপ চমস, তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না, চমসশব্দে সাধারণ ভক্ষণ-সাধন বস্তু বুঝায় (যেমন হাতা প্রভৃতি), কিন্তু কোন বিশেষ বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না; তদ্রূপ অজাশব্দেরও কোন বিশেষণ না থাকায়, তাহা, সাংখ্যোক্ত অচেতন প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ৯ম সূত্র। জ্যোতিরুপক্রমা তু তথা হ্যধীয়ত একে ॥

ভাষ্য।—নন্বু চমসমন্ত্রে "ইদং তচ্ছির" ইতি বাক্যশেষাচ্ছির-শ্চমস ইতি গম্যতে। অজামন্ত্রে কিং গমকং বিশেষার্থগ্রহণে ইত্যত্রোচ্যতে জ্যোতির্ব্রহ্মলক্ষণমুপক্রমঃ কারণং যস্যাঃ সাঽত্রাপ্য-জামন্ত্রেণোচ্যতে, যতস্তথৈব "তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নামরূপমন্নং চ জায়তে" ইত্যেকেঽধীয়তে।

ব্যাখ্যা:—সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি উক্ত অব্যক্তশব্দের বাচ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট না হইলেও ঐ অব্যক্তের ব্রহ্মাত্মকতাও অবধারণ করা যায় না; "অর্ব্বাগ্বিলচমস" বাক্যে বিশেষণ না থাকিলেও "ইদং তচ্ছির" এই বাক্যশেষ দ্বারা তদুক্ত "চমসের" স্বরূপ অবধারিত হয়; কিন্তু অজাবাক্যে ব্রহ্মাত্মকতাবোধক কিছু নাই। যদি এইরূপ বলা যায়, তবে তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন;—জ্যোতির্ব্রহ্মরূপ উপক্রম অর্থাৎ প্রবর্ত্তক-কারণ যাহার, এবংবিধা অজাই পূর্ব্বোক্ত অজামন্ত্রে উক্ত হইয়াছেন; কারণ, তদ্রূপই আথর্ব্বণশাখায় মুণ্ডকোপনিষদে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা "তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম" ইত্যাদি। ("সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর হইতে এই মহৎব্রহ্ম এবং নামরূপ ও অন্ন উপজাত হইয়াছে")।

শাঙ্করভাষ্যে কিঞ্চিৎ বিভিন্নরূপে এই সূত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; কিন্তু উভয় ব্যাখ্যার ফল একরূপই। শাঙ্করভাষ্যে "জ্যোতিরুপক্রমা" শব্দে "পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন তেজঃ অপ্‌ ও পৃথিবী" এই অর্থ করা হইয়াছে, এবং ঐ তেজঃ প্রভৃতিই অজামন্ত্রে "অজা" শব্দের বাচ্য বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ছান্দোগ্যে উক্ত তেজের রক্তবর্ণ, জলের শুক্লবর্ণ এবং পৃথিবীর কৃষ্ণবর্ণ থাকা উপদিষ্ট হওয়াতে ঐ তেজঃ প্রভৃতিই "লোহিত শুক্ল ও কৃষ্ণ"-বর্ণ "অজা" মন্ত্রের বাচ্য বলিয়া ভাষ্যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১০ম সূত্র। কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ।

(কল্পনা কল্‌প্তিঃ সৃষ্টিস্তদুপদেশাৎ, অবিরোধঃ ; মধ্বাদিবৎ)।

ভাষ্য।—"ব্রহ্মোপাদানকত্বাঽজাত্বয়োরেকস্মিন্ ধর্ম্মিণি ন বিরোধঃ। সূক্ষ্মশক্তিমতো জগৎকারণাৎ ব্রহ্মণো বিশ্বসৃষ্ট্যুপদেশাদ্দ্বয়ং সঙ্গচ্ছতে, মধ্বাদিবৎ।

অস্যার্থ :—ব্রহ্মাত্মকত্ব ও অজাত্ব এই দুই ধর্ম্ম একই বস্তুর সম্বন্ধে উক্ত হওয়াতে কোন বিরোধ নাই। কারণ, ব্রহ্ম নিত্যই উক্ত অব্যক্ত—সূক্ষ্মশক্তিবিশিষ্ট, তাঁহা হইতে জগৎসৃষ্টির উপদেশ হইয়াছে। সুতরাং ঐ সূক্ষ্মশক্তির অজাত্ব (অজন্মত্ব) ও ব্রহ্মোপাদানকত্ব এই দুইটিরই একত্র সমাধান হয়। যেমন মধুবিদ্যাতে আদিত্যকেই, তাহার কারণাবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, শ্রুতি মধু বলিয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছেন ; তদ্রূপ এই স্থলেও কারণব্রহ্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া জগদুৎপাদিকা শক্তিকে অজা বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে। ঐ অব্যক্ত যে ব্রহ্মশক্তি, তাহা উক্ত শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে প্রথমেই উক্ত হইয়াছে। যথা "দেবাত্মশক্তিম্" ইত্যাদি বাক্য।

ইতি বৃহদারণ্যকোক্ত "অজায়া" ব্রহ্মশক্তিত্ব-নিরূপণাধিকরণম্।

—০—

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১১শ সূত্র। ন, সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানা-ভাবাদতিরেকাচ্চ।

(ন, প্রধানাদিসাংখ্যোক্ততত্ত্বানাং শ্রৌতত্বং ন সিদ্ধম্; সংখ্যোপ-সংগ্রহাদপি সংখ্যয়া তত্ত্বানাং সঙ্কলনাদপি; কুতঃ? নানাভাবাৎ সাংখ্য-তত্ত্বানাং ভিন্নার্থত্বাৎ; অতিরেকাচ্চ আধিক্যাচ্চ)।

ভাষ্য।—ন চ "যস্মিন্ পঞ্চপঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ" ইতি সংখ্যোপসংগ্রহাদপি প্রধানাদীনাং পঞ্চবিংশতিপদার্থানাং শ্রুতিমূলকত্বমস্তি, প্রধানস্যৈকস্য শ্রুতিবেদ্যত্বে কো বিবাদ, ইতি ন বক্তব্যম্। কুতঃ? নানাভাবাৎ, যস্মিন্নিতি শ্রুতিসিদ্ধে ব্রহ্মণি প্রতিষ্ঠিতানাং পদার্থানাং ব্রহ্মাত্মকত্বপ্রতীত্যা তান্ত্রিকেভ্যঃ পৃথক্ত্বাৎ। আধারস্য ব্রহ্মণো হি তথাকাশস্য চাতিরেকত্বাচ্চ।

অস্যার্থ:—বৃহদারণ্যকোক্ত "যাঁহাতে পাঁচ পাঁচ জন ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত" (৪ অঃ ৪ ব্রা) এই বাক্যে সাংখ্যোক্ত সংখ্যার গ্রহণ হেতু সাংখ্যোক্ত প্রধানাদি পঞ্চবিংশতিপদার্থের শ্রুতিমূলকত্ব সিদ্ধান্ত হয়। এই শ্রুতি এক প্রধানেরই জগৎ-কারণত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন বিবাদ হইতে পারে না। পরন্তু উক্ত শ্রুতিনির্ভরে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না; কারণ উক্ত বাক্যে যে "যস্মিন্" (যাঁহাতে) পদ আছে, তাহার অর্থ শ্রুতিসিদ্ধ "ব্রহ্মেতে." ঐ শ্রুতি এই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত পদার্থসকলের ব্রহ্মাত্মকত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন; সুতরাং সাংখ্যোক্ত তত্ত্বসকল, যাহার ব্রহ্মাত্মকত্ব স্বীকৃত নহে, তাহা হইতে উক্ত বাক্যের লক্ষ্যীকৃত পদার্থসকল বিভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। উক্ত পদার্থসকলের আধারস্থানীয় ব্রহ্ম, ও আকাশ ঐ বাক্যোক্ত "পঞ্চ পঞ্চ জন" হইতে অতিরিক্ত বলিয়া উক্ত বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হয়; সুতরাং সাংখ্যের

পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব হইতে আরও দুই অতিরিক্ত তত্ত্ব হইয়া পড়ে। (সাংখ্যের আকাশতত্ত্বও পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের অন্তর্গত ; সুতরাং বাক্যার্থের খর্ব্বতা করিয়া যদিবা ঐ আকাশকে পঞ্চবিংশতির মধ্যে গণনা করা যায়, কিন্তু সকলের আধারস্থানীয় যে ব্রহ্ম "যস্মিন্" শব্দ দ্বারা পরিলক্ষিত হইয়াছেন, উক্ত বাক্যের কোন প্রকার অর্থ করিয়া তাঁহাকে ঐ পঞ্চবিংশতি সংখ্যার মধ্যে ভুক্ত করা যাইতে পারে না)।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১২শ সূত্র। প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ ॥

ভাষ্য।—"প্রাণস্য প্রাণম্" ইত্যাদি বাক্যশেষাৎ তে পঞ্চজনাঃ প্রাণা বোধ্যাঃ।

ব্যাখ্যা:—তদ্বাক্যোক্ত "পঞ্চজন" শব্দের অর্থ প্রাণাদি পঞ্চ ; কারণ, বাক্যশেষে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—"প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো যে মনো বিদুঃ" ইত্যাদি (যে সকল উপাসক প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুঃ, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্ন ও মনের মনকে জানেন) ইত্যাদি।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১৩শ সূত্র। জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে ॥

(জ্যোতিষা,—জ্যোতিঃশব্দেন পঞ্চসংখ্যা পূর্য্যতে ; একেষাম্ অসতি অন্নে ; একেষাং কাণ্বানাং পাঠে অন্নশব্দস্য অবিদ্যমানত্বে)।

ভাষ্য।—কাণ্বানাং বাক্যশেষে স্বসত্যন্নে উপক্রমগতেন জ্যোতিষা পঞ্চত্বং পূরণীয়ম্।

ব্যাখ্যা:—কাণ্বশাখায় উক্তবাক্যে অন্নশব্দের পাঠ নাই ; পরন্তু তাঁহাদের পাঠে প্রথমে অধিকন্তু জ্যোতিস্‌শব্দ আছে, (যথা "তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ") তদ্দ্বারা কাণ্বশাখায়ও পঞ্চসংখ্যার পূরণ হয়। অতএব সাংখ্যোক্ত পঞ্চসংখ্যা জ্ঞাপন করা শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায় নহে।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১৪ সূত্র। **কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথা ব্যপদিষ্টোক্তেঃ ॥**

(লক্ষণসূত্রাদিষু ব্রহ্মলক্ষণং যথা ব্যপদিষ্টং, তথা আকাশাদিবাক্যেষু অপি কারণত্বেন উক্তম্ ; তস্মান্ন শ্রুতিবিরোধঃ)।

ভাষ্য।—সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মৈব সর্ব্বত্রাকাশাদিসৃষ্টি-বিষয়কবাক্যেষু গ্রাহ্যং, লক্ষণসূত্রাদিষু যৎপ্রকারকং ব্রহ্ম ব্যপদিষ্টং, তৎপ্রকারকস্যৈবাকাশাদিষ্বেন প্রতিপাদিতত্বাৎ।

অস্যার্থ :—সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মই সর্ব্বত্র আকাশাদিসম্বন্ধীয় সৃষ্টি-বিষয়ক বাক্যের গ্রাহ্য ; কারণ, ব্রহ্মের লক্ষণব্যঞ্জক সূত্রাদিতে তাঁহার যে সকল ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎসমস্তই কার্য্যভূত আকাশাদিতে কারণত্ব আরোপ করিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। (অতএব ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষণে ব্রহ্মই জগৎকারণ বলিয়া সকল শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে শ্রুতি-বাক্যসকলের কোন বিরোধ নাই)।

ইতি বৃহদারণ্যকোক্তসংখ্যাসংগ্রহবচনস্য সাংখ্যোক্তপ্রধান-
বিষয়ত্বাভাব-নিরূপণাধিকরণম্।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১৫শ সূত্র। **সমাকর্ষাৎ ॥**

ভাষ্য।—"সোঽকাময়ত" ইতি প্রকৃতস্য সত এব ব্রহ্মণঃ "অসদ্বা ইদম্" ইত্যত্র সমাকর্ষাৎ, "আদিত্যো ব্রহ্ম" ইতি প্রকৃতস্য ব্রহ্মণঃ "অসদেবেদম্" ইত্যত্র সমাকর্ষাৎ। অসচ্ছব্দেন সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং নামরূপাবিভাগাত্তৎসম্বন্ধিতয়াঽস্তিত্বাভাবেন সদ্রূপং ব্রহ্মৈবাভিধীয়তে। "তদেবং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীত্তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তে" ইত্যব্যাকৃতশব্দোদিতস্যোত্তরবাক্যে "স এষ ইহ

প্রবিষ্ট আ নখাগ্রেভ্যঃ''ইত্যাদৌ সমাকর্ষাদচেতনস্য প্রধানস্যান্তঃ-প্রবিশ্য প্রশাসিতৃত্বাদ্যসম্ভবাৎ, তদন্তরাত্মভূতমব্যাকৃতং ব্রহ্মে-ত্যুচ্যতে। জগৎকারণপ্রতিপাদকেষু বাক্যেষু লক্ষণসূত্রাদিনা নির্ণীতং ব্রহ্মৈব গ্রাহ্যং, ন প্রধানশঙ্কাগন্ধোঽপীতি ভাবঃ।

অস্যার্থঃ—তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয়বল্লীর কথিত "অসদ্বা ইদ-মগ্র আসীৎ" এই বাক্যে ঐ শ্রুতিতে পূর্ব্বে উক্ত "সোঽকাময়ত" বাক্যোক্ত সদ্ব্রহ্মই শ্রুতির অর্থের দ্বারা আকর্ষিত হইয়াছেন; এইরূপ "অসদেবেদং" এই ছান্দোগ্যোক্ত বাক্যে "আদিত্যো ব্রহ্ম" এই বাক্যোক্ত ব্রহ্ম অর্থের দ্বারা আকর্ষিত হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত বাক্যস্থ "অসৎ" শব্দে এই মাত্র বুঝায় যে, নামরূপবিভাগ-পূর্ব্বক সৃষ্টির পূর্ব্বে ঐ নামরূপ না থাকায়, তৎসম্বন্ধে জগৎ না থাকার স্বরূপ হইয়া, কেবল সৎস্বরূপ ব্রহ্মরূপে অবস্থিত ছিল। "তৎকালে জগৎ অব্যাকৃত ছিল, পরে নামরূপে প্রকাশিত হইল," এই বাক্যে অব্যাকৃতশব্দের দ্বারা জগতের সৃষ্টির প্রাগবস্থা প্রথমে বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে শ্রুতি বলিয়াছেন, "তিনি নখাগ্র পর্য্যন্ত ইহার সর্ব্বাঙ্গে প্রবিষ্ট হইলেন''; এই বাক্যে পূর্ব্ববাক্যোক্ত অব্যাকৃত (অপ্রকাশিত) পদার্থ আকর্ষিত হইয়াছে। পরন্তু সাংখ্যোক্ত প্রধানের এইরূপ অন্তঃপ্রবেশপূর্ব্বক প্রশাসনকার্য্য অসম্ভব। অতএব জাগতিক পদার্থের অন্তরাত্মভূত "অব্যাকৃত" পদার্থ ব্রহ্ম বলিয়াই উপপন্ন হয়। অতএব ব্রহ্মের লক্ষণ যে সকল শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তদুক্ত ব্রহ্মই জগৎকারণপ্রতিপাদক বাক্যসকলের অভিধেয়, তাহাতে প্রধানের গন্ধও নাই।

ইতি অসৎ-শব্দস্য ব্রহ্মবোধকতা-নিরূপণাধিকরণম্।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১৬ সূত্র। জগদ্বাচিত্বাৎ ॥

ভাষ্য।—"যো বৈ বালাকে! এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্যৈতৎ কর্ম্ম" ইতি বাক্যে ধর্ম্মাধর্ম্মকর্ম্মফলভোক্তা তন্ত্রোক্ত-পুরুষো বেদিতব্য ইতি ন বক্তুং শক্যং, পরমাত্মৈবাত্র বেদিতব্য-ত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ। কুতঃ? "ব্রহ্ম তে ব্রবাণি" ইতি ব্রহ্মপ্রকরণাৎ। ক্রিয়তে যত্তৎ কর্ম্মেতি কর্ম্মশব্দস্য জগদ্বাচিত্বাৎ, "এতদি"-ত্যনেন সর্ব্বনাম্না প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধস্য জগত উপস্থিতত্বাচ্চ, তন্ত্রোক্ত-পুরুষপ্রকরণাভাবাচ্চ ॥

ব্যাখ্যা:—কৌষীতকী উপনিষদে "যো বৈ বালাকে! এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্যৈতৎ কর্ম্ম" (হে বালাকি! যিনি এই সকল পুরুষের কর্ত্তা, এই সকল যাঁহার কর্ম্ম) এই বাক্যের বাচ্যবস্তু সাংখ্যোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মাদি কর্ম্মফলের ভোক্তা পুরুষ বলিয়া অবধারিত হয়; ইহা বলা যাইতে পারে না; পরন্তু পরমাত্মাই এই স্থলে বেদিতব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। কারণ "ব্রহ্ম তে ব্রবাণি (আমি তোমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করিব) এই বাক্য দ্বারা প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে; এবং ক্রিয়তে যৎ তৎ কর্ম্ম এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা কর্ম্মশব্দে এই সকল শ্রুতিতে জগৎ বুঝায়; এবং "এতৎ" শব্দও প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ-সিদ্ধ জগৎসম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়। এবং বিশেষতঃ সাংখ্যোক্ত পুরুষ এই প্রকরণের উপদেশের বিষয় না হওয়াতে, পরমাত্মাই এই স্থলে উক্ত হইয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১৭শ সূত্র। জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত্তদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥

ভাষ্য।—"এষ প্রজ্ঞাত্মা এতৈরাত্মভির্ভুঙ্‌ক্তে" ইতি জীবলিঙ্গাৎ "অথাস্মিন্ প্রাণে এবৈকধা ভবতি" ইতি মুখ্যপ্রাণ-

লিঙ্গাচ্চ তদন্যতরো গ্রাহ্যো ন ব্রহ্মেতি চেত্তদ্ব্যাখ্যাতং প্রতর্দ্দনাধিকারে। জীবাদিলিঙ্গানি তত্র ব্রহ্মপরত্বেন ব্যাখ্যাতানি; তদ্বদিহাপি জ্ঞেয়ানীত্যর্থঃ॥

ব্যাখ্যা:—বাক্যশেষে "এষ প্রজ্ঞাত্মা" ইত্যাদি বাক্যে জীবের, ও অথাস্মিন্ প্রাণে" ইত্যাদি বাক্যে মুখ্যপ্রাণের, উপদেশ আছে; অতএব উক্ত বাক্যের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম নহেন, যদি এইরূপ আপত্তি কর, তবে তাহার উত্তর প্রথম পাদের শেষসূত্রে প্রতর্দ্দনাধিকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উক্ত স্থানে জীবাদিবাচক শব্দসকল যে ব্রহ্মবোধক, তাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; এই স্থলেও তদ্রূপই বুঝিতে হইবে।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১৮শ সূত্র। অন্যার্থং তু জৈমিনিঃ, প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি, চৈবমেকে॥

ভাষ্য।—অস্মিন্ প্রকরণে জীবগ্রহণমন্যার্থং জীবব্যতিরিক্তব্রহ্মবোধার্থম্ ইতি জৈমিনির্মন্যতে, "ক্বৈষ এতদ্বালাকে! পুরুষোঽশয়িষ্ট, ক্ব বা এতদভূৎ, কুত এতদগাদি"-তি প্রশ্নাৎ, "যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি অথাস্মিন্ প্রাণে এবৈকধা ভবতি" ইত্যাদি প্রতিবচনাৎ বাজসনেয়িনোঽপি চ এবমেব জীবব্যতিরিক্তং পরমাত্মানমামনন্তি। তত্রাপি প্রশ্নপ্রতিবচনে ভবতঃ "ক্বৈষ তদাভূৎ কুত এতদগাৎ" ইতি প্রশ্নঃ। "য এষোঽন্তর্হৃদয়ে আকাশস্তস্মিন্ শেতে" ইতি প্রতিবচনম্॥

ব্যাখ্যা:—এই প্রকরণে যে জীববোধক শব্দের উক্তি আছে, তাহা অন্যার্থপ্রতিপাদক—জীবাধিকরণে তদ্ব্যতিরিক্ত ব্রহ্মবোধার্থক, এই কথা জৈমিনি বলেন; ইহা এই প্রকরণোক্ত প্রশ্ন ("ক্বৈষ এতদ্বালাকে! পুরুষোঽশয়িষ্ট"—হে বালাকি! এই পুরুষ কোন্ আশয়ে সুপ্ত ছিল,

ইত্যাদি প্রশ্ন) এবং তদুত্তর ("যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি"—যখন সুপ্ত পুরুষ কোন প্রকার স্বপ্ন দেখে না, ইত্যাদি উত্তর ; কৌষীতকী উপনিষৎ চতুর্থ অধ্যায়) হইতে তিনি মীমাংসা করেন। ঠিক এইরূপ প্রশ্নোত্তর দ্বারা বাজসনেয়শাখীরাও ব্রহ্মমীমাংসা করেন, দৃষ্ট হয়। তাহাতে প্রশ্ন এইরূপ,—যথা "কৈষ তদাভূৎ" ইত্যাদি এবং উত্তর "য এষ অন্তর্হৃদয়ে" ইত্যাদি। (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম ব্রাহ্মণ অজাতশত্রু ও বালাকিসংবাদ দ্রষ্টব্য)।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১৯শ সূত্র। বাক্যান্বয়াৎ ॥

ভাষ্য।—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদিনা পরমাত্মা দ্রষ্টব্যত্বেন গ্রাহ্যো, বাক্যস্যোপক্রমাদিপর্য্যালোচনয়া তত্রৈবান্বয়াৎ।

ব্যাখ্যা :—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ী"ত্যাদি বৃহদারণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে উক্ত বাক্য দ্বারা পরমাত্মাই উপদিষ্ট হইয়াছেন। পূর্ব্বাপর বাক্যের সমালোচনা দ্বারা পরমাত্মাতেই এই সকল বাক্য সমন্বিত হয়।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ২০শ সূত্র। প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ ॥

ভাষ্য।—প্রতিজ্ঞাসিদ্ধ্যর্থম্ একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাসিদ্ধ্যর্থং, জীবস্য পরমাত্মকার্য্যতয়া পরমাত্মানন্যত্বাৎ তদ্বাচকশব্দেন পরমাত্মাভিধানং গমকম্ ইতি আশ্মরথ্যো মন্যতে স্ম।

ব্যাখ্যা :—একের বিজ্ঞানের দ্বারা যে সর্ব্ববিষয়ের বিজ্ঞান হয়, ইহাই প্রকরণের প্রতিজ্ঞার সাধ্যবিষয় ; জীব পরমাত্মার কার্য্যস্বরূপ, তাঁহা হইতে অভিন্ন ; অতএব জীববাচকশব্দ এই স্থলে পরমাত্মজ্ঞাপক। প্রকরণোক্ত প্রতিজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, জীববাচকশব্দ পরমাত্মারই লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক। আশ্মরথ্য মুনি এইরূপ বলেন।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ২১শ সূত্র। উৎক্রমিষ্যত এবম্ভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥

ভাষ্য।—শরীরাৎ উৎক্রমিষ্যতো জীবস্য, (এবম্ভাবাৎ) অভেদভাবাৎ ব্রহ্মণা সহভাবাৎ, তচ্ছব্দেন ব্রহ্মাভিধীয়তে ইত্যৌড়ুলোমিঃ মন্যতে স্ম।

ব্যাখ্যা :—ঔড়ুলোমি মুনি বলেন, শরীর হইতে উৎক্রান্ত জীবের ব্রহ্মভাব হয়; সুতরাং উক্ত জীববাচীশব্দ বস্তুতঃ ব্রহ্মেরই বোধ জন্মায়।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ২২শ সূত্র। অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ ॥

ভাষ্য। জীবাত্মনি স্বনিয়ম্যে "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্"ইত্যাদৌ প্রসিদ্ধস্য পরমাত্মনো নিয়ন্তৃত্বেনাবস্থিতের্হেতোর্নিয়ম্যপদেনোপক্রমাদৌ নিয়ন্তৃপরিগ্রহ ইতি কাশকৃৎস্নো মন্যতে স্ম।

ব্যাখ্যা :—নিজের নিয়ন্তৃত্বাধীনতায় অবস্থিত জীবাত্মাতে "অন্তঃপ্রবিষ্ট" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণানুসারে পরমাত্মার নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিতিহেতু, নিয়ম্যপদে নিয়ন্তারই পরিগ্রহ বুঝিতে হইবে, ইহা কাশকৃৎস্ন মুনি বলেন।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ২৩শ সূত্র। প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥

ভাষ্য।—প্রকৃতিরুপাদানকারণং চকারান্নিমিত্তকারণঞ্চ পরমাত্মৈব; "উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতং ভবত্যবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি" ইতি প্রতিজ্ঞায়াঃ, "যথা সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ" ইতি দৃষ্টান্তস্য চ সামঞ্জস্যাৎ।

(অনুপরোধাৎ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তৌ ন উপরুধ্যেতে, তদ্ধেতোঃ)।

ব্যাখ্যা :—ব্রহ্ম জগতের কেবল প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদানকারণ নহেন; তিনি জগতের নিমিত্তকারণও বটেন। এইরূপ সিদ্ধান্তেই শ্রুতির প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত উভয়ের সামঞ্জস্য হয় (প্রতিজ্ঞা, যথা "উত তমাদেশমপ্রাক্ষো যেনা-শ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতং ভবত্যবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি"=তুমি সেই উপদেশ কি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, পাইয়াছ, যদ্দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়, অচিন্তিতও চিন্তিত হয়, অজ্ঞাতও জ্ঞাত হয়? দৃষ্টান্ত যথা—"যথা সৌম্য! একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ"=হে সৌম্য! যেমন একই মৃৎপিণ্ডের বিজ্ঞান হইলে মৃন্ময় সমস্ত বস্তুরই বিজ্ঞান হয়, (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ষষ্ঠ প্রপাঠক)। গুণাত্মক জগতের জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের জ্ঞান হয় না, এবং পুরুষের উপাদান প্রকৃতি নহে; অতএব ব্রহ্মই যে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয়বিধ কারণ, তাহাই উক্ত শ্রুতি প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ২৪শ সূত্র। অভিধ্যোপদেশাৎ ॥

ভাষ্য। "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" ইত্যাদিনা তদুপদেশাৎ ব্রহ্মণঃ স্রষ্টৃত্বপ্রকৃতিত্বে বর্ত্তেতে ॥

ব্যাখ্যা :—ব্রহ্ম নিজেই বহু হইবেন, এইরূপভাবে ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্টরূপে শ্রুতি উপদেশ করাতে, জগতের নিমিত্তকারণ এবং প্রকৃতি (উপাদানকারণ) যে ব্রহ্ম, তাহাই সিদ্ধান্ত হয়।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ২৫শ সূত্র। সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ ॥

(সাক্ষাৎ-চ-উভয়-আম্নানাৎ)

ভাষ্য।—"ব্রহ্মবনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীদ্‌যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুর্মনীষিণো মনসা" "পৃচ্ছ্যতে এতদ্‌যদধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ন্নি"-তি নিমিত্তত্বমুপাদানং চ ব্রহ্মণঃ আম্নানাদ্ব্রহ্মোবো-ভয়রূপম্ ॥

ব্যাখ্যা :—শ্রুতি ব্রহ্মের উভয়বিধ কারণত্ব সাক্ষাৎসম্বন্ধেই উপদেশ করিয়াছেন। অতএব তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। শ্রুতি যথা—

"ব্রহ্মবনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীদ্যতো দ্যাবাপৃথিবী⋯এতদ্ যদধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ন্" ইত্যাদি ("ব্রহ্মই বন, ব্রহ্মই সেই বৃক্ষ, যাহা হইতে—পৃথিবী ও আকাশ নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহা আচার্য্য ধ্যানযোগে নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়া জিজ্ঞাসুগণকে উপদেশ করিয়াছিলেন। এই উত্তর, এবং প্রশ্ন "এই যাহা ভুবনসমস্ত ধারণ করিয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত আছে, তাহা কি ?" এতদ্দ্বারা শ্রুতি (তৈঃ ব্রাঃ ২,৮,৯,৬) ব্রহ্মকে নিমিত্ত এবং উপাদান উভয় কারণ বলিয়া বর্ণনা করাতে ব্রহ্ম উভয়রূপই বটেন।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ২৬শ সূত্র। আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥

(আত্মসম্বন্ধিনী কৃতিঃ করণং, তদ্ধেতোঃ ইত্যর্থঃ। তত্তু পরিণামাৎ ব্রহ্মৈব নিমিত্তমুপাদানং চ)।

ভাষ্য।—ব্রহ্মৈব নিমিত্তমুপাদানং চ। কুতঃ ? "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" ইত্যাত্মকৃতেঃ। ননু কর্ত্তুঃ কুতঃ কৃতিবিষয়ত্বম্ ? পরিণামাৎ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম স্বশক্তিবিক্ষেপেণ জগদাকারং স্বাত্মানং পরিণম্য অব্যাকৃতেন স্বরূপেণ শক্তিমতা কৃতিমতা পরিণতমেব ভবতি ॥

ব্যাখ্যা :—ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ; কারণ, "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" (তৈত্তিঃ ২ব) (তিনি স্বয়ংই আপনাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন) এই শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মই স্বয়ং কর্ত্তা ও কর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্তু কর্ত্তারই কর্ম্মত্ব কিরূপে হয়, এই জিজ্ঞাসায় বলিতেছেন "পরিণামাৎ", সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম স্বশক্তি বিক্ষেপপূর্ব্বক আপনাকেই জগদাকারে পরিণমিত করেন, অবিকৃতরূপেও অবস্থান করেন, ইহাই তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার পরিচয়।

শাঙ্করভাষ্যেও এই সূত্রের এইরূপই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ; যথা—"ইতশ্চ প্রকৃতির্ব্রহ্ম। যৎকারণং ব্রহ্ম প্রক্রিয়ায়াং "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" ইত্যাত্মনঃ কর্ম্মত্বং কর্ত্তৃত্বঞ্চ দর্শয়তি। আত্মানমিতি কর্ম্মত্বং স্বয়মকুরুতেতি কর্ত্তৃত্বম্। কথং পুনঃ পূর্ব্বসিদ্ধস্য সতঃ কর্ত্তৃত্বেন ব্যবস্থিতস্য ক্রিয়মাণত্বং শক্যং সম্পাদয়িতুম্? পরিণামাদিতি ব্রূমঃ। পূর্ব্বসিদ্ধোঽপি হি সন্নাত্মা বিশেষেণ বিকারাত্মনা পরিণাময়ামাসাত্মানমিতি। বিকারাত্মনা চ পরিণামো মৃদাদ্যাসু প্রকৃতিষূপলব্ধম্। স্বয়মিতি চ বিশেষণাৎ নিমিত্তান্তরানপেক্ষত্বমপি প্রতীয়তে"।

ভাবার্থ :—"তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" (তিনি আপনাকে আপনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন) এই বাক্যের দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, ব্রহ্মই কর্ত্তা, আবার তিনিই কর্ম্মরূপ জগৎ। সৃষ্টির পূর্ব্বে অবস্থিত সিদ্ধবস্তু কিরূপে পুনরায় সৃষ্টিক্রিয়ার কর্ম্ম হইতে পারে? তাহার উত্তরে আমরা বলি যে, পরিণাম দ্বারা, অর্থাৎ তিনি পূর্ব্বসিদ্ধ হইলেও শক্তিমত্তা দ্বারা তিনি আপনাকেই আপনি বিকারিত করিয়াছিলেন, মৃত্তিকাদি স্থলেও এইরূপ বিকার দৃষ্ট হয়। তিনি স্বয়ং করিয়াছিলেন বলাতে, তিনিই নিমিত্তকারণও বটেন, জগতের অন্য কোন নিমিত্তকারণও যে নাই, তাহা প্রতিপন্ন হইল।

সুতরাং ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব সূত্রকার স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিলেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ জগদতীত, আবার জগৎও তাঁহারই রূপ। সুতরাং ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব যে শঙ্করাচার্য্য পরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহা শ্রুতি ও সূত্রকারের মতবিরুদ্ধ।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ২৭শ সূত্র। যোনিশ্চ হি গীয়তে।

ভাষ্য।—"যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিমি"-তি চেতি যোনিশব্দেন ব্রহ্ম গীয়তে। অতো ব্রহ্মৈবোপাদানম্॥

ব্যাখ্যা :—শ্রুতি ব্রহ্মকে সকলের যোনি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতেও ব্রহ্ম যে জগতের উপাদানকারণ, তাহা সিদ্ধান্ত হয়। (শ্রুতি যথা :—"যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" "কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্" ইত্যাদি)।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ২৮শ সূত্র। এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ।

ভাষ্য।—এতেনাধিকরণসমুদায়েন সর্ব্বে বেদান্তা ব্রহ্মপরত্বেন ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ॥

ব্যাখ্যা :—এই পর্য্যন্ত যাহা উক্ত হইল, তদ্দ্বারা উল্লিখিত অনুল্লিখিত সমস্ত বেদান্তেরই ব্রহ্মপরত্ব ব্যাখ্যাত হইল বলিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে।

ইতি শ্রুতিবাক্যার্থবিচারেণ ব্রহ্মণো ন তু জীবস্য জগদুপাদান-নিমিত্ত-কারণত্ব-নিরূপণাধিকরণম্।

ইতি বেদান্ত-দর্শনে প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থপাদঃ সমাপ্তঃ।

ইতি বেদান্ত-দর্শনে প্রথমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

ওঁ তৎসৎ ওঁ হরিঃ॥

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ

ওঁ হরিঃ

বেদান্ত-দর্শন

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব অবধারিত হইয়াছে; ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ উভয়ই; জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, এতৎ-ত্রিতয়ই ব্রহ্ম; দৃশ্য জড়বর্গ, ও জীবচৈতন্য, এবং এতদুভয়ের নিয়ন্তৃরূপে সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট ঈশ্বর, এই তিনই ব্রহ্মের রূপ; জীবরূপী ব্রহ্মকে জীবব্রহ্ম এবং দৃশ্যজড়বর্গরূপী ব্রহ্মকে বিরাট্ ব্রহ্ম অথবা জগদ্ব্রহ্ম বলা যায়। ঈশ্বর-রূপী ব্রহ্ম সকলের নিয়ন্তা ও অন্তর্য্যামী; এবং জগতের অব্যাকৃত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে গুণাতীত—নির্গুণও বলা যায়।

সাংখ্যদর্শনের উপদেশের সহিত বেদান্ত-দর্শনের উপদেশের তারতম্যও প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রকাশিত জগতের চতুর্ব্বিংশতিপ্রকার ভেদ, যাহা সাংখ্যশাস্ত্রে চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব বলিয়া বিবৃত হইয়াছে, তাহার সহিত বেদান্ত-দর্শনের বাস্তবিক বিরোধ নাই। তবে উভয় দর্শনোক্ত উপদেশের পার্থক্য এই যে, চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাত্মক জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বশীল বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে; জগতের বীজ-রূপা অব্যক্তা প্রকৃতিকে সাংখ্যাচার্য্য অচেতনস্বভাবা এবং ব্রহ্ম হইতে পৃথক্-রূপে অস্তিত্বশালিনী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; বেদান্তাচার্য্য জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এবং অব্যক্তরূপা প্রকৃতিকে তাঁহারই শক্তিমাত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কঠ ও শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি শ্রুতির বিচার যাহা প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার ফল এই মাত্র যে, সাংখ্যশাস্ত্র এই জগৎ ও অব্যক্ত প্রধানকে যে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া বর্ণনা করিয়া-

ছেন, তাহা বেদান্তবাক্যের বিরোধী। ব্রহ্মের সৃষ্টিপ্রকাশিনী অব্যক্তা শক্তিই জগৎপ্রকাশের হেতু, "অব্যক্ত" পরমাত্মা হইতে পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বশীল পদার্থ নহে, ইহা তাঁহারই শক্তিবিশেষ। ব্রহ্মের এই অব্যক্তা শক্তি যেমন সৃষ্টি প্রকাশ করে, তদ্রূপ মহাপ্রলয়ে জগৎকে আকর্ষণ করিয়া, আপনাতে লীন করিয়া রাখে; এইরূপ একপ্রকার সৃষ্টি-প্রকাশ ও আকুঞ্চন, পুনরায় কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপে প্রকাশ ও আকুঞ্চন-ব্যাপার ব্রহ্মের স্বরূপগত নিত্য ধর্ম্ম; ইহা তাঁহার নিত্য ক্রীড়াস্বরূপ।

পরন্তু ইহাও বেদান্ত-দর্শনের স্বীকার্য্য যে, পরমাত্মা ব্রহ্ম জগৎ হইতে অতীত নিত্যনির্ব্বিকাররূপেও বিরাজিত আছেন; সুতরাং জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধকে ভেদাভেদসম্বন্ধ বলিয়া বর্ণনা করা যায়। তাঁহার জগদতীত স্বরূপের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, সাংখ্যাচার্য্য ভেদসম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন; বেদান্তাচার্য্য তাঁহার জগদতীত রূপ স্বীকার করিয়াও, এই ভেদের মধ্যে পুনরায় অভেদ বেদান্তবাক্যবলে প্রমাণিত করিয়া, ভেদাভেদসম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। ভেদসম্বন্ধ স্থাপনের ফল জগতের প্রতি অনাত্মবুদ্ধির ও আত্ম-বিবেকজ্ঞানের পুষ্টি; ভেদাভেদ সম্বন্ধ স্থাপনের ফল জগতের ব্রহ্মাত্মকতাবুদ্ধির পুষ্টি, এবং জগৎপাতার অপরিসীম শক্তিচিন্তনে তৎপ্রতি প্রেম ও ভক্তির বিকাশ। সাংখ্যে স্থাপিত ভেদসম্বন্ধ, বেদান্তে স্থাপিত ভেদাভেদসম্বন্ধের অন্তর্ভূত; কারণ, অভেদসম্বন্ধের মধ্যেও ভেদসম্বন্ধ বেদান্তমতের স্বীকৃত। পরন্তু জীবচৈতন্য ও সাংখ্যমতে স্বরূপতঃ বিভুস্বভাব হওয়াতে, এবং সেই বিভু আত্মস্বরূপই সাংখ্যে ধ্যেয় বলিয়া উক্ত হওয়াতে, ব্রহ্মই উভয় প্রণালীর সাধকের গম্য; সুতরাং উভয় দর্শনের উপদেশের প্রভেদের দ্বারা কেবল সাধনপ্রণালীরই প্রভেদ স্থাপিত হয়; গন্তব্য পরব্রহ্ম উভয়ের পক্ষেই এক। উপাসক উপাস্যের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন, ইহা সর্ব্ব-বেদান্তের সিদ্ধান্ত; সুতরাং বিভু আত্মার ধ্যানকারী সাংখ্যমার্গের সাধক

যে তদ্রূপতা প্রাপ্ত হইবেন, তাহা সর্ব্বসম্মত ও স্বতঃসিদ্ধ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবদ্বাক্যপ্রসঙ্গে বেদব্যাস স্বয়ংই জানাইয়াছেন যে,—

"যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি" ॥

(৫ম অধ্যায় ৫ম শ্লোক)।

(সাংখ্যযোগিগণ যে স্থান লাভ করেন, ভক্তযোগিগণও সেই স্থানই লাভ করেন। অর্থাৎ উভয়প্রকার যোগীই ব্রহ্মপদ লাভ করেন। যিনি (ফলবিষয়ে) সাংখ্য ও যোগকে একই বলিয়া দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী। শ্লোকোক্ত যোগশব্দে ভক্তিযোগ বুঝায়, তাহা ঐ অধ্যায়ের ১০।১৪ প্রভৃতি শ্লোক দৃষ্টে সিদ্ধান্ত হয়)।

পরমকারুণিক শ্রীভগবান্ বেদব্যাস সগুণ নির্গুণ ভেদে ব্রহ্মের পূর্ণ-স্বরূপের বর্ণনা দ্বারা ভক্তিযোগ, যাহাকে পূর্ণব্রহ্মযোগ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে, তৎপ্রতি নিষ্ঠাস্থাপন করিবার নিমিত্ত সাংখ্যোপদেশের এক-দেশদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া, চেতনাচেতন সমস্ত জগতের ব্রহ্মাত্মকতা এবং ব্রহ্মের জগন্নিয়ন্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রে সাংখ্যশাস্ত্রের বিচারের এই মাত্র উদ্দেশ্য। শিষ্যের বিতণ্ডাবুদ্ধি বৃদ্ধিকরা এই বিচারের অভিপ্রায় নহে।

এই ভক্তি-নিষ্ঠা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে সাংখ্যোক্ত জগৎ ও পরমাত্মার ভেদসম্বন্ধ বেদান্তবাক্যের অভিমত বলিয়া প্রথমাধ্যায়ে সিদ্ধান্ত করিয়া, এক্ষণে শ্রীভগবান বেদব্যাস দ্বিতীয়াধ্যায়ে স্মৃতি ও যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা ঐ ভেদ-সম্বন্ধবাদ নিরাস করিয়া স্বীয় উপদিষ্ট ভেদাভেদসম্বন্ধ দৃঢ় করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ইতি।

ওঁ তৎসৎ।

বেদান্ত-দর্শন

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পাদ

২য় অঃ ১ম পাদ ১ম সূত্র। স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ॥

(স্মৃতি অনবকাশ-দোষপ্রসঙ্গঃ, ব্রহ্মণঃ জগৎকারণত্বে কপিলাদি-কৃতানাং স্মৃতীনাম্ অনবকাশঃ অনবস্থানতয়া আনর্থক্যং ভবতি; ইতি চেৎ; তন্ন; অন্যস্মৃতি-অনবকাশদোষ-প্রসঙ্গাৎ, অন্যস্মৃতীনাং মন্বাদিপ্রণীতানাম্ অনবকাশদোষঃ স্যাৎ; তস্মাৎ ব্রহ্মণঃ জগৎকারণত্ববাদে ন দোষঃ)।

ভাষ্য।—উক্তসমন্বয়স্যাবিরোধ-প্রকারঃ প্রতিপাদ্যতে। ননু শ্রুত্যুপবৃংহণায় স্মৃত্যপেক্ষা বর্ত্ততে, তত্র সাংখ্যস্মৃতির্গ্রাহ্যা। ন চাচেতনকারণবাদিনী সাহিত্যো ন গ্রাহ্যেতি বাচ্যম্। স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাদিতি চেন্ন; অন্যস্মৃতীনাং বেদোক্তচেতনকারণবিষয়াণাং বাধপ্রসঙ্গাদিতি বাক্যার্থঃ।

ব্যাখ্যা:—পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষপাদে চেতন ব্রহ্মের জগৎকারণতা-বিষয়ে যে মীমাংসা করা হইয়াছে, এক্ষণে তাহার সহিত স্মৃতি ও যুক্তির অবিরোধ প্রতিপন্ন করা যাইতেছে:—এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, শ্রুতির যথার্থ তাৎপর্য্য বোধগম্য করিবার ও তাহার পুষ্টিসাধন করিবার নিমিত্ত স্মৃতিবাক্যবিচারের অপেক্ষা আছে; অতএব সাংখ্য-স্মৃতি যেরূপ জগৎকারণ-বিষয়ক মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই শ্রুতি-প্রতিপাদিত বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। অচেতনকারণবাদিনী বলিয়া সাংখ্য-স্মৃতি

গ্রহণীয় নহে,—এইরূপ যে সিদ্ধান্ত, তাহা আদরণীয় নহে। কারণ, জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ ব্রহ্ম, এই মত কপিলাদি আচার্য্য, যাঁহারা পূর্ণসিদ্ধ ও জ্ঞানী বলিয়া শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি আছে, তাঁহাদের প্রণীত স্মৃতির বিরুদ্ধ; এই মত সঙ্গত হইলে, কপিলাদিপ্রণীত স্মৃতির অনবস্থানদোষ ঘটে। অতএব এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে। এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা কার্য্যকর নহে। কারণ, ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব মত অস্বীকার করিলে, অপর দিকে বেদোক্ত চেতনকারণবিষয়ক অন্য মন্বাদিকৃত স্মৃতির অনবস্থান ঘটে।

ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব বিষয়ে মনুস্মৃতি, যথা :—

"মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ।
"সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
"অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীর্য্যমপাসৃজৎ" ইত্যাদি।

২য় অঃ ১ম পা ২য় সূত্র। ইতরেষাঞ্চানুপলব্ধেঃ ॥

ভাষ্য।—ইতরেষাং মন্বাদীনাং বেদস্য প্রধানপরত্বানুপলব্ধেশ্চ বেদবিরুদ্ধস্মৃতেরপ্রামাণ্যম্।

অস্যার্থ :—বেদের প্রধান-পরত্ব (অর্থাৎ প্রধানই জগৎকর্ত্তা, ইহা বেদের অভিপ্রেত, এই মত) সাংখ্য ভিন্ন অন্য (মন্বাদি) স্মৃতির অনভিমত হওয়াতে, বেদবিরুদ্ধ সাংখ্যস্মৃতি প্রমাণস্বরূপে গ্রহণীয় নহে।

ইতি সাংখ্যস্য স্মৃতিত্বেঽপি প্রমাণাভাবত্ব-নিরূপণাধিকরণম্।

—•—

২য় অঃ ১ম পাদ ৩য় সূত্র। এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥

ভাষ্য।—সাংখ্যস্মৃতিনিরাসেন যোগস্মৃতিরপি প্রত্যাখ্যাতাস্তি।

ব্যাখ্যা :—এই একই কারণে সাংখ্যানুসারিণী যোগস্মৃতিরও অপ্রামাণ্য সিদ্ধান্ত হইল, বুঝিতে হইবে।

ইতি যোগস্যাপি প্রমাণাভাবনিরূপণাধিকরণম্ ॥

ভাষ্য ।—তর্কবলেন প্রত্যবতিষ্ঠতে ।

ব্যাখ্যা :—এইক্ষণে শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিমূলে ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব-বিষয়ক যে সকল আপত্তি উপস্থিত হয়, তাহা খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ আপত্তির উল্লেখ হইতেছে । যথা—

২য় অঃ ১ম পাদ ৪র্থ সূত্র । ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ ॥

ভাষ্য ।—জগতো ন চেতনপ্রকৃতিকত্বম্ ; বিলক্ষণত্বাৎ । (জগতঃ অচেতনত্বাৎ পরমাত্মনশ্চ চেতনত্বাৎ, অস্য জগতঃ ন তথাত্বম্) । বিলক্ষণত্বঞ্চ "বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চাভবদি"-ত্যাদি-শব্দাদপ্যস্যাবগন্তব্যম্ ।

অস্যার্থ :—জগৎ অচেতন, ঈশ্বর চেতন ; অতএব ইহারা পরস্পর বিলক্ষণ ; সুতরাং জগৎ ঈশ্বরপ্রকৃতিক হইতে পারে না । জগতের অচেতন-প্রকৃতিকত্ব শ্রুতিতেও উল্লিখিত আছে ; যথা, "বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞান-ঞ্চাভবৎ" (তৈত্তি ২ব) ইত্যাদি ।

২য় অঃ ১ম পাদ ৫ম সূত্র । অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানু-গতিভ্যাম্ ॥

ভাষ্য ।—"পৃথিব্যব্রবীত্তে হেমে প্রাণা অহংশ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্মুঃ" ইত্যাদৌ তু তদভিমানিনীনাং দেবতানাং ব্যপদেশঃ "হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা" ইতি বিশেষণাৎ "অগ্নির্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশদি"-ত্যাদ্যনুগতেশ্চ ।

ব্যাখ্যা :—"পৃথিব্যব্রবীত্তে হেমে প্রাণা অহংশ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্মুঃ" ইত্যাদি (বৃঃ ৬ অঃ ১ব্রা) শ্রুতিতে পৃথিবী প্রাণ প্রভৃতি অচেতন পদার্থের কথা বলা, পরস্পরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবাদ করা ইত্যাদি

বিষয়ে যে উক্তি আছে, তাহা অচেতনপদার্থবোধক পৃথিব্যাদি নহে, তদভিমানিদেবতাবোধক; "হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা" (ছাঃ ৬অঃ ৩খ) ইত্যাদি বাক্যে পৃথিব্যাদিকে দেবতা বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে; এবং "অগ্নির্ব্বাগ্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ" ইত্যাদি (ঐতরেয় ১ম অঃ) বাক্যে যে অগ্ন্যাদির মুখাদিতে অনুগতির উল্লেখ আছে, তদ্দ্বারাও শ্রুতি বাগাদ্যভিমানযুক্ত অগ্ন্যাদি দেবতারই মুখপ্রবেশনাদি কার্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব উক্ত শ্রুতি-বাক্যসকল জগতের অচেতনত্বের বিরোধী নহে।

এইক্ষণে এই সকল আপত্তির উত্তর দেওয়া যাইতেছে।

২য় অঃ ১ম পাদ ৬ষ্ঠ সূত্র। দৃশ্যতে তু ॥

ভাষ্য।—তত্রোচ্যতে পুরুষাদ্বিলক্ষণস্য কেশাদের্গোময়াদ্বিলক্ষণস্য বৃশ্চিকস্যোৎপত্তির্দৃশ্যতেঽতো ব্রহ্মবিলক্ষণত্বাজ্জগতো ন তৎপ্রকৃতিকত্বমিতি ন বক্তব্যম্।

ব্যাখ্যা:—কিন্তু প্রত্যক্ষই অনুমানের ভিত্তি; চেতন হইতে অচেতন, এবং অচেতন হইতে চেতনের উৎপত্তি সচরাচরই প্রত্যক্ষীভূত হয়; চেতন পুরুষ হইতে অচেতন কেশাদির, অচেতন গোময় হইতে চেতন বৃশ্চিকাদির উৎপত্তি সচরাচরই প্রত্যক্ষীভূত হয়; অতএব চেতন ঈশ্বর হইতে অচেতন জগতের উৎপত্তি অনুমানবিরুদ্ধ বলিয়া যে আপত্তি করা হইয়াছে, তাহা অমূলক।

২য় অঃ ১ম পাদ ৭ম সূত্র। অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥

ভাষ্য—ননূপাদানাদুপাদেয়স্য বিলক্ষণত্বে উৎপত্তেঃ পূর্ব্বং তদসম্ভবিতুমর্হতীতি; নৈষ দোষঃ, পূর্ব্বসূত্রে প্রকৃতিবিকারয়োঃ সর্ব্বথা সাদৃশ্যনিয়মস্য প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ।

অস্যার্থ:—পরন্তু উক্ত তর্ক যদি সঙ্গত তর্ক হয়, তবে তদনুসারে যখন

কার্য্যবস্তু ও তাহার উপাদানকারণ পরস্পর বিলক্ষণ, তখন উৎপত্তির পূর্ব্বে ও প্রলয়কালে কার্য্যবস্তু একান্ত "অসৎ" হইয়া পড়ে। কিন্তু সদ্বস্তুর একান্ত বিনাশ নাই, এবং একান্ত অসতের উৎপত্তি নাই,—ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ পূর্ব্বসূত্রে প্রকৃতি ও বিকার এই উভয়ের সর্ব্বপ্রকার সাদৃশ্য থাকার নিয়ম মাত্রেরই প্রতিষেধ করা হইয়াছে।

২য় অঃ ১ম পাদ ৮ম সূত্র। অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥

ভাষ্য।—আক্ষেপঃ—(অপীতৌ) প্রলয়সময়ে (তদ্বৎ অচেতন-) কার্য্যবৎ কারণস্যাপি অচেতনত্বাদিপ্রাপ্তিপ্রসঙ্গাৎ জগদুপাদানং ব্রহ্মেত্যসমঞ্জসম্।

অন্বয়ার্থ:—(এই সূত্রটী আপত্তিসূচক; আপত্তি এইরূপ, যথা—) অচেতন জগতের একান্ত বিধ্বংস নাই স্বীকার করিলে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রলয়কালে কার্য্যরূপ অচেতন জগতের ব্রহ্মে অবস্থিতি হেতু, চেতন ব্রহ্মেরও তৎকালে অচেতনত্বপ্রাপ্তির প্রসঙ্গ হয়; অতএব ব্রহ্মই জগতের উপাদান, এইমত অসঙ্গত।

২য় অঃ ১ম পাদ ৯ম সূত্র। ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥

ভাষ্য।—সমাধানম্। (ন,) তদ্বৎ প্রসঙ্গো নৈবাঽস্তি, (কুতঃ? দৃষ্টান্তভাবাৎ, বিকারঃ উপাদানে লীয়মানঃ স্বধর্ম্মৈরুপাদানং ন দূষয়তি ইত্যস্মিন্ অর্থে দৃষ্টান্তানাং ভাবাৎ বিদ্যমানত্বাৎ;) যথা পৃথিবী-বিকারস্তস্যাং বিলীয়মানস্তাং ন দূষয়তি, তথা ব্রহ্মবিকারঃ সংসারঃ।

ব্যাখ্যা:—পূর্ব্বোক্ত আপত্তির উত্তর প্রদত্ত হইতেছে:—এতদ্দ্বারা প্রলয়কালে ব্রহ্মের বিকারপ্রাপ্তি অবধারিত হয় না; কারণ, বিকারবস্তু তদু-

পাদানকারণে লীন হইলে যে, তাহাতে নিজের ধর্ম্ম সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে দুষ্ট করে না, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষীভূত হয়; যথা পৃথিবী-বিকারভূত জীবদেহ, মল, মূত্র এবং বৃক্ষাদি পৃথিবীতে পতিত হইয়া তদ্রূপতা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পৃথিবীকে বিকারিত করে না; তদ্রূপ জগদ্রূপ বিকারও ব্রহ্মে লীন হইয়া, ব্রহ্মকে বিকারিত করে না।

২য় অঃ ১ম পাদ ১০ম সূত্র। স্বপক্ষে দোষাচ্চ ॥

ভাষ্য।—বেদবিরুদ্ধবাদী সাংখ্যো বক্তুমক্ষমস্তৎপক্ষেঽপ্যুক্তদোষযোগাৎ।

ব্যাখ্যা:—যদি ইহা ব্রহ্মের জগৎকারণত্ববাদের দোষ বলিয়াই নির্দ্দেশ কর, তবে সাংখ্যপক্ষেও এই দোষ আছে; কারণ সাংখ্যোক্ত জগৎকারণ প্রধান সর্ব্ববিধ শব্দ, স্পর্শ ও রূপাদি-বিবর্জ্জিত; তাহা হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপাদিবিশিষ্ট জগৎ প্রকটিত হয় বলাতে, তাহাতেও উক্ত আপত্তির সমান সম্ভাবনা হয়। সুতরাং শ্রুতিসিদ্ধ ব্রহ্মের জগৎকারণত্ববাদ কেবল এইরূপ তর্কের দ্বারা নিরস্ত হইতে পারে না।

২য় অঃ ১ম পাদ ১১শ সূত্র। তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়-মিতি চেদেবমপ্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ ॥

(তর্ক-অপ্রতিষ্ঠানাৎ-অপি) তর্কস্য অপ্রতিষ্ঠানাৎ অনবস্থানাৎ, শ্রুতিমূলস্য সিদ্ধান্তস্য ন অসামঞ্জস্যম্। ননু উক্ততর্কস্য অপ্রতিষ্ঠিতত্বাৎ হেয়ত্বেঽপি, (অন্যথা) যথা অনবস্থা ন স্যাৎ তেন প্রকারেণ (অনুমেয়ম্) অনুমাতুং যোগ্যং ভবতি; ইতি চেৎ; (এবমপি অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ) এবমপি তার্কিকবিপ্রতিপত্ত্যা কাপিলকাণাদাদীনাং পরস্পরবিরোধেন অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ; পুরুষাণাং মধ্যে তর্কবিষয়ে একতমস্য নিয়ন্তৃত্বাসম্ভবাৎ। অতএব বেদোক্তস্যৈবোপাদেয়ত্বমিতি সিদ্ধম্।

ভাষ্য।—তর্কানবস্থানাচ্চোক্তসিদ্ধান্তস্ত নাসামঞ্জস্যম্। দৃঢ়তর্কেণ বেদবিরুদ্ধে প্রধানাদিকে জগৎকারণেঽনুমিতে তু তাদৃশেন তর্কেণ সৎপ্রতিপক্ষসম্ভবাৎ। এবমেব তার্কিকবিপ্রতিপত্ত্যাঽনির্মোক্ষপ্রসঙ্গাদ্বেদোক্তস্যৈবোপাদেয়ত্বমিতি সিদ্ধম্।

ব্যাখ্যা:—বাস্তবিক তর্কের কোন স্থিরতা নাই; অদ্য যিনি তর্কের দ্বারা অপরকে পরাভূত করিতেছেন, কল্য আবার তিনিই অপরের দ্বারা পরাজিত হইতেছেন; অতএব তর্কমূলে শ্রুতিমূলক সিদ্ধান্তের অপলাপ করা সঙ্গত নহে। পরন্তু যদি বল যে, কার্য্যকারণের বিলক্ষণত্ববিষয়ক পূর্ব্বোক্ত তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে উক্ত প্রকার দোষ ঘটে না, এমন অন্য প্রকার অনুমান করা যাইতে পারে, তবে তাহাতেও অনবস্থাদোষ হইতে মুক্তি পাইবে না। তার্কিকদিগের মধ্যে পরস্পরের সহিত বিরোধ সর্ব্বদাই চলিতেছে। সাংখ্যবাদী পণ্ডিতগণ এবং বৈশেষিকমতাবলম্বী পণ্ডিতগণ পরস্পর পরস্পরের তর্কে দোষ দেখাইয়া সর্ব্বদাই বিতণ্ডা করিতেছেন; কাহারও মত নির্দ্দোষ বলিয়া সাব্যস্ত হয় না; পুরুষদিগের মধ্যে কোন এক পুরুষের তর্কবিষয়ে নিয়ত জয়লাভ সম্ভব হয় না। যে কোন তর্কই উত্থাপিত করা যায়, তাহার বিরুদ্ধ তর্ক সর্ব্বদাই উত্থাপিত হইতে পারে। অতএব তর্কের অনবস্থা-হেতু বেদোক্ত সিদ্ধান্তই আদরণীয়।

ইতি ব্রহ্মণো জগৎকারণত্বে বিলক্ষণদোষাপত্তি-খণ্ডনাধিকরণম্।

২য় অঃ ১ম পাদ ১২শ সূত্র। এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥

ভাষ্য।—এতেন সাংখ্যপক্ষনিরাসেন পরিশিষ্টা বেদবিরুদ্ধকারণবাদিনোঽন্যেঽপি প্রত্যুক্তাঃ।

ব্যাখ্যা:—এই সাংখ্য মতের খণ্ডনের দ্বারাই বেদবাদী শিষ্টগণের মতের বিরুদ্ধ অপর মতসকলও খণ্ডিত হইল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ইত্যপরাপরবেদবিরুদ্ধ-কারণবাদ-খণ্ডনাধিকরণম্।

—•—

২য় অঃ ১ম পাদ ১৩শ সূত্র। ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ।

(ভোক্তৃ—আপত্তেঃ—অবিভাগঃ—চেৎ ; স্যাৎ—লোকবৎ)।

ভাষ্য।—ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বে জীবরূপেণ ব্রহ্মণ এব সুখদুঃখভোক্তৃত্বাপত্তেঃ বেদপ্রসিদ্ধো ভোক্তৃনিয়ন্তৃবিভাগো ন স্যাৎ ইতি চেৎ অবিভাগেঽপি (বিভাগব্যবস্থোপপদ্যতে, দৃষ্টান্ত-সম্ভাবাৎ) সমুদ্রতরঙ্গয়োরিব, সূর্য্য-তৎপ্রভয়োরিব তয়োর্ব্বিভাগঃ স্যাৎ।

অস্যার্থ:—ব্রহ্মই জগতের উপাদান হইলে, জীবরূপে ব্রহ্মেরই সুখ-দুঃখাদি-ভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হয় ; সুতরাং বেদপ্রসিদ্ধ ভোক্তা ও নিয়ন্তা বলিয়া কোন ভেদ থাকে না ; এইরূপ আপত্তি হইলে, তদুত্তরে আমরা বলি যে, উক্ত ভোক্তৃত্বনিয়ন্তৃত্বভেদ থাকে ; তাহার দৃষ্টান্তও লোকমধ্যে দৃষ্ট হয় ; যেমন সমুদ্র ও তরঙ্গ অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, যেমন সূর্য্য ও তৎপ্রভা অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, তদ্রূপ ভোক্তা জীব ও নিয়ন্তা ঈশ্বর অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন।

শাঙ্করভাষ্যে এই সূত্রের অর্থ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, কিন্তু উভয় ব্যাখ্যার ফল একই। শাঙ্করভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"প্রসিদ্ধো হ্যয়ং ভোক্তৃভোগ্যবিভাগঃ। লোকে ভোক্তা চ চেতনঃ শারীরঃ, ভোগ্যাঃ শব্দাদয়ো বিষয়া ইতি ; যথা ভোক্তা দেবদত্তঃ, ভোগ্য ওদন ইতি। তস্য চ বিভাগস্যাভাবঃ প্রসজ্যেত। যদি ভোক্তা ভোগ্য-

ভাবমাপদ্যেত, ভোগ্যং বা ভোক্তৃভাবমাপদ্যেত, তয়োশ্চেতরেতরভাবাপত্তিঃ পরমকারণাদ্ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বাৎ প্রসজ্যেত। ন চাস্য প্রসিদ্ধস্য বিভাগস্য বাধনং যুক্তম্; যথা ত্বদ্যত্বে ভোক্তৃভোগ্যয়োর্ব্বিভাগো দৃষ্টঃ, তথাতীতানাগতয়োরপি কল্পয়িতব্যঃ। তস্মাৎ প্রসিদ্ধস্যাস্য ভোক্তৃভোগ্যবিভাগস্যাভাবপ্রসঙ্গাদযুক্তমিদং ব্রহ্মকারণতাবধারণমিতি চেৎ কশ্চিচ্চোদয়েৎ, তং প্রতি ব্রূয়াৎ স্যাল্লোকবদিতি; উপপদ্যত এবায়মস্মৎপক্ষেঽপি বিভাগঃ; এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ। তথাহি সমুদ্রাদুদকাত্মনোঽনন্যত্বেঽপি তদ্বিকারাণাং ফেনবীচিতরঙ্গবুদ্বুদাদীনামিতরেতরবিভাগ ইতরেতরসংশ্লেষাদিলক্ষণশ্চ ব্যবহার উপলভ্যতে।...এবমিহাপি।...যদ্যপি ভোক্তা ন ব্রহ্মণো বিকারঃ "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশ-" দিতি স্রষ্টুরেবাবিকৃতস্য কার্য্যানুপ্রবেশেন ভোক্তৃত্বশ্রবণাৎ, তথাপি কার্য্যমনুপ্রবিষ্টস্যাস্তি কার্য্যোপাধিনিমিত্তো বিভাগঃ, আকাশস্যেব ঘটাদ্যুপাধিনিমিত্তঃ, ইত্যতঃ পরমকারণাদ্ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বেঽপ্যুপপন্নো ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণো বিভাগঃ সমুদ্রতরঙ্গাদিন্যায়েনেত্যুক্তম্॥ ইতি শাঙ্করভাষ্যে।

অস্যার্থ:—পরন্তু ভোক্তা ও ভোগ্য এই দ্বিবিধ বিভাগ সর্ব্বত্র লোকপ্রসিদ্ধ আছে; চেতন জীব ভোক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং শব্দাদি বিষয়সকল এই জীবের ভোগ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ; যেমন দেবদত্তনামক ব্যক্তি ভোক্তা, এবং অন্নাদি তাহার ভোগ্য। (কিন্তু ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান উভয়বিধ কারণ হইলে) এই ভোগ্যভোক্তৃবিভাগ আর থাকে না। যদি ভোক্তাই ভোগ্যত্ব প্রাপ্ত হয়েন, অথবা ভোগ্যবস্তুই ভোক্তৃভাব প্রাপ্ত হয়, তবে এই উভয়ের একত্ব হয়,—প্রভেদ আর থাকে না; ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কিছু না থাকাতে ভোগ্যভোক্তৃভাবের প্রভেদ লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু এই প্রসিদ্ধ ভোগ্যভোক্তৃবিভাগের অপলাপ করা সঙ্গত নহে; যেমন বর্ত্তমানে ভোগ্যভোক্তৃবিভাগ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ অতীতকালে এবং ভবিষ্যতেও

এই বিভাগ থাকা অনুমানসিদ্ধ। অতএব প্রসিদ্ধ এই ভোক্তৃভোগ্যবিভাগের অভাবপ্রসঙ্গহেতু জগতের ব্রহ্মকারণতাবিষয়ক সিদ্ধান্ত অযুক্ত—যদি কেহ এইরূপ আপত্তি করেন, তবে তাঁহাকে আমরা বলি যে, ঐ লৌকিক বিভাগ ব্রহ্মকারণতাবিষয়ক সিদ্ধান্তেও অপ্রতিষ্ঠ হয় না। ব্রহ্মকারণতাবিষয়ক আমাদের সিদ্ধান্তেও এই বিভাগ থাকা উপপন্ন হয়; কারণ, লোকতঃ এই বিভাগের দৃষ্টান্ত আছে। যেমন উদকাত্মক সমুদ্র হইতে অভিন্ন হইলেও তদ্বিকারীভূত ফেন, বীচি, তরঙ্গ, বুদ্বুদ প্রভৃতির পরস্পরের সহিত প্রভেদ ও মিলন প্রভৃতি ব্যবহার সম্ভব হয়; তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও ভোক্তা ও ভোগ্য বলিয়া প্রভেদব্যবহার উপপন্ন হয়। যদিও ভোক্তা জীব ব্রহ্মের বিকার বলিয়া বলা যাইতে পারে না; কারণ "এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে স্রষ্টা ব্রহ্ম অবিকৃত থাকিয়াই কার্য্যভূত জগতে অনুপ্রবেশ-পূর্ব্বক "ভোক্তা" হওয়া উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু কার্য্যভূত জগতে অনুপ্রবিষ্ট অবস্থায় তত্তৎকার্য্যভূত উপাধিনিমিত্ত ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য; যেমন আকাশ অবিকৃত থাকিলেও ঘটাদি উপাধিনিমিত্ত তাহার ভেদ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মসম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। অতএব পরমকারণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও, সমুদ্রের তরঙ্গাদি বিভাগের ন্যায় ভোক্তা ও ভোগ্য বলিয়া যে প্রভেদ প্রসিদ্ধ আছে, তাহা উপপন্ন হয়।

এই ব্যাখ্যাতে ইহা প্রতিপন্ন হইল যে, ব্রহ্ম একান্ত নির্গুণস্বভাব নহেন, সৃষ্টিকার্য্য করা এবং তাহাতে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক জীবরূপে তাহা ভোগ করা, এবং তদতীত রূপে সেই ভোগের নিয়ন্তৃরূপে অবস্থান করা, এই দুইটিই তাঁহার স্বরূপান্তর্গত। লৌকিক যে ভেদ ইহাও একান্ত মিথ্যা নহে।

ইতি ব্রহ্মণো জগৎকর্ত্তৃত্বেঽপি ভোক্তৃনিয়ন্তৃব্যবস্থাবধারণাধিকরণম্।

—•—

২য় অঃ ১ম পাদ ১৪শ সূত্র। তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ॥

ভাষ্য।—কার্য্যস্য কারণানন্যত্বমস্তি, নত্বত্যন্তভিন্নত্বং, কুতঃ? "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্", "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং", "তৎ সত্যং তত্ত্বমসি", "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদিভ্যঃ।

অস্যার্থ:—কারণ-বস্তু হইতে কার্য্যের অভিন্নত্ব আছে; কারণ-বস্তু হইতে কার্য্য অত্যন্ত ভিন্ন নহে; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন "মৃত্তিকাই সত্য, ঘটশরাবাদিনামে প্রকাশিত বিকার সকল কেবল পৃথক্ নাম দ্বারাই পৃথক্ হইয়াছে", "চরাচর বিশ্ব সমস্তই ব্রহ্মাত্মক," "সেই ব্রহ্ম সত্য, তুমি সেই ব্রহ্ম", "এতৎ সমস্তই ব্রহ্ম"। ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকোক্ত এই সকল বাক্যই তদ্বিষয়ে প্রমাণ।

এই সূত্রে চেতন জীব ও অচেতন জগতের ব্রহ্মাত্মকত্ব (ব্রহ্ম হইতে অভিন্নত্ব) স্পষ্টরূপে কথিত হইল, এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ১৩শ সংখ্যক সূত্রে জীব ও ব্রহ্মের ভেদও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে; এবং তৎপূর্ব্ব সূত্রসকলে অচেতন জগতেরও ব্রহ্ম হইতে ভেদ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে; অতএব এই সকল সূত্র একত্র করিলে, তাহার ফলে এই সিদ্ধান্ত হয়, যে চেতনাচেতন সমস্ত জগতের ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদসম্বন্ধ।

শাঙ্করভাষ্যে যদিচ নাম ও রূপবিশিষ্ট পদার্থের বস্তুত্ব (বস্তুরূপে অস্তিত্ব) অস্বীকার করা হইয়াছে, তথাপি সূত্রের অর্থ এইরূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে; যথা:—"অভ্যুপগম্য চেমং ব্যবহারিকং ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণং বিভাগং স্যাল্লোকবদিতি পরিহারোঽভিহিতো ন ত্বয়ং বিভাগঃ পরমার্থতোঽস্তি। যস্মাৎ তয়োঃ কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বমবগম্যতে। কার্য্যমাকাশাদিকং বহু-প্রপঞ্চং জগৎ; কারণং পরং ব্রহ্ম; তস্মাৎ কারণাৎ পরমার্থতোঽনন্যত্বং ব্যতিরেকেণাভাবঃ কার্য্যস্যাবগম্যতে। কুতঃ? আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।

আরম্ভণশব্দস্তাবদেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় দৃষ্টান্তাপেক্ষায়ামুচ্যতে—"যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিতি"। এতদুক্তং ভবতি—একেন মৃৎপিণ্ডেন পরমার্থতো মৃদাত্মনা বিজ্ঞাতেন, সর্ব্বং মৃন্ময়ং ঘটশরাবোদঞ্চনাদিকং মৃদাত্মত্বাবিশেষাদ্বিজ্ঞাতং ভবেৎ। যতো বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং বাচৈব কেবলমস্তীত্যারভ্যতে বিকারো ঘটঃ শরাব উদঞ্চনঞ্চেতি, ন তু বস্তুবৃত্তেন বিকারো নাম কশ্চিদস্তি নামধেয়মাত্রং হ্যেতদনৃতং মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিতি। এষ ব্রহ্মণো দৃষ্টান্ত আম্নাতঃ, তত্র শ্রুতাদ্বাচারম্ভণশব্দাদ্ দার্ষ্টান্তিকেঽপি ব্রহ্মব্যতিরেকেণ কার্য্যজাতস্যাভাব ইতি গম্যতে"।...

অস্যার্থ :—ব্যবহারিক ভোক্তৃভোগ্যবিভাগ লৌকিকধারানুসারে স্বীকার করিয়া আপত্তির উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু মূলতঃ (মূল অর্থে) এই প্রভেদ নাই; কারণ, কার্য্য ও কারণের মধ্যে অভেদত্ব প্রতিপন্ন হয়। আকাশাদি প্রপঞ্চ জগৎ কার্য্যবস্তু; পরব্রহ্ম ইহার কারণ; সেই কারণ হইতে কার্য্যের অভিন্নত্ব অর্থাৎ পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বাভাব অবগত হওয়া যায়। কিরূপে অবগত হওয়া যায়? বলিতেছি :—শ্রুত্যুক্ত "আরম্ভণ" বাক্য প্রভৃতি দ্বারা তাহা জানা যায়। যথা আরম্ভণবাক্যে (ছান্দোগ্যে), ষষ্ঠপ্রপাঠকে শ্রুতি প্রথম এই বলিয়া কথারম্ভ করিলেন যে, "একের বিজ্ঞানেই সর্ব্ববিষয়ের বিজ্ঞান হয়।" এই প্রতিজ্ঞা সাধন করিবার নিমিত্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে গিয়া শ্রুতি বলিলেন :—"হে সৌম্য (শ্বেতকেতো)! যেমন এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞান হইলেই মৃন্ময় সকলবস্তুর জ্ঞান হয়; ঘটশরাবাদি নামে প্রকাশিত বিকার সকল ভিন্ন ভিন্ন নাম দ্বারাই পৃথক্ হইয়াছে, বস্তুতঃ ইহারা মৃত্তিকাই; অতএব মৃত্তিকামাত্রই সত্য—সদ্বস্তু (মৃত্তিকা হইতে পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বশীল ঘটশরাবাদি পদার্থের অস্তিত্ব নাই)"। এইস্থলে

ইহা বলা হইল যে, ঘট শরাব উদঞ্চন প্রভৃতি মৃন্ময়বস্তুসকল মৃদাত্মক বিধায় মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন হওয়াতে, এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানের দ্বারা, অর্থাৎ বাস্তবিকপক্ষে ইহারা মৃদাত্মক ইত্যাকার জ্ঞানের দ্বারাই, ইহাদিগকে সম্যক্ জ্ঞাত হওয়া যায়। যেহেতু ঘটশরাবাদি মৃত্তিকার কেবল নাম দ্বারাই পরস্পর ও অপর সাধারণ মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ হইয়া আছে, ইহাদের বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই; কেবল পৃথক্ নাম হওয়াতেই ইহারা বিকার বলিয়া গণ্য; বাস্তবিক * ইহারা কেবল মৃত্তিকাই; অতএব নাম দ্বারা ইহাদের পার্থক্য; এই পার্থক্য মিথ্যা, (বিকারের নিজ বস্তুত্ব কিছুই নাই, ইহা কেবল নাম মাত্র—মিথ্যা); মৃত্তিকাই একমাত্র সদ্বস্তু। ব্রহ্মসম্বন্ধে শ্রুতি এই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। এই দৃষ্টান্তে শ্রুতি যে বাচারম্ভণশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, দৃষ্টান্তের দ্বারা উপমেয় জগৎসম্বন্ধে শ্রুতির ইহাই উপদেশ যে, ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে কার্য্যভূত জাগতিক বস্তুসকলের অস্তিত্ব নাই।

নিম্বার্কভাষ্যের সহিত এই শাঙ্করব্যাখ্যার এক অর্থে কোন বিরোধ নাই। কিন্তু এইস্থলে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, জগৎকে এই অর্থেই মিথ্যা বলা হইল ও হইতে পারে যে, যেমন মৃত্তিকা হইতে পৃথক্রূপে অস্তিত্বশীল ঘট বলিয়া পদার্থ নাই, তাহা মিথ্যা; তদ্রূপ জগৎও ব্রহ্ম হইতে পৃথক্রূপে অস্তিত্বশীল পদার্থ নহে—ইহার পৃথক্রূপে অস্তিত্বই মিথ্যা। ইহা একান্ত মিথ্যা নহে। ব্রহ্মের সহিত ইহার অভেদসম্বন্ধ। কিন্তু এই অভেদত্ব থাকিলেও, নামরূপাদি দ্বারা যে ভেদসম্বন্ধও আছে, তাহা পূর্ব্বসূত্রব্যাখ্যানে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও স্বীকার করিয়াছেন। অতএব

* নামরূপাত্মক এতৎ সমস্ত মিথ্যা এইরূপও এই ভাষ্যাংশের অর্থ হইতে পারে। এবং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের এইরূপই অভিপ্রায় থাকা কেহ কেহ বলেন। কিন্তু তৎসম্বন্ধে বিচার পরে করা হইবে।

নিম্বার্কোক্ত ভেদাভেদসম্বন্ধই এতদ্দ্বারা সূত্রকারের ও শ্রুতির উপদেশ বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়।

শাঙ্করভাষ্যের প্রথমাংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পরন্তু এই সূত্রের শাঙ্করভাষ্য অতিশয় বিস্তৃত; ইহাতে অপরাপর দৃষ্টান্ত এবং যুক্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে। এবঞ্চ জগতের ব্রহ্মাত্মকত্বজ্ঞান যে সাধকের পক্ষে সম্ভব, তাহা যে নিষ্ফল নহে, এবং তাহা যেরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা প্রদর্শন করিতে গিয়া শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন :—

"ন চেয়মবগতির্নোৎপদ্যতে ইতি শক্যং বক্তুম্, "তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। অবগতিসাধনানাঞ্চ শ্রবণাদীনাং বেদানুবচনাদীনাঞ্চ বিধীয়মানত্বাৎ। ন চেয়মবগতিরনর্থিকা ভ্রান্তির্ব্বেতি শক্যং বক্তুম, অবিদ্যা-নিবৃত্তিফলদর্শনাৎ বাধকজ্ঞানান্তরাভাবাচ্চ।"

অস্যার্থ :—এইরূপ জ্ঞান (অভেদজ্ঞান) যে হয় না, এমত বলিতে পার না ; কারণ পিতার উপদেশে শ্বেতকেতু এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ছান্দোগ্যশ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন ; এবং এই অভেদ-জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত যখন শ্রুতি শ্রবণাদির এবং বেদানুবচনাদির বিধানও করিয়াছেন, তখন এই জ্ঞান অবশ্য লাভ করা যায় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে (নতুবা উপদেশ মিথ্যা হইত)। এই অদ্বৈত-জ্ঞানের কোন ফল নাই অথবা ইহা ভ্রমমাত্র, এইরূপ বলিতে পার না ; কারণ ইহা দ্বারা অবিদ্যা বিনষ্ট হওয়া দৃষ্ট হয়, এবং এই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, ইহাকে বিনষ্ট করে এমত অপর কোন জ্ঞান নাই।

পরন্তু সূত্রার্থ এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়া, শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতত্ত্ব-বিষয়ক মতই ইহা দ্বারা স্থাপিত হয় ; এবং এই সূত্র এবং পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত অপর সূত্র সকলের ফল এই নহে যে, ব্রহ্মের একত্ব এবং নানাত্ব উভয়ই সত্য ; অর্থাৎ শাঙ্করমতে

ব্রহ্ম এবং জীব ও জগতের ভেদাভেদসম্বন্ধ, এবং ব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈতত্ব সত্য নহে,—কেবল অদ্বৈতত্বই সত্য ; জগৎ মিথ্যা, এবং জীব ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন। উক্ত ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন :—

"নম্বনেকাত্মকং ব্রহ্ম, যথা বৃক্ষোঽনেকশাখ এবমনেকশক্তিপ্রবৃত্তিযুক্তং ব্রহ্ম; অত একত্বং নানাত্বঞ্চোভয়মপি সত্যমেব; যথা বৃক্ষ ইত্যেকত্বং শাখা ইতি চ নানাত্বম্ ; যথা চ সমুদ্রাত্মনৈকত্বং, ফেনতরঙ্গাদ্যাত্মনা নানাত্বম্ ; যথা চ মৃদাত্মনৈকত্বং ঘটশরাবাদ্যাত্মনা নানাত্বং, তত্র একত্বাংশেন জ্ঞানান্মোক্ষব্যবহারঃ সেৎস্যতি, নানাত্বাংশেন তু কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয়ৌ লৌকিকবৈদিকব্যবহারৌ সেৎস্যত ইতি ; এবঞ্চ মৃদাদিদৃষ্টান্তা অনুরূপা ভবিষ্যন্তি।"

অস্যার্থ :—পরন্তু যদি বল যে ব্রহ্ম কেবল একরূপ নহেন, যেমন বৃক্ষ এক হইলেও অনেকশাখাযুক্ত, তদ্রূপ ব্রহ্মও অনেকশক্তিপ্রবৃত্তিযুক্ত ; অতএব ব্রহ্মের একত্ব এবং নানাত্ব উভয়ই সত্য। যেমন বৃক্ষরূপে একত্ব, এবং শাখাপ্রভৃতিরূপে নানাত্ব ; যেমন সমুদ্ররূপে একত্ব, এবং ফেন-তরঙ্গাদিরূপে নানাত্ব ; যেমন মৃত্তিকারূপে একত্ব, এবং ঘটশরাবাদিরূপে নানাত্ব ; (তদ্রূপ ব্রহ্মরূপে ব্রহ্মের একত্ব, এবং জীব ও জগৎরূপে নানাত্ব)। তন্মধ্যে একত্বাংশের জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষব্যবহার, এবং নানাত্বাংশে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডাশ্রিত লৌকিক ও বৈদিক-ব্যবহার সিদ্ধ হয় ; এবং শ্রুতিতে যে মৃত্তিকা প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা এইরূপ সিদ্ধান্তেই সঙ্গত হয়।

এইরূপ আপত্তি বর্ণনা করিয়া, শঙ্করাচার্য্য ইহা নিম্নলিখিতরূপে খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন :—

"নৈবং স্যাৎ। মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিতি প্রকৃতিমাত্রস্য দৃষ্টান্তে সত্যত্বা-বধারণাৎ। বাচারম্ভণশব্দেন চ বিকারজাতস্যানৃতত্বাভিধানাৎ। দার্ষ্টান্তিকে-

হপি, "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যমিতি" চ পরমকারণস্যৈবৈকস্য সত্যত্বাবধারণাৎ। "স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইতি চ শারীরস্য ব্রহ্মভাবোপদেশাৎ। স্বয়ংপ্রসিদ্ধং হ্যেতচ্ছারীরস্য ব্রহ্মাত্মত্বমুপদিশ্যতে ন যত্নান্তর-প্রসাধ্যম্। অতশ্চেদং শাস্ত্রীয়ং ব্রহ্মাত্মত্বমভ্যুপগম্যমানং স্বাভাবিকস্য শারীরাত্মত্বস্য বাধকং সম্পদ্যতে রজ্জ্বাদিবুদ্ধয় ইব সর্পাদিবুদ্ধীনাম্। বাধিতে চ শারীরাত্মত্বে তদাশ্রয়ঃ সমস্তঃ স্বাভাবিকো ব্যবহারো বাধিতো ভবতি, যৎপ্রসিদ্ধয়ে নানাত্বাংশোঽপরো ব্রহ্মণঃ কল্প্যেত। দর্শয়তি চ, "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদিনা ব্রহ্মাত্মত্বদর্শিনং প্রতি সমস্তস্য ক্রিয়াকারকফললক্ষণস্য ব্যবহারস্যাভাবম্। ন চায়ং ব্যবহারাভাবোঽবস্থাবিশেষনিবদ্ধোঽভিধীয়তে ইতি যুক্তং বক্তুম্। "তত্ত্বমসী"তি ব্রহ্মাত্মভাবস্যানবস্থাবিশেষনিবন্ধনত্বাৎ। তস্করদৃষ্টান্তেন চানৃতাভিসন্ধস্য বন্ধনং সত্যাভিসন্ধস্য মোক্ষং দর্শয়ন্নেকত্বমেবৈকং পারমার্থিকং দর্শয়তি, মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিতঞ্চ নানাত্বম্। উভয়সত্যতায়াং হি কথং ব্যবহারগোচরোঽপি জন্তুরনৃতাভিসন্ধ ইত্যুচ্যতে। "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" ইতি চ ভেদদৃষ্টিমপবদন্নেতদেব দর্শয়তি। ন চাস্মিন্ দর্শনে জ্ঞানান্মোক্ষ ইত্যুপপদ্যতে। সম্যগ্‌ জ্ঞানাপনোদ্যস্য কস্যচিন্মিথ্যাজ্ঞানস্য সংসারকারণত্বেনানভ্যুপগমাৎ। উভয়স্য সত্যতায়াং হি কথমেকত্বজ্ঞানেন নানাত্বজ্ঞানমপনুদ্যত ইত্যুচ্যতে। নম্বেকত্বৈকান্তাভ্যুপগমে নানাত্বাভাবাৎ প্রত্যক্ষাদীনি লৌকিকানি প্রমাণানি ব্যাহন্যেরন্ নির্ব্বিষয়ত্বাৎ স্থাণ্বাদিষ্বিব পুরুষাদিজ্ঞানানি, তথা বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রমপি ভেদাঽপেক্ষত্বাৎ তদভাবে ব্যাহন্যেত; মোক্ষশাস্ত্রস্যাপি শিষ্যশাসিত্রাদিভেদাপেক্ষত্বাৎ তদভাবে ব্যাঘাতঃ স্যাৎ। কথং চানৃতেন মোক্ষশাস্ত্রেণ প্রতিপাদিতস্যাত্মৈকত্বস্য সত্যত্বমুপপদ্যত ইতি? অত্রোচ্যতে। নৈষ দোষঃ। সর্ব্বব্যবহারাণামেব প্রাগ্‌ ব্রহ্মাত্মতাবিজ্ঞানাৎ সত্যত্বোপপত্তেঃ,

স্বপ্নব্যবহারস্যেব প্রাক্ প্রবোধাৎ। যাবদ্ধি ন সত্যাত্মৈকত্বপ্রতিপত্তিস্তাবৎ প্রমাণপ্রমেয়ফললক্ষণেষু ব্যবহারেষ্বনৃতবুদ্ধির্ন কস্যচিদুৎপদ্যতে; বিকারানেব ত্বহং মমেত্যবিদ্যয়াত্মাত্মীয়ভাবেন সর্ব্বো জন্তুঃ প্রতিপদ্যতে স্বাভাবিকীং ব্রহ্মাত্মতাং হিত্বা। তস্মাৎ প্রাগ্ ব্রহ্মাত্মতাপ্রবোধাদুপপন্নঃ সর্ব্বো লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ।"

অস্যার্থ :—এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। কারণ, শ্রুতি যে মৃত্তিকার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাতে ঘটশরাবাদির প্রকৃতিভূত মৃত্তিকারই সত্যত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে; এবং "বাচারম্ভণ" বাক্যে মৃত্তিকার বিকার-স্থানীয় ঘট শরাবাদির মিথ্যাত্ব জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ঐ মৃত্তিকা যে ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত, তৎসম্বন্ধীয় বাক্যেও বলা হইয়াছে যে, "এতৎ সমস্তই ব্রহ্মাত্মক, তিনিই সত্য"; এই বাক্যেও শ্রুতিকর্তৃক পরমকারণ এক ব্রহ্মেরই সত্যত্ব অবধারিত হইয়াছে। এবঞ্চ "শ্বেতকেতো! তুমি সেই আত্মা" এই বাক্যে শ্রুতি জীবেরও ব্রহ্মরূপতা উপদেশ করিয়াছেন। জীবের ব্রহ্মাত্মতা স্বয়ংপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ স্বাভাবিক হওয়াতে, তাহা যত্নান্তর দ্বারা উৎপাদ্য নহে। অতএব শাস্ত্রোক্ত এই ব্রহ্মাত্মকত্বের জ্ঞান হইলে, শরীরাত্মক বলিয়া যে জীবের স্বাভাবিক অজ্ঞান আছে, তাহা বিলুপ্ত হয়; যেমন রজ্জুজ্ঞানের উদয় হইলে, সর্পবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়, ইহাও তদ্রূপ। এই শরীরাত্মক জ্ঞান বিলুপ্ত হইলে, তদাশ্রিত যে সমস্ত জীবব্যবহার—যাহা স্থাপিত করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মের অন্য নানাত্বাংশ কল্পনা কর—তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। ব্রহ্মাত্মদর্শীর যে ক্রিয়া, কর্ত্তা ও ক্রিয়াফলসূচক বৈদিক ও লৌকিক ব্যবহার কিছুই থাকে না, তাহা শ্রুতি স্বয়ং "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" (যেখানে সমস্তই আত্মরূপে অবস্থিত তাহাতে কে কাহাকে কি দিয়া দর্শন করিবে?) ইত্যাদিবাক্যে স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এইরূপ বলা সঙ্গত নহে যে, শ্রুতি এক বিশেষ অবস্থা-

নিবন্ধন লৌকিকব্যবহারের লোপ উপদেশ করিয়াছেন ; কারণ "তত্ত্বমসি" বাক্যে প্রতীয়মান হয় যে, জীবের ব্রহ্মাত্মকতা কোন বিশেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া উপদেশ করা হয় নাই। তস্করদৃষ্টান্তে অসত্যবাদীর বন্ধন এবং সত্যবাদীর মোচন প্রদর্শন করিয়া, শ্রুতি কেবল একত্বেরই একমাত্র পারমার্থিক সত্যত্ব, এবং মিথ্যাজ্ঞান হইতে নানাত্বের উৎপত্তি, প্রতিপাদন করিয়াছেন। যদি একত্ব এবং নানাত্ব উভয়ই সত্য হইত, তবে শ্রুতি ভেদ-ব্যবহার বিশিষ্ট জীবকে মিথ্যাজ্ঞানী বলিয়া কি নিমিত্ত বর্ণনা করিবেন ? "যে ব্যক্তি নানাত্ব দর্শন করে, সে মৃত্যুর আয়ত্তাধীন হইয়া, মৃত্যুকেই প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদিবাক্যে শ্রুতি ভেদদর্শনের নিন্দা করিয়া একত্বজ্ঞানেরই সত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। জ্ঞানের দ্বারা যে মোক্ষলাভ হয় বলিয়া শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন, তাহাও এই ভেদদর্শনে উপপন্ন হয় না ; কারণ সম্যক্-জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয়, এমন কোন মিথ্যাজ্ঞান সংসারের কারণ বলিয়া এই মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। উভয়ের সত্যতা স্বীকার করিলে (অর্থাৎ ব্রহ্মের একত্ব ও বহুত্ব, এই উভয়ের সত্যতা স্বীকার করিলে) একত্বজ্ঞান দ্বারা নানাত্বজ্ঞান কিরূপে বিনষ্ট হয় বলা যাইতে পারে ? (বহুত্বও সত্য হওয়াতে তাহা কখন বিনষ্ট হইতে পারে না)। পরন্তু এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, নিরবচ্ছিন্ন একত্ব স্বীকার করিলে, যখন নানাত্ব একান্ত মিথ্যা হয়, তখন প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণসকলের দ্বারা বোদ্ধব্য কোন বিষয় না থাকাতে, তৎসমস্ত প্রমাণকেও মিথ্যা বলিয়া অবধারিত করিতে হয় ; স্থাণুতে মনুষ্যজ্ঞানের ন্যায় সমস্তই মিথ্যা হইয়া যায়। এবঞ্চ বিধি-নিষেধসূচক যে শাস্ত্র, তাহাও যখন ভেদসাপেক্ষ, তখন ভেদের অভাবে তৎসমস্তও মিথ্যা হইয়া যায় ; এবং মোক্ষশাস্ত্রও গুরুশিষ্য প্রভৃতি ভেদ-সাপেক্ষ হওয়াতে, সেই ভেদের অভাবে তাহাও মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। পরন্তু মোক্ষশাস্ত্র মিথ্যা হইলে, সেই মিথ্যা শাস্ত্রের দ্বারা

প্রতিপাদিত একত্বই বা কিরূপে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে? এই আপত্তির উত্তর প্রদত্ত হইতেছে :—এই সকল দোষ নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে হইতে পারে না। প্রবুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে স্বপ্নব্যবহারের ন্যায়, ব্রহ্মাত্মকত্ববিজ্ঞানের পূর্ব্বে সর্ব্ববিধ লৌকিক ব্যবহারেরও সত্যতা সিদ্ধ হয়। যে পর্য্যন্ত না কেবল ব্রহ্মাত্মকত্বের জ্ঞান হয়, সেই পর্য্যন্ত কাহারও প্রমাণ প্রমেয় ও ফলজ্ঞানাত্মক লৌকিক ব্যবহারের প্রতি মিথ্যাবুদ্ধি জন্মে না; এবং সমস্ত জীবই আপনার ব্রহ্মভাব পরিত্যাগ করিয়া বিকারসমূহকেই "আমি" "আমার" বলিয়া গ্রহণ করে। অতএব নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতসিদ্ধান্তে ব্রহ্মাত্মতাজ্ঞানের পূর্ব্বে সমস্ত লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত থাকে।

অতঃপর ভাষ্যে স্বপ্নের আংশিক সফলতাবিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ প্রভৃতি উদ্ধৃত করিয়া, ভাষ্যকার পরিণামবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া বলিয়াছেন :—

"নন্থ মৃদাদিদৃষ্টান্তপ্রণয়নাৎ পরিণামবদ্ ব্রহ্ম শাস্ত্রস্যাভিমতমিতি গম্যতে।...নেত্যুচ্যতে। "স বা এষ মহানজঃ" "স এষ নেতি নেত্যাত্মা" ইত্যাদ্যাভ্যঃ সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধশ্রুতিভ্যো ব্রহ্মণঃ কূটস্থত্বাবগমাৎ। ন হ্যেকস্য ব্রহ্মণঃ পরিণামধর্ম্মত্বং তদ্রহিতত্বঞ্চ শক্যং প্রতিপত্তুম্। স্থিতি-গতিবৎ স্যাদিতি চেৎ, ন, কূটস্থস্যেতি বিশেষণাৎ। ন হি কূটস্থস্য ব্রহ্মণঃ স্থিতিগতিবদনেকধর্ম্মাশ্রয়ত্বং সম্ভবতি। কূটস্থং নিত্যঞ্চ ব্রহ্ম সর্ব্ববিক্রিয়া-প্রতিষেধাদিত্যবোচাম"। ইত্যাদি।

অস্যার্থ :—পরন্তু, শ্রুতি মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্ত দেওয়াতে ব্রহ্মকে পরিণামী বলিয়া উপদেশ করাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়, এইরূপ আপত্তি করিলে, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ "সেই আত্মা মহান্ জন্মাদিবিকারবর্জ্জিত", "সেই আত্মা ইহা নহেন, ইহা নহেন" ইত্যাদি বহুশ্রুতি ব্রহ্মের সর্ব্ববিধ বিকার নিষেধ করাতে তাঁহার কূটস্থনিত্যতাই প্রতিপন্ন হয়। একই ব্রহ্মের

পরিণামিত্ব ও অপরিণামিত্ব এই উভয়রূপতা প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইবে না। যদি বল, স্থিতি ও গতি এই উভয় যেমন সম্ভব হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মেরও উভয়রূপত্ব সিদ্ধ হয়; তাহাও বলিতে পার না; কারণ শ্রুতি ব্রহ্মের "কূটস্থ" বিশেষণ দিয়াছেন। স্থিতিগতিবিশিষ্টের ন্যায় কূটস্থব্রহ্মের অনেক ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। সমস্ত বিকার ব্রহ্মসম্বন্ধে নিষিদ্ধ হওয়ায় তিনি নিত্যকূটস্থ, এইরূপই আমরা বলি। ইত্যাদি।

পরন্তু ব্রহ্মের কেবল কূটস্থনিত্যতা স্বীকার করিলে, তৎকর্ত্তৃক জগদ্ব্যাপারসাধন আর সম্ভব হয় না; এই আপত্তি ভাষ্যকার নিম্নলিখিতরূপে খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন :—

"নন্বু কূটস্থব্রহ্মবাদিন একত্বৈকান্ত্যাৎ ঈশিত্রীশিতব্যাভাব ঈশ্বরকারণপ্রতিজ্ঞাবিরোধ ইতি চেৎ, ন, অবিদ্যাত্মকনামরূপবীজব্যাকরণাপেক্ষত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বস্য। "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত" ইত্যাদিবাক্যেভ্যো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেরীশ্বরাজ্জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়াঃ, নাচেতনাৎ প্রধানাদন্যস্মাদ্বেত্যেষোঽর্থঃ প্রতিজ্ঞাতো জন্মাদ্যস্য যত ইতি। সা প্রতিজ্ঞা তদবস্থৈব, ন তদ্বিরুদ্ধোঽর্থঃ পুনরিহোচ্যতে। কথং নোচ্যেত অত্যন্তমাত্মন একত্বমদ্বিতীয়ত্বঞ্চ ব্রুবতা? শৃণু যথা নোচ্যতে। সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য আত্মভূতে ইবাবিদ্যাকল্পিতে নামরূপে তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ে সংসারপ্রপঞ্চবীজভূতে সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য মায়াশক্তিঃ প্রকৃতিরিতি চ শ্রুতিস্মৃত্যোরভিলপ্যেতে, তাভ্যামন্যঃ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ, "আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতেঃ। "নামরূপে ব্যাকরবাণি" "সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে", "একং বীজং বহুধা যঃ করোতি" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ। এবমবিদ্যাকৃতনামরূপোপাধ্যনুরোধীশ্বরো ভবতি, ব্যোমেব ঘটকরকাদ্যুপাধ্যনুরোধি। স চ স্বাত্মভূতানেব ঘটাকাশস্থানীয়ানবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতনামরূপকৃতকার্য্যকারণসঙ্ঘাতানুরোধিনো

জীবাখ্যান্ বিজ্ঞানাত্মনঃ প্রতীষ্টে ব্যবহারবিষয়ে। তদেবমবিদ্যাত্মকোপাধি-পরিচ্ছেদাপেক্ষ্যমেবেশ্বরস্যেশ্বরত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিত্বঞ্চ; ন পরমার্থতো বিদ্যয়াপাস্তসর্ব্বোপাধিস্বরূপে আত্মনীশিত্রীশিতব্যসর্ব্বজ্ঞত্বাদিব্যবহার উপ-পদ্যতে। তথা চোক্তম্—"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা" ইতি, "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেৎ", ইত্যাদি চ। এবং পরমার্থাবস্থায়াং সর্ব্বব্যবহারাভাবং বদন্তি বেদান্তাঃ। তথেশ্বর-গীতাস্বপি—

"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ" ॥ ইতি

পরমার্থাবস্থায়ামীশিত্রীশিতব্যাদিব্যবহারাভাবঃ প্রদর্শ্যতে। ব্যবহারা-বস্থায়াস্তূক্তঃ শ্রুতাবপীশ্বরাদিব্যবহারঃ। "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়" ইতি। তথেশ্বর-গীতাস্বপি—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া" ॥ ইতি

সূত্রকারোঽপি পরমার্থাভিপ্রায়েণ তদনন্যত্বমিত্যাহ। ব্যবহারাভি-প্রায়েণ তু স্যাল্লোকবদিতি মহাসমুদ্রাদিস্থানীয়তাং ব্রহ্মণঃ কথয়তি অপ্রত্যা-খ্যায়ৈব কার্য্যপ্রপঞ্চং পরিণামপ্রক্রিয়াঞ্চাশ্রয়তি সগুণোপাসনেষূপযুজ্যত ইতি ॥

অস্যার্থ :—পরন্তু যদি বল কূটস্থব্রহ্মবাদিগণের মতে যখন একত্বই একান্ত সত্য, তখন নিয়ম্য অথবা নিয়ন্তা বলিয়া কোন প্রকার ভেদ আর থাকিতে পারে না; সুতরাং ঈশ্বর জগৎকারণ বলিয়া যে প্রথমে প্রতিজ্ঞা করা

হইয়াছে, তাহার সহিত এই মতের বিরুদ্ধতা প্রতিপন্ন হয়। (অতএব নিরবচ্ছিন্ন একত্ব-মত কখন সঙ্গত হইতে পারে না)। তদুত্তরে বলিতেছি যে, ঈশ্বরকারণবিষয়ক প্রতিজ্ঞার সহিত এই মতের কোন বিরোধ নাই ; কারণ অবিদ্যাত্মক নাম ও রূপময় জগতের বীজের বিকাশ সর্ব্বজ্ঞত্বের অপেক্ষা করে (অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরভিন্ন হইতে পারে না)। "সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা স্থিরীকৃত হয় যে, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় হয়, অচেতন প্রধান কিংবা অপর কিছু হইতে হয় না ; ইহাই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে। সেই প্রতিজ্ঞা ঠিক তদ্রূপই আছে, এই স্থলে তদ্বিরুদ্ধে কিছু বলা হয় নাই। কিরূপে আত্মার অত্যন্ত একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব নির্দ্দেশ করাতে ঐ প্রতিজ্ঞার বাধা হয় না, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। অবিদ্যাকল্পিত যে নাম ও রূপ, যাহাকে ব্রহ্মস্বরূপ (সত্য) অথবা ব্রহ্মভিন্ন (মিথ্যা) বলিয়া নির্ব্বাচন করা যায় না, যাহা সংসারপ্রপঞ্চের বীজস্বরূপ, তাহা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের যেন "(ইব)" আত্মস্বরূপ ; এবং প্রকৃতিও সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরেরই মায়ানামক শক্তি ; ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি-প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত হয়। এই প্রকৃতি ও নামরূপাত্মক অবিদ্যাকল্পিত জগৎ হইতে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর বিভিন্ন। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন যে "আকাশ (ব্রহ্ম) নামরূপময় জগতের নির্ব্বাহক, অথচ এই সকল তাঁহা হইতে বিভিন্ন"। "নামরূপে পৃথক্ করিয়া জগৎ বিকাসিত করিয়াছিলেন", "সেই ধীর (ব্রহ্ম) নাম ও রূপসকল চিন্তা করিয়া, নামবিশিষ্ট বস্তুসকল সৃষ্টি করিয়া, তাহাদিগের নামপ্রদানপূর্ব্বক বিদ্যমান আছেন", "এক বীজকে যিনি বহুপ্রকার করিয়াছেন"। এই সকল এবং এইরূপ অপরাপর বহুশ্রুতি দ্বারাও ইহাই প্রমাণিত হয়। আকাশ যেমন ঘট ও করক প্রভৃতি উপাধিযোগে তদ্রূপ আকারিত হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরও অবিদ্যাকৃত নামরূপবিশিষ্ট

হয়েন। অবিদ্যাকর্তৃক পৃথক্ নামরূপ দ্বারা প্রকাশিত কার্য্যকারণসঙ্ঘাত (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট দেহ)-যুক্ত বিজ্ঞানাত্মক যে জীব সকল, যাহারা ঈশ্বরের আত্মভূত এবং আকাশের সহিত তুলনায় যাহারা ঘটাকাশস্থানীয়, তাহাদিগকে ব্যবহারবিষয়ে ঈশ্বর নিয়োজিত করিতেছেন। এই সকল অবিদ্যাকৃত উপাধিভেদকে লক্ষ্য করিয়াই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং সর্ব্বশক্তিত্ব উল্লিখিত হয় ; কিন্তু সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিধ উপাধি-বিদূরিত যে আত্মস্বরূপ, তাহাতে পরমার্থতঃ নিয়ম্যত্ব, নিয়ন্তৃত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ব্যবহার উপপন্ন হয় না। তৎসম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন "যেখানে অন্য কিছু দেখেন না, অন্য কিছু শুনেন না, অন্য কিছু জানেন না, তখনই তিনি ভূমা (অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী) হয়েন", "কিন্তু যেখানে এতৎসমস্ত ইঁহার আত্মভূত হয়, তখন কে কিসের দ্বারা কাহাকে দেখিবে" ইত্যাদি। বেদান্তসকল এই প্রকারে পরমার্থাবস্থায় সর্ব্ববিধ ব্যবহারের অভাব বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও এইরূপই বলিয়াছেন, যথা :—

"প্রভু ঈশ্বর জীবের সম্বন্ধে কর্তৃত্ব অথবা কর্ম্ম সৃষ্টি করেন নাই, এবং তাহাদের কর্ম্মফলপ্রাপ্তিও সৃষ্টি করেন না ; স্বভাবই (অর্থাৎ "স্ব" ইত্যাকার জ্ঞানের আশ্রয়ীভূত ইন্দ্রিয়গ্রামই) এই সকল রূপে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। বিভু ঈশ্বর কাহারও পুণ্য অথবা পাপ গ্রহণ করেন না ; জীবসকলের জ্ঞান অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হইয়া আছে ; তাহাতেই জীবসকল মোহপ্রাপ্ত হইয়া আছে (আপনাদিগকে কর্ম্মকর্ত্তা ও তৎফলভোগী বলিয়া বোধ করে)"।

এই উক্তি দ্বারা পরমার্থাবস্থায় নিয়ম্যনিয়ামক প্রভৃতি ব্যবহার যে বিলুপ্ত হয়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু ব্যবহারাবস্থায় যে নিয়ামকত্বাদি-ব্যবহার আছে, তাহা শ্রুতিও বলিয়াছেন :—যথা, "ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি ভূতসকলের অধিপতি, ইনি ভূতসকলের পালনকর্ত্তা, ইনি এই

সকল লোকের উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত সেতুস্বরূপ" ইত্যাদি। শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতায়ও এইরূপই বলিয়াছেন, যথা :—

"হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিতি করেন; এবং যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় সকল প্রাণীকে মায়া দ্বারা ভ্রাম্যমাণ করেন।"

সূত্রকারও পরমার্থাভিপ্রায়েই সূত্রে "তদনন্যত্বম্" পদ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু ব্যবহারিক অর্থে পূর্ব্বসূত্রে "স্যাল্লোকবৎ" পদের দ্বারা ব্রহ্মের মহাসমুদ্রস্থানীয়ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং কার্য্যপ্রপঞ্চের প্রত্যাখ্যান করা যায় না বলিয়া, তাহার পরিণাম প্রক্রিয়াও সগুণোপাসনার উপযোগিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

স্থিরচিত্তে এই বিচারের সার পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভেদাভেদ (দ্বৈতাদ্বৈত) মীমাংসা (ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব) শঙ্করাচার্য্যের মতে গ্রহণীয় নহে; কারণ;—

প্রথমতঃ—মৃত্তিকা ও ঘটশরাবাদির দৃষ্টান্তে শ্রুতি বলিয়াছেন যে, মৃত্তিকাই সত্য; ঘটশরাবাদি কেবল নাম ও রূপ দ্বারাই পৃথক্ বলিয়া বোধযোগ্য হয়; বাস্তবিক ঘটশরাবাদি নামের কোন বস্তু স্বতন্ত্ররূপে নাই,—তাহা মিথ্যা।

পরন্তু পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি দ্বারা জগতের মিথ্যাত্ব এবং ব্রহ্মের নিরবচ্ছিন্ন একরূপত্ব প্রতিপন্ন হয় না; কারণ উক্ত বাক্যে শ্রুতি ঘটশরাবাদির ঐকান্তিক অলীকত্ব উপদেশ করেন নাই; মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন ঘটশরাবাদি বস্তু নাই, ইহাই শ্রুতি উক্ত স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু মৃত্তিকার যে ঘটশরাবাদিরূপে পরিণাম নাই, ইহা শ্রুতি কোন স্থানে বলেন নাই; ঘটশরাবাদিপরিণাম মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে, এবং ভিন্নরূপে ইহাদের অস্তিত্ব নাই—শ্রুতি এইমাত্র বলিয়াছেন, ইহারা "মিথ্যা" এইরূপ বাক্য উক্ত স্থলে শ্রুতি প্রয়োগ করেন নাই। কিন্তু এইরূপ বলা, আর মৃত্তিকার

কোন বিকারই হয় না, মৃত্তিকা সর্ব্বদা একরূপেই থাকে, এইরূপ বলা, এক কথা নহে। যদি মৃত্তিকার কোন বিকার হয় না, এবং মৃত্তিকা নিত্য একরূপেই থাকে, শ্রুতি এইরূপ বর্ণনা করিতেন, তবে মৃত্তিকার দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্মেরও এক নিরবচ্ছিন্ন একরূপত্ব উক্ত শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারিত। উক্ত বাক্যে বিকারভূত ঘটশরাবাদির উপমেয় জগৎকে মিথ্যা বলা যে শ্রুতির অভিপ্রায় নহে, তাহা, "কথমসতঃ সজ্জায়ত" ইত্যাদিবাক্যে জগৎকে সৎ বলিয়া পরক্ষণেই ব্যাখ্যা করিয়া, শ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। এক বস্তুর জ্ঞানে যে অপর সকলের জ্ঞান হইতে পারে, ইহারই অপর দৃষ্টান্ত স্থলে সুবর্ণের জ্ঞানে যে সুবর্ণনির্ম্মিত বলয় কুণ্ডলাদিরও জ্ঞান হয়, শ্রুতি তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। জগৎ বলয়কুণ্ডলাদি-স্থানীয়, ব্রহ্ম সুবর্ণস্থানীয়। জগৎ যদি সম্পূর্ণই মিথ্যা হয়, তবে দৃষ্টান্ত একান্ত নিরর্থক হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ—শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, "হে শ্বেতকেতো! তুমি সেই আত্মা" ("তত্ত্বমসি") এই বাক্যে শ্রুতি জীবেরও ব্রহ্মপরতা উপদেশ করিয়াছেন। এই ব্রহ্মপরতা জীবের স্বভাবসিদ্ধ; এই ব্রহ্মাত্মকতা জীবের জ্ঞাত হইলে, তাহার শরীরী বলিয়া যে ভ্রম আছে, তাহা দূর হয়, এবং জীবব্যবহার সম্যক্ বিলুপ্ত হইয়া যায়। ব্রহ্মাত্মদর্শীর যে লৌকিক ব্যবহার কিছু থাকে না, তাহা প্রদর্শন করিতে গিয়া, শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব যখন ব্রহ্মাত্মকতার বোধ হইলেই লৌকিক ব্যবহার বিলুপ্ত হয় বলিয়া শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, লৌকিক ব্যবহার একান্ত মিথ্যা। মিথ্যা-ভ্রমমাত্র না হইলে, লৌকিক ব্যবহার একদা বিলুপ্ত হইবে কেন?

ভাষ্যকারের প্রদর্শিত এই যুক্তিও সমীচীন বলিয়া উপপন্ন হয় না।

দ্বৈতাদ্বৈতমীমাংসায়ও জীব ব্রহ্মের অংশমাত্র; অতএব, জীবের স্বরূপ বোধগম্য করিবার নিমিত্ত যে শ্রুতি তাহাকে "তত্ত্বমসি" (তুমি সেই আত্মা) এই বাক্যে প্রবোধিত করিয়াছেন, তাহা দ্বারা কিরূপে ব্রহ্মের সহিত জীবের একান্ত অভেদসম্বন্ধ মাত্র স্থাপিত হয়, তাহা বোধগম্য হয় না। "তত্ত্বমসি" এই বাক্যে জীবের ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্ব মাত্র উক্ত হইয়াছে; শ্রুতি দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিয়াছেন যে, ঘটের প্রকৃতি যেমন মৃত্তিকা ভিন্ন অপর কিছু নহে, ঘট মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন, তদ্রূপ হে শ্বেতকেতো! তুমিও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন; কিন্তু ঘটকে মৃত্তিকা বলিয়া ব্যাখ্যা করা দ্বারা, যেমন এইরূপ বুঝিতে হয় না যে, ঘটমাত্রে মৃত্তিকার সত্তা পর্য্যাপ্ত, তদ্রূপ জীবকে ব্রহ্ম বলা দ্বারাও এইরূপ বোধগম্য করা উচিত হয় না যে, ব্রহ্মের সত্তা জীবমাত্রেই পর্য্যাপ্ত এবং উভয়ে সম্পূর্ণরূপে এক। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও ("মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ," ইত্যাদিবাক্যে) জীবকে ব্রহ্মের অংশরূপে বর্ণনা করিয়া "অক্ষরাদপি চোত্তমঃ" ইত্যাদিবাক্যে ব্রহ্মকে জীব হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী ২য় অঃ ১ম পাদ ২১শ সূত্রে (অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ সূত্রে) পরমাত্মা যে জীব হইতে "অধিক" (ব্যাপক) বস্তু তাহা সূত্রকারও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ সূত্রের ব্যাখ্যাতেও কোন বিরোধ নাই। (২৬১-৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং "তত্ত্বমসি" বাক্যের দ্বারা ব্রহ্ম ও জীবের সম্পূর্ণ অভেদসম্বন্ধ স্থাপিত হয় না; অংশ ও অংশীর মধ্যে ভেদও আছে, অভেদও আছে।

এবঞ্চ ব্রহ্মাত্মদর্শীর যে লৌকিক ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে লোপ প্রাপ্ত হয়, তাহাও প্রকৃত নহে। শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তাবিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই; শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য স্বয়ংও তাহা অস্বীকার করেন নাই। যাহা হউক, তিনি যে অবিদ্যাবিরহিত সম্যক্ আত্মদর্শী পুরুষ ছিলেন, তদ্বিষয়ে

কোন আপত্তিরই স্থল হইতে পারে না ও নাই। কিন্তু মহাভারতাদি গ্রন্থই তাঁহার লৌকিক সর্ব্ববিধ ব্যবহারের অস্তিত্ববিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। এইরূপ সনকাদি মুক্তপুরুষগণের যে লৌকিক ব্যবহার ছিল, তাহা শ্রুতিস্মৃতি সর্ব্বশাস্ত্রেই উল্লিখিত আছে। সুতরাং তত্ত্বদর্শী পুরুষের লৌকিক ব্যবহার সর্ব্বথা লুপ্ত হয় বলিয়া যে শঙ্করাচার্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়।

পরন্তু শঙ্করস্বামী স্বীয় মতের পোষকতায় "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু এই শ্রুতি তাঁহার উক্ত মতের কিঞ্চিন্মাত্রও পোষকতা করে না। ঐ শ্রুতি বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে বিবৃত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মস্বরূপ উপদেশ করিতে গিয়া নানাবিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক জীব ও জগৎকে ব্রহ্মাত্মক ও ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রথমে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং অবশেষে ব্রহ্মের এতদুভয়াতীত স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন :—

"যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ তৎ কেন কমভিবদেৎ তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং বিজানীয়াদ্ যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াদ্ বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি"।

এই সকল বাক্য তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই; এতদ্দ্বারা শ্রুতি ব্রহ্মের স্বরূপই বর্ণনা করিয়াছেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায় আদ্যন্ত পাঠ করিলে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয় না। পরন্তু ব্রহ্মাত্মদর্শী পুরুষের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া, ঐ বৃহদারণ্যক শ্রুতিই প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে বলিয়াছেন :—

"তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি

তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশত আত্মা হ্যেষাং স ভবতি।"

অস্যার্থ :—এই ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া, (তাঁহা হইতে অভেদজ্ঞানে), বামদেব ঋষি বলিয়াছিলেন,—"আমি মনু হইয়াছিলাম" "আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম।" অতএব এক্ষণে যিনি এইরূপ জ্ঞাত হয়েন যে, আমি ব্রহ্ম, তিনিও এতৎ সমস্তই হইয়া থাকেন; তাঁহার সম্বন্ধে দেবতা বলিয়া (আরাধ্য) কিছু পৃথক্ পদার্থ থাকে না, এবং দেবতাগণও তাঁহার কোন অমঙ্গল সাধন করিতে পারেন না; তিনি তাঁহাদিগেরও আত্মা হয়েন।

সুতরাং ব্রহ্মাত্মদর্শী পুরুষের যে লৌকিক ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়, তাহা শ্রুতি উপদেশ করেন নাই; সকলের প্রতিই তাঁহার ব্রহ্মবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়, এইমাত্রই বদ্ধজীব ও মুক্তজীবে প্রভেদ। বামদেব মনু সূর্য্য প্রভৃতিকে আত্মা হইতে অভিন্নরূপে দর্শন করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার ব্রহ্মদর্শনের ফল; এবং এখনও যাঁহারা এইরূপ ব্রহ্মদর্শী হয়েন, তাঁহারা সর্ব্ববিধ ভয় হইতে মুক্ত হয়েন; দেবতাগণও তাঁহাদের কোন প্রকার অনিষ্টাচরণ করিতে পারেন না,—শ্রুতি এতাবন্মাত্র উপদেশ করিয়াছেন; তাঁহাদের যদি সর্ব্ববিধ লৌকিক ব্যবহার বিলুপ্তই হইবে, তবে তাঁহাদের ইষ্টানিষ্টের কোন কথাইত হইতে পারে না। যদি তাঁহাদের সর্ব্ববিধ ব্যবহারই লুপ্ত হইত, তবে শ্রুতি কোন না কোন স্থানে অবশ্য তাহা উপদেশ করিতেন। তাঁহাদিগের নিজের সম্বন্ধে কোন কর্ম্মের প্রয়োজন নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য; কিন্তু তথাপি ভগবৎ-প্রেরিত হইয়া তাঁহারা জগতের নিমিত্ত জাগতিক কর্ম্মসকল নির্লিপ্তভাবে সম্পাদন করেন। অতএব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন :—

"ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥

* * * * *

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।

কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥" গীতা ৩য় অধ্যায়।

এবঞ্চ—"যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।

হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে"॥ গীতা ১৮শ অধ্যায়।

অতএব শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের এতৎসম্বন্ধীয় আপত্তিও অমূলক।

ছান্দোগ্যোক্ত ভূমাবিদ্যার বর্ণনায় "যত্র নান্যৎ পশ্যতি···স ভূমা" ইত্যাদি বাক্যেও সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনের কথাই বলা হইয়াছে; ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কিছুই নাই, এই জ্ঞান হইলে সর্ব্বত্র ব্রহ্মেরই দর্শন হয়, ইহাই উক্ত শ্রুতির উপদেশ। ইহার অর্থ এই নহে যে, ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ রূপ-রসাদির জ্ঞানশূন্য হয়েন; শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, রূপ রসাদি সমস্তকে ব্রহ্ম বলিয়াই তিনি দেখেন।

তৃতীয়তঃ—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলেন যে, "তত্ত্বমসি" বাক্যে প্রতীয়মান হয় যে, জীবের ব্রহ্মাত্মকতা কোন বিশেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া উপদেশ করা হয় নাই, এবং অসত্যবাদীর বন্ধন এবং সত্যবাদীর মোচন উপদেশ করিয়া, শ্রুতি কেবল একত্বেরই পারমার্থিক সত্যত্ব এবং নানাত্বের মিথ্যা-জ্ঞান হইতে উৎপত্তি প্রতিপাদন করিয়াছেন।

এতৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ভেদাভেদসিদ্ধান্তের অভিপ্রায় এই নহে যে, জীব এবং জাগতিক পদার্থসকল ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ সত্তাশীল; ইহারা ব্রহ্মের বিশেষ বিশেষ শক্তির প্রকাশমাত্র; ইহাই ভেদাভেদসিদ্ধান্তের উপদেশ। শক্তিমান্ হইতে শক্তি পৃথক্রূপে অস্তিত্বশীল পদার্থ নহে; এবং শক্তি অথবা গুণ বলিয়া যে বর্ণনা, তাহাও ব্রহ্মের প্রকাশিত অবস্থার উপর নির্ভর করিয়াই করা হইয়া থাকে সত্য, তাঁহার সন্মাত্রকে লক্ষ্য করিয়া বর্ণনা করিলে পরব্রহ্মরূপে শক্তি অথবা গুণ বলিয়াও কোন ভেদ

থাকে না সত্য; কিন্তু ব্রহ্ম যেমন একদিকে ত্রিকালে প্রকাশিত সমস্তরূপ আত্মভূত করিয়া, এবং জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার ভেদশূন্য হইয়া, সদ্রূপে বর্ত্তমান আছেন, তদ্রূপ তাঁহার ঐশী ও জীবশক্তিবলে তিনি আপনাকে অনন্ত পৃথক্ পৃথক্‌রূপেও দর্শন ও ভোগ করিয়া থাকেন, এবং তৎসমস্তের নিয়মনও করেন। যে শক্তি দ্বারা তিনি পর পর পৃথক্‌রূপে আপনাকে দর্শন করেন, তাহাকেই জীবশক্তি বলে। জীবের দৃশ্যরূপে অবস্থিত ব্রহ্মের আনন্দাংশসকলকে গুণ বলে, ইহারই নাম জগৎ; সুতরাং জগৎ গুণাত্মক। অতএব প্রকাশিত গুণাত্মক জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, বীজ-রূপে ব্রহ্মসত্তায় নিয়ত জাগতিক সমস্ত রূপ প্রতিষ্ঠিত আছে। এতৎসমস্ত রূপ দ্বিবিধরূপে জীবশক্তির দর্শনযোগ্য হয়; বদ্ধ জীবগণ এই সমস্ত জাগতিক রূপ দর্শন করেন; কিন্তু তৎসমস্ত এবং তাঁহারা স্বয়ং যে ব্রহ্মেরই অঙ্গীভূত, তাহা তাঁহারা বোধ করিতে পারেন না; এই এক প্রকার দর্শন। এই প্রকার দর্শনের নাম ভ্রমদর্শন অথবা অবিদ্যা; কারণ ইহাতে গুণাত্মক জগতের ও জীবশক্তি আশ্রয়ীভূত চিন্ময় ব্রহ্মের জ্ঞান অস্ফুট থাকে। দ্বিতীয় প্রকার দর্শন মুক্তপুরুষদিগের হয়; মুক্তপুরুষগণও আপনাদিগকে এবং জাগতিক সমস্ত রূপকে দর্শন করেন সত্য, কিন্তু তৎসমস্তের আশ্রয়ীভূত পরমব্রহ্মরূপও তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে দর্শন করিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহাদের দৃষ্টিতে সমস্তই ব্রহ্ম। কিন্তু ব্রহ্মের পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত হইবার এবং আপনাকে পৃথক্‌রূপে দর্শন করিবার যে ইচ্ছাশক্তি, তাহাই জীবশক্তির মূল; তাহা হইতেই জীবশক্তি প্রকটিত হয়। ব্রহ্মের সেই শক্তি নিত্য। সুতরাং সেই মূল কখনও বিনষ্ট না হওয়াতে, জীব অনাদি, এবং জীবের জীবত্ব কোন সময় সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় না; অতএব জ্ঞানের পারম্পর্য্য মুক্তজীবেরও একেবারে বিলুপ্ত হয় না; কালের ক্রম তাঁহাদের সম্বন্ধেও থাকে। কিন্তু ব্রহ্মের সদ্রূপে এবং ঈশ্বররূপে কালশক্তি

সম্পূর্ণরূপেই অস্তমিত; কারণ তাঁহার জ্ঞানের পারম্পর্য্য নাই; সমুদায় জীব ও জগৎ তাঁহার স্বরূপে এক হইয়া আছে, এবং ঈশ্বরস্বরূপে এককালীন দৃষ্ট হইতেছে। জ্ঞানের পারম্পর্য্য এবং সর্ব্ববিধ বিশেষত্ব ব্রহ্মের সদ্রূপে বিলুপ্ত হওয়াতে, তদবস্থায় জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা বলিয়া কোন প্রভেদ থাকে না; সুতরাং পূর্ব্বোদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন, যে—

"যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ ..তৎ কেন কং বিজানীয়াদ্, বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি" ॥

অর্থাৎ যে অবস্থায় সমস্তই আত্মভূত হয়, তখন কোন্ বিশেষ চিহ্ন দ্বারা কাহাকে জানিবে, যিনি বিজ্ঞাতামাত্র, কোন বিশেষরূপাদির প্রকাশ যাঁহাতে নাই, তাঁহাকে কি বিশেষ চিহ্নের দ্বারা জানিতে পারিবে (কিরূপে তাঁহাকে বিশেষিত করিয়া বর্ণনা করা যাইবে, যদ্দ্বারা জীব তাহার স্বরূপের ধারণা করিতে পারে)। কিন্তু এই স্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, রূপাদির দ্বারা যে তাঁহাকে বিশেষিত করা যায় না, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। কারণ "বিজ্ঞাতারম্" পদ তাঁহার সম্বন্ধে শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি বিজ্ঞাতা। "নহি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপঃ" ইহাও শ্রুতি স্পষ্টরূপে অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছেন, অতএব এই জ্ঞাতৃত্বের অভাব কদাপি হয় না; সৎ—অক্ষররূপে এইরূপ জ্ঞানের বিষয় তাঁহার স্বরূপস্থ আনন্দমাত্র। ঐ স্বরূপগত আনন্দের অনন্তরূপতা ঈশ্বরাবস্থায় এই জ্ঞানের বিষয় হয়; জীবাবস্থায় এই আনন্দের বিশেষ বিশেষ ভাব মাত্র ঐ জ্ঞানের বিষয় হয়।

অতএব ব্রহ্মের এবংবিধ অবর্ণনীয় রূপও আছে, এবং পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকাশিত রূপও আছে, ইহাই ভেদাভেদ দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তে শঙ্করাচার্য্যের উক্ত আপত্তি কোন প্রকারে প্রযোজ্য হয় না। যাহারা ভেদবুদ্ধিযুক্ত, তাহাদিগকে বদ্ধজীব বলে, এবং তাহাদের সংসার ভোগ হইয়া থাকে; যাহারা ভেদবুদ্ধিযুক্ত নহে, তাহাদের উক্ত প্রকার

ভোগ হয় না; এই শেষোক্ত অবস্থায় কোনপ্রকার দুঃখভোগ নাই, এই নিমিত্ত শ্রুতি ইহাকে প্রশংসা করিয়াছেন। ইহাই তস্করদৃষ্টান্তের ফল। নানাত্ব অলীক নহে, ইহা এক ব্রহ্মেরই নানাত্ব; এই নানাত্বকে ব্রহ্মের নানাত্ব বলিয়া না জানাই অবিদ্যা—যন্নিমিত্ত দুঃখ ভোগ হয়। শ্রুতি ইহারই নিন্দা করিয়াছেন।

চতুর্থতঃ—ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, একত্ব ও নানাত্ব এই উভয়বিধত্ব ব্রহ্মের সম্বন্ধে স্বীকার করিলে, একত্বজ্ঞানদ্বারা নানাত্ব জ্ঞান বিনষ্ট হইতে পারে না; কারণ নানাত্বও এই মতে সত্য। অতএব মোক্ষের আর সম্ভাবনা থাকে না।

এতৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ভেদাভেদসিদ্ধান্তে মোক্ষের সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয় না। জাগতিক রূপসকলের এবং জীবশক্তির আশ্রয়ীভূত ব্রহ্মস্বরূপ যে অবস্থায় অজ্ঞাত থাকে, তাহারই নাম বন্ধ; তাহা জ্ঞাত হওয়ার নামই মোক্ষ। বন্ধাবস্থায় জাগতিক রূপের জ্ঞানমাত্র হয়, গুণাশ্রয় বস্তু অদৃষ্ট থাকে; মোক্ষদশায় গুণের সহিত গুণাশ্রিত বস্তুরও জ্ঞান হয়। বন্ধাবস্থায় গুণিবস্তুর জ্ঞান না থাকাতে, এই গুণাত্মক বস্তুসকলের পৃথক্ রূপে অস্তিত্বশীল বলিয়া জ্ঞান থাকে; মুক্তাবস্থায় এই আশ্রয়বস্তুরও জ্ঞান হওয়াতে এবং তাহা সকল পদার্থসম্বন্ধেই এক বলিয়া বোধ হওয়াতে, পদার্থ সকলের স্বতন্ত্ররূপে অস্তিত্ব-বিষয়ক বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়। এই সিদ্ধান্তে অযৌক্তিকতা কি আছে, এবং ইহার দ্বারা মোক্ষের বাধা কিরূপে উপস্থিত হয়, তাহা বোধগম্য হয় না। আমি একটি গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, উপবিষ্ট অবস্থায় স্থিত একটি মনুষ্যমূর্ত্তি তথায় অবস্থিত আছে; আমি প্রথমে মনে করিলাম যে, একটি জীবিত মনুষ্যই তথায় এইরূপে উপবিষ্ট হইয়া আছে; কিন্তু আরও অগ্রসর হইয়া পরে জানিলাম যে, ইহা একটি প্রতিবিম্ববিশেষ; আমার পশ্চাদ্দিকে উপবিষ্ট এক ব্যক্তির প্রতিবিম্ব

আমার সম্মুখস্থিত বৃহৎ দর্পণে পতিত হইয়া আমার দৃষ্টিপথের গোচর হইয়াছে মাত্র; সুতরাং পূর্ব্বে যে আমার ভ্রম হইয়াছিল, তাহা বিদূরিত হইল; আমার পূর্ব্বদৃষ্ট মূর্ত্তিটিকে আমি প্রতিবিম্ব বলিয়াই অবধারণ করিলাম। এইরূপ ঘটনা প্রতিদিনই হইতেছে। জীবের জগদ্‌জ্ঞানও এইরূপ। অসম্যগ্‌দর্শিতাহেতু বদ্ধজীবের জ্ঞানে দৃষ্ট জাগতিক রূপসকল স্বতন্ত্ররূপে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়; মুক্তাবস্থায় সম্যগ্‌ জ্ঞানোদয় হইলে, ঐ সমস্ত রূপ ব্রহ্মেরই রূপ বলিয়া উপপন্ন হয়; সুতরাং তাহাদিগের প্রতি ব্রহ্মবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রহ্মবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইলে, কাজে কাজেই ঐকান্তিক পার্থক্যবুদ্ধিরূপ ভ্রম বিলুপ্ত হয়। এতদ্দ্বারা জাগতিক রূপসকলের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয় না, জীবের জ্ঞানের অবস্থাভেদে তদ্বিষয়ক জ্ঞানেরই ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। মোক্ষাবস্থায় যে রূপসকলের জ্ঞান একেবারে তিরোহিত হয়, তাহার কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে সর্ব্বসম্মত পূর্ণব্রহ্মজ্ঞ ভগবান্ সনৎকুমার যাজ্ঞবল্ক্য বামদেব প্রভৃতির যে জাগতিক রূপসকলের জ্ঞান ছিল, তাহা শ্রুতিই স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন। অতএব ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে মোক্ষের বাধা হয় বলিয়া যে শঙ্করাচার্য্য আপত্তি করিয়াছেন, তাহা অলীক।

অতঃপর ভাষ্যকার স্বীয় একান্তাদ্বৈতমতে যে প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ অসিদ্ধ হয় না, এবং বিধিনিষেধসূচক শাস্ত্রসকল যে একেবারে অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না, তাহা প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, প্রবুদ্ধ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যেমন স্বপ্ন বর্ত্তমান থাকে, প্রবুদ্ধ হইলে আর থাকে না, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইবার পূর্ব্বে লৌকিক ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত থাকে, তৎপর আর থাকে না।

কিন্তু এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, দৃষ্টান্তের স্বপ্নস্থানীয় জগদ্‌জ্ঞান কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে? ব্রহ্ম যখন ভাষ্যকারের মতে নিয়ত এক

অপরিবর্ত্তনীয় অদ্বৈতরূপে স্থিত, তাঁহাতে যখন কোন প্রকার ক্রিয়া অথবা বিশেষ জ্ঞানের অস্তিত্ব নাই, তখন এই স্বপ্ন কাহাকে আশ্রয় করিবে এবং কাহাকেই বা পরিত্যাগ করিবে? যখন লোক অথবা ব্যবহার বলিয়া কোন পদার্থই নাই, তখন লৌকিক ব্যবহার বর্ত্তমান থাকে, এই কথার অর্থ কি হইতে পারে? অতএব স্বপ্নের দৃষ্টান্তের দ্বারা একান্তাদ্বৈতমতেও যে লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধ হয় বলিয়া ভাষ্যকার প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা নিষ্ফল। স্বপ্ন জীবের কেবল মানসিকব্যাপার-সম্ভূত। জীবের অবস্থাভেদ আছে। সুতরাং নিদ্রিতাবস্থায় ইন্দ্রিয়সকল বহির্জ্জগতের সম্বন্ধে নিষ্ক্রিয় হওয়াতে, বাহ্যবস্তু ব্যতিরেকে কেবল মানসিকব্যাপারদ্বারা জীব স্বপ্নবোধ করিয়া থাকেন; জাগ্রদবস্থায় বাহ্যবস্তুসংযোগে ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার দ্বারা জীব প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করেন। স্বপ্নজ্ঞানে বাহ্যবস্তুর অপেক্ষা না থাকায়, স্বপ্নজ্ঞান মানসিক ব্যাপার বলিয়াই প্রবুদ্ধাবস্থায় জীব অবগত হয়েন। স্বপ্নকে যে মিথ্যা বলা হয়, তাহা এই অর্থেই মিথ্যা। পরন্তু স্বপ্নকালে স্বপ্নদ্রষ্টা জীব ঐ স্বপ্নের সাক্ষিস্বরূপ হইয়া একাংশে অবিকৃত দ্রষ্টৃরূপে বর্ত্তমান থাকেন, অথচ অপরাংশে স্বপ্নাদিব্যাপারেরও নিজ স্বরূপ হইতে প্রকাশ দর্শন করিয়া থাকেন। তদ্রূপ ব্রহ্মও স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়া অপরাংশে জগদ্ব্যাপার সংসাধন করেন। ইহাই ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত। যদি ব্রহ্মের নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ক্রিয়রূপই একমাত্র সত্য হইত, তবে দৃষ্টান্তোল্লিখিত স্বপ্নস্থানীয় জগতের স্বপ্নবদস্তিত্বও কোনপ্রকারে সিদ্ধ হইত না। অতএব যথার্থই শঙ্করাচার্য্যের প্রণোদিত একান্তাদ্বৈতমতে লৌকিক-ব্যবহার সমস্ত লোপপ্রাপ্ত হয়, প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ প্রত্যাখ্যাত হয়, বেদোক্ত বিধিনিষেধসূচক শাস্ত্রসকল একান্ত অলীক ও ব্যর্থ হইয়া পড়ে, এবং মোক্ষসাধনও নিরর্থক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

অবশেষে বেদান্তদর্শনের প্রথমাবধি যে ব্রহ্মকে জগতের সৃষ্টিস্থিতি ও

লয়ের কর্ত্তা বলিয়া বেদব্যাস প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা একান্তাদ্বৈতমতে সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক জল্পনামাত্রে পরিণত হয় দেখিয়া, ভাষ্যকার তাঁহার উক্তমতকে এইরূপে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, অবিদ্যাকল্পিত যে নাম ও রূপ, যাহাকে সত্য অথবা মিথ্যা বলিয়া নির্ব্বাচন করা যায় না, যাহা সংসারপ্রপঞ্চের বীজস্বরূপ, তাহা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের যেন আত্মস্বরূপ ("আত্মভূতে ইব অবিদ্যাকল্পিতে নামরূপে"), এবং প্রকৃতিও সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরেরই মায়ানামক শক্তি।...ইহা শ্রুতি ও স্মৃতিপ্রমাণদ্বারা সিদ্ধান্ত হয়। এই প্রকৃতি ও নামরূপাত্মক অবিদ্যাকল্পিত জগৎ হইতে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর বিভিন্ন।...অবিদ্যাকৃত উপাধিভেদকে লক্ষ্য করিয়াই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিত্ব উল্লিখিত হয়; কিন্তু সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিধ উপাধি বিদূরিত যে আত্মস্বরূপ, তাহাতে পরমার্থতঃ নিয়ম্যত্ব নিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতি ব্যবহার উপপন্ন হয় না।"

এতৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের মায়ানামক শক্তি থাকা এইস্থলে ভাষ্যকার স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন; এবং তদ্বিষয়ক অসংখ্য শ্রুতিপ্রমাণও আছে; সুতরাং তাহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। কিন্তু ইহা স্বীকার করিয়া শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন যে, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর এই মায়াশক্তি (প্রকৃতি) হইতে বিভিন্ন। মায়াশক্তি ঈশ্বরেরই শক্তি স্বীকার করিয়া, ঈশ্বরকে তাহা হইতে ভিন্ন বলিবার তাৎপর্য্য এই মাত্র হইতে পারে যে, শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ আছে, তাহাই প্রকাশ করা উক্তস্থলে ভাষ্যকারের অভিপ্রেত; এতদ্ভিন্ন উক্তবাক্যের অন্য কোন প্রকার অভিপ্রায় হইতে পারে না। দ্বৈতাদ্বৈত (ভেদাভেদ) সিদ্ধান্তেরও ইহাই অভিপ্রায়। জগৎ মায়াশক্তির কার্য্য ইহা ব্রহ্মের শক্তিবিশেষের প্রকাশ। সুতরাং ব্রহ্মের সহিত ইহার ভেদাভেদ-সম্বন্ধ; গুণ ও গুণী, শক্তি ও শক্তিমান, এতদুভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, জগৎ এবং জীবেরও ব্রহ্মের

সহিত সেই সম্বন্ধ। বস্তুতঃ ইহা স্বীকার না করিলে, জগতের ব্রহ্মকারণত্ব-বিষয়ক প্রতিজ্ঞা, যাহা গ্রন্থারম্ভে বেদব্যাস বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কোনপ্রকারে রক্ষিত হয় না। কিন্তু একান্তাদ্বৈতমতে শক্তি ও শক্তিমান্ বলিয়া কোনপ্রকার ভেদ স্বীকার্য্য নহে। তন্মতে জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, গুণ গুণী, শক্তি ও শক্তিমান্ বলিয়া কোনপ্রকার ভেদ নাই। কিন্তু এই ভেদ স্বীকার না করিলে, জগদ্ব্যাপার ও ব্রহ্মের জগৎকারণতা কোনপ্রকারে উপপন্ন হইতে পারে না।

অবিদ্যা মায়াশক্তিরই অঙ্গীভূত। মায়াশক্তি ঈশ্বরশক্তি বলিয়া স্বীকৃত হওয়াতে, ঐ অবিদ্যাও কাজেই ঈশ্বরশক্তি ভিন্ন অপর কিছু হইতে পারে না। কিন্তু ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সংসারপ্রপঞ্চের বীজস্বরূপ যে অবিদ্যাপ্রসূত নাম ও রূপ, তাহা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের "যেন" আত্মস্বরূপ ("আত্মভূতে **ইব**"), এবং ইহার অস্তিত্বনাস্তিত্ব (ব্রহ্মত্ব ব্রহ্মভিন্নত্ব) কিছুই নির্ব্বাচন করা যায় না। এইস্থলে নামরূপাদিময় জগৎকে ব্রহ্মের "**যেন** আত্মস্বরূপ" বলিয়া যে ভাষ্যকার বর্ণনা করিয়াছেন, এই "**যেন**" শব্দের অভিপ্রায় কি? গুণরূপে মাত্র জগৎ ব্রহ্মের আত্মস্বরূপ, কিন্তু সেই গুণের আধার অর্থাৎ গুণিরূপে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও বটেন; এবঞ্চ অবিদ্যাহেতু (অর্থাৎ গুণাশ্রয়ীভূত ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞানাভাবহেতু) গুণাত্মক জাগতিক বস্তুসকল ব্রহ্মেরই যে গুণবিশেষ এবং তাঁহা হইতে অভিন্ন, ইহা বোধ হয় না; বস্তুতঃ ইহারা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। এইমাত্র অর্থ প্রকাশ করিতে যদি ঐ "**ইব**" শব্দ ("**যেন**" শব্দ) ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে তাহাই দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত; কিন্তু এইমত যে একান্তাদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধ, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। যদি "**ইব**" শব্দের এইমাত্র অভিপ্রায় না হয়, তবে ভাষ্যকারের উক্তবাক্যের কি অভিপ্রায়, তাহা নির্ব্বাচন করা অসম্ভব। জগৎ অস্তিও নহে নাস্তিও নহে, এই বাক্যের মর্ম্ম অন্ত

কোনপ্রকারে বোধগম্য হইতে পারে না। ব্রহ্মকেই এই জগতের উপাদান বলিয়া সূত্রকার সর্ব্বত্র প্রমাণিত করিয়াছেন, এবং তৎসম্বন্ধে ভাষ্যকারেরও কোন বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা নাই। কিন্তু ব্রহ্মই যদি জগতের উপাদানকারণ এবং নিমিত্তকারণ হইলেন, তবে ব্রহ্ম যখন সৎ, তখন জগৎ কিরূপে অসৎ বলিয়া নির্ণীত হইতে পারে? অতএব জগৎ অসৎ নহে,—ব্রহ্মাত্মক। জগৎকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বশীল বলিয়া যে জ্ঞান, তাহাই অজ্ঞান অথবা অবিদ্যা; ইহাই সম্যক্‌জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয়। ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বশীল কোন পদার্থ নাই। শাস্ত্রে পূর্ব্বোদ্ধৃত "মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্‌" ইত্যাদিবাক্যে ঘটশরাবাদির প্রকৃতিভূত মৃত্তিকাকেই যে সত্য বলা হইয়াছে, এবং মৃদ্‌বিকার ঘটশরাবাদিকে কেবল নামের দ্বারাই পৃথক্ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ঘটশরাবাদির অনস্তিত্ব উপদিষ্ট হয় নাই। ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকের প্রারম্ভে উক্ত বাক্য আছে। কিন্তু ঐ প্রপাঠকেই আর ৪।৫টি বাক্যের পরে ঐ শ্রুতি বলিয়াছেন, "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ...কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি"। উক্ত বাক্যে শ্রুতি স্পষ্টরূপে জগৎকে সৎ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং "সৎ" জগতের "অসৎ" কারণ হইতে উৎপত্তি হইতে পারে না বলিয়া, জগৎকারণ যে "সৎ", তাহা উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে জগতের অস্তিত্ব নাই, ইহাই "বাচারম্ভণ" বাক্যের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। জগতের এইরূপ মিথ্যাত্ব দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্তের সম্মত; কিন্তু ইহা একান্তাদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধ।

প্রকৃতি ও নামরূপাত্মক "অবিদ্যাকল্পিত" জগৎ হইতে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর বিভিন্ন বলিয়া যে শঙ্করাচার্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই অর্থে যথার্থ বলিয়া স্বীকার করা যায় যে, প্রকৃতি এবং অবিদ্যা ঈশ্বরের শক্তি অথবা গুণ; তিনি সেই শক্তি বা গুণের আশ্রয়। গুণাশ্রয় বস্তু তদাশ্রিত গুণকে

অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান থাকে; সুতরাং ইহাকে গুণ হইতে বিভিন্নও বলা যাইতে পারে। কিন্তু গুণী হইতে গুণ স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করিতে পারে না। অতএব ইহারা অভিন্নও বটে। পরন্তু ইহা একান্তাদ্বৈতবাদ নহে, পক্ষান্তরে ইহাই ভেদাভেদসিদ্ধান্ত। একান্তাদ্বৈতমতে গুণ ও গুণী বলিয়া কোন প্রকার প্রভেদই ব্রহ্মে নাই।

যদি প্রকৃতি ও নামরূপাত্মক "অবিদ্যা কল্পিত" জগৎ হইতে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করা ভাষ্যকারের উক্ত বাক্যের অভিপ্রায় হয়, তবে ইহা সাংখ্যমত, ইহা বেদব্যাস নিঃশেষরূপে এই দ্বিতীয়াধ্যায়ে খণ্ডন করিয়াছেন; ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ,—সুতরাং আদরণীয় নহে। এবং ইহা একান্তাদ্বৈতমতেরও বিরোধী।

শঙ্করাচার্য্য পুনরপি বলিয়াছেন যে, অবিদ্যাকৃত উপাধিকে লক্ষ্য করিয়াই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিত্ব উল্লিখিত হয়। এই উক্তিও প্রকৃত নহে। অবিদ্যাসম্পন্ন, সুতরাং ভেদবুদ্ধিযুক্ত সংসারী জীব যেমন ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্বের অধীন, বিদ্যাসম্পন্ন সমদর্শী মুক্তপুরুষগণও সেইরূপ ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্বের অধীন; ব্রহ্মবিদ্ মুক্তপুরুষসকলও ঈশ্বর-নিয়ন্তৃত্বের অনধীন নহেন, তাহা বেদান্তদর্শনের চতুর্থাধ্যায়ব্যাখ্যানে বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইবে; এবং মুক্তপুরুষদিগের সম্বন্ধেও যে কালক্রম সম্যক্ বিদূরিত হয় না এবং তাঁহারাও যে ঈশ্বরাধীন হইয়া নির্লিপ্তভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভাখ্য প্রথমপুরুষ ভেদবুদ্ধিবর্জ্জিত এবং সমদর্শী, এবং তল্লোকপ্রাপ্ত সকলেই জগতের প্রতি সমদর্শী; কিন্তু তাঁহারা সকলেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের নিয়তির অধীন। এবঞ্চ জগতের সৃষ্টিস্থিতি ও লয়সাধিনী শক্তি ঈশ্বরে নিয়তই অবস্থিত আছে। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে স্পষ্টরূপেই ঐ শক্তিকে ঈশ্বরের "আত্মশক্তি" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। "দেবাত্মশক্তিং" ইত্যাদি

বাক্য দ্রষ্টব্য। ঐ পদটির ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারও বলিয়াছেন যে আত্মশক্তি শব্দের অর্থ 'আত্মভূতাং ন পৃথক্‌ভূতাং শক্তিং' ইত্যাদি। অতএব কেবল "অবিদ্যাকল্পিত" উপাধিভেদকে লক্ষ্য করিয়াই যে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব উল্লিখিত হয়, তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। তবে এই কথা সত্য যে, পরব্রহ্মের অমূর্ত্ত অক্ষর সদাত্মক অদ্বৈতস্বরূপে ত্রিকালে প্রকাশিত জগৎ তাঁহার সহিত একীভূত হইয়া থাকাতে, উক্ত স্বরূপে জ্ঞান, জ্ঞেয় জ্ঞাতা এবং নিয়ম্য নিয়ন্তা বলিয়া কিছুরই বিবক্ষা হয় না। কিন্তু এই সৎ একান্ত অনির্দ্দেশ্য সৎ নহে; তিনি সচ্চিৎ; এই সতের সর্ব্বজ্ঞতা নিত্যসিদ্ধ; এবং এই সতের আনন্দরূপত্বও পূর্ব্বাধ্যায়ে স্থিরীকৃত হইয়াছে। দ্বৈতাদ্বৈত মতে এতৎসমস্তই গৃহীত হয়; জগৎ যে ঐ আনন্দাংশেরই বিকাশ, তাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" বাক্যেও জগৎকে মিথ্যা বলা হয় নাই, পরন্তু জগতের ব্রহ্মরূপেই স্থিতি বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্তের কোন বিরোধ নাই। দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্তে দ্বৈতত্ব এবং অদ্বৈতত্ব উভয়ই স্বীকৃত। অক্ষরসদ্রূপতা এবং ঈশ্বরত্বই ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব; জীব ও জগৎকে তাঁহার স্বীয় স্বরূপ হইতে প্রকটিত করা, এবং সর্ব্বনিয়ন্তৃরূপে জগদ্ব্যাপার সাধন করাই তাঁহার দ্বৈতত্ব। কিন্তু একান্তাদ্বৈতমতে এই জগদ্ব্যাপার সাধন কোনপ্রকারে ব্যাখ্যাত হয় না। বিশেষতঃ একান্তাদ্বৈতমতে ব্রহ্মের সগুণত্ব নিবারিত হওয়াতে, (এবং ব্রহ্মভিন্ন অপর কিছুর অস্তিত্ব অস্বীকার্য্য হওয়াতে) অস্তিত্ববিহীন নামরূপবিশিষ্ট জগতে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হওয়া, এবং সকলের নিয়ন্তা ঈশ্বর বলিয়া গণ্য হওয়া প্রভৃতি বিষয়ে ভাষ্যকারের উক্তিসকল একান্ত নিরর্থক হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ ব্রহ্মের স্বরূপগত শক্তিমত্তা স্বীকার না করিলে, ব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব সম্পূর্ণরূপে অলীক হয়, এবং জীব, জগৎ ও লৌকিক ব্যবহার সমস্তই অসম্ভব ও সম্পূর্ণ মিথ্যা

বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; জগতের ব্যবহারিক সত্যত্ব যে ভাষ্যকার বাধ্য হইয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহার কোন প্রকার সঙ্গতি হয় না; ইহা তাঁহার একান্তাদ্বৈত সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরোধী। ইহা স্বীকার করাতেই তাঁহার ঐ সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইয়াছে।

অতএব শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কর্তৃক প্রণোদিত একান্তাদ্বৈতমত আদরণীয় নহে। ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের ১১শ সূত্রব্যাখ্যানে এই বিষয়ে আরও বিস্তারিতরূপে বিচার করা হইয়াছে; এবং একান্তাদ্বৈতবাদের অপর দোষসকলও বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে; সুতরাং এই স্থলে এতৎ-সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বর্ণিত হইল না। কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ" ইত্যাদিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া যে পরমার্থাবস্থায় সর্ব্ববিধ ব্যবহার লুপ্ত হওয়া বিষয়ক মত ভাষ্যকার স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে উত্তর এই স্থানেই প্রদত্ত হইতেছে :— উক্ত শ্লোকটি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কর্ম্মসন্ন্যাসযোগনামক পঞ্চমাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকটি উক্ত পঞ্চমাধ্যায়ের ১৪শ শ্লোক। তৎপূর্ব্বে ৮ম হইতে ১৩শ শ্লোক পর্য্যন্ত, যেরূপ জ্ঞানকে কর্ম্মসন্ন্যাস বলা যায়, তাহা শ্রীভগবান্ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, কর্ম্মসন্ন্যাসী মুক্তপুরুষ কর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়াও আপনাতে কোন কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি পোষণ করেন না;—

"নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্স্বপন্ শ্বসন্॥ ৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥ ৯
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ১০

অর্থাৎ ব্রহ্মে যুক্ত পুরুষ দর্শন শ্রবণ গমন প্রভৃতি সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া, আমি কিছুই করি না, এইরূপ মনে করেন; ইন্দ্রিয়সকল স্বীয় ব্যাপারে প্রবর্ত্তিত হইতেছে, এই মাত্র তিনি ধারণা করেন। (৮।৯) তিনি ব্রহ্মে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করিয়া কর্ম্মে সর্ব্বপ্রকার সঙ্গ (কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি বিবর্জ্জিত) হইয়া কর্ম্মসকল সম্পাদন করিতে থাকেন, এবং পদ্মপত্রের উপরে জল প্রতিষ্ঠিত হইয়াও যেমন তৎসহ লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তিনি কর্ম্মের দ্বারা পাপে লিপ্ত হয়েন না। (১০)

অতঃপর ১১শ শ্লোকে শ্রীভগবান্ পুনরায় বলিয়াছেন যে, আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত যোগিপুরুষ কেবল কায় মন ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণরূপে আসক্তিশূন্য থাকেন। এবং ১২শ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, যোগিপুরুষ কর্ম্মফল পরিত্যাগ করাতে, তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠোৎপন্ন পরমশান্তি লাভ হয়; কিন্তু সকাম অজ্ঞানী পুরুষ ফলে আসক্তিযুক্ত হইয়া বন্ধপ্রাপ্ত হয়।

অতঃপর ১৩শ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

সর্ব্বকর্ম্মাণি **মনসা** সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্॥ ১৩

অর্থাৎ জিতচিত্ত পুরুষ সর্ব্ববিধ কর্ম্মকে **মনের দ্বারা** পরিত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ তাহাতে সম্যক্ আত্মবুদ্ধিবিবর্জ্জিত হইয়া) নবদ্বারবিশিষ্ট দেহরূপ, পুরীতে সুখে বাস করেন; তিনি নিজে কোন কর্ম্মের কর্ত্তা হয়েন না এবং অপর কাহার দ্বারাও করান না। (অর্থাৎ কোন পুরুষকে কোন কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করেন না; তিনি যে নিশ্বাসপ্রশ্বাস করেন না, ভোজন গমনাদি কর্ম্ম করেন না, তাহা নহে; তৎসমস্ত যে তাঁহার শরীরাদি দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই ৮ম হইতে ১০ম শ্লোক পর্য্যন্ত বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু যোগী যে তাহাতে সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তৃত্ববুদ্ধিবিবর্জ্জিত হয়েন,

তাহাই এই শ্লোকের অভিপ্রায়। কারণ, মুক্তপুরুষ যে কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাহা মানসিক পরিত্যাগ ("মনসা সংন্যস্য") বলিয়া স্পষ্টরূপে ঐ ১৩শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। কর্ম্মযোগের প্রথমভূমিতে কর্ম্মফলত্যাগ হয়, তদ্দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে, পরে দ্বিতীয়ভূমিতে কর্ম্মে নিজের কর্তৃত্ববুদ্ধি লোপ প্রাপ্ত হয়, সাধক আপনাকে ও জগৎকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরাধীন বলিয়া বোধগম্য করেন ; সুতরাং তখন তিনি কর্ম্মসকলকে বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মেতেই অর্পণ করেন ; ইহাই "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্য" ইত্যাদিবাক্যে উক্ত ১৩শ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। নিজে কর্ম্ম করিলেও কিরূপে তৎসম্বন্ধে অকর্ত্তা বলিয়া মনে করা সঙ্গত হয়, তাহাই তৎপরবর্ত্তী ১৪শ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা :—

"ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে" ॥ ১৪

অর্থাৎ বস্তুতঃ ভগবান্‌ই প্রভু (সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বনিয়ন্তা) ; (সুতরাং) তিনি লোকের সম্বন্ধে কোন কর্তৃত্ব (স্বাধীন কর্তৃত্ব) অথবা কর্ম্ম (স্বাধীন কর্ম্ম) অথবা কর্ম্মফলসংযোগ সৃষ্টি করেন নাই। স্বভাবই (প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়াদিই ভগবৎপ্রেরণায়) কর্ম্ম, কর্তৃত্ব ও কর্ম্মফলসংযোগরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে যে উপদেশ ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে, এই চতুর্দ্দশ শ্লোকে তাহারই বিজ্ঞান বিস্তারক্রমে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই শ্লোকে কোন্ স্থানে মুক্তপুরুষের লৌকিক ব্যবহার সম্পূর্ণ লোপ প্রাপ্ত হইবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কোন প্রকারে বোধগম্য হয় না। বরং "স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে" বাক্য দ্বারা লৌকিক ব্যবহারসকল যে বর্ত্তমান থাকে, তাহাই শ্রীভগবান্ প্রদর্শন করিয়াছেন। গীতাভাষ্যে এই শ্লোক ব্রহ্মের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে বলিয়া শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি এইরূপ অর্থ করেন যে,

পরমাত্মার (প্রভুর) কোন কর্ম্ম অথবা কর্তৃত্ব প্রভৃতি নাই; কর্ম্মসকল অবিদ্যাপ্রসূত। বস্তুত লোকের সম্বন্ধে প্রভু ঈশ্বর কোন কর্ম্মাদি সৃষ্টি করেন নাই, ইহাই সূত্রোক্ত "লোকস্য" শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে; পূর্ব্বাপর সূত্রার্থ পর্য্যালোচনা করিলে, মুক্তসন্ন্যাসীর সম্বন্ধেই উক্ত বাক্য-সকল উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। যাহা হউক, এই স্থলে তৎ-সম্বন্ধে বিচার নিষ্প্রয়োজন। এই স্থলে এই মাত্রই প্রদর্শন করা আবশ্যক যে, মুক্তপুরুষের লৌকিক ব্যবহার বিলুপ্ত হয়, ইহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত যে শঙ্করাচার্য্য উক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা উক্ত শ্লোকের দ্বারা কোন প্রকারে প্রমাণিত হয় না। ঐ শ্লোক শঙ্করাচার্য্যকৃত গীতাভাষ্যেরই অভিপ্রায়ব্যঞ্জক বলিয়া স্বীকার করিলেও, ইহা দ্বারা এইমাত্রই প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থায় কোন ক্রিয়া নাই; কিন্তু মায়াশক্তিও তাঁহারই শক্তি হওয়াতে এবং মায়াশক্তির ক্রিয়া ঐ ব্যাখ্যানুসারেও কখন বিলুপ্ত না হওয়াতে, ব্রহ্মের কর্তৃত্বও বিলুপ্ত হয় না এবং তাহা নিত্য। বিদেহমুক্ত পুরুষদিগের অবস্থা ৪র্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইবে। সুতরাং একান্তাদ্বৈতবাদ অপসিদ্ধান্ত বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে।

অধিকন্তু এই পাদে এই সূত্রে কার্য্যকারণের অভেদত্ব বেদব্যাস স্পষ্টরূপে স্থাপন করিয়াছেন। কারণবস্তু ব্রহ্ম যে সৎ, তৎসম্বন্ধে বিরোধ নাই; অতএব কার্য্যবস্তুও সৎ, ইহা কিরূপে অস্বীকার করা যাইতে পারে? জীবের সহিতও ব্রহ্মের ভেদাভেদসম্বন্ধ থাকা এই পাদে পরবর্ত্তী সূত্রসকলে সুস্পষ্টরূপে বেদব্যাসকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে; সেই সকল সূত্রেরও ব্যাখ্যান্তর নাই, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। অতএব শ্রুতির উপদেশ ও বেদব্যাসের সিদ্ধান্ত যে শঙ্করাচার্য্যের উপদিষ্ট একান্তাদ্বৈতবাদের অনুকূল নহে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ নাই।

অতঃপর পরিণামবাদসম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহার পৃথক্‌রূপে বিচার নিষ্প্রয়োজন ; সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলা হইল না। "স্বরূপে" অবিকৃত থাকিয়াও জগৎ প্রকাশিত করেন, ইহাই তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা—ঈশ্বরত্ব। (এই স্থলে ১ম অঃ ৪র্থ পাদ ২৬শ সূত্র ও ঐ সূত্রের শাঙ্করভাষ্য প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

২য় অঃ ১ম পাদ ১৫শ সূত্র। ভাবে চোপলব্ধেঃ ॥

ভাষ্য।—কার্য্যস্য কারণাদনন্যত্বং কুতোঽবগম্যতে? তত্রাহ, কারণসদ্ভাবে সতি, কার্য্যস্য উপলব্ধেঃ ; "সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ।

অস্যার্থ :—কারণ হইতে কার্য্যের অভিন্নত্ব কিরূপে অবগত হওয়া যায়? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে, কারণের সদ্ভাব থাকিলেই কার্য্যের জ্ঞান হয়, না থাকিলে হয় না ; ইহা দ্বারাও কারণ হইতে কার্য্যের অভিন্নত্ব জানা যায়। "হে সৌম্য! এই সকল সৎ-মূলক" (ছান্দোগ্য) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

২য় অঃ ১ম পাদ ১৬শ সূত্র। সত্ত্বাচ্চাবরস্য ॥

(অবরস্য অবরকালীনস্য পরভবিকস্য কার্য্যস্য জগতঃ কারণে ব্রহ্মণি সত্ত্বাদ্ ব্রহ্মাত্মনা অবস্থানাৎ তদনন্যত্বম্)

ভাষ্য।—"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদি"-তি সামানাধিকরণ্য-নির্দ্দেশেনাবরকালীনস্য কার্য্যস্য কারণে সত্ত্বাত্তদনন্যত্বম্।

ব্যাখ্যা :—"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যরূপ জগৎ কারণরূপ ব্রহ্মে অভিন্নভাবে স্থিত ছিল ; সুতরাং কার্য্যের সহিত কারণের অভিন্নত্ব এতদ্দ্বারাও প্রতিপন্ন হয়।

এই সূত্রের শাঙ্করভাষ্যও ঠিক এই মর্ম্মের। তবে জগতের অলীকত্ব কিরূপে সিদ্ধান্ত হইতে পারে ?

২য় অঃ ১ম পাদ ১৭শ সূত্র। অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন, ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥

ভাষ্য।—"অসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইতিবাক্যে কার্য্যস্য অসত্বং ব্যপদেশাৎ ন সৃষ্টেঃ প্রাক্ সত্ত্বম্ ইতি চেৎ ; তন্ন ; ধর্ম্মান্তরেণ (সূক্ষ্মত্বেন) তাদৃক্ ব্যপদেশাৎ। কুতোঽবগম্যতে ? "তৎ সদাসীৎ।" ইতি বাক্যশেষাৎ। যদ্যসদেব কার্য্যমুৎপদ্যতে তর্হি বহ্নের্যবাদ্যঙ্কুরোৎপত্তিঃ কুতো নাস্তীতি যুক্তেঃ "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইতি শব্দান্তরাচ্চ।

অন্বয়ার্থ :—"অসদেবেদমগ্র আসীৎ" (ছা ৩ অঃ ১৯খ) এই শ্রুতিবাক্যে উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎ "অসৎ" ছিল বলিয়া যে উক্তি আছে, তদ্দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের অস্তিত্ব না থাকা প্রমাণ হয় ; যদি এইরূপ আপত্তি হয়, তাহা সৎসিদ্ধান্ত নহে ; কারণ, জগৎ তখন নামরূপে প্রকাশিত না থাকিয়া সূক্ষ্ম অপ্রকাশ ধর্ম্মবিশিষ্ট অবস্থায় ছিল, ইহাই ঐ শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য। ইহাই যে শ্রুতির তাৎপর্য্য, তাহা ঐ বাক্যের শেষভাগ ("তৎ সদাসীৎ" ছাঃ ৩অঃ ১৯খ) দৃষ্টে স্পষ্ট উপপন্ন হয়। যদি পূর্ব্বে অসৎ থাকিয়াই কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তবে বহ্নি হইতে যবাদির অঙ্কুরোৎপত্তি কেন হয় না ? ইত্যাদিযুক্তি দৃষ্টেও তাহাই সিদ্ধান্ত হয়। এবং "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" এই ছান্দোগ্যোক্ত বাক্যান্তর দ্বারাও ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

শাঙ্করভাষ্যেও এই সূত্রের ব্যাখ্যা এই প্রকারেই করা হইয়াছে যথা :—

নন্থ কচিদসত্ত্বমপি প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য ব্যপদিশতি শ্রুতিঃ "অসদে-

বেদমগ্র আসীৎ" ইতি...। তস্মাদসদ্ব্যপদেশান্ন প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য সত্ত্বমিতি চেৎ, নেতি ব্রূমঃ। কিং তর্হি। ব্যাকৃতনামরূপত্বাদ্ধর্ম্মাদব্যাকৃত-নামরূপত্বং ধর্ম্মান্তরম্। তেন ধর্ম্মান্তরেণায়মসদ্ব্যপদেশঃ; প্রাগুৎপত্তেঃ সত এব কার্য্যস্য কারণরূপেণানন্যস্য। কথমেতদবগম্যতে? বাক্যশেষাৎ "তৎ সদাসীৎ" ইতি।

অস্যার্থ :—পরন্তু শ্রুতি কোন কোন স্থলে এইরূপও বলিয়াছেন যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যভূত জগৎ "অসৎ" ছিল; যথা "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি। অতএব "অসৎ" বলাতে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যভূত জগৎ একান্তই ছিল না, এইরূপ প্রতিপন্ন হয়। যদি এইরূপ বল, তবে আমরা বলি,—না, ইহা সত্য নহে। নামরূপবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হওয়া এবং নামরূপে প্রকাশিত না হওয়া, এই দুইটি পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম; নামরূপে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে ধর্ম্মান্তরে বর্ত্তমান ছিল, এইমাত্র উক্ত "অসৎ" শব্দের অর্থ; শ্রুতি উক্ত স্থলে উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎকার্য্যেরই তাহা হইতে অভিন্ন কারণরূপে অবস্থিতির উপদেশ করিয়াছেন। "তৎ সদাসীৎ" এই বাক্যশেষ দ্বারা তাহা অবগত হওয়া যায়। ইত্যাদি।

এইস্থলে "কার্য্যকে" (জগৎকে) সৎ বলিয়া সূত্রকারের অভিপ্রায় মতে শঙ্করাচার্য্যও ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপ প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইবে।

২য় অঃ ১ম পাদ ১৮শ সূত্র। পটবচ্চ ॥

ভাষ্য।—যথা চ পূর্ব্বং সংবেষ্টিতঃ পশ্চাৎ প্রসারিতঃ পট-স্তদ্বদ্বিশ্বম্।

ব্যাখ্যা :—সংবেষ্টিত বস্ত্র (ভাঁজকরা, ঢাকা বস্ত্র) যেমন প্রসারিত হয়, তদ্বৎ বিশ্বও অপ্রকাশ অবস্থা হইতে প্রকাশিত হয়।

শাঙ্করভাষ্যেও সূত্রার্থ এইরূপেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; যথা :—

"সংবেষ্টিতপট-প্রসারিতপটন্যায়েনৈবানন্যং কারণাৎ কার্য্যমিত্যর্থঃ।" সংবেষ্টিত পট ও প্রসারিত পট যেমন অভিন্ন, তদ্রূপ কার্য্যভূত জগৎ তৎকারণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।

২য় অঃ ১ম পাদ ১৯শ সূত্র। যথা চ প্রাণাদিঃ ॥

ভাষ্য।—যথা চ প্রাণাপানাদিবায়ুঃ প্রাণায়ামাদিনা নিরুদ্ধঃ স্বরূপেণাবতিষ্ঠতে, বিগতনিরোধশ্চাঞ্জসা তত্তদ্রূপেণাবগৃহ্যতে তথেদমপি।

ব্যাখ্যা:—প্রাণায়াম দ্বারা যেমন প্রাণাপানাদি বায়ুসকল নিরুদ্ধ হইয়া মুখ্যপ্রাণে লীন থাকে, পরে নিরোধ ভঙ্গ হইলে, পুনরায় প্রকাশিত হয়, তদ্বৎ বিশ্বও পরমাত্মায় লীন থাকিয়া পরে প্রকাশিত হয়।

শাঙ্করভাষ্যেও এই সূত্রের অর্থ অবিকল এইরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এবং ব্যাখ্যান্তে সিদ্ধান্ত এইরূপ করা হইয়াছে:—

"অতশ্চ কৃৎস্নস্য জগতো ব্রহ্মকার্য্যত্বাৎ তদনন্যত্বাচ্চ সিদ্ধৈষা শ্রৌতী প্রতিজ্ঞা "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি।"

অস্যার্থঃ—জগৎ ব্রহ্মের কার্য্য এবং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হওয়ায়, শ্রুতির প্রতিজ্ঞাও স্থিরীকৃত থাকে। যথা, শ্রুতি বলিয়াছেন "যাঁহার শ্রবণে সকল শ্রুত হয়, যাঁহার চিন্তনে সকলের চিন্তা হয়, যাঁহার বিজ্ঞান হইলে সকল বিজ্ঞাত হয়।"

ইতি কার্য্যভূতস্য জগতঃ কারণ-ভূত-ব্রহ্মণোঽনন্যত্বনিরূপণাধিকরণম্।

২য় অঃ ১ম পাদ, ২০শ সূত্র। ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদি-দোষপ্রসক্তিঃ ॥

(ইতরস্য জীবস্য ব্যপদেশাৎ ব্রহ্মত্বকথনাৎ, হিত-অকরণ-আদি-দোষ-

প্রসক্তিঃ। হিতাকরণম্ অনিষ্টকরণং, স্বকীয়-অনিষ্টকরণং; তদা ব্রহ্মণোঽহিতকরণাদি-দোষপ্রসক্তির্ভবেৎ ইতি আক্ষেপঃ)।

ভাষ্য।—আক্ষেপঃ, ব্রহ্মকারণবাদে "অয়মাত্মা ব্রহ্মে"-তি জীবস্য ব্রহ্মত্বনিরূপণাৎ সর্ব্বক্লেশালয়জগজ্জননেনাত্মনো হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ॥

ব্যাখ্যা :—জগৎসম্বন্ধে আপত্তি খণ্ডিত হইল, এইক্ষণে জীবের ব্রহ্মত্ব বিষয়ে অপর আপত্তি কথিত হইতেছে; যথা :—

"এই আত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যে জীবেরও ব্রহ্মত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, ব্রহ্ম নিজে নিজের অহিতাচরণ করেন, এই দোষ হয়; কারণ, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি ক্লেশ ব্রহ্ম নিজে নিজের সম্বন্ধে সৃষ্টি করেন, ইহা কি সম্ভব? তাহা হইলে তাঁহাকে জ্ঞানী বলা যায় কিরূপে?

উত্তর :—

২য় অঃ ১ম পাদ ২১শ সূত্র। অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ।

(তুশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থঃ। ভেদনির্দ্দেশাৎ জীবাভিন্নত্বয়াপি ব্রহ্মণো নির্দ্দেশাৎ জীবাদধিকং ব্রহ্ম)।

ভাষ্য।—তৎপরিহারঃ। সুখদুঃখভোক্তুঃ শারীরাদধিকমুৎকৃষ্টং ব্রহ্ম জগৎকর্ত্তৃ ক্রমঃ। "আত্মানমন্তরো যময়তি" ইতি ভেদব্যপদেশান্ন তয়োরত্যন্তাভেদোঽস্তি যতো হিতাকরণাদি-দোষ-প্রসক্তিঃ স্যাৎ॥

ব্যাখ্যা :—উত্তর—শ্রুতি যেমন জীবের ব্রহ্ম হইতে অভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ব্রহ্মের আবার সুখদুঃখাদির ভোক্তা জীব হইতে ভেদও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা "আত্মানমন্তরো যময়তি" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি নিয়ম্য জীব ও নিয়ন্তা ব্রহ্মের ভেদ থাকাও প্রদর্শন করিয়া, ইহাদিগের

অত্যন্ত অভেদ নিবারিত করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। সুতরাং জগৎকারণ ব্রহ্মের জন্মমরণাদি ক্লেশ নাই; এবং ব্রহ্মে "হিতাকরণ"-রূপ দোষ হয় না।

এইস্থলে ব্রহ্ম ও জীবের ভেদসম্বন্ধ স্পষ্টরূপে উক্ত হইল। শঙ্করাচার্য্যও এই সূত্রব্যাখ্যানে ভেদসম্বন্ধ স্থাপন করাই যে সূত্রকারের অভিপ্রায়, তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যথা, আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন:—"ভেদনির্দ্দেশাৎ, আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ ..ইত্যেবঞ্জাতীয়কঃ কর্ত্তৃকর্ম্মাদিভেদনির্দ্দেশো জীবাদধিকং ব্রহ্ম দর্শয়তি।" ইত্যাদি।

অস্যার্থ:—শ্রুতি জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" (বৃহদারণ্যক) ইত্যাদিবাক্যে ব্রহ্মকে জীবকর্ত্তৃক দ্রষ্টব্য, মন্তব্য প্রভৃতি রূপে ব্যাখ্যা করিয়া, শ্রুতি ব্রহ্মকে জীব হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব উক্ত আপত্তি সঙ্গত নহে।

২য় অঃ ১ম পাদ ২২শ সূত্র। **অশ্মাদিবচ্চ, তদনুপপত্তিঃ ॥**

(তদনুপপত্তিঃ=ন পরোক্তহিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তেরূপপত্তিঃ)

ভাষ্য।—ভূবিকারবজ্রবৈদূর্য্যাদিবদ্ব্রহ্মাভিন্নোঽপি ক্ষেত্রজ্ঞঃ স্বস্বরূপতো ভিন্ন এবাতঃ পরোক্তস্যানুপপত্তিঃ।

ব্যাখ্যা:—বজ্র বৈদূর্য্যাদি যেমন পৃথিবীরই বিকার, বস্তুতঃ পৃথিবী হইতে অভিন্ন; পরন্তু স্বীয় বিকৃতরূপে পৃথিবী হইতে ভিন্ন, তদ্রূপ জীবও বস্তুতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও স্বীয় নামাদিবিশিষ্টরূপে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। অতএব "হিতাকরণ" প্রভৃতিবিষয়ক আপত্তি সঙ্গত নহে।

শাঙ্করভাষ্যেও সূত্রব্যাখ্যা এইরূপই।

ইতি জীবস্য ভেদাভেদসম্বন্ধ-নিরূপণেন ব্রহ্মণো হিতাকরণাদিদোষ-পরিহারাধিকরণম্।

২য় অঃ ১ম পাদ ২৩শ সূত্র। উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি ॥

ভাষ্য।—(উপসংহারদর্শনাৎ কার্য্যনিষ্পাদকসামগ্রীসংগ্রহদর্শনাৎ) কুম্ভকারাদীনাম্ অনেকোপকরণোপসংহারদর্শনাদ্ বাহ্যোপকরণ-রহিতং ব্রহ্ম ন জগৎকারণম্, ইতি চেন্ন; হি যতঃ ক্ষীরবৎ কার্য্যাকারেণ ব্রহ্ম পরিণমতে স্বকীয়াসাধারণশক্তিমত্ত্বাৎ ॥

অন্বয়ার্থ :—কুম্ভকারাদিস্থলে দৃষ্ট হয় যে, বাহ্য উপকরণের সাহায্য ভিন্ন ঘটাদি নির্ম্মিত হয় না, তদ্দৃষ্টে উপকরণরহিত ব্রহ্মের জগৎকারণতা নাই বলা যাইতে পারে না; কারণ উপকরণের প্রয়োজন সকলস্থলে দৃষ্ট হয় না। দুগ্ধ স্বতঃই দধিরূপে পরিণত হয়। তদ্রূপ ব্রহ্মও স্বকীয় অসাধারণ শক্তিদ্বারা কার্য্যাকারে পরিণত হয়েন। শাঙ্করভাষ্যেও সূত্রার্থ ঠিক এইরূপই করা হইয়াছে। অধিকন্তু শাঙ্করভাষ্যে ব্রহ্মের এই শক্তিমত্তাবিষয়ে নিম্নলিখিত শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে; যথা :—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে,
"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
"পরাঽস্য শক্তিৰ্বিবিধৈব শ্রূয়তে
"স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।" (শ্বেতাশ্বতর ৬থ)

২য় অঃ ১ম পাদ ২৪শ সূত্র। দেবাদিবদপি লোকে ॥

ভাষ্য।—যথা দেবাদয়ঃ সঙ্কল্পমাত্রেণ স্বাপেক্ষিতং সৃজন্তি, তথা ভগবানপি।

ব্যাখ্যা :—দেবতা ও সিদ্ধপুরুষগণ স্বীয় সঙ্কল্পমাত্র দ্বারা বিশেষ বিশেষ বস্তু সৃষ্টি করিতে পারেন, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ; তদ্বৎ ঈশ্বরও সঙ্কল্পমাত্রই জগৎ সৃষ্টি করেন।

ইতি উপসংহারাভাবেঽপি ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিসামর্থ্য-নিরূপণাধিকরণম্।

২য় অঃ ১ম পাদ ২৫শ সূত্র। কৃৎস্নপ্রসক্তিনিরবয়বত্বশব্দকোপো বা ॥

(কোপঃ ব্যাকোপঃ—বিরোধঃ)।

ভাষ্য।—আক্ষিপতি; ব্রহ্মণো জগৎপ্রকৃতিত্বে তন্নিরবয়বত্বাঙ্গীকারে কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ, স্বাবয়বত্বে নিরবয়বত্বাদি-শাস্ত্রং বিরুধ্যতে।

ব্যাখ্যা :—পুনরায় আপত্তি বর্ণিত হইতেছে :—ব্রহ্ম যখন নিরবয়ব বলিয়া স্বীকার্য্য, সুতরাং তাঁহার যে কোন ভাগ হইতে পারে না—ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য; তখন ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণ বলিলে, তিনি সর্ব্বাংশেই জগৎরূপে পরিণত হয়েন ইহা স্বীকার করিতে হয়। (তাঁহার কোন অংশ পরিণাম প্রাপ্ত না হইয়া জগতের অতীতরূপে থাকে, ইহা বলিতে পারা যায় না); সুতরাং জগৎ ভিন্ন ব্রহ্ম বলিয়া আর কিছু থাকে না। এই দোষ পরিহার করিবার জন্য যদি তাঁহাকে সাবয়ব বলা যায় এবং তিনি একাংশে জগৎরূপে পরিণত হইয়া অপরাংশে তদতীত থাকেন, এইরূপ বলিয়া সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করা যায়, তবে তাঁহার নিরবয়বত্ববিষয়ক শ্রুতিবাক্যসকলের সহিত বিরোধ হয়। অতএব ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণ বলা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না।

এই আপত্তির উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

২য় অঃ ১ম পাদ ২৬শ সূত্র। শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।

ভাষ্য।—তুশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষনিষেধার্থঃ। নহি কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বশব্দকোপশ্চ; কুতঃ? "শ্রুতেঃ," জগদভিন্ননিমিত্তোপাদানত্বজগদ্বিলক্ষণত্বপরিণতশক্তিমত্ত্ববিষয়কশ্রুতিকদম্বাদিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতয়ঃ "সোঽকাময়তঃ বহু স্যাং" "স্বয়মাত্মানমকুরুত", "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ", "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে তথা

পুরুষাত্তবতি বিশ্বম্” ইত্যাদ্যাঃ। শব্দমূলত্বাৎ অন্যং নির্ম্মূলম্। “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং” “সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” ইত্যাদিশ্রুতি-ব্যাকোপশ্চ ভবেদিত্যর্থঃ।

ব্যাখ্যা :—পরন্তু এই আপত্তি সঙ্গত নহে; পূর্ব্বোক্ত বিরোধ স্বীকার্য্য নহে; কারণ, জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান এই উভয় কারণ; তিনি জগৎ হইতে অতীত থাকিয়া জগদ্রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইবার শক্তিবিশিষ্ট, এইরূপ মর্ম্মে বহুসংখ্যক শ্রুতি আছে। যথা (তৈত্তিরীয়) “তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন”, “স্বয়ং আত্মাকে সৃষ্টি করিলেন,” “জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন,” “যেমন উর্ণনাভ জাল সৃষ্টি করে, তদ্রূপ পুরুষ হইতে বিশ্ব সৃষ্ট হয়”। ইত্যাদি। (ছান্দোগ্য) “এই বিশ্ব ব্রহ্মাত্মক” “এতৎ সমস্তই ব্রহ্ম” ইত্যাদিশ্রুতি-বাক্য দ্বারা ব্রহ্ম জগদতীত হইলেও তিনিই জগতের উপাদানকারণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছেন; সুতরাং শ্রুতিবাক্যের বিরুদ্ধে কেবল তর্কের উপর নির্ভর করিয়া তদ্বিরুদ্ধ মত সকল গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

শাঙ্করভাষ্যে সূত্রার্থ এইরূপই করা হইয়াছে, যথা :—

“ন তাবৎ কৃৎস্নপ্রসক্তিরস্তি। কুতঃ? শ্রুতেঃ। যথৈব হি ব্রহ্মণো জগদুৎপত্তিঃ শ্রূয়তে, এবং বিকারব্যতিরেকেণাপি ব্রহ্মণোঽবস্থানং শ্রূয়তে।” ইত্যাদি।

অস্যার্থ :—ব্রহ্মের জগদুপাদানত্ব দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গই জগদ্রূপত্ব মাত্রে পরিণত হওয়া সিদ্ধান্ত হয় না; কারণ, শ্রুতি এক দিকে যেমন ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্রূপ অপরদিকে বিকারস্থানীয় জগতের অতীত হইয়া ব্রহ্মের অবস্থিতিও বর্ণনা করিয়াছেন। ইত্যাদি।

২য় অঃ ১ম পাদ ২৭শ সূত্র। আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি।

ভাষ্য।—আত্মনি চ জীবে প্রাপ্তৈশ্বর্য্যে অপ্রাপ্তৈশ্বর্য্যে চ দেবাদিশরীরক্ষেত্রজ্ঞে যদা নানাবিকৃতয়ঃ সঙ্গতাঃ সন্তি, তদা সর্ব্বশক্তৌ সর্ব্বেশ্বরে জগৎকারণে কাহনুপপত্তিঃ ॥

ব্যাখ্যা :—সিদ্ধ অথবা অসিদ্ধ জীবাত্মারও, ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ এবং দেবাদিরও, যখন বিচিত্র সৃষ্টিরচনা দৃষ্ট হয়, তখন সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ জগৎকারণ পরমাত্মার এইরূপ শক্তি থাকা স্বীকারে কি আপত্তি হইতে পারে? (সাধারণ জীবও মনের দ্বারা, বহুবিধ সৃষ্টিরচনা করিয়া স্বয়ং তাহা হইতে অতীতরূপে থাকে; সিদ্ধিপ্রাপ্ত পুরুষগণের এবং হিরণ্যগর্ভাদির বিচিত্র সৃষ্টিশক্তি থাকা শাস্ত্রে ও লোকে প্রসিদ্ধ আছে। তাঁহাদের যখন এইরূপ শক্তি আছে, তখন বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বরের এইরূপ শক্তি আছে ইহা স্বীকারে কি দোষ হইতে পারে?)

২য় অঃ ১ম পাদ ২৮শ সূত্র। স্বপক্ষে দোষাচ্চ।

ভাষ্য।—অস্মৎপক্ষস্তিষ্ঠতু, স্বপক্ষেঽপি ভবদুক্তদোষাপাতা-ন্ন কীভাবো যুক্তঃ ॥

ব্যাখ্যা :—প্রতিপক্ষেও এতৎ সমস্ত দোষ আছে; সুতরাং এই দোষ দেখাইয়া শ্রুতিসিদ্ধ সিদ্ধান্তের অপলাপ করা যাইতে পারে না। অতএব এতৎসম্বন্ধে মূক হওয়াই উচিত। (বৈশেষিকদিগের নিরবয়ব পরমাণু অপর নিরবয়ব পরমাণুর সহিত যুক্ত হইতে হইলে সর্ব্বাংশেই যুক্ত হইবে; তাহা হইলে, আর তদ্‌যোগে অবয়ব "প্রকাশ হইতে পারে না"। এইরূপ নিরবয়ব প্রধান হইতেও অবয়ব-প্রকাশ কোন প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে না। এই সকল যাহা জগতের উপাদান বলিয়া সাংখ্য ও বৈশেষি-কেরা কল্পনা করেন, তাহা তাঁহাদের মতেই নিরবয়ব হওয়ায়, নিরবয়ব উপাদানের দ্বারা সাবয়ববস্তু সৃষ্ট হইতে পারে না। অতএব আপত্তিকারীর তর্কেতে তাঁহাদের নিজ মতও অনবস্থাপিত হয়)।

২য় অঃ ১ম পাদ ২৯শ সূত্র। সর্ব্বোপেতা চ সা তদ্দর্শনাৎ।

ভাষ্য।—"পরাঽস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চে"-ত্যাদিশ্রুতেঃ সা দেবতা সর্ব্বশক্ত্যুপেতা সর্ব্বং কর্ত্তুং সমর্থা ভবতি।

ব্যাখ্যা :—সেই পরদেবতা সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন; সুতরাং সমস্তই করিতে পারেন। শ্রুতি "পরাঽস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" (শ্বেতাশ্বতর) ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমত্তা স্পষ্টই উপদেশ করিয়াছেন।

২য় অঃ ১ম পাদ ৩০শ সূত্র। বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্তম্।

ভাষ্য।—(বিকরণত্বাৎ নিরিন্দ্রিয়ত্বাৎ) "ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে" ইতি করণনিষেধাৎ সর্ব্বশক্ত্যুপেতস্যাপি জগৎ-কর্ত্তৃত্বং ন সংগচ্ছতে, ইতি চেৎ অত্র বক্তব্যমুত্তরং যৎ তৎ পূর্ব্বত্রোক্তমেব।

অস্যার্থ :- শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্মের কোন করণ (ইন্দ্রিয়) নাই। (শ্বেতাশ্বতর); সুতরাং তিনি করণশূন্য হওয়ায় সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও তাঁহার জগৎকর্তৃত্ব সম্ভবে না; এইরূপ আপত্তি হইলে, পূর্ব্বে যে সকল উত্তর দেওয়া হইয়াছে, তৎসমস্তই এই আপত্তির উত্তর বলিয়া জানিবে। (এতৎ সমস্ত দোষ সাংখ্য ও বৈশেষিক মতেও আছে ইত্যাদি)।

ইতি কৃৎস্নপ্রসক্তি-পরিহারাধিকরণম্।

—•—

২য় অঃ ১ম পাদ ৩১শ সূত্র। ন, প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ॥

ভাষ্য।—নমু নিত্যাবাপ্তসমস্তকামঃ পরঃ কর্ত্তা ন, কুতঃ? কর্ত্তুঃ প্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনবত্ত্বাদিতি।

ব্যাখ্যা :—যদি ঈশ্বরকে জগৎকর্ত্তা বলা যায়, তবে তিনি ঈশ্বর হইতে পারেন না ; জগৎকর্ত্তা হইলে তিনি জীববৎ প্রয়োজনবিশিষ্ট হইয়া পড়িলেন ; কারণ, প্রয়োজনভিন্ন কেহ কখন কোন কার্য্য করে না। "নিত্যাবাপ্ত-সমস্তকামঃ" (নিত্যই পরিপূর্ণকাম—সর্ব্ববিধ কামনারহিত) বলিয়া যে শ্রুতি তাঁহাকে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা মিথ্যা হইয়া পড়িল।

২য় অঃ ১ম পাদ ৩২শ সূত্র। লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ॥

(লীলাকৈবল্যম্—লীলামাত্রং, লোকবৎ)।

ভাষ্য।—তত্রোচ্যতে, পরৈশ্বৈতদ্রচনাদি লোকপ্রসিদ্ধনৃপত্যাদিক্রীড়ামাত্রমিব যুজ্যতে ॥

ব্যাখ্যা :—উক্ত আপত্তির উত্তর :—ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন পূরণের নিমিত্ত সৃষ্টি রচিত নহে ; সৃষ্টি তাঁহার ক্রীড়ামাত্র। ঐশ্বর্য্যশালী লোককেও বিনা প্রয়োজনে ক্রীড়াচ্ছলে কার্য্য করিতে দেখা যায়, তদ্বৎ সৃষ্টিও ব্রহ্মের লীলামাত্র।

২য় অঃ ১ম পাদ ৩৩শ সূত্র। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি ॥

ভাষ্য।—বিষমসৃষ্টিসংহারাদিনিমিত্তবৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে জীবকর্ম্মসাপেক্ষত্বাৎ পর্জ্জন্যস্যেব জগজ্জন্মাদিকর্ত্তুর্ন স্যাতাং, তথৈব দর্শয়তি "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা পাপঃ পাপেনে"-তি শ্রুতিঃ।

ব্যাখ্যা :—ধনী, দরিদ্র, উত্তম, অধম ভেদে সৃষ্টি ও সংহারাদি দ্বারা ব্রহ্মের বৈষম্য (পক্ষপাতিত্ব) ও নৈর্ঘৃণ্য (নির্দ্দয়তা) প্রকাশিত হয় না ; কারণ লোকের সুখদুঃখাদি বিভিন্ন ফলভোগ তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মসাপেক্ষ ; পর্জ্জন্যের বিষমাঙ্কুরোৎপাদন যেমন বীজের বিভিন্নত্বসাপেক্ষ, এইস্থলেও তদ্রূপ। শ্রুতিও এইরূপই বলিয়াছেন। (শ্রুতি যথা :—

"পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন কর্ম্মণা, সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপী ভবতি" (বৃ ৪ অঃ ৪ ব্রাঃ) ইত্যাদি।

২য় অঃ ১ম পাদ ৩৪শ সূত্র। ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নাহনাদিত্বাদুপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ।

কর্ম্মাবিভাগাৎ ন, ইতি চেৎ (সৃষ্টেঃ প্রাক্ "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকম্" ইত্যাদৌ অবিভাগশ্রবণাৎ কর্ম্মসাপেক্ষত্বং পরস্য ন সংগচ্ছতে, ইতি চেৎ) ন, কর্ম্মণাং পূর্ব্বসৃষ্টিস্থজীবকৃতানামনাদিত্বাৎ চকারাৎ পূর্ব্বসৃষ্টিং বিনা অকস্মাদুত্তরসৃষ্টেরনুপপত্তেশ্চ। এবঞ্চ "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" ইত্যাদিনা সৃষ্টিপ্রবাহস্য অনাদিত্বমুপলভ্যতে ইত্যর্থঃ।

ভাষ্য।—নন্নু "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমি"-তি সৃষ্টেঃ প্রাগবিভাগশ্রবণাৎকর্ম্মসাপেক্ষত্বং পরস্য ন সঙ্গচ্ছতে, ইতি চেন্ন, কর্ম্মণাং পূর্ব্বসৃষ্টিস্থজীবকৃতানামনাদিত্বাৎ তদানীমপি সত্ত্বাৎ পূর্ব্বসৃষ্টেরপি, অকস্মাদুত্তরসৃষ্ট্যনুপপত্ত্যোপপদ্যতে চ "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দি" ত্যাদাবুপলভ্যতে চাপি॥

অস্যার্থ :—জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মাপেক্ষা করিয়া ঈশ্বর ফল দান করেন, এই উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ সৃষ্টির পূর্ব্বে জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ ছিল না, ইহা "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একম্" ইত্যাদি শ্রুতি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন; সুতরাং সৃষ্টির প্রাদুর্ভাবকালে তিনি বিভিন্ন জীবকে বিভিন্ন প্রকার শক্তি দিয়া সৃষ্টি করাতে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মের বৈষম্যে ঈশ্বরেরই পক্ষপাতিত্ব বলিতে হইবে। এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইলে, তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, জীবের কর্ম্ম অনাদি; এই সৃষ্টির পূর্ব্বের সৃষ্টিস্থ জীবের কৃত কর্ম্মসকল এই সৃষ্টির পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল; বর্ত্তমান

সৃষ্টি প্রকাশিত হইলে পূর্ব্বসৃষ্টিকৃত কর্ম্মানুসারে পুনরায় ফলসকল প্রদত্ত হইতে থাকে (যেমন নিদ্রার পূর্ব্বের সংস্কার নিদ্রাভঙ্গের পরে উদয় হইয়া ফলদান করে, তদ্রূপ)। যুক্তি দ্বারাও সংসারের অনাদিত্ব সিদ্ধ হয়; অকস্মাৎ সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হইল, ইহা যুক্তিসিদ্ধও নহে এবং শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে, প্রবাহের ন্যায় সংসারের অনাদিত্বের উল্লেখ আছে, যথা—"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" (পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, তদ্রূপ বিধাতা চন্দ্রসূর্য্যাদি সৃষ্টিরচনা করিলেন) ইত্যাদি।

২য় অঃ ১ম পাদ ৩৫ সূত্র। সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ।

ভাষ্য।—যে যে ধর্ম্মাঃ কারণে প্রসিদ্ধাস্তেষাং সর্ব্বেষাং কারণধর্ম্মাণাং ব্রহ্মণোবোপপত্তেশ্চাবিরোধসিদ্ধিঃ।

ব্যাখ্যা:—যে যে ধর্ম্ম জগৎকারণে প্রসিদ্ধ আছে, তৎসমস্তই ব্রহ্মে প্রতিপন্ন হয়, অপরে হয় না; অতএব ব্রহ্মকর্তৃত্ববাদ সঙ্গত সিদ্ধান্ত।

---

২৫ সংখ্যক হইতে ৩৪ সংখ্যক পর্য্যন্ত সূত্রসকলের ব্যাখ্যা করিয়া অবশেষে ৩৫ সংখ্যক সূত্রের ব্যাখ্যার অন্তে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে,—

"যস্মাদস্মিন্ ব্রহ্মণি কারণে পরিগৃহ্যমাণে, প্রদর্শিতেন প্রকারেণ সর্ব্বে কারণধর্ম্মা উপপদ্যন্তে, সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি মহামায়ঞ্চ তদ্ ব্রহ্ম" ইত্যাদি।

অর্থাৎ যেহেতু এই ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিয়া গ্রহণ করিলে প্রদর্শিত প্রকারে সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব, মহামায়াসম্পন্নত্ব প্রভৃতি সমুদায় কারণধর্ম্ম তাঁহাতে থাকা উপপন্ন হয়, অতএব এই ব্রহ্মই জগৎকারণ। ইত্যাদি। অতএব ব্রহ্মের একান্ত নির্গুণত্ববাদ আদরণীয় নহে।

ইতি সৃষ্টিবিষয়ে ব্রহ্মণঃ প্রয়োজনবত্ত্ব-পরিহারাধিকরণম্।

—:•:—

ইতি বেদান্তদর্শনে দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমপাদঃ সমাপ্তঃ।

—:•:—

বেদান্ত-দর্শন

দ্বিতীয় অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

এই অধ্যায়ের প্রথম পাদে ব্রহ্মের জগৎকারণত্ববাদসম্বন্ধে স্মৃতি ও যুক্তি বলে যে সকল আপত্তি হইতে পারে, তৎসমস্ত খণ্ডন করিয়া, শ্রুতি-সিদ্ধ উক্ত মত স্থাপন করা হইয়াছে। তদ্বিষয়ে শিষ্যের মতি দৃঢ় করিবার নিমিত্ত সৃষ্টি-বিষয়ক অপর মত সকল এই পাদে খণ্ডিত হইবে।

২য় অঃ ২য় পাদ ১ম সূত্র। রচনাঽনুপপত্তেশ্চ নাঽনুমানম্।

ভাষ্য।—প্রধানমনুমানগম্যং ন জগৎকারণম্; কুতঃ? স্বজ্যরচনানভিজ্ঞাত্ততো বিবিধরচনানুপপত্তেশ্চ।

ব্যাখ্যা:—কেবল অনুমানগম্য সাংখ্যোক্ত অচেতন প্রধান জগৎকারণ নহে; কারণ বিচিত্র রচনা-কৌশল যাহা জগতে দৃষ্ট হয়, তৎসম্বন্ধে অচেতন প্রধানের জ্ঞান নাই; অতএব প্রধানের দ্বারা জগদ্‌রচনা যুক্তি দ্বারাও উপপন্ন হয় না।

২য় অঃ ২য় পাদ ২য় সূত্র। প্রবৃত্তেশ্চ ॥

ভাষ্য। স্বতঃ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেশ্চ নানুমানম্।

ব্যাখ্যা:—অচেতনের স্বতঃ কার্য্যে প্রবৃত্তি হইতে পারে না; অতএব অচেতন প্রধানের জগৎকারণত্ব যুক্তিতঃ অসিদ্ধ।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩য় সূত্র। পয়োঽম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি ॥

ভাষ্য।—ননু ক্ষীরাদিবৎ স্বয়ং প্রধানং জগজ্জন্মাদৌ প্রবর্ত্ততে ইতি চেৎ, তত্রাপি পরঃ প্রেরকো "যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নি"-ত্যাদিনা শ্রূয়তে।

ব্যাখ্যা :—দুগ্ধ যেমন আপনা হইতে বৎস-মুখে ক্ষরিত হয়, এবং আকাশস্থ অম্বু যেমন আপনা হইতে বৃষ্টিরূপে জীবোপকারার্থ পতিত হয়, তদ্বৎ অচেতন প্রধানও আপনা হইতে জগদ্রূপে পরিণত হয়, ইহাও বলিতে পার না; কারণ সেই সকল স্থলে অপর সেই সেই কার্য্যের প্রেরক। (বৎসবৎসলা ধেনু স্নেহবশতঃ দুগ্ধ ক্ষরণ করে। অম্বুও আপনা হইতে বৃষ্টি-রূপে পরিণত হয় না; হিমের দ্বারা জলাকারে পরিণত হয়, এবং নিম্নস্থ পৃথিবী আকর্ষণ করে বলিয়া পতিত হয়,—স্বতঃ নহে; এবঞ্চ শ্রুতি "যোঽপ্সু তিষ্ঠন্" ইত্যাদিবাক্যে ব্রহ্মেরই তৎসম্বন্ধে প্রবর্ত্তকত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন)।

২য় অঃ ২য় পাদ ৪র্থ সূত্র। ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥

[প্রধানব্যতিরিক্তং ন কিঞ্চিদপি তৎপ্রবর্ত্তকমস্তি, পুরুষশ্চ নিত্য-নিরপেক্ষঃ, তস্মাৎ ন প্রধানকার্য্যত্বম্]।

ভাষ্য।—প্রাজ্ঞেনাঽনধিষ্ঠিতং প্রধানং ন জগৎকারণম্; কুতঃ? তদ্ব্যতিরিক্তস্য সহকার্য্যন্তরস্যানবস্থিতের্যতস্তন্ন তদন-পেক্ষত্বাৎ।

ব্যাখ্যা—যদি বল, পুরুষসংযোগে প্রধানের কর্ম্মচেষ্টা হয়, তাহা বলিতে পার না; কারণ, সাংখ্যমতে প্রধানের অতিরিক্ত তাহার প্রবর্ত্তক অপর কিছু নাই, এবং পুরুষও সাংখ্যমতে নিত্য নির্গুণস্বভাব হওয়াতে সর্ব্বদাই উদাসীন; প্রধানের পরিচালক নহেন। সুতরাং অচেতন প্রধানের জগৎকারণত্ববাদ যুক্তিতঃ সিদ্ধ নহে। অথবা প্রাজ্ঞ আত্মার দ্বারা অধিষ্ঠিত না হওয়ায় প্রধান জগৎকারণ হইতে পারে না; কারণ সাংখ্যমতে প্রধানের সহকারী অন্য কারণ নাই, প্রধান স্বতন্ত্র, অন্যের অপেক্ষা করে না।

২য় অঃ ২য় পাদ ৫ম সূত্র। অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥

ভাষ্য।—অনডুহাদ্যুপভুক্তে তৃণাদৌ ক্ষীরাকারেণ পরিণামাভাবাদ্ ধেন্বাদ্যুপভুক্তং তৃণাদি যথা স্বতঃ ক্ষীরীভবতি তথাঽব্যক্তমপি মহদাদ্যাকারেণ পরিণমতে ইতি ন বক্তব্যম্।

ব্যাখ্যা :—ধেনুভুক্ত তৃণাদি যেমন আপনা হইতে দুগ্ধরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ প্রধানও আপনা হইতে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, এইরূপ বলিতে পার না : কারণ ধেনুভিন্ন অন্যত্র (যথা ষাঁড় তৃণ ভক্ষণ করিলে) তৃণের দুগ্ধরূপে পরিণতি দৃষ্ট হয় না। অতএব কারণান্তর স্বীকার না করিলে, অচেতন প্রধানের সৃষ্টিপরিণাম কোন প্রকারে সঙ্গত হয় না।

২য় অঃ ২য় পাদ ৬ষ্ঠ সূত্র। অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ।

(অভ্যুপগমেঽপি প্রধানস্য কথঞ্চিৎ প্রবৃত্ত্যভ্যুপগমেঽপি, অর্থাভাবাৎ তস্য অচেতনত্বেন প্রবৃত্তিপ্রয়োজনাসম্ভবাৎ নানুমানম্)।

ভাষ্য।—কথঞ্চিৎ প্রবৃত্ত্যভ্যুপগমেঽপি প্রধানং কারণং ন ভবতি, তস্যাচেতনত্বেন প্রবৃত্তিপ্রয়োজনাসম্ভবাৎ।

ব্যাখ্যা :—প্রধানের পরিণামসামর্থ্য থাকা কোন প্রকারে কল্পনা করিয়া লইলেও, প্রধানের দ্বারা সৃষ্টি-রচনা সিদ্ধ হইতে পারে না; কারণ প্রধান স্বয়ং অচেতন; তাহার নিজের কোন প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত প্রবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু সাংখ্যমতেও ইহা স্বীকার্য্য যে, জগদ্রচনায় ভোগ ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থসাধনচেষ্টা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। অতএব সাংখ্যোক্ত অচেতন প্রধানের জগৎকারণত্ব যুক্তিবলেও সিদ্ধ হয় না।

২য় অঃ ২য় পাদ ৭ম সূত্র। পুরুষাশ্মবদিতি চেৎ তথাপি ॥

(পুরুষবৎ, অশ্মবৎ ইতি চেৎ, তথাপি নৈব দোষাৎ নির্মোক্ষঃ)॥

ভাষ্য।—যথা পঙ্গুরন্ধমশ্মাহয়ঃ প্রবর্ত্তয়তি তথা পুরুষঃ প্রধানমিতি চেত্তথাত্বে নিষ্ক্রিয়ত্বাঽভ্যুপগমবিরোধঃ। প্রধানস্য পরপ্রের্য্যত্বেন জগৎকারণত্বেঽপ্রাধান্যপ্রসঙ্গঃ।

ব্যাখ্যা :—অন্ধ ও পঙ্গু-পুরুষের দৃষ্টান্ত (পঙ্গুব্যক্তি অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পথ দেখায়, অন্ধ তদনুসারে পথ চলে, তদ্রূপ পরিণাম-শক্তিযুক্ত প্রধান ও অপরিণামী পুরুষ পরস্পর হইতে পৃথক্ হইলেও, উভয়ের উক্ত প্রকার যোগে সৃষ্টি হয়, এই দৃষ্টান্ত ; এবং চুম্বকপ্রস্তর ও লৌহের দৃষ্টান্ত (চুম্বক যেমন পৃথক্ থাকিয়াও লৌহকে চালায়, এই দৃষ্টান্ত) দ্বারা ফলসিদ্ধি হয় না ; তাহাতেও দোষ পড়ে ; কারণ তাহাতে পুরুষের নিষ্ক্রিয়ত্ব, এবং প্রধানের সম্পূর্ণ অপ্রের্য্যত্ব বাধিত হয়। প্রধান যদি অপরের দ্বারা প্রেরিত হইয়াই জগৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে তিনি আর প্রধান থাকিলেন না,—অপ্রধান হইয়া পড়িলেন।

২য় অঃ ২য় পাদ ৮ম সূত্র। অঙ্গিত্বাঽনুপপত্তেশ্চ ॥

ভাষ্য।—প্রলয়ে বেলায়াং সাম্যেনাবস্থিতানাং গুণানাং পরস্পরাঙ্গাঙ্গিভাবাসম্ভবাচ্চ নানুমানং জগৎকারণম্।

ব্যাখ্যা :—গুণসকলের অঙ্গাঙ্গি ভাব কল্পনা করিয়া প্রধানের জগদ্রূপে পরিণাম সাংখ্যমতে ব্যাখ্যা করা হয় ; পরন্তু প্রলয়কালে গুণসকলের সম্পূর্ণ সাম্যভাব থাকা সাংখ্যের সম্মত। সুতরাং তৎকালে তাহাদের অঙ্গাঙ্গি ভাবও (প্রধান অপ্রধান ভাব) না থাকা স্বীকার্য্য ; অতএব প্রধানের বিশেষ বিশেষরূপে পরিণামের কোন হেতু না থাকাতে, প্রধান কর্ত্তৃক জগদ্-রচনা অসম্ভব।

২য় অঃ ২য় পাদ ৯ম সূত্র। অন্যথাঽনুমিতৌ চ জ্ঞশক্তি-বিয়োগাৎ ॥

ভাষ্য ।—(অন্যথা অনুমিতৌ চ) প্রকারান্তরেণ প্রধানানুমিতৌ চ প্রধানস্য জ্ঞাতৃত্বশক্তিবিয়োগান্ন তৎকর্তৃকং জগৎ।

ব্যাখ্যা :—কোন প্রকারে এই অঙ্গাঙ্গি ভাব ব্যাখ্যা করিয়া যদিও পরিণামের সঙ্গতি করা যায়, তথাপি জ্ঞাতৃত্বশক্তি প্রধানের না থাকাতে, কোন প্রকারেই প্রধানের জগৎকারণতার সমাধান হয় না।

২য় অঃ ২য় পাদ ১০ম সূত্র। বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ॥

ভাষ্য। অসমঞ্জসং কাপিলমতং, বেদান্তবিরুদ্ধত্বাৎ পূর্ব্বাপরবিরুদ্ধত্বাচ্চ।

ব্যাখ্যা :—"নৈষা মতিস্তর্কেণাপনেয়া" ইত্যাদি বেদান্তবাক্যে কেবল হেতুবাদ দ্বারা মূলপদার্থ নিরূপণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। বেদবাক্য এবং মন্বাদি পূর্ব্বাপর স্মৃতি ও যুক্তি দ্বারাও অচেতন-প্রধানকর্তৃত্ব মত প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে ; সুতরাং এই প্রতিষিদ্ধ মত গ্রাহ্য নহে।

ইতি প্রধান-কর্তৃত্ববাদ-খণ্ডনাধিকরণম্।

—:০:—

এইক্ষণে সূত্রকার বৈশেষিকদিগের পরমাণুবাদ খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন : সুতরাং সেইমত কি, তাহা অগ্রে জানা আবশ্যক। অতএব তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে :—

সাবয়ব বস্তুমাত্রই বিভাগবিশিষ্ট, তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগের সংযোগে উপজাত হয় ; যেমন বস্ত্র একটি অবয়ববিশিষ্ট বস্তু, এই অবয়বি-বস্তুর অবয়ব সূত্র, পুনরায় সূত্র অবয়বী, তাহার অংশসকল ঐ অবয়বীর অবয়ব ; এইরূপ বিভাগ করিতে করিতে এক স্থানে গিয়া এই বিভাগ সমাপ্ত হয়, —তাহার আর বিভাগ হইতে পারে না ; যাহার আর বিভাগ হয় না, তাহাই পরমাণু। যাহা কিছু সাবয়ব, তাহাই আদ্যন্তবিশিষ্ট—উৎপত্তিবিনাশশীল ; কারণ, তাহা তদপেক্ষা ক্ষুদ্রাবয়বের যোগে উপজাত হয়, এবং ধ্বংস হইলে

ঐ ক্ষুদ্রাবয়বসকলই বর্ত্তমান থাকে ; অতএব যাহার বিভাগ নাই—যাহার অবয়ব নাই, সেই পরমাণুসকলই জগৎকারণ। জগতে সাবয়ব দ্রব্যসকল চতুর্ব্বিধ ; যথা ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ ; ইহাদিগকে আপন আপন অনুরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়বসংযোগে উপজাত হইতে দেখা যায়,- ক্ষুদ্রাবয়ব ক্ষিতি হইতে তদপেক্ষা বৃহৎ অবয়ব ক্ষিতিপদার্থ ই জন্মে ; জল অথবা অগ্নি অথবা বায়ু জন্মে না : এইরূপ জল হইতে জল, তেজঃ হইতে তেজঃ এবং বায়ু হইতে বায়ু উপজাত হয় ; সুতরাং ইহাদিগের সূক্ষ্মতম অংশ, যাহাকে পরমাণু বলা হইয়াছে, তাহাও চতুর্ব্বিধ ; যথা :—ক্ষিতিপরমাণু, জলপরমাণু, তেজঃপরমাণু ও বায়ুপরমাণু। প্রলয়কালে পরস্পর হইতে পৃথক্ পৃথক্রূপে অবস্থিত এই সকল পরমাণুই বর্ত্তমান থাকে ; তৎকালে অবয়ব-বিশিষ্ট কোন পদার্থ ই থাকে না। সৃষ্টিকাল প্রাদুর্ভূত হইলে, অদৃষ্টবশতঃ বায়বীয় পরমাণুতে কর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয় ; সেই কর্ম্ম একটি অণুকে অপর একটির সহিত যোগ করিয়া, দ্ব্যণুক ত্র্যণুকাদিক্রমে বায়ুকে উৎপাদন করে। এইরূপে অগ্নি, জল, পৃথিবী, সর্ব্ববিধ দেহ ইত্যাদি তদনুরূপ অণুসকলের সংযোগের দ্বারা উৎপন্ন হয়। যেমন সূত্রের শুক্লত্বাদি গুণ বস্ত্রে বর্ত্তমান হয়, তদ্রূপ পরমাণুর গুণও তৎসংযোগে উপজাত পদার্থে বর্ত্তমান হয়। পরন্তু পরমাণুসকলের স্বরূপগত একটি বিশেষ পরিমাণ আছে, তাহাকে "পারিমাণ্ডল্য" বলে। পরমাণুসংযোগে সৃষ্ট অপর কোন বস্তুতে সেই পরিমাণটি থাকে না। দুইটি পরমাণু সংযুক্ত হইয়া দ্ব্যণুক নামক পদার্থ উপজাত হয় ; এই দ্ব্যণুকের পরিমাণ পরমাণু-পরিমাণ হইতে বিভিন্ন ; ইহা দ্ব্যণুকের স্বরূপগত গুণ,—ইহা অপর কাহারও নাই। সুতরাং দ্ব্যণুকের পরমাণু পরমাণুর পরিমাণের অনুরূপ নহে ; পরমাণুর "পারিমাণ্ডল্য" পরিমাণ দ্ব্যণুকের "হ্রস্ব" পরিমাণ ; অতএব দ্ব্যণুককে হ্রস্ব, পরমাণুকে পরিমণ্ডল বলা যায়। একটি দ্ব্যণুক একটি পরমাণুর সহিত সম্মিলিত হইলে, "ত্র্যণুক" নামক

পদার্থের উৎপত্তি হয় ; এই ত্র্যণুকের স্বরূপগত গুণ "পারিমাণ্ডল্য"ও নহে, "হ্রস্ব"ও নহে ; ইহার পরিমাণের নাম "মহৎ"। দুইটি দ্ব্যণুক একত্র হইয়া চতুরণুক জন্মায়, এই চতুরণুকের পরিমাণ "পারিমাণ্ডল্য", "হ্রস্ব", অথবা "মহৎ" নহে ; ইহার পরিমাণ "দীর্ঘ" ; চতুরণু এই "দীর্ঘ"-নামক পরিমাণ-বিশিষ্ট। এতদ্দ্বারা কারণের স্বরূপগত বিশেষ গুণ যে কার্য্যবস্তুতে স্বীয় অনুরূপ গুণ না জন্মাইয়া গুণান্তর জন্মায়, তাহা বোধগম্য হইবে। প্রলয়কালে পরমাণু সকলই স্বীয় "পারিমাণ্ডল্য"-নামক স্বরূপগত গুণবিশিষ্ট হইয়া পরস্পর হইতে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করে। কোন প্রকার অবয়ববিশিষ্টবস্তু থাকে না ; পরন্তু পরমাণু সকলের স্বীয় স্বীয় শুক্লত্বাদিগুণও তৎকালে বর্ত্তমান থাকে ; পরমাণু সকল সংযুক্ত হইয়া দ্ব্যণুকাদি সৃষ্ট হইলে, তদনুরূপ শুক্লত্বাদি গুণ দ্ব্যণুকাদিতেও বর্ত্তমান হয়। কারণভিন্ন কোন কার্য্য হইতে পারে না ; যেখানে কোন প্রকার ক্রিয়া আছে, সেইখানে তাহার কারণও আছে, স্বীকার করিতে হইবে। ইত্যাদি।*

সূত্রকার এই বৈশেষিক মত এক্ষণে যুক্তিবলে খণ্ডন করিতেছেন :—

২য় অঃ ২য় পাদ ১১শ সূত্র। মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ॥

ভাষ্য—সাবয়বত্বেঽনবস্থাপ্রসঙ্গান্নিরবয়বত্বে পরিণামান্তরোৎপাদকত্বাসম্ভবাৎ পরমাণুভ্যাং দ্ব্যণুকোৎপত্তেরসামঞ্জস্যং, তেভ্যস্ত্র্যণুকোৎপত্তেশ্চ সুতরামসামঞ্জস্যং তদ্বৎ পরমাণুকারণবাদাভ্যুপগতং সর্ব্বমসমঞ্জসং ভবতি।

---

* বৈশেষিক দর্শনে এই সকল মত বর্ণিত হয় নাই। টীকাকারগণ বৈশেষিক দর্শনের সূত্র সকল অবলম্বন করিয়া, তাঁহাদের নিজের ইচ্ছা অনুসারে বিচার প্রবর্ত্তিত করিয়া, ঐ সকল মত সংস্থাপন করিয়াছেন। ইহাই বৈশেষিক মত বলিয়া পরিচিত এবং এই সকল মতই বেদান্তদর্শনে খণ্ডিত হইয়াছে।

অস্যার্থঃ—পরমাণুকে যদি সাবয়ব বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে তাহার পরমাণুত্বের অভাব হয়,—তাহার অনবস্থা ঘটে; (সাবয়ব হইলেই তদপেক্ষা ক্ষুদ্রাবয়ব অনুমান করা যায়); পক্ষান্তরে পরমাণুকে নিরবয়ব বলিলে, তৎসংযোগে সাবয়ব বস্তুর উৎপত্তি অসম্ভব। অতএব এই পরমাণু একীভূত হইয়া দ্ব্যণুক নামক অবয়ববিশিষ্ট পৃথক্ পদার্থের উৎপত্তির সঙ্গতি কোন প্রকারে হয় না। তাহাদিগের মিলন হইতে ত্র্যণুক পরিমাণের উৎপত্তিরও সুতরাং সঙ্গতি হয় না; এইরূপে পরমাণুকারণবাদিগণের অভিমত সমস্তই অসঙ্গত।

নিরবয়ব পরমাণুসংযোগে যে সাবয়ব দ্ব্যণুকাদির সৃষ্টি হইতে পারে না, তাহা এইরূপ বিচারের দ্বারা সিদ্ধ হয়; যথা—এক পরমাণু অন্য পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হয় বলিলে, সেই সংযোগ, হয় আংশিকসংযোগ, অথবা সর্ব্বাত্মিক-সংযোগ বলিতে হইবে; যদি সর্ব্বাত্মিক সংযোগ হয়, তবে তাহা নিরবয়ব পরমাণুই থাকে, তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারে না। আংশিকসংযোগ হইলে, পরমাণুর অংশ মানিতে হয়, অংশ মানিলে পরমাণুর বৈশেষিকমতনির্দ্দিষ্ট পরমাণুত্ব-লক্ষণ অসিদ্ধ হয়। বাস্তবিক অংশ নাই, অংশ কেবল কাল্পনিক; এইরূপ বলিলে, কল্পনার অনুরূপ বস্তু না থাকাতে, তাহা মিথ্যা; সুতরাং মিথ্যার সংযোগও মিথ্যা, এবং এই কাল্পনিক মিথ্যা অংশ দ্ব্যণুকাদি জন্যবস্তুর অসমবায়িকারণ হইতে পারে না; ইত্যাদি।

পরমাণুকারণবাদের অপরাপর দোষও প্রদর্শিত হইতেছে :

২য় অঃ ২য় পাদ ১২শ সূত্র উভয়থাঽপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ ॥

(উভয়থা—অপি, ন কর্ম্ম; অতঃ—তদভাবঃ)

ভাষ্য।—অদৃষ্টস্য পরমাণুবৃত্তিত্বাঽসম্ভবাদাত্মসম্বন্ধিনস্তস্য পরমাণুগতকর্ম্মপ্রেরকত্বাসম্ভবাচ্চেত্যেবমুভয়থাঽপ্যাদ্যং কর্ম্ম

পরমাণুগতং ন সম্ভবত্যতঃ কর্ম্মনিবন্ধনসংযোগপূর্ব্বকদ্ব্যণুকাদি-
ক্রমেণ জগদুৎপত্ত্যভাবঃ।

অস্যার্থ :—অদৃষ্ট (যাহা বৈশেষিকমতে সৃষ্টিকালে পরমাণুর সংযোগের হেতু হয়, তাহা) পরমাণুতে অবস্থিত বস্তু হইতে পারে না (বৈশেষিকগণ স্বীকার করেন, যে এই অদৃষ্ট পরমাণু হইতে ভিন্ন); যদি ইহা আত্মসম্বন্ধি-বস্তু মাত্র হয়, তবে সংযোগকর্ম্ম, যাহা পরমাণুগত, তাহার প্রেরক এই অদৃষ্ট হইতে পারে না; এইরূপে উভয়প্রকার অনুমানেই সৃষ্টিপ্রারম্ভে পরমাণুর প্রথম সংযোগকর্ম্মের সম্ভাবনা হয় না। অতএব চেষ্টার দ্বারা উৎপন্ন সংযোগপূর্ব্বক যে দ্ব্যণুকাদিক্রমে জগৎসৃষ্টি, তাহার অভাব হয়।

("অদৃষ্ট" পরমাণুর প্রকৃতিগত হইলে, তাহাকে নিয়তই সংযোগকর্ম্মে নিয়োজিত করিবে। সুতরাং পরমাণু উক্তমতে নিত্যবস্তু হওয়ায় সৃষ্টির আদি ও প্রলয় অসম্ভব। পরন্তু সৃষ্টির আদিকারণ নিরূপণের নিমিত্তই পরমাণুর অনুমান করা হয়। যদি সৃষ্টি অনাদি হয়, তাহার ধ্বংসপ্রাদুর্ভাব না থাকে, তবে পরমাণুর অনুমান নিষ্প্রয়োজন। যদি এই "অদৃষ্ট" পরমাণুর স্বরূপগত হইয়াও আকস্মিক পদার্থমাত্র হয়—পরমাণুর নিত্য স্বরূপগত না হয়, তবে এই আকস্মিক ব্যাপারের অপর কারণ আছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়; এবং তাহারও আবার অপর কারণ আছে, স্বীকার করিতে হয়। এইরূপে অনবস্থা দোষ ঘটে। অদৃষ্ট যদি আত্মসম্বন্ধী বস্তু হয়, পরমাণুর স্বরূপগত না হইয়া, কেবল তৎসম্বন্ধে স্থিত অপর বস্তু হয়, তবে তাহা পরমাণু হইতে বিভিন্ন হওয়ায়, পরমাণুর সংযোগকর্ম্ম উৎপাদন করিতে পারে না। যদি অণুকে কর্ম্মে প্রেরণা করাই সেই বস্তুর ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলেও সৃষ্টির আদি ও প্রলয় অসম্ভব হয়। অতএব "অদৃষ্ট" বিষয়ে যে কোন অনুমান করা হউক, তদ্দ্বারা পরমাণুকারণবাদের সঙ্গতি হয় না।)

২য় অঃ ২য় পাদ ১৩শ সূত্র। **সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ॥**

(সমবায়-অভ্যুপগমাৎ চ, সাম্যাৎ-অনবস্থিতেঃ)।

ভাষ্য।—সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ পরমাণুকারণপক্ষাসম্ভবঃ, যথা দ্ব্যণুকং সমবায়সম্বন্ধেন স্বকারণে সমবৈত্যত্যন্তভিন্নত্বাত্তথা সমবায়োঽপি সমবায়িভ্যাং সমবায়সম্বন্ধান্তরেণ সম্বধ্যেতাত্যন্তভেদসাম্যাৎ সোঽপি সম্বন্ধান্তরেণেত্যনবস্থানাৎ।

অস্যার্থ:—(বৈশেষিকগণ সমবায় বলিয়া এক পৃথক্ পদার্থ স্বীকার করেন; সমবায় দ্বারা অণুক দ্ব্যণুকের সহিত কার্য্যকারণরূপে সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়; সমবায় অণুক ও দ্ব্যণুক উভয়কে অবলম্বন করিয়া থাকে)। পরন্তু এই সমবায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও পরমাণুকারণবাদের সঙ্গতি হয় না; কারণ, দ্ব্যণুক যেমন স্বকারণ পরমাণু হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হওয়াতে, সমবায়সম্বন্ধ দ্বারাই তাহার সহিত সমবেত হয় বলিয়া বৈশেষিকগণ কল্পনা করেন, তদ্রূপ সমবায়ও তৎসমবায়ী অণুক ও দ্ব্যণুক হইতে অত্যন্ত ভিন্ন; সুতরাং সমবায়ও অন্য সমবায় দ্বারা ঐ সমবায়ীর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হয় বলিতে হইবে। এই অত্যন্ত ভেদ যেমন দ্ব্যণুক ও পরমাণুতে আছে, তাহার সঙ্গতি করিবার নিমিত্ত সমবায়ের কল্পনা করা হয়, তদ্রূপ অত্যন্তভিন্নত্ব সমবায় এবং সমবায়ীতেও আছে। এই বিষয়ে উভয়েরই সাম্যহেতু, সেই সমবায়ও পুনরায় অন্য সমবায় দ্বারা সমবায়ীর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হয় বলিতে হইবে। এইরূপে অনবস্থা দোষ ঘটে। অতএব অত্যন্তভিন্ন দ্ব্যণুক ও পরমাণুকের কার্য্যকারণতা স্থাপন করিবার জন্য যে সমবায়ের কল্পনা করা হয়, তাহা নিষ্ফল।

২য় অঃ ২য় পাদ ১৪শ সূত্র। **নিত্যমেব চ ভাবাৎ।**

ভাষ্য।—পরমাণূনাং প্রবৃত্তিস্বভাবত্বে প্রবৃত্তের্ভাবান্নিত্য-সৃষ্টিপ্রসঙ্গাদন্যথা নিত্যপ্রলয়প্রসঙ্গাত্তদভাবঃ।

অন্বয়ার্থ :—যদি বল পরমাণুসকলের কর্ম্মপ্রবৃত্তি স্বভাবগত, তবে কর্ম্ম প্রবৃত্তি নিত্যই থাকাতে সৃষ্টি নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; যদি বল কর্ম্মপ্রবৃত্তি পরমাণুর স্বভাবগত নহে, তবে সৃষ্টি হইতে পারে না,—প্রলয়াবস্থাই নিত্য হইয়া পড়ে।

২য় অঃ ২য় পাদ ১৫শ সূত্র। রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ ॥

ভাষ্য।—পরমাণূনাং কার্য্যানুসারেণ রূপাদিমত্ত্বাচ্চ নিত্যত্ব-বিপর্য্যয়োঽনিত্যত্বং স্যাৎ, রূপাদিমতাং ঘটাদীনামনিত্যত্ব-দর্শনা-দন্যথা কার্য্যং রূপাদিহীনং স্যাৎ।

ব্যাখ্যা :—বৈশেষিকমতে পরমাণুর রূপাদিগুণ থাকা স্বীকৃত; তাহাদের কার্য্যভূত দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক, চতুরণুকাদিতে যে রূপাদিগুণ দৃষ্ট হয়, তদনুরূপ রূপাদিগুণ বৈশেষিকমতে পরমাণুরও আছে। তদ্ধেতু পরমাণুরও নিত্যত্বের বিপর্য্যয়, অর্থাৎ অনিত্যত্ব, অনুমানসিদ্ধ হয়; কারণ ঘটশরাবাদি জাগতিক সমস্ত দ্রব্য, যাহার রূপাদি বর্ত্তমান আছে, তাহার অনিত্যত্ব প্রত্যক্ষগম্য। যদি বল, পরমাণুর রূপাদি নাই, তবে তৎকার্য্য দ্ব্যণুক, ত্র্যণুকাদিরও রূপাদিগুণ হইতে পারে না। (অতএব যেরূপেই বিচার করা যায়, কোন প্রকারেই পরমাণুকারণবাদের সঙ্গতি হয় না)।

২য় অঃ ২য় পাদ ১৬শ সূত্র। উভয়থা চ দোষাৎ ॥

ভাষ্য।—যদ্যুপচিতগুণাঃ পরমাণবস্তদা পৃথিব্যপ্‌তেজো-বায়ূনাং তুল্যতাপত্তিরপচিতগুণা ইত্যত্রাপি সর্ব্বেষাং পরমাণূনাং প্রত্যেকমেকৈকগুণযোগেন পৃথিব্যাদীনামপি কারণগুণানু-

গুণ্যেন প্রত্যেকমেকৈকগুণযোগঃ স্যাদিত্যুভয়থাঽপি দোষা-স্তদভাব এব।

ব্যাখ্যা:—আবার যদি পরমাণুসকলের রূপরসাদি একাধিক গুণ আছে বল, তবে পৃথিবী, অপ্, তেজঃ ও বায়ু-পরমাণুর তুল্যত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহাদের পার্থক্য আর কিছুই থাকে না। যদি বল, পরমাণুসকলের প্রত্যেকের রূপরসাদি এক এক বিশেষ গুণ আছে,—অধিক গুণ নাই; তবে পৃথিবী-পরমাণুযোগে সম্ভূত পৃথিবী, জলপরমাণুযোগে সম্ভূত জল ইত্যাদি বস্তুরও প্রত্যেকের স্বীয় স্বীয় কারণপরমাণুর গুণানুসারে ঐ এক একটি গুণই থাকা উচিত। (পরন্তু গন্ধ, রূপ, স্পর্শাদি গুণ পৃথিব্যাদি সকল বস্তুরই থাকা দৃষ্ট হয়; অতএব উভয় পক্ষেই পরমাণুবাদ অপ্রতিষ্ঠ হওয়ায়, তাহা অগ্রাহ্য)।

২য় অঃ ২য় পাদ ১৭শ সূত্র। অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ॥

ভাষ্য।—পরমাণুকারণবাদস্য শিষ্টৈঃ পরিত্যক্তত্বাদত্যন্ত-মুপেক্ষা মুমুক্ষুভিঃ কার্য্যা।

ব্যাখ্যা:—বেদাচার্য্যগণ, মন্বাদি ঋষিগণ, অথবা অপর কোন শিষ্টাচার-সম্পন্ন আচার্য্য এই পরমাণুকারণবাদ গ্রহণ করেন নাই; পরন্তু তাহা হেয় বলিয়া অনাদর করিয়াছেন; অতএব মুমুক্ষুগণ এই মত গ্রহণ করিতে পারেন না।

(শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—সাংখ্যের প্রধান-কারণবাদ বেদবিৎ মন্বাদিও জগতের সৎকার্য্যত্ব সাধন নিমিত্ত আংশিকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু এই পরমাণুবাদ আংশিকরূপেও কোন শিষ্ট পুরুষ কর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই; অতএব এই মত বেদবাদিদিগের অত্যন্ত অনাদরণীয়)

ইতি পরমাণুকারণবাদখণ্ডনাধিকরণম্।

বৈশেষিকমত এইরূপে খণ্ডন করিয়া, সূত্রকার এইক্ষণে বৌদ্ধমতসকল খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এই বৌদ্ধমতসকল শাঙ্কর ভাষ্যে স্পষ্টরূপে বিবৃত হইয়াছে ; তদনুসারে নিম্নে তাহা বর্ণিত হইতেছে :—

বৌদ্ধগণের মধ্যে ত্রিবিধ বিভাগ আছে ; বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশ (ভিন্ন ভিন্ন শিষ্যগণের বুদ্ধির ত্রুটিতে) ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নরূপে বুঝিয়াছেন বলিয়াই হউক, অথবা শিষ্যভেদে উপদেশ বিভিন্ন প্রকার হওয়ার জন্যই হউক, বৌদ্ধগণ ত্রিবিধশ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে এক শ্রেণী সর্ব্বাস্তিত্ববাদী, দ্বিতীয় শ্রেণী কেবল বিজ্ঞানমাত্রাস্তিত্ববাদী, তৃতীয়শ্রেণী সর্ব্বশূন্যত্ববাদী।

প্রথম শ্রেণীর মতে বাহ্যপদার্থ অস্তিত্বশীল, জ্ঞানাদি আন্তরপদার্থও অস্তিত্বশীল ; তাঁহারা বলেন যে, বস্তুর "সমুদায়" দ্বিবিধ ; ভূত ও ভৌতিক এক প্রকার "সমুদায়", ইহারা বাহ্য। এবং চিত্ত ও চৈত্ত অপর এক প্রকার "সমুদায়", ইহারা আন্তরপদার্থ। পৃথিবীধাতু ইত্যাদিকে ভূত, * রূপাদি এবং চক্ষুরাদিকে ভৌতিক বলে। পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়, এই চতুর্ব্বিধ পরমাণু আছে ; ইহারা যথাক্রমে খর, স্নেহ, উষ্ণ ও চলন-স্বভাব। ইহাদের পরস্পর সংঘাতে (মিলনে) পৃথিব্যাদি সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি হয়। রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই পঞ্চ "স্কন্ধ" অধ্যাত্ম অথবা আন্তরপদার্থ। সবিষয় ইন্দ্রিয়গ্রাম "রূপস্কন্ধ" নামে আখ্যাত ; যদিও রূপাদি দ্বারা প্রকাশিত পৃথিব্যাদি

---

* পৃথিবীধাতু, অপ্ ধাতু, তেজোধাতু, বায়ুধাতু, আকাশধাতু, এবং বিজ্ঞানধাতু, এই সকল ধাতুর সমবায়ে কায়ার উৎপত্তি হয় ; বীজ হইতে যেমন অঙ্কুর উপজাত হয়, তদ্রূপ এই সকল ধাতু হইতে কোন চেতনাধিষ্ঠান বিনাই দেহের উৎপত্তি হয়। এই সকল ষড়্বিধ ধাতুতে যে একত্বজ্ঞান, মনুষ্যাদিজ্ঞান, মাতাপিতা ইত্যাদিজ্ঞান, অহংমমজ্ঞান ইহারই নাম অবিদ্যা ; ইহাই সংসারের মূলকারণ।

বাহ্য ভৌতিক বস্তু সত্য, তথাপি ইহারা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়, তন্নিমিত্ত আধ্যাত্মিক বলিয়াও গণ্য হয়। অহমিত্যাকার জ্ঞানকে "বিজ্ঞানস্কন্ধ" বলে; অহং অহং অহং ইত্যাকার বিজ্ঞানধারাই "আত্মা" শব্দের বাচ্য; "অহং" এই এক বিজ্ঞান, তৎপরে পুনরায় "অহং" এইরূপ আর এক পৃথক্ বিজ্ঞান, পুনরায় "অহং এইরূপ আর এক পৃথক্ বিজ্ঞান, জলস্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে, ইহাই আত্মাশব্দের বাচ্য; স্থির আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই। এই অহং বিজ্ঞান, রূপাদি বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদি জন্য বস্তু। সুখদুঃখাদি অথবা উভয়াভাব, যাহা বিষয়স্পর্শে অনুভূত হয়, তাহাকেই "বেদনাস্কন্ধ" বলে। বিশেষ বিশেষ নামরঞ্জিত জ্ঞানবিশেষকে "সংজ্ঞাস্কন্ধ" বলে (যথা গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ যাইতেছে, এইরূপ বাক্যসমন্বিত জ্ঞান)। রাগ, দ্বেষ, মদ, ধর্ম্মাধর্ম্ম এই সকল "সংস্কারস্কন্ধ"। বিজ্ঞান-স্কন্ধকে "চিত্ত" বলে অপর চারিটি স্কন্ধকে "চৈত্ত" বলে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বৌদ্ধদিগের মতে বাহ্যবস্তু কিছু নাই, সমস্তই আন্তর-বস্তু; সমস্তই বিজ্ঞানমাত্র; বাহ্য বলিয়া যে বোধ, তাহা বিজ্ঞানেরই স্বরূপ; আভ্যন্তর বলিয়া যে বোধ, তাহাও আর এক প্রকার বিজ্ঞানমাত্র; বিভিন্ন-রূপ বিজ্ঞান ধারাবাহিকরূপে একটির পর আর একটি জলস্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। ইহাদিগকে "বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ" বলে।

তৃতীয় শ্রেণীর বৌদ্ধদিগের মতে বাহ্য অথবা আন্তর কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নাই; সমস্ত কিছুই নাই; অস্তিত্বাভাব (শূন্যই) একমাত্র বস্তু। অর্থাৎ কিছুই নাই, ইহাই একমাত্র সত্য। ইহাদিগকে "বৈনাশিক বৌদ্ধ" বলে।

পূর্ব্বোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বৌদ্ধদিগের মতে পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই ক্ষণিক; তাঁহারা বলেন, পূর্ব্বক্ষণীয় পদার্থ পরক্ষণে থাকে না; একের ধ্বংসের পর অপরের প্রাদুর্ভাব; সুতরাং কাহারও সহিত কাহারও

যোগ হইতে পারে না। বৌদ্ধগণ আরও বলেন যে, অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা মরণ, শোক, পরিদেবনা, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য * ইত্যাদি পরস্পর পরস্পরের দ্বারা উৎপন্ন হয়; এই অবিদ্যাটি ঘটীযন্ত্রের ন্যায় পরস্পর নিত্যনৈমিত্তিকভাবে নিরন্তর আবর্ত্তিত হওয়াতে সঙ্ঘাত উৎপন্ন হয়।

এক্ষণে সূত্রকার একাদিক্রমে বৌদ্ধমত খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

২য় অঃ ২য় পাদ ১৮শ সূত্র। **সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ।**

(বাহ্যঃ পরমাণুহেতুকঃ ভূতভৌতিকসমুদায়ঃ, আন্তরঃ পঞ্চস্কন্ধহেতুকঃ সমুদায়ঃ ; ইত্যুভয়হেতুকেসমুদায়ে স্বীকৃতেঽপি, তদপ্রাপ্তিঃ সমুদায়-ভাবানুপপত্তিরিত্যর্থঃ)।

* বৌদ্ধমতে অবিদ্যা কি, তাহা ব্যাখ্যাত হইতেছে ; ষড়্‌বিধ ধাতুতে যে একবুদ্ধি—পিণ্ড বুদ্ধি, মনুষ্য গো ইত্যাদি বুদ্ধি, মাতা পিতা বুদ্ধি, অহংমমবুদ্ধি, তাহাই অবিদ্যা ; মূল কথা এই, যাহা ক্ষণিক তাহাকে স্থির মনে করাই "অবিদ্যা"। রাগ দ্বেষ মোহ ইহারাই "সংস্কার" ; অবিদ্যা থাকিলেই ইহারা থাকে। অবিদ্যা হইতে ইহাদের উৎপত্তি। সংস্কার হইতে "বিজ্ঞান" জন্মে ; বস্তুসম্বন্ধীয় জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে। বিজ্ঞান হইতে পৃথিব্যাদি চতুর্ব্বিধ উপাদানের নাম ও রূপ (একত্র "নামরূপ") হয়। শরীরের কলল বুদ্‌বুদাদি সমুদায় অবস্থা নামরূপ ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত মিশ্রিতভাবে "ষড়ায়তন" বলিয়া আখ্যাত হয়। বিজ্ঞান হইতে ইহার উৎপত্তি। নামরূপ ও ইন্দ্রিয় এই তিনটির একত্র সম্বন্ধের নাম "স্পর্শ", শরীরজ্ঞান হইতে ইহার উৎপত্তি। স্পর্শ হইতে যে সুখদুঃখাদি হয়, তাহার নাম বেদনা। বেদনা হইতে তৃষ্ণা। তৃষ্ণা হইতে যে চেষ্টা জন্মে তাহাকে উপাদান। তাহা হইতে যে পুনর্জ্জন্ম হয়, তাহাকে ভব বলে ; উৎপত্তির মূল ধর্ম্মাধর্ম্ম ; তাহা হইতে "জাতি"। জাতি (বিশেষদেহপ্রাপ্তি) হইতে জরা, মরণ ইত্যাদি।

ভাষ্য।—সুগতমতং নিরাকরোতি। ভূতভৌতিকচিত্ত-চৈত্তিকে সমুদায়েঽভ্যুপগম্যমানেঽপি সমুদায়িনামচেতনত্বা-দন্যস্য সংহতিহেতোরনভ্যুপগমাচ্চ সমুদায়াসম্ভবঃ।

ব্যাখ্যা :—(সুগত=বৌদ্ধ)। সূত্রকার বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতেছেন:—ভূত-ভৌতিক চিত্ত-চৈত্তিক যে "সমুদায়" বৌদ্ধমতে উক্ত হয়, তাহা স্বীকার করিলেও, ঐ সকল সমুদায়িবস্তুর অচেতনত্ব হেতু, এবং তাহাদের মিলন-কারক অপর কোন হেতুর অস্তিত্ব বৌদ্ধমতে স্বীকৃত না হওয়া হেতু, ঐ সমুদায়ের সমুদায়ত্ব অসম্ভব হয়, অর্থাৎ পরস্পরের সহিত মিলন দ্বারা "সমুদায়" (সম্মিলিত বস্তু) রূপে জগৎ প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব। (বৌদ্ধ-মতে পরমাণুও অচেতন; স্কন্ধও অচেতন; তাঁহাদের মতে স্কন্ধ ও পরমাণু ভিন্ন, উহাদের নিয়ামক অপর কোন স্থির চেতন বস্তু নাই; চেতন বলিয়া যে বোধ, তাহাও এক বিশেষ প্রকার ক্ষণিকবিজ্ঞানপ্রবাহমাত্র। সুতরাং পরমাণু ও স্কন্ধসকলের স্থায়ী সঙ্ঘাতকর্ত্তা কেহ না থাকাতে, তাহারা মিলিত হইয়া "সমুদায়" উৎপন্ন করিতে পারে না; তাহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়, অন্য কাহারও অপেক্ষা করে না, এইরূপও বলা যাইতে পারে না; কারণ, বৌদ্ধমতে উৎপন্ন হইবামাত্রই ইহারা বিনাশ প্রাপ্ত হওয়াতে, সংযোগ কার্য্য করিবার আর অবসর থাকে না। এই আপত্তিরও কোন প্রকার সঙ্গতি করিতে পারিলে, উক্ত প্রবৃত্তির আর উপরমের সংস্থা করিতে পারিবে না)।

২য় অঃ ২য় পাদ ১৯শ সূত্র। ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদুপপন্নমিতি চেন্ন, সঙ্ঘাতভাবাঽনিমিত্তত্বাৎ ॥

ভাষ্য।—অবিদ্যাসংস্কারবিজ্ঞাননামরূপষড়ায়তনাদীনামিত-রেতরহেতুত্বেন সঙ্ঘাতাদিকমুপপন্নমিত্যপি ন, তেষামপি সংঘাতং প্রত্যকারণত্বাৎ ॥

ব্যাখ্যা :—অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন প্রভৃতির পরস্পরের সহিত পরস্পরের হেতু-হেতুমদ্ভাব থাকার উক্তি দ্বারা সংঘাত উপপন্ন হয় না ; ইহারা পরস্পর পরস্পরের উৎপত্তিকারণ হইলেও সংঘাতের কারণ হইতে পারে না, (কারণ ইহারা ক্ষণধ্বংসশীল)।

২য় অঃ ২য় পাদ ২০শ সূত্র। উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ।
(নিরোধাৎ-বিনষ্টত্বাৎ)

ভাষ্য।—ইতোঽপি ন তদ্দর্শনং যুক্তম্ উত্তরোৎপাদে পূর্ব্বস্য ক্ষণিকত্বেন বিনষ্টত্বাৎ।

ব্যাখ্যা :।—অন্যবিধ কারণেও বৌদ্ধমত সঙ্গত নহে ; যথা—পরপর বস্তুর উৎপত্তিসমকালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থসকল বিনষ্ট হয় ; কারণ বৌদ্ধমতে সকলই ক্ষণিক ; উৎপত্তি হইলেই যদি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা অপর বস্তুকে কিরূপে জন্মাইতে পারে ? পরক্ষণস্থিত বস্তুর উৎপত্তিকালে ত পূর্ব্বক্ষণস্থিত বস্তু বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

২য় অঃ ২য় পাদ ২১শ সূত্র। অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যমন্যথা ॥

ভাষ্য।—অসতি হেতৌ কার্য্যোৎপত্ত্যভ্যুপগমে চতুর্ভ্যো হেতুভ্য ইন্দ্রিয়ালোকমনস্কারবিষয়েভ্যো বিজ্ঞানোৎপত্তিরিত্যস্যাঃ প্রতিজ্ঞায়া বাধঃ স্যাৎ ; সতি হেতৌ কার্য্যোৎপাদাঙ্গীকারে পূর্ব্বস্মিন্ ক্ষণে স্থিতে সতি ক্ষণান্তরোৎপত্তির্ভবেদিদং যৌগপদ্যং ভবতাং ক্ষণিকবাদিনাং মতে স্যাৎ।

ব্যাখ্যা :—যদি বল, কার্য্যবস্তুর উৎপত্তিকালে কারণবস্তু না থাকিলেও বিনা কারণেই কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে, তবে "চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয় লক্ষণ—অধিপতিপ্রত্যয়", "আলোকলক্ষণ—সহকারিপ্রত্যয়", "মনস্কার-

(মনের দ্বারা বিষয়সংকল্প)-লক্ষণ—সমনন্তরপ্রত্যয়," এবং "বিষয়লক্ষণ —ঘটাদি আলম্বনপ্রত্যয়" ইহারা যে বিজ্ঞানোৎপত্তিবিষয়ে কারণ, বৌদ্ধদিগের এই প্রতিজ্ঞা বাধিত হয়। (এই দোষ নিবারণার্থ) যদি ইহা স্বীকার কর যে, কারণ বর্ত্তমান থাকিয়া কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তবে পূর্ব্বক্ষণ বর্ত্তমান থাকিতেই পরক্ষণের উৎপত্তি ; অতএব উভয়ক্ষণেরই যুগপৎ স্থিতি স্বীকার করিতে হইল। আর যদি বল, পূর্ব্বক্ষণে স্থিত বস্তুই পরক্ষণেও থাকে, তবে ক্ষণিকবাদ আর থাকিল না)। ক্ষণিকবাদীর মতে অবশেষে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে হয়।

২য় অঃ ২য় পাদ ২২শ সূত্র। প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাঽপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ॥

ভাষ্য।—সহেতুক-নির্হেতুকয়োর্নিরোধয়োরসম্ভবঃ, সন্তানবিচ্ছেদস্যাসম্ভবাৎ, সন্তানিনাং চ প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাচ্চ।

ব্যাখ্যা :—(বৈনাশিকেরা বলেন যে প্রতিসংখ্যানিরোধ (সহেতুক এবং উপলব্ধিপূর্ব্বক বিনাশ) অপ্রতিসংখ্যানিরোধ (নির্হেতুক এবং উপলব্ধির অযোগ্য বিনাশ) ও আকাশ এই তিনটি (যাহাও অভাববস্তুমাত্র, তাহা) ব্যতীত অপর সমস্ত বস্তুই উৎপত্তিশীল ও ক্ষণিক ; তন্মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটি বিনাশসম্বন্ধে সূত্রকার বলিতেছেন)।

সহেতুক ও নির্হেতুক বিনাশ বলিয়া যাহা বৈনাশিকগণ কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহাও অসম্ভব ; কারণ তাঁহাদের মতেও সন্তান-প্রবাহের বিচ্ছেদ হয় না ; কিন্তু বিনাশই সত্য হইলে এইরূপ সন্তান-প্রবাহ (কার্য্যকারণরূপ প্রবাহ) অসম্ভব হইত। বিশেষতঃ সন্তানীরও (পূর্ব্বক্ষণস্থিত কারণেরও) বিনাশ নাই ; কারণ তাহা প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হয় (যাহা পূর্ব্বানুভূত, এইটি তাহা, এইরূপ জ্ঞানের বিষয় হয়)।

২য় অঃ ২য় পাদ ২৩শ সূত্র। উভয়থা চ দোষাৎ ॥

ভাষ্য।—সন্তানস্য সন্তানিব্যতিরিক্তবস্তুত্বাভাবাৎ সন্তানিনাং চ ক্ষণিকত্বাৎ, অবিদ্যাদিনিরোধো মোক্ষ ইত্যপি তন্মতমসঙ্গতম্।

ব্যাখ্যা:—অবিদ্যার নিরোধই মোক্ষ, এই যে বৌদ্ধমত, ইহাও বৈনাশিকমতে অসঙ্গত হয়; কারণ, সন্তানবস্তু, সন্তানী (কারণ) ব্যতিরিক্ত বস্তু হইতে পারে না, এবং পক্ষান্তরে সন্তানিবস্তুও ক্ষণিক। উভয়দিকেই অসঙ্গতি, মোক্ষ বলিয়া আর কিছু থাকে না। (অর্থাৎ একদিকে কার্য্যবস্তুতে কারণ থাকে; অতএব অবিদ্যার সম্পূর্ণ বিনাশের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং মোক্ষ অসম্ভব। আর একদিকে কারণবস্তু ক্ষণিক, কার্য্যে তাহার বিদ্যমানতা নাই; সুতরাং কোন সাধনরূপ কারণ দ্বারা মোক্ষরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না; কারণবস্তু বিনষ্ট—অসৎ হওয়াতে, মোক্ষের সহিত কার্য্যকারণভাবে স্থিত কোন সাধন হইতে পারে না।

শাঙ্করভাষ্যে প্রকারান্তরে এই অর্থ উক্ত হইয়াছে, যথা—অবিদ্যার নিরোধ (বিনাশ) হয় সহেতুক, না হয় নির্হেতুক হইবে; হয় কোন সাধন অবলম্বন করিয়া হয়, অথবা আপনা হইতে হয়। যদি সহেতুক বলা যায়, তবে সকল বস্তু স্বভাবতঃ ক্ষণবিনাশিনী বলিয়া বৌদ্ধমত পরিত্যাগ করিতে হইবে। যদি নির্হেতুক—আপনা আপনি হয় বলা যায়, তবে অবিদ্যাদি নিরোধের উপদেশ বৃথা।

২য় অঃ ২য় পাদ ২৪শ সূত্র। আকাশে চাবিশেষাৎ ॥

ভাষ্য।—আকাশে চ তৈরভাবপ্রতিজ্ঞা কৃতা, সা ন যুক্তা, পৃথিব্যাদিভিরবিশেষাৎ।

ব্যাখ্যা :—বৌদ্ধগণ আকাশকেও অভাবরূপী বস্তু বলেন, (তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) এইমতও সঙ্গত নহে ; কারণ পৃথিব্যাদি হইতে আকাশের এতদ্বিষয়ে কোন বিশেষ নাই। (পৃথিব্যাদির ন্যায় আকাশও শব্দগুণবিশিষ্ট ; শ্রুতিতে আকাশেরও উৎপত্তি উক্ত হইয়াছে ইত্যাদি)।

২য় অঃ ২য় পাদ ২৫শ সূত্র। অনুস্মৃতেশ্চ ॥

(অনুস্মৃতেঃ = স্বানুভূতবস্তুবিষয়কানুস্মরণাৎ)

ভাষ্য। ইদং তদিতি প্রত্যভিজ্ঞা চ তদ্দর্শনমসৎ।

ব্যাখ্যা :—যাহা পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা এইক্ষণেও প্রত্যক্ষ করিতেছি, ইত্যাকার প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারাও বৌদ্ধমত মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়।

২য় অঃ ২য় পাদ ২৬শ সূত্র। নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ।

(ন অসতঃ অদৃষ্টত্বাৎ)

ভাষ্য।—সৌগতৈরভাবাদ্ভাবোৎপত্তিরভ্যুপেতা, সা ন যুক্তা। কস্মাৎ ? অসতো মৃদাদ্যভাবাদ্ ঘটাদ্যুৎপত্তেরদৃষ্টত্বাৎ সতস্তু মৃৎপিণ্ডাদেস্তদুৎপত্তের্দৃষ্টত্বাৎ।

ব্যাখ্যা :—বৌদ্ধদিগের মতে অভাববস্তু হইতে ভাববস্তুর উৎপত্তি কথিত হয় ; ইহা সঙ্গত নহে। কারণ, মৃত্তিকাদির অভাবে ঘটাদির উৎপত্তি কখনও দৃষ্ট হয় না। ভাববস্তু মৃৎপিণ্ডাদি হইতেই ভাববস্তু ঘটাদির উৎপত্তি দৃষ্ট হয়।

২য় অঃ ২য় পাদ ২৭শ সূত্র। উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ।

ভাষ্য।—অন্যথাঽনুপায়তো বিদ্যাদ্যর্থসিদ্ধিঃ স্যাৎ।

অন্বার্থ :—যদি বল অসৎ হইতেই ভাববস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে, তবে কোন চেষ্টা ব্যতিরেকেও বিদ্যাদিসম্বন্ধে উদাসীন পুরুষদিগেরও বিদ্যাদি লাভ হইতে পারে।

২য় অঃ ২য় পাদ ২৮শ সূত্র। নাঽভাব উপলব্ধেঃ।

(ন—অভাবঃ, উপলব্ধেঃ)

ভাষ্য।—বিজ্ঞানমাত্রাস্তিত্ববাদ্যভিমতো বাহ্যস্যাভাবো ন, কিন্তু ভাব এব। কুতঃ? উপলব্ধেঃ।

ব্যাখ্যা:—যে বৌদ্ধেরা বলেন বিজ্ঞানমাত্রই আছে, বাহ্যবস্তু নাই, তাঁহাদের মতও অগ্রাহ্য; বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব যে নাই তাহা নহে, অস্তিত্ব আছে; কারণ অস্তিত্বশীল বলিয়াই তাহাদের উপলব্ধি হয়। (এই আত্মপ্রতীতি কোন তর্কের দ্বারা বিনষ্ট হইবার নহে; যাঁহারা বাহ্যবস্তু নাই বলেন, তাঁহারা ঐ বাহ্যবস্তুসংজ্ঞা দ্বারাই ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন; বাহ্যবস্তু না থাকিলে, বাহ্যবস্তু বলিয়া কোন জ্ঞান কি বাক্য-ব্যবহার থাকিত না)।

২য় অঃ ২য় পাদ ২৯শ সূত্র। বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ।

ভাষ্য।—স্বপ্নাদিপ্রত্যয়দৃষ্টান্তেনাপি ন জাগ্রৎপ্রত্যয়ার্থাভাবঃ প্রতিপাদয়িতুং শক্যঃ, দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তয়োর্ব্বৈষম্যাৎ স্বপ্নজ্ঞানস্যাপি সালম্বনাচ্চ।

ব্যাখ্যা:—স্বপ্নাদিজ্ঞানের দৃষ্টান্তে জাগ্রৎজ্ঞানের বাহ্যবিষয়াভাব প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইবে না; কারণ দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্ত এই উভয়ের বৈষম্য আছে (জাগরণ দ্বারা স্বপ্নজ্ঞানের বাধ দৃষ্ট হয়; কিন্তু প্রত্যক্ষজ্ঞানের বাধ নাই)। এবঞ্চ স্বপ্নজ্ঞান সালম্বন,—প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে; প্রত্যক্ষজ্ঞান তদ্রূপ নহে।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩০শ সূত্র। ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ।

ভাষ্য।—কিঞ্চ জ্ঞানবৈচিত্র্যার্থো বাসনানাং ভাবোঽভিপ্রেতঃ, স ন সম্ভবতি, তব মতে বাহ্যার্থানামনুপলব্ধেঃ।

ব্যাখ্যা :—এই শ্রেণীর বৌদ্ধগণ বলেন যে (বাহ্যবস্তু না থাকিলেও) বাসনা সকল বর্ত্তমান আছে, তদ্দ্বারাই জ্ঞানবৈচিত্র্য উৎপন্ন হয় ; ইহাও সম্ভব নহে ; কারণ বৌদ্ধমতে বাহ্যপদার্থের উপলব্ধি নাই (যদি বাহ্যপদার্থের উপলব্ধিই না থাকে, তবে তন্নিমিত্ত বাসনা কিরূপে হইতে পারে ?) ।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩১শ সূত্র। ক্ষণিকত্বাৎ।

ভাষ্য।—ন বাসনাভাব আশ্রয়স্য তব মতে ক্ষণিকত্বাৎ।

ব্যাখ্যা :—বাসনাও ভাববস্তু হইতে পারে না ; কারণ বৌদ্ধমতে বাসনার আশ্রয় যে অহং, তাহাও ক্ষণিক।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩২শ সূত্র। সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ।

ভাষ্য।—শূন্যবাদোঽপি ভ্রান্তিমূলঃ সর্ব্বথানুপপন্নত্বাৎ। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিরোধাৎ।

ব্যাখ্যা :—শূন্যবাদও ভ্রান্তিমূলক। ইহা সর্ব্বপ্রকারে অসিদ্ধ। প্রত্যক্ষাদি সর্ব্ববিধ প্রমাণবিরুদ্ধ হওয়ায়, ইহা একদা অগ্রাহ্য।

ইতি বৌদ্ধমত-খণ্ডনাধিকরণম্

—:•:—

বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া শ্রীভগবান্ বেদব্যাস এক্ষণে জৈনমত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। জৈনমত সংক্ষেপতঃ শাঙ্করভাষ্য ও ভামতী টীকা অনুসারে নিম্নে বিবৃত হইতেছে :—

জৈনমতে পদার্থ দ্বিবিধ,—জীব ও অজীব ; জীব বোধাত্মক, অজীব জড়বর্গ। জীব ও অজীব পঞ্চপ্রকারে প্রপঞ্চীকৃত ; যথা :—জীবাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায় ও আকাশাস্তিকায় ; ইহাদিগের প্রত্যেকের বহুবিধ অবান্তর প্রভেদ আছে। জীবাস্তিকায় ত্রিবিধ,—বদ্ধ, মুক্ত ও নিত্যসিদ্ধ। পুদ্গলাস্তিকায় ছয় প্রকার,—

পৃথিব্যাদি চারিভূত, স্থাবর ও জঙ্গম। ধর্ম্মাস্তিকায় প্রবৃত্তি; অধর্ম্মাস্তিকায় স্থিতি। আকাশাস্তিকায় দ্বিবিধ,—লোকাকাশ ও অলোকাকাশ; উপর্য্যুপরিস্থিত লোক সকলের অন্তর্ব্বর্ত্তী আকাশই লোকাকাশ; মোক্ষস্থানস্থিত আকাশ, অলোকাকাশ, তথায় কোন লোক নাই। পূর্ব্বোক্ত জীব ও অজীব-পদার্থ অপর পঞ্চপ্রকারেও প্রপঞ্চীকৃত। যথা:—আস্রব, সম্বর, নির্জ্জর, বন্ধ ও মোক্ষ। আস্রব, সম্বর ও নির্জ্জর এই তিনটি পদার্থ প্রবৃত্তিলক্ষণ; প্রবৃত্তি দ্বিবিধ,—সম্যক্ ও মিথ্যা; তন্মধ্যে মিথ্যাপ্রবৃত্তি আস্রব; সম্যক্‌প্রবৃত্তি সম্বর ও নির্জ্জর। পুরুষকে বিষয়-প্রাপ্তি করায়, এই অর্থে আস্রব, এই অর্থে আস্রবশব্দে ইন্দ্রিয় বুঝায়। কর্ত্তাকে অবলম্বন করিয়া অনুগমন করে, এই অর্থে কর্ম্মকেও আস্রব বলে; ইহাই অনর্থের হেতু; এই নিমিত্ত আস্রবকে মিথ্যাপ্রবৃত্তি বলে। শমদমাদি প্রবৃত্তিকে সম্বর বলে; ইহা আস্রবের দ্বার সম্বরণ করে (অবরুদ্ধ করে), এই নিমিত্ত ইহাদিগকে "সম্বর" বলে। তপ্তশিলারোহণাদি সাধন, যদ্দ্বারা অনাদিকালের সঞ্চিত পুণ্যাপুণ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে "নির্জ্জর" বলে। অষ্টবিধ কর্ম্মকে "বন্ধ" বলে; এই অষ্টবিধ কর্ম্ম দুই ভাগে বিভক্ত; চারিটির নাম "ঘাতি", অপর চারিটির নাম "অঘাতি"। ঘাতিকর্ম্ম, যথা,—১। জ্ঞানাবরণীয়, ২। দর্শনাবরণীয়, ৩। মোহনীয়, ৪। অন্তরায়। অঘাতিকর্ম্ম, যথা,—১। বেদনীয়, ২। নামিক, ৩। গোত্রিক, ৪। আয়ুষ্ক। যে জ্ঞানের দ্বারা বস্তুসিদ্ধি হয় না, এইরূপ বিপর্য্যয়কে "জ্ঞানাবরণীয় কর্ম্ম" বলে। আর্হত-দর্শনাভ্যাস দ্বারা মোক্ষ হয় না, এইরূপ জ্ঞানকে "দর্শনাবরণীয় কর্ম্ম" বলে। প্রদর্শিত মোক্ষমার্গের শ্রেষ্ঠত্ববিষয়ে অনাস্থা-বুদ্ধিকে "মোহনীয় কর্ম্ম" বলে। মোক্ষমার্গে প্রবৃত্ত পুরুষের তাহাতে যে বিঘ্নকরবুদ্ধি, তাহাকে "অন্তরায়" নামক কর্ম্ম বলে। এই চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম মোক্ষবিঘাতক; এই নিমিত্ত ইহাদিগকে "ঘাতি" কর্ম্ম

বলে। চতুর্ব্বিধ "অঘাতি" কর্ম্মের মধ্যে বেদনীয়নামক কর্ম্ম দেহ-বিভাগের হেতুভূত ; তাহাও তত্ত্বজ্ঞানের বিঘাতক না হওয়ায়, ইহা মোক্ষের অন্তরায় নহে ; অতএব ইহা "অঘাতি" কর্ম্ম। দেহের কলল-বুদ্‌বুদাদি (গর্ভস্থ শুক্রশোণিতের মিলিত অবস্থাবিশেষ সকল) নামিক অবস্থার প্রবর্ত্তক কর্ম্মকে "নামিক" কর্ম্ম বলে। দেহের অব্যাকৃত শক্তিরূপে অবস্থিত অবস্থাকে "গোত্রিক" বলে। আয়ু-উৎপাদক, আয়ুনিরূপক কর্ম্মকে "আয়ুষ্ক" বলে। শেষোক্ত তিনটি "বেদনীয়"কে আশ্রয় করিয়া থাকে ; অতএব ইহারাও "অঘাতিকর্ম্ম" বলিয়া গণ্য। এই অষ্টপ্রকার কর্ম্মই পুরুষের বন্ধন ; অতএব ইহাদিগকে "বন্ধ" বলে। এতৎসমস্ত হইতে অতীত নিত্য সুখময় অবস্থায় অলোকাকাশে স্থিতিকে মোক্ষ বলে। অতএব জৈনমতে ১। জীব, ২। অজীব, ৩। আস্রব, ৪। সম্বর, ৫। নির্জ্জর, ৬। বন্ধ, ৭। মোক্ষ, এই সপ্তবিধ পদার্থ স্বীকৃত।

পূর্ব্বোক্ত সর্ব্ববিধ প্রপঞ্চবিষয়ে জৈনগণ "সপ্তভঙ্গীনয়" নামক বিচারের অবতারণা করেন (সপ্তভঙ্গী—সপ্তবিধ বিভাগযুক্ত, নয় = ন্যায়নীতি) ; যথা—১। স্যাদস্তি, ২। স্যান্নাস্তি, ৩। স্যাদবক্তব্য, ৪। স্যাদস্তিচ নাস্তিচ, ৫। স্যাদস্তিচাবক্তব্যশ্চ, ৬। স্যান্নাস্তিচাবক্তব্যশ্চ, ৭। স্যাদস্তিনাস্তিচা-বক্তব্যশ্চ। একত্ব নিত্যত্ব প্রভৃতিতেও এই সপ্তভঙ্গী নয় যোজিত করা হয় ; অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থই অস্তিনাস্তি প্রভৃতি সপ্তবিধ "নয়" যুক্ত ; অস্তিনাস্তি, এক, বহু ইত্যাদি ধর্ম্ম সকল পদার্থেরই আছে।

জৈনমতে জীব, দেহপরিমাণ, অর্থাৎ দেহ যে পরিমাণ আয়তনবিশিষ্ট জীবও তৎপরিমিত। পরন্তু মোক্ষাবস্থায় যে দেহ লাভ হয়, তাহা স্থির, —তাহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই, তাহার কোনপ্রকার পরিবর্ত্তন হয় না, নিত্য মোক্ষপ্রাপ্তির পূর্ব্বে জীব যে দেহবিশিষ্ট হয়, সেই দেহের পরিমাণই জীবের পরিমাণ।

এক্ষণে সূত্রকার এই জৈনমত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন :—

২য় অঃ ২য় পাদ ৩৩শ সূত্র। নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ।

ভাষ্য।—জৈনা বস্তুমাত্রেঽস্তিত্বনাস্তিত্বাদিবিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়ং যোজয়ন্তি, তন্নোপপদ্যতে। একস্মিন্ বস্তুনি সত্ত্বাসত্ত্বাদেবিরুদ্ধ-ধর্ম্মস্য ছায়াতপবদ্ যুগপদসম্ভবাৎ।

অস্যার্থ :—জৈনগণ বস্তুমাত্রেরই যে অস্তিত্ব নাস্তিত্ব এই অনাদিবিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় আছে বলিয়া থাকেন, তাহা কখনও উপপন্ন হয় না। একই বস্তুতে বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতা অসম্ভব; ছায়া ও আলোকের যেমন একত্র থাকা অসম্ভব, ইহাও তদ্রূপ অসম্ভব।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩৪শ সূত্র। এবং চাত্মাঽকার্ৎস্ন্যম্।

(এবং — চ—আত্মা — অকার্ৎস্ন্যম্)

ভাষ্য।—এবং শরীরপরিমাণত্বেনাঙ্গীকৃতস্যাত্মনো বৃহদ্দেহ-প্রাপ্তাবপূর্ণতা স্যাৎ।

অস্যার্থ :—জৈনমতের অপর দোষ প্রদর্শন করিতেছেন :— জৈনগণ বলেন যে, আত্মা শরীরপরিমাণ, তাহা হইতে পারে না; কারণ ক্ষুদ্রকায়বিশিষ্ট জীব (পিপীলিকাদি) দেহান্তে কর্ম্মবশে বৃহৎ শরীর (গজশরীরাদি) প্রাপ্ত হইলে, তখন গজশরীরসম্বন্ধে জীব অকৃৎস্ন (অব্যাপী, ক্ষুদ্র) হইয়া পড়ে।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩৫শ সূত্র। ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ।

(ন-চ,—পর্য্যায়াৎ — অপি—অবিরোধঃ, বিকারাদিভ্যঃ)

"ন চ বাচ্যং সাবয়বো হি আত্মা, তস্যাবয়বানাং গজশরীরে উপচয়ঃ সূক্ষ্মশরীরেঽপচয়শ্চেত্যেবং পর্য্যায়াদবিরোধ ইতি। কুতঃ ? "বিকারাদিভ্যঃ"

বিকারাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ। যদি আত্মা সাবয়বস্তর্হি দেহাদিবদ্বিকারী স্যাদনিত্যশ্চ স্যাৎ।"

ভাষ্য।—ন চ বাচ্যং সাবয়বো হি খল্বস্মাকমাত্মা তস্যাবয়বানাং গজশরীরে উপচয়ঃ সূক্ষ্মশরীরেঽপচয়শ্চেত্যেবং পর্য্যায়াদবিরোধ ইতি। কুতঃ? "বিকারাদিভ্যঃ" বিকারাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ। যদি ভবন্মতে আত্মা সাবয়বস্তর্হি দেহাদিবদ্ বিকারী স্যাদনিত্যশ্চ স্যাৎ। এবমাদয়ো দোষাঃ স্যুঃ॥ [ইতি বেদান্তকৌস্তুভ-ভাষ্যম্]*

ব্যাখ্যা :—এইরূপ বলিতে পারিবে না যে, আমাদের মতে আত্মা সাবয়ব; অতএব গজশরীরে তাহার অবয়ব-বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্রশরীরে অপচয়-প্রাপ্তি হয়, সুতরাং এইরূপ পর্য্যায়হেতু "শরীরপরিমাণমতে" কোন দোষ নাই কারণ, তাহাতে আত্মার বিকারাদি দোষ-প্রসক্তি হয়। আত্মা সাবয়ব হইলে, তাহা দেহাদির ন্যায় বিকারী এবং অনিত্য হইয়া পড়ে। ইত্যাদি দোষ উপস্থিত হয়।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩৬শ সূত্র। অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ।

ভাষ্য।—অন্ত্যস্য পরিমাণস্য নিয়ততামঙ্গীকৃত্যাদিমধ্যয়োরপি নিত্যত্বমস্তীতি চেত্তর্হি সর্ব্বত্রাবিশেষঃ স্যাদ্বিনষ্টো দেহ-পরিমাণবাদঃ।

ব্যাখ্যা :—শেষদেহের (মোক্ষাবস্থাপ্রাপ্তিকালে যে দেহ হয়, তাহার) পরিমাণ অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য একরূপ, জৈনগণ এইরূপ স্বীকার করাতে, আদ্য মধ্য জীবপরিমাণও নিত্য বলিতে হয়; সুতরাং অন্ত্যদেহ এবং

* "উপচয়াপচয়াভ্যাঽবয়বা নাত্মাঽতো ন বিরোধ ইতি চ ন বক্তুং শক্যং, বিকারিত্বাদিদোষপ্রসক্তেঃ"॥ ইতি নিম্বার্কভাষ্যম্।

তৎপূর্ব্বদেহ ইহাদের কোন তারতম্য রহিল না ; অতএব আত্মমধ্য দেহও উপচয়-অপচয়-বিহীন বলিতে হয়। সুতরাং দেহপরিমাণবাদ অপসিদ্ধান্ত।

ইতি জৈনমতখণ্ডনাধিকরণম্

—:*:—

এইক্ষণে পাশুপত মত খণ্ডিত হইতেছে। পাশুপতমতাবলম্বিগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ; যথা—কাপাল, কালামুখ, পাশুপত ও শৈব। পশুপতিপ্রণীত শাস্ত্রই এই চতুর্ব্বিধ পাশুপতের অবলম্বন। এই শাস্ত্র পশুপতিপ্রণীত "পঞ্চাধ্যায়ী" নামে প্রসিদ্ধ ; তাহাতে পঞ্চপদার্থ বর্ণিত আছে ; যথা—কারণ, কার্য্য, যোগ, বিধি এবং দুঃখান্ত অর্থাৎ মোক্ষ। কারণ বলিতে ঈশ্বর ও প্রধান বুঝায় ; ঈশ্বর নিমিত্তকারণ ; প্রধান উপাদান-কারণ ; মহদাদি-ক্ষিত্যন্ত পদার্থ কার্য্যনামে আখ্যাত ; প্রণব (ওঁকার) উচ্চারণপূর্ব্বক ধ্যান, "যোগ" নামে আখ্যাত ; ত্রৈকালিক স্নান, ভস্মস্নান, কপালে ভস্মমাখা, মুদ্রাসাধন, রুদ্রাক্ষ ও কঙ্কণ হস্তে ধারণ, ভগাসনাদি আসনে উপবেশন, কপালপাত্রে ভক্ষণ, শবভস্ম লেপন, সুরাকুম্ভ স্থাপন, সুরাকুম্ভে দেবতা পূজন ইত্যাদি নানাবিধ আচরণ "বিধি" নামে আখ্যাত। উক্ত বিধিসকল চতুর্ব্বিধ ; পশুপতিমতাবলম্বীদিগের মধ্যে কোনটি কোন সম্প্রদায়ের বিশেষ আচরণীয়, কোনটি অপর সম্প্রদায়ের আচরণীয়। কাপালিক ও পাশুপত সম্প্রদায়ের মতে মোক্ষাবস্থায় আত্মা পাষাণকল্প অবস্থা লাভ করে ; শৈবগণ আত্মার চৈতন্যরূপতাকে মোক্ষ বলে। ইত্যাদি। এইক্ষণে সূত্রকার পাশুপত মতের খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩৭শ সূত্র। পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ॥

(পত্যুঃ অবৈদিকস্য ঈশ্বরস্য অসমঞ্জসম্ অসঙ্গতিরিত্যর্থঃ)

ভাষ্য।—পাশুপতং শাস্ত্রমুপেক্ষণীয়ং জগদভিন্ননিমিত্তো-পাদানকারণপ্রতিপাদকবেদবিরোধিত্বাদুপধর্ম্মপ্রবর্ত্তকত্বাচ্চ।

ব্যাখ্যা :—পাশুপতশাস্ত্র গ্রহণীয় নহে ; কারণ বেদ যে ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান, এই উভয় কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এই পশুপতিমত তাহার বিরুদ্ধ ; এই মতে ঈশ্বরকে জগতের কেবল নিমিত্তকারণ বলিয়া স্বীকার করা হয়, ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন অচেতন প্রধানকে উপাদান-কারণ বলিয়া বর্ণনা করা হয় ; এই মত বেদবিরুদ্ধ এবং উপধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ; সুতরাং উপেক্ষণীয়।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩৮শ সূত্র। সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ॥

ভাষ্য।—পশুপতেরশরীরস্য প্রেরকস্য প্রের্য্যপ্রধানাদিভিঃ সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ন পশুপতির্জ্জগদ্ধেতুঃ।

ব্যাখ্যা :—পশুপতিমতে ঈশ্বর নিত্যশুদ্ধ নির্গুণস্বভাব হওয়াতে, ঈশ্বর ও অচেতন প্রধানাদির মধ্যে প্রের্য্যপ্রেরকসম্বন্ধ কোন প্রকারে উপপন্ন হয় না ; অতএব নিত্য নির্গুণস্বভাব পশুপতি (পশু=জীব, পশুপতি= জীবপতি—ঈশ্বর) জগৎকারণ হইতে পারেন না।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩৯শ সূত্র। অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ॥

[প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান দ্বারা ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ হয়েন, ইহাও অপসিদ্ধান্ত]

ভাষ্য।—দৃষ্টবিরুদ্ধত্বান্নিত্যস্যোত্তরভাবিত্বাদনিত্যস্য চ শরীর-স্যানুপপত্তেশ্চ ন পশুপতির্জ্জগদ্ধেতুঃ।

ব্যাখ্যা :—লোকতঃ দৃষ্ট হয় যে, ঘটের নিমিত্তকারণ কুম্ভকার সশরীর হওয়াতেই মৃৎপিণ্ডোপাদান দ্বারা ঘট রচনা করে ; পাশুপতগণ বেদের উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া অনুমানকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে গ্রহণ করেন ; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে অনুমান দ্বারা জগতের নিমিত্তকারণ ঈশ্বরের স্বরূপ অবধারণ করিতে হইলে, তাঁহাকেও শরীরধারী বলিতে হয় ;

কিন্তু শরীরমাত্রই সৃষ্ট ও বিনশ্বর ; পরন্তু ঈশ্বরকে নিত্য বলিয়া পাশুপতগণ স্বীকার করেন ; অতএব তিনি নিত্য হইলে, (যেহেতুক তাঁহার নিত্য সশরীরত্ব উপপন্ন হইতে পারে না, অতএব) তাঁহার শরীরকে অনিত্য বলিতে হইবে, তাহাও অসম্ভব ; কারণ, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা অনিত্যশরীর-ধারী, ইহা সর্ব্বদা অনুপপন্ন ও অসম্ভব,—এইরূপ বলিলে তিনি অন্য কারণের অধীন হয়েন। অতএব ঈশ্বরের কোন প্রকার শরীর থাকা অনুমান দ্বারা সিদ্ধান্ত করা যায় না ; আবার শরীর না থাকিলে, অচেতন জগতে অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণের অগম্য ; অতএব পূর্ব্বোক্ত পশুপতি জগতের হেতু হইতে পারেন না।

২য় অঃ ২য় পাদ ৪০শ সূত্র। করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ ॥

ভাষ্য।—জীববৎ করণকলেবরকল্পনাপি ন সম্ভবতি ভোগাদি-প্রসক্তেঃ।

ব্যাখ্যা :—পরন্তু জীব যেমন অশরীরী হইয়াও ইন্দ্রিয়াদিকলেবর দ্বারা দেহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়েন, তদ্রূপ ঈশ্বরও ইন্দ্রিয়াদিকলেবর দ্বারা জগতের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়েন ; এইরূপ কল্পনারও সম্ভাবনা হয় না ; কারণ তাহা হইলে, জীবের ন্যায় ঈশ্বরেরও সুখদুঃখাদিভোগপ্রসঙ্গ হয়, এবং তাঁহার ঈশ্বরত্ব আর কিছু থাকে না।

২য় অঃ ২য় পাদ ৪১শ সূত্র। অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা ॥

ভাষ্য।—তস্য পুণ্যাদিরূপাদৃষ্টযোগেঽন্তবত্ত্বমজ্ঞত্বং চ স্যাৎ।

ব্যাখ্যা :—(ঈশ্বরের ভোগাদি স্বীকার করিলেও কোন দোষ হয় না ; অতি সামান্য হিমকণিকা যেমন বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের উত্তাপ খর্ব্ব করিতে পারে না, তদ্রূপ উক্ত ভোগও ঈশ্বরকে খর্ব্ব করিতে পারে না। যদি এইরূপ আপত্তি হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে, যে এইরূপ বলিলে) পুণ্যাপুণ্যাদি

অদৃষ্টযোগে ঈশ্বরও জীবের ন্যায় অন্তবিশিষ্ট ও অসর্ব্বজ্ঞ হইয়া পড়েন; কারণ ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট সুখদুঃখাদিভোগসম্পন্ন কেহই জন্মমরণাদিবিহীন এবং পূর্ণজ্ঞ বলিয়া দৃষ্ট হয় না; লৌকিক দৃষ্টান্তে ঈশ্বরও যুগপৎ অন্তবিশিষ্ট ও অজ্ঞ হইয়া পড়েন। পরন্তু এইরূপ ঈশ্বর পাশুপতদিগেরও সম্মত নহে।

ইতি পাশুপতমত-খণ্ডনাধিকরণম্

—:*:—

একণে শক্তিবাদ খণ্ডিত হইতেছে। যাঁহারা বলেন যে পুরুষসংযোগ বিনা একা শক্তি হইতেই জগৎ উৎপন্ন হয়, তাঁহাদিগকে "শক্তিবাদী" বলে। তাঁহাদিগের মতের খণ্ডন হইতেছে :—

২য় অঃ ২য় পাদ ৪২শ সূত্র। উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥*

* শাঙ্করমতে এই সূত্র এবং তৎপরবর্ত্তী সূত্রগুলি দ্বারা ঈশ্বর, প্রকৃতি ও তদধিষ্ঠাতা এই উভয়াত্মক বলিয়া যে মত, তাহা খণ্ডিত হইতেছে। ইহাকে ভাগবত মত বলিয়া তিনি ভাষ্যে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সূত্রের ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন যে—

বেদান্তও ঈশ্বরের ঈদৃশ স্বরূপই স্থাপন করিয়াছেন, ঈশ্বরই জগতের প্রকৃতি এবং অধিষ্ঠাতা; ব্রহ্মসূত্রেও এই মতই স্থাপিত হইয়াছে, তবে কি নিমিত্ত সূত্রকার এই পক্ষ প্রত্যাখ্যান করিতেছেন? বলিতেছি; যদিও এই অংশে কোন বিরোধ নাই, তথাপি অন্য অংশে বিরোধ আছে, তাহাই প্রত্যাখ্যানের নিমিত্ত বিচারের আরম্ভ। ভাগবতেরা বলেন যে, ভগবান্ বাসুদেব নিরঞ্জন জ্ঞানস্বরূপ, তিনিই এক ঈশ্বর, তিনি আপনাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত আছেন, যথা:—বাসুদেবব্যূহ, সঙ্কর্ষণব্যূহ, প্রদ্যুম্নব্যূহ ও অনিরুদ্ধব্যূহ; বাসুদেব পরমাত্মা নামে উক্ত, সঙ্কর্ষণই মূল জীবশক্তি, প্রদ্যুম্নের নাম মনঃ অথবা প্রজ্ঞা, অনিরুদ্ধের নাম অহঙ্কার; বাসুদেবই ইঁহাদের সকলের মূলপ্রকৃতি (উপাদান কারণ), সঙ্কর্ষণাদি তাঁহার কার্য্য। এইরূপ ভগবান্কে অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগ দ্বারা বহুদিন ধরিয়া সেবা করিলে নিষ্পাপ হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাগবতগণ বলেন, যে এই নারায়ণ বাসুদেব প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ, পরমাত্মা, সর্ব্বাত্মা; তিনি আপনি আপনাকে অনেক প্রকার করিয়া নানা ব্যূহে অবস্থিত হয়েন, তৎসম্বন্ধে কোন বিরোধ নাই, কারণ "পরমাত্মা এক প্রকার হয়েন, তিন প্রকার হয়েন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা পরমাত্মার অনেক প্রকার হওয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। ভাগবতেরা যে অনবরত অনন্যচিত্ত হইয়া অভিগমনাদিলক্ষণ ভগবৎ-আরাধনা কর্ত্তব্য বলিয়া অভিমত করেন, তাহার সহিতও কোন বিরোধ নাই; কারণ, শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে

ভাষ্য।—পুরুষমন্তরেণ শক্তেঃ সকাশাজ্জগদুৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ন তৎকারণবাদোঽপি সাধুঃ।

ঈশ্বরপ্রণিধানের প্রসিদ্ধি আছে। পরন্তু তাঁহারা যে বলেন, বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হয়, এই অংশসম্বন্ধেই বিরোধ; যেহেতু, বাসুদেবাখ্য পরমাত্মা হইতে সঙ্কর্ষণাখ্য জীবের উৎপত্তি সম্ভব হয় না, কারণ তাহাতে জীবের অনিত্যত্বাদি দোষপ্রসক্তি হয়; জীবের উৎপত্তি স্বীকার করিলে, তাহার অনিত্যত্ব দোষ হয়, অতএব ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ তাহার পক্ষে অসম্ভব হয়; কারণ, ভগবৎপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই তাহার বিনাশের প্রসক্তি আছে। এবং সূত্রকার "নাত্মাশ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" সূত্রে জীবের উৎপত্তি প্রতিষেধ করিয়াছেন।"

৪৩ সংখ্যক সূত্রের ব্যাখ্যা শ্রীশঙ্করাচার্য্য এইরূপ করিয়াছেন, যথাঃ—লোকতঃ এইরূপ দৃষ্ট হয় না যে, দেবদত্তাদি কর্ত্তা কুঠারাদি করণ সৃষ্টি করেন; অতএব ভাগবতগণ যে বলেন, কর্ত্তা সঙ্কর্ষণজীব, প্রদ্যুম্নসংজ্ঞক মনঃ নামক করণের স্রষ্টা, এবং সেই প্রদ্যুম্ন আবার অহঙ্কারাখ্য অনিরুদ্ধের স্রষ্টা, তাহা সঙ্গত নাহে।

৪৪ সংখ্যক সূত্রের ব্যাখ্যা শাঙ্করভাষ্যে এইরূপ আছে, যথাঃ—যদি সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি সকলকেই জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিশক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বর বল, তাহা হইলেও তাঁহাদের এক হইতে অপরের উৎপত্তি হইতে পারে না বলিয়া যে আমরা আপত্তি করিতেছি, তাহার অপ্রতিষেধ স্বীকার করিতে হইল, অর্থাৎ সেই আপত্তি সঙ্গত বলিয়াই স্বীকৃত হইল।

৪৫ সূত্রের অর্থ এইরূপ করা হইয়াছে, যথাঃ—এই শাস্ত্রে গুণগুণীভাব প্রভৃতি অনেক প্রকার বিপ্রতিষেধ (বিরুদ্ধ কল্পনা) দৃষ্ট হয়, এবং বেদনিন্দাও এই শাস্ত্রে আছে: যথাঃ—এইরূপ বাক্য তাহাতে দৃষ্ট হয়, "শাণ্ডিল্য ঋষি বেদচতুষ্টয়ে শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত না হইয়া এই শাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন।" এই সকল কারণে ভাগবতদিগের মত অসঙ্গত।

এই সকল সূত্রের শাঙ্করব্যাখ্যাতে অতিশয় কষ্ট কল্পনা দৃষ্ট হয়; বিশেষতঃ সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের সৃষ্টি যে সকল হেতুতে শঙ্করাচার্য্য অপসিদ্ধান্ত বলিয়া মত করিয়াছেন, তাহা বেদান্তবাক্য, এবং সূত্রকারের অনুমোদিত বলিয়া দৃষ্ট হয় না। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতি যাহা ব্রহ্মসূত্রে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, যে সৃষ্টি প্রারব্ধ হইবার পূর্ব্বে জীব ও ব্রহ্ম বলিয়া কোন ভেদ থাকে না; সকলই ব্রহ্মসত্তায় লীন হইয়া এক হইয়া যায়; পুনরায় সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইলে, চেতনাচেতন জীব ও জড়াত্মক বিশ্ব প্রকাশিত হয়। শ্রুতি স্বয়ংই বলিয়াছেন যে 'যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিয়ন্তি"

ব্যাখ্যা :—পুরুষবিনা কেবল শক্তি হইতে জগতের উৎপত্তি অসম্ভব,

(যেমন প্রদীপ্ত পাবক হইতে বিস্ফুলিঙ্গ সকল বহির্গত হয়, তাহারা অগ্নিরই স্বরূপ, তদ্রূপ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে বিবিধ সমানরূপ সকল প্রকাশিত হয় এবং পরে তাহারা সেই অক্ষরেই লয় প্রাপ্ত হয়)। পরন্তু জড়জগৎ বিকারী, অচেতন বস্তু জীব চৈতন্য-স্বরূপ ; সুতরাং জড়জগতের যেমন এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পরিণাম হয়, (যেমন আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি ; যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ ইত্যাদি), তদ্রূপ জীবের কোন বিকার নাই ; সুতরাং প্রাকৃতিক প্রলয়াবস্থায় জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্ত পরমকারণে লীন হইলে, ব্রহ্ম হইতে পৃথকরূপে জীবের প্রকাশ কিছুমাত্র থাকে না, দেহাদি পুনরায় সৃষ্ট হইলে, তদবিশিষ্ট হইয়া জীব প্রকাশিত হয়েন। জীব ও জড়জগতের, সৃষ্টির পর প্রকাশিত হওয়া বিষয়ে এই তারতম্য আছে ; তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়াই জড়জগতের ন্যায় জীবের সৃষ্টি না থাকা বলা যায়। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ ; সুতরাং তৎশক্তিপ্রভাবে প্রলয়ান্তে পুনরায় সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে, জীব ও স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ পূর্ব্ববৎ প্রকাশিত হয় ; পরন্তু তদ্বিশিষ্ট জীবের মোক্ষ-প্রাপ্তির কোন ব্যাঘাত হয় না। সুতরাং জীব নিত্য বলিয়া সঙ্কর্ষণাদির সৃষ্টিবিষয়ে শঙ্করাচার্য্য যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহা অমূলক। মাণ্ডুক্যাদি শ্রুতিতে তুরীয়, প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বৈশ্বানর-ভেদে যে ব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন, তাহা পঞ্চরাত্রোক্ত উপাসনার ব্যবস্থাপক্ষে যথাসম্ভব আনুকূল্যই করে।

দেবদত্তাদি কর্ত্তার কুঠারাদি করণের সৃষ্টিসামর্থ্য নাই দৃষ্টান্তে যে প্রদ্যুম্নাদির সৃষ্টিবিষয়ে শঙ্করাচার্য্য আপত্তি করিয়াছেন, তাহাও অমূলক। ভগবান্ বেদব্যাস দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদের ২৫ সংখ্যক সূত্রে "দেবাদিবদপি লোকে" এই বাক্য দ্বারা দেবতা ও সিদ্ধগণ যে ইচ্ছামাত্রে অপর সাধন ব্যতিরেকে নানাবিধ বিশেষ বিশেষ সৃষ্টি রচনা করিতে পারেন, তাহা জানাইয়াছেন, এবং ঐ সূত্রের শাঙ্করভাষ্যেও তাহা বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবতগণ অনুমানকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলেন না ; তাঁহারা বেদান্তবাক্যের প্রামাণিকতা স্বীকার করেন। তাঁহারা কেবল অনুমানবাদী হইলেও বা দেবদত্ত ও কুঠারের দৃষ্টান্তে তাঁহাদের বিরুদ্ধে অনুমান উপস্থিত করা যাইতে পারিত, তাঁহারা ব্রহ্মের জগৎকারণতা স্বীকার করাতে, এবং শ্রুত্যনুগামী উপাসনাপ্রণালী গ্রহণ করাতে এই দৃষ্টান্ত তাঁহাদের বিরুদ্ধে কার্য্যকর নহে, এবং ইহা সূত্রকারের অভিপ্রেত বলিয়া অনুমিত হয় না। যে মত বিরুদ্ধ বলিয়া শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য খণ্ডন করিতেছেন, তাহা ভগবান্ বেদব্যাস স্বয়ং শ্রীমন্নারদের নিকট ভগবদুক্তি বলিয়া মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ৩৩৯ অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা :—

যং প্রবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তা বৈ দ্বিজসত্তমাঃ।

স বাসুদেবো বিজ্ঞেয়ঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ২৫ ।

অতএব শক্তিকারণবাদও অসাধু। (জীবরূপী পুরুষ সর্ব্বত্রই শক্তির আধার—আশ্রয় থাকা দৃষ্ট হয়, আশ্রয়সংযোগ বিনা শক্তি থাকিতেই পারে না; অনাশ্রয় শক্তি তবে জগদ্-রচনা কিরূপে করিতে পারে?)

২য় অঃ ২য় পাদ ৪৩শ সূত্র। **ন চ কর্ত্তুঃ করণম্ ॥**

ভাষ্য।—পুরুষসংসর্গোঽস্তি, ইতি চেৎ পুরুষস্য করণং নাস্তি তদানীম্ ॥

নিত্যং হি নাস্তি জগতি ভূতং স্থাবর-জঙ্গমম্।
ঋতে তমেকং পুরুষং বাসুদেবং সনাতনম্॥ ৩২
সর্ব্বভূতাত্মভূতো হি বাসুদেবো মহাবলঃ।
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্॥ ৩৩।
তে সমেতা মহাত্মানঃ শরীরমিতি সংজ্ঞিতম্।
তদাবিশতি যো ব্রহ্মন্নদৃষ্টো লঘুবিক্রমঃ।
...স জীবঃ পরসংখ্যাতঃ শেষঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ।
...যো বাসুদেবো ভগবান্ ক্ষেত্রজ্ঞো নির্গুণাত্মকঃ।
জ্ঞেয়ঃ স এব রাজেন্দ্র জীবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ॥ ৪০
সঙ্কর্ষণাচ্চ প্রদ্যুম্নো মনোভূতঃ স উচ্যতে।
প্রদ্যুম্নাদ্ যোঽনিরুদ্ধস্তু সোঽহংকারঃ স ঈশ্বরঃ॥ ৪১। ইত্যাদি।

বেদনিন্দার কথা যে শঙ্করাচার্য্য উল্লেখ করিয়াছেন, সেই দোষও ভাগবতমতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত করা যায় না; বেদের কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি অনাস্থা স্থাপন করিয়া জীবকে মুমুক্ষু করিবার নিমিত্ত ভাষ্যোদ্ধৃত বাক্যসদৃশ বাক্য এবং তদপেক্ষাও কঠোরতর বাক্য সকল ভগবদ্গীতা প্রভৃতিতেও বহুস্থলে উক্ত হইয়াছে:—যথা:—"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন" "জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে" "যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে। তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ" "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ" ইত্যাদি।

গুণ ও গুণী এবং শক্তি ও শক্তিমান্ ইত্যাদি ভেদ প্রদর্শন করিয়া শিষ্যের বুদ্ধিকে উদ্বোধিত করা সর্ব্বশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়; এই ব্রহ্মসূত্রেও জীব, জগৎ, ও ব্রহ্মে যে ভেদ-সম্বন্ধও আছে, তাহা সূত্রকার নানাস্থানে স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন; সুতরাং ৪৫ সূত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা শাঙ্করভাষ্যে কৃত হইয়াছে, তাহা সূত্রকারের অনুমোদিত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। শ্রীভাষ্যে এই অধিকরণোক্ত সূত্র সকলের শাঙ্করিক ব্যাখ্যা খণ্ডন পূর্ব্বক ইহাদিগকে সাত্ত্বতমতের ব্যবস্থাপক বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যা :—লোকতঃ দৃষ্ট হয় স্ত্রী, পুরুষসংসর্গ লাভ করিয়া পরে তদ্ব্যতিরেকে স্বয়ংই পুত্রোৎপাদনের হেতু হয়, তদ্রূপ শক্তিও প্রথমে পুরুষসংসর্গ লাভ করিয়া, পরে স্বয়ংই সৃষ্টি রচনা করে; ইহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ সৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষের ইন্দ্রিয়াদি কোন করণ নাই, যদ্দ্বারা তিনি শক্তির সহিত সংযুক্ত হইতে পারেন।

২য় অঃ ২য় পাদ ৪৪শ সূত্র। বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদ-প্রতিষেধঃ ॥

ভাষ্য।—স্বাভাবিকবিজ্ঞানাদিভাবেঽঙ্গীকৃতে তু তদপ্রতিষেধঃ. স্বতো বিনষ্টঃ শক্তিবাদঃ, ব্রহ্মস্বীকারাৎ ॥

ব্যাখ্যা :—পূর্ব্বোক্ত দোষপরিহারার্থ যদি বল, পুরুষ স্বভাবতঃ বিজ্ঞানাদিশক্তিসম্পন্ন, শক্তি তাঁহারই অঙ্গীভূত, তবে এই মতের কোন প্রতিষেধ নাই; বেদান্তও ব্রহ্মকে স্বাভাবিকশক্তিসম্পন্ন বলিয়াছেন, এবং সেই শক্তি দ্বারাই জগৎ সৃষ্ট হয়, ইহাই বেদান্তের উপদেশ; কিন্তু ইহা স্বীকার করিলে, ব্রহ্মকারণত্ব স্বীকার করা হইল; শক্তিকারণবাদ স্বতঃই বিনষ্ট হইল।

২য় অঃ ২য় পাদ ৪৫শ সূত্র। বিপ্রতিষেধাচ্চ ॥

ভাষ্য।—শ্রুতিস্মৃতিবিপ্রতিষেধাচ্চ শক্তিপক্ষোঽপ্রামাণিকঃ।

শ্রুতি ও স্মৃতির বিরুদ্ধ হওয়াতে শক্তিকারণবাদ গ্রহণীয় নহে।

ইতি শক্তিবাদ-খণ্ডনাধিকরণম্

ইতি বেদান্তদর্শনে—দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ।

ওঁ তৎ সৎ।

বেদান্ত-দর্শন

দ্বিতীয় অধ্যায়—তৃতীয় পাদ

এই পাদে সূত্রকার ব্রহ্ম হইতে আকাশাদি বিশেষ বিশেষ ভূতগ্রামের সৃষ্টিবিষয়ক শ্রুতিসকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং জীবের স্বরূপ কি, তাহাও অবধারিত করিয়াছেন; এবং শ্রুতিসকল যে পরস্পর বিরুদ্ধ নহে, তাহাও প্রদর্শন করিয়াছেন।

২য় অঃ ৩য় পাদ ১ম সূত্র। ন বিয়দশ্রুতেঃ ॥

(ন-বিয়ৎ উৎপদ্যতে, অশ্রুতেঃ ছান্দোগ্যে তদুৎপত্ত্যশ্রবণাৎ ইত্যর্থঃ)

ভাষ্য।—পরপক্ষেণ স্বপক্ষস্যাঽবিরুদ্ধত্বং নিরূপিতমধুনা শ্রুতীনামন্যোঽন্যবিরোধাঽভাবো নিরূপ্যতে। বিয়ন্নোৎপদ্যতে। কুতঃ? ছান্দোগ্যে তদুৎপত্ত্যশ্রবণাদিতি পূর্ব্বপক্ষঃ ॥

ব্যাখ্যা:—পরপক্ষের মত খণ্ডনের দ্বারা শ্রুতি ও যুক্তির সহিত স্বীয় মতের অবিরুদ্ধতা স্থাপিত হইয়াছে; এইক্ষণ শ্রুতিসকলের পরস্পর বিরুদ্ধতার অভাব নিরূপিত হইবে। পূর্ব্বপক্ষ:—আকাশ নিত্যপদার্থ, তাহার উৎপত্তি নাই; কারণ ছান্দোগ্যশ্রুতি জগদুৎপত্তিবর্ণনা স্থলে আকাশের উৎপত্তি বর্ণনা করেন নাই। ছান্দোগ্য শ্রুতি যথা:—"তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত" ইত্যাদি (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ষষ্ঠপ্রপাঠক দ্বিতীয় খণ্ড)।

২য় অঃ ৩য় পাদ ২য় সূত্র। অস্তি তু ॥

ভাষ্য।—তত্রোচ্যতে "আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইতি তৈত্তিরীয়কেঽস্তি বিয়দুৎপত্তিরিতি ॥

ব্যাখ্যা:—উত্তর,—ছান্দোগ্যে না থাকিলেও তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তি বর্ণিত আছে। তৈত্তিরীয়শ্রুতি যথা:—"তস্মাদ্বা

এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।" ইত্যাদি (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ দ্বিতীয় বল্লী প্রথম অনুবাক)।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩য় সূত্র। গৌণ্যসম্ভবাচ্ছব্দাচ্চ ॥

(গৌণী,—অসম্ভবাৎ,—শব্দাৎ—চ)।

ভাষ্য।—শঙ্কতে, নিরবয়বাস্যাকাশস্যোৎপত্ত্যসম্ভবাৎ "বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চৈতদমৃতমি"-তি শব্দাচ্চ "আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইতি শ্রুতির্গৌণী॥

ব্যাখ্যা:—পুনরায় আপত্তি হইতেছে—উক্ত তৈত্তিরীয়শ্রুতিতে যে আকাশের উৎপত্তি বলা হইয়াছে, তাহা গৌণার্থে গ্রহণ করা উচিত, (ঐ উৎপত্তি বাচক "সম্ভূত" শব্দকে মুখ্যার্থে গ্রহণ করা উচিত নহে; "আকাশং করোতি" ইত্যাকার বাক্য লোকতঃও এইরূপ গৌণার্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়; তাহাতে আকাশকে সৃষ্টি করিতেছে বুঝায় না; তদ্রূপ এই স্থলেও "সম্ভূত" শব্দের গৌণার্থই গ্রহণ করা উচিত। আকাশ হইতে আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায় বলিতে হইবে)। কারণ নিরবয়ব সর্ব্বব্যাপী আকাশের উৎপত্তি অসম্ভব। এবং শ্রুতিও বলিয়াছেন "বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চৈতদমৃতং" (বায়ু ও আকাশ অমৃত) ইত্যাদি।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪র্থ সূত্র। স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ।

(স্যাৎ—চ—একস্য (শব্দস্য),—ব্রহ্মশব্দবৎ)

ভাষ্য।—একস্য সম্ভূতশব্দস্যাকাশে গৌণত্বমুত্তরত্র মুখ্যত্বং তু "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব তপো ব্রহ্মে"-তিবৎ স্যাৎ।

ব্যাখ্যা:—যদি বল এক "সম্ভূত" শব্দের যেমন আকাশসম্বন্ধে ব্যবহার হইয়াছে, তদ্রূপ এই একই বাক্য বায়ু, অগ্নি, অপ্ ও পৃথিবী প্রভৃতি সম্বন্ধেও ব্যবহৃত হইয়াছে; অতএব শেষোক্ত স্থলে মুখ্যার্থে প্রয়োগ যখন

অবশ্য স্বীকার্য্য, তখন আকাশের স্থলেও মুখ্যার্থেই প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ; তবে তদুত্তরে বলিতেছি যে, শ্রুতিতে একই শব্দের একই বাক্যে ভিন্নার্থে প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে ; যেমন "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব, তপো ব্রহ্ম" এই শ্রুতিবাক্যে (তৈ ৩য়) ব্রহ্মশব্দ জিজ্ঞাস্যরূপে মুখ্যার্থে এবং তপঃস্বরূপে গৌণার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বকথিত তৈত্তিরীয়বাক্যে "সম্ভূত" শব্দের গৌণার্থে প্রয়োগ হইয়াছে বলা দৃষ্টান্ত-বিরুদ্ধ নহে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৫ম সূত্র। প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ ॥

ভাষ্য।—শঙ্কা নিরাক্রিয়তে ; আকাশাদিবস্তুজাতস্য ব্রহ্মাঽ-ব্যতিরেকাদ্ব্রহ্মবিজ্ঞানাৎ সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞায়াঃ অনুপরোধো ভবতি। আকাশস্যানুৎপন্নত্বে তু সবিজ্ঞেয়ব্যতিরেকঃ স্যাৎ, তস্মাৎ সা বাধ্যেত, সর্ব্বস্য ব্রহ্মাপৃথক্ত্বং চ "ঐতদাত্ম্যমিদমি"-ত্যাদিশব্দেভ্যঃ ॥

ব্যাখ্যা :—এক্ষণে সূত্রকার ক্রমশঃ পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষসকলের উত্তর প্রদান করিতেছেন :—এইরূপ বলিলে শ্রুতির প্রতিজ্ঞাহানি হয় ; কারণ, ছান্দোগ্যশ্রুতি, ব্রহ্মবিজ্ঞান হইলে সর্ব্ববিষয়ক বিজ্ঞান হয় বলিয়া প্রতিজ্ঞা স্থাপন করিয়াছেন। আকাশ প্রভৃতি বস্তুজাত ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেই ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান হয় বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা, তাহা স্থির থাকে। আকাশ যদি অনুৎপন্ন বস্তু হইল, তবে তাহা ব্রহ্ম হইতে ব্যতিরিক্ত জ্ঞাতব্য বস্তু বলিয়া গণ্য হয় এবং প্রতিজ্ঞার বাধা ঘটে। "সদেব সৌম্যেদ-মগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" এবং "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি বাক্যে ছান্দোগ্যশ্রুতি প্রথমেই আকাশাদি সর্ব্ববস্তুর ব্রহ্ম হইতে অভিন্নত্ব স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং ছান্দোগ্যশ্রুতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া তৈত্তিরীয়-শ্রুত্যুক্ত "সম্ভূত" শব্দের গৌণার্থ স্থাপন করা সঙ্গত নহে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৬ষ্ঠ সূত্র। যাবদ্বিকারং তু বিভাগো লোকবৎ ॥

[যাবৎ (চেতনাচেতনং জগৎ) (—বিকারম্ উৎপত্তিশীলং)—তু (চ),—বিভাগঃ,—লোকবৎ]।

ভাষ্য।—উপসংহরতি,"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বমি"-ত্যাদিবাক্যৈরাকাশাদিপ্রপঞ্চস্য ব্রহ্মাত্মকত্বপ্রতিপাদনেন বিকারত্বং নিশ্চীয়তে, তথা চ যাবদ্বিকারমুত্তব এব গম্যতে। "তত্তেজোঽসৃজতে"-ত্যাত্রাকাশস্যানুক্তিস্তেজআদেঃ সৃজ্যত্বেনোক্তিশ্চ লোকবদুপপদ্যতে। লোকে দেবদত্তপুত্রপূগং নির্দ্দিশ্য, তত্র কতিপয়ানামুৎপত্তিকথনেন সর্ব্বেষামুৎপত্তিরুক্তা ভবতি।

ব্যাখ্যা :—"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ছান্দোগ্যে আকাশাদি সর্ব্ববিধ প্রপঞ্চের ব্রহ্মাত্মকত্ব প্রতিপাদিত হওয়াতে, এতৎসমস্তই যে বিকারমাত্র এবং ইহারা যে সমস্তই উৎপত্তিশীল বস্তু, তাহা নিরূপিত হইয়াছে। "তত্তেজোঽসৃজত" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্তবাক্যে আকাশের অনুল্লেখ এবং তেজঃপ্রভৃতির উৎপত্তির যে উল্লেখ, তাহা লৌকিক দৃষ্টান্তে অযুক্ত নহে। লোকে যেমন দেবদত্তের পুত্রশ্রেণীকে লক্ষ্য করিয়া সম্মুখস্থিত কয়েকজনের মাত্র নাম করিয়া, তাহাদের জনকের নির্দ্দেশ করিলে স্থগিত হয়, তদ্দ্বারাই সকলের জনকবিষয়ে জ্ঞান জন্মে; তদ্রূপ প্রত্যক্ষীভূত ক্ষিতি, অপ্ ও তেজের উৎপত্তি বর্ণনা দ্বারাই শ্রুতি অপর সকলেরও উৎপত্তিকারণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। সমস্ত জাগতিক পদার্থই ব্রহ্মাত্মক-বলিয়া শ্রুতি পূর্ব্বে উল্লেখ করাতে, পৃথিবী জল ও তেজের সমশ্রেণীতে বায়ু ও আকাশও ভুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

আকাশ যে সর্ব্বব্যাপী নহে, শ্রুতি তাহা আকাশকে ব্রহ্মের অঙ্গীভূত বলাতেই প্রতিপাদিত হইয়াছে; জীবাত্মা ও বুদ্ধি প্রভৃতি যে আকাশ হইতে পৃথক্, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত; সুতরাং পরমার্থতঃ আকাশ সর্ব্বব্যাপী নহে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৭ম সূত্র। এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ॥

(মাতরিশ্বা-বায়ুঃ)

ভাষ্য।—অনেন বিয়দুৎপত্তিন্যায়েন বায়ুরপি ব্যাখ্যাতঃ।

ব্যাখ্যা :—আকাশের উৎপত্তি যেরূপ যুক্তিতে নিষ্পন্ন করা হইল, তদ্দ্বারাই বায়ুরও ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি ব্যাখ্যাত হইল বুঝিতে হইবে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৮ম সূত্র। অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ ॥

[সতঃ (ব্রহ্মণঃ) অসম্ভবঃ (অনুৎপত্তিরেব) তদুৎপত্ত্যনুপপত্তেঃ]

ভাষ্য।—সতো ব্রহ্মণোঽসম্ভবোঽনুৎপত্তিরেব জগৎকারণোৎ-পত্ত্যনুপপত্তেঃ।

ব্যাখ্যা :—ব্রহ্ম নিত্য সদ্বস্ত, তাঁহার উৎপত্তি উপপন্ন হয় না। (তাঁহার উৎপত্তি শ্রুতিবিরুদ্ধ ; পরন্তু তাঁহার উৎপত্তি যুক্তিবিরুদ্ধও বটে ; কারণ, এইরূপ উৎপত্তি স্বীকার করিলে, তাহার উৎপত্তি, তাহার উৎপত্তি, তাহার উৎপত্তি এইরূপে অনবস্থা দোষ ঘটে)।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৯ম সূত্র। তেজোঽতস্তথা হ্যাহ ॥

[অতঃ-(বায়োঃ)-তেজঃ-উৎপদ্যতে ; হি (নিশ্চয়ে)। কুতঃ শ্রুতিস্তথৈ-বাহ]।

ভাষ্য।—পূর্ব্বপক্ষয়তি "মাতরিশ্বনস্তেজো জায়তে বায়ো-রগ্নিরি"-তি শ্রুতেঃ।

ব্যাখ্যা :—(ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম হইতেই তেজের উৎপত্তি ; তৈত্তিরীয় বলিয়াছেন, বায়ু হইতে তেজের উৎপত্তি ; অতএব তৎসম্বন্ধে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার প্রথমে পূর্ব্বপক্ষে বলিতেছেন) :—বায়ু হইতেই তেজের উৎপত্তি বলিতে হইবে, কারণ শ্রুতি ইহা স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন।

২য় অঃ ৩য় পাদ ১০ম সূত্র। আপঃ ॥

ভাষ্য।—তেজস আপো জায়ন্তে "অগ্নেরাপ"-ইতি শ্রুতেঃ।

ব্যাখ্যা :—এইরূপ "অগ্নেরাপঃ" (তৈঃ ২ব) এই বাক্যে অগ্নি হইতেই অপের উৎপত্তি জানা যায়।

২য় অ ৩য় পাদ ১১শ সূত্র। পৃথিবী ॥

ভাষ্য।—"অদ্ভ্যো ভূর্ভবতি" "তা অন্নমসৃজন্তে"-তি শ্রুতেঃ।

ব্যাখ্যা :—এইরূপ "অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" (তৈ ২ব) এবং "তা অন্নমসৃজন্ত" (ছাঃ ৬অ ২খ) এই বাক্যে অপ্ হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি জানা যায়।

২য় অঃ ৩য় পাদ ১২শ সূত্র। পৃথিব্যধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ ॥

[পৃথিবী, ("অন্ন"-শব্দঃ পৃথিবীবাচকঃ), কুতঃ? অধিকারাৎ, রূপাৎ শব্দান্তরাচ্চ ইত্যর্থঃ]

ভাষ্য।—অন্নপদেন ভূরুচ্যতে মহাভূতাধিকারাৎ। "যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যে"তি রূপশ্রবণাৎ "অদ্ভ্যঃ পৃথিবী"-তি শব্দান্তরাচ্চ।

ব্যাখ্যা :—উক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতি সৃষ্টিবর্ণনায় বলিয়াছেন "তা আপ··· অন্নমসৃজন্ত" (অপ্ অন্ন সৃষ্টি করিলেন) এইস্থলে "অন্ন" শব্দের অর্থ পৃথিবী ; কারণ, মহাভূতের উৎপত্তিবর্ণনাই ঐ অধ্যায়ের অধিকার (বিষয়); ঐ অধ্যায়ে "যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য" (ছাঃ ৬অঃ ৪খ) ইত্যাদি বাক্যে "অন্নের" যে রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, তদ্দ্বারাও তাহা পৃথিবী-বোধক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এবঞ্চ অন্য তৈত্তিরীয় শ্রুতি "অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" বাক্যে অপ্ হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

২য় অঃ ৩য় পাদ ১৩শ সূত্র। তদভিধ্যানাত্তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ ॥

[তু শব্দাৎ পূর্ব্বপক্ষো ব্যাবৃত্তঃ। সঃ (সর্ব্বেশ্বরঃ পরমাত্মা এব স্রষ্টা)। কুতঃ? তদভিধ্যানাৎ (তস্য "বহু স্যাং" ইতি সঙ্কল্পাৎ), তল্লিঙ্গাৎ ("তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" ইত্যাদি তজ্জ্ঞাপকাৎ শাস্ত্রাৎ ইত্যর্থঃ]।

ভাষ্য।—সিদ্ধান্তয়তি, "বহু স্যামি"-তি তদভিধানাৎ "তদাত্মানং স্বয়মকুরুতে"-ত্যাদি তজ্জ্ঞাপকাৎ শাস্ত্রাচ্চ পরমপুরুষস্তদন্তরাত্মা তৎকার্য্যস্রষ্টেতি।

ব্যাখ্যা:—শ্রুতি আকাশাদির স্রষ্টৃত্ব বর্ণনা করিলেও সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মাই সর্ব্বস্রষ্টা; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন (ছা ৬ অঃ ২খ) "অহং বহু স্যাম্" (বহু হইব) এইরূপ সঙ্কল্প দ্বারা ঈশ্বর সৃষ্টি রচনা করিলেন; এবং "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" (স্বয়ং আপনাকে সৃষ্টি করিলেন) (তৈঃ ২ব) ইত্যাদি ব্রহ্মবাচক শাস্ত্রবাক্যের দ্বারাও জগতের ব্রহ্মপরত্ব অবধারিত হয়। আকাশাদির নিজের সৃষ্টি করিবার অধিকার নাই; ব্রহ্ম আকাশাদিতে অধিষ্ঠিত হওয়াতে, উক্ত তৈত্তিরীয় প্রভৃতি শ্রুতিতে যে আকাশাদি-কর্ত্তৃক পর পর ভূতগ্রামের সৃষ্টি হওয়া বর্ণিত হইয়াছে; তাহার হেতু এই যে, ব্রহ্মই আকাশাদির অন্তরাত্মারূপে স্থির হইয়া পর পর সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন, আকাশাদির যে স্রষ্টৃত্ব, তাহা তাঁহারই। "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্, যোঽপ্সু তিষ্ঠন্, য আকাশে তিষ্ঠন্" ইত্যাদি শ্রুতি তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

২য় অঃ ৩য় পাদ ১৪শ সূত্র। বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ।

[অতঃ (উক্তসৃষ্টিক্রমাৎ) বিপর্য্যয়েণ (প্রাতিলোম্যেন ক্রমেণ) প্রলয়ক্রমো বোধ্য ইতি শেষঃ; উপপদ্যতে চ যুক্তিতঃ ইত্যর্থঃ]।

ভাষ্য।—অত উক্তসৃষ্টিক্রমাৎ প্রাতিলোম্যেন প্রলয়ক্রমোঽস্তি "পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। জললবণন্যায়েনোপপদ্যতে চ।

ব্যাখ্যা:—যে ক্রমে ভূত সকল উৎপন্ন হয়, তদ্বিপরীত ক্রমে লয় প্রাপ্ত হয়; শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—"পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে" ইত্যাদি।

যুক্তি দ্বারাও এইরূপই অনুমিত হয়। (লবণ, বরফ প্রভৃতি যেমন জলে লীন হয়, তদ্বৎ)।

২য় অঃ ৩য় পাদ ১৫শ সূত্র। অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ ॥

[বিজ্ঞায়তে অনেন ইতি বিজ্ঞানং, বিজ্ঞানঞ্চ মনশ্চ ইতি বিজ্ঞানমনসী, ব্রহ্মণো ভূতানাং চান্তরালে বিজ্ঞানমনসী স্যাতাম্ "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথিবী" ইত্যাদিলিঙ্গাৎ। এবং প্রাপ্তেন ক্রমেণ পূর্ব্বোক্তস্য ক্রমস্য বিরোধঃ; ইতি চেন্ন, অবিশেষাৎ "এতস্মাজ্জায়তে" ইত্যনেন ব্রহ্মণঃ সকাশাদেব বিজ্ঞানমনসোঃ খাদীনাঞ্চ উৎপত্তেরবিশেষাৎ।]

ভাষ্য।—বিজ্ঞানমনসী, "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চে"-ত্যাদিলিঙ্গাৎ পরমাত্মনো ভূতানাং চান্তরালে স্যাতামেবং প্রাপ্তেন ক্রমেণ পূর্ব্বোক্তস্য ক্রমস্য বিরোধ ইতি চেন্ন, বাক্যস্য ক্রমবিশেষপরত্বাভাবাৎ "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চে"ত্যনেন ব্রহ্মণঃ সকাশাদেব বিজ্ঞানমনসোঃ খাদীনাং চোৎপত্তেরবিশেষাৎ। ভূতোৎপত্তিরবিশেষাৎ। প্রকৃতের্ভূতোৎপত্তিক্রমপ্রতিপাদকে বাক্যে "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুরি"-ত্যাদৌ আত্মন আকাশস্য চান্তরালে সৃষ্টিসংহারক্রমবোধকবাক্যান্তরপ্রসিদ্ধানি বিজ্ঞানমনসীত্যনেনোপলক্ষিতানি অব্যক্তমহদহঙ্কারাদীনি তত্ত্বানি জ্ঞেয়ানীতি সংক্ষেপঃ।

ব্যাখ্যা :—"ইহা (এই আত্মা) হইতে প্রাণ মনঃ ইন্দ্রিয় আকাশ বায়ু অগ্নি অপ্ ও পৃথিবী জাত হয়," ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে (মুঃ, ২য়, ১ম) আত্মা

ও আকাশাদির মধ্যে বিজ্ঞান (ইন্দ্রিয়) এবং মনের উল্লেখ থাকায় পূর্ব্বোক্ত-ক্রমে আকাশাদির ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি এবং যথাক্রমে ব্রহ্মে লয় সঙ্গত হয় না ; ইহাদিগের মন ও ইন্দ্রিয় হইতে উৎপত্তিই সিদ্ধান্ত হয়। এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা যুক্তিসিদ্ধ নহে ; কারণ, বিজ্ঞান ও আকাশাদি সমস্তেরই ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি উক্ত "এতস্মাজ্জায়তে" বাক্যে উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত শ্রুতিতে আকাশাদির ও ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তিবিষয়ে কোন তারতম্য প্রদর্শিত হয় নাই। "ইহা হইতে আকাশ উৎপন্ন হয়" (তৈঃ ২ব) ইত্যাদি ভূতোৎপত্তির ক্রমপ্রতিপাদক বাক্য দ্বারা লক্ষিত আত্মা ও আকাশের মধ্যে অব্যক্ত মহৎ ও অহঙ্কারাদি তত্ত্ব আছে বলিয়া ঐ শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হয়।

এইরূপে আকাশাদি জড়বর্গের ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া এক্ষণে সূত্রকার জীবস্বরূপ নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

ইতি বিয়দাদের্ব্রহ্মণঃ ক্রমোৎপত্তি-নিরূপণাধিকরণম্।

—০—

২য় অঃ ৩য় পাদ ১৬শ সূত্র। চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাত্তদ্ব্যপদেশো ভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ ॥

[তদ্ব্যপদেশঃ জীবাত্মনো জন্মমৃত্যু-ব্যপদেশঃ ভাক্তঃ গৌণঃ স্যাৎ, যতস্তয়োর্জন্মমরণয়োর্ব্যপদেশঃ চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ স্থাবরজঙ্গমশরীরবিষয়ঃ ; তদ্ভাবে শরীরভাবে জন্মমরণয়োর্ভাবিত্বাৎ]।

ভাষ্য।—জীবাত্মা নির্ণীয়তে ; "দেবদত্তো জাতো মৃতঃ" ইতি ব্যপদেশো গৌণোঽস্তি। যতঃ, চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ। শরীরভাবে জন্মমরণয়োর্ভাবিত্বাৎ ॥

ব্যাখ্যা :—দেবদত্ত জাত অথবা মৃত হইয়াছে, এই বাক্যে জন্ম ও মৃত্যু

শব্দ গৌণার্থেই ব্যবহৃত হয়। শ্রুতিতেও কোন কোন স্থলে জীবের জন্ম মৃত্যুর কথা বলা হইয়াছে সত্য; কিন্তু চরাচরদেহের ভাবাভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ঐ জন্মমৃত্যুর উপদেশ করা হইয়াছে; জীবের জন্ম-মৃত্যু গৌণ, মুখ্য নহে; দেহযোগ হওয়াতে জন্ম মৃত্যু হয়।

২য় অঃ ৩য় পাদ ১৭শ সূত্র। নাত্মাঽশ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ॥

[ন-আত্মা (উৎপদ্যতে ; কুতঃ)-অশ্রুতেঃ (তদুৎপত্তিশ্রবণাভাবাৎ), তাভ্যঃ (শ্রুতিভ্যঃ) আত্মনঃ নিত্যত্বাৎ চ (নিত্যত্বাবগমাচ্চ)।]

ভাষ্য।—জীবাত্মা নোৎপদ্যতে, কুতঃ? স্বরূপতস্তদুৎপত্তি-বচনাভাবাৎ "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" "নিত্যো নিত্যানাং" "অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যো জীবস্য নিত্যত্বাবগমাচ্চ।

ব্যাখ্যা:—জীবাত্মার উৎপত্তি নাই; কারণ, শ্রুতি তাহার স্বরূপতঃ উৎপত্তি থাকা বলেন নাই, এবং "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" ইত্যাদি কঠশ্বেতা-শ্বতরপ্রভৃতি শ্রুতিতে আত্মার নিত্যত্ব এবং অজত্ব কথিত হইয়াছে।

ইতি জীবাত্মনো নিত্যত্বনিরূপণাধিকরণম্।

—০—

২য় অঃ ৩য় পাদ ১৮শ সূত্র। জ্ঞোঽত এব ॥

ভাষ্য।—অহমর্থভূত আত্মা জ্ঞাতা ভবতি।

ব্যাখ্যা:—শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে অহং পদের অর্থভূত জীবাত্মা নিত্য "জ্ঞ" অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ।

ইতি জীবাত্মনো জ্ঞত্ব-নিরূপণাধিকরণম্।

—০—

২য় অঃ ৩য় পাদ ১৯শ সূত্র। উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্ ॥

[উৎক্রমণাদিশ্রবণাৎ জীবোঽণুপরিমাণঃ]।

ভাষ্য।—জীবোঽণুঃ; "তেন প্রদ্যোতনেন এষ আত্মা নিষ্ক্রামতি চক্ষুষো বা মূর্দ্ধ্না বা অন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ, "যে বৈ কেচনাস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি," তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যাঽস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে" ইত্যুৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং শ্রবণাৎ।

অস্যার্থ:—"ইহা (হৃদয়স্থ নাড়ীমুখ) দীপ্তিমান্ হইয়া প্রকাশিত হইলে, তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া, এই আত্মা চক্ষুঃ মূর্দ্ধা অথবা শরীরের অন্তদেশ দ্বারা উৎক্রান্ত হয় ;" (বৃঃ ৪অঃ ৪ব্রা) "এই লোক হইতে যাঁহারা উৎক্রান্ত হয়েন, তাঁহারা সকলে চন্দ্রলোকে গমন করেন, (কৌষিতকী) সেই লোক হইতে পুনরায় এই কর্ম্মভূমিতে কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত প্রত্যাগত হয়েন," এই সকল শ্রুতিবাক্যে জীবাত্মার উৎক্রান্তি গতি ও পুনরাগমনের উল্লেখ থাকায়, আত্মা অণুপরিমাণ, বিভুস্বভাব নহেন। (বৃহদারণ্যক চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য)।

২য় অঃ ৩য় পাদ ২০শ সূত্র। স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ ॥

ভাষ্য।—উৎক্রান্তিঃ কদাচিৎ স্থিরস্যাপি গ্রাম্যস্বাম্যনিবৃত্তিবৎ স্যাৎ, (পরন্তু) উত্তরয়োঃ (গত্যাগত্যোঃ) স্বাত্মনৈব সম্ভাবস্তাবোঽণুঃ।

ব্যাখ্যা:—উৎক্রান্তি গতি ও আগতি যাহা পূর্ব্বকথিত শ্রুতিতে জীবের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে উৎক্রান্তি যদি বা কখনও গমনশীল ভিন্ন পুরুষের সম্বন্ধেও উক্ত হইতে পারে; যেমন গ্রামস্বামিত্ব কোন পুরুষের

নিবৃত্তি হইলে, তাহা উৎক্রান্তিশব্দের অভিধেয় হয় (যথা এই পুরুষ গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন); কিন্তু শেষোক্ত দুইটি (গতি ও অগতি) ক্রিয়ার কর্তৃত্ব সাক্ষাৎসম্বন্ধেই আত্মার আছে বলিতে হইবে; অতএব জীবাত্মা অণুস্বভাব,—বিভু নহে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ২১শ সূত্র। নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ ॥

(ন—অণুঃ),—অ—তৎ—শ্রুতেঃ; ইতি-চেৎ,—ন, ইতর—অধিকারাৎ)

ভাষ্য।—জীবং প্রস্তুত্য "স বা এষ মহান্" ইত্যতদ্বচনাদ্ ন জীবোঽণুরিতি চেন্ন, মধ্যে পরমাত্মনোঽধিকারাৎ ॥

ব্যাখ্যা:—"স বা এষ মহান্," (এই আত্মা মহান্) ইত্যাদি (বৃঃ ৪অঃ ৪ব্রা) বাক্য জীববিষয়ক প্রস্তাবে আত্মার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে; অতএব জীবাত্মাই "মহান্" বলিয়া শ্রুতির উপদেশ বুঝিতে হইবে; সুতরাং শ্রুতিতে জীবের "মহত্ত্ব" (অনণুত্ব) উপদেশ থাকাতে, জীব অণু নহে; যদি এইরূপ বল, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ উক্ত শ্রুতিতে (বৃহদারণ্যক ৪র্থ ব্রাহ্মণে) যে মহত্ত্ব উপদেশ করা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মের সম্বন্ধে,—জীবের সম্বন্ধে নহে। শ্রুতি প্রস্তাবারম্ভে "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ" (৩ব্রা ৭ম বাক্য) ইত্যাদি বাক্য জীবাত্মাবিষয়ে বলিতে আরম্ভ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত "স বা এষ মহানজ আত্মা" এই (৪ব্রাঃ ২২বা) বাক্যের পূর্ব্বেই "যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা" ইত্যাদি বাক্যে (৪ব্রাঃ ১৩ বাক্য) পরমাত্মাবিষয়ে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

২য় অঃ ৩য় পাদ ২২শ সূত্র। স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ ॥

(স্বশব্দোঽণু-বাচকঃ শব্দ)

ভাষ্য।—"এষোঽণুরাত্মা, বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগো জীব"-ইতি স্বশব্দোন্মানাভ্যাং জীবোঽণুঃ ॥

অস্যার্থ:—(জীবাত্মা অণুপরিমাণ, জীব কেশাগ্রের শতভাগের শতভাগ সদৃশ সূক্ষ্ম) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে (শ্বেতাঃ ৫অঃ ৯শ্লোক) অণুশব্দও উন্মান ('অল্প হইতেও অল্প পরিমাণ '-বাচক শব্দ থাকায়, জীব অণুস্বভাব, বিভু (মহৎ) স্বভাব নহে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ২৩শ সূত্র। অবিরোধশ্চন্দনবৎ ॥

ভাষ্য।—দেহৈকদেশস্থোঽপি কৃৎস্নং দেহং চন্দনবিন্দু-র্যথাহ্লাদয়তি, তথা জীবোঽপি প্রকাশয়তি, অতঃ কৃৎস্নশরীরে সুখাদ্যনুভবো ন বিরুধ্যতে।

অস্যার্থ:—একবিন্দু চন্দন দেহে স্পৃষ্ট হইলে, যেমন সমস্ত শরীরকে পুলকিত করে, তদ্রূপ জীবাত্মা স্বরূপতঃ অণু (সূক্ষ্ম) হইলেও সমস্ত দেহকে প্রকাশিত করেন, এবং সমস্ত দেহব্যাপী সুখাদির অনুভব করেন; সুতরাং জীবাত্মার অণুত্ব স্বীকারে সমস্ত দেহব্যাপী ভোগের কিছু বাধা হয় না।

২য় অঃ ৩য় পাদ ২৪শ সূত্র। অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাঽ-ভ্যুপগমাদ্ধৃদি হি ॥

ভাষ্য।—অবস্থিতিবিশেষভাবাৎ দৃষ্টান্তবৈষম্যম্ ইতি চেন্ন দেহৈকদেশে হরিচন্দনবৎ "হৃদি হ্যেষ আত্মা" ইতি জীবস্থিত্য-ভ্যুপগমাৎ।

অস্যার্থ:—চন্দনদৃষ্টান্ত সঙ্গত নহে; কারণ দেহের স্থানবিশেষে চন্দনের অবস্থিতিহেতু চন্দন এইরূপ সমস্ত দেহকে পুলকিত করিতে পারে; কিন্তু দেহে আত্মার এইরূপ স্থানবিশেষে অবস্থিতি সিদ্ধ নহে। এইরূপ আপত্তি

হইলে, তদুত্তরে বলিতেছি যে, "হৃদয়ে এই আত্মা অবস্থান করেন" ইত্যাদি (ছাঃ ৮অঃ ৩বা) শ্রুতিতে জীবাত্মার চন্দনবৎ দেহের একদেশে অবস্থিতিও উপদিষ্ট আছে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ২৫শ সূত্র। গুণাদ্বালোকবৎ ॥

ভাষ্য।—দেহে প্রকাশো জীবগুণাদেব, কোষ্ঠে দীপালোকাদিবৎ।

অস্যার্থঃ—অথবা যেমন গৃহাভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র দীপ স্বীয় গুণে বৃহৎ গৃহকেও আলোকিত করে, তদ্বৎ জীব অণু হইলেও স্বীয় জ্ঞানরূপ গুণে সমস্ত দেহেই ব্যাপার প্রকাশিত করেন।

২য় অঃ ৩য় পাদ ২৬শ সূত্র। ব্যতিরেকো গন্ধবত্তথা হি দর্শয়তি ॥

ভাষ্য।—গুণভূতস্য জ্ঞানস্য ব্যতিরেকস্তু (অধিকদেশবৃত্তিত্বং) গন্ধবদুপপদ্যতে (অল্পদেশস্থাৎ পুষ্পাদ্ গন্ধস্য অধিকদেশবৃত্তিত্ববৎ উপপদ্যতে) এতাদৃশগুণাশ্রয়ং জীবং "স এষ প্রবিষ্ট আ লোমভ্য আ নখেভ্যঃ" ইতি শ্রুতির্দর্শয়তি।

অস্যার্থঃ—পুষ্পের গুণ গন্ধ যেমন অল্প স্থানস্থিত পুষ্পাদি হইতে দূরবর্ত্তী স্থানও স্বীয় বৃত্তির বিষয় করে, তদ্রূপ জ্ঞান যাহা জীবাত্মার গুণ, তাহাও সমস্ত দেহে বৃত্তিযুক্ত হয়, "স এষ প্রবিষ্ট" ইত্যাদি শ্রুতিও তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন।

২য় অঃ ৩য় পাদ ২৭শ সূত্র। পৃথগুপদেশাৎ ॥

ভাষ্য।—জীবতজ্জ্ঞানয়োর্জ্ঞানত্বাবিশেষেঽপি ধর্ম্মধর্ম্মিভাবো যুক্ত এব। কুতঃ? "প্রজ্ঞয়া শরীরমারুহ্য"-ত্যাদি পৃথগুপদেশাৎ।

ব্যাখ্যা :—"প্রজ্ঞয়া শরীরমারুহ্য" (প্রজ্ঞা দ্বারা শরীরারোহণ করিয়া) ইত্যাদিশ্রুতি জ্ঞান হইতে জীবের ভেদ উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং জীব ও তাঁহার জ্ঞান এই উভয়ের জ্ঞানত্ববিষয়ে ভেদ না থাকিলেও জীব ধর্ম্মী, জ্ঞান তাঁহার ধর্ম্ম; এইরূপ ধর্ম্মধর্ম্মিভাবে উভয়কে ভিন্ন বলা যায়। (অতএব জীবের জ্ঞান মহৎ হইবার যোগ্য হইলেও জীব অণু)।

২য় অঃ ৩য় পাদ ২৮শ সূত্র। তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ।

ভাষ্য।—বৃহন্তো গুণা যস্মিন্নিতি ব্রহ্মেতি প্রাজ্ঞবদাত্মা বিভুগুণত্বা-"ন্নিত্যং বিভু"-মিতি ব্যপদিষ্টঃ; দৃষ্টান্তে বৃহদেব প্রাজ্ঞো গুণৈরপি বৃহদ্ভবতি, দার্ষ্টান্তে তু জীবোঽণুপরিমাণকো গুণেন বিভুরিতি বিশেষঃ।

অস্যার্থ :—বৃহৎ গুণ আছে, এই অর্থে প্রাজ্ঞ পরমাত্মাকে যেমন ব্রহ্ম বলা যায়, এইরূপ জীবাত্মারও গুণের বিভুত্ব থাকায় "নিত্যং বিভুং" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে কোন কোন স্থলে জীবাত্মাকে বিভু বলা হইয়াছে; পরন্তু স্বরূপতঃ জীবাত্মা বিভু নহে। প্রাজ্ঞ আত্মা (পরব্রহ্ম) বাস্তবিক স্বরূপতঃ বৃহৎ,—অণু নহেন; তথাপি তিনি গুণেও বৃহৎ হওয়াতে, তাঁহাকে "বৃহন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদিবাক্যে বৃহদ্‌গুণবিশিষ্ট অর্থে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে; জীবাত্মা কিন্তু স্বরূপতঃ অণু, গুণেই তাঁহাকে বিভু বলা হইয়াছে। ইহাই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ।

শাঙ্করভাষ্যে ১৯ সংখ্যক সূত্র হইতে ২৭ সংখ্যক সূত্রের অর্থ পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই করা হইয়াছে; পরন্তু শঙ্করাচার্য্যের মতে উক্ত সূত্র সমস্তই প্রতিবাদীর পূর্ব্বপক্ষমাত্র; সূত্রকারের নিজ মত প্রকাশক নহে; শাঙ্করমতে এই ২৮ সূত্রের দ্বারা বেদব্যাস উক্ত আপত্তি সকল খণ্ডন করিয়াছেন,

এইমতে এই ২৮ সূত্রের অর্থ এইরূপ,—যথা * :—শ্রুতিবাক্যে বুদ্ধির পরিমাণের দ্বারা আত্মার পরিমাণ উপদিষ্ট হইয়াছে ; প্রাজ্ঞ আত্মা ব্রহ্মের যেমন অণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্বা” ইত্যাদি বাক্যে ক্ষুদ্রত্বাদি উপদেশ করা হইয়াছে ; তদ্বৎ জীবাত্মাসম্বন্ধীয় উপদেশও বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ জীবাত্মা অণুস্বভাব নহেন,—বিভুস্বভাব। এই শাঙ্করমত পরে আলোচিত হইবে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ২৯শ সূত্র। যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ ॥

ভাষ্য।—জীবস্য গুণনিবন্ধনো বিভুত্বব্যপদেশো ন বিরুদ্ধঃ, গুণস্য যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ। “ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে, অবিনাশিত্বাদবিনাশী বা অরে! অয়মাত্মে”-তি তদ্দর্শনাৎ ॥

[যাবদাত্ম-ভাবিত্বাৎ = আত্মানুবন্ধিনিত্যধর্মত্বাদ্ বিভুত্বব্যপদেশো ন দোষঃ।।]

অস্যার্থ :—গুণনিবন্ধন জীবের বিভুত্ব উপদেশ দুষ্ট নহে ; কারণ গুণের যাবদাত্মভাবিত্ব আছে, অর্থাৎ আত্মা যতদিন, গুণও ততদিন আছে ; আত্মা যেমন অবিনাশী, আত্মার গুণও তেমনি অবিনাশী ও তৎসহচর। শ্রুতিও তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন ; যথা :—“ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে, অবিনাশিত্বাৎ।” (বৃঃ ৪অঃ ৩ব্রা) “অবিনাশী বা অরে! অয়মাত্মাঽনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা” ইত্যাদি (বৃহ)। (“সেই বিজ্ঞাতা আত্মার বিজ্ঞান কখনও লোপ হয় না ; কারণ তাহা অবিনাশী।” “ওহে, এই আত্মা অবিনাশী, ইহার কখন বিনাশ নাই”)।

---

*“তস্যাঃ বুদ্ধের্গুণা...সারঃ প্রধানং যস্যাত্মনঃ...স তদ্‌গুণসারস্তস্য ভাবস্তদ্‌গুণসারত্বম্। ...তস্মাৎ তদ্‌গুণসারত্বাদবুদ্ধিপরিমাণেনাঽস্য পরিমাণব্যপদেশঃ।...প্রাজ্ঞবৎ যথা প্রাজ্ঞস্য পরমাত্মনঃ সগুণেষূপাসনেষূপাধিগুণসারত্বাদণীয়স্ত্বাদিব্যপদেশোঽণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা...তদ্বৎ।

এই সূত্রের ব্যাখ্যা শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এইরূপ করিয়াছেন, যথা :—যদি বল, বুদ্ধিগুণসংযোগেই আত্মার সংসারিত্ব ঘটে, তবে বুদ্ধি ও আত্মা যখন বিভিন্ন, তখন এই সংযোগাবসান অবশ্য হইবে, তাহা হইলে, মোক্ষ অথবা সম্পূর্ণ অসদ্ভাবও তৎকালে আপনা হইতেই হইবে, এই আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন, এই দোষের আশঙ্কা নাই ; কারণ বুদ্ধিসংযোগের যাবদাত্মভাব আছে, যতদিন জীবের সংসারিত্ব, যতদিন সম্যক্ দর্শন দ্বারা সংসারিত্ব দূর না হয়, ততদিন তাহার বুদ্ধি-সংযোগ নিবারিত হয় না। শাস্ত্র এইরূপ দেখাইয়াছেন ; যথা "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" ইত্যাদি শ্রুতি। এই ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া অনুমতি হয় না ; পরে তাহার কারণ প্রদর্শিত হইবে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩০শ সূত্র। পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তি-যোগাৎ ॥

ভাষ্য।—অস্য জ্ঞানস্য সুষুপ্ত্যাদৌ সত এব জাগ্রদাদাবভি-ব্যক্তিসম্ভবাদ্ যাবদাত্মভাবিত্বমেব। যথা পুংস্ত্বাদের্বাল্যে সত এব যৌবনেঽভিব্যক্তিঃ।

অস্যার্থ :—সুষুপ্ত্যাদিকালে (সুষুপ্তি প্রলয় মূর্চ্ছা ইত্যাদি কালে) জ্ঞানের অসদ্ভাব হয় না, তাহা বীজভাবে থাকে, তাহাতেই জাগ্রদাদি অবস্থায় পুনরায় অভিব্যক্তির সম্ভাবনা হয়; অতএব জীবের সহিত জ্ঞানের নিত্যসম্বন্ধ আছে। যেমন পুংধর্ম্মসকল বাল্যকালে বীজভাবে থাকে বলিয়াই যৌবনে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ সুষুপ্তিপ্রলয়াদিতে জ্ঞানও বীজভাবে থাকে বলিয়া পরে প্রকাশিত হয়।

এই সূত্রের ব্যাখ্যা শাঙ্করভাষ্যেও এইরূপই আছে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩১শ সূত্র। নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্য-তরনিয়মো বাঽন্যথা।

ভাষ্য।—অন্যথা (সর্ব্বগতাত্মবাদে) আত্মোপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যো-র্ব্বন্ধমোক্ষয়োর্নিত্যং প্রসঙ্গঃ স্যান্নিত্যবদ্ধো বা নিত্যমুক্তো বাঽত্মেত্যন্যতরনিয়মো বা স্যাৎ।

অস্যার্থ:—জীবাত্মা সর্ব্বগত এবং স্বরূপতঃই বিভুস্বভাব স্বীকার করিলে, উপলব্ধি এবং অনুপলব্ধি (জ্ঞান ও অজ্ঞান) উভয়ই জীবাত্মার নিত্য হইয়া পড়ে, অর্থাৎ জীবাত্মা অণু না হইয়া স্বরূপতঃ ব্যাপকস্বভাব হইলে, তাঁহার নিত্য সর্ব্বজ্ঞত্ব (উপলব্ধি) সিদ্ধ হয়; এবং পক্ষান্তরে সংসারবন্ধও (অজ্ঞানও) থাকা দৃষ্ট হওয়াতে তাঁহার সেই অজ্ঞানও নিত্য হইয়া পড়ে। অতএব বন্ধ মোক্ষ এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় উভয়ই নিত্য হয়। অথবা হয় নিত্যই বদ্ধ অথবা নিত্যই মুক্ত, এইরূপ দুইটির একটি ব্যবস্থা করিতে হয়। বদ্ধ থাকিয়া পরে মুক্ত হওয়ার সঙ্গতি কোনপ্রকারে হয় না।

(জীবাত্মা স্বরূপতঃই বিভুস্বভাব—সর্ব্বব্যাপিস্বভাব হইলে, সর্ব্ববিধ অন্তঃকরণের সহিতই তাঁহার নিত্যসম্বন্ধ থাকা স্বীকার করিতে হয়; তাহা না করিলে, সর্ব্বব্যাপী স্বরূপের অপলাপ করা হয়; সুতরাং সর্ব্ববিধ অন্তঃকরণের সহিত সম্বন্ধ থাকায়, কোন অন্তঃকরণ অল্পদর্শী, কোন অন্তঃ-করণ সর্ব্বদর্শী হওয়াতে, জীবাত্মারও যুগপৎ সর্ব্বজ্ঞত্ব, ও অল্পজ্ঞত্ব, মোক্ষ ও বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। অন্তঃকরণের কেবল একবিধত্ব (সর্ব্বজ্ঞত্ব অথবা অল্পজ্ঞত্ব) কল্পনা করিয়া অথবা অন্য কোন প্রকার কল্পিত যুক্তি দ্বারা যদি এই আপত্তি হইতে অব্যাহতি পাইতে চেষ্টা কর, তবে জীবাত্মার নিত্যবদ্ধত্ব অথবা নিত্যমুক্তত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। জীবাত্মার বদ্ধাবস্থা হইতে মোক্ষাবস্থা প্রাপ্তির সঙ্গতি কোন প্রকারে করিতে পারিবে না)।

শাঙ্করভাষ্যে এই সূত্রের ব্যাখ্যা এইরূপ, যথা;—আত্মার উপাধিকৃত অন্তঃকরণ অবশ্য আছে স্বীকার করিতে হয়; তাহা না করিলে, নিত্যো-

পলব্ধি অথবা নিত্য অনুপলব্ধি মানিতে হইবে; কারণ, ইন্দ্রিয়াদি করণ আত্মার সম্বন্ধে নিত্য বর্ত্তমান থাকায়, নিয়ামক অন্তঃকরণের অভাবে আত্মার নিত্যই বাহ্যবিষয়ের উপলব্ধি হইবে। যদি আত্মার ইন্দ্রিয়াদি সাধন থাকা সত্ত্বেও বাহ্যবস্তুর উপলব্ধি না হয়, তবে অনুপলব্ধির নিত্যত্বই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে; অথবা আত্মা এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একটির শক্তির প্রতিবন্ধ মানিতে হইবে; কিন্তু আত্মার শক্তির প্রতিবন্ধ সম্ভবপর নহে; কারণ, তিনি নির্ব্বিকার; ইন্দ্রিয়েরও শক্তির প্রতিবন্ধ সম্ভবপর নহে; কারণ, পূর্ব্ব ও পরক্ষণে অপ্রতিবন্ধশক্তি দেখিয়া মধ্যে অকস্মাৎ ইহার শক্তির প্রতিবন্ধ হওয়া স্বীকার করা যায় না; অতএব যাহার অবধান ও অনবধানবশতঃ উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি ঘটে, এইরূপ অন্তঃকরণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। ইহাই এই সূত্রের অর্থ বলিয়া শাঙ্করভাষ্যে উক্ত হইয়াছে।

পরন্তু এই ব্যাখ্যাতে অতিশয় কষ্টকল্পনা দৃষ্ট হয়। অধিকন্তু এইরূপ কষ্টকল্পনা করিয়া সূত্রের ব্যাখ্যা করিলেও তদ্দ্বারা জীবাত্মার বিভুত্ব সিদ্ধান্ত হয় না। জীবাত্মা সর্ব্বাংশে ব্রহ্মস্বভাব হইলে, কেবল এক অন্তঃকরণকে অবলম্বন করিয়া জীবাত্মার জ্ঞানের ন্যূনাধিক্য, যাহা প্রত্যক্ষ শাস্ত্রপ্রমাণ ও আত্মানুভূতি দ্বারা সিদ্ধ আছে, তাহার কোন প্রকারে সঙ্গতি করা যায় না। অন্তঃকরণ পরিচ্ছিন্ন বস্তু হইতে পারে, কিন্তু শাঙ্করমতে জীবাত্মা তদ্রূপ নহে; সুতরাং বিভুস্বভাব আত্মা কোন বিশেষ অন্তঃকরণের সহিত মাত্র সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। বিভুশব্দের অর্থই মহৎ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ব বস্তুর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট; অতএব আত্মাকে বিভু-স্বভাব বলিলে, তিনি সর্ব্ববিধ অন্তঃকরণের সহিতই সমানরূপে সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; সুতরাং বন্ধ মোক্ষ, জ্ঞান অজ্ঞান, এতৎ-সমস্তই মিথ্যা হইয়া পড়ে। এবং এই দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদের ২১শ

সূত্রে "অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" ইত্যাদি বাক্যে সূত্রকার যে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার কোন প্রকারে সঙ্গতি হয় না ; সর্ব্বজ্ঞত্ব ও বিভুত্ব এবং অসর্ব্বজ্ঞত্ব ও অবিভুত্ব ইহা দ্বারাই জীব ও ব্রহ্মে ভেদ ; যদি জীবও বিভুস্বভাব হইলেন, তবে কোন প্রকার ভেদ বিবক্ষা আর হইতে পারে না—জীবের জীবত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায় ; সূত্রকারোক্ত পূর্ব্বোক্ত ভেদসম্বন্ধ অসিদ্ধ হয়, এবং বন্ধ মোক্ষের উপদেশ বালভাষিত বলিয়া গণ্য হয় ; "অক্ষরাদপি চোত্তমঃ" ইত্যাদি গীতাবাক্যও অসিদ্ধ হয়। অতএব শাঙ্করব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ইহার পরে এতৎসম্বন্ধে যে সকল সূত্র গ্রথিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও শাঙ্করব্যাখ্যা অপসিদ্ধান্ত বলিয়া অনুমিত হয়।

ইতি জীবস্বরূপস্থাণুত্ব-নিরূপণাধিকরণম্।

—•—

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩২শ সূত্র। কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥

ভাষ্য।—আত্মৈব কর্ত্তা "স্বর্গকামো যজেত, মুমুক্ষুর্ব্রহ্মোপাসীতে"-ত্যাদের্ভুক্তিমুক্ত্যুপায়বোধকস্য শাস্ত্রস্য অর্থবত্ত্বাৎ ॥

অস্যার্থ :—জীব কর্ত্তা বলিয়া শ্রুতি স্বর্গলাভেচ্ছায় যাগাদি কর্ম্ম, মুক্তিলাভেচ্ছায় ব্রহ্মোপাসনাদি কর্ম্ম করিতে উপদেশ করিয়াছেন। জীবকে কর্ত্তা বলিলেই এই সকল ভুক্তি ও মুক্তির উপায়-বোধক শাস্ত্রবাক্যসকল সার্থক হয়।

শাঙ্করভাষ্যেও এই সূত্রের এইরূপই ব্যাখ্যা আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি জীব অণুস্বভাব অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন না হয়েন, তবে এই সকল বিশেষ বিশেষ কর্ম্মকর্ত্তা বলিয়া কিরূপে তাঁহাকে প্রতিপন্ন করা যায়? সকল জীবই পূর্ণব্রহ্ম, সকলই বিভুস্বভাব, তবে কাহার এক কর্ম্ম, কাহার

অপর কর্ম্ম, এইরূপ ভেদ থাকিল না ; সমস্ত কর্ম্মই সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মের কর্ম্ম ; অতএব শাস্ত্র স্বীয় স্বীয় কর্ম্মভোগ ও মুক্তির যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিতে হয় এবং এই অধ্যায়ের প্রথম পাদে ব্রহ্মের জগৎকারণতা-বিষয়ে আপত্তি খণ্ডন করিতে জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদপ্রদর্শন করিয়া বেদব্যাস যে সকল সূত্র রচনা করিয়াছেন, তাহার সারবত্তা আর কিছু থাকে না। এইরূপ হইলে সমস্ত বেদান্তদর্শন পরস্পর বিরুদ্ধবাক্যে পূর্ণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। শঙ্করাচার্য্যও এই সূত্রকে পূর্ব্বপক্ষ সূত্র বলেন না ; অতএব জীবস্বরূপবিচারে তৎকৃত ভাষ্য আদরণীয় নহে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩৩শ সূত্র। বিহারোপদেশাৎ ॥

ভাষ্য।—"স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে" ইতি বিহারোপদেশাৎ স কর্ত্তা।

অস্যার্থ:—জীব শরীরে বিহার করেন, শ্রুতি এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন ; তাহাতেও জীবের কর্ত্তৃত্ব অবধারিত হয়। শ্রুতি, যথা:—"স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে।" এই সূত্রের ব্যাখ্যাতেও কোন বিরোধ নাই। কিন্তু যদি আত্মা স্বরূপতঃ সর্ব্বগত হয়েন, তবে তাঁহার "স্বীয় শরীর" ও "বিহার" কথার অর্থ কি হইতে পারে? সকল শরীর ব্যাপিয়াইত তিনি আছেন। অতএব শাঙ্করিক বিভুত্ববাদ আদরণীয় নহে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩৪শ সূত্র। উপাদানাৎ ॥

ভাষ্য।—"এবমেবৈষ এতান্ প্রাণান্ গৃহীত্বে"-তি উপাদান-শ্রবণাৎ ॥

অস্যার্থ:—প্রাণাদি ইন্দ্রিয়সকলকে জীবাত্মা উপাদানরূপে গ্রহণ করেন, ইহাও শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন ; অতএব আত্মা কর্ত্তা। শ্রুতি যথা:—

"এবমেবৈষ এতান্ প্রাণান্ গৃহীত্বা" ইত্যাদি। এই সূত্রেরও ব্যাখ্যাতে কোন বিরোধ নাই।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩৫শ সূত্র। ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ ॥

ভাষ্য।—ক্রিয়ায়াং "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" ইতি কর্ত্তৃত্বব্যপদেশাচ্চ আত্মা কর্ত্তাস্তি, যদি বিজ্ঞানপদেন বুদ্ধির্গৃহ্যতে ন তু জীবস্তর্হি করণবিভক্তিপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ।

অন্বয়ার্থ :—"বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" (তৈঃ ২, ৫, ১) এই শ্রুতিবাক্যে বিজ্ঞানের কর্ত্তৃত্ব উল্লিখিত হইয়াছে ; যদি বল, এই বিজ্ঞানশব্দ "আত্মা"-বোধক নহে, তাহা হইতে পারে না ; কারণ, "তনুতে" ক্রিয়ার কর্ত্তৃরূপে প্রথমা বিভক্তি ব্যবহার দ্বারা কর্ত্তৃপদ নির্দ্দেশিত হইয়াছে, যদি ঐ বিজ্ঞান শব্দের অর্থ আত্মা না হইত, তবে "বিজ্ঞানেন" ইত্যাকারে তৃতীয়া বিভক্তি দ্বারা করণপদ নির্দ্দেশিত হইত। এই সূত্রেরও ব্যাখ্যাতে কোন বিরোধ নাই।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩৬শ সূত্র। উপলব্ধিবদনিয়মঃ ॥

ভাষ্য।—ফলোপলব্ধিক্রিয়ায়াং নিয়মো নাস্তি।

অন্বয়ার্থ :—জীবাত্মা কর্ত্তা হইলে, তিনি নিজের অনিষ্টফলোৎপাদক ক্রিয়া কেন করিবেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—জীবাত্মা কর্ম্মের শুভাশুভ ফল জানিলেও যে শুভফলপ্রাপক কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবেন, ইহার কোন নিয়ম নাই ; কারণ জীবাত্মা সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন ; সুতরাং বাহ্য বস্তুর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া কখন অশুভ কর্ম্মে, কখনও বা শুভ কর্ম্মে তাঁহার প্রবৃত্তি হয়। এই সূত্রের শাঙ্করভাষ্যে যে ব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহার ফলও একই প্রকার।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩৭শ সূত্র। শক্তিবিপর্য্যয়াৎ ॥

ভাষ্য।—বুদ্ধেঃ কর্ত্তৃত্বে করণশক্তির্হীয়তে, কর্ত্তৃশক্তিঃ স্যাৎ, অতো জীব এব কর্ত্তা।

অস্যার্থ :—বুদ্ধিকে কর্ত্তা বলিলে, তাহার করণত্বের লোপ হয়, তাহা কর্ত্তৃশক্তি হইয়া পড়ে ; অতএব জীবই কর্ত্তা। এই সূত্রের ফলিতার্থ শাঙ্করভাষ্যেও এইরূপ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩৮শ সূত্র। সমাধ্যভাবাচ্চ ॥

ভাষ্য।—আত্মনোঽকর্ত্তৃত্বেঽচেতনমাত্রাব্যতিরিক্তকর্ত্তৃকসমাধ্যভাবপ্রসঙ্গাদাত্মা কর্ত্তা।

ব্যাখ্যা :—আত্মার কর্তৃত্ব না থাকিলে, শাস্ত্র চৈতন্যস্বরূপে অবস্থিতিরূপ যে সমাধির উপদেশ করিয়াছেন, তাহা অচেতন বুদ্ধি, যাহা নিজের সীমা লঙ্ঘন করিতে পারে না, তদ্দ্বারা হওয়ার সম্ভাবনা নাই ; সুতরাং সমাধির উপদেশও বৃথা হইয়া যায়। শাঙ্করভাষ্যেও ফলিতার্থ এইরূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩৯শ সূত্র। যথা চ তক্ষোভয়থা ॥

ভাষ্য।—আত্মেচ্ছয়া যথা তক্ষা তথা করোতি ন করোতি ইত্যুভয়থা ব্যবস্থা সিধ্যতি, বুদ্ধেঃ কর্ত্তৃত্বে ইচ্ছাভাবাত্তবস্থাঽভাবঃ।

অস্যার্থ :—তক্ষা (সূত্রধর) ইচ্ছাবিশিষ্ট হওয়ায় কুঠারাদি থাকিতেও যদৃচ্ছাক্রমে কখন কর্ম্ম করে, কখন করে না, উভয় প্রকারই দেখা যায় ; কিন্তু সূত্রধরের বুদ্ধিমাত্র কর্ম্মকর্ত্তা হইলে, কখনও ইচ্ছা হওয়া, কখনও না হওয়া, এইরূপ অবস্থাভেদ ঘটিতে পারে না।

শাঙ্করভাষ্যে এই সূত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা হইয়াছে ; যথা—"যেমন তক্ষা

(সূত্রধর) বাস্ক প্রভৃতি অস্ত্রবিশিষ্ট হইয়া কর্ম্ম করিতে করিতে আপনাকে পরিশ্রান্ত ও দুঃখী বোধ করে, পরন্তু গৃহে আগমন করিয়া বাস্যাদি অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্থ ও সুখী হয়, তদ্রূপ জীবও অবিদ্যাহেতু দ্বৈতবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া স্বপ্নজাগরণাদি অবস্থাতে আপনাকে কর্ত্তা ও দুঃখী বোধ করে, পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইলে তাহার কর্তৃত্বাদিভাব অপগত হয়, এবং মুক্তি লাভ করে। জীবাত্মার কর্তৃত্ব স্বরূপগত নহে, তাহা অজ্ঞানমূলক; সূত্রধর যেমন বাস্যাদি উপকরণ অপেক্ষায়ই কর্ত্তা হয়, পরন্তু স্বীয় শরীরে অকর্ত্তাই থাকে; তদ্রূপ আত্মাও ইন্দ্রিয়াদি করণের অপেক্ষায় কর্ত্তা হয়েন, স্বরূপতঃ তিনি অকর্ত্তা। এই সাদৃশ্যমাত্র প্রদর্শন করাই দৃষ্টান্তের মর্ম্ম। পরন্তু আত্মা সূত্রধরের ন্যায় অবয়ববিশিষ্ট নহেন; সুতরাং আত্মার সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়াদি করণের গ্রহণ সূত্রধরের বাস্যাদি অস্ত্র গ্রহণের সদৃশ নহে, এই অংশে দৃষ্টান্তের সাদৃশ্য নাই। আত্মার ব্রহ্মাত্মভাব উপদেশ থাকাতে তাহার কর্তৃত্ব সম্ভব হয় না; অতএব অবিদ্যাকৃত কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াই বিধিশাস্ত্র প্রবর্ত্তিত। "কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য, যাহাতে জীবাত্মার কর্তৃত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা "অনুবাদ" মাত্র; ঐ সকল শ্রুতিবাক্য অবিদ্যাকৃত কর্তৃত্বকেই অনুবাদ করিয়া আত্মার সম্বন্ধে প্রকাশ করে। বাস্তবিক তদ্দারা আত্মার কর্তৃত্ব কখন প্রমাণিত হয় না।" ইত্যাদি।

এই সূত্রের শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্য পাঠে বেদান্তদর্শনের ভাষ্য বলিয়া বোধ হয় না। কাপিলসূত্রে প্রথম অধ্যায়ে পুরুষের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি না থাকা বিষয়ে যে বিচার দৃষ্ট হয়, তাহার সহিত এই ভাষ্যোক্ত বিচারের কোন প্রকার প্রভেদ নাই। আত্মার কর্তৃত্বাদি থাকলে, আত্মার মোক্ষ অসম্ভব হয়, এই তর্ক সমীচীন হইলে ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্বও তদ্দারা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হয়, এবং এই কারণেই কাপিলসূত্রে ঈশ্বরের

জগৎকর্তৃত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং জীবকেও নিত্যনির্গুণস্বভাব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; আত্মাকে নিত্য নির্গুণস্বভাব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া কপিলদেব জগৎকে গুণাত্মক ও আত্মা হইতে পৃথক্ অস্তিত্বশীল বলিয়া উপদেশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন—পরন্তু শাঙ্করিক মতে জগতের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব কিছুই অবধারিত হইতে পারে না বলা হইয়াছে। এইরূপ বাক্যকে সিদ্ধান্ত বলা যায় না, ইহাতে কেহ সন্তুষ্ট হইতে পারেন না; পরন্তু ইহা দ্বারা সাধনাদি সমস্তই অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। শ্রীভগবান্ বেদব্যাস বহু শ্রুতিপ্রমাণ এবং যুক্তিবলে ব্রহ্মের নিত্য মুক্তস্বভাব, এবং সর্ব্বশক্তিমত্তা এই উভয়বিধত্ব একাধারে স্থাপন করিয়া ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও যে তিনি নিত্য মুক্তস্বভাব থাকেন, তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন; জীবও ব্রহ্মের অংশস্বরূপ; সুতরাং তাঁহারও কর্তৃত্ব থাকা স্বীকার করিলে, তাঁহার মোক্ষাভাব কিরূপে অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহা বোধগম্য হয় না। আমি এক্ষণে অল্পজ্ঞানী; আলোচনা দ্বারা যে আমার জ্ঞান-শক্তির বৃদ্ধি হয়, ইহা নিত্যই দেখিতেছি; মোক্ষমার্গ অবলম্বন করিয়া সাধন করিলে, বর্ত্তমানে ব্রহ্ম আমার জ্ঞানের বহির্ভূত থাকিলেও আমার সাধনবলে জ্ঞানের অন্তরায়সকল দূর হইলে, আমার ব্রহ্মদর্শন ও মোক্ষলাভ হইতে পারে, ইহাতে কি আপত্তি আছে? শঙ্করাচার্য্য যে অবিদ্যার উল্লেখ করিয়া জীবের শ্রুত্যুক্ত কর্তৃত্ব অবিদ্যারোপিত বলিয়াছেন, তাহারও মর্ম্ম অবধারণ করা সুকঠিন। এই স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই অবিদ্যা কি আত্মার স্বরূপগত শক্তি, অথবা ইহা আত্মা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন? যদি বিভিন্ন হয়, তবে কপিলদেব তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন যে ("বিজাতীয়দ্বৈতাপত্তিঃ") তদ্দ্বারা বিজাতীয় দ্বৈতত্ব স্বীকার করা হয়; তাহা অদ্বৈতশ্রুতিবিরুদ্ধ এবং শঙ্করাচার্য্যের নিজের এবং বেদান্তদর্শনের অনভিমত। যদি অবিদ্যাকে অসদ্বস্তু বলা যায়, তবে অবস্তু দ্বারা আত্মার

বন্ধযোগ ও কর্ম্মকর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় না। যদি অবিদ্যা জীবেরই শক্তি-বিশেষ হয়, তবে কর্ত্তৃত্ব জীবেরই হইল ; জীবের কর্ত্তৃত্ব নাই বলিয়া বিবাদ বাগাড়ম্বর মাত্র। জীবাত্মার স্বরূপসম্বন্ধে বিশেষ বিচার পরে করা হইবে। এই স্থলে এইমাত্রই বক্তব্য যে শাঙ্করব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। ইহা অপর সকল ভাষ্যকারের অসম্মত। পরে আরও যে সকল সূত্র উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও এই শাঙ্করব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যাত হয়।

ইতি জীবস্য কর্ত্তৃত্বনিরূপণাধিকরণম্।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪০শ সূত্র। পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥

ভাষ্য।—তজ্জীবস্য কর্ত্তৃত্বং পরাদ্ধেতোঽস্তি। "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানামি"-ত্যাদিশ্রুতেঃ।

অস্যার্থঃ—জীবের কর্ত্তৃত্বাদি সমস্তই পরমাত্মার অধীন, শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন ; যথা :—"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং" (তৈ আঃ ৩-১১) "এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি (কৌ ৩অঃ ৮) ইত্যাদি।

ইতি জীবকর্ত্তৃত্বস্য পরমাত্মাধীনত্বনিরূপণাধিকরণম্।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪১শ সূত্র। কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতি-ষিদ্ধাঽবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥

ভাষ্য।—বৈষম্যাদিদোষনিরাসার্থস্তুশব্দঃ। জীবকৃত-কর্ম্মাপেক্ষঃ পরোঽস্মিন্নপি জন্মনি ধর্ম্মাদিকং কারয়তি বিহিত-প্রতিষিদ্ধাঽবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ।

ব্যাখ্যা :—সূত্রোক্ত তু শব্দ ঈশ্বরকর্ত্তৃত্বের বৈষম্যাদিদোষবিষয়ক আপত্তির নিরাসার্থক। ঈশ্বরের প্রেরণা কিন্তু জীবকৃত প্রযত্ন অর্থাৎ

কর্ম্মসাপেক্ষ; জীব ইহজন্মে যেরূপ কর্ম্ম করে, তদনুসারে ঈশ্বর পরজন্মে তাহাকে ধর্ম্মাদিকার্য্যে প্রবৃত্ত করেন; কারণ শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের সার্থকতা আছে, তৎসমস্ত নিরর্থক নহে, তদ্দ্বারা জীবপ্রযত্নেরও সিদ্ধি হয়।

ইতি পরমাত্মনো জীবকর্ম্মনিয়ন্তৃত্বস্য জীবপ্রযত্নাপেক্ষত্বনিরূপণাধিকরণম্।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪২শ সূত্র। অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে ॥

(অংশঃ, নানাব্যপদেশাৎ, অন্যথা 5, অপি-দাশ+কিতব-আদিত্বম্ অধীয়তে-একে)। দাশঃ=কৈবর্ত্তঃ; কিতবঃ=দ্যূতসেবী, ধূর্ত্তঃ।

ভাষ্য।—অংশাংশিভাবাজ্জীবপরমাত্মনোর্ভেদাভেদৌ দর্শয়তি। পরমাত্মনো জীবোহংশঃ, "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবি"-ত্যাদিভেদব্যপদেশাৎ; "তত্ত্বমসী"-ত্যাস্বভেদব্যপদেশাচ্চ। অপি চ আথর্বণিকাঃ "ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মকিতবা"-ইতি ব্রহ্মণো হি কিতবাদিত্বমধীয়তে।

অস্যার্থ:—এক্ষণে সূত্রকার জীব ও পরমাত্মার অংশাংশিভাব—ভেদাভেদভাব প্রদর্শন করিতেছেন:—জীব পরমাত্মার অংশ; কারণ "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" (জ্ঞ এবং অজ্ঞ এই দুই—ঈশ্বর এবং জীব উভয়ই অজ—নিত্য) ইত্যাদি (শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি) শ্রুতিবাক্যে জীব ও ঈশ্বরে ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। আবার জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়াও শ্রুতি "তত্ত্বমসি" (ছা) ইত্যাদি বাক্যে উপদেশ করিয়াছেন। (এমন কি) অথর্ব-শাখিগণ কৈবর্ত্ত, দাস এবং ধূর্ত্তগণকে ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। অতএব জীব ও ব্রহ্মে ভেদাভেদসম্বন্ধ।

শাঙ্করভাষ্যেও এই সূত্রের মূলমর্ম্ম এইরূপই হওয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যে নানাপ্রকার বিচারের পর সূত্রের যথার্থ এইরূপ অবধারিত হইয়াছে ; যথা :—"অতো ভেদাভেদাবগমাভ্যামংশত্বাবগমঃ" (অতএব শ্রুতিবিচার দ্বারা (ব্রহ্মের সহিত জীবের) ভেদ ও অভেদ এই উভয় সিদ্ধান্ত হওয়ায়, জীব ব্রহ্মের অংশ বলিয়া অবগত হওয়া যায়)।

ব্রহ্মের সহিত জীবের এই ভেদাভেদ সম্বন্ধ ; সুতরাং ব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈতত্ব স্থাপন করাই যদি এই সূত্রের অভিপ্রায় হয়, এবং যদি বেদব্যাসের সিদ্ধান্ত হয়, (এবং শ্রীশঙ্করাচার্য্যও এইস্থলে তাহাই স্বীকার করিয়াছেন), তবে জীবের সম্যক্ বিভুত্ব এবং অকর্তৃত্ব ইত্যাদি যাহা শঙ্করাচার্য্য ইতিপূর্ব্বে স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার কি প্রকারে সঙ্গতি হইতে পারে ? যদি জীবের কোন কর্তৃত্ব না থাকে, এবং জীব বিভু-স্বভাব হয়েন, তবে তিনি কি লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মের সহিত ভেদসম্বন্ধযুক্ত হইতে পারেন ? এইস্থলে জীবের স্বরূপই নির্ণীত হইতেছে ; সুতরাং এই সম্বন্ধ স্বরূপগত সম্বন্ধ,—আকস্মিক নহে। যদি বল, জীবের বদ্ধাবস্থায় ভেদসম্বন্ধ, মুক্তাবস্থায় অভেদসম্বন্ধ, তাহা বেদব্যাস বলেন নাই, এবং এইরূপ অবস্থাভেদ করিবার কোন উপায় নাই ; কারণ, জীব স্বভাবতঃ অকর্তা ও বিভুস্বভাব হইলে, তাঁহার কখনও বদ্ধাবস্থার সম্ভাবনাই হয় না। যদি এই দুই অবস্থা জীবের স্বরূপগত ভেদসূচক হয়, তবে বদ্ধাবস্থাপ্রাপ্ত জীবকে মুক্তাবস্থাপ্রাপ্ত জীব হইতে বিভিন্ন জীব বলিতে হয় ; বদ্ধজীবের মুক্তিলাভ হয়, এই কথার কোন অর্থই থাকে না ; এবং বদ্ধাবস্থায় স্থিত জীবকে স্বভাবতঃ পরিবর্ত্তনশীল ও বিকারী, সুতরাং অনিত্য বলিতে হয়, ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ, এবং শঙ্করাচার্য্যেরও অভিমত নহে। যদি এই অবস্থাভেদ জীবের স্বরূপগত ভেদসূচক না হয়, বদ্ধাবস্থাস্থিত জীব যদি নির্ম্মলই থাকেন এবং ঐ বিকারী অবস্থা তাঁহার স্বরূপগত নহে বলা যায়, তাহা জীবস্বরূপ হইতে ভিন্ন এইরূপ মনে করা যায়, তবে ইহার দ্বারা ব্রহ্মের

সহিত জীবের ভেদসম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না, এবং এই সূত্র নিরর্থক হইয়া পড়ে; কিন্তু এই সূত্র যে নিরর্থক পারিভাষিক সূত্র নহে, পক্ষান্তরে ইহা যে বেদব্যাসের নিজ স্থিরসিদ্ধান্ত, তাহা তিনি ইহার পরবর্ত্তী সূত্রসকলের যে বিচার করিয়াছেন, তদ্দ্বারাও স্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। অধিকন্তু এইরূপ নিরর্থক সূত্র করা বেদব্যাসের পক্ষে সম্ভবপর বলিয়াও বোধ হয় না।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪৩শ সূত্র। **মন্ত্রবর্ণাৎ ॥**

ভাষ্য।—"পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানী"তি মন্ত্রবর্ণাজ্জীবো ব্রহ্মাংশঃ ॥

অস্যার্থঃ—"এই অনন্তমস্তক পুরুষের একপাদ (অংশ) মাত্র এই বিশ্ব;" এই শ্রুতিমন্ত্রের দ্বারা জীব যে পরমাত্মার অংশ, তাহা প্রতিপন্ন হয়। (এই সূত্রের ব্যাখ্যা শাঙ্করভাষ্যেও ঠিক এইরূপই উক্ত হইয়াছে। জীব যদি ব্রহ্মের অংশমাত্র হইলেন, তবে তিনি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন, সন্দেহ নাই; পরন্তু অংশ ও অংশীতে কিঞ্চিৎ ভেদও অবশ্য স্বীকার্য্য; যদি কিঞ্চিৎ ভেদও না থাকে, তবে অংশ কথার কোন সার্থকতা থাকে না, জীবকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলিতে হয়। অতএব ব্রহ্মের সহিত জীবের যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাবস্থায় জীবের স্বরূপগত)।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪৪শ সূত্র। **অপি চ স্মর্য্যতে ॥**

ভাষ্য।—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইতি জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বং স্মর্য্যতে।

ব্যাখ্যা:—স্মৃতিও এইরূপই বলিয়াছেন; স্মৃতি, যথা;—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইত্যাদি। (শাঙ্করভাষ্যেও এই গীতাবাক্যই উদ্ধৃত হইয়াছে)।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪৫শ সূত্র। **প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ ॥**

ভাষ্য।—জীবস্য পরমপুরুষাংশত্বে অংশী সুখদুঃখং নানুভবতি। যথা প্রকাশাদিঃ স্বাংশগতগুণদোষবর্জ্জিতো ভবতি।

অস্যার্থ :—জীব পরমাত্মার অংশ হইলেও, পরমাত্মা জীবকৃত কর্ম্মফলের ভোক্তা (সুখদুঃখাদির ভোক্তা) নহেন। যেমন সূর্য্যাদি প্রকাশকবস্তু, তদংশভূত কিরণের মলমূত্রাদি অশুদ্ধ বস্তুর স্পর্শের দ্বারা দুষ্ট হয় না, তদ্রূপ পরমাত্মাও জীবকৃত কর্ম্মের দ্বারা দুষ্ট হয়েন না।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪৬শ সূত্র। স্মরন্তি চ ॥

ভাষ্য।—"তত্র যঃ পরমাত্মাঽসৌ স নিত্যো নির্গুণঃ স্মৃতঃ। ন লিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পদ্মপত্রমিবাম্ভসা। কর্ম্মাত্মা ত্বপরো যোঽসৌ মোক্ষবন্ধৈঃ স যুজ্যতে" ইত্যাদিনা স্মরন্তি চ।

ব্যাখ্যা :—পরমাত্মা যে জীবের ন্যায় সুখদুঃখাদি ভোগ করেন না, তাহা ঋষিগণও শ্রুতিবাক্যানুসারে বর্ণনা করিয়াছেন ; যথা :—

"তত্র যঃ পরমাত্মাঽসৌ স নিত্যো নির্গুণঃ স্মৃতঃ।
"ন লিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।
"কর্ম্মাত্মা ত্বপরো যোঽসৌ মোক্ষবন্ধৈঃ স যুজ্যতে।" ইত্যাদি

তৎপ্রবর্ত্তক শ্রুতি যথা—"তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" ইত্যাদি।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪৭শ সূত্র। অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাজ্জ্যোতিরাদিবৎ ॥

(অনুজ্ঞাপরিহারৌ = বিধিনিষেধৌ, দেহসম্বন্ধাৎ ; জ্যোতিঃ-আদি-বৎ)।

ভাষ্য।—"স্বর্গকামো যজেত", "শূদ্রো যজ্ঞে নাবকৢপ্তঃ" ইত্যাদ্যনুজ্ঞাপরিহারাবুপপদ্যেতে জীবানাং ব্রহ্মাংশত্বেন সমত্বে-

হপি বিষমশরীরসম্বন্ধাৎ। যথা শ্রোত্রিয়াগারাদগ্নিরাহ্রিয়তে, শ্মশানাদেস্তু নৈব। যথা বা শুচিপুরুষপাত্রাদিসংস্পৃষ্টং জলাদিকং গৃহ্যতে, নৈতরং তদ্বৎ।

ব্যাখ্যা :—জীবের সম্বন্ধে বিধি ও নিষেধবাক্য সকল (স্বর্গকামো...... "শূদ্রো যজ্ঞে......ইত্যাদি) শ্রুতিতে আছে। ব্রহ্মাংশরূপতাহেতু জীবের ব্রহ্মের সহিত সমতা থাকিলেও, তাঁহার দেহসম্বন্ধহেতুই জীবসম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত উক্ত বিধিনিষেধবাক্যসকলের সামঞ্জস্য হয়। অগ্নি এক হইলেও যেমন শ্রোত্রিয়দিগের গৃহ হইতে অগ্নি গৃহীত হয়, শ্মশানাগ্নির পরিহার হয়, যেমন শুচি পুরুষের পাত্রস্থ জল গ্রহণীয় হয়, অপরের পাত্রস্থ জল হয় না, তদ্রূপ জীব পরমাত্মার অংশ হইলেও, দেহ-সম্বন্ধহেতু তাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিষয়ের বিধি ও নিষেধ আছে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪৮শ সূত্র। অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ ॥

(অসন্ততেঃ সর্ব্বৈঃ শরীরৈঃ সহ সম্বন্ধাভাবাৎ, অব্যতিকরঃ কর্ম্মণস্তৎ-ফলস্য বা বিপর্য্যয়ো ন ভবতি)।

ভাষ্য।—বিভোরংশত্বেহপি গুণেন বিভুত্বেহপি চাত্মনাং স্বরূপতোহণুত্বেন সর্ব্বগতত্বাভাবাৎ কর্ম্মাদিব্যতিকরো নাস্তি।

অর্থ :—জীব বিভু পরমাত্মার অংশ, এবং জীবের গুণসকল অপরিসীম হইলেও, স্বয়ং স্বরূপতঃ অণুস্বভাব (পরিচ্ছিন্ন) হওয়াতে, তাঁহার সর্ব্বগতত্ব নাই; অতএব কর্ম্ম ও তৎফলের বিপর্য্যয় ঘটে না, অর্থাৎ একের কৃতকর্ম্ম ও তৎফল অপরকে আশ্রয় করে না। জীবাত্মা স্বরূপতঃই বিভু-স্বভাব--সর্ব্বব্যাপী হইলে, সকল জীবের কর্ম্মের সহিতই প্রত্যেক জীবের সমসম্বন্ধ হয়; সুতরাং একের কর্ম্ম ও অপরের তৎফলভোগ হইবার পক্ষে কোন অন্তরায় থাকে না; কোন বিশেষ কর্ম্মের সহিত কাহারও বিশেষ

সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না ; কিন্তু এই সম্বন্ধ যে আছে, তাহা আত্মানুভব এবং শাস্ত্রসিদ্ধ ;—অতএব জীব বিভুস্বভাব—সর্ব্বগত নহেন।

শাঙ্করভাষ্যেও সূত্রের ফলিতার্থ নিম্নলিখিতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; যথা,—

"ন হি কর্ত্তুর্ভোক্তুশ্চাত্মনঃ সন্ততিঃ সর্বৈঃ শরীরৈঃ সম্বন্ধোঽস্তি উপাধিতন্ত্রো হি জীব ইত্যুক্তম্। উপাধ্যসন্তানাচ্চ নাস্তি জীবসন্তানঃ। ততশ্চ কর্ম্মব্যতিকরঃ ফলব্যতিকরো বা ন ভবিষ্যতি"।

অস্যার্থ:—কর্ত্তা ও ভোক্তা যে আত্মা, তাঁহার সকল শরীরের সহিত সম্বন্ধ নাই ; জীব স্বীয় উপাধিগত দেহনিষ্ঠ, তাঁহার অপর দেহের সহিত সম্বন্ধ নাই। উপাধিগত শরীরের সর্ব্বব্যাপিত্ব না হওয়াতে, তন্নিষ্ঠ জীবেরও সকলদেহের সহিত সম্বন্ধ হয় না ; অতএব কর্ম্ম অথবা কর্ম্মফলের ব্যতিক্রম হয় না। যে জীব যে কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্ম তাহারই, এবং তৎ ফলভোগও তাহারই হয়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সূত্রের দ্বারা জীবের স্বরূপগত বিভুত্ব (সর্ব্বগতত্ব সর্ব্বব্যাপিত্ব) বেদব্যাস নিষেধ করিয়াছেন কি না ? যদি স্বরূপগত বিভুত্ব থাকে, তবে সন্ততির (সমস্ত দেহের) সহিত জীবের সম্বন্ধ নাই, এই কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি ? বিভুত্ব শব্দের অর্থই ত সর্ব্বব্যাপিত্ব ; যদি জীবাত্মা বিভুই হয়েন, তবে তাঁহার সকল শরীরের সহিত সম্বন্ধ নাই এ কথার অর্থ কি ? এবং শঙ্করাচার্য্য যে উক্ত ব্যাখ্যানে বলিয়াছেন যে, জীব "উপাধিতন্ত্র", ইহারই বা অভিপ্রায় কি ? উপাধিদেহ স্থূলই হউক অথবা সূক্ষ্মই হউক, তাহা পরিচ্ছিন্ন ; সুতরাং তাহার অপরাপর দেহের সহিত একত্ব নাই, পার্থক্য আছে, ইহা সহজেই বোধগম্য হয় ; জীব যদি স্বরূপতঃ তদ্রূপ পরিচ্ছিন্ন না হয়েন, তবে তাঁহার সহিত সম্বন্ধীভূত দেহের পরিচ্ছিন্নতা হেতু অপরাপর দেহের সহিত জীবের সম্বন্ধ কিরূপে

নিবারিত হইতে পারে? আমার দেহের একাংশ কোন এক ক্ষুদ্র বস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে, তাহার অপরাংশ কি অপর বস্তুর সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইতে পারে না? জীব যদি স্বরূপতঃ ব্যাপকবস্তুই হয়েন, তবে এক দেহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়াতে, তাঁহার কেবল সেই দেহতন্ত্রত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অথচ জীবকে "উপাধিতন্ত্র" বলিয়া আচার্য্য শঙ্কর ব্যাখ্যা করিলেন। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, জীব বিভুস্বভাব নহেন। এবং জৈনমতানুসারে তাঁহার "দেহপরিমাণত্ব"ও বেদব্যাসের অভিমত না হওয়ায়, জীবের অণুপরিমাণত্বই বেদব্যাসের সিদ্ধান্ত, এবং তাহাই তিনি এই পাদের ১৯শ সূত্র হইতে ২৮শ সূত্র পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়; উক্ত সূত্রসকল-পূর্ব্বপক্ষ-বোধক সূত্র বলিয়া যে শঙ্করাচার্য্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা ভ্রান্ত।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪৯ সূত্র। আভাসা এব চ ॥

ভাষ্য।—পরেষাং কপিলাদীনাং ব্যতিকরপ্রসঙ্গাৎ সর্ব্বগতাত্ম-বাদাশ্চাভাসা এব।

অস্যার্থ:—কপিলোক্ত সাংখ্যশাস্ত্রে আত্মার বিভুত্ব উক্ত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাদের উক্তি গৃহীত হইলে কর্ম্মের ও কর্ম্মফলভোগের ব্যতিক্রম হওয়ার প্রসক্তি হয়, অতএব আত্মার সর্ব্বগতত্ববাদ (বিভুত্ববাদ) আভাস অর্থাৎ অপসিদ্ধান্ত—হেত্বাভাসমাত্র।

শাঙ্করভাষ্যে এই সূত্রের পাঠ ও অর্থ অন্যপ্রকার; যথা:—

আভাস এব চ।

জীব পরমাত্মার আভাস অর্থাৎ প্রতিবিম্বস্বরূপ, জীব জলস্থ সূর্য্য প্রতি-বিম্বসদৃশ; এক জলসূর্য্য কম্পিত হইলে যেমন অপর জলসূর্য্য কম্পিত হয় না, তদ্রূপ এক জীবকৃত কর্ম্মের সহিত অপর জীবের সম্বন্ধ হয় না।

জলস্থ সূর্য্যপ্রতিবিম্ব সূর্য্যের কিরণ অর্থাৎ অংশমাত্র; অতএব এই অর্থও যে করা যাইতে পারে না এমত নহে। কিন্তু এইরূপ অর্থ করিলে সূত্রে "এব" শব্দ না হইয়া "ইব" শব্দ থাকিলেই অধিক সঙ্গত হইত; কারণ, প্রতিবিম্ব বলা সূত্রকারের অভিপ্রেত নহে, ও হইতে পারে না।

বাস্তবিক সূত্রোক্ত আভাস: (অথবা বহুবচনান্ত আভাসাঃ) পদের অর্থ—প্রকৃত হেতু নহে, তাহার আভাস মাত্র, অর্থাৎ অপ্রকৃত। (অথবা আভাস শব্দের অর্থ 'সাদৃশ্যযুক্ত বস্তু' করিলে সূত্রের অর্থ বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না, ইহাতে সূত্রের অর্থ এইরূপ হয় যে জীব পরমাত্মার সদৃশ—ব্রহ্ম-স্বরূপ)।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৫০শ সূত্র। অদৃষ্টানিয়মাৎ।

ভাষ্য।—সর্ব্বগতাত্মবাদেঽদৃষ্টমাশ্রিত্যাপি ব্যতিকরো দুর্বারোঽদৃষ্টাঽনিয়মাৎ।

অন্বয়ার্থ:—আত্মার সর্ব্বগতত্ববাদে অদৃষ্টকে অবলম্বন করিয়াও কর্ম্ম ও কর্ম্মভোগের ব্যতিক্রম নিবারিত হয় না; কারণ আত্মাই সর্ব্বগত হইলে সকলই তুল্য; অদৃষ্ট কোন্ আত্মাকে অবলম্বন করিবে তাহার কোন নিয়ম থাকিতে পারে না।

শঙ্করাচার্য্যও সূত্রের ফলিতার্থ এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরন্তু বহু আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া—পুরুষবহুত্ব অস্বীকার করিয়া আত্মার একত্ববিবক্ষা দ্বারা তন্মতাবলম্বিগণ এই সূত্রোক্ত আপত্তি হইতে আপনাদের মতকে কথঞ্চিৎ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে পারেন; কিন্তু তাহাতে জীবের ভেদসম্বন্ধ, যাহা বেদব্যাস ৪২শ সূত্রে "অংশো নানাব্যপদেশাৎ" ইত্যাদি বাক্যে স্থাপিত করিয়াছেন, তাহার কোন প্রকার সঙ্গতি হয় না, এবং

শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধবাক্যসকলেরও সার্থকতা থাকে না,—কর্ম্মব্যতিক্রমও বাস্তবিক নিবারিত হয় না।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৫১শ সূত্র। অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবম্ ॥

ভাষ্য।—অহমিদং করিষ্যে, ইদং নেতি সঙ্কল্পাদিষ্বপ্যেবমনিয়মঃ।

অস্যার্থ :—আমি এইরূপ করিব, এইরূপ করিব না, এবংবিধ অভিসন্ধি (সঙ্কল্পাদি) বিষয়েও আত্মার সর্ব্বগতত্ববাদে কোন নিয়ম থাকে না।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৫২শ সূত্র। প্রদেশাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ।

ভাষ্য।—স্বশরীরস্থাত্মপ্রদেশাৎ সর্ব্বং সমঞ্জসমিতি চেন্ন, তত্র সর্ব্বেষামাত্মপ্রদেশানামন্তর্ভাবাৎ।

অস্যার্থ :—যদি বল, যে তত্তৎশরীরাবচ্ছিন্ন আত্মপ্রদেশেই সঙ্কল্পাদি হইতে পারে, সুতরাং তদ্দ্বারা অভিসন্ধির ও কর্ম্মের নিয়মের সঙ্গতি হইতে পারে, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সকল আত্মাই সকল শরীরের অন্তর্ভূত; অতএব কোন বিশেষ আত্মাকে কোন বিশেষদেহে বিশেষরূপে অন্তর্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। কারণ, সকল আত্মাই সমভাবে সর্ব্বগত। অতএব জীবাত্মার সর্ব্বগতত্ববাদ অপসিদ্ধান্ত।

ইতি জীবাত্মনো ব্রহ্মণোঽংশত্ব-নিরূপণাধিকরণম্।

ইতি বেদান্তদর্শনে দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ ॥

ওঁ তৎসৎ।

বেদান্ত-দর্শন

দ্বিতীয় অধ্যায়—চতুর্থ পাদ

এই পাদে ব্রহ্মের সর্ব্বকর্তৃত্বপ্রতিপাদনার্থ ইন্দ্রিয়াদিরও তৎকর্তৃক সৃষ্টি প্রমাণিত হইবে।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১ম সূত্র। তথা প্রাণাঃ।

ভাষ্য।—করণোৎপত্তিশ্চিন্ত্যতে। খাদিবদিন্দ্রিয়াণি জায়ন্তে।

ব্যাখ্যা:—এক্ষণে ইন্দ্রিয়াদিকরণের উৎপত্তি বলা হইতেছে:—আকাশাদি ভূতবর্গের ন্যায় ইন্দ্রিয়সকলও ব্রহ্মকর্তৃক সৃষ্ট, তদ্বিষয়ক শ্রুতি যথা:—"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ, খং বায়ুর্জ্যোতিঃ" (মুঃ ২অঃ ১খ) ইত্যাদি।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ২য় সূত্র। গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥

ভাষ্য।—"ন চ এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদি সৃষ্টিপ্রকরণে করণোৎপত্ত্যশ্রবণাৎ করণোৎপত্তিশ্রুতির্গৌণীতি বাচ্যম্, উৎপত্তিশ্রুতের্ভূয়স্ত্বাদেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা-বিরোধাচ্চ গৌণ্যসম্ভবাৎ।

ব্যাখ্যা:—"এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদিবাক্যে তৈত্তিরীয় শ্রুত্যুক্ত সৃষ্টিপ্রকরণে (২য় বল্লী) ইন্দ্রিয়গ্রামের উৎপত্তি বর্ণিত না হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তাহা গৌণার্থে বুঝা উচিত,—এইরূপ সন্দেহ করা উচিত নহে; কারণ, যে শ্রুতি সমস্তপদার্থের উৎপত্তি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, সেই শ্রুতি অপর কোন শ্রুতির দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় নাই এবং একের

বিজ্ঞানেই সকলের বিজ্ঞান হয় বলিয়া শ্রুতি যে প্রথম প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন (ছাঃ ৬অঃ ১খ), তাহার সহিত আপত্তির লক্ষিত সিদ্ধান্তের কোন প্রকার সামঞ্জস্য হয় না। অতএব ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তিবিষয়কবাক্যের গৌণার্থে প্রয়োগ হওয়া অসম্ভব।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩য় সূত্র। তৎপ্রাক্ শ্রুতেশ্চ ॥

ভাষ্য।—তস্মিন্ বাক্যে খাদিষু মুখ্যস্য ক্রিয়াপদস্যেন্দ্রিয়েষ্বপি শ্রুতেরিন্দ্রিয়োদ্ভবো মুখ্যঃ।

অস্যার্থ :—"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ, খং বায়ুঃ" এই শ্রুতিতে (মুঃ ২য়, ১খ) "জায়তে" পদ প্রথমেই উক্ত হইয়াছে, তৎপরে "খ (আকাশ) বায়ু, অগ্নি" ইত্যাদির পূর্ব্বে প্রাণ, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি উল্লিখিত হইয়াছে ; সুতরাং "খ (আকাশ) বায়ু" ইত্যাদিস্থলে "জায়তে" পদের মুখ্যার্থ গ্রহণ হেতু ইন্দ্রিয়াদিস্থলেও মুখ্যার্থই গ্রহণ করিতে হইবে।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪র্থ সূত্র। তৎপূর্ব্বকত্বাদ্বাচঃ ॥

ভাষ্য।—প্রাণাঃ খাদিবদুৎপদ্যন্তে বাক্প্রাণমনসাম "অন্নময়ং হি সৌম্য! মনঃ আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাক্" ইত্যনেন তেজোঽন্নপূর্ব্বকত্বাভিধানাৎ।

ব্যাখ্যা :—"অন্নময়ং হি সৌম্য! মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণ,-স্তেজোময়ী বাক্" (ছাঃ ৬ অঃ ৫ খ) (হে সৌম্য! মনঃ অন্নময়, প্রাণ আপোময়, বাক্ তেজোময়) ইত্যাদিবাক্যে মনঃ প্রাণ ও বাক্যের তেজঃ অপ্ ও অন্নময়ত্বের উল্লেখ হওয়াতে, এবং তেজঃ প্রভৃতির উৎপত্তি মুখ্যার্থে বলিয়া স্বীকার্য্য হওয়ায়, প্রাণের উৎপত্তিও আকাশাদির ন্যায় মুখ্যার্থেই উৎপত্তি বলিতে হইবে।

ইতি প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণম্।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ৫ম সূত্র। সপ্ত গতের্ব্বিশেষিতত্বাচ্চ।

ভাষ্য।—তানি সপ্তৈকাদশ বেতি সংশয়ে "প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি" ইতি গতেস্তত্র সপ্তানামেব "ন পশ্যতি ন জিঘ্রতি ন রসয়তে ন বদতি ন শৃণোতি ন মনুতে ন স্পৃশতে" ইতি বিশেষিতত্বাচ্চ সপ্তৈবেন্দ্রিয়াণীতি পূর্ব্বপক্ষঃ।

অস্যার্থ :—প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সপ্ত-সংখ্যক অথবা একাদশ-সংখ্যক, এইরূপ সংশয়ে এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষে প্রাণ সপ্তসংখ্যক বলিয়া আপত্তি হইয়াছে। "প্রাণ দেহ পরিত্যাগ করিলে তৎপশ্চাৎ সকল প্রাণই দেহ পরিত্যাগ করিয়া যায়" (বৃঃ ৪অঃ ৪ ব্রা), শ্রুতি এইরূপ প্রাণের গতি উল্লেখ করিয়া, তৎপরে সপ্তবিধ প্রাণেরই দেহপরিত্যাগ বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা :—"সে তখন দেখে না, আঘ্রাণ করে না, রসাস্বাদ করে না, কথা বলে না, শ্রবণ করে না, মনন করে না এবং স্পর্শ করে না"; এইরূপে শ্রুতি স্পষ্ট করিয়া সপ্তবিধ ইন্দ্রিয়ের উৎক্রান্তি ব্যাখ্যা করাতে, প্রাণ সপ্তসংখ্যকই বলিতে হয়। এই পূর্ব্বপক্ষ।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ৬ষ্ঠ সূত্র। হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতো নৈবম্॥

ভাষ্য।— সপ্তভ্যোঽতিরিক্তে "হস্তো বৈ গ্রহ"-ইত্যাদিনা নিশ্চিতে সপ্তৈবেন্দ্রিয়াণীতি নৈবং মন্তব্যম্। "দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশে"-তি শ্রুতেঃ একাদশেন্দ্রিয়াণীতি সিদ্ধান্তঃ।

ব্যাখ্যা :—শ্রুতিতে "হস্তো বৈ গ্রহঃ" (বৃঃ ৩ অঃ ২ ব্রা) ইত্যাদিবাক্যে হস্তও ইন্দ্রিয়মধ্যে গৃহীত হওয়ায়, এবং "দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশ" (পুরুষে দশ প্রাণ ও আত্মা একাদশ) ইত্যাদিবাক্যে প্রাণ সপ্তসংখ্যার

অধিক বলিয়া বর্ণিত হওয়ায়, প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় একাদশসংখ্যক,—সপ্ত-সংখ্যক নহে।

ইতি ইন্দ্রিয়াণামেকাদশত্বনিরূপণাধিকরণম।

—:০:—

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ৭ম সূত্র। অণবশ্চ ॥

ভাষ্য।—"সর্ব্বে প্রাণা উৎক্রামন্তি" ইত্যুৎক্রান্তিশ্রুতেঃ প্রাণা অণবঃ।

অস্যার্থ:—"সকল প্রাণ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়" এই পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে প্রাণসকলের উৎক্রান্তিবর্ণনহেতু, প্রাণসকলও অণুস্বভাব অর্থাৎ সূক্ষ্ম।

ইতি ইন্দ্রিয়াণামণুত্বাবধারণাধিকরণম্।

—:০:—

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ৮ম সূত্র। শ্রেষ্ঠশ্চ ॥

ভাষ্য।—"শ্রেষ্ঠো মুখ্যঃ প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠশ্চ" ইতি শ্রুতিপ্রোক্তঃ প্রাণো মহাভূতাদিবদুৎপদ্যতে। কুতঃ? "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" ইতি সমানশ্রুতেঃ।

অস্যার্থ:—"মুখ্যপ্রাণ শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ" (ছাঃ ৫ অঃ) ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে যে মুখ্যপ্রাণের উল্লেখ হইয়াছে, সেই প্রাণও মহাভূতাদির ন্যায় ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়; কারণ, "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি-বাক্যে সকলেরই সমান প্রকার উৎপত্তির উল্লেখ হইয়াছে।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ৯ম সূত্র। ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ॥

ভাষ্য।—বায়ুমাত্রং করণং ক্রিয়া বা প্রাণো ন ভবতি, কিন্তু

বায়ুরেবাবস্থান্তরমাপন্নঃ প্রাণ ইত্যুচ্যতে। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ, খং বায়ু"রিতি পৃথগুপদেশাৎ।

অন্বয়ার্থ :—মুখ্যপ্রাণ বায়ু (অর্থাৎ সাধারণ বাহ্যবায়ু যাহা মিশ্রিত পদার্থ), অথবা ইন্দ্রিয়, অথবা ইন্দ্রিয়সকলের সামান্যবৃত্তি (একীভূত ব্যাপার) নহে, তাহা উক্ত ত্রয় হইতে ভিন্ন ; ইহা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত বায়ু-নামক মহাভূত। কারণ, শ্রুতি ইহার পার্থক্য উপদেশ করিয়াছেন ; যথা,— "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ খং বায়ুঃ", "প্রাণ এব ব্রহ্মণশ্চতুর্থপাদঃ স বায়ুনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ" ইত্যাদি।

অহং-বুদ্ধিযুক্ত পুরুষ বায়ুতন্মাত্রকে অবলম্বন করিয়া স্থূলদেহে মমতা প্রাপ্ত হয়েন। অতএব বায়বীয় মরুদংশাশ্রিত অভিমানাত্মক বুদ্ধিকে মুখ্যপ্রাণ শব্দের বাচ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। ইহাতে "যঃ প্রাণঃ স বায়ুঃ, স এব বায়ুঃ পঞ্চবিধঃ প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমানঃ" (বৃঃ ৩ অঃ) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের বিরোধও নিবারিত হয়। ভাষ্যকার শ্রীনিবাসাচার্য্য এই সূত্রের ব্যাখ্যানে বলিয়াছেন ;—"ন বায়ুমাত্রং প্রাণঃ, ন চ ইন্দ্রিয়ব্যাপারলক্ষণা সামান্যবৃত্তিঃ প্রাণপদার্থঃ," "কিন্তু মহাভূতবিশেষো বায়ুরেবাবস্থান্তরমাপন্নঃ প্রাণঃ"। (পরবর্ত্তী ১৮শ সংখ্যক সূত্রের ব্যাখ্যা এই স্থলে দ্রষ্টব্য)।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১০ম সূত্র। **চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহ শিষ্ট্যাদিভ্যঃ ॥**

ভাষ্য।—শ্রেষ্ঠোঽপি প্রাণশ্চক্ষুরাদিবজ্জীবোপকরণবিশেষঃ। কুতঃ ? প্রাণ-সংবাদাদিষু চক্ষুরাদিভিঃ সহ প্রাণস্য শিষ্ট্যাদিভ্যঃ শাসনাদিভ্যঃ।

অন্বয়ার্থ :—মুখ্যপ্রাণ শ্রেষ্ঠ হইলেও, চক্ষুঃ প্রভৃতির ন্যায়, ঐ প্রাণও জীবের উপকরণবিশেষ। কারণ, প্রাণসংবাদ প্রভৃতিতে চক্ষুরাদির সহিত

এক শ্রেণীতে মুখ্যপ্রাণেরও উপদেশ হইয়াছে। শ্রুতি, যথা,—"য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ যোঽয়ং মধ্যমঃ প্রাণঃ" ইত্যাদি।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১১শ সূত্র। অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথাহি দর্শয়তি ॥

ভাষ্য।—নন্তু প্রাণস্য জীবোপকরণত্বে তদনুরূপকার্য্যাভাবেনাকরণত্বাদ্দোষ ইতি ন, যতো দেহেন্দ্রিয়বিধারণং প্রাণাসাধারণং কার্য্যম্। "অহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং বিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামী"-তি শ্রুতির্দ্দর্শয়তি।

ব্যাখ্যা :—(পরন্তু ইন্দ্রিয়গণ একাদশসংখ্যকস্থানীয় বলিয়াই সিদ্ধান্ত হইয়াছে ; মুখ্য প্রাণও করণ হইলে দ্বাদশ ইন্দ্রিয় হইয়া পড়ে) তাহারও অপর ইন্দ্রিয়ের ন্যায় কিছু কার্য্য নির্দ্দিষ্টরূপে থাকা উচিত ; কিন্তু মুখ্যপ্রাণের এইরূপ কোন কার্য্য থাকা দৃষ্ট হয় না। এই আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে,—

চক্ষুঃ প্রভৃতি যেরূপ "করণ," মুখ্যপ্রাণ তদ্রূপ করণ নহে ; ইহা সত্য, এবং তদ্ধেতু ইহাকে সাধারণ করণগণের মধ্যে ভুক্ত করা হয় না ; পরন্তু তদ্রূপ হইলেও মুখ্য প্রাণকে পূর্ব্বসূত্রে "চক্ষুরাদিবৎ" বলাতে কোন দোষ হয় না ; কারণ মুখ্যপ্রাণেরও তদ্বৎ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে। যথা, শ্রুতি বলিয়াছেন, —"অহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামি" ইত্যাদি (প্রঃ ২প্রঃ ৩বা) (মুখ্যপ্রাণ বলিলেন, আমি আপনাকে পঞ্চধা বিভক্ত করিয়া তদ্বিশিষ্ট শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক ইহাকে বিধারণ করিতেছি)। অতএব ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট শরীরধারণই ইহার কার্য্য।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১২শ সূত্র। পঞ্চবৃত্তির্ম্মনোবদ্ব্যপদিশ্যতে।

ভাষ্য।—যথা বহুবৃত্তির্ম্মনঃ স্ববৃত্তিভিঃ কামাদিভিঃ

জীবস্যোপকরোতি, তথা অপানাদিবৃত্তিভিঃ পঞ্চবৃত্তিঃ প্রাণোঽপি জীবোপকারকত্বেন ব্যপদিশ্যতে।

ব্যাখ্যা :—মনঃ যেমন কামাদি বহুবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া জীবের কার্য্যসাধন করে, তদ্রূপ পঞ্চবৃত্তিযুক্ত প্রাণও অপানাদি পঞ্চবৃত্তিসহ জীবের কার্য্যসাধন-কারিরূপে শ্রুতিকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছেন।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৩শ সূত্র। অণুশ্চ ॥

ভাষ্য।—উৎক্রান্তিশ্রুতেঃ প্রাণোঽণুশ্চ।

অন্বয়ার্থ :—মুখ্যপ্রাণেরও উৎক্রান্তি-বিষয়ক শ্রুতি আছে; সুতরাং মুখ্যপ্রাণও অণুপ্রকৃতিক অর্থাৎ সূক্ষ্ম।

ইতি মুখ্যপ্রাণস্বরূপ-নিরূপণাধিকরণম্।

—০—

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৪শ সূত্র। জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানং তু তদামননাৎ ॥

ভাষ্য।—বাগাদিকরণজাতমগ্ন্যাদিদেবতাপ্রেরিতং কার্য্যে প্রবর্ত্ততে "অগ্নির্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশদি"-ত্যাদিশ্রুতেঃ।

ব্যাখ্যা :—বাগাদি করণসকল অগ্নিপ্রভৃতি দেবতা দ্বারা প্রেরিত হইয়া, স্বীয় স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, শ্রুতি এইরূপই উপদেশ করিয়াছেন। যথা,—"অগ্নির্ব্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ" (ঐঃ ১অঃ ২খঃ) ইত্যাদি।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৫শ সূত্র। প্রাণবতা শব্দাৎ ॥

(প্রাণবতা=জীবেন প্রাণানাং সম্বন্ধঃ, অতঃ জীবস্যৈব ভোক্তৃত্বম্; শব্দাৎ=শ্রুতেঃ)।

ভাষ্য।—জীবেনৈবেন্দ্রিয়াণাং স্বস্বামিভাবঃ সম্বন্ধঃ স ভোক্তা

"অথ যত্রৈতদাকাশমনুবিষণং চক্ষুঃ স চাক্ষুষঃ পুরুষো দর্শনায় চক্ষুরি"-ত্যাদিশব্দাৎ।

ব্যাখ্যা :—অগ্নি প্রভৃতি দেবতা বাগাদি ইন্দ্রিয়ের প্রেরক হইলেও, জীবেরই সহিত ইন্দ্রিয়সকলের স্বস্বামিভাবসম্বন্ধ; তিনিই তাহাদের ভোগকর্ত্তা; কারণ, শ্রুতি তদ্রূপ বলিয়াছেন। যথা:—"অথ যত্রৈতদাকাশমনুবিষণং চক্ষুঃ স চাক্ষুষঃ পুরুষো দর্শনায় চক্ষুঃ" ইত্যাদি। (যেখানে সেই আকাশ (অবকাশ, ছিদ্র), তাহাতে প্রবিষ্ট যে চক্ষুঃ আছে, তাহা সেই চক্ষুরভিমানী পুরুষেরই রূপজ্ঞানার্থ) ইত্যাদি।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৬শ সূত্র। তস্য নিত্যত্বাৎ ॥

ভাষ্য।—উক্তলক্ষণস্য সম্বন্ধস্য জীবেনৈব নিত্যত্বান্ন ত্বধিষ্ঠাতৃদেবতাভিঃ ॥

অস্যার্থ:—উক্ত সম্বন্ধ জীবের সহিতই নিত্য, কার্য্যে প্রবর্ত্তক (অধিষ্ঠাতৃ) দেবতাদিগের সহিত নহে; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন, "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি (বৃঃ ৪অঃ ৪ব্রা) ইত্যাদি।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৭শ সূত্র। ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ ॥

[শ্রেষ্ঠাৎ অন্যত্র = মুখ্যপ্রাণং বর্জ্জয়িত্বা, তে প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি, তদ্ব্যপদেশাৎ]।

ভাষ্য:—শ্রেষ্ঠপ্রাণভিন্নত্বেন তেষাং প্রাণানাম্ "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" ইতি ব্যপদেশাৎ, তে প্রাণা ইন্দ্রিয়সংজ্ঞকানি তত্ত্বান্তরাণি, ন তু শ্রেষ্ঠবৃত্তিবিশেষাঃ।

অস্যার্থ :—মুখ্যপ্রাণ হইতে ভিন্ন বলিয়া অপর সকলপ্রাণ "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে উপদিষ্ট হওয়ায় শেষোক্ত প্রাণসকল ইন্দ্রিয়শব্দ-বাচ্য বিভিন্নতত্ত্ব; ইহারা মুখ্যপ্রাণের বৃত্তিবিশেষ নহে।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৮শ সূত্র। ভেদশ্রুতের্বৈলক্ষণ্যাচ্চ।

ভাষ্য।—বাগাদিপ্রকরণমুপসংহৃত্য "অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুরি"-তি তেভ্যো বাগাদিভ্যঃ শ্রেষ্ঠস্য প্রাণস্য ভেদশ্রবণাদ্ দেহেন্দ্রিয়াদিস্থিতিহেতোঃ শ্রেষ্ঠাৎ প্রাণাদীন্দ্রিয়াণাং বিষয়-গ্রাহকত্বেন বৈলক্ষণ্যাচ্চ তানি তত্ত্বান্তরাণি।

অস্যার্থ :—মুখ্যপ্রাণ হইতে অপর প্রাণসকল বিভিন্ন; কারণ, শ্রুতি ইহার শ্রেষ্ঠতা ও বিভিন্নতা স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন; এবং অপর প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সকলের ধর্ম্ম বাহ্যরূপাদি বিষয়জ্ঞানোৎপাদন, মুখ্যপ্রাণের ধর্ম্ম দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির ধারণ; সুতরাং উভয়ের ধর্ম্মও বিভিন্ন; তন্নিমিত্তও ইহারা এক নহে। শ্রুতি, যথা, বৃহদারণ্যকোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ৩য় ব্রাহ্মণে উক্ত আছে যে, দেবতা এবং অসুরগণ পরস্পরকে অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করিয়া, দেবগণ ক্রমশঃ বাক্, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও মনকে উদ্গাতৃকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া অসুরদিগকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিলে, অসুরগণ উক্ত বাগভিমানী প্রভৃতি দেবতাকে পাপযুক্ত করিলেন; সুতরাং তৎসাহায্যে দেবগণ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তৎপরে দেবগণ মুখ্যপ্রাণকে উদ্গাতৃকর্ম্মে নিযুক্ত হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন, ("অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি")। তখন মুখ্যপ্রাণ তদ্রূপ করিতে অঙ্গীকার করিয়া, উদ্গাতৃকর্ম্ম সম্পাদন করিলেন। অসুরগণ বহু প্রয়াস করিয়াও তাঁহাকে পাপবিদ্ধ করিতে পারিলেন না; (কারণ বাহ্যবস্তুর সহিত

ইহার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই); সুতরাং দেবতাদিগের জয় হইল; এতদ্দ্বারা মুখ্যপ্রাণের বাগাদি-ইন্দ্রিয় হইতে পার্থক্য স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত-হইয়াছে। এবং এই মুখ্যপ্রাণ-সম্বন্ধে শ্রুতি এই অধ্যায়েই পরে বলিয়াছেন যে, এই মুখ্যপ্রাণ "অঙ্গানাং হি রসঃ" (ইনি সকল অঙ্গের রস অর্থাৎ সার—দেহ ও ইন্দ্রিয়ের ধারক)। এতদ্দ্বারা শ্রুতি অপরাপর ইন্দ্রিয় হইতে প্রাণের কার্য্যবৈলক্ষণ্যও প্রদর্শন করিয়াছেন। এই শ্রুতিবিচারে সিদ্ধান্ত হয় যে, মুখ্যপ্রাণ দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের অতীত পদার্থ; পরন্তু জীবে অহংবৃত্তিই দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মনঃ হইতে অতীত পদার্থ। অন্তঃকরণবৃত্তি বলিতে বুদ্ধিতত্ত্ব ও মনঃসমন্বিত অহংতত্ত্বকে বুঝায়; অতএব ইহারই মুখ্যপ্রাণাখ্যা, ইহা জীবদেহে সূক্ষ্ম নির্ম্মল মরুত্তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করে। অতএব সূক্ষ্ম মরুত্তত্ত্বসমন্বিত অহংবৃত্তিই মুখ্যপ্রাণশব্দের বাচ্য; ইহা মৃত্যুসময়ে জীবদেহ পরিত্যাগ করিলে, অপর ইন্দ্রিয়সকল জীবদেহ পরিত্যাগ করে; বৃহদারণ্যক শ্রুতি ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ ব্রাহ্মণে "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎ-ক্রামন্তি" ইত্যাদি বাক্যে ইহাই উপদেশ করিয়াছেন।

ইতি ইন্দ্রিয়াণাং স্বরূপাবধারণাধিকরণম্।

—:০:—

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৯শ সূত্র। সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্ব্বত উপদেশাৎ ॥

[সংজ্ঞা নাম, মূর্ত্তিরাকৃতিঃ তয়োঃ কৢপ্তিঃ ব্যাকরণং সৃষ্টিরিতি যাবৎ; তু অপি ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ পরমেশ্বরস্যৈব; তদুপদেশাৎ "অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইতি ব্যাকরণস্য পরদেবতা-কর্ত্তৃত্বোপ-দেশাৎ]।

ভাষ্য।—"সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণী"-তি "তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণী"-তি নামরূপব্যাকরণমপি ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ পরস্যৈব কর্ম্ম। য একৈকাং দেবতাং ত্রিরূপামকরোৎ স এব হি অগ্ন্যাদিত্যাদীনাং নামরূপকর্ত্তা। কুতঃ? "সেয়ং দেবতে"-ত্যুপক্রম্য "অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণী"-তি ব্যাকরণস্য পরদেবতাকর্ত্তৃকত্বোপদেশাৎ॥

ব্যাখ্যা:—নাম ও রূপ ভেদে সৃষ্টি সেই ত্রিবৃৎকর্ত্তা পরমেশ্বরেরই,—জীবের নহে; কারণ, শ্রুতি তাহা স্পষ্ট উপদেশ করিয়াছেন। যথা:—"সেয়ং দেবতা" (সেই ব্রহ্ম) এই প্রকারে বাক্যারম্ভ করিয়া "অনেন জীবেনাত্মনা" ইত্যাদি বাক্যে (ছাঃ ৬অঃ ৩খ) শ্রুতি তাঁহারই কর্ত্তৃক অগ্ন্যাদি দেবতার সৃষ্টি এবং তাহাদের ত্রিবৃৎকরণ ও নামরূপের প্রকাশ হওয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ২০শ সূত্র। মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ ॥

(মাংসাদিঃ ত্রিবৃৎকৃতায়াঃ ভূমেঃ কার্য্যমেব, তৎ যথাশব্দং শ্রুত্যুক্তপ্রকারেণৈব নিষ্পদ্যতে; ইতরয়োরপ্‌তেজসোরপি কার্য্যং যথাশব্দং জ্ঞাতব্যম্ ইত্যর্থঃ)।

ভাষ্য।—তেষাং ত্রিবৃৎকৃতানাং তেজোঽবন্নানাং কার্য্যাণি শরীরে শব্দাদেবাবগন্তব্যানি "ভূমেঃ পুরীষং মাংসং মনশ্চেতি অপাং মূত্রং লোহিতং প্রাণশ্চেতি তেজসোঽস্থি মজ্জা বাক্ চেতি"।

অন্বার্থ :—তেজঃ অপ্ ও পৃথিবীর ত্রিবৃৎকরণদ্বারা (বিমিশ্রণ দ্বারা) শরীরের অঙ্গসকল গঠিত, ইহা উক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন ; যথা :— "পৃথিবী হইতে পুরীষ, মাংস, মনঃ ; অপ্ হইতে মূত্র, শোণিত ও প্রাণ" ; এইরূপ তেজঃ হইতে অস্থি মজ্জা ও বাক্ উদ্ভূত হয়।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ২১শ সূত্র। বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ।

(বিশেষস্য অধিকভাগস্য ভাবো বৈশেষ্যং তস্মাৎ)

ভাষ্য।—তেষাং ভেদেন গ্রহণং তু ভাগভূয়স্ত্বাৎ।

অন্বার্থ :—মহাভূতসকলের বিমিশ্রণের দ্বারাই পরিদৃশ্যমান পৃথিবী, জল ইত্যাদি সমস্ত বস্তু রচিত হইয়াছে ; কিন্তু যে ভূতের ভাগ যে বস্তুতে অধিক ; সেই ভূতের নাম অনুসারেই সেই বস্তুর নাম হয়, এবং সেই ভূত হইতে সেই বস্তুর উৎপত্তিও বলা যায়।

ইতি ব্রহ্মণো ব্যষ্টিস্রষ্টৃত্বনিরূপণাধিকরণম্।

ইতি বেদান্তদর্শনে দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থপাদঃ সমাপ্তঃ।

ওঁ তৎসৎ।

—:০:—

উপসংহার

দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদে ব্রহ্মের শ্রুতিপ্রসিদ্ধ জগৎকারণত্ব সিদ্ধান্তের প্রতি অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া, যে সকল আপত্তি হইতে পারে, তাহা শ্রীভগবান্ বেদব্যাস খণ্ডন করিয়া, ব্রহ্ম যে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয়বিধ কারণ, তাহা প্রতিপাদিত করিয়াছেন ; এবং জীব হইতে ব্রহ্মের বিভিন্নত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন ; সৃষ্টি ও প্রলয় যে অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং এক সৃষ্টির প্রারম্ভ হইলে পূর্ব্বসৃষ্টির জীবসকল

পুনরায় প্রকাশিত হইয়া প্রলয়ের পূর্ব্বকালীন তাহাদিগের কৃত কর্ম্মানুসারে বর্ত্তমান সৃষ্টিতেও যে তাহারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া, ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্বাধীনে তৎফলসকল ভোগ করে, তাহাও শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। দ্বিতীয়পাদে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিকারণবাদ, বৈশেষিকোক্ত পরমাণুকারণবাদ, বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগের ক্ষণিকবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও সর্ব্বশূন্যবাদ, জৈনমতাবলম্বী-দিগের জীবের দেহপরিমাণবাদ, এবং সর্ব্ববস্তুর যুগপৎ অস্তিত্বনাস্তিত্বাদি-বাদ, পাশুপতদিগের অভিমত ঈশ্বরের কেবল নিমিত্তকারণত্ববাদ, এবং জগতের কেবল শক্তিকারণত্ববাদ, এতৎসমস্তই বেদব্যাস নানাবিধ যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন, এবং এই সকল মতের অশ্রৌতত্ব ও অপ্রামাণিকত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তৃতীয়পাদে শ্রুতিপ্রমাণবলে আকাশাদি মহাভূতসকলের ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি অবধারিত করিয়াছেন, এবং জীবের অনাদিত্ব, ও ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদসম্বন্ধ, শ্রুতি ও যুক্তিবলে ব্যবস্থাপিত করিয়া, জীব যে স্বরূপতঃ ব্রহ্মের অংশমাত্র, ব্রহ্মের ন্যায় বিভুস্বভাব—সর্ব্বগত নহেন, পরন্তু অণুস্বভাব—পরিচ্ছিন্ন, কিন্তু গুণবিষয়ে বিভু হইবার যোগ্য, তাহাও সংস্থাপিত করিয়াছেন। জীবের ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদসম্বন্ধদ্বারা প্রথমাধ্যায়োক্ত ব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈতত্বসিদ্ধান্তেরও পুষ্টিসাধন ও সামঞ্জস্য ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। চতুর্থপাদে ইন্দ্রিয়াদির একাদশসংখ্যকত্ব স্থাপন করিয়া, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির ব্রহ্মকারণত্ব শ্রুতিমূলে সংস্থাপিত করিয়াছেন, এবং মুখ্যপ্রাণেরও স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন; এবং অবশেষে পঞ্চমহাভূতের পঞ্চীকরণদ্বারা প্রকাশিত সমস্ত ব্যষ্টি দেহাদির ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি উপদেশ করিয়াছেন। (ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ক্ষিতি, অপ্ ও তেজ এই তিনের দৃষ্টান্তমাত্র প্রদর্শিত হইয়া ইহাদিগের ত্রিবৃৎকরণদ্বারা জাগতিক সমস্ত দৃশ্যবস্তুর উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে; তদনুসারে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ত্রিবৃৎকরণশব্দই সূত্রে উল্লেখ করিয়াছেন; পরন্তু উক্ত

শ্রুতিতে ক্ষিতি অপ্ ও তেজের সহিত বায়ু এবং আকাশও ভুক্ত থাকা ভাবতঃ উপদিষ্ট আছে। প্রথমোক্ত তিন মহাভূতই সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষযোগ্য হওয়াতে, তাহারই সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিমিশ্রণের উপদেশ দ্বারা, পঞ্চমহাভূতের বিমিশ্রণেই যে প্রকাশিত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই জ্ঞাপন করা এই শ্রুতির অভিপ্রায়; সুতরাং ত্রিবৃৎকরণশব্দের অর্থ বাস্তবিকপক্ষে পঞ্চীকরণ; সুতরাং ব্রহ্মসূত্রেও এই অর্থেই ইহা বুঝিতে হইবে)। জগৎ সম্বন্ধে মুখ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমস্তই এইরূপে অবধারিত হইল।

দ্বিতীয়াধ্যায়োক্ত উপদেশসকলের সার মর্ম্ম বর্ণিত হইল। এক্ষণে তৃতীয়াধ্যায় বর্ণিত হইবে।

ইতি বেদান্তদর্শনে দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

ওঁ তৎসৎ।

—:০:—

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ

বেদান্ত-দর্শন

তৃতীয় অধ্যায়—প্রথম পাদ

[প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব, জীবের স্বরূপ, জগতের স্বরূপ, জীব ও জগতের ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদসম্বন্ধ এবং ব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈতত্ব—সগুণত্ব-নিগুর্ণত্ব বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে তৃতীয়াধ্যায়ে জীবের সংসারগতি ও ব্রহ্মোপাসনাদ্বারা যে সংসারবন্ধের মোচন ও মোক্ষলাভ হয়, তাহা বর্ণিত হইবে।]

৩য় অঃ ১ম পাদ ১ম সূত্র। **তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ; প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্ ॥**

[তদন্তরপ্রতিপত্তৌ দেহান্তরগ্রহণার্থং, রংহতি গচ্ছতি, সম্পরিষ্বক্তঃ দেহবীজভূতসূক্ষ্মভূতৈঃ পরিবেষ্টিতঃ সন্; তৎ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং নির্ণীয়তে]।

ভাষ্য।—সমন্বয়াবিরোধাভ্যাং সাধ্যে নিশ্চিতে; অথ সাধনানি নিরূপ্যন্তে। তত্রাদৌ বৈরাগ্যার্থং স্বর্গাদিগমনাগমনাদিদোষান্ দর্শয়তি। উক্তলক্ষণঃ প্রাণাদিমান্ জীবো হি সূক্ষ্মভূতসম্পরিষ্বক্ত এব দেহং বিহায় দেহান্তরং গচ্ছতীতি "বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তী-ত্যাদি প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং গম্যতে।

অস্যার্থ:—স্বপক্ষের সমন্বয় এবং বিরুদ্ধপক্ষের খণ্ডন দ্বারা সাধ্যবস্তু যে ব্রহ্ম, তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত উপদিষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে সাধন নিরূপিত

হইতেছে। তাহাতে প্রথমে বৈরাগ্যোৎপাদনের নিমিত্ত স্বর্গাদি-গমনাগমনরূপ দোষসকল সূত্রকার প্রদর্শন করিতেছেন :—পূর্ব্বোক্তলক্ষণ ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট জীব সূক্ষ্ম-ভূতসমন্বিত হইয়া দেহপরিত্যাগান্তে দেহান্তর প্রাপ্ত হয় ; ইহা শ্রুত্যুক্ত প্রশ্ন ও উত্তরদ্বারা অবধারিত হয়। (এই প্রশ্নোত্তর ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম প্রপাঠকের তৃতীয় খণ্ড হইতে দশম খণ্ড পর্য্যন্ত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা বর্ণনা উপলক্ষে বর্ণিত হইয়াছে। প্রশ্ন, যথা :— "বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি," (তুমি কি জান, পঞ্চম-সংখ্যক আহুতিতে হোম কৃত হইলে, ঐ আহুতিসাধন জল কি প্রকারে পুরুষবাচক হয়—পুরুষাকারে পরিণত হয় ?)। তৎপরে এই সংবাদে এই প্রশ্নের উত্তর সমাপন করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন "ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতা-বাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" (এইরূপে পঞ্চমসংখ্যক আহুতিতে অপ্ পুরুষ-রূপে পরিণত হয়, ইত্যাদি)।

পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় উক্ত আছে যে, দ্বিজাতিগণের সায়ং ও প্রাতঃকালে যে অগ্নিহোত্রক্রিয়া করিবার বিধি আছে, তাহাতে পয়ঃপ্রভৃতি দ্বারা যে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহার ফলে দেহান্তে জীব সূক্ষ্ম অপ্ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ধূমের সহিত অন্তরীক্ষে গমন করে ; তাহারা ধূমাদিনামে প্রসিদ্ধ দক্ষিণপন্থা প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমশঃ চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয় ; তথায় পুণ্যফলসম্ভোগান্তে পুণ্যক্ষয়ে সূক্ষ্ম অপ্-রূপ দেহ আশ্রয় করিয়া, পুনরায় আকাশে পতিত হয় ; আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে ধূম, ধূম হইতে অভ্র, অভ্র হইতে মেঘরূপ প্রাপ্ত হয় ; তৎপরে জল হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয় ; তৎপর ব্রীহি প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া পুরুষকর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, এবং ক্রমশঃ পুরুষের রেতোরূপ প্রাপ্ত হইয়া স্ত্রীগর্ভে প্রবিষ্ট হয় এবং দশম মাসান্তে ভূমিষ্ঠ হয়। এই স্থলে যে "জল" শব্দ বলা হইয়াছে, সূত্রকার বলিতে-ছেন যে, এই "জল" শব্দ কেবল জলবাচী নহে, এই জলশব্দে সূক্ষ্ম পঞ্চ-

মহাভূত বুঝায় ; তবে জলের অংশ অধিক থাকাতে ঐ মিশ্রিত পদার্থকে জলনামেই আখ্যাত করা হইয়াছে ; শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, জীব জলাংশপ্রধান সূক্ষ্ম ভূতসকলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, ধূমমার্গে উড্ডীন হইয়া চন্দ্রলোকাভিমুখে দক্ষিণদিকে গমন করে। পরন্তু ঐ পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় শ্রুতি বলিয়াছেন যে, যাঁহারা জ্ঞানী ব্রহ্মোপাসক, তাঁহারা স্বীয় অন্তঃকরণ-নিহিত শ্রদ্ধাকে পঞ্চমাহুতিতে আহবনীয় অপ্-স্বরূপে ধ্যান করেন, এবং দ্যুলোকাদি লোক সকলকে যজ্ঞীয় অগ্নিরূপে ধ্যান করেন ; এইরূপ পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রীকে প্রথম চারি আহুতিতে তর্পণীয় অগ্নিস্বরূপে, এবং সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও রেতঃকে আহবনীয় দ্রব্যরূপে ধ্যান করেন ; অগ্নি-হোত্রের যজ্ঞাগ্নিসম্বন্ধীয় সমিধ্, ধূম, অর্চ্চি, অঙ্গার ও বিস্ফুলিঙ্গকে বিরাট্ পুরুষের অঙ্গীভূত আদিত্যাদিরূপে ধ্যান করেন। যাঁহারা এইরূপ ব্রহ্ম-বিদ্যাসম্পন্ন, তাঁহারা দেহান্তে অর্চ্চিরাদি উত্তরমার্গে গমন করিয়া ব্রহ্ম-লোক প্রাপ্ত হয়েন, এবং যাঁহারা অরণ্যে গমন করিয়া অগ্নিহোত্র পরি-ত্যাগ করিয়া তপস্যা অবলম্বন করেন, তাঁহারাও এই অর্চ্চিরাদিমার্গ প্রাপ্ত হয়েন। ইহাই পঞ্চাগ্নিবিদ্যানামে প্রসিদ্ধ। (এই বিদ্যা বৃহদারণ্যক উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণেও উক্ত হইয়াছে)।

৩য় অঃ ১ম পাদ ২য় সূত্র। ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ ॥

[ত্র্যাত্মকত্বাৎ, অপাং ত্রিবৃত্ত্বাৎ পৃথিব্যাদীনামপি গ্রহণম্ ; ভূয়স্ত্বাদ্ বাহুল্যাদেব অপ্ গ্রহণং বোধ্যম্।]

ভাষ্য।—ত্রিবৃৎকরণশ্রুত্যাঽপাং ত্র্যাত্মকত্বাদিতরয়োরপি গ্রহণং, কেবলাব্ গ্রহণং তু তদ্ভূয়স্ত্বাদুপপদ্যতে।

অস্যার্থ:—"ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি" (প্রত্যেককে ভূত-সমস্তের ত্রিবৃৎকরণের দ্বারা সৃষ্ট করা হইয়াছে) ইত্যাদি ছান্দোগ্যোক্ত

(৬অ ৩খ) বাক্যে শ্রুতি বর্ত্তমানে দৃষ্ট জলকে ত্রিবৃৎকৃত বস্তু বলিয়া বর্ণনা করাতে, অপ্ অপর ভূতের সহিত মিলিত বস্তু হওয়ায়, অপর সূক্ষ্ম ভূত সকলও জীবের অনুগামী হয় বুঝিতে হইবে; কেবল অপ্ শব্দ গৃহীত হওয়ার অভিপ্রায় এই যে, সূক্ষ্মদেহে অপেরই বাহুল্য থাকে।

৩য় অঃ ১ম পাদ ৩য় সূত্র। প্রাণগতেশ্চ ॥

ভাষ্য।—"তমুৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি" ইতি প্রাণগতিশ্রবণাচ্চ ভূতসূক্ষ্মপরিবৃত এব গচ্ছতি।

অস্যার্থ:—"জীব উৎক্রান্ত হইলে তৎসহ ইন্দ্রিয়সকলও উৎক্রান্ত হয়" এই বৃহদারণ্যকীয় (৪ অঃ ৩ ব্রা) শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়েরও জীবের সহিত গতি উপদিষ্ট হওয়াতে (ইন্দ্রিয় ভূতাবলম্বন ভিন্ন থাকে না, এই কারণে) ভূতসূক্ষ্মপরিবৃত হইয়া জীব মৃত্যুকালে দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়।

৩য় অঃ ১ম পাদ ৪র্থ সূত্র। অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতি চেন্ন ভাক্তত্বাৎ ॥

ভাষ্য।—"যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যম" ইত্যাদিনা বাগাদীনামগ্ন্যাদিষু গতের্যস্য শ্রবণান্ন তেষাং জীবেন সহ গমনমিতি চেন্ন, অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেঃ "ঔষধীর্লোমানি বনস্পতীন্ কেশা" ইতি সহপাঠেন ভাক্তত্বাৎ।

অস্যার্থ:—"মৃতপুরুষের বাক্ অগ্নিদেবতাতে, প্রাণ বায়ুদেবতাতে, চক্ষুঃ আদিত্যদেবতাতে লয়প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি বৃহদারণ্যকীয় (৩য় অঃ ২য় ব্রাহ্মণোক্ত) শ্রুতিবাক্যে মৃতব্যক্তির বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অগ্ন্যাদিদেবতাতে লয়ের উল্লেখ আছে; অতএব জীবের সহিত ইহাদিগের গমন বলা যাইতে

পারে না। এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে, কারণ উক্ত অগ্ন্যাদিপ্রাপ্তি-বোধক বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ উক্তি আছে, যে "লোমসকল ঔষধাদিকে প্রাপ্ত হয়, কেশসকল বনস্পতিকে প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি। এবং সমস্ত একসঙ্গে উক্ত হওয়াতে জানা যায় যে, বাগাদির অগ্ন্যাদি-দেবতাপ্রাপ্তিবাচক শব্দসকল মুখ্যার্থে ব্যবহৃত হয় নাই, গৌণার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩য় অঃ ১ম পাদ ৫ম সূত্র। প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেন্ন তা এব হ্যুপপত্তেঃ ॥

ভাষ্য।—প্রথমে অগ্নাবপামশ্রবণাৎ কথং পঞ্চম্যামাহুতৌ তাসাং পুরুষভাব ইতি চেন্ন, যতঃ শ্রদ্ধাশব্দেন তা এবোচ্যন্তে, উপক্রমাদ্যনুপপত্তেঃ।

অস্যার্থ:—"তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধা জুহ্বতি" (এই অগ্নিতে দেবতাসকল শ্রদ্ধাকে আহুতি দেন) এই ছান্দোগ্যোক্ত (৫অঃ ৪থ) বাক্যে পঞ্চমাহুতিতে "শ্রদ্ধার" হবনীয়ত্ব উক্ত হইয়াছে,—অপের নহে; অতএব পঞ্চম আহুতিতে অপের পুরুষাকারে পরিণতি হওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, প্রত্যক্ষ অগ্নিতে হবনীয় দ্রব্য অপ্‌ই শ্রদ্ধাশব্দের অর্থ; এই অর্থ গ্রহণ করিলে আদ্যোপান্ত গ্রন্থের সামঞ্জস্য হয়; নতুবা হয় না। ("শ্রদ্ধা বা আপঃ" ইত্যাদিশ্রুতি-বাক্যে শ্রদ্ধাশব্দের অপ্‌ অর্থ থাকা প্রসিদ্ধও আছে)।

৩য় অঃ ১ম পাদ ৬ষ্ঠ সূত্র। অশ্রুতত্বাদিতি চেন্নেষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ ॥

ভাষ্য।—ভূতসম্পরিষ্বক্তো জীবো রংহতীতি ন বক্তুং শক্যমবাদিবজ্জীবস্যাশ্রবণাদিতি চেন্ন, "ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যু-

পাসতে তে ধূমমভিসম্ভবন্তী”-ত্যাদিনেষ্টাদিকারিণাং ধূমমার্গেণ চন্দ্রলোকপ্রাপ্তির্নিরূপ্যতে এব সোমশব্দেন শ্রুত্যা নিরূপ্যন্তে “এষ সোমো রাজা সম্ভবতী”তি, অত্রাপি সোমো রাজা সম্ভবতীত্যনেন প্রতীতেঃ।

অন্বয়ার্থ :—জীব সূক্ষ্মভূতপরিবৃত হইয়া দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়, এই কথা বলা যাইতে পারে না; কারণ, অপ প্রভৃতির ন্যায় জীবের গমনের উল্লেখ নাই। এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে; কারণ “ইষ্ট ও পূর্ত্ত কর্ম্ম করিয়া যাহারা তদুপাসনা করে, তাহারা ধূমমার্গ প্রাপ্ত হয়” (ছান্দোগ্য ৫ম প্রঃ ১০ম খণ্ড) ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যে ইষ্ট ও পূর্ত্ত কর্ম্মকারী জীবের ধূমমার্গে গমন করিয়া চন্দ্রলোক প্রাপ্তি অবধারিত হইয়াছে “সোমরাজ” শব্দের দ্বারা চন্দ্রলোকেই যে গমন করে, তাহা শ্রুতি নিরূপণ করিয়াছেন; যথা, উক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন:—“এষ সোমো রাজা সম্ভবতি” ইত্যাদি। অতএব জীবের সহিতই ভূতসূক্ষ্মসকল গমন করে। (যজ্ঞাদি উপলক্ষে দানকে ‘ইষ্ট’ কর্ম্ম বলে; বাপী কূপাদিপ্রতিষ্ঠাকে ‘পূর্ত্ত’ কর্ম্ম বলে; অগ্নিহোত্র উপাসনাও ইষ্ট কর্ম্ম; সুতরাং ইষ্টকর্ম্মকারী জীবের চন্দ্রলোকপ্রাপ্তির উপদেশ হওয়াতে, জীবই ভূতসূক্ষ্মপরিবৃত হইয়া চন্দ্রলোকে গমন করেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।)

৩য় অঃ ১ম পাদ ৭ম সূত্র। ভাক্তং বাহনাত্মবিত্ত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি ॥

ভাষ্য।—কেবলকর্ম্মিণামনাত্মবিত্ত্বাদ্দেবান্ প্রতি গুণভাবে সতি “তদ্দেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি” ইতি ইষ্টাদিকারিণামন্নত্বেন ভক্ষ্যত্বং ভাক্তম্। “পশুরেব স দেবানাম্” ইতি শ্রুতেঃ।

অন্বয়ার্থ :—যাহারা কেবল কর্ম্মমার্গাবলম্বী, তাহারা অনাত্মবিৎ হওয়াতে,

তাহারা দেবতাদিগের সম্বন্ধে আনন্দবর্দ্ধক (ভোগোপকরণবৎ) হয়েন; অর্থাৎ তাঁহারা দেবলোকে গমন করিয়া দেবতাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করেন। অতএব উক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতিতে "মৃতব্যক্তি দেবতাদিগের অন্ন হয়, তাহাকে দেবতারা ভক্ষণ করেন" ইত্যাদি (ছাঃ ৫ অঃ ১০ খ, ৪) বাক্যে ইষ্টাদিকর্ম্মকারীর যে ভক্ষণীয়ত্ব উল্লেখ আছে, তাহা বস্তুতঃ আহার্য্য অর্থের বাচক নহে; ইহা কেবল দেবলোকের সংখ্যাবৃদ্ধিদ্বারা পুষ্টিসাধন বোধক; ইঁহারা দেবতার প্রীতি উৎপাদন করেন, এইমাত্র অর্থ; কারণ শ্রুতিই "তিনি দেবতাদিগের পশুস্বরূপ" (বৃঃ ১অঃ ৪ব্রা) ইত্যাদি বাক্যে তাহা প্রদর্শন করিয়াছে।

ইতি সকামজীবস্য দেহান্তে সূক্ষ্মদেহাবলম্বনপূর্ব্বক-
চন্দ্রলোকপ্রাপ্তিনিরূপণাধিকরণম্।

—০—

৩য় অঃ ১ম পাদ ৮ম সূত্র। কৃতাহত্যয়েহনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং যথেতমনেবং চ।

[কৃত-অত্যয়ে (আমুষ্মিকফলপ্রদকর্ম্মক্ষয়ে সতি), অনুশয়বান্ (ঐহিকফলপ্রদকর্ম্মবান পুরুষঃ), যথা এতং (যথাগতং, যেন মার্গেণ গতবান্), অনেবং চ (তদ্বিপর্য্যয়েণ তেনৈব মার্গেণ প্রত্যবরোহতি)। দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং (শ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্ এতজ্ জ্ঞায়তে) ইত্যর্থঃ]।

ভাষ্য।—আমুষ্মিকফলপ্রদকর্ম্মক্ষয়ে সতি ঐহিকফলপ্রদকর্ম্মবান্ যথাগতমনেবং চ প্রত্যবরোহতি, "তদ্য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাসো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্নি"-ত্যাদিশ্রুতেঃ। "বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্ম্মফলমনুভূয় ততঃ

শেষেণ বিশিষ্টজাতিকুলরূপায়ুঃশ্রুতবৃত্তবিত্তসুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে” ইতি স্মৃতেশ্চ ॥

অস্যার্থ :—জীবের চন্দ্রলোকাদিপ্রাপ্তিরূপ ফলপ্রদ কৃতকর্ম্মসকল ভোগের দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, ঐহিক-ফলপ্রদ কর্ম্মসকল-বিশিষ্ট হইয়া, যে পথে মৃত্যুর পরে চন্দ্রলোকাদিতে গমন করিয়াছিলেন, জীব সেই পথেই পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ; ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়দ্বারা অবধারিত হইয়াছে। শ্রুতি যথা :—“তদ্য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাসো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ (ছান্দোগ্য ৫ম প্রঃ ১০ম খণ্ড) (যাঁহারা ইহলোকে পুণ্যকর্ম্মকারী (রমণীয় “চরণ”-সম্পন্ন), তাঁহারা (চন্দ্রলোক ভোগ করিয়া) অবশিষ্ট কর্ম্মদ্বারা ক্রূরতাদিবর্জ্জিত রমণীয় যোনি প্রাপ্ত হন ইত্যাদি)। স্মৃতি যথা :—বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্ম্মফলমনুভূয়.. ”ইত্যাদি। অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমী সকল স্বীয় স্বীয় আশ্রমোচিত বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সেই সকল কর্ম্মের ফল চন্দ্রলোকাদিতে ভোগ করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের বলে বিশিষ্ট জাতি কুল আয়ু প্রাপ্ত হইয়া এবং সদাচার শ্রীসম্পন্ন ও মেধাবী হইয়া জন্মপরিগ্রহ করেন।

যে সকল কর্ম্ম ইহজন্মে লোকের দ্বারা কৃত হয়, তাহা দ্বিবিধ :—কোন কর্ম্ম এইরূপ যে, তাহার ফল ইহলোকে ভোগ হইতে পারে না, অতি শুভকর্ম্ম হইলে তাহার ফল স্বর্গে ভোগ হয়, অতি অশুভ কর্ম্ম হইলে তৎফলরূপ দুঃখ নরকে ভোগ হয়। আবার কতকগুলি কর্ম্ম আছে, যাহার ফলে ইহলোকে তদনুরূপ ভোগোপযোগী দেহ প্রাপ্তি হয়। ইহারাই “অনুশয়” নামে উক্ত হইয়াছে ; “অনুশয়” শব্দে পরলোকে ভোগান্তে অবশিষ্ট যে ইহলোকে ভোগোৎপাদক কর্ম্ম থাকে, তাহাকে বুঝায়।

৩য় অঃ ১ম পাদ ৯ম সূত্র। চরণাদিতি চেন্নোপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ ॥

ভাষ্য।—নন্নু "রমণীয়চরণা" ইত্যত্র চরণমাচারস্তস্মাদেবেষ্ট-সিদ্ধৌ ন সানুশয়স্যাবরোহঃ সম্ভবতীতি চেন্ন, যতশ্চরণশ্রুতিঃ কর্ম্মোপলক্ষণার্থা, ইতি কার্ষ্ণাজিনির্ম্মন্যতে।

অস্যার্থঃ—পরন্তু পূর্ব্বোক্ত "রমণীয়চরণা রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্" "কপূয়চরণা কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্" (যাঁহাদের রমণীয় "চরণ" তাঁহারা রমণীয় যোনি প্রাপ্ত হয়, যাহাদের কুৎসিত "চরণ" তাহারা কুৎসিত যোনি প্রাপ্ত হয়) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে 'রমণীয়চরণ' শব্দ আছে, সেই 'চরণ' শব্দের অর্থ আচরণ; এই অর্থ করিলেই যখন বাক্যার্থ হয়, (অর্থাৎ উত্তম আচরণসম্পন্ন পুরুষ উত্তম জন্মলাভ করেন, এইরূপ অর্থ করিলেই যখন বাক্যের ভাব প্রকাশিত হয়), তখন ঐ 'চরণ' শব্দের অনুশয়-কর্ম্ম অর্থ করিয়া, অনুশয়ের (অর্থাৎ ভুক্তফল কর্ম্মের অতিরিক্ত কর্ম্মের) সহিত জীব আগমন করে, এইরূপ বলা নিষ্প্রয়োজন, এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ, 'চরণ' শ্রুতিতে লক্ষণা দ্বারা উক্ত অনুশয়ই উপলক্ষিত হইয়াছে, এই কথা কৃষ্ণাজিনি মুনি বলেন।

৩য় অঃ ১ম পাদ ১০ম সূত্র। আনর্থক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ।

ভাষ্য।—নন্নু তথাত্বে চরণস্যানর্থক্যং স্যাদিতি চেন্ন কর্ম্মণাং চরণাপেক্ষত্বাৎ।

অস্যার্থঃ—পরন্তু এইরূপ বলিলে, আচরণের নিষ্ফলতা হয়, এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে; কারণ কর্ম্ম সদাচারের অপেক্ষা করে; আচারী ব্যক্তি ভিন্ন কেহ বৈদিক যাগাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা পুণ্যলাভ করিতে

সমর্থ হয়েন না। "আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য তাহার প্রমাণ।

৩য় অঃ ১ম পাদ ১১শ সূত্র। সুকৃতদুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ ॥

ভাষ্য।—সুকৃতদুষ্কৃতে কর্ম্মণী চরণশব্দেনোচ্যেতে ইতি বাদরিঃ।

ব্যাখ্যা :—বাদরি বলেন যে, উক্ত শ্রুতিতে "চরণ" শব্দ সুকৃতি এবং দুষ্কৃতি উভয় বোধক। তাহা স্বর্গোৎপাদক না হইলে, ইহলোকে ফল-প্রদানের নিমিত্ত জীবের অনুবর্ত্তী হয়।

ইতি জীবস্যানুশয়বত্ত্বেন পৃথিব্যাং পুনরাবৃত্তিনিরূপণাধিকরণম্।

—•—

৩য় অঃ ১ম পাদ ১২শ সূত্র। অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্।

ভাষ্য।—অনিষ্টাদিকারিগতিশ্চিন্ত্যতে। তত্র তাবৎ পূর্ব্বঃ পক্ষঃ; নিষিদ্ধসক্তানাং বিহিতবিরক্তানাং দুষ্টানামপি "যে বৈ কে চাস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসংতে সর্ব্বে গচ্ছন্তী"-তি গমনং শ্রুতম্।

অস্যার্থ :—এক্ষণে অনিষ্টকর্ম্মকারী পুরুষের গতি অবধারিত হইতেছে। প্রথমে পূর্ব্বপক্ষ এই যে, অনিষ্টকর্ম্মকারী পুরুষও তবে চন্দ্রলোকে যায় বলিতে হয়; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন যে, যে কেহ এই লোক হইতে যায়, সে-ই চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়। (কৌষিতকী ১ম অঃ)

৩য় অঃ ১ম পাদ ১৩শ সূত্র। সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদ্গতিদর্শনাৎ।

[সংযমনে যমালয়ে, অনুভূয় যাতনা অনুভূয়, ইতরেষাম্ অনিষ্ট-কারিণাম্ আরোহ-অবরোহৌ ; তদ্গতিদর্শনাদ্ যমলোকগমনস্য শ্রুতত্বাৎ]।

ভাষ্য।—যমালয়ে দুঃখমনুভূয়ানিষ্টাদিকারিণাং চন্দ্রমণ্ডলা-রোহাবরহৌ, "পুনঃ পুনর্বশমাপদ্য তেমে, বৈবস্বতং সংযমনং জনানামি"-ত্যাদিষু যমালয়গমনদর্শনাৎ।

অন্বয়ার্থ:—(তবে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে) অনিষ্টকর্ম্মকারিগণ প্রথমে যমালয়ে যাতনা অনুভব করে; পরে তাহাদের চন্দ্রলোকে আরোহণ ও তথা হইতে অবরোহণ হয়; কারণ শ্রুতি তাহাদিগের যমলোকে গতি প্রমাণিত করিয়াছেন; যথা:—"এই সকল লোক যমের বশীভূত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার সংযমননামক পুরীতে গমন করে" ইত্যাদি। (ইহাও পূর্ব্বপক্ষ)।

৩য় অঃ ১ম পাদ ১৪শ সূত্র। স্মরন্তি চ ॥

ভাষ্য।—পরাশরাদয়ো যমবশ্যত্বং স্মরন্তি ॥

অন্বয়ার্থ:—পরাশরাদি স্মৃতিকারেরাও এইরূপ বলিয়াছেন। যথা:—"সর্ব্বে চৈতে বশং যান্তি যমস্য ভগবন্ কিল" ইত্যাদি।

৩য় অঃ ১ম পাদ ১৫শ সূত্র। অপি সপ্ত ॥

ভাষ্য।—রৌরবাদীন্ সপ্ত নরকানপি স্মরন্তি ॥

অন্বয়ার্থ:—রৌরবাদি সপ্তবিধ নরকপুরী আছে বলিয়া স্মৃতি উল্লেখ করিয়াছেন; তাহা অনিষ্টকারী পাপীদের জন্য উক্ত হইয়াছে।

৩য় অঃ ১ম পাদ ১৬শ সূত্র। তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥

[তত্রাপি তেষু নরকেষু অপি তস্য যমস্য ব্যাপারাৎ কর্ত্তৃত্বাভ্যুপগমাৎ অবিরোধঃ]।

ভাষ্য।—রৌরবাদিষ্বপি চিত্রগুপ্তাদীনামধিষ্ঠাতৄণাং যমায়ত্ততয়া যমস্যৈব ব্যাপারাৎ তত্রাঽন্যেঽপ্যধিষ্ঠাতার ইতি নাস্তি বিরোধঃ॥

অস্যার্থ:—রৌরবাদিতে চিত্রগুপ্ত প্রভৃতির অধিকার থাকা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তৎসমস্ত নরকের উপর যমের কর্ত্তৃত্ব আছে; সুতরাং যমপুরীগমনবিষয়ক বাক্যের সহিত ইহার কোন বিরোধ নাই। অন্য অধিষ্ঠাতৃগণ যমের অধীন।

৩য় অঃ ১ম পাদ ১৭শ সূত্র। বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ।

[বিদ্যাকর্ম্মণোঃ যথাক্রমং দেবযানপিতৃযানপথয়োঃ প্রাপ্তিত্বং "অথৈ-তয়োঃ পথোঃ" ইত্যাদিবাক্যে উক্তং, তয়োরেব প্রকৃতত্বাৎ উক্তত্বাৎ]।

ভাষ্য।—অথ রাদ্ধান্তঃ। পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াম্ "অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ চ তানীমানি ক্ষুদ্রাণি অসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতত্তৃতীয়ং স্থানং তেনাঽসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে" ইত্যনিষ্টাদিকারিণামনবরোহং দর্শয়তি। পথোরিতি চ বিদ্যাকর্ম্মণোর্নির্দ্দেশস্তয়োঃ প্রকৃতত্বাৎ। "তদ্ য ইত্থং বিদুরি"-তি দেবযানঃ পন্থা "ইষ্টাপূর্ত্তং দত্তমি"-তি পিতৃযানস্তয়োরন্য-তরেণাপি যেন ন গচ্ছন্তি তানীমানি তৃতীয়স্থানভাঞ্জি ভূতানীতি পাপিনাং চন্দ্রগতির্নাস্তীতি বাক্যার্থঃ।

অস্যার্থ:—এক্ষণে সূত্রকার এই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন:—ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত পঞ্চাগ্নিবিদ্যাকথন উপলক্ষে (৫ অঃ ১০ খঃ) এইরূপ বাক্য আছে, যথা:—"আর এই দুইটি পথে (দেববান ও পিতৃযান পথে) যাহারা যাইবার অযোগ্য, তাহারা পুনঃ পুনঃ সংসারে আবর্ত্তন করিয়া, ক্ষুদ্র মশকাদি যোনি প্রাপ্ত হয়, জন্মিয়া শীঘ্র মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়; এইটি তৃতীয়-

স্থান, (অর্থাৎ চন্দ্রলোক ও পিতৃলোক হইতে ভিন্ন, তৃতীয় স্থান)। ইহারা চন্দ্রলোকে যাইতে পারে না, এই নিমিত্ত চন্দ্রলোক পরিপূর্ণ হয় না" ; এতদ্দ্বারা অনিষ্টকারী ব্যক্তিগণের যে চন্দ্রলোকে গমন ও তথা হইতে অবরোহণ হয় না, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত বাক্যে যে দুইটি পথ প্রথমে উক্ত হইয়াছে, তাহা যথাক্রমে বিদ্যা দ্বারা প্রাপ্য দেবযান পথ ও ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্য পিতৃযান পথ ; কারণ, বিদ্যা এবং কর্ম্মের বিষয়ই উক্ত প্রকরণে পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। "যাঁহারা ইহা অবগত আছেন" এইবাক্যে জ্ঞানীদিগের পক্ষে দেবযান পথ, "এবং যাঁহারা ইষ্টা-পূর্ত্তদানকারী" বাক্যে যজ্ঞাদি বিহিতকর্ম্মকারীদিগের পক্ষে পিতৃযান পথ উপদিষ্ট হইয়াছে ; যাহারা এই দুই পথে যাইবায় অযোগ্য, তাহারাই তৃতীয়স্থানভাগী পাপী জীব ; তাহাদের চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি নাই, ইহাই শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায়।

৩য় অঃ ১ম পাদ ১৮শ সূত্র। ন তৃতীয়ে, তথোপলব্ধেঃ।

ভাষ্য।—তৃতীয়ে স্থানেঽনিষ্টাদিকারিদেহারম্ভার্থমপি পঞ্চ-মাহুত্যপেক্ষা নাস্তি শ্রদ্ধাদিক্রমপ্রাপ্তাং পঞ্চমাহুতিং বিনাঽপি "জায়স্বে"তি দেহারম্ভোপলব্ধেঃ॥

ব্যাখ্যা :—এই তৃতীয়স্থানপ্রাপ্তিতে পঞ্চমাহুতির আবশ্যক নাই ; ক্রম-প্রাপ্ত শ্রদ্ধা প্রভৃতি আহুতি বিনাও দেহের উৎপত্তি হওয়া বিষয়ে উক্ত প্রকরণে যে "জায়স্ব" ইত্যাদি বাক্য আছে তদ্দ্বারা এইরূপই উপলব্ধি হয়।

৩য় অঃ ১ম পাদ ১৯শ সূত্র। স্মর্য্যতেঽপি চ লোকে॥

ভাষ্য।—"যজ্ঞে দ্রোণবিনাশায় পাবকাদিতি নঃ শ্রুতমি"-ত্যাদিনা ইষ্টাদিকারিণামপি ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতীনাং পঞ্চমাহুতিং বিনৈব দেহোৎপত্তিঃ স্মর্য্যতে।

অন্বয়ার্থ :—লোকেও এইরূপ স্মৃতিপ্রসিদ্ধি আছে, যথা "দ্রোণবিনাশের নিমিত্ত, যজ্ঞাগ্নি হইতে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা আমরা শ্রবণ করিয়াছি" ইহা দ্বারা ইষ্টকর্ম্মকারী ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতিরও যোষিৎ-বিষয়ক আহুতি এবং পুরুষবিষয়ক আহুতি বিনা দেহোৎপত্তি-শ্রবণ আছে।

৩য় অঃ ১ম পাদ ২০শ সূত্র। দর্শনাচ্চ ॥

ভাষ্য।—চতুর্ব্বিধেষু ভূতেষু স্বেদজোদ্ভিজ্জয়োঃ স্ত্রীপুরুষসঙ্গমন্তরেণোৎপত্তিদর্শনাচ্চ ন পঞ্চমাহুত্যপেক্ষা।

অন্বয়ার্থ :—স্ত্রীপুরুষের সঙ্গ ব্যতিরেকেও চারিপ্রকার জীবের মধ্যে স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই দুই প্রকার জীবের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়; অতএব তত্তদ্দেহ-লাভের নিমিত্ত পঞ্চমাহুতির অপেক্ষা নাই।

৩য় অঃ ১ম পাদ ২১শ সূত্র। তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥

(সংশোকজস্য = স্বেদজস্য, অবরোধঃ সংগ্রহঃ)

ভাষ্য।—"অণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জম্" ইত্যত্র তু তৃতীয়শব্দেন স্বেদজস্য সংগ্রহঃ অতো ন চাতুর্ব্বিধ্যহানিঃ।

অন্বয়ার্থ :—"অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ" ছান্দোগ্যোক্ত জীবভেদবর্ণনা-সূচক এই বাক্যে উদ্ভিদ্ এই তৃতীয়োক্ত শব্দের অন্তর্ভুক্ত স্বেদজ বুঝিতে হইবে; অতএব জীব চতুর্ব্বিধ।

ইতি অনিষ্টকারিণাং চন্দ্রলোকাপ্রাপ্তি-নিরূপণাধিকরণম্।

—•—

৩য় অঃ ১ম পাদ ২২শ সূত্র। তৎ স্বাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ ॥

ভাষ্য।—অবরোহপ্রকারশ্চিন্ত্যতে। "অথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্ততে যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি

ধূমো ভূত্বাঽভ্রং ভবত্যভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতী” ত্যত্র দেবাদিভাববদাকাশাদিভাবঃ? উত সাদৃশ্যপ্রাপ্তিমাত্রম্? ইতি সন্দেহে আকাশাদিভাব ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে, তৎসাদৃশ্যাপত্তিরিতি। কুতঃ? সাদৃশ্যপ্রাপ্তেরেবোপপন্নত্বাৎ।

অস্যার্থঃ—এক্ষণে চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রণালীসম্বন্ধে বিচার আরম্ভ হইল। শ্রুতি বলিয়াছেন “এই পন্থা অনুসরণ করিয়াই জীব পুনরায় সংসারে প্রত্যাগত হয়; যথা—জীব প্রথমতঃ আকাশকে প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ুত্ব প্রাপ্ত হয়, বায়ু হইয়া ধূমাকার প্রাপ্ত হয়, ধূমাকার প্রাপ্ত হইয়া অভ্রাকার প্রাপ্ত হয়, অভ্রাকার প্রাপ্ত হইয়া মেঘরূপ প্রাপ্ত হয়, মেঘ হইয়া জলরূপে পৃথিবীতে পতিত হয়।” (ছাঃ ৫ম ১০ খ)। এইস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, চন্দ্রলোকে জীব যেমন দেবভাব প্রাপ্ত হয়, পূর্ব্বোক্ত আকাশাদিভাব-প্রাপ্তিও কি তদ্রূপ? অথবা তৎসাদৃশ্যমাত্রের প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে? প্রথমে এইরূপই সন্দেহ হইতে পারে যে, আকাশাদিভাবেরই প্রাপ্তি হয়; তাহাতে সূত্রকার সিদ্ধান্ত বলিতেছেন যে, আকাশাদির সাদৃশ্যমাত্র প্রাপ্তি হয়, কারণ, সাদৃশ্যপ্রাপ্তিই উক্ত বাক্যের দ্বারা উপপন্ন হয়। জীব আকাশত্ব প্রাপ্ত হইলে, বায়ু প্রভৃতি ক্রমে অবরোহণ উপপন্ন হয় না; কারণ, আকাশ বিভুস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী।

৩য় অঃ ১ম পাদ ২৩শ সূত্র। নাতিচিরেণ, বিশেষাৎ ॥

ভাষ্য।—জীবোঽল্পেন কালেনাকাশাদিবর্ষান্তসাম্যং বিজহাতি পৃথিবীং প্রবিশ্য ব্রীহ্যাদিভাবমাপদ্যতে। অতো খলু দুর্নিষ্প্রপতরমিতি বিশেষবচনাৎ। ব্রীহ্যাদিভাবাদ্দুঃখতরনিঃসরণবাক্যং পূর্ব্বত্রাচিরকালিকমবস্থানং দ্যোতয়তি ॥

ব্যাখ্যা :—পরন্তু অল্পকালমধ্যেই জীব যথাক্রমে আকাশ-বায়ু-ধূম-অভ্র-বর্ষণ এই সকল অবস্থা অতিক্রম করিয়া, পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া, ব্রীহি প্রভৃতি ভাব প্রাপ্ত হয়। কারণ, তৎপরে জীব যে ব্রীহি প্রভৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয় বলিয়া উল্লেখ আছে, তাহা বিলম্বে অতিবাহিত হওয়ার উপদেশ শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা—"অতো বৈ খলু দুনিষ্প্রপতরম্" (ইহা হইতে দুঃখে নিষ্কৃতি পায়) (ছাঃ ৫ম অঃ ১০খ)। পরবর্ত্তী ব্রীহি প্রভৃতি অবস্থাসম্বন্ধে এইরূপ অধিক বিলম্বে নিষ্কৃতি লাভ করিবার বিষয় বিশেষরূপে উক্তি থাকায়, আকাশাদি অবস্থা শীঘ্র অতিবাহিত হয় বুঝিতে হইবে।

৩য় অঃ ১ম পাদ ২৪শ সূত্র। **অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ।**

[অন্যাধিষ্ঠিতে জীবান্তরেণাধিষ্ঠিতে ব্রীহ্যাদি-শরীরে, তেষাং সংশ্লেষ-মাত্রমেব, কুতঃ ? পূর্ব্ববদভিলাপাৎ আকাশাদিবৎ সাদৃশ্যমাত্রকথনাৎ ইত্যর্থঃ]।

ভাষ্য।—"তে ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাসা ইতি জায়ন্তে" তত্রান্যক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতে ব্রীহ্যাদৌ জায়ন্তে সংসর্গমাত্রং প্রাপ্নুবন্তি ইত্যর্থো জ্ঞেয়ঃ। কুতঃ ? আকাশাদিভিরিব তেষাং ব্রীহ্যাদিভিরপি সংসর্গমাত্রকথনাৎ।

অস্যার্থ :—"চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগত জীব ব্রীহি, যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল, মাস ইত্যাদি রূপ প্রাপ্ত হয়" (ছাঃ ৫ম অঃ ১০ খ) এই শ্রুতির অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, জীব অন্য জীবাধিষ্ঠিত ব্রীহি প্রভৃতির সংসর্গমাত্র প্রাপ্ত হয়; কারণ, পূর্ব্বে যে আকাশাদির রূপ-প্রাপ্তির কথা আছে, তাহাদেরও সংসর্গমাত্র প্রাপ্ত হওয়াতে ব্রীহি প্রভৃতির সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিতে হইবে।

৩য় অঃ ১ম পাদ ২৫শ সূত্র। অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ ॥

ভাষ্য।—তেষাং ব্রীহ্যাদিস্থাবরযোনিপ্রাপকং হিংসাযোগাজ্জ্যোতিষ্টোমাদ্যশুদ্ধং কর্ম্মাস্তীতি চেজ্জ্যোতিষ্টোমাদেরশুদ্ধত্বং নাস্তি; বিধিশাস্ত্রাৎ।

অস্যার্থ:—পরন্তু যদি এইরূপ বলা হয় যে, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ, যাহার ফলে চন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়, তাহাতে হিংসাদি অশুদ্ধি থাকাতেই ব্রীহি প্রভৃতি জন্ম হইতে পারে, অর্থাৎ তাহাতে কেবল সংশ্লিষ্ট না হইয়া তজ্জাতিত্বেরই প্রাপ্তি হইতে পারে। তবে সূত্রকার বলিতেছেন, তাহা হইতে পারে না, কারণ, জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মের অশুদ্ধত্ব নাই; তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রবিধি থাকাতে এই সকল কর্ম্মের অশুদ্ধত্ব নিবারিত হইয়াছে।

৩য় অঃ ১ম পাদ ২৬শ সূত্র। রেতঃসিগ্‌যোগোহথ।

ভাষ্য।—"যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি, তদ্ভূয় এব ভবতি" ইতি সিগ্‌ভাববদ্ ব্রীহ্যাদিভাবোহপি॥

অস্যার্থ:—"যে ব্যক্তি অন্ন ভক্ষণ করে, যে রেতঃসেচন করে, জীব পুনরায় সেই অন্ন ও রেতোরূপ প্রাপ্ত হয়" (অর্থাৎ জীব ওষধি ও অন্ন প্রভৃতি রূপ প্রাপ্ত হইলে, সেই অন্নাদি অপর জীব কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে তাহা রেতোরূপে পরিণত হয়, সেই রেতঃ স্ত্রীগর্ভে সিক্ত হয়; সুতরাং জীব অন্নভক্ষণকারীর দেহকে প্রাপ্ত হয়, যে পর্য্যন্ত রেতোরূপী জীব স্ত্রীগর্ভে নিক্ষিপ্ত না হইয়াছে) কিন্তু অন্নভক্ষণকারী পুরুষে জীব সংশ্লিষ্ট হইয়া মাত্র থাকে; তদ্রূপ ব্রীহি প্রভৃতি স্থলেও কেবল সংশ্লিষ্ট হইয়া মাত্র থাকে বুঝিতে হইবে।

৩য় অঃ ১ম পাদ ২৭শ সূত্র। যোনেঃ শরীরম্ ॥

ভাষ্য।—"যোনিমাশ্রিত্য শরীরী ভবতি"।

যোনিকে আশ্রয় করিয়া জীব স্বীয় ভোগায়তন দেহ লাভ করে।

ইতি জীবস্য চন্দ্রলোকাৎ প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বকং পুনঃ শরীরধারণাবধারণাধিকরণম্॥

ইতি বেদান্তদর্শনে তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমপাদঃ সমাপ্তঃ॥

ওঁ তৎসৎ।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

বেদান্ত-দর্শন

তৃতীয় অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

প্রথম পাদে জীবের মৃত্যু-অবস্থা ও পুনরায় দেহপ্রাপ্তির ক্রম বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে এই পাদে স্বপ্নাদি অবস্থা নিরূপিত হইতেছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণে এই সকল অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

৩য় অঃ ২য় পাদ ১ম সূত্র। সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি।

ভাষ্য।—স্বপ্নমধিকৃত্য "অথ ন তত্র রথা রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে" ইত্যাদি শ্রূয়তে। তত্র রথাদিসৃষ্টির্জীবকৃতা? উত ব্রহ্মকৃতা? ইতি সন্দেহে, সন্ধ্যে স্বপ্নস্থানে রথাদিসৃষ্টির্জীবকৃতা। হি যতঃ "সৃজতে", "স হি কর্ত্তে"-তি শ্রুতিরাহ।

অস্যার্থ:—স্বপ্নাবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন "সেখানে রথ নাই রথযোজিত অশ্বাদি নাই এবং পন্থাদিও নাই; পরন্তু রথ অশ্ব ও পথ সৃষ্টি করেন" (বৃ ৪র্থ অঃ ৩য় ব্রাঃ ১০)। এইস্থলে জিজ্ঞাস্য এই, স্বপ্নে দৃষ্ট রথাদির সৃষ্টি জীবই করেন, অথবা ব্রহ্মই তাহার কর্ত্তা? এই আশঙ্কায় সূত্রকার প্রথমতঃ পূর্ব্বপক্ষে বলিতেছেন যে "সন্ধ্যে" অর্থাৎ স্বপ্নস্থানে যে রথাদির সৃষ্টি, তাহা জীবকৃত; কারণ "তিনি সেই সকল সৃষ্টি করেন," "তিনিই কর্ত্তা" বলিয়া বাক্যের উপসংহারকালে শ্রুতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

৩য় অঃ ২য় পাদ ২য় সূত্র। নির্ম্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ॥

ভাষ্য।—"য এষু সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণ" ইতি স্বপ্নে একে জীবং কামানাং পুত্রাদিরূপাণাং কর্ত্তারং সমামনন্তীতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ।

অস্যার্থ :—"ইন্দ্রিয়গণ সুপ্ত হইলে যে পুরুষ কাম (কাম্যবস্তু) সৃষ্টি করিয়া জাগ্রত থাকেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যাবলম্বনে কোন শাখিগণ বলেন যে, জীবই পুত্রাদিরূপে কাম্যবস্তু সকলের কর্ত্তা। এই পূর্ব্বপক্ষ।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৩য় সূত্র। মায়ামাত্রং তু কাৎর্স্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ।

[তু-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ ; স্বপ্নসৃষ্টিঃ পরমেশ্বরাৎ ; যতো মায়ামাত্রং, বিচিত্রং, ন সর্ব্বাংশেন সত্যং ন তু সর্ব্বাংশেন অসত্যম্ ; মায়াশব্দ আশ্চর্য্যবাচী। জীবস্য সত্যসঙ্কল্পত্বাদিধর্ম্মাণাং কাৎর্স্ন্যেন অনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ, বদ্ধাবস্থায়াং তিরোধানাদিত্যর্থঃ।]

ভাষ্য।—তত্রাভিধীয়তে, স্বপ্নে সত্যসঙ্কল্পসর্ব্বজ্ঞপরমেশ্বরনির্ম্মিতমেব রথাদিকার্য্যজাতম্। যতো হ্যাশ্চর্য্যভূতং, তন্ন জীবকৃতং, তদীয়সত্যসঙ্কল্পত্বাদের্ব্বদ্ধাবস্থায়াং কাৎর্স্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ।

অস্যার্থ :—এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন,—সত্যসঙ্কল্প সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরই স্বপ্নদৃষ্ট রথাদিকার্য্যের নির্ম্মাতা। যেহেতু ইহা অতি আশ্চর্য্যজনক, সর্ব্বাংশে সত্য নহে, এবং ইহাকে সর্ব্বাংশে মিথ্যাও বলা যায় না ; এইরূপ পদার্থ বদ্ধজীবের দ্বারা সৃষ্ট হইতে পারে না ; অতএব ইহা জীবকৃত নহে ; বদ্ধাবস্থায় জীবের সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত থাকে না।

(শাঙ্করভাষ্যে এই সূত্রের অর্থ বিভিন্নরূপে উক্ত হইয়াছে, যথা :— স্বপ্ন মায়ামাত্র মিথ্যা, কারণ তাহা জাগ্রতসৃষ্টির ধর্ম্মযুক্ত নহে।) এই ব্যাখ্যা আপাততঃ সমীচীন বোধ হইতে পারে। কিন্তু প্রথমোক্ত পূর্ব্বপক্ষস্থানীয় সূত্রদ্বয় এবং পরবর্ত্তী অপর সকল সূত্র, যাহার ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে কোন বিরোধ নাই, তদৃষ্টে নিম্বার্কব্যাখ্যাই অধিক সঙ্গত বোধ হয়। শ্রীভাষ্যও ইহারই অনুরূপ।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৪র্থ সূত্র। সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ।

ভাষ্য।—"যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি, সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াত্তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে" ইতি "অথ যদা স্বপ্নেষু পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি স এনং হন্তী"-তি শ্রুতেঃ স্বপ্নঃ সাধ্বাগমাসাধ্বাগময়োঃ সূচকোঽবগম্যতে, এতদেব স্বপ্নফলবিদ আচক্ষতে। অতো বুদ্ধিপূর্ব্বকেষ্টাগমসূচকস্বপ্নাদর্শনাদেবানিষ্টাগমসূচকস্বপ্নদর্শনাচ্চ পরমাত্মৈব স্বপ্নরথাদিনির্ম্মাতা।

অন্বয়ার্থ :—"কোন অভীষ্ট-কার্য্য করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির যখন স্বপ্নে স্ত্রীলাভ দর্শন হয়, তখন জানিবে যে স্বপ্নদ্রষ্টার সেই অভীষ্ট কর্ম্মে সমৃদ্ধি লাভ হইবে" (ছাঃ ৫ম অ ২ খ) "যখন স্বপ্নে কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণদন্ত পুরুষ দৃষ্ট হয়, তখন জানিবে স্বপ্নদ্রষ্টার মৃত্যু উপস্থিত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা স্বপ্ন মঙ্গল ও অমঙ্গলসূচক বলিয়া জানা যায়; স্বপ্নফলবেত্তারাও এইরূপ বলিয়া থাকেন। অতএব জীবের বুদ্ধিপূর্ব্বক ইষ্টসূচক স্বপ্ন দর্শন না করা হেতু, এবং অমঙ্গলাগমসূচক স্বপ্নেরও দর্শন হেতু, পরমাত্মাই স্বপ্নদৃষ্টরথাদির নির্ম্মাতা বলিয়া অবধারিত হয়েন।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৫ম সূত্র। পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ।

ভাষ্য।—সত্যসঙ্কল্পাদিকং স্বাপ্নপদার্থনির্ম্মাতৃত্বে জীবস্যাবশ্যমঙ্গীকরণীয়ং, তচ্চ জীবকর্ম্মানুরূপাৎ পরমেশ্বরসঙ্কল্পাদ্বদ্ধাঽবস্থায়াং তিরোহিতং, তস্মাদেব জীবস্য বন্ধমোক্ষৌ ভবতঃ। "সংসারবন্ধস্থিতিমোক্ষহেতুরি"-তি শ্রুতেঃ।

অস্যার্থঃ—স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থাদি নির্ম্মাণযোগ্য সত্যসঙ্কল্পাদিশক্তি জীবের আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য; কিন্তু বদ্ধাবস্থায় তাহা জীবের কর্ম্মানুরূপ পরমেশ্বরের সঙ্কল্পদ্বারা তিরোহিত হয়; এইরূপেই জীবের বন্ধমোক্ষও ঘটিয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "পরমাত্মাই জীবের সংসারবন্ধ স্থিতি ও মোক্ষের হেতু।"

৩য় অঃ ২য় পাদ ৬ষ্ঠ সূত্র। দেহযোগাদ্বা সোঽপি।

ভাষ্য।—স চ তিরোভাবোঽবিদ্যাযোগদ্বারেণ ভবতি।

অস্যার্থঃ—দেহাত্মবুদ্ধি (অবিদ্যা) যোগে তাঁহার সেই শক্তি (সত্যসঙ্কল্পাদি শক্তি) তিরোহিত হয়।

ইতি পরমাত্মনঃ স্বপ্নসৃষ্টিনিরূপণাধিকরণম্।

—০—

৩য় অঃ ২য় পাদ ৭ম সূত্র। তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ্রুতেরাত্মনি চ।

ভাষ্য।—স্বপ্নসৃষ্টিনির্ম্মাতা পরমাত্মা। সুষুপ্তিরপি নাড়ীপুরীতৎপ্রবেশানন্তরং খলু পরমাত্মন্যেব ভবতি "আসু তদা নাড়ীষু সুপ্তো ভবতী"-তি, "তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে" ইতি, "য এষোঽন্তর্হৃদয়ে আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে" ইতি চ শ্রবণাৎ।

অস্যার্থ :—পরমাত্মাকেই স্বপ্নদৃষ্ট সৃষ্টির নির্ম্মাতা বলা হইল। সুষুপ্তিতেও পুরীতৎ-নাড়ীপ্রবেশের পর পরমাত্মাতেই জীব অবস্থান করে। "এই সকল নাড়ীতে জীব সুপ্ত হয়", "সেই সকল নাড়ী হইতে পুরীতৎ নামক নাড়ীতে গিয়া শয়ন করে", "যিনি হৃদয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী আকাশস্বরূপ ব্রহ্ম, তাঁহাতে জীব শয়ন করে", ইত্যাদি (বৃঃ ২অঃ ১ব্রা) শ্রুতিবাক্যদ্বারা জীবের সুষুপ্তিলাভ কালে প্রথমে হিতানামক বহুসংখ্যক নাড়ীতে প্রবেশ ও তৎপর পুরীতৎ নাড়ীতে অবস্থিতি এবং ব্রহ্মে শয়ন প্রমাণিত হইয়াছে।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৮ম সূত্র। অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ ॥

ভাষ্য।—অত এব "সত আগম্যে"-ত্যাদৌ শ্রূয়মাণং পরমেশ্বরাদপ্যুত্থানমুপপদ্যতে।

অস্যার্থ :—অতএব "সৎ ব্রহ্ম হইতে আগমন করিয়া" ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমেশ্বর হইতেই উত্থানও প্রতিপন্ন হইয়াছে।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৯ম সূত্র। স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ ॥

ভাষ্য।—"যঃ সুপ্তঃ স এব জীব উত্তিষ্ঠতি যস্মাৎ পূর্ব্বেদ্যুঃ কর্ম্মণোঽর্দ্ধং কৃত্বা পরেদ্যুরনুস্মৃত্য তদর্দ্ধং করোতি, তে ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা হংসো বা মশকো বা যদ্ যদ্ভবন্তি তত্তথা ভবন্তী"-ত্যাদিশব্দেভ্যঃ "অগ্নিহোত্রং জুহুয়া-দাত্মানমুপাসীতে"-ত্যাদিবিধিভ্যঃ।

অস্যার্থ :—"যে ব্যক্তি শয়ন করে, সেই জাগরিত হইয়া উত্থিত হয়—অপর নহে; কারণ পূর্ব্বদিনে অর্দ্ধসমাপ্ত কর্ম্ম পরদিনে নিদ্রাভঙ্গের পর স্মরণ করিয়া অবশিষ্টার্দ্ধ সে সম্পাদন করে। সুপ্তব্যক্তি পূর্ব্বে

ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, হংস, মশক অথবা যাহাই থাকিয়া থাকুক, পরে তাহাই হয়" ইত্যাদি (ছাঃ ৬ অঃ ৯ খ) শ্রুতিদ্বারাও তাহা জানা যায়। এবং "স্বর্গপ্রাপ্তিনিমিত্ত অগ্নিহোত্র হোম করিবে, তত্ত্বজ্ঞানার্থ আত্মার উপাসনা করিবে" ইত্যাদি বিধিদ্বারাও তাহাই প্রতিপন্ন হয়। (যদি শয়ন করিলেই অগ্নিহোত্রাদিকর্ত্তার চিরকালের নিমিত্ত ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, তবে এই সকল বিধি নিরর্থক হইয়া যায়)।

ইতি সুষুপ্তিস্থাননিরূপণাধিকরণম্।

—০—

৩য় অঃ ২য় পাদ ১০ম সূত্র। মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥

(পরিশেষাৎ = অতিরিক্তত্বাৎ)

ভাষ্য।—মূর্চ্ছিতে মরণার্দ্ধসম্পত্তিঃ সুষুপ্ত্যাদিষু মূর্চ্ছা নৈকতমা, অতঃ পরিশেষাৎ সা তদতিরিক্তা।

অস্যার্থ :—মূর্চ্ছিতাবস্থায় অর্দ্ধমরণাবস্থার প্রাপ্তি হয়, সুষুপ্তি প্রভৃতিতে ঐকান্তিকমূর্চ্ছা হয় না; কারণ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মৃত্যু এই চারি অবস্থার কোন অবস্থার মধ্যে ইহাকে গণ্য করা যায় না, ইহা এই চারি অবস্থার অতিরিক্ত।

ইতি মূর্চ্ছাবস্থানিরূপণাধিকরণম্।

—০—

৩য় অঃ ২য় পাদ ১১শ সূত্র। ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি।

(পরস্য পরমাত্মনঃ স্থানতোঽপি ন দোষঃ, হি যতঃ সর্ব্বত্র উভয়লিঙ্গম্)

ভাষ্য।—অকর্ম্মবশ্যত্বাৎ সর্ব্বান্তর্ব্বর্ত্তিনোঽপি পরমাত্মনস্তত্র তত্র দোষা ন সম্ভবন্তীত্যুপপাদিতমেব; স্থানতোঽপি দোষাঃ

পরন্ত ন, যতঃ সর্ব্বত্র ব্রহ্ম নির্দোষত্বস্বাভাবিকগুণাত্মকত্বাভ্যাং যুক্তমাম্নাতম্।

অস্যার্থ:—জীবের অন্তর্ব্বর্ত্তিত্ব প্রভৃতি হেতু ব্রহ্মেতে কোন দোষ সংস্পর্শ হয় না, ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে; পরন্তু জীবের স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভৃতি স্থানে স্থিতিহেতুও পরমাত্মার কোন দোষ হয় না; কারণ শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁহার উভয়লিঙ্গত্ব (নিত্যশুদ্ধ মুক্তস্বভাব, এবং সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব ও গুণাত্মকত্ব এই দ্বিবিধরূপত্ব) বর্ণিত হইয়াছে।

এই সূত্রের ব্যাখ্যা শাঙ্করভাষ্যে অতি বিপরীতরূপে করা হইয়াছে। এই সূত্রের শাঙ্করভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল:—

"যেন ব্রহ্মণা সুষুপ্ত্যাদিষু জীব উপাধ্যুপশমাৎ সম্পদ্যতে, তস্যেদানীং স্বরূপং শ্রুতিবশেন নির্দ্ধার্য্যতে। সন্ত্যুভয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ। "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্" ইত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্ব্বিশেষলিঙ্গাঃ। কিমাসু শ্রুতিষূভয়লিঙ্গং ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যমুতান্যতরলিঙ্গম্? যদাপ্যন্যতরলিঙ্গং তদাপি সবিশেষমুত নির্ব্বিশেষমিতি মীমাংস্যতে। তত্রোভয়লিঙ্গশ্রুত্যনুগ্রহাদুভয়লিঙ্গমেব ব্রহ্মেত্যেবং প্রাপ্তে, ব্রূমঃ। ন তাবৎ স্বত এব পরস্য ব্রহ্মণ উভয়লিঙ্গত্বমুপপদ্যতে। নহ্যেকং বস্তু স্বত এব রূপাদিবিশেষোপেতং তদ্বিপরীতঞ্চেত্যভ্যুপগন্তুং শক্যং, বিরোধাৎ। অস্তু তর্হি স্থানতঃ পৃথিব্যাদ্যুপাধিযোগাদিতি। তদপি নোপপদ্যতে। ন হ্যুপাধিযোগাদপ্যন্যাদৃশস্য বস্তুনোঽন্যাদৃশস্বভাবঃ সম্ভবতি। নহি স্বচ্ছঃ সন্ স্ফটিকোঽলক্তকাদ্যুপাধিযোগাদস্বচ্ছো ভবতি। ভ্রমমাত্রত্বাদস্বচ্ছতাভিনিবেশস্য। উপাধীনাঞ্চাবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতত্বাৎ। অতশ্চান্যতরলিঙ্গপরিগ্রহেঽপি সমস্তবিশেষরহিতং নির্ব্বিকল্পমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং ন তদ্বিপরীতম্।

সর্ব্বত্র হি ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" ইত্যেবমাদিষ্বপাস্তসমস্তবিশেষমেব ব্রহ্মোপদিশ্যতে ॥

অস্যার্থ :—সুষুপ্ত্যাদিকালে সর্ব্ববিধ উপাধির উপশম হওয়াতে জীব যে ব্রহ্মস্বরূপসম্পন্ন হয়েন, সেই ব্রহ্মস্বরূপ এই সূত্রদ্বারা সূত্রকার শ্রুতি অবলম্বনে অবধারণ করিতেছেন। ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্ব প্রতিপাদক শ্রুতি সকল আছে, সত্য, যথা :—"সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" ইত্যাদি এই সকল শ্রুতি ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সগুণত্ব প্রতিপাদন করে। আবার "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের নির্গু-ণত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সকল শ্রুতিতে কি ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে, অথবা এই দুয়ের মধ্যে একটিই তাঁহার স্বরূপ বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে? যদি একটি হয়, তবে সেইটিকে কি সগুণ অথবা নির্গুণ বলিয়া মীমাংসা করিতে হইবে? উভয়লিঙ্গবিষয়ক শ্রুতি থাকাতে তাঁহাকে উভয়লিঙ্গ বলিয়াই অবধারণ করা উচিত, এইরূপ প্রথমতঃ বোধ হয়। বস্তুতঃ তাহা নহে, ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্ব স্বাভাবিক নহে, একই বস্তু রূপাদি বিশিষ্ট অথচ তদ্বিপরীত, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে না; কারণ, এই দুইটি পরস্পর বিরোধী। স্বরূপতঃ দ্বিরূপ না হইলেও পৃথিব্যাদিযোগে স্থিতিস্থানাদি উপাধিসংযোগ হেতু তাঁহার দ্বিরূপত্ব হউক; ইহাও উপপন্ন হয় না। কারণ, উপাধিসংযোগে একপ্রকার বস্তু সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকার হইতে পারে না; স্বচ্ছ স্ফটিক কখন অলক্তকাদি উপাধিযোগে অস্বচ্ছস্বভাব হয় না, ভ্রমহেতুই তাহাকে আরক্তিম বলিয়া বোধ হয়। উপাধিসকলও অবিদ্যাপ্রসূত। সুতরাং কোন প্রকারে ব্রহ্মের উভয়রূপত্ব সম্ভব হয় না, তাঁহাকে একরূপই বলিতে হইবে। পরন্তু এই একরূপ সগুণরূপ হইতে পারে না, নির্গুণরূপ বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে; কারণ, সমস্ত ব্রহ্ম

স্বরূপপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যে—'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্' ইত্যাদিবাক্যে ব্রহ্মকে অবিশেষ নির্গুণ বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে"।

এই সূত্রের সম্পূর্ণ শাঙ্করভাষ্যের অনুবাদ উপরে সন্নিবেশিত করা হইল। এতৎসম্বন্ধে প্রথমে বক্তব্য এই যে, ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণয়ার্থ এই সূত্র বেদব্যাস অবতারণা করিয়াছেন, ইহা অনুমিত হয় না; কারণ, এই অধ্যায় এবং বিশেষতঃ এই পাদ ব্রহ্মস্বরূপাবধারণবিষয়ক নহে। এই পাদ-ব্যাখ্যার প্রারম্ভে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যই বলিয়াছেন,—"অতিক্রান্তে পাদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যামুদাহৃত্য জীবস্য সংসারগতিপ্রভেদঃ প্রপঞ্চিতঃ। ইদানীং তস্যৈবাবস্থাভেদঃ প্রপঞ্চ্যতে"। (পূর্ব্বপ্রকরণে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উদাহরণ উপলক্ষ্য করিয়া জীবের নানাবিধ সংসারগতি বর্ণিত হইয়াছে, এই প্রকরণে জীবের নানাবিধ অবস্থাভেদ বর্ণিত হইবে)। বস্তুতঃ "জন্মাদ্যস্য যতঃ" প্রভৃতি সূত্রে প্রথমেই সূত্রকার ব্রহ্মকে সশক্তিক অথচ জগদতীত বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ই ব্রহ্মস্বরূপাবধারণবিষয়ক, তাহা শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও স্বীয় ভাষ্যে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত অধ্যায়দ্বয়ে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মকে সর্ব্বশক্তিমান্ জগতের সৃষ্টি রক্ষা ও লয়ের হেতু, এবং সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা, সর্ব্বজীবের কর্ম্মফলদাতা, জগৎপ্রবর্ত্তক, জগদ্রূপ ও জগদতীত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত অধ্যায়সকল ব্যাখ্যানে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যথা, দ্বিতীয় অধ্যায় ব্যাখ্যানের প্রারম্ভে তিনি বলিয়াছেন, "প্রথমেঽধ্যায়ে সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরো জগত উৎপত্তিকারণং ..স্থিতিকারণং ...পুনঃ স্বাত্মন্যেবোপসংহারকারণং স এব চ সর্ব্বেষাং ন আত্মেত্যে-তদ্বেদান্তবাক্যসমন্বয়প্রতিপাদনেন প্রতিপাদিতং···ইদানীং স্বপক্ষে স্মৃতি-ন্যায়বিরোধপরিহারঃ"। অস্যার্থঃ—প্রথমাধ্যায়ে বেদান্তবাক্য সকলের সমন্বয় দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর (সর্ব্বশক্তিমান্)

ব্রহ্মই জগতের উৎপত্তিকারণ; তিনিই জগতের স্থিতিকারণ; এবং তিনিই পুনরায় জগৎকে আপনাতে উপসংহার করেন, অতএব ইহার উপসংহার করেন; এবং তিনি অস্মদাদি সকল জীবের আত্মারূপে অন্তঃপ্রবিষ্ট। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্মৃতি ও ন্যায়ের সহিত এই স্বীয় মীমাংসার বিরোধ পরিহার করা যাইবে। ইত্যাদি।

এইক্ষণে এই তৃতীয়াধ্যায়োক্ত সূত্রে আচার্য্য শঙ্কর যে সকল অনুমানমূলক হেতু দ্বারা ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব প্রতিষেধ করিতেছেন, ঠিক তৎ সমস্ত হেতুমূলে ঈশ্বরের জগৎকারণত্ব সাংখ্যশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং ঈশ্বরের নিত্য নির্গুণত্ব ও সৃষ্টিকার্য্যের সহিত সম্বন্ধাভাব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এই সাংখ্যমত বেদবিরুদ্ধ বলিয়া বেদব্যাস প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে অসংখ্যশ্রুতি স্মৃতি ও যুক্তিবলে প্রমাণিত করিয়াছেন, এবং আচার্য্য শঙ্করও ব্রহ্মের দ্বিরূপত্বই শ্রুতিপ্রণোদিত বলিয়া উক্ত অধ্যায়সকলোক্ত ব্যাসকৃত সূত্রব্যাখ্যানে স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন (দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদের ২৮।২৯।৩০।৩১ প্রভৃতি সূত্রের ভাষ্য, প্রথমাধ্যায়ের প্রথমপাদের ৪র্থ ও একাদশ সূত্রের ভাষ্য ও অপরাপর স্থান দ্রষ্টব্য)। বাস্তবিক এই দ্বিরূপত্ব স্বীকার না করিলে, ব্রহ্মের জগৎকর্ত্তৃকত্ব, জগন্নিয়ন্তৃত্ব জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ-সম্বন্ধ, যাহা প্রথম দুই অধ্যায়ে বেদব্যাসকর্ত্তৃক প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া সকল ভাষ্যকার স্বীকার করিয়াছেন, তাহা কোন প্রকারে উপপন্ন হয় না। সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে এই বিষয়েই উপদেশের বিভিন্নতা। কেবল অনুমান বলে শ্রুতিপ্রমাণের প্রতিষেধ হইতে পারে না, ইহা শ্রীভগবান্ বেদব্যাস পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ব্রহ্মের একান্ত নির্গুণত্ব বর্ণনা করিয়া জগদ্ব্যাপার ব্যাখ্যার নিমিত্ত আচার্য্য শঙ্কর "অবিদ্যা" নামক এক পদার্থ কল্পনা করিয়া ঐ অবিদ্যার স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছেন, যে অবিদ্যাকে সদ্বস্তু (ব্রহ্ম) ও

বলা যাইতে পারে না, অসদ্বস্তু বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যায় না ; কারণ, ইহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে অস্তিত্বশীল সদ্বস্তু হইলে সাংখ্যের প্রধানবাদই স্থাপিত হইল ; পরন্তু প্রধানবাদ বেদব্যাস দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে তর্কবলেও নিঃশেষরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। আবার অসৎ হইলে, যাহা স্বয়ং অসৎ, (অস্তিত্ববিহীন) তাহা অপরের কারণ কিরূপে হইতে পারে ? অতএব অবিদ্যার অস্তিত্ব নাস্তিত্ব উভয় নিষেধক অনির্দ্দেশ্য অবিদ্যাবাদ স্থাপনের দ্বারা কিরূপে জগৎকার্য্য, জীবকার্য্য এবং বিধিনিষেধ-ব্যবস্থাপক সংসার, স্বর্গ, নরক, মোক্ষোপদেশক ও ব্রহ্মের জগৎকর্ত্তৃত্ব-ব্যবস্থাপক শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রসকল ব্যাখ্যাত হইতে পারে, তাহা কোন প্রকারে বোধগম্য হয় না ; আচার্য্য শঙ্কর-স্বামীও তাহার কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। ব্রহ্মের সগুণত্বপ্রতিপাদক যে বহুসংখ্যক শ্রুতি আছে, তাহা তিনি এই সূত্রের ভাষ্যেও স্বীকার করিলেন ; পরন্তু এই ভাষ্যের শেষভাগে "অশব্দমস্পর্শ-মরূপমব্যয়ম্" ইত্যাদি কঠোপনিষদুক্ত শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, পরব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিয়াই সর্ব্বত্র বর্ণনা করা হইয়াছে। বাস্তবিক তাঁহার এই উক্তি প্রকৃত নহে ; এই কঠোপনিষদে যে যমনচিকেতাসংবাদে উক্ত "অশব্দমস্পর্শম্" ইত্যাদি শ্রুতি আছে, সেই সংবাদেই "আসীনো দূরং ব্রজতি, শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ। কস্তম্মদামদন্দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি" ইত্যাদি শ্রুতিসকলও উক্ত হইয়াছে ; তৎসমস্ত ব্রহ্মের স্বরূপব্যঞ্জক হইয়াও তাঁহার সগুণত্ব প্রতিপাদন করে।

পরন্তু এই সকল এবং এইরূপ আরও অসংখ্য শ্রুতি যদি ভাক্ত বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা যায়, তবে ব্রহ্মসূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয়াধ্যায়োক্ত সমস্ত সূত্রই নিরর্থক প্রলাপবাক্য বলিয়া পরিহার করিতে হয়, এবং ব্রহ্মের জগৎকর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি সমস্ত সিদ্ধান্তও অপসিদ্ধান্ত বলিয়াই অবধারণ

করিতে হয়; কারণ যিনি নিত্য একমাত্র নির্গুণ নিঃশক্তিস্বভাব, তাঁহার কর্ম্ম কোন প্রকারে সম্ভব হইতে পারে না, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু ব্রহ্মের অকর্তৃত্বনিষেধক যে সকল যুক্তি বেদব্যাস দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কি শঙ্করাচার্য্য কোন স্থানে খণ্ডন করিয়াছেন? সেই সকল যুক্তিব্যঞ্জক সূত্রের ব্যাখ্যাকালে ত আচার্য্য শঙ্কর তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নাই; এবং তিনি বলিলেও বেদব্যাসের বাক্যের বিরুদ্ধে তাঁহার বাক্য গ্রহণীয় হইত না। তবে এক্ষণে সেই বেদব্যাসেরই সূত্র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কেবল অনুমানমূলে, সমস্ত গ্রন্থের উপদেশবিরুদ্ধ এই বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়া আচার্য্য শঙ্করস্বামী স্বীয় বিরুদ্ধমতের পুষ্টিসাধন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন কেন? তিনি যে দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম ব্রহ্মে থাকা অনুমানবিরুদ্ধ বলিয়া বলিতেছেন, বেদব্যাস স্পষ্টরূপে দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের ২৬।২৭।২৮। ২৯।৩০।৩৫ প্রভৃতি বহুসংখ্যক সূত্রে সেই আপত্তির সম্যক্ খণ্ডন করিয়াছেন, এবং লোকতঃও যে এইরূপ বিরুদ্ধ শক্তি থাকা দৃষ্ট হয়, তাহা উক্ত পাদের ২৭ সংখ্যক প্রভৃতি সূত্রে বেদব্যাস দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রত্যেক জীবেরই বিকারিত্ব ও অবিকারিত্ব, এই শক্তিদ্বয় বিদ্যমান থাকা অনুভবসিদ্ধ; জীব একাংশে অবিকারী থাকিয়া অপরাংশে অহরহঃ নানাবিধ চিন্তা, নানাবিধ কার্য্য, স্বপ্নজাগরণাদি নানাবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, এবং তত্তৎ কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে; স্বপ্নদর্শনস্থলে নিদ্রিত অকর্ত্তাও দ্রষ্টামাত্র থাকিয়াও, বহুবিধ কার্য্য করিতেছে, দেখিতেছে, ও তৎফলও ভোগ করিতেছে। এই বিষয় এই গ্রন্থে পূর্ব্বে বহুস্থলে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মের দ্বিরূপত্বের দৃষ্টান্তাভাব কিরূপে বলা যাইতে পারে? যাহা হউক, ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব যখন শ্রুতিসিদ্ধ, তখন কেবল অপ্রতিষ্ঠ অনুমানমূলে তাহার প্রত্যাখ্যান

করা যায় না। এবঞ্চ এই পাদেই এই সূত্রের পরে ১৫ ও ২৭ সংখ্যক সূত্র প্রভৃতিতেও প্রসঙ্গক্রমে ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব বেদব্যাস পুনরায় বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই সূত্রের পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ৪২ সংখ্যক সূত্র, যাহাতে জীবের ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদসম্বন্ধ স্পষ্টরূপে বেদব্যাসকর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে, সেই সূত্রের ব্যাখ্যান্তর আচার্য্য শঙ্করও করিতে সমর্থ হয়েন নাই। যদি নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতত্বই বেদব্যাসের অভিপ্রেত হইত, তবে এক অভেদসম্বন্ধই সিদ্ধ হইতে পারে; ভেদ-সম্বন্ধের সংস্থা কিরূপে হইতে পারে, তাহার কোন প্রকার ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্য করেন নাই। আর এই স্থলে জিজ্ঞাসা এই যে, ভেদ ও অভেদ এই দুটীতে যে বিরুদ্ধতা আছে, তদপেক্ষা অধিক বিরুদ্ধতা কি সগুণ ও নির্গুণ এই উভয়ের মধ্যে আছে? যদি ভেদাভেদস্থলে পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্ম শ্রুতিবাক্য ও আপ্তঋষিদের উপদেশ অনুসারে ব্যবস্থাপিত করা যাইতে পারে, তবে তদ্দারাই কি ব্রহ্মের এই দৃষ্টতঃ বিরুদ্ধরূপদ্বয় দ্বৈতাদ্বৈতত্ব—সগুণত্ব নির্গুণত্ব সংস্থাপিত হয় না? সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব এই উভয়ের বিরুদ্ধতা দেখিয়া যদি তাহা ব্রহ্মের সম্বন্ধে প্রত্যাখ্যান করা যায়, তবে সেই নিয়মাবলম্বনেই কি জীবের সম্বন্ধে ভেদত্ব ও অভেদত্ব প্রত্যাখ্যান করিবার যোগ্য হয় না? যদি শেষোক্ত স্থলে একদর্শী অনুমানকে অগ্রাহ্য করিয়া শ্রুতি ও ঋষিবাক্যবলে জীবের ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদসম্বন্ধ স্থাপন করা যায়, তবে সেই অমোঘ প্রমাণবলে সর্ব্ববিধ শ্রৌত উপাসনার সার্থকতা রক্ষা করিয়া ব্রহ্মেরও দ্বিরূপত্ব অবধারণ করা সঙ্গত হয় না কি?

বেদান্তদর্শনের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদের ১৯ সংখ্যক সূত্র ("বিকারা-বর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ") ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, সূত্রোক্ত "তথাহি স্থিতিমাহ" অংশের অর্থ "তথা হ্যস্য দ্বিরূপাং স্থিতিমাহাম্নায়ঃ" অর্থাৎ শ্রুতি ব্রহ্মের উভয়বিধরূপে স্থিতি উপদেশ

করিয়াছেন এবং সেই উভয়বিধ রূপ সগুণ ও নির্গুণ বলিয়া স্পষ্টরূপে ঐ সূত্রের ভাষ্যেই শঙ্করাচার্য্য বর্ণনা করিয়াছেন। যদি উক্ত সূত্রের অর্থ এইরূপ হয়, তবে কি এই তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ১১শ সূত্রে বেদব্যাস ঠিক তদ্বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন বলিতে হইবে? ইহা কখন সম্ভবপর নহে; অতএব এই সূত্রের যে ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্য করিয়াছেন, তাহা কোন প্রকারে সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমত্তাপ্রতিপাদক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষৎ এবং ব্রহ্মের জগৎকারণত্বসাধক সাক্ষাৎ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকারও যে এই অবৈদিক অবিদ্যাবাদ এবং ব্রহ্মের এক নির্গুণত্ববাদ প্রচার করিয়াছেন, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

কথিত আছে যে নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীমন্-মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এই শাঙ্করভাষ্য শ্রবণ করিয়া এই নিমিত্তই শ্রীসার্ব্বভৌমাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন,—

আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যমখণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন যে, আচার্য্য (শঙ্করাচার্য্য) "নাস্তিক" মত স্বীয় ভাষ্যে স্থাপন করিয়াছেন। এই বাক্য অনুপযুক্ত বলিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহা একান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে না। কারণ, ব্রহ্মকে কেবল নির্গুণ, এবং সম্যক্ জগৎ মিথ্যা অবিদ্যামূলক বলিলে, শাস্ত্রোক্ত সমস্ত উপাসনাপদ্ধতি অকর্ম্মণ্য ও নিরর্থক হইয়া পড়ে। উপনিষৎ-সহিত সমগ্র বেদের শতাংশের মধ্যে নিরনব্বই অংশই সগুণ ব্রহ্মোপাসনাপর; যাগ যজ্ঞাদি যাহা কিছু বেদের কর্ম্মকাণ্ডে উপদিষ্ট হইয়াছে,

তৎসমস্তই ব্রহ্মের সগুণত্বমূলক। উপনিষদে অসংখ্য প্রণালীতে ব্রহ্মোপাসনা বিবৃত হইয়াছে, তৎসমস্তই ব্রহ্মের সগুণত্বপ্রতিপাদক; এই উপাসনা দ্বারাই জীব ব্রহ্মের সহিত একীভূতভাব লাভ করেন; স্মৃতি, পুরাণ ইতিহাসাদিও বেদের অনুগমন করিয়া ব্রহ্মের সগুণত্ব ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। শাঙ্করিকমত স্বীকার করিতে হইলে, এতৎ সমস্তই মিথ্যা বলিয়া পরিহার করিতে হয়, সাধকের পক্ষে অবলম্বন আর কিছুই থাকে না! এইরূপ মতকে কার্য্যতঃ নাস্তিকবাদ বলিলে যে নিতান্ত অত্যুক্তি করা হয়, তাহা বলা যাইতে পারে না।*

* ব্যবহারাবস্থার উপাসনাদিকর্ম্মের আবশ্যকতা শঙ্করাচার্য্য স্বীকার করিয়াছেন, সত্য; কিন্তু তাঁহার মতে যখন ব্যবহারাবস্থা প্রকৃতপ্রস্তাবে মিথ্যা, তখন তাঁহার ভাষ্য পাঠ করিয়া এবং তাঁহার মত গ্রহণ করিয়া, কোন ব্যক্তি এই মিথ্যা উপাসনাদিতে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে পারে না। এবং উপাসনাদিব্যবহার যখন এই মতে মিথ্যা—অজ্ঞান মাত্র, তখন ইহাতে আত্মাস্থাপনই বা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? কেহ কেহ বলেন যে, জ্ঞানীর পক্ষেই—অবিদ্যাবিরহিত পুরুষের পক্ষেই—শঙ্করাচার্য্যের উপদেশ গ্রহণীয়, অজ্ঞানীর পক্ষে নহে। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যিনি অবিদ্যাবিরহিত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কোন উপদেশই গ্রহণীয় নহে, তিনি সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন, তাঁহার জ্ঞাতব্য বিষয় কিছুই নাই; এবং বেদান্তদর্শন জিজ্ঞাসুর পক্ষে অধ্যেতব্য; জ্ঞানপ্রাপ্ত পুরুষের পক্ষে নহে; ইহা গ্রন্থারম্ভে প্রথম সূত্রে গ্রন্থকার বলিয়াছেন; এবং জীবের যে নানাবিধ অবস্থা এই তৃতীয় অধ্যায়েই বেদব্যাস বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যে ব্যক্তির প্রবোধের নিমিত্ত তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই তত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ; সুতরাং অজ্ঞানী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ এই পাদের পরবর্ত্তী পাদে বেদব্যাস স্বয়ং বৈদিক উপাসনার সার্থকতা দেখাইতে যে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি শাঙ্করিকমতের পক্ষপাতী ছিলেন না। অধিকন্তু ইহা পূর্ব্বে দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১ম পাদের ১৪ সূত্রের ব্যাখ্যানে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে জগৎ ব্রহ্মাত্মক বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়, মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না।

বৌদ্ধেরা অনেকে সর্ব্বশূন্যবাদী ; তাহাদিগের মতে জগৎ মিথ্যা, বিনাশই (অভাবই) একমাত্র সত্য ; ইহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া আস্তিক্যবাদী সকলে পরিহার করিয়াছেন। পরন্তু আচার্য্য শঙ্করের মতের সহিত এই বৈনাশিকমতের কার্য্যতঃ কি প্রভেদ আছে ? এক নির্গুণ ব্রহ্ম, যিনি সকলের বুদ্ধির অগম্য, কোন চিহ্ন দ্বারা যাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না, এই একমাত্র বস্তুই শাঙ্করমতে সত্য, যাহা দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য অথবা অনুমেয় বস্তু আছে, তাঁহাতে তৎ সমস্তেরই অভাব। এই মত, এবং বৈনাশিক বৌদ্ধের একমাত্র অভাব পদার্থবাদ, এই উভয়ের কার্য্যতঃ কি তারতম্য আছে ? নাস্তিক বৌদ্ধগণ যেমন সমস্ত সংসার 'নাস্তি' করিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্যও তাহা তদ্রূপ 'নাস্তি'ই করিয়াছেন। এক নির্গুণ ব্রহ্ম যাহা শাঙ্করমতে সত্য, তাহা যখন কোন প্রকার জ্ঞানগম্য নহে, তখন সাধারণ ভাষায় ও সাধারণ বোধে তাহা নাস্তিরই সমান। জৈনদিগের অস্তি-নাস্তি নামক সপ্তভঙ্গীন্যায়েও বস্তুর অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব উভয় স্বীকৃত হওয়াতে, তাহাতে কথঞ্চিৎ সাধনের ব্যবস্থা রক্ষিত হয় ; কিন্তু শঙ্করাচার্য্য জগৎসম্বন্ধে অস্তি নাস্তি উভয় নিষেধ করিয়া জীবকে অধিকতর তমোমধ্যে নিমজ্জিত ও আকুলিত করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের নাম শুনিলেই সাধারণতঃ লোকে অতি শুষ্ক কঠোর পদার্থ, কেবল নীরস তার্কিকদিগের উপযোগী বস্তু বলিয়া মনে করে, ইহা পাঠে যে মনুষ্যের বিশেষ কিছু উপকার হয়, তদ্বিষয়ে ধারণা একপ্রকার লুপ্তপ্রায়। অতএব শঙ্করাচার্য্য যথার্থতঃই "প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া ভারতবর্ষের ভক্তিমার্গাবলম্বী উপাসকসম্প্রদায় সকলের নিকট পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার অপরিসীম তর্কশক্তিপ্রভাবে তিনি নাস্তিক বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া, প্রকাশ্য বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগকে ভারতবর্ষে হীনপ্রভ করিয়া শঙ্করনামের সার্থকতা করিয়াছিলেন, সত্য ;

পরন্তু তাঁহার এই মত প্রকৃত প্রস্তাবে ভজন ও ভক্তিমার্গের বিরোধী হওয়ায়, তিনি সাধারণ জনসমাজের সম্বন্ধে কোন প্রকার আদরণীয় ধর্ম্মপন্থা স্থাপন করিতে সমর্থ হয়েন নাই ; বিষয়বৈরাগ্য উৎপাদনই একমাত্র তাঁহার যুক্তিতর্কের ফল ; তন্নিমিত্ত সহস্রের মধ্যে কখন একজন তাঁহার উপদেশে উপকৃত হইয়াছেন ; কিন্তু সেই উপদেশের শুষ্কতা-নিবন্ধন, তাহা অল্পসংখ্যক সন্ন্যাসীকেও যথার্থরূপে প্রফুল্লিত করিতে পারিয়াছে ; কারণ শ্রীভগবান্ স্বয়ং গীতাবাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন যে, নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানযোগ আচরণ করা জীবের পক্ষে প্রায়শঃ অসম্ভব।

"সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥" ৫ অঃ ৬ শ্লোক।

সুতরাং শাঙ্করিক বৈদান্তিকগণকেও, ভক্তিমার্গের সাধনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখা যায়। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকৃত শিবস্তোত্র, অন্নপূর্ণাস্তোত্র, গঙ্গাস্তোত্র, আনন্দলহরী প্রভৃতি দৃষ্টে তিনি স্বয়ংও কেবল এই প্রকার জ্ঞানযোগ অবলম্বন করিয়া কার্য্যতঃ শান্তিলাভ করিয়াছিলেন এরূপ বোধ হয় না।

পরন্তু শাঙ্করিক জ্ঞানযোগ কপিলাদি ঋষিগণের উপদিষ্ট জ্ঞানযোগও নহে ; কারণ জ্ঞানযোগী সাংখ্যাচার্য্যগণ জগৎকে মিথ্যা বলেন নাই, উত্তম মোক্ষলাভের নিমিত্ত ক্রমশঃ ইহার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর স্তরে ধারণা ধ্যান ও সমাধি দ্বারা বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা উপদেশ করিয়াছেন ; বুদ্ধি নির্ম্মল হইলে সমাধিলাভে চিত্ত নির্বৃত্তিক হইলে, আত্মস্বরূপ স্বতঃই প্রকাশ পায়। এইরূপ প্রণালীর উপদেশ করিয়া তাঁহারা সাধককে উৎসাহিত করিয়াছেন। পরন্তু শঙ্করাচার্য্য স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত জগৎকে "নাস্তি" বলিয়া একদিকে ক্রমশঃ মনঃপ্রাণ প্রভৃতি সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক স্তরে ধ্যান ও সমাধি অবলম্বনের দ্বারা ক্রমিক উন্নতির পথ

রুদ্ধ করিয়াছেন, অপরদিকে ভক্তিমার্গের উপাসনার ব্যবস্থারও অসারতা স্থাপন করিয়া তাহাতেও অনাস্থা বর্দ্ধিত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার ভাষ্যপাঠের ফল এক্ষণে প্রায়শঃ কেবল শুষ্ক তার্কিকতা শিক্ষা করা মাত্র হয়।

বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষে যে কর্ম্মের প্রতি উৎসাহবিষয়ে শিথিলতা লক্ষিত হয়, তাহার একটি কারণ এই শাঙ্করিক মায়াবাদ; এই মত বহুলরূপে ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়া লোকসকলকে শিক্ষা দিয়াছে যে, সংসার সর্ব্বৈব মিথ্যা সুতরাং তামসভাবপ্রধান কলিতে ভারতীয় মনুষ্যগণ সহজেই কর্ম্মচেষ্টার প্রতি বিশেষ উৎসাহবিহীন হইয়াছেন। কোথায় শ্রুতি, গীতা ও মহাভারত প্রভৃতির উৎসাহবর্দ্ধক বাক্য, কোথায় বা শাঙ্করিক অবিদ্যাবাদ! অতএব বেদব্যাসাদি আচার্য্যের সিদ্ধান্তের অবহেলা করিয়া কেবল শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের পাণ্ডিত্যবুদ্ধির ও তাঁহার শঙ্কর নামের সম্মানের জন্য তাঁহার অবিদ্যাবাদ আদরণীয় হইতে পারে না।

৩য় অঃ ২য় পাদ ১২শ সূত্র। ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ॥

ভাষ্য।—বস্তুতোঽপহতপাপ্মত্বাদিযুক্তস্যাপি জীবস্য দেহযোগেনাবস্থাভেদদোষাঃ সন্ত্যেব, তথা পরস্যাপি ভবন্ত্বিতি চেন্ন, প্রত্যেকমন্তর্য্যামিণো দোষাপাদকবচনাভাবাৎ "এষ তে আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ" ইত্যমৃতত্ববচনাৎ।

অন্বয়ার্থ :—জীবও বস্তুতঃ নির্দ্দোষস্বভাব হইলেও, দেহযোগহেতু বিবিধ অবস্থাপ্রাপ্তিরূপ দোষযুক্ত হয়; তদ্রূপ পরমাত্মাও সর্ব্ববিধ দেহে স্বপ্নাদি অবস্থায় অবস্থিত হওয়ায়, তাহার দোষযুক্ত হওয়া উচিত; এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে; কারণ এইরূপ অন্তর্য্যামিত্বহেতু তাহার যে

জীবের ন্যায় দোষ ঘটে না, তাহা শ্রুতি সর্ব্বত্রই প্রমাণিত করিয়াছেন। "তোমার অন্তর্য্যামী এই আত্মা অমৃত" (অবিকারী) ইত্যাদি বৃহদারণ্যকীয় এবং অপরাপর শ্রুতিতে অন্তর্য্যামী পরমাত্মার অমৃতত্ব ব্যাখ্যা দ্বারা তাঁহার নির্দ্দোষত্ব স্থাপিত করা হইয়াছে।

৩য় অঃ ২য় পাদ ১৩শ সূত্র। অপি চৈবমেকে।

ভাষ্য।—অপি চ "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশী"-তি একে শাখিন অধীয়তে।

অস্যার্থ:—বেদের কোন কোন শাখায় স্পষ্টরূপেই শ্রুতি জীব ও পরমাত্মার একস্থানে স্থিতি প্রদর্শন করিয়া পরমাত্মার নির্লিপ্ততা বর্ণনা করিয়াছেন। যথা:—মাণ্ডুক্য তৃতীয় খণ্ডে এইরূপ উক্তি আছে "একই বৃক্ষস্থিত দুইটি পক্ষীর মধ্যে একটী (জীব) স্বাদু ফল ভক্ষণ করে, অপরটি (পরমাত্মা) কিছু ভোগ করেন না, উদাসীনভাবে থাকিয়া কেবল দর্শনমাত্র করেন।" (শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি শ্রুতিও এই মর্ম্মের)।

৩য় অঃ ২য় পাদ ১৪শ সূত্র। অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ।

ভাষ্য।—"নামরূপে ব্যাকরবাণী"-ত্যস্মিন্ কার্য্যেঽপি পরস্য নামরূপনির্ব্বাহকত্বেন প্রধানত্বাদ্ধেতোঃ স্বোৎপাদ্যনামরূপভোক্তৃত্বাভাবাদ্ ব্রহ্ম অরূপবস্তুবতি। অতো দোষগন্ধাঽনাঘ্রাতং ব্রহ্ম।

অস্যার্থ:—"তিনি নাম ও রূপ প্রকাশ করিলেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে নাম ও রূপ প্রকাশ করা ব্রহ্মের কার্য্য বলিয়া উক্ত হওয়াতে, সেই নাম ও রূপের প্রবর্ত্তক যে ব্রহ্ম, তিনি ইহাদিগহইতে অতীত; সুতরাং নিজের প্রকাশিত নাম ও রূপবিশিষ্ট বস্তুর ভোক্তা ব্রহ্ম নহেন; অতএব

তিনি রূপবিশিষ্ট নহেন; সুতরাং তাঁহাতে দোষগন্ধের লেশমাত্র হইতে পারে না।

৩য় অঃ ২য় পাদ ১৫শ সূত্র। প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ ॥

ভাষ্য।—তমোঽস্পৃষ্টং (তমসা অস্পৃষ্টং) প্রকাশবদেবং-ভূতমুভয়লিঙ্গং ব্রহ্ম "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদি"-ত্যনেনৈকেন বাক্যেনাভিধীয়তে বাক্যস্যাবৈয়র্থ্যাৎ।

অস্যার্থ:—তমোময় সৃষ্টির (প্রকাশ্য জগতের) দোষে স্পৃষ্ট না হইয়া, ব্রহ্ম সেই তমোময় সৃষ্টির প্রকাশক; অতএব তিনি দ্বিরূপ। "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" ইত্যাদি কোন কোন শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের এই দ্বিরূপতা স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে, সেই সকল শ্রুতিবাক্য ব্যর্থ হইতে পারে না। (সূত্রের অবিকল অনুবাদ এই:—ব্রহ্ম প্রকাশধর্ম্মবিশিষ্টও বটেন; কারণ তদ্বিষয়ক শ্রুতিবাক্যের অর্থ ব্যর্থ হইতে পারে না)।

৩য় অঃ ২য় পাদ ১৬শ সূত্র। আহ চ তন্মাত্রম্ ॥

ভাষ্য।—বাক্যং যাবান্ যস্যার্থস্তাবন্মাত্রমাহ যদা, তদা তদেবাবৈয়র্থ্যং বোধ্যম্।

অস্যার্থ:—যে শ্রুতি যে বিষয়ক, যে বিশেষ অর্থব্যঞ্জক, সেই শ্রুতি কেবল তাহাই মাত্র যখন বলিয়াছেন, তখন কোন শ্রুতিবাক্যই নিরর্থক নহে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

৩য় অঃ ২য় পাদ ১৭শ সূত্র। দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে ॥

ভাষ্য।—"য আত্মা অপহতপাপ্মা" "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং", "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প" ইত্যাদি-বাক্যগণ উভয়লিঙ্গং ব্রহ্ম দর্শয়তি। অথ স্মর্য্যতেঽপি "যস্মাৎ

ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ"। "অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে"। "অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদি"-ত্যাদিনা।

অস্যার্থ :—শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয়ই ব্রহ্মের দ্বিরূপতা প্রদর্শন করিতেছেন ; শ্রুতি যথা :—"এই আত্মা নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য নিরঞ্জন, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প"। ("আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ" "তিনি অচল হইয়াও দূরগামী নিষ্ক্রিয় হইয়াও সর্ব্বকর্ত্তা" ইত্যাদি)। স্মৃতিও বলিতেছেন :—"আমি ক্ষর-স্বভাব অচেতন জগৎ হইতে অতীত, অক্ষর জীব হইতেও শ্রেষ্ঠ ; অতএব লোকে ও বেদে আমি পুরুষোত্তমনামে আখ্যাত হইয়াছি" ; আবার "আমি সর্ব্বকর্ত্তা, এবং আমিই সকলের প্রেরক" ; "হে অর্জ্জুন ! আর অধিক তোমার জানিবার প্রয়োজন কি ? আমিই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিতেছি ; এই সমগ্র বিশ্ব আমার একাংশমাত্র।" ইত্যাদি শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতাবাক্যেও ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব সুস্পষ্টরূপে অবধারিত হইয়াছে।

৩য় অঃ ২য় পাদ ১৮শ সূত্র। অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ॥

ভাষ্য।—যতঃ সর্ব্বগমপি ব্রহ্মোভয়লিঙ্গত্বান্নির্দ্দোষমেব। অতএব "যথাহ্যেকো হ্যনেকস্থো জলাধারেষিবাংশুমানি"-ত্যাদৌ শাস্ত্রং ব্রহ্মণো নির্দ্দোষত্বং খ্যাপয়িতুং সূর্য্যকাদিবদুপ-মোচ্যতে।

অস্যার্থ :—ব্রহ্ম সর্ব্বগত হইলেও দ্বিরূপত্ব হেতু দোষলিপ্ত হয়েন না। অতএব সূর্য্যাদির সহিত শ্রুতি তাঁহার উপমা দিয়াছেন। শ্রুতি যথা :—

"আত্মা এক হইয়াও সর্ব্বগত, যেমন পুষ্করিণী প্রভৃতিতে একই সূর্য্য বহুরূপে প্রতিবিম্বিত হয়েন।" এই সকল শাস্ত্রবাক্য ব্রহ্মের নির্দ্দোষত্ব জ্ঞাপন করিবার অভিপ্রায়ে সূর্য্যাদি বস্তুর সহিত তাঁহার উপমা দিয়াছেন।

৩য় অঃ ২য় পাদ ১৯শ সূত্র। অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্ ॥

ভাষ্য।—শঙ্কতে, সূর্য্যাদম্বু দূরস্থং গৃহ্যতে, তদ্বদংশিনঃ সকাশাৎ স্থানস্থ গ্রহণাদ্দৃষ্টান্তবৈষম্যমিতি।

অস্যার্থ:—এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষ বর্ণিত হইয়াছে যথা:—জল দূরস্থ থাকিয়া সূর্য্যের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে; কিন্তু পরমাত্মা বৈকারিক পদার্থ হইতে দূরস্থ নহেন; সুতরাং জলস্থ প্রতিবিম্ব যেমন জলের কম্পনে কম্পিত হয়, তদ্রূপ পরমাত্মা বিকারস্থ হওয়াতে, তাঁহারও বিকারের গুণ প্রাপ্ত হওয়া উচিত। অতএব সূর্য্য দৃষ্টান্তে ব্রহ্মের নির্দ্দোষিতা স্থাপিত হয় না, ঐ দৃষ্টান্ত বিষম।

৩য় অঃ ২য় পাদ ২০শ সূত্র। বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্।

ভাষ্য।—তত্রাহ, স্থানিনঃ স্থানান্তর্ভাবাত্তৎপ্রযুক্তবৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বং দৃষ্টান্তেন নিরাক্রিয়তে, উভয়সামঞ্জস্যাদেবং বিবক্ষিতাংশমাত্রং গৃহ্যতে।

অস্যার্থ:—এই আপত্তির উত্তর বলিতেছেন:—জলের হ্রাস বৃদ্ধি (কম্পন প্রভৃতি) দ্বারা জলস্থ সূর্য্যের হ্রাস বৃদ্ধি দৃষ্ট হইলেও, প্রকৃতপ্রস্তাবে সূর্য্যের হ্রাস বৃদ্ধি নাই। তদ্রূপ আত্মা বিকারজাতের অন্তর্ভূত হইয়াও যে দুষ্ট হয়েন না, এই অংশে সাম্য প্রদর্শন করাই উক্ত দৃষ্টান্তের অভিপ্রায়। যে অংশে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, সেই অংশকেই গ্রহণ করিতে

হয়, সর্ব্বাংশে কখনও দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য হয় না। বিবক্ষিত অংশমাত্র গ্রহণ করিলে উভয়ের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হইবে।

৩য় অঃ ২য় পাদ ২১শ সূত্র। দর্শনাচ্চ ॥

ভাষ্য।—সিংহ ইব মাণবক ইতি লোকে দর্শনাচ্চৈবম্ ॥

অস্যার্থ :—এই বালক সিংহসদৃশ, এইরূপ বাক্যের ব্যবহারও লোকে সচরাচর দৃষ্ট হয়; তাহাতেও যে অংশে দৃষ্টান্ত, সেই অংশকেই গ্রহণ করিতে হয়।

৩য় অঃ ২য় পাদ ২২শ সূত্র। প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥

(প্রকৃতং কথিতং, এতাবত্ত্বং মূর্ত্তামূর্ত্তত্বং প্রতিষেধতি; ততঃ ভূয়ঃ পুনরপি ব্রবীতি চ শ্রুতিঃ ইত্যর্থঃ)।

ভাষ্য।—কিং "নেতি নেতি"-তি বাক্যং "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চামূর্ত্তং চে"-ত্যাদিনা প্রকৃতং মূর্ত্তামূর্ত্তাদিরূপং প্রতিষেধত্যথবা প্রকৃতরূপযোগাৎ প্রাপ্তং ব্রহ্মণ এতাবত্ত্বমিতি সন্দেহে, রূপং প্রতিষেধতীতি প্রাপ্তে, উচ্যতে; প্রকৃতৈতাবত্ত্বমেব প্রতিষেধতি, ততো ভূয়ো "ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তী"-ত্যাদিবাক্যশেষো ব্রবীতি।

অস্যার্থ :—(বৃহদারণ্যকোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে শ্রুতি প্রথমে বলিয়াছেন "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ" ইত্যাদি, অর্থাৎ ব্রহ্মের দুই প্রকার রূপ,—মূর্ত্ত (স্থূল) ও অমূর্ত্ত (সূক্ষ্ম) ইত্যাদি; এইরূপ বলিয়া ক্ষিত্যাদি ভূতসকলকে মূর্ত্তরূপ, এবং আকাশ ও বায়ুকে অমূর্ত্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইরূপ বর্ণনা করিয়া পরে বলিয়াছেন

অন্যত্র নহে। যে সকল গুণবিনা অক্ষর ব্রহ্মচিন্তা হয় না, কেবল সেই সকল গুণই (অর্থাৎ অস্থূলত্ব, আনন্দময়ত্বাদি গুণই) সর্ব্বত্র অক্ষরোপাসনায় গ্রাহ্য।

ইতি অস্থূলত্বানন্দাদিস্বরূপগতগুণানামেব সর্ব্বত্রাক্ষরবিদ্যায়াং পরিগ্রহ-নিরূপণাধিকরণম্।

—০—

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৩৫শ সূত্র। অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনোঽন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশান্তরবৎ ॥

(ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ ভূতগ্রামবতঃ প্রত্যগাত্মনঃ এব উষস্তপ্রশ্নোত্তরে অন্তরা সর্ব্বান্তরত্বম্, অন্যথা ভেদানুপপত্তিঃ প্রতিবচনস্য বিভিন্নত্বং নোপপদ্যতে; ইতি চেন্ন, তত্র পরমাত্মন এব সর্ব্বান্তরত্বম্ উপদিষ্টম্; উপদেশান্তরবৎ সত্যবিদ্যাকথিত-উপদেশবৎ।)

ভাষ্য।—নন্থ বৃহদারণ্যকে "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তম্মে ব্যাচক্ষ্ব" ইত্যুষস্তপ্রশ্নে "যঃ প্রাণেন প্রাণিতি স তে আত্মা সর্ব্বান্তর" (ইত্যাদিপ্রতিবচনং তত্র অন্তরা স তে আত্মা সর্ব্বান্তর) ইতি দেহাদ্যন্তরত্বেন প্রত্যগাত্মসম্বন্ধ্যুপদেশঃ। তস্যৈব প্রাণাপানাদিহেতুত্বাৎ। তথৈব তত্র "যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তম্মে ব্যাচক্ষ্ব"-তি কহোলপ্রশ্নে "যোঽশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতী"-ত্যাদিপ্রতিবচনং, তত্র তু পরমাত্মবিষয় উপদেশ ইতি বিদ্যাভেদঃ; ইতরথা প্রতিবচনভেদানুপপত্তিরিতি চেন্ন। উভয়ত্র মুখ্যস্যৈব সর্ব্বান্তর্য্যামিনঃ প্রশ্নপ্রতিবচনয়োর্ব্বিষয়ত্বাৎ।

যথা সত্যবিদ্যায়াং সতঃ পরমাত্মনস্তত্তদ্‌গুণপ্রতিপাদনায় "ভগবাংস্ত্বেবমেতদ্ ব্রবীতু ভূয় এব মাং ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বি"তি প্রশ্নস্য "এষো ঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যমি"-তি প্রতিবচনস্য চাবৃত্তির্দৃশ্যতে। তদ্বদত্রাপি বেদ্যস্যাশনাদ্যতীতত্ব-প্রতিপাদনায় প্রশ্নপ্রতিবচনাবৃত্তিরুপপদ্যতে।

অন্বয়ার্থ :—বৃহদারণ্যকে ৩য় অধ্যায় ৪র্থ ব্রাহ্মণে উক্ত আছে, "সেই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম যিনি সকল ভূতের অন্তরাত্মা তাঁহার বিষয় উপদেশ করুন" এইরূপ উষস্তপ্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন "যিনি প্রাণরূপে জীবসকলকে প্রাণযুক্ত করেন, সেই তোমার জিজ্ঞাস্য সর্ব্বান্তরাত্মা ; স তে আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" (এইরূপে ক্রমশঃ ব্যানাপানাদির উল্লেখ করিয়া সর্ব্বত্রই "স তে আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" এই বাক্য অন্তর্নিহিত করিয়াছেন) ; এইরূপে দেহাদির মধ্যে স্থিত প্রত্যগাত্মা-সম্বন্ধেই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কারণ, প্রাণ, অপান ইত্যাদির পরিচালনহেতু ঐ প্রত্যগাত্মাই উপদিষ্ট বলিয়া বলিতে হয়। পুনরায় পঞ্চম ব্রাহ্মণেই উক্ত আছে যে, কহোল যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"যাহা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বান্তরাত্মা, তাহা আমাকে বলুন", তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—"যিনি ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছেন, তিনিই সর্ব্বান্তরাত্মা" ; এই প্রত্যুত্তর দ্বারা দেখা যায় যে, ইহা পরমাত্মা-বিষয়ক উপদেশ। এতদ্দ্বারা বিভিন্ন বিদ্যার উপদেশই প্রতিপন্ন হয়। প্রশ্ন এক হইলেও উত্তর বিভিন্ন হওয়াতে, বিদ্যা বিভিন্ন বলিয়াই বলিতে হইবে (অর্থাৎ প্রথম উত্তরে জীবাত্মা ও দ্বিতীয় উত্তরে পরমাত্মা অন্তরাত্মারূপে কথিত হইয়াছেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়)। এইরূপ আশঙ্কা হইলে, সূত্রকার বলিতেছেন যে, উক্ত স্থলে উপদেশের ভেদ নাই ; উভয় স্থলেই

সর্ব্বান্তর্য্যামী মুখ্য পরমাত্মাই প্রশ্ন ও প্রতিবচনের বিষয়। যেমন একই সত্যবিদ্যাতে ছান্দোগ্য ষষ্ঠ প্রপাঠকের অষ্টম খণ্ডে পরমাত্মার তদুক্ত গুণ প্রতিপাদনের নিমিত্ত প্রথমতঃ প্রশ্নে বলা হইয়াছে "হে ভগবন্! আপনি পুনরায় আমার নিকট ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণনা করিয়া, আমাকে সেই ব্রহ্মের উপদেশ করুন" ; তদুত্তরে নবম খণ্ডে বলা হইয়াছে" "এই আত্মা অতিসূক্ষ্ম, অণুস্বরূপ, এই সমস্ত জগৎ তদাত্মক, তিনি সত্য" ; এই অংশ পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে সংযোজিত করিয়া একই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের নানাবিধ গুণের বর্ণনা হইয়াছে। তদ্রূপ বৃহদারণ্যকেও "স তে আত্মা সর্ব্বান্তর" এই অন্তরা সর্ব্বত্রই প্রশ্নোত্তরে সংযোজিত হইয়াছে, বেহেতু প্রাণাদি-পরিচালক ব্রহ্ম যে প্রাণাদির কার্য্যভূত ক্ষুধা পিপাসার অতীত, তাহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত শ্রুতি প্রশ্ন ও উত্তরের বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৩৬শ সূত্র। ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ ॥

(ব্যতিহারঃ ব্যত্যয়ঃ ; বিশিংষন্তি উপদিশন্তি ; ইতরবৎ সত্যবিদ্যোক্ত-প্রতিবচনবৎ।)

ভাষ্য।—সর্ব্বপ্রাণি-প্রাণনাদি-হেতুত্বেন জীবাদ্ব্যাবৃত্তস্য পরস্যানুসন্ধানমুষস্তবৎ কহোলেনাপি কার্য্যং, তথাঽশনয়াদ্যতীতত্বেন জীবাদ্ব্যাবৃত্তস্য কহোলবদুষস্তেনাপি কার্য্যমেবমন্যোঽন্যমনুসন্ধানব্যত্যয়ঃ। এবং সতি জীবাদ্ ব্রহ্মব্যাবৃত্তং ভবতি। যতো যাজ্ঞবল্ক্যপ্রতিবচনাস্যুভয়ত্রৈকং সর্ব্বাত্মানমুপাস্যং বিশিংষন্তি। যথা সদ্বিদ্যায়ামেকমেব সদ্ ব্রহ্ম সর্ব্বাণি প্রতিবচনানি বিশিংষন্তি ॥

অস্যার্থ :—সর্ব্বপ্রাণীর প্রাণনক্রিয়ার হেতু বলাতে, উষস্তপ্রশ্নোত্তরে

জীবাত্মা উপদিষ্ট হন নাই ; সুতরাং উষস্তের ন্যায় কহোলও পরমাত্মারই আরও বিশেষ তত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন ; এবং ক্ষুৎপিপাসাতীতবাক্যেও জীবাত্মা উপদেশের বিষয় না হওয়াতে, কহোলের ন্যায় উষস্তেরও পরমাত্মা-বিষয়কই জিজ্ঞাসা বুঝিতে হইবে। এইরূপে প্রশ্ন ও উত্তরের বিভিন্নতা নিবারিত হয়। এবং এতদ্দ্বারা ব্রহ্মের জীব স্বভাবও নিবারিত হইয়াছে (অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাণাদি পরিচালন দ্বারা জীবের ন্যায় তৎফলভোক্তা যে হয়েন না, তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে)। যাজ্ঞবল্ক্য প্রতিবচন দ্বারা সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরই যে উপাস্য, তাহা উভয় স্থলেই এক-রূপে উপদেশ করিয়াছেন। যেমন ছান্দোগ্যে সদ্বিদ্যাপ্রকরণে এক সদ্ব্রহ্মই সমস্ত প্রত্যুত্তরে উপদিষ্ট হইয়াছেন, তদ্রূপ এই স্থলেও বুঝিতে হইবে।

ইতি পরমাত্মন এব সর্ব্বান্তরত্বনিরূপণাধিকরণম্।

—•—

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৩৭শ সূত্র। সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥

ভাষ্য।—সৈব সত্যশব্দাভিহিতা "সেয়ং দেবতৈক্ষত তেজঃ পরস্যাং দেবতায়ামি"-তি প্রকৃতৈব খলু, যথা "সৌম্য! মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি" ইত্যাদি পর্য্যায়েষনুবর্ত্ততে "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যমি"-তি প্রথমপর্য্যায়ে পঠিতা এব সত্যাদয়ঃ সর্ব্বেষু পর্য্যায়েষূপসংহ্রিয়ন্তে ॥

অস্যার্থ :—পরমাত্মাই সত্যশব্দদ্বারা (ছাঃ ৬ অঃ ৮ খ) সত্যবিদ্যায় উপদিষ্ট হইয়াছেন, "সেই এই দেবতা পরবর্ত্তী দেবতাসকলে ঈক্ষণ করিলেন, আমি তেজোরূপ" এইরূপ প্রস্তাবনা করিয়া, পরে বলিলেন,— "হে সৌম্য! যেমন মধুকর মধুতে অবস্থান করে"। এতৎ সমস্ত স্থলে

"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং" এই বাক্যোক্ত প্রথম পর্য্যায়ে পঠিত সত্যাদি গুণ পরবর্ত্তী সমস্ত পর্য্যায়ে গ্রহণ করিতে হইবে।

ইতি সত্যবিদ্যায়াং সত্যাদিগুণানাং সর্ব্বত্রোপসংহারনিরূপণাধিকরণম্।

—•—

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৩৮শ সূত্র। কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ॥

ভাষ্য।—"অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যমি"-তি উপক্রম্য "এষ আত্মা অপহতপাপ্মা"-ইত্যাদিনা সত্যকামত্বাদিগুণবত-শ্ছান্দোগ্যে "স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু এষোঽন্তর্হৃদয়ে আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে, সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশান"-ইতি বশিত্বাদিগুণবতঃ পরমাত্মন উপাস্যত্বং বাজসনেয়কে চ শ্রূয়তে। ইহোভয়ত্র বিদ্যৈক্যং যতঃ সত্যকামত্বাদিবাজসনেয়কে বশিত্বাদি চ ছান্দোগ্যে গ্রহীতব্যম্। কুতঃ? আয়তনাদ্য-বিশেষাৎ।

অস্যার্থ:—ছান্দোগ্য উপনিষদে (ছাঃ ৮ অঃ ১ খ) উক্ত হইয়াছে, "হৃদয় স্বরূপ ব্রহ্মপুরে যে ক্ষুদ্র গর্ত্তাকৃতি স্থান অধোমুখ পদ্মস্বরূপে অবস্থিত আছে, তাহার অভ্যন্তরে যে আকাশ আছে, তন্মধ্যে আত্মা ধ্যাতব্য"; এইরূপ বাক্যারম্ভের পর "এই আত্মা নিষ্পাপ" ইত্যাদিবাক্যে আত্মার সত্যকামত্বাদিগুণ উল্লিখিত আছে। বাজসনেয়শ্রুতিতেও উল্লেখ আছে "এই মহান্ জন্মরহিত আত্মা, যিনি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে বিজ্ঞানময়রূপে অবস্থিত, ইনিই হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে আকাশ আছে, তাহাতে শয়ান আছেন সমস্তই ইঁহার অধীন, ইনিই সকলের নিয়ন্তা" (বৃঃ ৪অঃ ৪ব্রা) এই বাক্যে বশিত্বাদিগুণবিশিষ্ট পরমাত্মাই উপাস্য

বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন। এই সকল বাক্য বিভিন্ন শাখায় উক্ত হইলেও, উভয়স্থলে একই বিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বাজসনেয়শ্রুত্যুক্ত বশিত্বাদি গুণ ছান্দোগ্যে, এবং ছান্দোগ্যোক্ত সত্যকামত্বাদি গুণ বাজসনেয়কে দহরবিদ্যায় গ্রহীতব্য। কারণ, যে হৃদয়ায়তনে উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা একই, এবং উভয়ের ফল প্রভৃতিরও একত্ব উভয়শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৩৯শ সূত্র। আদরাদলোপঃ ॥

ভাষ্য।—আদরাদাম্নাতানাং সত্যকামত্বাদীনাং প্রতিষেধো নাস্তি "নেহ নানে"-তি প্রতিষেধস্যাব্রহ্মাত্মকপদার্থপরত্বাৎ।

অস্যার্থ:—শ্রুতিকর্ত্তৃক আদরের সহিত প্রকাশিত সত্যকামত্বাদি-গুণের প্রতিষেধ নাই; কারণ "নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন" (তাঁহা হইতে ভিন্ন কিছু নাই) (বৃঃ ৪অঃ ৪ব্রা ১৯) এই বাক্য দ্বারা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অপর কিছু পদার্থ থাকা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৪০শ সূত্র। উপস্থিতেঽতস্তদ্বচনাৎ ॥

(উপস্থিতে=ব্রহ্মভাবমাপন্নে সর্ব্বলোকেষু কামচারো ভবতি, অতঃ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তেরেব হেতোঃ; তদ্বচনাৎ=সর্ব্বত্র কামচারবিষয়কবচনাদি-ত্যর্থঃ।)

ভাষ্য।—উক্তলক্ষণয়া ব্রহ্মোপাসনয়া ব্রহ্মোপসম্পন্নে সর্ব্বলোকেষু কামচারো ভবতি। নন্বু তত্তল্লোকপ্রাপ্তিসঙ্কল্প-পূর্ব্বকং তত্তৎসাধনানুষ্ঠানং বিনা কুতঃ সর্ব্বত্র কামচারঃ? তত্রোচ্যতে। (অতঃ) উপসম্পত্তেরেব হেতোঃ "পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" "স স্বরাড়্ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতী"-তি বচনাৎ।

অন্বয়ার্থ :—উক্তলক্ষণ ব্রহ্মোপাসনাদ্বারা ব্রহ্মরূপতা লাভ করিয়া উপাসক সর্ব্বলোকে কামচারী হয়েন। পরন্তু উক্ত লোক প্রাপ্তির নিমিত্ত সঙ্কল্পপূর্ব্বক তদুপযোগী সাধনানুষ্ঠান না করিলে কিরূপে সর্ব্বত্র কামচারী হইতে পারে? (যদৃচ্ছাক্রমে যে কোন লোকে গমনসামর্থ্য পাইতে পারে)? এই প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন, ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তি হইলে, সেই নিমিত্তই অর্থাৎ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি নিমিত্তই তাঁহার কামচারিত্ব হয়; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন "পর জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়া তিনি নিষ্পাপস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, তিনি স্বরাট্ হয়েন সমস্ত লোকে কামচারী হয়েন।" (ছাঃ ৭অঃ ২৫ খ)।

ইতি দহরবিদ্যায়া একত্বসত্যকামত্বাদিগুণানাঞ্চ সর্ব্বত্রো-
পসংহারনিরূপণাধিকরণম্।

—*—

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৪১শ সূত্র। তন্নির্দ্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্ঘ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্ ॥

(পৃথক্-হি—অপ্রতিবন্ধঃ=পৃথগ্ঘ্যপ্রতিবন্ধঃ) তৎ তস্য কর্ম্মাঙ্গাশ্রয়স্য নির্দ্ধারণস্য উদ্গীথাদ্যুপাসনস্য, অনিয়মঃ; তদ্দৃষ্টেঃ তস্য অনিয়মস্য দৃষ্টিঃ শ্রুতৌ দর্শনং তস্যা ইত্যর্থঃ; শ্রুতৌ অবিদুষোঽপি কর্ত্তৃত্বকথনেন তস্য নিয়মাভাবঃ। হি যতঃ কর্ম্মফলাৎ পৃথক্, অপ্রতিবন্ধঃ অপ্রতিবন্ধরূপ-মুপাসনবিধেঃ ফলং শ্রূয়তে, কর্ম্মফলং প্রবলকর্ম্মান্তরফলেন প্রতিবধ্যতে, তদ্বিপরীতমুপাসনা-বিধেঃ ফলমিত্যর্থঃ।)

ভাষ্য।—"ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীতে"-ত্যাদিকর্ম্মাঙ্গা-শ্রয়োপাসনস্য কর্ম্মস্বানিয়মঃ। কুতঃ? "তেনোভৌ কুরুতে যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ নৈবং বেদে"-তি শ্রুতৌ তস্যানিয়মস্য দর্শনাৎ। অনুপাসকস্যাপি প্রণবেন কর্ম্মাঙ্গভূতেন কর্ম্মাণি

কর্ত্তৃত্বশ্রবণাদুপাসনকর্ম্মস্বনিয়তত্বং নিশ্চীয়তে। যতশ্চ কর্ম্মফলা-দুপাসনস্থ পৃথক্-ফলং "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতী"ত্যুপলভ্যতে।

অস্যার্থ:—"ওঁ এই একাক্ষর উদ্গীথের উপাসনা করিবে" ছাঃ ১অঃ ১খ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে কর্ম্মাঙ্গ ওঁ-কারাশ্রিত উপাসনা (ধ্যানকার্য্য) উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কর্ম্মকালে নিত্য প্রযোজ্য নহে। কারণ শ্রুতিই বলিয়াছেন "যিনি ইহা জানেন, তিনিও উপাসনা কর্ম্ম করেন, যিনি না জানেন, তিনিও করেন" (ছাঃ ১ম অঃ ১ খ)। এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, উপাসনাবিষয়ে (ধ্যানবিষয়ে) অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরও কেবল কর্ম্মাঙ্গ প্রণব উচ্চারণ দ্বারাই যখন যাগ সম্পাদন করিবার বিধি আছে, তখন উক্ত উপাসনাংশের নিয়তত্ব নাই; অর্থাৎ তাহা ব্যতিরেকেও ক্রতু-সম্পাদন হয়। তদ্বিষয়ে আরও হেতু এই যে, উক্ত কর্ম্মাঙ্গের ফল উপাসনাফল হইতে পৃথক্; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন, "যিনি বিদ্যা (ব্রহ্মধ্যান) শ্রদ্ধা ও রহস্যের সহিত কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তাঁহার সেই কর্ম্ম অধিক বীর্য্যবান্ হয়" ইত্যাদি। (ছাঃ ১ম অঃ ১ খ)।

ইতি উদ্গীথোপাসনায়াম্ ওঙ্কারস্থ ধ্যানানিয়মাধিকরণম্।

—•—

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৪২শ সূত্র। প্রদানবদেব তদুক্তম্ ॥

(প্রদানবৎ=পুরোডাশপ্রদানবৎ তদুক্তম্)।

ভাষ্য।—দহরস্থ গুণিনস্তদ্‌গুণবিশিষ্টতয়া গুণচিন্তনেঽপি চিন্তনমাবর্ত্তনীয়ম্। "ইন্দ্রায় রাজ্ঞে পুরোডাশমেকাদশকপালং নির্ব্বপেদিন্দ্রিয়াধিরাজায় স্বরাজ্ঞে" ইতি পুরোডাশপ্রদানব-ত্তদুক্তম্ "নানা বা দেবতা পৃথক্‌জ্ঞানাদি"-তি।

অন্বয়ার্থ :—অপহতপাপ্মত্বাদিগুণ চিন্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল গুণবিশিষ্ট গুণী দহরাত্মারও চিন্তন দহর-উপাসনায় নিত্য সংযোজনীয়। "প্রদানবৎ" অর্থাৎ শ্রুতিতে যেমন পুরোডাশ (এক প্রকার পিষ্টক) প্রদানবাক্যে উল্লেখ আছে "রাজা ইন্দ্রের, ইন্দ্রিয়াধিরাজ ইন্দ্রের, স্বর্গরাজ ইন্দ্রের উদ্দেশে একাদশ কপাল পুরোডাশ প্রদান করিবে," তাহাতে ইন্দ্র এক হইলেও রাজগুণ, ইন্দ্রিয়াধিরাজগুণ ও স্বর্গরাজগুণ তিনটি বিভিন্ন; সুতরাং জৈমিনি মীমাংসা করিয়াছেন যে, এই ত্রিবিধগুণ দ্বারা ইন্দ্রের ভিন্নত্ব কল্পনা করিয়া তিনবারই ঘৃত গ্রহণ করিবে; তৎসম্বন্ধে শ্রুতিবাক্যেও এইরূপ উক্তি আছে যে, "পৃথক্‌রূপে জ্ঞান হওয়াতে দেবতাও নানা"। এই স্থলেও তদ্রূপ গুণসকল গুণীরই ধর্ম্ম হইলেও, গুণের পৃথক্‌জ্ঞান হওয়াহেতু উপাসনাকালে গুণচিন্তনের সহিত গুণীরও ধ্যান সংযোজনা করিবে।

ইতি দহরোপাসনায়াং গুণিনোঽপি সর্ব্বত্র ধ্যাতব্যত্বনিরূপণাধিকরণম্।

—০—

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৪৩শ সূত্র। লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ তদ্ধি বলীয়স্তদপি ॥

ভাষ্য।—"মনশ্চিতো বাক্‌চিতঃ প্রাণচিতশ্চক্ষুশ্চিতঃ কর্ম্মচিতোঽগ্নিচিত"-ইত্যাগ্নয়ঃ "যৎকিঞ্চেমানি মনসা সংকল্পয়ন্তি তেষামেব সাকৃতি"-রিতি "তান্ হৈতানেবংবিদে সর্ব্বদা সর্ব্বাণি ভূতানি বিচিন্বন্ত্যপি স্বপতে" ইত্যেবমাদিলিঙ্গানাং বাহুল্যাদ্বিত্যাময়ক্রত্বঙ্গভূতা এব। লিঙ্গং হি প্রকরণাদ্বলীয়স্তদপি শেষলক্ষণে উক্তং "শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাদি"-তি।

অন্বয়ার্থ :—বাজসনেয় শ্রুতিতে অগ্নিরহস্যে "মনশ্চিত (মনের দ্বারা

নিষ্পন্ন) বাক্‌চিত, প্রাণচিত, চক্ষুশ্চিত, কর্ম্মচিত, এবং অগ্নিচিত" ইত্যাদি রূপে অগ্নি বর্ণিত হইয়াছে। "এবং এই সকল প্রাণী মনের দ্বারা যে কিছু সঙ্কল্প করে, তৎসমস্তই অগ্নির কার্য্য বলিয়া গণ্য, "সমুদায় ভূত সর্ব্বদা তত্তৎবেত্তার নিমিত্ত এই সমস্ত অগ্নিচয়ন করে, তিনি শয়ন করিলেও এইরূপ চয়ন করিয়া থাকে" ; ইত্যাদিবাক্যে অগ্নির লিঙ্গবাহুল্য (বহু লিঙ্গ) বর্ণিত হওয়ায়, এই সকল অগ্নি উপাসনারূপ যজ্ঞের অঙ্গীভূত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, ইহারা যজ্ঞের অঙ্গীভূত বিবিধ প্রকার প্রকৃত অগ্নি নহে, মনের দ্বারা সঙ্কল্পিত অগ্নিমাত্র ; অর্থাৎ বাগাদিকে অগ্নিস্বরূপে ধ্যান করাই শ্রুতির অভিপ্রায়। অগ্নির প্রকরণে উক্ত হইলেও প্রকরণ হইতে উক্ত লিঙ্গ সকলই বলবান্ ; তাহা জৈমিনি কর্তৃক দেবতাকাণ্ডে "শ্রুতিলিঙ্গ" ইত্যাদি সূত্রে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। সিদ্ধান্ত এই যে "শ্রুতি লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা এই সকল একত্র দৃষ্ট হইলে ইহাদিগের অর্থের দূরত্বহেতু ইহাদিগকে পর পর দুর্ব্বল বলিয়া জানিবে।

ইতি লিঙ্গভূয়স্ত্বাধিকরণম্।

—•—

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৪৪শ সূত্র। পূর্ব্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়া মানসবৎ ॥

ভাষ্য।—অথ পূর্ব্বঃ পক্ষঃ—"ইষ্টকাভিরগ্নিং চিন্বত"ইতি বিহিতস্য ক্রিয়াময়স্য পূর্ব্বস্যৈবায়ং বিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ। লিঙ্গস্যাত্রার্থবাদস্থত্বেন বলীয়স্ত্বাভাবাৎ উক্তা অগ্নয়ঃ ক্রিয়ারূপা এব, মনোগ্রহং গৃহ্লাতীতিবৎ ॥

অস্যার্থ :—এই স্থলে পূর্ব্বপক্ষ এইরূপ হইতে পারে, যথা :—"ইষ্টকা-দ্বারা অগ্নি চয়ন করিবে" এই বাক্যে পূর্ব্বে যে ক্রিয়াঙ্গভূত অগ্নির বিধান

করা হইয়াছে, সেই অগ্নিরই বিকল্পস্বরূপে এই সকল অগ্নি উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া প্রকরণ দ্বারা বুঝা যায়। এইস্থলে উক্ত অগ্নিলিঙ্গসকল অর্থবাদরূপে মাত্র বর্ণিত হওয়ায়, ক্রিয়াঙ্গ হইতে ইহাদিগের স্বাতন্ত্র্য নাই; অতএব ইহারা উপাসনার অঙ্গীভূত নহে, যাগেরই অঙ্গীভূত। যেমন মনঃকল্পিত পৃথিবীরূপ পাত্রে সমুদ্ররূপ সোমরসের গ্রহণ স্থাপন ইত্যাদি উপদিষ্ট কার্য্য মানসিক হইলেও ক্রিয়াঙ্গ বলিয়াই গণ্য, তদ্রূপ এই সকল অগ্নি মনঃকল্পিত হইলেও ক্রিয়াঙ্গ বলিয়াই গণ্য।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৪৫শ সূত্র। অতিদেশাচ্চ ॥

ভাষ্য।—"তেষামেকৈক এব তাবান্‌যাবানসৌ পূর্ব্বঃ" ইতি পূর্ব্বস্যাগ্নেবীর্য্যং তেষ্বতিদিশ্যতে, অতস্তে ক্রিয়ারূপা এব ॥

অস্যার্থ:—এই সূত্রেও পূর্ব্বপক্ষই বিস্তার করা হইয়াছে, যথা:— "ইহাদিগের মধ্যে (ষট্‌ত্রিংশৎসহস্র অগ্নি ও অর্ক, ইহাদিগের মধ্যে) প্রত্যেকটি তাহা, যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে" এই বাক্যে পূর্ব্বে উক্ত ইষ্টকাচিত অগ্নির সামর্থ্যের সহিত এই সকল অগ্নির অতিদেশ (অর্থাৎ তুলনা) করা হইয়াছে (সাম্য প্রদর্শিত হইয়াছে); অতএব শেষোক্ত কল্পিত অগ্নিসকলও ক্রিয়ারই অঙ্গ, উপাসনার অঙ্গ নহে।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৪৬শ সূত্র। বিদ্যৈব তু নির্দ্ধারণাদ্ দর্শনাচ্চ ॥

ভাষ্য।—সিদ্ধান্তে বিদ্যাত্মকা এব তে, কুতঃ? "তে হৈতে বিদ্যাচিত এব" ইতি নির্দ্ধারণাৎ। অত্র "যেষামঙ্গিনো বিদ্যাময়-ক্রতোস্তে মনসাঽধীয়ন্ত মনসাঽচীয়ন্ত মনসৈষু গ্রহা অগৃহ্যন্ত মনসাঽস্তুবন্ত মনসাঽশংসন্ যৎকিঞ্চ যজ্ঞে কর্ম্ম ক্রিয়তে" ইত্যাদৌ তদঙ্গভূতবিদ্যাময়ক্রতুপ্রতীতেশ্চ।

অস্যার্থ:—পরন্তু সিদ্ধান্ত এই যে, এই সকল কল্পিত অগ্নি বিদ্যারই

অঙ্গীভূত, যাগের অঙ্গীভূত নহে ; কারণ শ্রুতি নির্দ্ধারণবাক্যে বলিয়াছেন "পূর্ব্বোক্ত অগ্নিসকল নিশ্চিত বিদ্যাচিত" এবং ইহারা উপাসনারূপ যজ্ঞেরই অঙ্গ বলিয়া "যাহাদের বিদ্যাময় ক্রতুর অঙ্গীভূত যজ্ঞেকৃত সমস্ত কর্ম্ম তাহারা মনের দ্বারা এই সকল ধ্যান করিবে, চয়ন করিবে, গ্রহণ করিবে, স্তব করিবে, প্রশংসা করিবে" ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৪৭শ সূত্র। শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ ॥

ভাষ্য—"তে হৈতে বিদ্যাচিত এব" ইতি শ্রুতেঃ, "এবং-বিদে সর্ব্বদা সর্ব্বাণি ভূতানি বিচিন্বন্তি" ইতি লিঙ্গস্য, "বিদ্যয়া হৈ বৈতে এবংবিদশ্চিতা ভবন্তি" ইতি বাক্যস্য চ প্রকরণাদ্-বলীয়স্ত্বাত্তেষামগ্নীনাং বিদ্যাময়ক্রত্বঙ্গতাবাধো ন।

অস্যার্থ :—শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাক্য এই তিনই প্রকরণ অপেক্ষা বলবান্ ; সুতরাং উক্ত অগ্নিসকল বিদ্যাময় ক্রতুরই অঙ্গ, যাগের অঙ্গ নহে। শ্রুতি, যথা "তে হৈতে বিদ্যাচিত" (এই সকল অগ্নি বিদ্যাচিত)। লিঙ্গ, যথা—"এবংবিদে সর্ব্বদা সর্ব্বাণি ভূতানি" (ভূতসমুদায় সর্ব্বদা তত্ত্ববেত্তার নিমিত্ত এই সকল অগ্নি চয়ন করে)। বাক্য, যথা,—"বিদ্যয়া হৈবৈতে এবং" (বিদ্যাদ্বারাই—উপাসনাদ্বারাই জ্ঞানীর ঐ সকল অগ্নি চিত হয়)।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৪৮শ সূত্র। অনুবন্ধাদিভ্যঃ প্রজ্ঞান্তর-পৃথক্ত্ববদ্ দৃষ্টশ্চ তদুক্তম্ ॥

ভাষ্য।—"মনসৈষু গ্রহা অগৃহ্যন্তে"-ত্যাদিভ্যঃ স্তোত্রশস্ত্রা-দিভ্যোঽনুবন্ধেভ্যঃ শ্রুত্যাদিভ্যশ্চ বিদ্যাময়ঃ ক্রতুঃ পৃথগেব, শাণ্ডিল্যাদিবিদ্যান্তরপৃথক্ত্বৎ। তথা সতি বিধিঃ পরিকল্প্যতে।

দৃষ্টশ্চানুবাদসরূপে "যদেব বিদ্যয়া করোতী"-ত্যাদৌ কল্প্যমানো বিধিঃ "বচনানি ত্বপূর্ব্বত্বাদি"-ত্যুক্তিং চ।

অস্যার্থ :—"মনের দ্বারাই যজ্ঞপাত্রাদি গ্রহসকল গ্রহণ করিবে" ইত্যাদি স্তোত্রশস্ত্রাদিবিষয়ক অনুবন্ধবাক্য, এবং পূর্ব্ব কথিত অতিদেশ শ্রুতি প্রভৃতি হেতু, মনশ্চিৎ প্রভৃতি অগ্নি বিদ্যাস্বরূপ অগ্নিরই অঙ্গীভূত, যাগ হইতে পৃথক্। যেমন অনুবন্ধ প্রভৃতি দ্বারা কর্ম্ম হইতে শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতির পার্থক্য অবধারিত হয়, তদ্রূপ এই স্থলেও অনুবন্ধাদি দ্বারা মনশ্চিৎ অগ্নি প্রভৃতিকে কর্ম্ম হইতে পৃথক্ জানা যায়। এইরূপ হওয়াতেই তদ্বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত বিধি পরিকল্পিত হইয়াছে। "যদেব বিদ্যয়া করোতি" (ছাঃ ১ম অঃ) ইত্যাদিবাক্যে মনশ্চিৎ প্রভৃতি অগ্নির পরিকল্পনার বিধি দৃষ্ট হয়। "বচনানি ত্বপূর্ব্বত্বাৎ" ইত্যাদি বাক্যোক্ত ফলবর্ণনা দ্বারাও তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৪৯শ সূত্র। ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্মৃত্যুবৎ ন হি লোকাপত্তিঃ।

ভাষ্য।—মানসগ্রহসামান্যাদপ্যেষাং ন ক্রিয়াময়ক্রত্বঙ্গত্বম, বিদ্যারূপত্বোপলব্ধেঃ। "স এষ এব মৃত্যুর্য এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ" "অগ্নির্বৈ মৃত্যুরি"-ত্যগ্ন্যাদিত্যপুরুষয়োর্মনঃ-সাদৃশ্যেন বৈষম্যাপগমঃ। ন হি "লোকো গৌতমাগ্নিরি"-ত্যগ্নের্লোকাপত্তিঃ।

অস্যার্থ :—মানসগ্রহসামান্য দ্বারা (অর্থাৎ সকলই মানস, কেবল এই হেতুতে) মনশ্চিতাদির ক্রিয়ার অঙ্গত্ব সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না; ইহারা বিদ্যারই অঙ্গীভূত বলিয়া শ্রুতিবাক্যে উপলব্ধি হয়। "যিনি এতন্মণ্ডলের পুরুষ, ইনি সেই মৃত্যু", "অগ্নিই মৃত্যু" ইত্যাদিবাক্যে

(বৃঃ ৩য় অ) অগ্নি এবং আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ এক মৃত্যুনামে কথিত হইলেও, উভয় এক নহে ; ইঁহাদিগের বৈষম্য আছে। এইরূপ এইস্থলেও মানবস্তুবিষয়ে সামাদৃষ্টে মনশ্চিতাদির ক্রিয়াঙ্গত্ব নির্দ্দেশ করা যায় না, ইহারা বিভিন্ন। "হে গৌতম! এই লোক অগ্নি" (ছাঃ ৫ম অঃ ৪র্থ) ইত্যাদিবাক্যহেতু যেমন বাস্তবিক অগ্নি ও লোককে এক বলা যায় না, তদ্রূপ এই স্থলেও জানিবে।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫০শ সূত্র : পরেণ চ, শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধঃ ॥

ভাষ্য।—"অয়ং বাব লোক এষোঽগ্নিচিত"-ইত্যনন্তরেণ চাস্য শব্দস্য মনশ্চিদাদ্যগ্নিবিষয়স্য তাদ্বিধ্যং, মনশ্চিদাদিষূপাদেয়ানামগ্ন্যঙ্গানাং ভূয়স্ত্বাদ্বহুত্বাত্তেষাং ক্রিয়াঽগ্নিসন্নিধাবনুবন্ধঃ।

অস্যার্থ :—"এই লোক অগ্নিচিত" এই বাক্য মনশ্চিতাদি অগ্নিব্রাহ্মণের পরেই উক্ত হইয়াছে ; তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মনশ্চিতাদি অগ্নিব্রাহ্মণবাক্যের একবিধত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। যে সকল অগ্ন্যঙ্গ মনশ্চিতাদিতে গ্রহণীয়, তাহারা বহুসংখ্যক হওয়াতে, ইহারা বিদ্যাময় ক্রতুরই অঙ্গ বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়।

ইতি বাজসনেয়শ্রুত্যুক্তাগ্নিরহস্যে বর্ণিতমনশ্চিতাদ্যগ্নে-
বিদ্যাঙ্গত্বনিরূপণাধিকরণম্

—•—

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫১শ সূত্র। এক, আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ॥

(একে বাদিনঃ বদন্তি শরীরে বর্ত্তমানস্য আত্মনঃ (বদ্ধাবস্থস্য) জীবস্ব রূপস্য চিন্তনীয়ত্বং, কুতঃ ? তথাভাবাৎ, বদ্ধাবস্থায়াং তস্য স্থিতিহেতোঃ)।

ভাষ্য ।—উপাসনবেলায়াং বদ্ধাবস্থঃ প্রত্যগাত্মা চিন্তনীয়ঃ, শরীরে তদা তাদৃশস্যৈবাত্মনঃ সত্বাদিত্যেকে ।

অস্যার্থ :—উপাসনাকালে বদ্ধাবস্থাপ্রাপ্ত বলিয়া জীব আপনাকে চিন্তা করিবে, অথবা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ বলিয়া আপনাকে চিন্তা করিবে ? এইরূপ সন্দেহে সূত্রকার বলিতেছেন যে ;—কেহ কেহ বলেন উপাসনাকালে প্রত্যগাত্মাকে (জীব আপনাকে) বদ্ধ বলিয়াই চিন্তা করিবে ; কারণ, তৎকালে দেহে তাদৃশ (বদ্ধ) অবস্থায়ই জীবাত্মা বর্ত্তমান আছেন । (এইটি পূর্ব্বপক্ষ সূত্র) ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫২শ সূত্র । ব্যতিরেকস্তদ্ভাবভাবিত্বান্নতূপলব্ধিবৎ ॥

ভাষ্য ।—বদ্ধাকারাদ্বিলক্ষণো মুক্তাকারঃ প্রত্যগাত্মা সাধন-কালেঽনুসন্ধেয়স্তাদৃগ্‌রূপস্যৈব মুক্তৌ ভাবিত্বাৎ । ধ্যানানুরূপ-পরমাত্মপ্রাপ্তিবৎ ॥

অস্যার্থ :—এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন :—উপাসনা-কালে প্রত্যগাত্মা বদ্ধাবস্থাপ্রাপ্তরূপে চিন্তনীয় নহে ; তদ্ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ বদ্ধাবস্থা হইতে অতীত, মুক্তস্বরূপে—ব্রহ্ম হইতে অভিন্নভাবে, প্রত্যগাত্মা উপাসনাকালে চিন্তনীয় ; কারণ শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ মুক্তস্বরূপই উপাসনাবলে মুক্তাবস্থায় লাভ করা যায় । যেমন উপাসনাকালে পরমাত্মা-সম্বন্ধে যদ্রূপ ধ্যান করা যায়, উপাসনার ফলস্বরূপে তদ্রূপই পরমাত্মস্বরূপ লাভ করা যায় বলিয়া শ্রুতি ও স্মৃতি উপদেশ করিয়াছেন, তদ্রূপ প্রত্যগাত্মা-সম্বন্ধেও জানিবে । শ্রুতি, যথা :—"তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি" ইত্যাদি । (উপাস্যের সহিত একাত্মতাবুদ্ধিপূর্ব্বক "সোঽহং"জ্ঞানে উপাসনা দেবদেবী

উপাসনাস্থলেও আর্য্যশাস্ত্রে সর্ব্বত্র উপদিষ্ট হইয়াছে, ব্রহ্মোপাসনাবিষয়ে এইটিই বিধি জানিতে হইবে।

(শাঙ্করভাষ্যে এই সূত্র ও তৎপূর্ব্ব সূত্র বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; এবং এই সূত্রের পাঠও বিভিন্নরূপে শঙ্করস্বামী-কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। শাঙ্করভাষ্যে "তদ্ভাবাভাবিত্বাৎ" এইরূপ সূত্রপাঠ দেওয়া হইয়াছে। শঙ্করের মতে ৫১ সংখ্যক সূত্রের এইরূপ অর্থ, যথা :—দেহই আত্মা ; আত্মা দেহ হইতে অতিরিক্ত বস্তু নহে ; এই পূর্ব্বপক্ষ। তদুত্তরে ৫২ সংখ্যক সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন ; "না, তাহা নহে ; আত্মা দেহ হইতে ব্যতিরিক্ত ; কারণ, মৃত্যু-অবস্থায় দেহ থাকিতেও তাহাতে আত্মধর্ম্মের (চৈতন্যাদির) অভাব দেখা যায়। আত্মা উপলব্ধিরূপ, উপলব্ধি দেহের ধর্ম্ম নহে ; কারণ তাহা দেহের প্রকাশক ; অতএব আত্মা উপলব্ধিরূপ হওয়াতে, তিনি দেহ হইতে বিভিন্ন"। এই স্থলে বক্তব্য এই যে, এই প্রকরণ উপাসনাবিষয়ক অতএব এই প্রকরণে দেহ হইতে আত্মার পার্থক্যপ্রতিপাদনবিষয়ক বিচার প্রবর্ত্তিত করা সূত্রকারের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ আত্মা যে দেহ হইতে বিভিন্ন, তদ্বিষয়ক বিস্তারিত বিচার সূত্রকার পূর্ব্বেই দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন। এবঞ্চ এই এক সামান্য সূত্র দ্বারা এই বিচারের নিষ্পত্তি হয় না। অতএব নিম্বার্কব্যাখ্যা ও পাঠই সঙ্গত বোধ হয় ; শ্রীভাষ্যও ইহার অনুরূপ)।

ইতি উপাসনাকালে জীবস্য স্বীয়মুক্তস্বরূপস্য চিন্তনীয়ত্ব-
নির্ণয়াধিকরণম্।

—০—

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫৩শ সূত্র। অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্ ॥

ভাষ্য—"ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীতে"-ত্যেবমাদ্যা উদ্গীথাঙ্গপ্রতিবদ্ধা উপাসনা ন শাখাস্বেব ব্যবস্থিতাঃ। অপি তু প্রতিবেদং সর্ব্বশাখাস্বেব প্রতিবধ্যন্তে। কুতঃ? উদ্গীথাদিশ্রুতেরবিশেষাৎ।

অস্যার্থ:—উপাসনাকালে তাৎকালিক বদ্ধ অবস্থার চিন্তা পরিহারপূর্ব্বক নিত্য মুক্তস্বরূপ চিন্তনের ব্যবস্থা করিয়া, এক্ষণে উদ্গীথাদি উপাসনাতে পৃথক্ পৃথক্ শাখায় উক্ত স্বর ও প্রয়োগাদিভেদে উপাসনাংশেরও পার্থক্য নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে সূত্রকার বলিতেছেন:—"ওঁ এই একাক্ষর উদ্গীথ উপাসনা করিবেক" ইত্যাদি (ছাঃ ১ম অঃ) শ্রুতিতে উদ্গীথাদির সহিত সংযোজিত উপাসনাসকল বেদের যে শাখায় বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল (যেমন উক্থকে পৃথিবীরূপে ধ্যান করিবেক, ইষ্টকাচিত অগ্নিকে এতৎসমস্ত লোক বলিয়া ধ্যান করিবে, (ইত্যাদি) কেবল তত্তৎশাখার জন্য ব্যবস্থাপিত নহে; তাহা সকল শাখায় প্রযোজ্য। কারণ সকল শাখায়ই "উদ্গীথ উপাসনা করিবে" ইত্যাদি শ্রুতি সমভাবে উক্ত হইয়াছে; অতএব সর্ব্বত্র একই উপাসনা হওয়ায়, এক শাখায় উক্ত উপাসনা অপর শাখায় সমভাবে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫৪শ সূত্র। মন্ত্রাদিবদ্বাঽবিরোধঃ ॥

ভাষ্য।—যথা "কুটরুরসী"-তি মন্ত্রঃ, যথা বা প্রযাজাস্তদ্বদন্যত্রোক্তানামুপাসনানামিতরত্র যোগোঽবিরোধঃ।

অস্যার্থ:—যেমন তণ্ডুলপেষণার্থ প্রস্তরগ্রহণমন্ত্র "কুটরুরসি" যজুঃশাখায় উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহা ঐ কার্য্যে সর্ব্বত্র গ্রহণীয়; যেমন মৈত্রায়ণীশাখায় প্রযাজযাগ (সমিদ্ প্রভৃতি যাগ) উল্লিখিত হয় নাই; পরন্তু অন্যত্র

উল্লিখিত হওয়াতে ঐ শাখার ক্রিয়াতেও তাহা গ্রহণীয় ; তদ্রূপ এক শাখায় উক্ত উপাসনা অন্যত্র যোজিত করা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে।

ইতি অঙ্গাবদ্ধাধিকরণম্।

—•—

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫৫শ সূত্র। ভূম্নঃ ক্রতুবজ্জ্যায়স্ত্বং তথাহি দর্শয়তি ॥

(ভূম্নঃ = সমগ্রোপাসনস্যৈব, জ্যায়স্ত্বং প্রাশস্ত্যমিত্যর্থঃ ন ব্যস্তোপাসনানাম্। ক্রতুবৎ, যথা পৌর্ণমাসাদেঃ সমস্তস্য ক্রতোঃ প্রয়োগে বিবক্ষিতে প্রযাজাদীনাং সাঙ্গানামেকঃ প্রয়োগঃ। তথা শ্রুতিরপি দর্শয়তি)।

ভাষ্য।—বৈশ্বানরবিদ্যায়াং সমগ্রোপাসনস্য প্রাশস্ত্যং, যথা পৌর্ণমাসাদীনাং সাঙ্গানামেকঃ প্রয়োগঃ, এবং "মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যদ্ যন্মাং নাগমিষ্য" ইত্যাদিকা প্রত্যঙ্গমুপাসনে দোষং ব্রুবতী, সমস্তোপাসনস্য প্রশস্ততাং দর্শয়তি শ্রুতিঃ।

অস্যার্থঃ—ছান্দোগ্যোপনিষদের ৫ম প্রপাঠকে যে বৈশ্বানরবিদ্যা (উপাসনা) উক্ত হইয়াছে (যথা দ্যুলোক বৈশ্বানর-আত্মার মূর্দ্ধা, বিশ্বরূপ অর্থাৎ সূর্য্য তাঁহার চক্ষুঃ, বায়ু তাঁহার প্রাণ, আকাশ তাঁহার মধ্যশরীর, রয়ি তাঁহার বস্তি, পৃথিবী তাঁহার পাদ, বক্ষঃস্থল তাঁহার বেদী, দূর্ব্বা তাঁহার লোম, হৃদয় গার্হপত্য অগ্নি, মন তাঁহার অন্বাহার্য্যপচনাগ্নি, আহবনীয় অগ্নি তাঁহার মুখ—৫ম প্রপাঠক ১৮শ খণ্ড) তাহাতে দ্যুলোকাদি সমস্ত অঙ্গের একত্র উপাসনা কর্ত্তব্য ; দ্যুলোকাদিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা সঙ্গত নহে, কারণ ইহা শ্রুতির অভিপ্রায় নহে। যেমন পৌর্ণমাসাদি যাগে পৃথক্ পৃথক্ প্রকরণে উল্লিখিত হইলেও সমস্ত যজ্ঞাঙ্গ একীভূত করিয়া একই পৌর্ণমাসী যাগ সম্পাদন করিতে হয় ; তদ্রূপ বৈশ্বানরবিদ্যায়ও দ্যুলোক-

ধ্যানাদি পৃথক্ পৃথক অঙ্গের সমষ্টিভাবে উপাসনা করা কর্ত্তব্য। শ্রুতিও তাহা স্পষ্টরূপে "মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যদ্ যন্মাং নাগমিষ্যে" (৫ম অঃ ১২শ খঃ) (তুমি আমার নিকট উপদেশ গ্রহণার্থ না আসিলে তোমার মূর্দ্ধা পতিত হইত) এই বাক্যের দ্বারা স্পষ্টই পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনার দোষ উল্লেখ করিয়াছেন, এবং সর্ব্বাঙ্গের একত্র ধ্যানের প্রশস্ততা প্রদর্শন করিয়াছেন। (উপমন্যব প্রভৃতি বৈশ্বানর আত্মাকে কেহ দ্যুলোক, কেহ সূর্য্য, কেহ আকাশ ইত্যাদিরূপে উপাসনা করা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। প্রাচীনশাল তাহা নিবারণ করিয়া দ্যুলোকাদি এক একটিকে বৈশ্বানর আত্মার এক এক অঙ্গমাত্র বলিয়া উপদেশ করিয়া সমগ্র অঙ্গের একত্র ধ্যানের প্রশস্ততা ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সমস্ত অঙ্গের ধ্যানের দ্বারাই জীব অমর হয়; এক এক অঙ্গকেই বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা করিলে, তাহাতে জীব মরণধর্ম্ম অতিক্রম করিতে পারে না)।

ইতি বৈশ্বানরবিদ্যায়াং সমগ্রোপাসনস্য প্রাশস্ত্যনিরূপণাধিকরণম্।

—০—

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫৬শ সূত্র। **নানা শব্দাদিভেদাৎ ॥**

ভাষ্য।—শাণ্ডিল্যবিদ্যাদীনাং নানাত্বং, কুতস্তচ্ছব্দাদিভেদাৎ।

অস্যার্থ:—শাণ্ডিল্যবিদ্যা, ভূমবিদ্যা, সদ্বিদ্যা, দহরবিদ্যা, উপকোশল-বিদ্যা, বৈশ্বানরবিদ্যা, আনন্দময়বিদ্যা, অক্ষরবিদ্যা, উক্থবিদ্যা প্রভৃতি ব্রহ্ম-বিদ্যা যাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, (এবং যাহার বিষয় এই প্রকরণে বিচার করা হইল) তৎসমস্ত সমুচ্চিত করিয়া এক ব্রহ্মোপাসনা নহে; অর্থাৎ যেমন কোন যাগকালে তাহার অঙ্গীভূত সমস্ত অংশ একত্র করিয়া একটি যাগ সম্পন্ন হয়, উক্ত শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতি বিদ্যাসকল তদ্রূপ একই ব্রহ্মো-পাসনারূপ কার্য্যের অঙ্গ নহে, ইহারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ব্রহ্মোপাসনা; কারণ এই সকল বিদ্যা পৃথক্ নামে, পৃথক্ প্রকরণে উক্ত হইয়াছে, এবং ইহাদের

অনুষ্ঠানাদিও বিভিন্নরূপে শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। যদিও তৎসমস্তই এক ব্রহ্মেরই উপাসনা, তথাপি অধিকারিভেদে প্রণালীর পার্থক্য শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন।

ইতি বিভিন্নবিদ্যানাং নানাত্বনিরূপণাধিকরণম্।

—•—

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫৭শ সূত্র। বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥

(বিকল্পঃ=যা কাচিৎ একৈবানুষ্ঠেয়েত্যর্থঃ, কুতঃ? অবিশিষ্টফলত্বাৎ =সর্ব্বাসাং ব্রহ্মবিদ্যানাম্ অবিশেষেণ ব্রহ্মভাবাপত্তিফলকত্বাৎ, এক এব প্রয়োজন সংসিদ্ধাবিতরানুষ্ঠানে প্রয়োজনান্তরাভাবাৎ ইত্যর্থঃ।)

ভাষ্য।—বিদ্যাভেদ উক্তস্তত্রানুষ্ঠানবিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥

অস্যার্থ:—বিদ্যা বিভিন্ন হওয়াতে তাহার যে কোনটি সাধকের পক্ষে উপযোগী হয়, সেইটির অবলম্বন করিলেই সম্যক্ ফল হয়; সমুদায়গুলি না করিলে যে সম্যক্ ফল হইবে না, তাহা নহে; কারণ ব্রহ্মস্বরূপোপলব্ধিরূপ ফল সকলেরই এক।

(এই সূত্রের ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্যও এইরূপই করিয়াছেন; অতএব সর্ব্ববিধ ব্রহ্মবিদ্যার যে এক ফল, তাহা বেদব্যাসের স্থিরসিদ্ধান্ত, ইহা স্মরণ রাখিলে পরবর্ত্তী অধ্যায়ের বিচার বোধগম্য করিতে সুবিধা হইবে)। এবং ইহা এই স্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে "অক্ষরবিদ্যা"ও অপরাপর বিদ্যার ন্যায় এই প্রকরণে (৩৩ প্রভৃতি সূত্রে) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "নেতি" "নেতি" ইত্যাকার ধ্যান, শ্রীশঙ্করাচার্য্য যাহার একান্ত পক্ষপাতী, তাহাই অক্ষরবিদ্যায় প্রসিদ্ধ। তাহারও ফলসম্বন্ধে একরূপত্ব উক্ত হওয়াতে, এই প্রকরণ যে কেবল সগুণোপাসনাবিষয়ক বলিয়া শঙ্করাচার্য্য প্রকরণের প্রারম্ভে বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫৮ সূত্র। কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্ন বা পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ ॥

(পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ=আসাং কাম্যানাং পূর্ব্বোক্তাবিশিষ্টফলত্বাভাবাৎ)

ভাষ্য।—ব্রহ্মপ্রাপ্তিব্যতিরিক্তফলানুষ্ঠানেঽনিয়মো নিয়মপ্রযোজকপূর্ব্বোক্তহেত্বভাবাৎ।

অস্যার্থ:—ব্রহ্মপ্রাপ্তি ভিন্ন অন্য ফলকামনা-পূরণার্থ, উপাসনাস্থলে যথাকাম (যদৃচ্ছাক্রমে) পৃথক্ পৃথক্ উপাসনাও করিতে পারা যায়, এবং সমস্ত উপাসনাও করিতে পারা যায়; কারণ সকাম উপাসনার ফল কামনানুসারে পৃথক্ পৃথক্ হয়; একফলপ্রার্থী এক উপাসনা করিতে পারে, বহুপ্রকার ফলপ্রার্থী বহুপ্রকারই উপাসনার অনুষ্ঠান করিতে পারে। পরন্তু যাঁহারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির (মোক্ষের) নিমিত্ত ব্রহ্মবিদ্যা অবলম্বন করেন, তাঁহাদেরই কোন একটি বিশেষ ব্রহ্মবিদ্যা স্বীয় স্বীয় অধিকার অনুসারে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তাঁহাদের পক্ষে বহুবিধ ব্রহ্মোপাসনা অবলম্বন করা বিধেয় নহে এবং নিষ্প্রয়োজন; কারণ পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক ব্রহ্মবিদ্যারই ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি, বিদ্যাভেদে এই ফলের তারতম্য না হওয়ায় বহু বিদ্যার উপাসনা নিষ্প্রয়োজন; এবং বহুবিধ উপাসনা অবলম্বনে কোন বিশেষ উপাসনায় সম্যক্ নিষ্ঠা না হওয়াতে তাহা অবিধেয়।

ইতি অনুষ্ঠানবিকল্পনিরূপণাধিকরণম্।

—০—

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫৯শ সূত্র। অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ ॥

(অঙ্গেষু কর্ম্মাঙ্গেষু উপাশ্রিতানাং বিদ্যানাং কর্ম্মবৎ যথাশ্রয়ভাবঃ, যথা কর্ম্মাঙ্গানাম্ উদ্গীথাদীনামঙ্গত্বং তদ্বদ্বিদ্যানামপি ইত্যর্থঃ।)

ভাষ্য।—বহুভির্লিঙ্গৈঃ কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতানামুদ্গীথাদিবিদ্যানাং

নিয়মেন কর্ম্মস্বুপাদানমিত্যাক্ষিপতি, উদ্‌গীথাদিষ্বাশ্রিতানাং বিদ্যানামুদ্গীথাদিবদঙ্গভাবঃ।

অন্বয়ার্থ :—উদ্গীথাদি কর্ম্মাঙ্গের আশ্রিত বিদ্যা, ঐ সকল কর্ম্মাঙ্গের ন্যায়ই গ্রহণীয় অর্থাৎ উদ্গীথাদি যেমন কর্ম্মের অঙ্গ, তদ্রূপ ঐ সকল উদ্গীথাদি অঙ্গে আশ্রিত (সংযুক্ত) বিদ্যাসকলও (ব্রহ্মধ্যানও) কর্ম্মের অঙ্গভূত। ইহা পূর্ব্বপক্ষ সূত্র, এবং এই পূর্ব্বপক্ষ পরবর্ত্তী ৩ সূত্রে সমর্থন করা হইয়াছে।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৬০শ সূত্র। শিষ্টেশ্চ ॥

(শিষ্টি = শাসনং, বিধানমিত্যর্থঃ।)

ভাষ্য।—"উদ্‌গীথমুপাসীতে"-তি শাসনাচ্চোপাদাননিয়মঃ।

অন্বয়ার্থ :—"উদ্গীথের উপাসনা করিবে" ইত্যাদি প্রকার শাসন-বাক্যের স্পষ্টরূপে উল্লেখ শ্রুতি করিয়াছেন, তাহাতেও সিদ্ধান্ত হয় যে, উদ্গীথাশ্রিত বিদ্যাও অবশ্য উদ্গীথের ন্যায় গ্রহণীয়; কারণ, তত্তদ্‌বিদ্যা ভিন্ন উদ্গীথোপাসনা হয় না।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৬১শ সূত্র। সমাহারাৎ ॥

ভাষ্য।—"হোতৃষদনাদ্ধৈবাপি দুরুদ্‌গীথমনুসমাহরতী"-তি প্রণবোদ্‌গীথয়োরৈক্যেন সম্পাদনাচ্চ। (দুরুদ্‌গীথং = দুষ্টমুদ্‌গীথং বেদনহীনম্ উদ্‌গাতা স্বকর্ম্মণি সমুৎপন্নং বৈগুণ্যং হোতৃ-ষদনাৎ হোতৃকর্ম্মণঃ শংসনাৎ সমাদধ্যাৎ ইত্যনেন সমাধানং ব্রুবতী শ্রুতির্বেদনস্যোপাদাননিয়মং দর্শয়তি ।)।

অন্বয়ার্থ :—যদি উদ্গাতার অপারদর্শিতা হেতু উদ্গীথ দুষ্ট হয়, তাহা হইলে হোতার শংসনে (স্তোত্রে) তাহা পুনরায় সমাহৃত (অর্থাৎ অদুষ্ট) হয়। শ্রুতি এইরূপ উক্তি করাতে ঋগ্বেদীয় প্রণব ও সামবেদীয় উদ্গী-

থের একত্ব ধ্যান করা শ্রুতিই প্রদর্শন করিয়াছেন; সুতরাং উদ্গীথাশ্রিত ধ্যান (বিদ্যা) উদ্গীথের ন্যায় কর্ম্মাঙ্গস্থলীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৬২শ সূত্র। গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ॥

ভাষ্য।—"তেনেয়ং ত্রয়ী বর্ত্ততে" ইতি গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ।

অস্যার্থ :—বিদ্যার (ধ্যানের) আশ্রয়ীভূত ওঙ্কারসম্বন্ধে শ্রুতিই বলিয়াছেন যে, "এই ওঙ্কার বেদত্রয়ের আশ্রয়"; অতএব ওঙ্কার বেদত্রয়ে প্রোক্ত উপাসনাকর্ম্মের অবর্জ্জনীয় অঙ্গ; অতএব ওঙ্কারাশ্রিত ধ্যানসকলও ওঙ্কারের অনুগামী।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৬৩শ সূত্র। ন বা তৎসহভাবোঽশ্রুতেঃ ॥

ভাষ্য।—নাঙ্গাশ্রিতানাং বিদ্যানামঙ্গবৎ ক্রতুষূপাদাননিয়মঃ, ক্রত্বঙ্গভাবাশ্রবণাৎ।

অস্যার্থ :—পূর্ব্বোক্ত চারিসূত্রে ব্যাখ্যাত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর সূত্রকার এই সূত্র ও পরবর্ত্তী সূত্রদ্বারা প্রদান করিতেছেন। সূত্রোক্ত "বা" শব্দে এই স্থলে পক্ষব্যাবৃত্তি বুঝায়। সূত্রকার উক্ত আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন যে, ক্রতুর ওঙ্কারাদি অঙ্গের ন্যায় ঐ ওঙ্কারাদি-অঙ্গাশ্রিত বিদ্যার যজ্ঞকর্ম্মে গ্রহণ করিবার অবধারিত নিয়ম নাই; কারণ অঙ্গসকলের ক্রতুতে অবশ্য-গ্রহণীয়তা শ্রুতিতে উল্লেখ থাকিলেও, অঙ্গের ন্যায় তদাশ্রিত বিদ্যার অবশ্য-গ্রহণীয়তা শ্রুতি উল্লেখ করেন নাই। ধ্যানকার্য্য পুরুষের চিত্তাবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করে, ইহা বাহ্যযজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্ত একান্ত আবশ্যক নহে; সুতরাং ধ্যানকে বাহ্যযজ্ঞের অলঙ্ঘনীয় অঙ্গ বলা যাইতে পারে না; বাহ্যযজ্ঞ তদভাবেও সম্পন্ন হইতে পারে; মন্ত্রোচ্চারণ, উদ্গীথাদি গান এবং হোম প্রভৃতি দ্বারাই বাহ্য ক্রতু সম্পন্ন হয়; এই বাহ্য ক্রতু ভিন্ন ভিন্ন ফল কামনায় ভিন্ন ভিন্ন পুরুষদ্বারা আচরিত হইতে পারে; বিদ্যাংশ

জ্ঞানোৎপাদক; অতএব উদ্গীথাদি ক্রত্বঙ্গের ন্যায় ক্রত্বঙ্গাশ্রিত বিশেষ বিশেষ বিদ্যাও ক্রতুকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত অবশ্যগ্রহণীয় নহে। শ্রুতি তদ্রূপ উপদেশ করেন নাই। এই নিমিত্ত বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য শ্রুতি পঞ্চাগ্নিবিদ্যার ফলবর্ণনে উপদেশ করিয়াছেন যে, যাঁহারা বিদ্যাংশ অবলম্বন করেন, তাঁহারা অর্চ্চিরাদি উত্তরমার্গ প্রাপ্ত হয়েন; পরন্তু যাঁহারা বিদ্যা-বিরহিত হইয়া অগ্নিহোত্র আচরণ করেন তাঁহারা ধূমাদিমার্গ প্রাপ্ত হয়েন; অর্চ্চিরাদি মার্গ ব্রহ্মবিৎ ও মুমুক্ষুদিগের জন্যই ব্যবস্থাপিত আছে। কিন্তু বিদ্যাব্যতিরেকেও অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পন্ন হয়।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৬৪শ সূত্র। দর্শনাচ্চ ॥

ভাষ্য।—"এবংবিদ্ হ বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞং যজমানং সর্ব্বাংশ্চ ঋত্বিজোঽভিরক্ষতী"-তি শ্রুতৌ বেদনানিয়তত্বাদর্শনাচ্চ।

অস্যার্থ:—"যে ব্রহ্মা (যজ্ঞের পুরোহিতবিশেষকে ব্রহ্মা বলে) এই প্রকার জ্ঞানবান, সেই যজ্ঞ যজমান্ এবং সকল ঋত্বিক্‌কে রক্ষা করে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টই দেখা যায় যে, এইরূপ জ্ঞানবত্তা নিয়ত নহে; যজ্ঞকর্ত্তার জ্ঞানবত্তা থাকিলে যজ্ঞ অধিক ফলপ্রদ হয়, যেমন এই প্রকরণের ৪১ সংখ্যক সূত্রে শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ইহা প্রমাণিত করা হইয়াছে; পরন্তু এইরূপ জ্ঞানবত্তা না থাকিলেও যে যজ্ঞ পূর্ণ হইবে না, তাহা নহে; অতএব ক্রত্বঙ্গাশ্রিত বিদ্যাংশ বিদ্যাঙ্গের অনুগামীরূপে অবশ্যগ্রহণীয় নহে।

ইতি কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতানামুদ্গীথাদিবিদ্যানামঙ্গভাবত্বাভাবনিরূপণাধিকরণম্।

—০—

এই তৃতীয়পাদে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যে সকল বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনাপ্রণালী উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, তৎসমস্তের দ্বারা এক ব্রহ্মই প্রাপ্তব্য; তৎসমস্তই মোক্ষফলপ্রদ; অতএব যে কোন উপাসনাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া, তাহা নিষ্ঠাপূর্ব্বক সাধন করিলেই জীব

কৃতকৃত্য হয়। * আদিত্য, মনঃ, প্রাণ, চক্ষু, হৃদয়, ওঁকার ইত্যাদি ব্রহ্মের বিভূতিস্বরূপ বিভিন্ন প্রতীককে অবলম্বন করিয়া, অথচ প্রতীকনিরপেক্ষ-ভাবে সত্যসংকল্পত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপে, এবং অক্ষররূপে পরব্রহ্মের উপাসনার ব্যবস্থা শ্রুতি স্থাপিত করাতে, বিদ্যা বিভিন্ন হইয়াছে; কিন্তু সকল বিদ্যারই গন্তব্য এক পরব্রহ্ম। বিভিন্ন প্রতীককে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন বিদ্যা উপদিষ্ট হওয়াতে, বিদ্যাসকলে ব্রহ্মধ্যানের তারতম্য স্বভাবতঃই হইয়াছে; কিন্তু কতকগুলি শক্তি ব্রহ্মে বিদ্যমান আছে, যাহা সকল বিদ্যাতেই সাধারণ—যেমন সর্ব্বজ্ঞত্ব, সত্যসংকল্পত্ব, সর্ব্বগতত্ব, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব, আনন্দ-ময়ত্ব ইত্যাদি। এবং সর্ব্ববিধ ব্রহ্মোপাসনাতেই সাধক আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে চিন্তা করিবেন; ইহাও সর্ব্ববিধ ব্রহ্মবিদ্যায় সাধারণ। এই ত্রিবিধ অঙ্গের সহিত যে ব্রহ্মোপাসনা, তাহাই ভক্তিযোগ বলিয়া আখ্যাত: অতএব এই ভক্তিযোগই যে বেদান্তদর্শনের উপদেশ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ইতি বেদান্তদর্শনে তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ।

ওঁ তৎ সৎ।

---

* তবে প্রতীকালম্বনে যে উপাসনা তাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না বলিয়া বিশেষ সিদ্ধান্ত পরে চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ১৪শ সূত্রে ভগবান্ সূত্রকার জ্ঞাপন করিয়াছেন। পরন্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষ প্রাপ্ত না হইলেও এই সকল সাধক ক্রম মুক্তির অধিকারী হয়েন; তৎফলে অবশেষে তাঁহারা নিশ্চয়ই পরম মোক্ষও লাভ করেন। বস্তুতঃ অর্চ্চিরাদি মার্গ (যাহা পরে বর্ণিত হইয়াছে তাহা) লাভ করিলেই জীবের মোক্ষ লাভ বিষয়ে আর আশঙ্কা থাকে না; দুঃখময় ভূর্লোকে তাহাদের পুনঃ পুনঃ যাতায়াত বন্ধ হইয়া যায়। ইহা সর্ব্ববিধ উপাসনারই সমান ফল।

বেদান্ত-দর্শন

তৃতীয় অধ্যায়—চতুর্থ পাদ

এই চতুর্থপাদে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস মীমাংসা করিয়াছেন যে কেবল ব্রহ্মবিদ্যা হইতেই মোক্ষলাভ হয়, কর্ম্ম কেবল চিত্তের মালিন্য দূর করিয়া বিদ্যার সহায়ক হয়, যাগাদি কর্ম্ম সাক্ষাৎসম্বন্ধে মোক্ষপ্রাপক নহে, কর্ম্মব্যতিরেকেও বিদ্যাবান্ পুরুষ মোক্ষলাভ করিতে পারেন; কিন্তু কর্ম্ম পরিত্যাগ করা বিহিত নহে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ১ম সূত্র। **পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ ॥**

(অতঃ=বিদ্যাতঃ।)

ভাষ্য।—ব্রহ্মপ্রাপ্তির্বিদ্যাতঃ, "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমি"-ত্যাদিশব্দাদিতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে।

অস্যার্থঃ—ব্রহ্মবিদ্যাসাধনের দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ পুরুষার্থ লাভ হয়। শ্রুতি স্বয়ং বলিয়াছেন যে "ব্রহ্মবিৎ পুরুষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু মুক্তিকে লাভ করে" (তৈঃ ২ বঃ)। ভগবান্ বাদরায়ণের ইহাই সিদ্ধান্ত।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২য় সূত্র। **শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথাঽন্যেষ্বিতি জৈমিনিঃ ॥**

ভাষ্য।—কর্ম্মাঙ্গভূতকর্তৃসংস্কারদ্বারেণ বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বং, কর্ত্তুঃ কর্ম্মশেষত্বাৎ ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ। যথা "পর্ণময়ী"-দ্রব্যাদিষ্বপাপশ্লোকশ্রবণাদিফলশ্রুতিস্তদ্বদিতি জৈমিনির্মন্যতে।

অন্বয়ার্থ :—পরন্তু জৈমিনি বলেন যে, যজ্ঞকর্ত্তাও যজ্ঞকর্ম্মের এক অঙ্গ ; কর্ত্তার দেহাদি হইতে পৃথক্ অস্তিত্বশীল বলিয়া জ্ঞান না হইলে, স্বর্গাদি-ফলপ্রদ যজ্ঞকর্ম্মে কর্ত্তার অভিরুচি ও বিশ্বাস হয় না ; সুতরাং যজ্ঞকর্ম্মে তাঁহার প্রবৃত্তিও জন্মে না ; অতএব বিদ্যা যজ্ঞকর্ত্তার দেহব্যতিরিক্তত্ব-বিষয়ক সংস্কার (শুদ্ধি) উৎপাদন করাতে, তাহা যজ্ঞের অঙ্গরূপেই গণ্য হয় ; কর্ত্তা যজ্ঞের অঙ্গীভূত হওয়ায় বিদ্যাবিষয়ক ফলশ্রুতি অর্থবাদ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। যেমন কিংশুক পলাশ প্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্যবিষয়ে নিষ্পাপত্বরূপ ফলশ্রুতি আছে, তাহা অর্থবাদমাত্র, তদ্রূপ বিদ্যাফলশ্রুতিও অর্থবাদমাত্র ; বিদ্যা যজ্ঞেরই অঙ্গ, ইহার পৃথক্‌রূপে ফলবত্তা নাই, স্বর্গাদি যজ্ঞফলের অতিরিক্ত মোক্ষোৎপাদকত্বসামর্থ্য স্বতন্ত্ররূপে বিদ্যার নাই।

(জৈমিনি কর্ম্মকাণ্ডের উপদেষ্টা, সকাম সাধকের বেদোক্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রবৃত্তি উৎপাদন করা জৈমিনিসূত্রের উদ্দেশ্য ; সুতরাং যজ্ঞের প্রতি নিষ্ঠা স্থাপন করিবার নিমিত্ত তিনি সকাম শিষ্যকে স্বীয় অধিকারাতীত নিষ্কাম ব্রহ্মবিদ্যাকেও যজ্ঞেরই অঙ্গীভূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রে উচ্চ অধিকারীর নিমিত্ত ব্রহ্মবিদ্যাই উপদিষ্ট হইয়াছে ; সুতরাং শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ঐ বিদ্যার ফল যথার্থরূপেই এই গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু জৈমিনিবাক্যের খণ্ডন না করিলে শিষ্যের সংশয় দূর হইবে না ; অতএব প্রথমে জৈমিনিমত তদনুকূল যুক্তির সহিত ২ হইতে ৭ সূত্র পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া, পরে তাহা খণ্ডন করিয়াছেন)।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩য় সূত্র। আচারদর্শনাৎ ॥

ভাষ্য।—"জনকো হ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যো জনকাদীনামাচারদর্শনাৎ।

অন্বয়ার্থ :—বিদ্যাবানেরও যজ্ঞাদিকর্ম্মাচরণ শ্রুতিতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

যথা, বৃহদারণ্যকে (৩য় অঃ ১ম ব্রা) উক্ত আছে যে "বৈদেহ রাজা জনকও বহু দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জ্ঞানী জনকাদিরও যজ্ঞকর্ম্ম আচরণ করা দৃষ্ট হওয়াতে, বিদ্যাকে কর্ম্মের অঙ্গ বলিয়াই গণ্য করা উচিত।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪র্থ সূত্র। তচ্ছ্রুতেঃ ॥

ভাষ্য।—"যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতী"-তি বিদ্যায়াঃ কর্ম্মোপযোগিত্বস্য শ্রুতেঃ।

অস্যার্থ:—শ্রুতি বলিয়াছেন "বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও উপনিষদের (রহস্যজ্ঞানের) সহিত যে বিহিত যাগাদি কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, তাহা সমধিক ফল প্রদান করে" (ছাঃ ১ম অঃ ১ম খঃ) এই বাক্যের দ্বারাও সিদ্ধান্ত হয়, যে বিদ্যার কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ আছে, বিদ্যা স্বতন্ত্র নহে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৫ম সূত্র। সমন্বারম্ভণাৎ ॥

ভাষ্য।—"তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে" ইতি বিদ্যা-কর্ম্মণোঃ সাহিত্যদর্শনাচ্চ।

অস্যার্থ:—"বিদ্যা এবং কর্ম্ম মৃত জীবের অনুসরণ করে" (বৃঃ ৪ অঃ ৪ ব্রা ২ বা) এই শ্রুতি বাক্যদ্বারা দেখা যায় যে, ফলারম্ভবিষয়ে বিদ্যা ও কর্ম্মের সহভাব আছে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৬ষ্ঠ সূত্র। তদ্বতো বিধানাৎ ॥

ভাষ্য।—"বিদ্যাবত আচার্য্যকুলাদ্বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য স্বে কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ান"-ইতি কর্ম্মবিধানাচ্চ।

অস্যার্থ:—আরও দেখা যায়, শ্রুতিতে উক্ত আছে যে "বেদাধ্যয়ন

সমাপন করিয়া গুরুর আদিষ্ট সমস্ত কর্ম্ম শেষ করিয়া আচার্য্যকুল হইতে সমাবর্ত্তনান্তে (ব্রহ্মচর্য্যব্রত উদ্‌যাপন করিয়া) স্বীয় কুটুম্বগণমধ্যে পবিত্র স্থানে বাস করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে," (ছাঃ ৮ অঃ ১৫ খ) ইহাদ্বারা বিদ্বানের পক্ষে কর্ম্মবান্ হইয়া বাস করিবার বিধান স্পষ্টই শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। অতএব বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গভূত অর্থাৎ কর্ম্মই বেদের মুখ্য প্রতিপাদ্য, বিদ্যা তাহার অঙ্গীভূতমাত্র।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৭ম সূত্র। নিয়মাচ্চ ॥

ভাষ্য।—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমা"-ইত্যাদিনিয়মাচ্চ।

অস্যার্থ:—শ্রুতি আরও বলিয়াছেন "বিহিত কর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্যই শতবৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে" (ঈশোপনিষৎ), এইরূপ আরও শ্রুতিবাক্যসকল আছে; তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মৃত্যু-পর্য্যন্ত কর্ম্মাচরণ করিবার নিয়ম শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন; তদ্দ্বারাও প্রতিপন্ন হয় যে, বিদ্যা কর্ম্মেরই অঙ্গমাত্র।

এক্ষণে এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর ক্রমশঃ প্রদত্ত হইতেছে :—

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৮ম সূত্র। অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ ॥

ভাষ্য।—তত্রোচ্যতে, জীবাৎ কর্ত্তুরধিকস্য সর্ব্বেশ্বরস্য সর্ব্বনিয়ন্তুর্বেদ্যত্বেনোপদেশাৎ পুরুষার্থোঽতঃ ইতি ভগবতো বাদরায়ণস্য মতম্। "এষ সর্ব্বেশ্বরঃ অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বস্যেশানঃ", "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি", "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তী"-ত্যাদিতদ্দর্শনাৎ।

অস্যার্থ:—এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন:—বেদান্তের

উপদিষ্ট আত্মা সর্ব্বেশ্বর এবং সর্ব্বনিয়ন্তা; তিনি কর্ম্মকর্ত্তা জীব হইতে উৎকৃষ্ট, তিনিই বেদ্যবস্তু বলিয়া বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছেন, এবং বিদ্যা দ্বারা তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, জীবকে দেহাতিরিক্ত বলিয়া উপদেশ করাই বিদ্যা উপদেশের সার নহে; অতএব ভগবান্ বাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করেন যে, বিদ্যা হইতে পরমপুরুষার্থ মোক্ষলাভ হয়। কারণ, শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন "এই আত্মা সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বভূতের অন্তঃপ্রবিষ্ট, সকলের নিয়ন্তা ও শাস্তা; "সেই উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য পুরুষের বিষয়ে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি" (বৃ ৩ অঃ ১ ব্রা) "সমস্ত বেদই যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করে" (কঠ ১ম অঃ ২ব) এইরূপ বহুবিধ শ্রুতি কর্ম্মকর্ত্তা জীব হইতে বিদ্যাবেদ্য পরমাত্মার উৎকৃষ্টত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং কর্ম্মকর্ত্তার কর্ম্মাঙ্গত্ব বর্ণনা দ্বারা বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব সাধিত হয় না; পক্ষান্তরে কর্ম্মগম্য স্বর্গাদি হইতে উত্তমপুরুষার্থ মোক্ষ বিদ্যাগম্য হওয়াতে, বিদ্যা কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৯ম সূত্র। তুল্যং তু দর্শনম্ ॥

ভাষ্য।—বিদ্যায়া অকর্ম্মাঙ্গত্বেঽপি "কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে" ইত্যাদি দর্শনং তুল্যম্।

অন্বয়ার্থ:—বিদ্যার যেমন কর্ম্মের সহিত যোজনা জনকাদিস্থলে শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্রূপ বিদ্যাবান্ পুরুষের পক্ষে কর্ম্মের অনাবশ্যকতাও শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা, "কি নিমিত্ত আমরা অধ্যয়ন করিব, কি নিমিত্তই বা যজ্ঞ করিব" ইত্যাদি।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ১০ম সূত্র। অসার্ব্বত্রিকী ॥

ভাষ্য।—"যদেব বিদ্যয়ে"-তি শ্রুতির্ন সর্ব্ব বিদ্যা-বিষয়া।

অন্বয়ার্থ:—"যদেব বিদ্যয়া" (ছাঃ ১ অঃ ১ খ) (যাহা বিদ্যাদ্বারা কৃত

হয়) ইত্যাদি পূর্ব্বপক্ষোল্লিখিত শ্রুতি কেবল উদ্গীথবিদ্যাপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, এই শ্রুতি সর্ব্বপ্রকার বিদ্যাবিষয়ে প্রযোজ্য নহে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ১১শ সূত্র। বিভাগঃ শতবৎ ॥

ভাষ্য।—"তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে" ইত্যত্র ফলদ্বয়-নিমিত্তশতবিভাগবদ্বিভাগো জ্ঞেয়ঃ।

অস্যার্থ :—"বিদ্যা এবং কর্ম্ম মৃতপুরুষের অনুগামী হয়" (বৃঃ ৪ অঃ ৪ ব্রা ২) এই শ্রুতিবাক্যে বিদ্যা এবং কর্ম্ম একত্র উক্ত হইলেও ইহাদের ফল পৃথক্ পৃথক্ ; যেমন শতমুদ্রা এই দুইজনকে দান কর বলিলে, বিভাগ করিয়া প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে দান করা বুঝায়, তদ্রূপ। (অথবা এই দুই কার্য্যে শতমুদ্রা ব্যয় কর বলিলে, যেমন প্রত্যেক কার্য্যে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে শতমুদ্রাকে ভাগ করিয়া ব্যয় করা বুঝায়, এই স্থলেও বিদ্যা ও কর্ম্ম উভয় অনুগমন করে বলাতে, বিদ্যা আপনার অসাধারণ ফল দিবার নিমিত্ত, এবং কর্ম্মও পৃথক্‌রূপে স্বীয় অসাধারণফল দিবার নিমিত্ত, অনুগমন করে, বুঝিতে হইবে)।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ১২শ সূত্র। অধ্যয়নমাত্রবতঃ ॥

ভাষ্য।—"আচার্য্যকুলাদ্বেদমধীত্যে"-ত্যত্র ত্বধ্যয়নমাত্রবতঃ কর্ম্ম বিধীয়তে।

অস্যার্থ :—"বেদাধ্যয়নান্তে আচার্য্যকুল হইতে সমাবর্ত্তন করিয়া" (ছাঃ ৮ম অঃ ১৫ খ) ইত্যাদি পূর্ব্বপক্ষোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে বিদ্যাবান্ পুরুষের বিষয়ে কিছুমাত্র উল্লিখিত হয় নাই, কেবল অধ্যয়নপটু পুরুষের পক্ষে কর্ম্ম বিধান করা হইয়াছে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৩শ সূত্র। নাবিশেষাৎ ॥

ভাষ্য।—নিয়মবাক্যস্যাপি নিয়মেন বিদ্বদ্বিষয়কত্বাযোগাৎ।

অস্যার্থ :—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বাক্যে বিদ্যাবান্ পুরুষের বিশেষরূপে উল্লেখ নাই ; ইহা সাধারণ বিধি।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৪শ সূত্র। স্তুতয়েঽনুমতির্বা ॥

ভাষ্য।—বিদ্যাস্তুতয়ে বিদুষঃ "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণী"-তি কর্ম্মানুজ্ঞা ক্রিয়তে।

অস্যার্থ :—পরন্তু "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" ইত্যাদি ঈশোপনিষদুক্ত শ্লোকে যে কর্ম্মের বিধি করা হইয়াছে, তাহা বিদ্যারই প্রশংসানিমিত্ত, অর্থাৎ বিদ্বান্ ব্যক্তি সর্ব্ববিধ কর্ম্ম করিলেও তিনি তাহাতে লিপ্ত হয়েন না, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য ; শ্রুতির অর্থ এই যে, বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্ম আবশ্যক না হইলেও, তিনি লোকহিতার্থে সমস্ত কর্ম্ম আচরণ করিবেন ; কারণ এই কথা বলিয়াই শ্রুতি ঐ শ্লোকেরই শেষভাগে বলিতেছেন "ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে"।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৫শ সূত্র। কামকারেণ চৈকে ॥

ভাষ্য।—"কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক"-ইত্যেকে বিদুষাং স্বেচ্ছয়া গার্হস্থ্যত্যাগমত এবাভিধীয়তে।

অস্যার্থ :—"পুত্রকলত্রাদির প্রয়োজন আমাদের পক্ষে কি আছে ? আমাদের সম্বন্ধে এক আত্মাই এতৎ সমস্ত লোক, আত্মাকে লাভ করাতে আমাদের সমস্তই লব্ধ হইয়াছে ; সুতরাং পুত্রাদি লইয়া কি করিব ?" ইত্যাদি (বৃঃ ৪র্থ অঃ ৪ ব্রা) বাক্যে অপর শ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে জ্ঞানী ব্যক্তি যদৃচ্ছাক্রমে গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ অথবা তাহা একদা বর্জ্জনও করিতে পারেন। সুতরাং গার্হস্থ্যাশ্রমবিহিত যাগাদি কর্ম্ম বিদ্যাবান্ ব্যক্তির পক্ষে যে নিষ্প্রয়োজন, তাহা এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

বিদ্বান্ ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণও করিতে পারেন ; গ্রহণ করিলে তদ্বিহিত কর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য ; কিন্তু তাহাতে তিনি কোন প্রকার লিপ্ত হয়েন না।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৬শ সূত্র। উপমর্দ্দঞ্চ ॥

ভাষ্য।—অতএব বিদ্যয়া কর্ম্মোপমর্দ্দঞ্চ, "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" ইত্যাদিনা পঠন্তি।

অস্যার্থ :—বিদ্যা কর্ম্মেরই অঙ্গীভূত হওয়া দূরে থাকুক, বিদ্যা হইতে কর্ম্মের বিনাশ হয় বলিয়া শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" ইত্যাদি। (মুণ্ডক, ২য়, ২থ)

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৭শ সূত্র। ঊর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি ॥

ভাষ্য।—ঊর্দ্ধরেতঃসু আশ্রমেষু বিদ্যাদর্শনাচ্চ তস্যাঃ স্বাতন্ত্র্যং নিশ্চীয়তে। তে তু "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদিশব্দে দৃশ্যন্তে।

অস্যার্থ :—ঊর্দ্ধরেতঃ (সন্ন্যাস) আশ্রমে বিদ্যাসাধনেরই উপদেশ উক্ত হইয়াছে, কর্ম্মের নহে। তদ্দ্বারা বিদ্যার কর্ম্ম হইতে স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধান্ত হয়। কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসাশ্রমের বিধিও শ্রুতিতেই থাকা দৃষ্ট হয়। যথা ছান্দোগ্যে (২য় অঃ ১৩ খঃ) "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" "যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে" (ধর্ম্মস্কন্ধ ত্রিবিধ, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান)। (যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তপঃ উপাসনা করেন ইত্যাদি)। (এইরূপ অপরাপর অনেক শ্রুতিও আছে, "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি", "ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ" ইত্যাদি)।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৮শ সূত্র। পরামর্শং জৈমিনিরচোদনাচ্চাপবদতি হি ॥

(পরামর্শং = অনুবাদম্ ; অচোদনাৎ = বিধায়কশব্দাভাবাৎ ; অপবদতি = নিন্দতি।)

ভাষ্য।—"ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা"-ইত্যাদৌ তেষামাশ্রমানামনুবাদমাত্রং বিধায়কশব্দাভাবাৎ। "বীরহা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে" ইত্যাশ্রমান্তরাপবাদশ্রবণাচ্চাশ্রমান্তরমননুষ্ঠেয়মিতি জৈমিনিঃ।

অস্যার্থ :—জৈমিনি পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তসম্বন্ধে এইরূপ আপত্তি করেন, যথা :—"ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে বিধায়কশব্দের অভাবহেতু তদুক্ত সন্ন্যাসাশ্রমবিষয়ক বাক্য অনুবাদ (পরামর্শ) মাত্র (অর্থাৎ উক্তবাক্যে এমন বিভক্তি নাই, যদ্দ্বারা বুঝা যাইতে পারে যে শ্রুতি, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেক, এইরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন ; এইরূপ বিধায়কবিভক্তি না থাকাতে বুঝিতে হয় যে, লোকে যাহা কখন কখন আচরণ করে, তন্মাত্রই শ্রুতি উল্লেখ করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে কোন বিধি দেন নাই)। অধিকন্তু "বীরহা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে" (যিনি অগ্নিপরিচর্য্যা করেন, তিনি দেবতাদিগের শত্রুহন্তা হয়েন), "নাপুত্রস্য লোকোঽস্তি" (অপুত্রক ব্যক্তির স্বর্গাদি উর্দ্ধলোক প্রাপ্তি হয় না) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সন্ন্যাসাশ্রমের নিন্দাই করিয়াছেন দেখা যায়।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৯শ সূত্র। অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতে ॥

ভাষ্য।—গার্হস্থ্যেনাশ্রমান্তরস্যানুবাদবাক্যে তুল্যত্বশ্রবণাত্তদনুষ্ঠেয়মিতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে।

অস্যার্থ :—তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বাদরায়ণ বলেন যে, "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ"-ইত্যাদিবাক্যে সন্ন্যাসাশ্রমের ন্যায় গার্হস্থ্যাশ্রমসম্বন্ধেও অনুবাদবাক্যেরই

উল্লেখ আছে, বিধায়কবাক্য নাই ; তৎসম্বন্ধে উভয়ই তুল্য, অতএব গার্হস্থ্যাশ্রমের বিধি যেমন অনুবাদবাক্যের দ্বারাই বুঝিতে হইবে, তদ্রূপ সন্ন্যাসাশ্রমও এই অনুবাদবাক্যের দ্বারাই বিধিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। সুতরাং সন্ন্যাসাশ্রমও অনুষ্ঠেয়।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২০শ সূত্র। **বিধির্ব্বা ধারণবৎ ॥**

ভাষ্য।—বিধিরেবাস্তি যথাদিষ্টাগ্নিহোত্রে শ্রূয়তে, "অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্ননুদ্রবেদুপরি দেবেভ্যো ধারয়তী"-তি বাক্যং ভিন্নোপরিধারণমপূর্ব্বত্বাদ্বিধীয়তে, তদ্বৎ।

অস্যার্থ :—পরন্তু বাস্তবিক পক্ষে উক্ত আশ্রমত্রয়বিষয়ক বাক্য অনুবাদ নহে, ইহা বিধিবাক্য ; যেমন "অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্ননুদ্রবেদুপরি দেবেভ্যো ধারয়তি" (পিত্র্যহোমস্থলে ইহার (হোমের ঘৃতাদির) নীচে সমিধ্ স্থাপন করিবে, দেবতার উদ্দেশ্যে হইলে সমিধ্ উপরিভাগে ধারণ করিবে) ইত্যাদি বাক্যে "ধারয়তি" পদে বিধিসূচক বিভক্তি না থাকিলেও, উপরি-ধারণবিষয়ক উপদেশ পূর্ব্বে কোন স্থানে উক্ত না থাকাতে, জৈমিনি স্বয়ংই যেমন পূর্ব্বমীমাংসায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইহা বিধিবাক্য ("বিধিস্তু ধারণেঽপূর্ব্বত্বাৎ" ইত্যাদি জৈমিনিসূত্র দ্রষ্টব্য) ; এইস্থলেও সন্ন্যাসাশ্রমের অপূর্ব্বতাদৃষ্টে বিধিবোধক বিভক্তির অভাবেও ইহাকে বিধিবোধক বাক্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। (বস্তুতঃ সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রব্রজ্যাশ্রমের বিধিবাক্যও শ্রুতিতে বর্ণিত আছে ; যথা "ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ" ; এবং জাবালশ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন "ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেদ্ গৃহী ভূত্বা বনী ভবেদ্বনী ভূত্বা প্রব্রজেদ্ যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্ গৃহাদ্বা বনাদ্বা যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেদি"-তি)।

ইতি বিদ্যায়াঃ ক্রত্বঙ্গমাত্রত্ববাদখণ্ডনাধিকরণম্।

———•———

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২১শ সূত্র। স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেন্না-পূর্ব্বত্বাৎ ॥

ভাষ্য।—"স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধ্যোঽষ্টমো য উদ্গীথঃ ইয়মেব গার্গি সাম অয়ং বাব লোকঃ এষোঽগ্নিশ্চিতঃ তদিদমেবোক্থমি"-ত্যাদি কর্ম্মাঙ্গোদ্গীথাদিস্তুতিমাত্রং তৎ-সম্বন্ধিতয়া রসতমত্বাদেরুপাদানাদিতি চেন্ন, অপ্রাপ্তত্বাদুদ্গীথা-দিষু রসতমত্বাদিদৃষ্টিবিধানম্।

অস্যার্থ :—("এই সকল ভূতের রস (সার) পৃথিবী, পৃথিবীর রস জল, জলের রস ওষধি, ওষধির রস মনুষ্য, মনুষ্যের রস বাক্য, বাক্যের রস ঋক্, ঋকের রস সাম, সামের রস উদ্গীথ, যাহা উদ্গীথ, তাহাই প্রণব" ইত্যাদি বাক্য বলিয়া ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন) "এই অষ্টম রস (পৃথিবী হইতে গণনা করিয়া অষ্টম) উদ্গীথ, ইহা পূর্ব্বপূর্ব্বোক্ত রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম, পরমাত্মস্বরূপে উপাস্য ; ইহাই ঋক্, অগ্নি, সাম ও এতৎসমস্ত লোক, ইহাই চিত অগ্নি ও উক্থ" (ছাঃ ১অঃ ১ খঃ), এই সকল বাক্য যজ্ঞকর্ম্মাঙ্গীভূত উদ্গীথের স্তুতিমাত্র ; কারণ উদ্গীথ যজ্ঞকর্ম্মসম্বন্ধীয় অঙ্গবিশেষ, অপরাপর অঙ্গের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টরূপে উদ্গীথকেও গ্রহণ করিয়া, তত্তুলনায় ইহাকে রসতম বলা হইয়াছে। (যেমন "ইয়মেব জুহূরাদিত্যঃ কূর্ম্মঃ স্বর্গলোকঃ আহবনীয়ঃ" (এই জুহূ—আহুতিপাত্র পৃথিবী, আদিত্য, কূর্ম্ম) ইত্যাদি কর্ম্মকাণ্ডোক্ত বাক্য জুহূর স্তুতিবাচকমাত্র, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত রসতমত্বাদিও উদ্গীথের স্তাবকবাক্যমাত্র)। এইরূপ সিদ্ধান্ত সৎসিদ্ধান্ত নহে ; কারণ ঐ উদ্গীথ-উপাসনার বিধি পূর্ব্বে করা হয় নাই ; বিধি থাকিলেই পরে স্থিত বাক্যকে স্তাবক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। অতএব উদ্গীথসম্বন্ধীয় বাক্যসকল পূর্ব্বে অপ্রাপ্ত থাকায়, ইহার রসতমত্বাদি বর্ণনা স্তাবক নহে, যথার্থ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২২শ সূত্র। ভাবশব্দাচ্চ ॥

ভাষ্য।—"উদ্গীথমুপাসীতে"-ত্যাদিবিধিশব্দাচ্চ।

অন্বয়ার্থ :—"উদ্গীথ উপাসনা করিবেক" (ছাঃ ১অঃ ১খঃ) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে উদ্গীথ উপাসনার স্পষ্ট বিধি করা হইয়াছে। এতদ্দারা সিদ্ধান্ত হয় যে, রসতমত্বাদিগুণবিশিষ্টরূপেই শ্রুতি উদ্গীথ-উপাসনার বিধান করিয়াছেন, এই সকল স্তাবকবাক্য নহে।

ইতি রসতমত্বাদীনাং স্তুতিমাত্রত্ববাদখণ্ডনাধিকরণম্।

—•—

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২৩শ সূত্র। পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন বিশেষিতত্বাৎ ॥

ভাষ্য।—বেদান্তেষ্বাখ্যানশ্রুতয়ঃ পারিপ্লবার্থা ইতি ন মন্তব্যম্। "পারিপ্লবমাচক্ষীতে"-ত্যুক্ত্বা "মনুর্ব্বৈবস্বতো রাজে"-ত্যাদিনা কাসাঞ্চিদ্বিশেষিতত্বাৎ।

অন্বয়ার্থ :—উপনিষদে অধিকাংশস্থলেই আখ্যায়িকাসকল দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন জনক রাজা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী ছিল, জনশ্রুতির পৌত্রায়ণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিতেন ইত্যাদি। এই সকল আখ্যান পারিপ্লবের নিমিত্ত উক্ত হয় নাই। অশ্বমেধযজ্ঞের একটি অঙ্গ কয়েক দিন ধরিয়া স্তুতি গান ও আখ্যায়িকা পাঠ করা, বৈবস্বত মনু, বৈবস্বত যম ইত্যাদির উপাখ্যান পুরোহিতেরা বিধিপূর্ব্বক পর পর পাঠ করেন, যজ্ঞদীক্ষিত রাজা কুটুম্ববর্গসহ তাহা শ্রবণ করেন, ইহাকে পারিপ্লব বলে। উপনিষদুক্ত আখ্যায়িকাসকল এইরূপ পারিপ্লব নহে)। কারণ শ্রুতি "পারিপ্লব আখ্যান করিবে" এইরূপ উক্তি করিয়া পারিপ্লবে কোন্ কোন্ আখ্যান পাঠ করিতে হয়, তাহা "মনুর্বৈবস্বতো" ইত্যাদি-

বাক্যে বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন; উপনিষদুক্ত আখ্যায়িকাসকল তন্মধ্যে উক্ত হয় নাই।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২৪শ সূত্র। তথা চৈকবাক্যতোপবন্ধাৎ ॥

ভাষ্য।—এবং সতি "অন্যাসাং দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি বিধ্যেক-বাক্যতয়োপবন্ধাৎ সম্বন্ধাৎ তা বিদ্যার্থাঃ।

অন্বয়ার্থ:—মনুপ্রভৃতির আখ্যান বিশেষরূপে পারিপ্লবে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদিবাক্যসম্বন্ধীয় উপনিষদুক্ত আখ্যানসকল বিদ্যাবিধির সহিত একবাক্যতায় একত্র সংযোজিত হওয়া সিদ্ধান্ত হয়। অতএব এই সকল উপাখ্যান বিদ্যাতে রুচি উৎপাদন ও তাহা সহজে ধারণা করিবার প্রয়োজনসাধক, পারিপ্লবাঙ্গ নহে।

ইতি পারিপ্লবাধিকরণম্।

—•—

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২৫শ সূত্র। অত এব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ॥

ভাষ্য।—"ব্রহ্মনিষ্ঠোঽমৃতত্বমেতি" ইত্যাদিশ্রুতেরূর্দ্ধরেতঃসু অগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা বিদ্যাঽস্তি।

অন্বয়ার্থ:—"ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ অমৃতত্ব লাভ করেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে নিশ্চিত হয় যে, ঊর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসীদিগের মোক্ষলাভের নিমিত্ত অগ্নি. ইন্ধন (অর্থাৎ যজ্ঞ, হোম) ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না; কেবল বিদ্যাই তাঁহাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়; জ্ঞানী পুরুষ বিদ্যাবলেই মোক্ষপ্রাপ্ত হয়েন।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২৬শ সূত্র। সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ ॥

ভাষ্য।—"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন" ইত্যাদিশ্রুতের্গমনেঽশ্ববদ্বিদ্যা স্বোৎপত্তৌ সাধনভূতানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণ্যপেক্ষ্যতে।

অস্তার্থ :—পরন্তু "ব্রাহ্মণগণ সেই এই পরমাত্মাকে যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও সন্ন্যাসদ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন" ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যে (বৃঃ ৪অঃ ৪ ব্রা) বিদ্যার উৎপত্তিপক্ষে যজ্ঞ দান প্রভৃতি সমস্ত বিহিতকার্য্যের অপেক্ষা আছে জানা যায় ; কিন্তু যেমন গমনকার্য্যের নিমিত্ত অশ্ব প্রয়োজনীয়, গমনকার্য্য সিদ্ধ হইলে দেশপ্রাপ্তি হইতে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহার সাক্ষাৎসম্বন্ধে কারণতা অশ্বে নাই, তদ্বৎ যাগাদি কর্ম্ম বিদ্যার সাধনভূতমাত্র ; তদ্দ্বারা বিদ্যালাভ হয় ; কিন্তু বিদ্যালাভ হইতে যে মোক্ষফল উৎপন্ন হয়, তৎসম্বন্ধে কর্ম্মের সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন কারণতা নাই।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২৭শ সূত্র। শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাহপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ।

ভাষ্য।—ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর্বিদ্যাঙ্গভূতস্বাশ্রমকর্ম্মণা বিদ্যা-নিষ্পত্তিসম্ভবেহপি শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ। "তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাহত্মন্যেবাহত্মানং পশ্যেদি"-তি বিদ্যাঙ্গতয়া শমাদিবিধেস্তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ।

অস্যার্থ :—ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পুরুষ স্বীয় আশ্রমবিহিত বিদ্যার অঙ্গীভূত যজ্ঞাদি কর্ম্মাচরণ দ্বারা যদিও বিদ্যাসম্পন্ন হইতে পারেন, তথাপি তাঁহার শমদমাদি (শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি) সাধনাভ্যাস আবশ্যক। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন, "অতএব বিদ্যার্থী পুরুষ শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আত্মাতে আত্মাকে দর্শন করিবেন" (বৃঃ ৪অঃ ৪ব্রা) ; এই শ্রুতিবাক্যে বিদ্যার অঙ্গীভূতরূপে শমদমাদিসাধনের বিধি থাকায়, তাহা অবশ্য অনুষ্ঠাতব্য।

ইতি বিদ্যায়া যজ্ঞাদেরনপেক্ষত্বস্য শমদমাদেরাবশ্যকত্বস্যচ নিরূপণাধিকরণম্।

—০—

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২৮শ সূত্র। সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে, তদ্দর্শনাৎ ॥

ভাষ্য।—"ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতী"-তি সর্ব্বান্নানুজ্ঞানং প্রাণাত্যয়াপত্তাবেব, প্রাণাত্যয়ে চাক্রায়ণো হীভ্যোচ্ছিষ্টং ভক্ষণং কৃতবান্। তস্য শ্রুতৌ দর্শনাৎ।

অস্যার্থ:—ছান্দোগ্যে (৫অঃ ২খঃ) যে "প্রাণোপাসকের পক্ষে কিছুই অনন্ন অর্থাৎ অভক্ষ্য নহে"—সর্ব্ববিধ অন্নই প্রাণোপাসক গ্রহণ করিতে পারেন, বলিয়া উক্তি আছে, তাহা সর্ব্বকালের জন্য ব্যবস্থা নহে; প্রাণসংশয়স্থলেই বুঝিতে হইবে। শ্রুতি তাহা ছান্দোগ্যে (১ অঃ ১০খঃ) চাক্রায়ণোপাখ্যানে প্রদর্শন করিয়াছেন; যথা,—শ্রুতি বলিয়াছেন যে, কুরুদেশে শস্যসম্পদ্ বিনষ্ট হইয়া দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, চাক্রায়ণ ঋষি স্বপত্নীসহ মিথিলাদেশে গমন করিয়াছিলেন; তথায় অন্নাভাবে ক্ষুধাতুর হইয়া হস্তিপোচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া দুই দিবস প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন; পরে মিথিলারাজ জনকের সভায় গমন করিয়া যথাযোগ্য আহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রুতি এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া প্রাণসঙ্কটকালেই আহার্য্য-নিয়মের ব্যতিক্রম করিবার অনুমতি দিয়াছেন বুঝিতে হইবে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২৯শ সূত্র। অবাধাচ্চ ॥

ভাষ্য।—"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিরি"-ত্যস্যাবাধাচ্চ।

অস্যার্থ:—"আহারশুদ্ধি দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয়" (ছাঃ ৭ অঃ ২৬খঃ), এই যে শ্রুতি আছে, তাহার বাধক শ্রুতি কুত্রাপি নাই।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩০শ সূত্র। অপি চ স্মর্য্যতে ॥

ভাষ্য।—"জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসে"-তি স্মর্য্যতে চ।

অন্বয়ার্থ :—স্মৃতিও এই বিষয়ে এইরূপই ব্যবস্থা করিয়াছেন, যথা—“জীবনসঙ্কট উপস্থিত হইলে, যে ব্যক্তি ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারবিহীন হইয়া অন্ন গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি তন্নিমিত্ত পাপে লিপ্ত হয় না, যেমন জল-সংযোগেও পদ্মপত্র তাহাতে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩১শ সূত্র। শব্দাশ্চাতোঽকামকারে ॥

ভাষ্য।—অত এব “তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেদি”-তি শব্দো যথেষ্টাচারনিবৃত্তৌ বর্ত্ততে।

অন্বয়ার্থ :—অতএব যথেচ্ছাক্রমে অন্যকালে অভক্ষ্যাদিভক্ষণনিষেধক শ্রুতিও আছে, যথা—“অতএব ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবে না” ইত্যাদি। অতএব “প্রাণোপাসকের অভক্ষ্য কিছু নাই” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যকে প্রাণো-পাসনার প্রশংসাপরমাত্র বলিয়া বুঝিতে হইবে। শমদমাদির ন্যায় সর্ব্বান্ন-ভক্ষণকে প্রাণবিদ্যার অঙ্গীভূত বলিয়া বুঝিতে হইবে না।

ইতি প্রাণোপাসকস্যাপি ভক্ষ্যাভক্ষ্যনিয়মাধীনতানিরূপণাধিকরণম্।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩২শ সূত্র। বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি ॥

ভাষ্য।—যদ্বিদ্যাঙ্গং যজ্ঞাদি তদ্বদমুমুক্ষুণা চাশ্রমকর্ম্মত্বেনা-প্যনুষ্ঠেয়ং “যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতী”-তি বিহিতত্বাৎ।

অন্বয়ার্থ :—আশ্রমবিহিত যজ্ঞাদি-কর্ম্মকে বিদ্যার অঙ্গ বলিয়া বলা হইয়াছে, কিন্তু অমুমুক্ষুর পক্ষেও স্বীয় আশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য ; কারণ “যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে” এই স্পষ্ট বিধিবাক্যেও শ্রুতি তাহা উল্লেখ করিয়াছেন।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩৩শ সূত্র। সহকারিত্বেন চ ॥

ভাষ্য।—বিদ্যাসহকারিত্বেনাপি “বিবিদিষন্তি যজ্ঞেনে”-

ত্যাদিনা যজ্ঞাদেৰ্বিহিতত্বান্মুমুক্ষূণামপ্যনুষ্ঠেয়ং সংযোগপৃথক্-ত্বেনোভয়ার্থত্বসম্ভবাৎ।

অন্বয়ার্থ:—"যজ্ঞের দ্বারা সেই আত্মাকে ব্রাহ্মণগণ জানিতে ইচ্ছা করিবেন" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত (বৃঃ ৪র্থ অঃ ৪ ব্রা) শ্রুতিতে যজ্ঞের বিধান থাকাতে, মুমুক্ষু পুরুষের পক্ষেও বিদ্যার সহকারিরূপে যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য; কারণ বিদ্যাবিহীনের পক্ষে যেমন কর্ম্ম তদীপ্সিত ফল প্রদান করে, মুমুক্ষুর পক্ষেও বিদ্যার সহকারিরূপে চিত্তশুদ্ধির দ্বারা কর্ম্ম বিদ্যাকে দৃঢ়ীভূত করে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩৪শ সূত্র। সর্ব্বথাঽপি ত এবোভয়লিঙ্গাৎ॥

ভাষ্য।—উভয়ার্থতয়া তে এব যজ্ঞাদয়ো বোধ্যাঃ। উভয়ত্রৈকরূপকর্ম্মপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ।

অন্বয়ার্থ:—আশ্রমবিহিত ধর্ম্মরূপে এবং বিদ্যার সহকারিরূপে, এই উভয়রূপে যে অগ্নিহোত্রযাগাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা বিদ্যাপক্ষে এবং আশ্রমিপক্ষে বিভিন্ন নহে, একই কর্ম্ম; কারণ উভয়স্থলে শ্রুতিতে একই কর্ম্মের উপদেশ হওয়ার প্রতীতি হয়।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩৫শ সূত্র। অনভিভবং চ দর্শয়তি॥

ভাষ্য।—"ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতী"-তি শ্রুতিপ্রসিদ্ধৈর্যজ্ঞা-দিভিরেব বিদ্যাভিভবহেতুভূতপাপাপনয়নেন বিদ্যায়া অনভি-ভবং দর্শয়তি।

অন্বয়ার্থ:—"ধর্ম্মাচরণের দ্বারা পাপসকলকে ক্ষালিত করিবে" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি প্রসিদ্ধ যজ্ঞাদির দ্বারাই বিদ্যার অভিভবকারী পাপসকলের অপনয়ন এবং বিদ্যার অনভিভবত্তার প্রতিষ্ঠা সম্পাদিত হওয়া প্রদর্শিত

হইয়াছে। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে বিদ্যাবান্ গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষেও বিহিত-কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়। সন্ন্যাসাশ্রমী উর্দ্ধরেতাগণের যাগাদি কর্ম্ম অনাবশ্যক।

ইতি যজ্ঞাদীনাং কর্ত্তব্যতানিরূপণাধিকরণম্।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩৬শ সূত্র। অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ ॥

ভাষ্য।—আশ্রমমন্তরা বর্ত্তমানানামপি বিদ্যাধিকারোঽস্তি। রৈক্বাদের্বিদ্যানিষ্ঠত্বস্য দর্শনাৎ।

অস্যার্থ :—আশ্রমবহির্ভূত (অনাশ্রমি-)-রূপে অন্তরালে অবস্থানকারী বিধুরাদি (যাহারা সমাবর্ত্তনের পর বিবাহ করে নাই, অথচ সন্ন্যাসও গ্রহণ করে নাই, এবং যাহাদের পত্নীবিয়োগের পর সন্ন্যাস গ্রহণ হয় নাই, অথচ পুনরায় বিবাহও হয় নাই; এবং অত্যন্ত দরিদ্র প্রভৃতি) ব্যক্তিদেরও বিদ্যাতে অধিকার আছে; তাহার প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, যথা রৈক, বাচক্লবী ইত্যাদি বিধুর ও দরিদ্র হইলেও, ইহাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া শাস্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩৭শ সূত্র। অপি চ স্মর্য্যতে ॥

ভাষ্য।—"জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে" ইতি তেষামপি জপাদীনাং বিদ্যানুগ্রহঃ স্মর্য্যতে।

অস্যার্থ :—স্মৃতিও বলিয়াছেন "জপের দ্বারাই ব্রাহ্মণগণ সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করিবেন, অপর কোন কর্ম্ম করুন বা না করুন, ব্রাহ্মণগণ সূর্য্যসদৃশ"। এতদ্দ্বারা অনাশ্রমী পুরুষেরও জপাদিসাধন দ্বারা সিদ্ধিলাভ হওয়া স্মৃতি উপদেশ করিয়াছেন। জপাদি দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে, তাঁহাদিগের বিদ্যারও উদয় হয় এবং বিদ্যাফল যে মোক্ষ তাহাও তাহারা লাভ করিতে

পারেন। যেমন সংবর্ত্ত প্রভৃতি ঋষি অনাশ্রমী হইলেও জ্ঞানী হইয়াছিলেন বলিয়া মহাভারতাদিতে উল্লেখ আছে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩৮শ সূত্র। বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥

ভাষ্য।—জন্মান্তরীয়েণাপি সাধনবিশেষেণ বিদ্যানুগ্রহঃ, স্মর্য্যতে চ "অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিমি"-তি।

অন্বয়ার্থ :—জন্মান্তরে কৃত বিশেষ সাধন ফলেও কাহার কাহার ইহজন্মে বিদ্যালাভ হয়; যথা স্মৃতি (ভগবদ্গীতা) বলিয়াছেন "বহুজন্মের সাধনের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া পরে ইহজন্মে পরাগতি লাভ করেন" ইত্যাদি।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩৯শ সূত্র। অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাৎ ॥

ভাষ্য।—অন্তরালবর্ত্তিত্বাদাশ্রমবর্ত্তিত্বং জ্যায়ঃ "অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেতে"-তি লিঙ্গাচ্চ।

অন্বয়ার্থ :—কিন্তু উক্ত প্রকার অন্তরালবর্ত্তী (কোন আশ্রম অবলম্বন না করিয়া) থাকা অপেক্ষা বিহিত আশ্রম গ্রহণ করা শ্রেয়স্কর। "অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত দিনমেকমপি দ্বিজঃ", "সম্বৎসরম্ অনাশ্রমী স্থিত্বা কৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ" ইত্যাদি স্মৃতিপ্রমাণদ্বারাও তাহা সিদ্ধান্ত হয়।

ইতি অনাশ্রমিণামপি ব্রহ্মবিদ্যাধিকারনিরূপণাধিকরণম্।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪০শ সূত্র। তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবো জৈমিনেরপি নিয়মাত্তদ্রূপাভাবেভ্যঃ ॥

(তদ্ভূতস্য = সন্ন্যাসাশ্রমপ্রাপ্তস্য ; অতদ্ভাবঃ = সন্ন্যাসাশ্রমত্যাগঃ, পুনর্গার্হস্থ্যাশ্রমপ্রাপ্তিঃ ; নিয়মাৎ = আশ্রমপ্রচ্যুত্যভাববিধানাৎ, তদ্রূপাভাবেভ্যঃ = তস্য (অতদ্ভাবস্য—আশ্রমপ্রচ্যুতেঃ) রূপাণি (শব্দরূপাণি) তদ্রূপাণি

আশ্রমপ্রচ্যুতিবোধকানি বাক্যানি ইত্যর্থঃ, তেষাম্ অভাবঃ তদ্রূপাভাবঃ, তস্মাৎ অনাশ্রমনিষ্ঠোৎপাদকানি বাক্যানি ন সন্তি ইত্যর্থঃ, বহুবচনেন অন্তেঽভাবা গৃহস্থে, সন্ন্যাসারোহণবোধকবাক্যবৎ অবরোহণবাক্যাভাবাৎ, প্রচ্যুতিনিমিত্তাভাবাচ্চ, শিষ্টাচারাভাবাচ্চ।]

ভাষ্য।—প্রাপ্তোর্দ্ধরেতোভাবস্যাভাবস্তু নোপপদ্যতে, ইতি জৈমিনেরপি সম্মতং বচনাভাবান্নিমিত্তাভাবাচ্ছিষ্টাচারাভাবাচ্চ।

অস্যার্থ :—একবার সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া পরে তাহা পরিত্যাগ করা যায় না। জৈমিনিও এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; শাস্ত্রেও ইহা নিয়মিত হইয়াছে, যথা—"অরণ্যমীয়ান্ন ততঃ পুনরেয়াৎ", "সন্ন্যাস্যাগ্নিং ন পুনরাবর্ত্তয়েৎ" ইত্যাদি। পুনরায় গার্হস্থ্যাবলম্বনবিষয়ে কোন শাস্ত্রপ্রমাণও নাই, এবং সন্ন্যাসাশ্রমপ্রচ্যুতির পক্ষে নিমিত্তও কিছু নাই (বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ বীতরাগ হইলেই সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণের ব্যবস্থা, নতুবা নহে; অতএব বীতরাগী সন্ন্যাসীর পুনরায় বিষয়গ্রহণের কোন নিমিত্ত হইতে পারে না), ইহা শিষ্টাচারেরও বিরুদ্ধ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪১শ সূত্র। ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাত্তদযোগাৎ ॥

ভাষ্য।—অধিকারলক্ষণে নির্ণীতং প্রায়শ্চিত্তং নৈষ্ঠিকস্য ন সম্ভবতি, তস্য তদযোগাৎ। "আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্মং যস্তু প্রচ্যবতে দ্বিজঃ। প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহে"-তি-স্মৃতেঃ।

অস্যার্থ :—পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে অধিকারলক্ষণে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্রহ্মচর্য্যব্রত-ভঙ্গের নিমিত্ত যে নৈর্ঋত-যাগরূপ প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ আছে, তাহা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে ব্যবস্থা নহে (তাহা উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর পক্ষে); কারণ

ঐ প্রায়শ্চিত্তে অগ্নিচয়ন এবং স্ত্রীগ্রহণ আবশ্যক, তাহা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে সম্ভব নহে, স্ত্রীগ্রহণ করা মাত্রই তাহার নৈষ্ঠিকত্ব বিনষ্ট হয়। অতএব ব্রহ্মচর্য্যের সকৃৎ ভঙ্গ হইলেই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী পতিত হয়। স্মৃতিও বলিয়াছেন "নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্মে আরোহণ করিয়া যে ব্যক্তি পুনরায় তাহা হইতে চ্যুত হয়, সেই আত্মঘাতী পাতকী পুরুষ পুনরায় শুদ্ধিলাভ করিতে পারে এমন কোন প্রায়শ্চিত্ত দেখি না"।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪২শ সূত্র। উপপূর্ব্বমপি ত্বেকে ভাবমশনবত্তদুক্তম্ ॥

ভাষ্য।—একে তু নৈষ্ঠিকস্য ব্রহ্মচর্য্যচ্যবনমুপপাতকমতস্তত্র প্রায়শ্চিত্তং মন্যতে। উপকুর্ব্বাণবত্তস্য ব্রহ্মচারিত্বাবিশেষাৎ মধ্বশনাদিবত্তদুক্তম্ "উত্তরেষামবিরোধী"-তি।

অস্যার্থ:—কেহ কেহ বলেন যে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ব্রতভঙ্গ হইলে তাহাতে উপপূর্ব্ব অর্থাৎ উপপাতক হয়; অতএব প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা সেই দোষ ক্ষালিত হইতে পারে। উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিকের ব্রহ্মচর্য্যবিষয়ে ভেদ না থাকাতে, মদ্য, মাংস প্রভৃতি ভক্ষণজনিত পাপ যেমন উপপাতক বলিয়া গণ্য, এবং প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার ক্ষালন হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মচর্য্যব্রতভঙ্গজনিত পাতকও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ক্ষালিত হয়। জৈমিনি মীমাংসায় "উত্তরেষাং তদবিরোধী" সূত্রে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪৩শ সূত্র। বহিস্তূভয়থাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ ॥

ভাষ্য।—নৈষ্ঠিকাদীনাং স্বাশ্রমপ্রচ্যুতের্মহাপাতকত্বমুপপাতকত্বং বাহস্তূভয়থাপি তে ব্রহ্মবিদ্যাধিকারাদ্বহির্ভূতাঃ "প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহে"-তি স্মৃতেঃ, শিষ্টাচারাচ্চ।

অন্বয়ার্থ :—কিন্তু নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী প্রভৃতির আশ্রমপ্রচ্যুতিকারক পাতক মহাপাতকই হউক বা উপপাতকই হউক, তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যাধিকার হইতে চ্যুত হয়েন ; কারণ স্মৃতি বলিয়াছেন "সেই আত্মঘাতী পুরুষ শুদ্ধিলাভ করিতে পারে এমন প্রায়শ্চিত্ত দেখি না", এবং শিষ্টাচারও এইরূপই।

ইতি নৈষ্ঠিকস্য ব্রহ্মচর্য্যপরিত্যাগে ব্রহ্মবিদ্যাধিকারাদ্বহি-
র্ভূতত্বাবধারণাধিকরণম্।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪৪শ সূত্র। স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ ॥

ভাষ্য।—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতমুপাসনং যজমানকর্ত্তৃকমিত্যাত্রেয়ঃ। "যদেব বিদ্যয়ে"-তি ফলশ্রুতেঃ।

অন্বয়ার্থ :—আত্রেয় মুনি বলেন যে যজমানেরই কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনা করা কর্ত্তব্য ; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন যে "শ্রদ্ধা, বিদ্যা ও উপনিষদ্ সহকারে যে যজ্ঞ করা যায়, তাহা অধিকতর ফলপ্রদ হয়" ; (ছাঃ ১ম অঃ ১খ) ; এই ফলশ্রুতি দ্বারা যজমানেরই কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত বিদ্যোপাসনা করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪৫শ সূত্র। আর্ত্বিজ্যমিত্যৌডুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে।

ভাষ্য।—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতমুপাসনমৃত্বি(জ)ক্-কর্ত্তৃকং তস্যকর্ম্মণে ক্রীতত্বাৎ ফলস্য যজমানাশ্রয়ত্বম্।

অন্বয়ার্থ :—আচার্য্য ঔডুলোমি বলেন যে, কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত বিদ্যোপাসনা ঋত্বিকেরই কর্ত্তব্য ; কারণ অঙ্গের সহিত ক্রতুকর্ম্ম সম্পাদনার্থ ঋত্বিক্ যজমান কর্ত্তৃক দক্ষিণাদি দান দ্বারা ক্রীত হয়েন। অতএব ঋত্বিককৃত উপাসনা দ্বারা যজমানে ফল আশ্রয় করে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪৫শ (ক) সূত্র। শ্রুতেশ্চ ॥

(এই সূত্র শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। নিম্বার্কাচার্য্য অথবা রামানুজস্বামিকর্ত্তৃক ইহা ধৃত হয় নাই। সূত্রার্থ এই :—শ্রুতিপ্রমাণেও এতদ্রূপই জানা যায়। শ্রুতি, যথা :—"যাং বৈ কাঞ্চন যজ্ঞ ঋত্বিজ আশিষমাশাসত ইতি যজমানায়ৈব তামাশাসত" (ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞে যে সকল প্রার্থনা করেন, তৎসমস্ত যজমানের নিমিত্তই" ইত্যাদি)।

ইতি যজমানস্য ঋত্বিক্‌কর্ম্মফলপ্রাপ্তিনিরূপণাধিকরণম্।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪৬শ সূত্র। সহকার্য্যন্তরবিধিঃ, পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ ॥

(বৃহদারণ্যকে কহোলপ্রশ্নে (৩য় অঃ ৫ম ব্রা) শ্রূয়তে "তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ বাল্যং পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনিরমৌনং মৌনঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণ" ইতি। তত্র সংশয়ঃ। কিমিহ বাল্যপাণ্ডিত্যবৎ মৌনমপি বিধীয়তে? আহোস্বিদনূদ্যত ইত্যত্রোচ্যতে—তদ্বতো বিদ্যাবতঃ তৃতীয়ং বাল্যপাণ্ডিত্যয়োরপেক্ষয়া তৃতীয়ং সাধনং মৌনং মননশীলত্বং বিধীয়তে। এতদেবাহ—সহকার্য্যন্তরবিধিঃ। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সাধ্যে পাণ্ডিত্যবাল্যয়োরপেক্ষয়া সহকার্য্যন্তরং মৌনং তস্য বিধিরেব মুনিরিতি বিধ্যাদিবৎ, বিধীয়তে উপকারিতয়েতি বিধিঃ, যজ্ঞদানাদিরূপঃ, সর্ব্বাশ্রমধর্ম্মঃ শমাদিরূপশ্চ। আদিশব্দেন পাণ্ডিত্যং বাল্যঞ্চ গৃহ্যেতে, তদ্বৎ।)

ভাষ্য।—"তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেদ্বাল্যং চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনিরি"-ত্যত্র মননশীলে মৌনপদপ্রবৃত্তিসম্ভবেঽপি পক্ষেণ প্রকৃতমননশীলে প্রয়োগ-

দর্শনাৎ পাণ্ডিত্যবাল্যয়োরপেক্ষয়া তৃতীয়ং সহকার্য্যন্তরং মৌনং বিধীয়তে, যজ্ঞাদিবৎ শমাদিবচ্চ।

অস্যার্থ :—বৃহদারণ্যকোপনিষদে কহোলপ্রশ্নে উক্ত আছে "অতএব পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ বাল্যে (বালকবৎ সরলতাসম্পন্ন হইয়া) অবস্থিতি করিবেন ; বাল্য এবং পাণ্ডিত্যলাভ হইলে মৌনী হইবেন." (বৃঃ ৩য় অঃ ৫ম ব্রা)। মননশীল অর্থে মৌনশব্দের প্রয়োগ হয় ; এইস্থলে মননশীলতাই মৌনশব্দের অর্থ। পাণ্ডিত্য ও বাল্যের তুলনায় মৌনব্রতকে তৃতীয় সহকারী বিধিরূপেই উক্ত শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। যদিও পাণ্ডিত্য ও বাল্যসম্বন্ধে "তিষ্ঠাসেৎ" পদদ্বারা বিধি জ্ঞাপন করা হইয়াছে, "মুনি" শব্দসম্বন্ধে তদ্রূপ বিধি শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হয় নাই, তথাপি পাণ্ডিত্য ও বাল্যের ন্যায় মননশীলত্বও ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ সাধ্যবিষয়ে সহকারী সাধনান্তর। অতএব তাহার অপূর্ব্বত্বহেতু বিধিজ্ঞাপক বিভক্তি তৎসম্বন্ধে না থাকিলেও, তাহাও বিধিস্বরূপেই শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে ; যেমন যজ্ঞদানাদি গার্হস্থ্যধর্ম্ম, শমদমাদি সর্ব্বাশ্রমধর্ম্ম, এবং পাণ্ডিত্য ও বাল্য বিধিস্বরূপে উপদিষ্ট, তদ্রূপ মৌনও বিধিস্বরূপে উপদিষ্ট বলিয়া বুঝিতে হইবে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪৭শ সূত্র। কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ ॥

ভাষ্য।—"স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে, ন চ পুনরাবর্ত্ততে" ইতি গৃহিণোপসংহারঃ সর্ব্বাশ্রমধর্ম্মসদ্ভাবাৎ সর্ব্বধর্ম্মপ্রদর্শনার্থঃ।

অস্যার্থ :—"তিনি এইরূপ যাবজ্জীবন বিধানানুসারে যাপন করিয়া পরে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন, তথা হইতে পুনরাবর্ত্তিত হয়েন না" ছান্দোগ্যোপনিষদ্ (৮ম অঃ ১৫ খঃ) এইরূপ বাক্যদ্বারা গৃহস্থাশ্রমীর ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি-

বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব উপসংহার করিয়াছেন। গৃহস্থের পক্ষে গার্হস্থ্যাশ্রমবিহিত যজ্ঞদানাদি কর্ম্ম যেমন কর্ত্তব্য, সন্ন্যাসাশ্রমবিহিত বিদ্যোপাসনাও তদ্রূপ কর্ত্তব্য ; এই বিদ্যাবলেই পুনরাবর্ত্তনের নিবৃত্তি হয়, এবং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। সুতরাং গৃহস্থের সম্বন্ধে যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও পুনরাবর্ত্তননিবৃত্তি শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই সন্ন্যাস প্রভৃতি সর্ব্ববিধ আশ্রমীর পক্ষেও ব্রহ্ম প্রাপ্তি ও পুনরাবৃত্তি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে, কেবল গৃহস্থাশ্রমীরই উক্ত ফললাভ হয়, এইরূপ বুঝিতে হইবে না।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪৮শ সূত্র। মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ ॥

ভাষ্য।—তথৈব তস্মিন্ বাক্যেঽপি মৌনোপদেশঃ সর্ব্বধর্ম্মপ্রদর্শনার্থঃ। মৌনোপদেশবৎ "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা" ইত্যাদিনা সর্ব্বাশ্রমধর্ম্মোপদেশাৎ।

অস্যার্থ :—এই প্রকার পূর্ব্বোক্ত "অথ মুনিঃ" বাক্যে যে মৌনের উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য, আচার্য্যকুলবাসাদি আশ্রমান্তরেরও বিধান হইয়াছে বুঝিতে হইবে। মৌনোপদেশের ন্যায় "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" (ছাঃ ২য় অঃ ১৩ খঃ) ইত্যাদিবাক্যে সর্ব্ববিধ আশ্রমধর্ম্মের বিধানই শ্রুতি করিয়াছেন।

ইতি মৌনব্রতস্য সর্ব্বাশ্রমধর্ম্মত্বনিরূপণাধিকরণম্।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪৯শ সূত্র। অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ ॥

ভাষ্য।—পাণ্ডিত্য (প্রযুক্ত) স্বমাহাত্ম্যাত্মনাবিষ্কুর্ব্বন্ বাল্যেন নিরহঙ্কারভাবেন বর্ত্তেত। তস্যৈবান্বয়সম্ভবাৎ।

অস্যার্থ :—পূর্ব্বোক্ত "তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" (বৃঃ ৩য় অঃ ৫ম ব্রা) ইত্যাদিবাক্যে যে বাল্যভাব ধারণ করিবার

ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে পাণ্ডিত্যলাভপ্রযুক্ত স্বীয় মাহাত্ম্যাদি প্রকাশ না করিয়া, বালকের ন্যায় দম্ভাহঙ্কারশূন্য হইয়া ঋজুভাবে অবস্থান করিবেন ; কারণ তাহাই বাক্যের সঙ্গতার্থ ; জ্ঞানাভ্যাসের নিমিত্ত বালকের যথেচ্ছাচার উপযোগী নহে ; অতএব উক্তবাক্যে বালকের যথেচ্ছাচারের প্রতি লক্ষ্য করা হয় নাই ; তাহার অদাম্ভিকতা, সরলতা প্রভৃতি গুণের প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ইতি "বাল্যেন" শব্দস্যার্থনিরূপণাধিকরণম্।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৫০শ সূত্র। ঐহিকমপ্রস্তুতে প্রতিবন্ধে, তদ্দর্শনাৎ ॥

(অপ্রস্তুতে প্রতিবন্ধে—অসতি বাধকে)

ভাষ্য।—অসতি প্রতিবন্ধে ঐহিকং বিদ্যাজন্ম, তস্মিন্ সত্যামুষ্মিকং "মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা বিদ্যামি"-ত্যাদৌ তদ্দর্শনাৎ।

অন্বয়ার্থ :—প্রতিবন্ধ না থাকিলে এই জন্মেই বিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান) লাভ করা যায়, প্রতিবন্ধ থাকিলে, পরজন্মে প্রতিবন্ধ দূর হইলে, লাভ হয়। কারণ "যমরাজকথিত বিদ্যালাভ করিয়া নচিকেতা যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও ব্রহ্মলাভ করিয়াছিলেন" ইত্যাদিবাক্যে কঠ (৪র্থ বঃ) ও অপরাপর শ্রুতি এইরূপই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৫১শ সূত্র। মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধৃতে-স্তদবস্থাবধৃতেঃ ॥

(তদবস্থাবধৃতেঃ বিদ্বদ্রূপাবস্থস্য সম্পন্নবিদ্যস্য অনিয়তমুক্তিকালত্বেন অবধৃতেরিত্যর্থঃ)।

ভাষ্য।—তথা মুক্তিফলানিয়মঃ "তস্য তাবদেব চিরম্" ইতি বচনাৎ।

অস্যার্থ :—তদ্রূপ মুক্তিরূপ ফল যে এই জন্মান্তেই লাভ হইবে, তাহারও নিয়ম নাই; কারণ ছান্দোগ্যশ্রুতি (ছাঃ ৬ষ্ঠ অঃ ১৪ খঃ) বলিয়াছেন "কর্ম্মবন্ধন সম্পূর্ণ শেষ হইলে পর ব্রহ্মরূপ প্রাপ্তি হয়," (যেমন প্রতিবন্ধাভাবে এই জন্মেই বিদ্যালাভ হয়, প্রতিবন্ধক থাকিলে হয় না; অতএব এই জন্মেই হইবে বলিয়া বিদ্যালাভবিষয়ে কোন নিশ্চিত নিয়ম নাই; তদ্রূপ বিদ্যাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে মুক্তিরূপ বিদ্যাফললাভবিষয়েও এই দেহান্তেই হইবার নিয়ম নাই; কারণ কর্ম্মবন্ধন থাকিতে হইবে বলিয়া শ্রুতি অবধারণ করেন নাই, কর্ম্ম মুক্ত হইলে হয় বলিয়াছেন।

ইতি বিদ্যায়াঃ তৎফলস্য চ প্রাপ্তেরনিয়তকালত্বনিরূপণাধিকরণম্।

—*—

এই তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে কর্ম্মকারী জীবের সংসারগতি বর্ণিত হইয়াছে; তদ্দ্বারা যে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুরূপ মহদ্দুঃখ হইতে জীব উদ্ধার পায় না, তাহা শ্রীভগবান্ বেদব্যাস শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তি-তর্কের দ্বারা প্রমাণিত করিয়া, তদ্দ্বারা বিষয়বৈরাগ্য উৎপাদন করিতে প্রযত্ন করিয়াছেন। দ্বিতীয় পাদে জীবের স্বপ্নাদি অবস্থার বিচার ও প্রাসঙ্গিক-রূপে ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব আরও বিশেষরূপে প্রতিপাদিত করিয়া সর্ব্বনিয়ন্তা ব্রহ্মের উপাসনাই যে মুক্তির নিমিত্ত প্রয়োজন, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। তৃতীয় পাদে উপনিষদুক্ত নানাবিধ ব্রহ্মোপাসনার বিচার করিয়া তত্তৎ উপাসনাসকলের সার যে নানাবিধরূপে ব্রহ্মচিন্তন, তাহা প্রদর্শন করিয়া-ছেন; এবং আপন আপন অধিকারভেদে সাধক সেই সকল উপাসনার মধ্যে কোন একটি গ্রহণ করিয়া কৃতকৃত্যতা লাভ করিতে পারেন, এরূপ উপদেশ দিয়াছেন। চতুর্থ পাদে যাগাদিকর্ম্ম হইতে বিদ্যার স্বাতন্ত্র্য ও

মোক্ষফল-দানক্ষমতা প্রতিপাদিত করিয়া, গার্হস্থ্য সন্ন্যাসাদি আশ্রমভেদে যজ্ঞাদি কর্ম্মাচরণ বিষয়ে যে কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। এবং বিদ্যাবান্ সন্ন্যাসী ও গৃহী উভয়ের মোক্ষাধিকার ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। এই তৃতীয় অধ্যায় সাধকের পক্ষে বিশেষ আদরণীয়; ইহা পাঠে নানাবিধ সাধনবিষয়ক সংশয় বিদূরিত হয়, এবং ব্রহ্মোপাসনায় নিষ্ঠা উপজাত হয়।

ইতি বেদান্তদর্শনে তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থপাদঃ সমাপ্তঃ।

ওঁ তৎসৎ।

বেদান্ত-দর্শন

চতুর্থ অধ্যায়—প্রথম পাদ

ব্রহ্মস্বরূপ, জগৎস্বরূপ, জীবস্বরূপ, ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের সম্বন্ধ, এবং ব্রহ্মের উপাসনা যদ্দ্বারা জীবের পরমপুরুষার্থ (মোক্ষ) লাভ হয়, এবং উপাসনাকালে ব্রহ্মের স্বরূপ যে ভাবে চিন্তা করিতে হয়, তৎসমস্ত বিবৃত হইয়াছে। ইদানীং চতুর্থাধ্যায়ে মোক্ষসম্বন্ধে বিশেষ বিচার প্রবর্ত্তিত হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথমপাদে অবিশ্রান্ত সাধন অবলম্বন করা যে প্রয়োজন, তাহা বিশেষরূপে সপ্রমাণিত করা হইবে, এবং উপাসনা-কালে সাধক আপনাকে কিরূপে চিন্তা করিবেন এবং পূর্ব্বাধ্যায়োক্ত প্রতীকাদিকে কিরূপে ভাবনা করিবেন, এবং উপাসনাসিদ্ধ হইলে জীবিত পুরুষের কিরূপ অবস্থা লাভ হয়, ইত্যাদি জিজ্ঞাস্য বিষয়সকলও মীমাংসিত হইবে। দ্বিতীয়পাদে ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের অর্চ্চিরাদিমার্গে ব্রহ্মলোকে গমন ও ও তথায় পরব্রহ্ম প্রাপ্তি বর্ণনা করা হইবে। এবং অবশেষে চতুর্থপাদে বিদেহমুক্তপুরুষের ব্রহ্মরূপতা লাভ হইলে যে অবস্থায় স্থিতি হয়, তাহা অবধারিত হইবে। এক্ষণে প্রথমপাদ নিম্নে ব্যাখ্যাত হইতেছে।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ১ম সূত্র। আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥

ভাষ্য।—অসকৃৎ সাধনাবৃত্তিঃ কর্ত্তব্যা "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য" ইত্যাদিব্রহ্মদর্শনায়োপদেশাৎ।

অন্বয়ার্থ :—একবারমাত্র ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণের দ্বারা সিদ্ধমনোরথ হওয়া যায় না; পুনঃ পুনঃ অবিশ্রান্ত ব্রহ্মবিদ্যাসাধন করা কর্ত্তব্য; কারণ ব্রহ্মদর্শনের

নিমিত্ত "শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন করা প্রয়োজন" বলিয়া শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। (বৃহদারণ্যক ৪র্থ অঃ ৫ ব্রা))

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ২য় সূত্র। লিঙ্গাচ্চ ॥

(লিঙ্গ = স্মৃতি।)

ভাষ্য।—"অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়" ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ।

অস্যার্থ:—হে ধনঞ্জয়! তুমি পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা আমাকে জানিতে ইচ্ছা কর" ইত্যাদিবাক্যে স্মৃতিও এইরূপই উপদেশ করিয়াছেন। (গীতা ১২ অঃ ৯ শ্লোক)।

ইতি সাধনাবৃত্তিনিরূপণাধিকরণম্।

—০—

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ৩য় সূত্র। আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ॥

ভাষ্য।—"এষ মে আত্মে"-তি পূর্ব্বে উপগচ্ছন্তি। "এষ তে আত্মে"-তি শিষ্যানুপদিশন্তি। অতো মুমুক্ষুণা পরমপুরুষঃ স্বস্যাত্মত্বেন ধ্যেয়ঃ।

অস্যার্থ:—"পরমপুরুষ ব্রহ্ম আমার আত্মা" এইরূপ বুদ্ধিতে স্থিত হইবে, এবং শিষ্যদিগকেও "ব্রহ্মই তোমার আত্মা" এইরূপ ধ্যান করিতে উপদেশ করিবে; শ্রুতি (বৃহদারণ্যক ৩য় অঃ ৩৭ ব্রা ইত্যাদি।) এইরূপ উপদেশ করাতে মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে পরমপুরুষ পরমাত্মাই স্বীয় আত্মা, এইরূপ ধ্যান করা কর্ত্তব্য; অর্থাৎ আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নজ্ঞানে ব্রহ্মচিন্তা করা কর্ত্তব্য। (ভেদসম্বন্ধজ্ঞান বদ্ধজীবের স্বাভাবিকই আছে, ইহাই জীবের বন্ধের হেতু। পরন্তু অভেদ-সম্বন্ধজ্ঞান পুনঃ পুনঃ অভেদচিন্তা দ্বারা সিদ্ধ হয়)।

ইতি মুমুক্ষুণা স্বস্যাত্মত্বেন পরমপুরুষস্য ধ্যাতব্যত্বাবধারণাধিকরণম্।

—০—

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ৪র্থ সূত্র। ন প্রতীকে ন হি সঃ ॥

ভাষ্য।—প্রতীকে স্বাত্মানুসন্ধানং ন কার্য্যং, ন স উপাসিতুরাত্মা।

অন্বয়ার্থ :—মন, আদিত্য, নাম ইত্যাদি প্রতীকে ব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া ইহাদিগের উপাসনা করিবার বিধি শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু মুমুক্ষুর পক্ষে এই সকল প্রতীকে একাত্মবুদ্ধি করিয়া ধ্যান করা পূর্ব্বসূত্রোক্ত উপদেশের অভিপ্রায় নহে; কারণ এই সকল প্রতীক উপাসকের আত্মা নহে।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ৫ম সূত্র। ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ॥

ভাষ্য।—মনআদৌ ব্রহ্মদৃষ্টির্যুক্তৈব, ন তু ব্রহ্মণি মনআদিদৃষ্টির্ব্রহ্মণ উৎকর্ষাৎ।

অন্বয়ার্থ :—মনঃপ্রভৃতিকে ব্রহ্মরূপে দর্শন, যাহা উপাসনাপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে, তাহা যুক্ত। পরন্তু ব্রহ্মকে মনঃপ্রভৃতিরূপে চিন্তা করা যুক্ত নহে; কারণ তিনি মনঃপ্রভৃতি প্রতীক হইতে উৎকৃষ্ট।

ইতি প্রতীকে ব্রহ্মদৃষ্টেরাবশ্যকত্বনির্ণয়াধিকরণম্।

—•—

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ৬ষ্ঠ সূত্র। আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ, উপপত্তেঃ ॥

ভাষ্য।—"য এবাসৌ তপতি তমুদ্গীথমুপাসীতে"-ত্যাদ্যুপাসনেষূদ্গীথাদিষ্বাদিত্যাদিমতয়ঃ কর্ত্তব্যাঃ আদিত্যাদেরুৎকর্ষোপপত্তেঃ।

অন্বয়ার্থ :—"যিনি এই তাপ প্রদান করিতেছেন (সূর্য্য,), তিনিই উদ্গীথ, এই কল্পনায় উদ্গীথের উপাসনা করিবে" (ছান্দোগ্য ১ম অঃ ৩য় খণ্ড ১ম) ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যোক্ত উদ্গীথোপাসনায় যজ্ঞাঙ্গপ্রণবাদিতে

আদিত্যাদিবুদ্ধি স্থাপন করিয়া উপাসনার ব্যবস্থাই করা হইয়াছে; আদিত্যাদিতে প্রণবাদি যজ্ঞাঙ্গ কল্পনায় উপাসনা করা বিধেয় নহে; কারণ আদিত্যাদি প্রণব হইতে উৎকৃষ্ট; প্রণবাদিকে আদিত্যাদি দৃষ্টি দ্বারা সংস্কৃত করিলে কর্ম্মসকল বিশিষ্ট ফলপ্রদ হয়। (অর্থাৎ ব্রহ্ম মনঃ-প্রভৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ; সুতরাং তাঁহাকে মনঃপ্রভৃতিকে ব্রহ্মরূপে দৃষ্টি করিলে, মনঃপ্রভৃতি বিশুদ্ধ হয়। তদ্রূপ আদিত্যাদিকর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদি হইতে শ্রেষ্ঠ; অতএব ঐ উদ্গীথদিগকেই আদিত্যাদিরূপে ভাবনা দ্বারা সংস্কৃত করিতে হয়; আদিত্যাদিকে উদ্গীথরূপে ভাবনা করিবে না; এইরূপ সাধক আপনাকে ব্রহ্মাত্মক বলিয়া ভাবনা করিবেন, ব্রহ্মকে জীবরূপে ভাবনা করিবেন না, বুঝিতে হইবে।)

ইতি উদ্গীথাদিষু আদিত্যাদিধ্যানাবশ্যকত্বনিরূপণাধিকরণম্।

—•—

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ৭ম সূত্র। আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥

ভাষ্য।—আসীন এবোপাসনমনুতিষ্ঠেৎ তস্যৈব তৎসম্ভবাৎ।

অস্যার্থ:—উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করিবে; কারণ উপবেশন করিয়া উপাসনা করিলেই, তাহা সম্যক্ সিদ্ধ হয় (শয়নে আলস্য ও নিদ্রার সম্ভব হয়; গমনশীল প্রভৃতি অবস্থায় শরীরধারণাদিবিষয়ক প্রযত্নহেতু বিক্ষেপের সম্ভব হয়)।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ৮ম সূত্র। ধ্যানাচ্চ ॥

ভাষ্য।—উপাসনস্য ধ্যানরূপত্বাদাসীন এব তদনুতিষ্ঠেৎ।

অস্যার্থ:—ধ্যানের দ্বারাই উপাসনা করিতে হয়, সুতরাং আসীন হইয়া উপাসনা করিবে; কারণ আসীন না হইলে ধ্যান সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হয় না।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ৯ম সূত্র। অচলত্বং চাপেক্ষ্য ॥

ভাষ্য।—"ধ্যায়তীব পৃথিবী"-ত্যত্রাচলত্বমপেক্ষ্য ধ্যায়তি-প্রয়োগো বর্ত্ততে। অত আসীন এবোপাসনমনুতিষ্ঠেৎ।

অন্বয়ার্থ :—পৃথিবীর অচলত্বকে লক্ষ্য করিয়াই "পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছে" (ছাঃ ৭ম অঃ ৬ খঃ) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ধ্যানশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। আসীন হইয়া ধ্যানপরায়ণ হইলেই, এই অচলত্ব লাভ করা যায়। অতএব আসীন হইয়াই ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হইবে।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ১০ম সূত্র। স্মরন্তি চ ॥

ভাষ্য।—"শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য" ইত্যাদি স্মরন্তি চ ॥

অন্বয়ার্থ :—স্মৃতিও তদ্রূপ উপদেশ করিয়াছেন ; যথা "পবিত্রস্থানে আসন স্থাপন করিয়া" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাবাক্যে এইরূপ উপদেশ করা হইয়াছে। (গীতা ৬ষ্ঠ অঃ ১১ শ্লোক)।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ১১শ সূত্র। যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥

ভাষ্য।—যত্র চিত্তৈকাগ্র্যং তত্রোপাসীত, তদতিরিক্তদেশাদি-বিশেষাশ্রবণাৎ।

অন্বয়ার্থ :—যেখানে যে সময়ে একাগ্রতা জন্মে, সেই খানেই উপাসনা করিবে ; কারণ তৎসম্বন্ধে কোন বিশেষ দেশকালাদির নিয়ম শ্রুতি উপদেশ করেন নাই ; চিত্তের একাগ্রতাই উপাসনার নিমিত্ত প্রয়োজন ; তাহা যে স্থানে যে কালে যাহার উপস্থিত হয়, তাহাই সেই উপাসকের পক্ষে উপাদেয়।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ১২শ সূত্র। আপ্রয়াণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ॥

ভাষ্য।—উপাসনমাপ্রয়াণাৎ কার্য্যম্। যতস্তত্রাপি "স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষমি"-ত্যাদৌ তদ্দৃষ্টম্।

অন্বার্থ :—মৃত্যুকালপর্য্যন্ত আজীবন উপাসনা কার্য্য করিবে। কারণ তৎসম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন "তিনি এইরূপে আজীবন অবস্থান করিয়া পরে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন"। (ছাঃ ৮ম অঃ ১৫ খঃ)।

ইতি উপাসনাবিধি নিরূপণাধিকরণম্।

—০—

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ১৩শ সূত্র। তদধিগমে, উত্তরপূর্ব্বাঘয়োর-শ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ ॥

ভাষ্য।—বিদুষ উত্তরপূর্ব্বয়োরঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ ভবতঃ। কুতঃ ? "এবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে", "অস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" ইতি ব্যপদেশাৎ।

অন্বার্থ :—(পূর্ব্বোক্ত সূত্রসকলে উপাসনার প্রণালীর সম্বন্ধে পূর্ব্বে অমুক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়সকল ব্যাখ্যা করিয়া, এক্ষণে বিশেষরূপে বিদ্যার ফল বর্ণনা করিতে সূত্রকার প্রবৃত্ত হইতেছেন) :—

ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষের পূর্ব্বকৃত পাপসকল বিনষ্ট হয়, এবং পরে কৃত পাপসকলও তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না। কারণ শ্রুতি (ছাঃ ৪র্থ অঃ ১৪ খঃ) তৎসম্বন্ধে স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে "এইরূপ জ্ঞানী পুরুষকে পাপকর্ম্ম লিপ্ত করে না ; "তদ্ যথা পুষ্করপলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্তে" "যেমন জল পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না, তদ্বৎ" ইত্যাদি, এবং (ছাঃ ৫ম অঃ ২৪ খঃ) যেমন তূলারাশি অগ্নিসংযোগে দগ্ধ হয়, তদ্রূপ বিদ্বান্ পুরুষের সমস্ত পাতকরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়" ইত্যাদি।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ১৪শ সূত্র। ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ, পাতে তু ॥

ভাষ্য।—পুণ্যস্য কাম্যকর্ম্মণোঽপি অঘবন্মুক্তিবিরোধিত্বা-

তুত্তরস্যাশ্লেষঃ, পূর্ব্বস্য বিনাশ এব। উত্তরপূর্ব্বয়োরশ্লেষবিনাশানন্তরং দেহপাতে সতি মুক্তিরেব।

অস্যার্থ:—পাপের ন্যায় পুণ্যও মুক্তির বিরোধী; সুতরাং জ্ঞানী পুরুষের পূর্ব্বকৃত পুণ্যেরও বিনাশ হয়, এবং পরে কৃত পুণ্যকর্ম্মের সহিত তাঁহার অশ্লেষ (অলিপ্ততা) ঘটে। পূর্ব্বে ও পরে কৃত পুণ্যের বিনাশ ও অশ্লেষ হইয়া, দেহপাতে তাঁহার পাপ ও পুণ্য উভয়বিধ কর্ম্ম বিলুপ্ত হয়; এবং তিনি সম্যক্ মুক্তপদবী লাভ করেন।

[মূলসূত্রে কেবল "অশ্লেষ" শব্দের প্রয়োগ আছে; তাহার অর্থ ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের পরে কৃত পুণ্যকর্ম্ম জ্ঞানিপুরুষকে লিপ্ত করে না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ১৩ সংখ্যক সূত্রে যেমন পূর্ব্বকৃত পাপের বিনাশ স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে, এই পরবর্ত্তী সূত্রে তাহার উল্লেখ হয় নাই; তদ্দ্বারা এই সূত্রের অর্থ এইরূপ অনুমিত হইতে পারে যে, জ্ঞানোদয়ের পরে কৃত পুণ্যকর্ম্মের সহিত জ্ঞানী পুরুষ লিপ্ত হয়েন না; কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বকৃত পুণ্যের বিনাশ হয় না। এই অর্থ সঙ্গত নহে; কারণ পাপের ন্যায় পুণ্যেরও বিনাশ না হইলে, মোক্ষ হইতে পারে না, ইহা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" এবং "উভে উ হৈবৈষ এতেন তরতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও ইহার প্রমাণ।]

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ১৫শ সূত্র। অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ ॥

(তদবধেঃ = তস্য দেহপাতাবধিত্বোক্তত্বাৎ।)

ভাষ্য।—বিদ্যাপ্রাপ্তৌ পূর্ব্বে পাপপুণ্যেঽপ্রবৃত্তফলে এব ক্ষীয়েতে; কুতঃ? "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" ইতি শরীরপাতাবধিশ্রবণাৎ।

অস্যার্থ :—কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পূর্ব্বকৃত পাপ ও পুণ্যের বিনাশ হয় বলিয়া যে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা সমস্ত পাপপুণ্যসম্বন্ধে নহে, যে কর্ম্ম ফলদান করিতে আরম্ভ করে নাই (অর্থাৎ ইহজন্মকৃত সঞ্চিত কর্ম্ম এবং অপরাপর-জন্মসঞ্চিত কর্ম্ম যাহা ইহজন্মে ফলোন্মুখ হয় নাই), তৎসম্বন্ধে এই উক্তি বুঝিতে হইবে। কারণ যে কর্ম্ম ফলদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা ব্রহ্মজ্ঞানলাভেও ক্ষয় হয় না বলিয়া ছান্দোগ্যশ্রুতি বলিয়াছেন ; যথা—"তাহার (ব্রহ্মজ্ঞানীর) তাবৎকাল বিলম্ব যাবৎকাল দেহ থাকে ; দেহান্তে তিনি ব্রহ্মরূপতা লাভ করেন" ইত্যাদি, (ছাঃ ৬ষ্ঠ অঃ ১৪ খঃ) এই সকল বাক্যে শরীর পতনের অপেক্ষা থাকা শ্রুতিই স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন। (শরীর-ধারণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মেরই ফল ; জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ এই তিনটি সাধারণতঃ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফল ; ইহজীবনে কৃতকর্ম্ম মৃত্যুকালে ফলদানের জন্য উদ্দীপিত হইয়া মৃতপুরুষকে প্রেরণা করে, এবং তদনুসারে স্বর্গ নরকাদিভোগান্তে তাহার ইহলোকে দেহপ্রাপ্তি হয় ; ইহলোকে প্রাপ্ত দেহ, আয়ু ও ভোগ পূর্ব্বজন্মে কৃত ফলদানে প্রবৃত্ত কর্ম্মসকলের ফলস্বরূপ। সূত্রকার বলিতেছেন যে, এইরূপ ফলদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে যে কর্ম্ম, তাহা বিনা ভোগে বিনষ্ট হয় না ; যদি সমস্ত কর্ম্মই একেবারে ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের সঙ্গেসঙ্গেই বিনষ্ট হইত, তবে ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির সঙ্গেসঙ্গেই মৃত্যু ঘটিত ; কারণ সমস্ত কর্ম্ম বিনাশপ্রাপ্ত হইলে, দেহকে জীবিত রাখে এমন কর্ম্মও কিছু থাকে না বলিতে হইবে ; কিন্তু জীবিত ব্যক্তিও, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া, মুক্ত হয়েন বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধি আছে। অতএব জীবিত মুক্ত ব্যক্তির সমস্ত কর্ম্ম যে বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কোন্ কোন্ কর্ম্ম নাশ প্রাপ্ত হয় তৎসম্বন্ধে বেদব্যাস বলিতেছেন যে, অনারব্ধ-কর্ম্মেরই নাশ হয় ; যাহা ফলপ্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা বিনষ্ট হয় না।

পরন্তু জীবিত মুক্তপুরুষের আরব্ধকর্ম্মও তাঁহাকে লিপ্ত করে না, তিনি নির্লিপ্তভাবে তাহা ভোগ করেন; দেহের অবসানের সহিত তৎসমস্ত নিবৃত্ত হয়; সুতরাং তখন তাঁহার সর্ব্ববিধ কর্ম্মের সম্যক্ বিনাশ হয়)।

ইতি বিদ্যালাভে অপ্রবৃত্তফলপাপপুণ্যক্ষয়নিরূপণাধিকরণম্।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ১৬শ সূত্র। অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ ॥

ভাষ্য।—বিদ্যয়াঽগ্নিহোত্রদানতপআদীনাং স্বাশ্রমকর্ম্মণাং নিবৃত্তিশঙ্কা নাস্তি, বিদ্যাপোষকত্বাদনুষ্ঠেয়ান্যেব। যজ্ঞাদিশ্রুতৌ তেষাং বিদ্যোৎপাদকত্বদর্শনাৎ।

অস্যার্থঃ—ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে অগ্নিহোত্র, দান, তপঃ প্রভৃতি আশ্রম-বিহিত কর্ম্মের নিবৃত্তির আশঙ্কা নাই, অর্থাৎ তাহা পরিত্যাজ্য নহে; কারণ এই সকল কর্ম্মের দ্বারা বিদ্যার পোষণ হয়, অতএব এই সকল কর্ম্ম সর্ব্বদাই অনুষ্ঠেয়। পূর্ব্বে উদ্ধৃত "যজ্ঞেন দানেন তপসা" (বৃঃ ৪র্থ অঃ ৪ ব্রা) ইত্যাদি শ্রুতিতে এই সকল কর্ম্মের বিদ্যোৎপাদকত্ব উল্লেখ আছে; অতএব এই সকল কর্ম্ম বিদ্যাবিরোধী নহে। কাম্যকর্ম্মেরই বিনাশ ও পরিত্যাজ্যত্ব সিদ্ধ আছে।

ইতি অগ্নিহোত্রাদ্যাশ্রমকর্ম্মণাং নিবৃত্ত্যভাবনিরূপণাধিকরণম্।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ১৭শ সূত্র। অতোঽন্যাপি হ্যেকেষামুভয়োঃ ॥

ভাষ্য।—অস্মাৎ প্রাপ্তবিষয়াৎ কর্ম্মণো বিদ্যোৎপাদকাদি-রূপাদন্যাপ্যলব্ধবিষয়া কৃত্যাঽস্তি। তদ্বিষয়মেকেষাং "সুহৃদঃ

সাধুকৃত্যাং, দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যামি”-ত্যুভয়োঃ পুণ্যপাপয়োর্বিভাগ-বচনম্ ।

অস্যার্থ :—প্রাপ্তবিষয় কর্ম্ম (ফলোৎপাদনে প্রবৃত্ত কর্ম্ম) এবং অগ্নিহোত্রাদি বিদ্যোৎপাদক কর্ম্ম ব্যতীত অপর অপ্রাপ্তবিষয় কর্ম্মও জীবন্মুক্ত পুরুষের অবশ্য থাকে ; (বিদ্যোৎপত্তির পরে জীবিতকালে কৃতকর্ম্ম সমস্তই অপ্রাপ্তবিষয় কর্ম্ম) । তৎসম্বন্ধে কোন কোন শাখীরা বলেন যে ‘মুক্ত-পুরুষের দেহান্তে তাঁহার পুণ্যকর্ম্মের ফল সুহৃদ্‌গণ এবং পাপকর্ম্মের ফল শত্রুগণ প্রাপ্ত হয়” ইত্যাদিবাক্যে শ্রুতি ঐ সকল পাপ ও পুণ্যের এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, ইহাদের ফল মুক্তপুরুষ কর্তৃক ভুক্ত না হইলেও অপর কর্ত্তৃক বিভাগক্রমে ভুক্ত হয় ।

ইতি অলব্ধবিষয়কর্ম্মণাম্ অন্যৈর্ভোগ্যত্বনিরূপণাধিকরণম্ ।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ১৮শ সূত্র । যদেব বিদ্যয়েতি হি ॥

ভাষ্য ।—কর্ম্মণঃ প্রবলত্বদুর্ব্বলত্বসূচনার্থমিদমুচ্যতে “যদেব বিদ্যয়া” ইতি হি ।

অস্যার্থ :—ছান্দোগ্য উপনিষদে (১ম অঃ ১ম খঃ) উক্ত হইয়াছে যে “যাহা বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও উপনিষদের সহিত কৃত হয়, তাহা অধিকতর শক্তি-শালী হয়” ; এই বাক্যের অর্থ এইরূপ নহে যে, বিদ্যাবিরহিত যাগাদি অকর্ত্তব্য ; এবং বিদ্যাযুক্ত যাগাদিই কর্ত্তব্য । বাস্তবিক আশ্রমবিহিত সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানী পুরুষেরও কর্ত্তব্য । বিদ্যাযুক্ত যাগাদির শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিদ্যাবিরহিত যাগাদির অশ্রেষ্ঠত্ব মাত্র উক্ত শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন ; এই শ্রেষ্ঠত্ব, অশ্রেষ্ঠত্ব (প্রবলত্ব, দুর্ব্বলত্ব) প্রদর্শন করা মাত্র ঐ ছান্দোগ্য-

বাক্যের অভিপ্রায়; বিদ্যাবিরহিত যাগাদিকর্ম্ম নিষেধ করা ঐ শ্রুতির অভিপ্রেত নহে।

ইতি বিদ্যয়া কৃতকর্ম্মণঃ ফলাধিক্যনিরূপণাধিকরণম্।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ১৯শ সূত্র। ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাহথ সম্পদ্যতে ॥

ভাষ্য।—বিদ্বানারব্ধকার্য্যে তু সুকৃতদুষ্কৃতে ভোগেন ক্ষপয়িত্বা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে।

অস্যার্থ :—আরব্ধবিষয় যে পাপ ও পুণ্য-কার্য্য, তাহা ভোগের দ্বারা ক্ষয় করিয়া, জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মরূপতা লাভ করেন।

ইতি প্রবৃত্তফলকর্ম্মণাং ভোগেন ক্ষয়নিরূপণাধিকরণম্।

ইতি বেদান্তদর্শনে চতুর্থাধ্যায়ে প্রথমপাদঃ সমাপ্তঃ।

ওঁ তৎ সৎ ॥

বেদান্ত-দর্শন

চতুর্থ অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ১ম সূত্র। বাঙ্‌মনসি দর্শনাৎ শব্দাচ্চ ॥

ভাষ্য।—"বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে" ইতি বাগিন্দ্রিয়স্য মনসি সংযোগরূপা সম্পত্তিরুচ্যতে, বাগিন্দ্রিয়ে উপরতেঽপি, মনঃ-প্রবৃত্তিদর্শনাৎ, "বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে" ইতি শব্দাচ্চ।

অস্যার্থ:—শ্রুতি বলিয়াছেন "প্রয়াণকালে মৃতপুরুষের বাগিন্দ্রিয় মনের সহিত সমতাপ্রাপ্ত হয়" (ছান্দোগ্য ৬অঃ ১৫ খণ্ড)। এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহত্যাগকালে তাঁহার বাগিন্দ্রিয় মনের সহিত সংযোগরূপ-"সম্পত্তি" লাভ করে, (অর্থাৎ মনের সহিত বাগিন্দ্রিয়-যুক্ত হইয়া একত্ব লাভ করে, ইহার পৃথক্ স্ফুরণ থাকে না), কারণ বাগিন্দ্রিয় উপরত হইলেও (মৃত্যুকালে পুরুষের বাক্‌রোধ হইলেও), মনের প্রবৃত্তির রোধ না হওয়া দৃষ্ট হয় ; এবং পূর্ব্বোক্ত "বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে" (বাক্য মনের সহিত সমতাপ্রাপ্ত হয়) এই শ্রুতিবাক্যেও তাহা প্রমাণিত হয়।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের অভিমত এই যে, এই পাদে কেবল সগুণোপাসক-দিগের গতি অবধারিত হইয়াছে। কিন্তু সগুণোপাসক ও নির্গুণোপাসক বলিয়া কোন প্রকার প্রভেদ মহর্ষি সূত্রকার প্রদর্শন করেন নাই ; এইরূপ প্রভেদ অপর কোন ভাষ্যকারও স্বীকার করেন নাই। সূত্রসকল পর পর পাঠ করিয়া গেলে, শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত কোন প্রকারে সঙ্গত বলিয়া অনুমিত হয় না। এই অধ্যায়ের প্রথমপাদে যে সর্ব্ববিধ মুমুক্ষু পুরুষের

আচরণীয় উপাসনার বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন মত-বিরোধ নাই। এই পাদে উক্ত উপাসকদিগের মৃত্যুসময়ের অবস্থা বর্ণিত হইতেছে; তাহাতে সূত্রকার কোন বিশেষ শ্রেণীর উপাসকের বিষয় বর্ণনা করিতেছেন বলিয়া জ্ঞাপন না করাতে, সর্ব্বপ্রকার উপাসকের সম্বন্ধেই এই বর্ণনা প্রযোজ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ২য় সূত্র। অতএব সর্ব্বাণ্যনু ॥

ভাষ্য।—বাচমনু সর্ব্বাণ্যপীন্দ্রিয়াণি মনসি সম্পদ্যন্তে, তথা-দর্শনাৎ, 'ইন্দ্রিয়ৈর্মনসি সম্পদ্যমানৈরি"-তি শব্দাচ্চ।

অন্বয়ার্থ:—বাগিন্দ্রিয় মনের সহিত সমতাপ্রাপ্ত হইলে, তৎপশ্চাৎ অপরাপর ইন্দ্রিয়সকলও মনের সহিত সমতাপ্রাপ্ত হয়; কারণ মৃত্যুকালে প্রথমেই বাক্‌রুদ্ধ হওয়া এবং পরে অপরাপর ইন্দ্রিয় উপরত হওয়া প্রত্যক্ষী-ভূত হয়; শ্রুতিও বলিয়াছেন "ইন্দ্রিয়সকল মনের সহিত সমতা লাভ করে"।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ৩য় সূত্র। তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ ॥

ভাষ্য।—তচ্চ প্রাণেন সংযুজ্যতে। "মনঃ প্রাণে" ইত্যুত্তরা-চ্ছব্দাৎ।

অন্বয়ার্থ:—সর্ব্বেন্দ্রিয়সংযুক্ত মন প্রাণের সহিত সংযুক্ত হয়; কারণ শ্রুতি উক্তবাক্যের পরেই বলিয়াছেন "মন প্রাণে সমতা লাভ করে"। (শ্রুতি, যথা—"অস্য বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" ইতি (ছাঃ ৬অঃ ১৫ খণ্ড) ।

এই স্থলে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, শ্রুতি "পরস্যাং দেবতায়াম্" অর্থাৎ পরব্রহ্মে অবশেষে লীন হইবার কথা উল্লেখ করিয়া, যে পুরুষ দেহান্তে পরমমোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারই বিষয় যে বর্ণনা করিতেছেন, তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ৪র্থ সূত্র। সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ ॥

ভাষ্য।—প্রাণো জীবেন সংযুজ্যতে। কুতঃ ? "এবমেবেমমাত্মানমন্তকালে সর্ব্বে প্রাণা অভিসমায়ন্তি," "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি," "কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠিতঃ স্যামি"-তি তদুপগমাদিবোধকবাক্যেভ্যো জীবসংযুক্তস্য প্রাণস্য তেজসি সম্পত্তিরিতি ফলিতোঽর্থঃ।

অস্যার্থ :—মনঃসংযুক্ত প্রাণ জীবের সহিত সংযুক্ত হয় ; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন "অন্তকাল উপস্থিত হইলে প্রাণসকল জীবের অভিমুখে সমাগত হয়" (বৃঃ ৪ অঃ ৩ ব্রা)। "জীব উৎক্রান্ত হইলে মুখ্যপ্রাণও তৎসহ উৎক্রান্ত হয়" (বৃ ৪ অঃ ৪ ব্রা)। "আর কাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিব"। এই সকল বাক্যে জীবের সহিত প্রাণের উৎক্রমণ, অনুগমন ও অবস্থান উক্ত হইয়াছে। "প্রাণস্তেজসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে (ছাঃ ৬ অঃ ১৫ খ) প্রাণের তেজে লয়ও উক্ত হইয়াছে। অতএব জীবে সংযুক্ত হইয়া প্রাণের তেজোরূপতাপ্রাপ্তি হয়, ইহাই সূত্রের ফলিতার্থ বুঝিতে হইবে।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ৫ম সূত্র। ভূতেষু তচ্ছ্রুতেঃ ॥

ভাষ্য।—সা চ জীবসংযুক্তস্য তস্য তেজঃসহিতেষু ভূতেষু ভবতি "পৃথ্বীময় আপোময়ো বায়ুময়ঃ আকাশময়স্তেজোময়ঃ" ইতি সঞ্চরতো জীবস্য সর্ব্বভূতময়ত্বশ্রবণাৎ।

অস্যার্থ :—জীবসংযুক্ত প্রাণের অপরাপর ভূতসমন্বিত তেজঃপ্রধানরূপতা প্রাপ্তি হয় ; কারণ "এই পুরুষ পৃথিবীময়, আপোময়, বায়ুময়, আকাশময় ও তেজোময় হয়" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে উৎক্রমণকারী জীবের সর্ব্বভূতময়ত্ব উক্ত হইয়াছে (বৃ অঃ ৪ ব্রা ৫ ম)।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ৬ষ্ঠ সূত্র। নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি ॥

ভাষ্য।—একস্মিংস্তু সা ন সম্ভবতি "তাসাং ত্রিবৃত্তমেকৈকাং করবাণি," "নানাবীর্য্যাঃ পৃথগ্‌ভূতাস্ততস্তে সংহতিং বিনা। নাশক্নুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ"॥ ইতি শ্রুতিস্মৃতী একৈকস্য কার্য্যাক্ষমত্বং দর্শয়তঃ।

অস্যার্থ:—কেবল এক তেজোরূপতাপ্রাপ্তি হয় না ; কারণ শ্রুতি ও স্মৃতি এক এক ভূতের পৃথক্‌রূপে কার্য্যাক্ষমত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রুতি, যথা "সেই তিন দেবতার (তেজঃ প্রভৃতির) এক একটিকে ত্রিবৃত করিয়াছেন" (ছাঃ ৬ অঃ ৩ খ) (অর্থাৎ এক একটিকে প্রধান করিয়া, অপর দুইটিকে তৎসহ সম্মিলিত করিয়া, জাগতিক প্রত্যেক বস্তু রচনা করা হইয়াছে, এই স্থলে ত্রিবৃতকরণশব্দ পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ অর্থবোধক ; পঞ্চমহাভূত পরস্পর হইতে পৃথক্‌রূপে অবস্থান করে না, মিলিতভাবে সর্ব্বত্র অবস্থান করে ; ইহাই শ্রুতিবাক্যের ফলিতার্থ)। স্মৃতি, যথা, "বিভিন্ন-শক্তিযুক্ত ভূতসকল মিলিত না হইয়া, পৃথক্ পৃথক্ হইয়া, সৃষ্টিকার্য্য করিতে সমর্থ হয় নাই" ইত্যাদি।

ইতি জীবস্য দেহান্তে ইন্দ্রিয়াদিসমন্বিতভূতসূক্ষ্মময়দেহ-
প্রাপ্ত্যধিকরণম্।

—•—

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ৭ম সূত্র। সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বঞ্চানু-
পোষ্য ॥

(আসৃত্যুপক্রমাৎ বিদ্বদবিদুষোরুৎক্রান্তিঃ সমানৈব। সৃতির্গতিরর্চ্চি-রাদিকা, তস্যা উপক্রমো নাড়ীপ্রবেশলক্ষণঃ, তস্মাৎ প্রাগিত্যর্থঃ। মূর্দ্ধন্য নাড্যোৎক্রম্য বিদুষোঽপি ছান্দোগ্যে গতিঃ শ্রূয়তে। নাড়ীপ্রবেশে তু

জীবন্মুক্তানাং বিশেষঃ। "অমৃতত্বং চ অনুপোষ্য" ইত্যত্র চশব্দোঽবধারণে। অনুপোষ্যৈব (উষ দাহে ইত্যস্ত রূপং) ; দেহেন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধমদগ্ধ্বৈব অমৃতত্বং সম্ভবাত, তৎ "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা···অমৃতো ভবতি" ইত্যাদিবাক্যে-নোচ্যতে।)

সূত্রার্থ :—দেহপরিত্যাগের পূর্ব্বে নাড়ীমুখপ্রবেশের পূর্ব্বপর্য্যন্ত অবিদ্বান্ পুরুষের সহিত বিদ্বান্ পুরুষের সাম্য (সমানভাব) আছে, এবং দেহসম্বন্ধ বিচ্যুত না হইয়াই তাঁহার অমৃতত্বও আছে।

ভাষ্য।—"শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভি-নিঃসৃতৈকা তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিশ্বগন্যা উৎক্রমণে ভবন্তী"-তি নাড়ীবিশেষেণ বিদুষোঽপ্যুৎক্রম্য গতিঃ শ্রূয়তে। এবং সতি বিদুষো নাড়ীপ্রবেশলক্ষণগত্যুপক্রমাৎ প্রাগুৎক্রান্তিঃ সমানৈব। যত্তু "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতী"-তি বিদুষ ইহৈবামৃতত্বং শ্রূয়তে। তদ্দেন্দ্রিয়াদি-সম্বন্ধমদগ্ধ্বৈবোত্তর-পূর্ব্বাঘাশ্লেষবিনাশ-লক্ষণমুপপদ্যতে।

অস্যার্থ :—হৃৎপুণ্ডরীকে একশত এক সংখ্যক নাড়ী আছে, তন্মধ্যে একটি মস্তকের দিকে গমন করিয়াছে, সেই নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণকালে ঊর্দ্ধদিকে গমন করিয়া, ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয় এবং অমৃতত্ব লাভ করে" (কঠ ২অঃ ৩ব, ছাঃ ৮অঃ ৬থ) ইত্যাদিবাক্যে শ্রুতি ব্রহ্মজ্ঞানীর নাড়ীবিশেষের দ্বারা গতি বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব নাড়ীপ্রবেশলক্ষণ-গতিপ্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জ্ঞানী পুরুষ এবং অজ্ঞানী পুরুষের গতিপ্রণালী, যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে উক্ত হইয়াছে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির মুখ্যপ্রাণে লয়, তৎপর মুখ্যপ্রাণের তেজঃ-প্রধান ভূতগ্রামে লয়), তাহা সমানই। কারণ "যখন সর্ব্ববিধ হৃদিস্থিত

কাম হইতে মুক্ত হয়, তখন মর্ত্ত্য ব্যক্তিও অমৃতত্ব লাভ করে" ইত্যাদিশ্রুতি-বাক্যে (কঠ ২অঃ ৩ ব) যে ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষের জীবিতকালেই অমৃতত্বলাভ হওয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তৎকালে ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধ দগ্ধ না হইয়াই হয়; ইহার লক্ষণ পূর্ব্বকৃত পাপপুণ্যের বিনাশ, এবং উত্তরকালকৃত পাপপুণ্যের সহিত অলিপ্ততা। অতএব দেহান্তকাল উপস্থিত হইলে জীবন্মুক্তপুরুষদিগেরও ইন্দ্রিয়াদিসংযুক্ত হইয়াই উৎক্রান্তি (দেহ হইতে গমন) উপপন্ন হয়। (তাহাতে কোন দোষের আশঙ্কা নাই)।

এই সূত্রের ব্যাখ্যা শাঙ্করভাষ্যে কিঞ্চিৎ বিভিন্নরূপে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা:—"সমানা চৈষোৎক্রান্তির্ব্বাঙ্‌মনসীত্যাদ্যা, বিদ্বদবিদুষোরাসৃত্যুপ-ক্রমাৎ ভবিতুমর্হতি; অবিশেষশ্রবণাৎ। অবিদ্বান্ দেহবীজভূতানি ভূতসূক্ষ্মাণ্যাশ্রিতা কর্ম্মপ্রযুক্তো দেহগ্রহণমনুভবিতুং সংসরতি। বিদ্বাংস্তু জ্ঞানপ্রকাশিতমোক্ষং নাড়ীদ্বারমাশ্রয়তে, তদেতদাসৃত্যুপক্রমাদিত্যুক্তম্। নম্বমৃতত্বং বিদুষা প্রাপ্তব্যং, ন চ তদ্দেশান্তরায়ত্তং, তত্র কুতো ভূতাশ্রয়ত্বং সৃত্যুপক্রমো বেতি? অত্রোচ্যতে "অনুপোষ্য" চেদম্; অদগ্ধ্বাহত্যন্ত-মবিদ্যাদীন্ ক্লেশানপরবিদ্যাসামর্থ্যাদাপেক্ষিকমমৃতত্বং প্রেপ্স্যতে; সম্ভবতি তত্র সৃত্যুপক্রমো ভূতাশ্রয়ত্বঞ্চ। নহি নিরাশ্রয়াণাং প্রাণানাং গতিরুপ-পদ্যতে। তস্মাদদোষঃ"॥

অস্যার্থ:—(অর্চ্চিরাদিপথ অবলম্বনের উপক্রম পর্য্যন্ত বিদ্বান্ (ব্রহ্মজ্ঞানী) এবং অবিদ্বান্ উভয়ের পক্ষেই বাক্যের মনে লয় প্রভৃতি পূর্ব্বোক্তবিষয়সকল সমান বলিতে হইবে; কারণ শ্রুতি তৎসম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে কোন তারতম্য করেন নাই। অবিদ্বান্ ব্যক্তি দেহের বীজভূত ভূত-সূক্ষ্মসকলকে আশ্রয় করিয়া, স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা প্রেরিত হইয়া, দেহগ্রহণ করিবার নিমিত্ত গমন করে; বিদ্বান্ ব্যক্তি নাড়ীদ্বারপ্রবেশপূর্ব্বক ব্রহ্ম-জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত মোক্ষ লাভ করেন; (সেই নাড়ীদ্বারপ্রাপ্ত হইয়া

ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হয়েন, অতএব নাড়ীদ্বারপ্রাপ্তিকেই মোক্ষ বলা যায়)। অতএব দেহপরিত্যাগের উপক্রম পর্য্যন্ত উভয়ের সমানত্ব উক্ত হইয়াছে। পরন্তু এই স্থলে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, বিদ্বান্ পুরুষ অমৃতত্বকেই লাভ করিবেন, কিন্তু মোক্ষ দেশান্তরপ্রাপ্তির অধীন নহে ; অতএব তাঁহার ভূতসূক্ষ্মপ্রাপ্তি এবং অর্চ্চিরাদিমার্গাবলম্বন কি নিমিত্ত হইবে? এই আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন, অনুপোষ্য চেদম্ (অমৃতত্বং) অর্থাৎ অবিদ্যাদিক্লেশসম্বন্ধ আত্যন্তিকরূপে দগ্ধ না হইলেও ব্রহ্মবিদ্যাবলে আপেক্ষিক অমৃতত্ব লাভ হয়। অতএব সূক্ষ্মভূতাশ্রয়ত্ব ও অর্চ্চিরাদি-মার্গাবলম্বন সম্ভব হয়। প্রাণ কিছু আশ্রয় না করিয়া গমন করিতে পারে না ; অতএব এই সিদ্ধান্তে কোন দোষ নাই)।

কিন্তু এই স্থলে বক্তব্য এই যে, অবিদ্যা থাকিতে অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ হওয়া কথার কোন অর্থই নাই, এবং শ্রুতি কোন স্থানে এইরূপ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অমৃতত্বপদ ব্যবহার করেন নাই। "অনুপোষ্য" শব্দের অর্থ পরিত্যাগ না করিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির সহিতই মুক্তপুরুষও মোক্ষমার্গে গমন করেন। অবিদ্যার সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ না করিয়া, আপেক্ষিক অমৃতত্ব লাভ হয় বলিয়া যে শাঙ্করভাষ্যে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা সূত্রের বাক্যার্থের দ্বারা কোন প্রকারে প্রতিপন্ন হয় না ; ইহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ৮ম সূত্র। তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ ॥

(আ+অপীতেঃ=আপীতেঃ ; অপীতিঃ ব্রহ্মভাবাপত্তিঃ।)

ভাষ্য।—তদমৃতত্বং দেহসম্বন্ধমদগ্ধ্বৈব বোধ্যম্। কুতঃ? "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে" ইতি আ বিমুক্তেঃ সংসারব্যপদেশাৎ।

অন্বয়ার্থ :—পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে যে, দেহসম্বন্ধ দগ্ধ না হইয়াই অমৃতত্ব লাভ হয়. তৎসম্বন্ধে শ্রুতিই "তস্য তাবদেব চিরং" (ব্রহ্মজ্ঞানী-পুরুষের ততকালই বিলম্ব যতকাল তাঁহার প্রারব্ধকর্ম্মভোগ হইতে মুক্তি না হয় ; দেহান্তে তিনি ব্রহ্মসারূপ্য লাভ করেন) ইত্যাদি বাক্যে (ছাঃ ৬ অঃ ১৪ খ) উপদেশ করিয়াছেন। উক্ত শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে, দেহ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্তিলাভ না করা পর্য্যন্ত, জ্ঞানীপুরুষেরও অপর জীবের ন্যায় সাংসারিক কার্য্য থাকে। (অতএব নাড়ীমুখপ্রবেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর সমভাব (ইন্দ্রিয়ের মনে লয়, মনের প্রাণে লয় ইত্যাদি) উক্ত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ৯ম সূত্র। সূক্ষ্মং, প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ ॥

ভাষ্য।—সূক্ষ্মং শরীরমনুবর্ত্ততে "বিদুষস্তং প্রতিব্রূয়াৎ, সত্যং ব্রূয়াৎ" ইতি প্রমাণতস্তদ্ভাবোপলব্ধেঃ।

অন্বয়ার্থ : - স্থূলদেহ বিনষ্ট হইবার পর জ্ঞানী পুরুষের সূক্ষ্মশরীর থাকে ; কারণ শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারা তাহাই বোধগম্য হয়। যথা, শ্রুতি দেবযানপথে (অর্চ্চিরাদিপথে) গমনকারী জ্ঞানী পুরুষ এবং চন্দ্রমার কথোপকথন বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সূক্ষ্মশরীর না থাকিলে সম্ভব হইতে পারে না। সংবাদ-বোধক শ্রুতিবাক্য যথা, "বিদুষস্তং প্রতিব্রূয়াৎ" (বিদ্বান্ পুরুষ চন্দ্রমাকে প্রত্যুত্তর করেন) ইত্যাদি। (কৌ ২ অঃ)

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১০ম সূত্র। নোপমর্দ্দেনাতঃ ॥

ভাষ্য।—অতঃ "অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি" ইতি ন দেহ-সম্বন্ধোপমর্দ্দেনামৃতত্বং বদতি।

অন্বয়ার্থ :—"অনন্তর মর্ত্ত্যজীব অমৃতত্ব লাভ করে" (কঠ, ২অঃ ৩ব) এই শ্রুতিবাক্য দেহসম্বন্ধ বিনষ্ট হইবার পর অমৃতত্বলাভ হইবার বিষয় বলেন

নাই, (পরন্তু দেহ থাকিতেই অমৃতত্বলাভের বিষয় উপদেশ করিয়াছেন)। এতদ্দ্বারাও জানা যায় যে, জীবিতকালেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়, এবং জীব মুক্তিলাভ করে। অতএব মুক্তপুরুষের স্থূলদেহের পতনের পর সূক্ষ্মদেহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকাতে কোন বিচিত্রতা নাই।

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ১১শ সূত্র। অস্যৈব চোপপত্তেরুষ্মা ॥

ভাষ্য।—স্থূলদেহে সূক্ষ্মদেহস্যৈব ধর্ম্মভূতঃ উষ্মোপলভ্যতে। তস্মিন্নসতি তদনুপলব্ধেরিত্যুপপত্তেঃ।

অস্যার্থ :—সূক্ষ্মশরীরেরই ধর্ম্মভূত উষ্মা (উত্তাপ) স্থূলদেহে দৃষ্ট হয়; কারণ সূক্ষ্মশরীর নিষ্ক্রান্ত হইলে স্থূলদেহে উষ্মা দৃষ্ট হয় না; ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, স্থূলদেহের উত্তাপ নিজের নহে, তাহা সূক্ষ্মদেহের।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ১২শ সূত্র। প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ স্পষ্টো হ্যেকেষাম্ ॥

ভাষ্য।—"অথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতী"-তি বিপ্রতিষেধাদ্বিদুষ উৎক্রান্তিরনুপপন্নেতি চেন্নায়ং বিরোধঃ, যতোঽয়ং প্রাণানামুৎক্রান্তিপ্রতিষেধাদ্বিদুষঃ প্রকৃতাচ্ছারীরা-"ত্তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তী"-তি স্পষ্ট একেষাং পাঠে। তস্মাদেব তেষামুৎক্রান্তিপ্রতিষেধঃ শ্রূয়তে।

অস্যার্থ :—"পরন্তু যিনি কামনা করেন না; অতএব কামনারহিত, নিষ্কাম, আপ্তকাম এবং আত্মকাম, তাঁহার প্রাণসকল (ইন্দ্রিয়সকল) উৎক্রান্ত হয় না, ব্রহ্মভাবলাভ করিয়া, তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন" বৃহদারণ্যকের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে যে এই বাক্য উল্লিখিত

হইয়াছে, তাহাতে প্রাণের উৎক্রান্তি নিষিদ্ধ হওয়াতে, বিদ্বান্ পুরুষের দেহ হইতে প্রাণসকলের উৎক্রান্তি, যাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না; এইরূপ আপত্তি হইলে তদুত্তরে বলিতেছি যে, উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের সহিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রোল্লিখিত মীমাংসার কোন বিরোধ নাই। কারণ বৃহদারণ্যকোক্ত পূর্ব্বকথিত শ্রুতিবাক্যে শারীর বিদ্বান্পুরুষ হইতেই ইন্দ্রিয়সকলের উৎক্রান্তির প্রতিষেধ হইয়াছে, শরীর হইতে উৎক্রান্তির প্রতিষেধ হয় নাই; মাধ্যন্দিনশাখায় উক্ত শ্রুতির পাঠে "তস্য প্রাণা" স্থলে "তস্মাৎ প্রাণা" এইরূপ পাঠ থাকাতে ইহা স্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হয়। (উক্ত শ্রুতি এই,:—"যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন **তস্মাৎ** প্রাণা উৎক্রামন্তি")। অতএব বিদ্বান্ পুরুষের প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সকল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায় না, তৎসহ তাহারাও ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়, ইহাই প্রথমোক্ত শ্রুতিও উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে।

এই সূত্রকে শাঙ্করভাষ্যে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। "প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ" এই অংশকে একটি স্বতন্ত্র সূত্র, এবং "স্পষ্টো হ্যেকেষাং" এই অংশকে অপর একটী স্বতন্ত্র সূত্র বলিয়া শাঙ্করভাষ্যে ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে। প্রথমোক্ত অংশের অর্থসম্বন্ধে কোন ব্যাখ্যাবিরোধ নাই। যথা, এই সূত্রের ব্যাখ্যানে "অথাকাময়মানো যোঽকামো" ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত বৃহদারণ্যকের চতুর্থাধ্যায়োক্ত বাক্য উল্লেখ করিয়া, আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন:—"অতঃ পরবিদ্যাবিষয়াৎ, প্রতিষেধাৎ ন পরব্রহ্মবিদো দেহাৎ প্রাণানামুৎক্রান্তিরস্তীতি চেন্নেত্যুচ্যতে। যতঃ শারীরাদাত্মন এব উৎক্রান্তিপ্রতিষেধঃ প্রাণানাং, ন শরীরাৎ। কথমবগম্যতে। "ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি" ইতি শাখান্তরে পঞ্চমীপ্রয়োগাৎ। সম্বন্ধসামান্যবিষয়া হি ষষ্ঠী শাখান্তরগতয়া পঞ্চম্যা সম্বন্ধ-

বিশেষে ব্যবস্থাপ্যতে। তস্মাদিতি চ প্রাধান্যাদভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সাধিকৃতো দেহী সম্বধ্যতে, ন দেহঃ। ন তস্মাদুচ্চিক্রমিষোর্জ্জীবাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি সহৈব তেন ভবন্তি ইত্যর্থঃ।

অস্যার্থ :—"পূর্ব্বোক্ত "অথাকাময়মানো" ইত্যাদিবাক্য পরবিদ্যা-বিষয়ক হওয়ায় এবং তাহাতে প্রাণের উৎক্রান্তি প্রতিষিদ্ধ হওয়ায়, পর-ব্রহ্মবিৎ পুরুষের মৃত্যুকালে দেহ হইতে প্রাণসকলের উৎক্রান্তি হয় না, ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ শরীর হইতে প্রাণসকলের উৎক্রান্তি উক্তবাক্যে প্রতিষিদ্ধ হয় নাই, শারীর-পুরুষ হইতেই উৎক্রান্তির প্রতিষেধ হইয়াছে। যদি বল, শ্রুতিবাক্যের অর্থ কি নিমিত্ত এইরূপ বুঝিতে হইবে? তাহার উত্তর শাখান্তরে "ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি" এইরূপ পাঠ উক্ত শ্রুতির থাকা দৃষ্ট হয়, তাহাতে ষষ্ঠ্যন্ত "তস্য প্রাণা" স্থলে পঞ্চম্যন্ত "তস্মাৎ প্রাণা" এইরূপ পাঠ আছে। ষষ্ঠীবিভক্তি যে পাঠে আছে, তাহাতে কেবল সম্বন্ধমাত্র প্রকাশিত হয়। ("তাঁহার প্রাণসকল উৎক্রান্ত হয় না" এইমাত্র বাক্যার্থ। কিন্তু তাঁহার প্রাণ সকল কাহা হইতে উৎক্রান্ত হয় না, দেহ হইতে অথবা শারীর জীব হইতে, তাহা উক্তবাক্যে বিশেষরূপে উল্লিখিত হয় নাই)। কিন্তু পঞ্চমী-বিভক্তি পাঠান্তরে থাকায়, শারীর জীব হইতেই যে উৎক্রান্তি হয় না, তাহা স্পষ্টরূপে বোধগম্য হয় (কারণ "তস্মাৎ" শব্দের পূর্ব্বে "শরীর" শব্দের উল্লেখমাত্র নাই, বিদ্বান্ পুরুষেরই উল্লেখ আছে, অতএব "তস্মাৎ" শব্দে তস্মাৎ পুরুষাৎ, ইহাই স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হয়)। "তস্মাৎ" শব্দের প্রাধান্য হেতু মোক্ষাধিকারী দেহীর সহিতই "তৎ" শব্দের সম্বন্ধ, দেহের সহিত নহে। অতএব শ্রুতিবাক্যের অর্থ এইরূপই বুঝিতে হইবে যে, দেহ পরিত্যাগ করিয়া গমনেচ্ছু জীবের প্রাণসকল তাঁহা হইতে উৎক্রান্ত হয় না, অর্থাৎ তাঁহার সহকারী হয়।"

পরন্তু এই সূত্রের এইরূপ অর্থ করিয়া, আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, ইহা পূর্ব্বপক্ষীয় সূত্র, ইহাতে বেদব্যাস নিজমত জ্ঞাপন করেন নাই; পূর্ব্বপক্ষ এইরূপ উল্লেখ করিয়া, তদুত্তর পরসূত্রে বেদব্যাস প্রদান করিয়াছেন। যথা,—

"স্পষ্টো হ্যেকেষাম্"

এই সূত্রের অর্থ শ্রীশঙ্করাচার্য্য এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা:— "সপ্রাণস্য চ প্রবসতো ভবত্যুৎক্রান্তির্দ্দেহাদিত্যেবং প্রাপ্তে প্রত্যুচ্যতে "স্পষ্টো হ্যেকেষাম্"। নৈতদস্তি যদুক্তং পরব্রহ্মবিদোঽপি দেহাদস্ত্যুৎক্রান্তিঃ, প্রতিষেধস্য দেহ্যপাদানত্বাদিতি। যতো দেহাপাদন এবোৎক্রান্তিপ্রতিষেধ একেষাং সমাম্নাতৄণাং স্পষ্ট উপলভ্যতে। তথা হার্ত্তভাগপ্রশ্নোত্তরে 'যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়তে তদাস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্ত্যাহোস্বিন্নে'তি" ইত্যত্র "নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ" ইত্যুৎক্রান্তিপক্ষং পরিগৃহ্য ন তর্হ্যয়মনুৎক্রান্তেষু প্রাণেষু মৃত ইত্যস্যামাশঙ্কায়া'মত্রৈব সমবলীয়ন্ত' ইতি প্রবিলয়ং প্রাণানাং প্রতিজ্ঞায় তৎসিদ্ধয়ে 'স উচ্ছ্বয়ত্যাধ্মায়ত্যাধ্মাতো মৃতঃ শেতে' ইতি সশব্দপরামৃষ্টস্য প্রকৃতস্যোৎক্রান্ত্যবধেরুচ্ছয়নাদীনি সমামনন্তি। দেহস্য চৈতানি স্যুর্ন দেহিনঃ। তৎসামান্যাৎ 'ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে' ইত্যত্রাপ্যভেদোপচারেণ দেহদেহিনোর্দ্দেহপরামর্শিনা সর্ব্বনাম্না দেহ এব পরামৃষ্ট ইতি পঞ্চমীপাঠে ব্যাখ্যেয়ম্। যেষান্তু ষষ্ঠীপাঠস্তেষাং বিদ্বৎসম্বন্ধিন্যুৎক্রান্তিঃ প্রতিষিধ্যত ইতি প্রাপ্তোৎক্রান্তিপ্রতিষেধার্থত্বাদস্য বাক্যস্য দেহাপাদানৈব সা প্রতিষিদ্ধা ভবতি দেহাদুৎক্রান্তিঃ প্রাপ্তা ন দেহিনঃ। অপিচ 'চক্ষুষো বা মূর্দ্ধ্নো বা অন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যস্তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি প্রাণমুৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি' ইত্যেবমবিদ্বদ্বিষয়েসু সপ্রপঞ্চমুৎক্রমণং সংসারগমনঞ্চ দর্শয়িত্বা 'ইতি নু কাময়মানঃ' ইত্যুপসংহৃত্যাঽবিদ্বৎকথাম্ 'অথাকাময়মানঃ' ইতি ব্যপদিশ্য

বিদ্বাংসং যদি তদ্বিষয়েঽপ্যুৎক্রান্তিমেব প্রাপয়েদসমঞ্জস এব ব্যপদেশঃ স্যাৎ। তস্মাদবিদ্বদ্বিষয়ে প্রাপ্তয়োর্গত্যুৎক্রান্ত্যোর্ব্বিদ্বদ্বিষয়ে প্রতিষেধ ইত্যেবমেব ব্যাখ্যেয়ং ব্যপদেশার্থবত্ত্বায়। ন চ ব্রহ্মবিদঃ সর্ব্বগতব্রহ্মাত্মভূতস্য প্রক্ষীণ-কামকর্ম্মণ উৎক্রান্তির্গতির্ব্বোপপদ্যতে নিমিত্তাভাবাৎ। 'অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে' ইতি চৈবঞ্জাতীয়কাঃ শ্রুতয়ো গত্যুৎক্রান্ত্যোরভাবং সূচয়ন্তি।

অস্যার্থ :—"দেহপরিত্যাগকারী বিদ্বান্ পুরুষও প্রাণসকলের সহিত যুক্ত হইয়া, দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়েন। এইরূপ আপত্তির উত্তর—"স্পষ্টো হ্যেকেষাম্" এই সূত্রে দেওয়া হইতেছে। যথা :—"তস্মাৎ" পদে পঞ্চমীবিভক্তি দৃষ্টে যে "অথাকাময়মানো" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি-বাক্যে দেহী পুরুষ হইতে প্রাণসকলের উৎক্রান্তির প্রতিষেধ করা হইয়াছে (দেহ হইতে উৎক্রান্তির প্রতিষেধ করা হয় নাই), সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানী-পুরুষের দেহ হইতে প্রাণের উৎক্রান্তি হয় বলিয়া পূর্ব্বপক্ষে বলা হইল, তাহা প্রকৃত নহে। কারণ দেহ হইতেই উৎক্রান্তির প্রতিষেধ হওয়া একশাখার পাঠদৃষ্টে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়; যথা—বৃহদারণ্যকোপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ে ২য় ব্রাহ্মণে, আর্ত্তভাগ ও যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে যে প্রশ্নোত্তর উক্ত আছে, তাহাতে দেখা যায়, আর্ত্তভাগ প্রশ্ন করিলেন—"যখন এই পুরুষ মৃত হয়, তখন তাঁহার প্রাণসকল উৎক্রান্ত হয়, অথবা হয় না?" তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "না", অর্থাৎ তাঁহার প্রাণসকল উৎক্রান্ত হয় না। পরন্তু এইমাত্র বলাতে, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, প্রাণ-সকল উৎক্রান্ত না হওয়াতে, বিদ্বান্ পুরুষের মৃত্যুই হয় না; এই আশঙ্কা নিবারণার্থ পুনরায় যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "ইহাতেই (এই দেহেই) তাঁহার প্রাণসকল সম্যক্ লয় প্রাপ্ত হয়; এইরূপে প্রাণসকলের লয় জ্ঞাপন করিয়া, তাহা প্রমাণিত করিবার জন্য পুনরায় বলিলেন "তিনি তখন উচ্ছূনতা (বাহ্যবায়ুপ্রপূরণে বৃদ্ধি) প্রাপ্ত হয়েন, এবং আধ্মাত হয়েন (ঘর্ ঘর্

শব্দ করেন), এবং এইরূপ ঘস্ ঘস্ শব্দ করিয়া মৃত হইয়া শয়ন করেন"। এই সকল বাক্যে শ্রুতি "স" শব্দের সহিতই অন্বয় করিয়া "উৎক্রান্তি" হইতে "উচ্ছয়নাদি" পর্য্যন্ত ক্রিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; পরন্তু "উচ্ছয়নাদি" কার্য্য দেহেরই হয়, তাহা দেহীর নহে ; এই "উচ্ছয়নাদির" সহিত উৎক্রান্তি" পদেরও সমার্থভাব থাকায়, "ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি, অত্রৈব সমবলীয়ন্তে" এই স্থলেও পরবাক্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া "তস্মাৎ" পদে যে তদ্‌শব্দের পর পঞ্চমীবিভক্তি আছে, সেই তদ্‌শব্দ যদিও আপাততঃ দেহীকেই বুঝায়, তথাপি উক্ত স্থলে "দেহ" অর্থেই তাঁহার প্রয়োগ বুঝিতে হইবে। আর যাহারা "ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি" এইরূপ পাঠ না করিয়া, "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" এইরূপ পাঠ করেন. তাঁহাদের পাঠে বিদ্বান্ পুরুষের সম্বন্ধে শ্রুতি উৎক্রান্তি প্রতিষেধ করিয়াছেন ; উৎক্রান্তির প্রতিষেধ ঐ বাক্যদ্বারা প্রাপ্ত হওয়াতে, দেহ হইতে উৎক্রান্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হয়। বিদ্বান্ পুরুষের দেহ হইতে যে প্রাণাদির উৎক্রান্তি হয় না, তাহা সিদ্ধান্ত করিবার আরও হেতু এই যে বৃহদারণ্যকে চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণে শ্রুতি প্রথমতঃ জীব উৎক্রান্ত হইলে, "চক্ষু, মূর্দ্ধা অথবা শরীরের অন্য প্রদেশ হইতে প্রাণ উৎক্রান্ত হইয়া তাঁহার সহকারী হয় ; মুখ্যপ্রাণ উৎক্রান্ত হইলে, অন্যান্য প্রাণ সকল ইহার অনুসরণ করে" ইত্যাদি বাক্যে অবিদ্বান্ পুরুষের সম্বন্ধে প্রাণাদির সহিত উৎক্রমণ এবং পুনরায় সংসার গমন প্রদর্শন করিয়া, 'ইতি নু কাময়মানঃ' (সকাম পুরুষের এই প্রকার গতি) এই বাক্যের দ্বারা তদ্বিষয়ক গতিবর্ণনার উপসংহারক্রমে, তৎপরে 'অথাকাময়মানঃ' (অনন্তর যিনি নিষ্কামী) ইত্যাদি বাক্য উপদেশ করাতে, যদি বিদ্বান্ পুরুষেরও তদ্রূপ উৎক্রান্তিই উপদেশ করেন, তবে শ্রুতির উপদেশ অসমঞ্জস হইয়া পড়ে। অতএব সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, অবিদ্বানের সম্বন্ধে যে

গতি ও উৎক্রান্তির বিষয় শ্রুতি প্রথমে উপদেশ করিয়াছেন, তাহাই বিদ্বানের বিষয়ে পরে প্রতিষেধ করিয়াছেন ; শ্রুতিবাক্যের এইরূপ অর্থ করিলেই, তাঁহার অর্থবত্তা স্থিরতর থাকে। ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ সর্ব্বগত ব্রহ্মের সহিত একত্বপ্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার সকামকর্ম্ম সমস্ত বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং তাঁহার দেহ হইতে উৎক্রান্তির পক্ষে কোন নিমিত্ত থাকে না ; অতএব মরণান্তে তাঁহার দেহ হইতে উৎক্রান্তি যুক্তিমূলেও উপপন্ন হয় না। "এখানেই তিনি ব্রহ্ম লাভ করেন" ইত্যাদিপ্রকার শ্রুতিবাক্য সকলও ব্রহ্মজ্ঞানীর উৎক্রান্তিগতি না থাকারই সূচক।

পরন্তু শ্রীভাষ্যও (রামানুজভাষ্যও) নিম্বার্কভাষ্যেরই অনুরূপ। অতএব এই স্থলে বিচার্য্য এই, কোন্ ব্যাখ্যা সূত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণীয় ? ব্যাখ্যাদ্বয় সম্পূর্ণরূপে বিরোধী, ইহাদের সামঞ্জস্য কোন প্রকারেই হইতে পারে না।

প্রথমতঃ দেখা যায় যে, "প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ" সূত্রের এই অংশ যদি শাঙ্করিকব্যাখ্যানুসারে পূর্ব্বপক্ষের উক্তিমাত্র বলা যায়, তবে তাহার উত্তরস্বরূপে যে বেদব্যাস "স্পষ্টো হ্যেকেষাম্" এই সূত্রাংশ রচনা করিয়াছেন, তাহার কোন নিদর্শন শেষোক্ত সূত্রাংশে (অথবা সূত্রে) নাই। পক্ষব্যাবর্ত্তনস্থলে বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে "তু" অথবা "বা" অথবা "ন বা" ইত্যাদি শব্দ উত্তরস্থানীয় সূত্রের স্পষ্টবাক্যের দ্বারা যেখানে উত্তরস্থানীয় সূত্র বলিয়া ঐ সূত্রকে বোধগম্য করা না যায় তথায় সর্ব্বত্রই ব্রহ্মসূত্রে সংযোজিত করিয়াছেন ; কিন্তু এইস্থলে তাহা না করিয়া যেরূপভাবে সূত্র রচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠে সূত্রার্থ এইরূপই বোধ হয় যে সূত্রের "স্পষ্টো হ্যেকেষাম্" অংশ "প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ" এই অংশের পোষক, তদ্বিপরীত-মত-জ্ঞাপক নহে। এই দুই অংশ বিভাগ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ দুই সূত্ররূপে যেরূপ শঙ্করাচার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সূত্রার্থের কোন

তারতম্য হয় না। এই সূত্রের গঠনের সহিত অপর দুইটি সূত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। যথা, ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের দ্বাদশ ও ও ত্রয়োদশ সূত্র। দ্বাদশসূত্র, যথা "ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ" এইস্থলে "ভেদাৎ" এই অংশ পূর্ব্বপক্ষ, তাহা তৎপরস্থিত 'ইতি চেৎ" বাক্যের দ্বারা প্রদর্শন করিয়া, তদুত্তরে বেদব্যাস বলিতেছেন "ন" এবং তৎপরেই কেন নহে, তাহার কারণ "প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ" এই বাক্যের দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং "অপি চৈবমেকে" এই ত্রয়োদশসূত্রদ্বারা উক্ত কারণের সমর্থন করিয়াছেন। এই চতুর্থাধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের দ্বাদশ-সংখ্যক সূত্র, যাহার অর্থ বিচার করা যাইতেছে, তাহার গঠন পূর্ব্বোক্ত তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ১২শ ও ১৩শ সংখ্যক সূত্রদ্বয়ের ঠিক অনুরূপ। পূর্ব্বপ্রদর্শিত রীত্যনুসারেই ইহার অর্থ গ্রহণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। যথা "প্রতিষেধাৎ" এই অংশ পূর্ব্বপক্ষ, তাহা তৎপরস্থিত "ইতি চেৎ" বাক্যের দ্বারা প্রদর্শন করিয়া তদুত্তরে বক্তা সূত্রকার বলিতেছেন "ন"; এবং কেন নহে, তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে গিয়া সূত্রকার বলিতেছেন "শারী-রাৎ"; এবং তৎপরবর্ত্তী "স্পষ্টো হ্যেকেষাম্" বাক্যের দ্বারা তাহারই সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়। অতএব সূত্রের গঠনের বিচার-দ্বারা সূত্রের উভয়াংশ একই সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিতেছে বলিয়াই অনুমিত হয়। আচার্য্য শঙ্কর যে একাংশকে পূর্ব্বপক্ষ এবং অপরাংশকে সেই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, তাহা সূত্রের গঠন বিচারে অনুমান করা যাইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, এই ১২শ সূত্রের চারিটি সূত্র পূর্ব্বে, চতুর্থাধ্যায়ের দ্বিতীয়-পাদের ৭ম সংখ্যক সূত্রে বেদব্যাস বলিয়াছেন "সমানা চাসৃত্যুপক্রমাৎ", তাহার ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং এইরূপ করিয়াছেন যথা, "সমানা চৈষোৎ-ক্রান্তির্ব্বাঙ্‌মনসীত্যাদ্যা বিদ্বদবিদুষোরাসৃত্যুপক্রমাদ্ ভবিতুমর্হতি। অবি-

শেষশ্রবণাৎ" (এই ৭ম সূত্রব্যাখ্যানে তৎসম্বন্ধীয় শাঙ্করভাষ্য উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ও অব্রহ্মজ্ঞ-পুরুষের উৎক্রান্তিক্রম, বাগাদি ইন্দ্রিয়ের মনে লয় হওয়া, মনের মুখ্য প্রাণে লয় হওয়া, মুখ্যপ্রাণের জীবের সহিত সমতাপ্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত সমান, কারণ তাহার কোন বিভিন্নতা শ্রুতি বলেন নাই। (বিদ্বান্ শব্দের ব্রহ্মজ্ঞ অর্থে ব্যবহার ব্রহ্ম সূত্রে সর্ব্বত্রই হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কোন বিরোধ নাই)। ঐ সূত্রে "অমৃতত্বং চানুপোষ্য" অংশের যে ব্যাখ্যা শাঙ্করভাষ্যে উক্ত হইয়াছে, তাহা যে সঙ্গত নহে, তাহা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। মাত্র চারিটি সূত্র পূর্ব্বে বেদব্যাস এইরূপ বলিয়া, ১২শ সূত্রে নিষ্কাম বিদ্বান্ পুরুষের কোন প্রকার উৎক্রান্তি (গতি) নাই বলিবেন, ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? যদি সগুণ ও নির্গুণ উপাসকভেদে এইরূপ উৎক্রান্তি ও অনুৎক্রান্তির ব্যবস্থা করা তাঁহার অভিপ্রায় হইত (শঙ্করাচার্য্য এইরূপই মীমাংসা করিয়াছেন), তবে তৎসম্বন্ধে সূত্র রচনা করিয়া, তিনি তাহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিতেন; কিন্তু সমগ্র গ্রন্থে কোন স্থলে তিনি এইরূপ নির্দ্দেশ করেন নাই; পক্ষান্তরে তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদের ৫৭ সংখ্যক সূত্রে ("বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ" সূত্রে) এইরূপই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সর্ব্ববিধ বিদ্যারই এক ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি। সুতরাং এইরূপ ভেদকল্পনা করিবার নিমিত্ত কোন প্রকার হেতু দৃষ্ট হয় না।

তৃতীয়তঃ, "নিষ্কাম, আপ্তকাম, আত্মকাম" পুরুষের গতিবিষয়ক শ্রুতি শঙ্করাচার্য্য উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় ব্যাখ্যার সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু এই স্থলে জিজ্ঞাস্য এই, সগুণব্রহ্মোপাসক, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করিয়া বিদ্বান্-পদবী প্রাপ্ত হয়েন, তিনি কি নিষ্কাম না হইয়াই ব্রহ্মবিৎ হয়েন? তাঁহার জীবিতকালেই ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তির সম্ভাবনা শ্রুতি অনুসারে বেদব্যাস তৃতীয়াধ্যায়ের শেষপাদ হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্থাধ্যায় পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র

বর্ণনা করিয়াছেন; এবং শাঙ্করভাষ্যেও তাহার বিপরীত কোন ব্যাখ্যা করা হয় নাই। সুতরাং তিনি জীবিতকালেই আপ্তকাম হয়েন, ইহাও অবশ্যই স্বীকার্য্য। ব্রহ্মদর্শন হইলে, জীবের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্ম-সকলের ক্ষয় হয়, আরব্ধকর্ম্ম, যন্নিমিত্ত এইরূপ হইলেও তাঁহার দেহ জীবিত থাকে, তাহাতে তিনি কোন প্রকার লিপ্ত হয়েন না, ইত্যাদি সমস্তই সর্ব্ববিধ ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে বেদব্যাস শ্রুতিপ্রমাণানুসারে পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; এবং তৃতীয়াধ্যায়ের উপাসনাপ্রকরণে স্পষ্ট-রূপে মীমাংসা করিয়াছেন যে, বিদ্যা বিভিন্ন হইলেও সকল ব্রহ্মবিদ্যারই এক ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি, এবং ব্রহ্মবিদ্যা সিদ্ধ হইলে, জীবিতকালেই ব্রহ্মদর্শন লাভ হয়। সগুণব্রহ্মোপাসকের ন্যায় নির্গুণব্রহ্মোপাসকও ব্রহ্মদর্শনলাভান্তে জীবিত থাকেন; অতএব সর্ব্ববিধ ব্রহ্মোপাসকেরই জীবিতকালেই নিষ্কামত্ব ও আপ্তকামত্ব লব্ধ হইতে পারে। সুতরাং যখন জীবন্মুক্ত সর্ব্ববিধ ব্রহ্মো-পাসকই "অকাম, নিষ্কাম, আত্মকাম ও আপ্তকাম" হয়েন, তখন শ্রুতি এবং সূত্রকার কেহই কোন স্থানে তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করিয়া চরমকালে গতিবিষয়ে তারতম্য প্রদর্শন না করাতে, শঙ্করাচার্য্য যে এইরূপ তারতম্য কল্পনা করিয়াছেন, তাহা একান্ত অমূলক বলিয়াই বোধ হয়। যদি "অথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কামঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের অর্থ শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যানুরূপ করা যায়, তবে বলিতে হয় যে, সর্ব্ববিধ ব্রহ্মজ্ঞ (বিদ্বান্) পুরুষের সম্বন্ধেই তাহা খাটে; সগুণ ও নির্গুণ উপাসক উভয়ই যখন নিষ্কামপ্রভৃতি অবস্থালাভ করেন, এবং কেবল নিষ্কামত্বপ্রভৃতি উল্লেখ করিয়া যখন শ্রুতি উৎক্রান্তি প্রতিষেধ করিয়াছেন, এবং উক্ত নিষ্কামীদিগের মধ্যে যখন কোন শ্রেণীভেদ করেন নাই, তখন সর্ব্ববিধ জীবন্মুক্তপুরুষের পক্ষেই উক্ত প্রতিষেধ খাটে। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত "সমানা চাসৃত্যুপক্রমাৎ" ইত্যাদি বহুসংখ্যক সূত্রে পূর্ব্বে ও পরে সূত্রকার ভগবান্ বেদব্যাসও

জীবন্মুক্ত বিদ্বান্ পুরুষেরও দেহ হইতে উৎক্রান্তি হওয়া শ্রুতিপ্রমাণানুসারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে কোন ব্যাখ্যাবিরোধ নাই। সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা কাল্পনিক এবং প্রকৃত নহে।

কেবল অনির্দ্দেশ্য "সৎ" ব্রহ্মোপাসকের অথবা আনন্দ বর্জ্জিত কেবল "চিদ্রূপ ব্রহ্মোপাসকের দেহান্তে কোন গতি নাই, সগুণ (সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান আনন্দময়) ব্রহ্মের উপাসকগণেরই দেহান্তে গতি হয়, এইরূপ বিভাগ করিবার পক্ষে বাস্তবিক কোন সঙ্গত হেতু থাকাও দৃষ্ট হয় না। যিনি যেরূপের উপাসনা করেন দেহান্তে তিনি তদ্রূপতা প্রাপ্ত হয়েন, ইহা ছান্দোগ্য শ্রুতি (৩য় অঃ ৪র্থ খঃ) "যথাক্রতুরস্মিল্লোঁকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি" এই বাক্যে স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন। যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মোপাসক তাঁহারা ব্রহ্মকে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান রূপেই উপাসনা করেন ; এবং ব্রহ্ম যে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান তাহা অসংখ্য শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন, এবং কোন ভাষ্যকারও তাহা অস্বীকার করেন নাই ও করিতে পারেন না। নির্গুণ উপাসকের নিকট তিনি যেমন নিজ আত্মাস্বরূপ, সগুণ উপাসকের নিকটও তিনি আত্মাস্বরূপ, তিনি সগুণ উপাসকের আত্মা হইতে দূরে নহেন, জীবাত্মা তাঁহারই চিদংশ মাত্র। নির্গুণ উপাসক ঐ পরমাত্মার কোন গুণ ধ্যান করেন না, সগুণ উপাসক গুণের সহিত তাঁহার ধ্যান করেন, এইমাত্র প্রভেদ ; উভয়ের পক্ষেই তিনি অদূরে স্থিত। তবে নির্গুণ উপাসক দেহান্তে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন, সগুণ উপাসক তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন না, ইহার সঙ্গত কোন হেতু থাকাও দৃষ্ট হয় না। উভয়বিধ উপাসকইত ব্রহ্মেরই উপাসক, কেহইত কেবল নামাদি প্রতীকাবলম্বনে উপাসক নহেন। উভয়ই নিষ্কাম, উভয়ই আত্মকাম, এবং জীবিতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়া আপ্তকাম হইতে পারেন। এবং শ্রুতি কিংবা সূত্রকার কোন স্থলে ইঁহাদের মধ্যে ভেদ, অথবা ইহাদের শেষ গতির

ভিন্নতা, প্রদর্শন করেন নাই। অতএব উভয়ের পক্ষেই যখন ব্রহ্ম সমানরূপে আত্মস্থ ও অদূরবর্ত্তী, তখন তন্নিমিত্ত নির্গুণ উপাসকের দেহান্তে অন্যত্র গতি না থাকা সিদ্ধান্ত করিলে, সগুণ উপাসকেরও সেই একই হেতুতে গতি নিষেধ করিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞের দেহান্তে যে অর্চ্চিরাদিমার্গে গতি হয়, তাহা শ্রুতি বহুস্থানে বর্ণনা করিয়াছেন; যথা ছান্দোগ্য (৮ম অঃ ৩য় খঃ) "এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মা" এইরূপ অন্যত্র "তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি" ইত্যাদি। এবং ভগবান্ সূত্রকারও তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তকে কোন কারণেই সৎ সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

চতুর্থতঃ, শাস্ত্রীয় প্রমাণাভাবেও যদি সগুণ ও নির্গুণ উপাসনার ভেদ কল্পনা করিয়া সগুণ উপাসকেরই অর্চ্চিরাদিমার্গে গতি, এবং নির্গুণ উপাসকের গত্যভাব আচার্য্য শঙ্করের প্রদর্শিত হেতু মূলেই সিদ্ধান্ত করিতে ইচ্ছা কর, তথাপি নিবিষ্ট হইয়া বিচার করিলে, পূর্ব্বোদ্ধৃত সূত্রভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য যে সকল হেতুতে স্বকৃত সূত্রব্যাখ্যা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া অনুমিত হইবে না। শঙ্করোক্ত হেতুসকল এক একটি করিয়া, নিম্নে আলোচিত হইতেছে :—

(১) বৃহদারণ্যকোপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়ব্রাহ্মণোক্ত আর্ত্তভাগ ও যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে প্রশ্নোত্তর উদ্ধৃত করিয়া, তিনি উহার ব্যাখ্যাদ্বারা প্রথমতঃ স্বীয় মতের পুষ্টি সাধন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। উক্ত প্রশ্নোত্তরের সার নিম্নে বর্ণিত হইতেছে :—

বৃহদারণ্যকোপনিষদ, তৃতীয়াধ্যায়, দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ।

"জরৎকারুবংশোদ্ভব আর্ত্তভাগ যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য, গ্রহ কয়টি এবং অতিগ্রহ কয়টি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, গ্রহ আটটি

এবং অতিগ্রহও আটটি। আর্ত্তভাগ বলিলেন, অষ্ট গ্রহ এবং অষ্ট অতিগ্রহ কি কি? ১।

"যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, প্রাণ গ্রহ; ঐ প্রাণ রূপ গ্রহ অপান-নামক অতিগ্রহকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া, ঐ অপানের দ্বারাই গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে। ২।

"বাক্ অপর একটি গ্রহ। ঐ বাক্ নামরূপ (বক্তব্যবিষয়রূপ) অতি-গ্রহকর্ত্তৃক গৃহীত হয়, বাক্ দ্বারা নামসকল উচ্চারণ করা যায়। ৩।

"জিহ্বা অপর একটি গ্রহ। ঐ জিহ্বা রসনামক অতিগ্রহকর্ত্তৃক গৃহীত হয়, জিহ্বারদ্বারা ঐ রসসকল আস্বাদন করা যায়। ৪।

"চক্ষু একটি গ্রহ। তাহা রূপনামক অতিগ্রহ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। চক্ষুরদ্বারা রূপসকল দর্শন করা যায়। ৫।

"শ্রোত্র একটি গ্রহ, তাহা শব্দনামক অতিগ্রহের দ্বারা গৃহীত হয়। শ্রোত্রের দ্বারা শব্দসকল শ্রবণ করা যায়। ৬।

"মন একটি গ্রহ, মন কামনারূপ অতিগ্রহকর্ত্তৃক গৃহীত হয়। মনের দ্বারা কাম্যবিষয়সকল কামনা করা যায়। ৭।

"হস্তদ্বয় গ্রহ। ইহারা কর্ম্মরূপ অতিগ্রহকর্ত্তৃক গৃহীত হয়। হস্তদ্বয়ের দ্বারা কর্ম্মসকল সম্পাদন করা যায়। ৮।

"ত্বক্ গ্রহ। তাহা স্পর্শরূপ অতিগ্রহের দ্বারা গৃহীত হয়। ত্বক্ দ্বারা স্পর্শসকল অনুভূত হয়। এই অষ্টগ্রহ ও অষ্ট অতিগ্রহ বর্ণিত হইল। ৯।

"আর্ত্তভাগ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য! দৃশ্যমান এতৎ সমস্তই মৃত্যুর অন্নস্বরূপ। পরন্তু মৃত্যুও যাঁহার অন্নস্বরূপ, সেই দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, অগ্নিই মৃত্যু; সেই অগ্নি অপের (জলের) অন্ন। অপ্ মৃত্যুকে জয় করিয়া থাকে (জীব অপ্‌কে আশ্রয় করিয়া মৃত্যুকে জয় করে)। ১০। (এইস্থলে ছান্দোগ্যোক্ত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা দ্রষ্টব্য)।

"আর্ত্তভাগ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য! যখন এই পুরুষের মৃত্যু হয়, তখন প্রাণসকল তাহা হইতে উৎক্রান্ত হয়, অথবা হয় না? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—না; ইঁহাতেই লয় হয়; তিনি স্ফীত হইতে থাকেন, ঘর্ ঘর্ শব্দ করিতে থাকেন; ঐরূপ শব্দ করিয়া মৃত হইয়া শয়ন করেন। ১১।

(এই শেষোক্ত ১১শ সংখ্যক প্রশ্নোত্তরই গ্রহণ করিয়া শাঙ্করভাষ্যে বিচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে)। অতএব মূলশ্রুতি, যাহার অর্থ উপরে ব্যাখ্যাত হইল, তাহা অবিকল এইস্থলে উদ্ধৃত করা হইতেছে :—

"যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়ত উদস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্ত্যাহো নেতি? নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোঽত্রৈব সমবলীয়ন্তে স উচ্ছ্বয়ত্যাধ্মায়ত্যাধ্মাতো মৃতঃ শেতে"। ১১।

"আর্ত্তভাগ বলিলেন, যখন এই জীবের মৃত্যু হয়, তখন কে তাহাকে ত্যাগ করে না? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, নাম তাঁহাকে ত্যাগ করে না; নাম অনন্ত, বিশ্বদেবগণ অনন্ত; মৃতব্যক্তি নামের দ্বারা লোকসকলকে জয় করে। ১২।

"পুনরায় আর্ত্তভাগ বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য! যখন এই মৃতপুরুষের বাক্ অগ্নিতে, প্রাণ বায়ুতে, চক্ষুর্দ্বয় আদিত্যে, মন চন্দ্রে, কর্ণ দিক্ সকলে, স্থূলশরীর পৃথিবীতে, আত্মা আকাশে, লোমসকল ওষধিতে, কেশসকল বনস্পতিসমূহে, রক্ত এবং রেতঃ জলে, লয় প্রাপ্ত হয়, তখন সেই পুরুষ কোথায় অবস্থিতি করে? তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সৌম্য আর্ত্তভাগ! আমার হস্ত ধারণ কর, আমরা দুজনেই এই প্রশ্নের উত্তর একান্তে অবধারণ করিব, জনাকীর্ণস্থানে (সভামধ্যে) ইহার উত্তর দাতব্য নহে। অনন্তর তাঁহারা দুইজনে, সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া,

তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা করিলেন। তাঁহারা মীমাংসা করিয়াছিলেন, কর্ম্মই জীবের আশ্রয়, কর্ম্মকেই তাঁহারা প্রশংসা করিয়াছিলেন; পুণ্যকর্ম্মকারী জীব পুণ্যের দ্বারা পুণ্যকেই প্রাপ্ত হয়েন, পাপকর্ম্মকারী জীব পাপের দ্বারা পাপকেই প্রাপ্ত হয়েন। এইরূপ উত্তর শ্রবণ করিয়া, আর্ত্তভাগ পুনরায় প্রশ্ন করা হইতে বিরত হইলেন" ॥ ১৩ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকে তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্।

পূর্ব্বোক্ত ১১শ সংখ্যক প্রশ্নোত্তরব্যাখ্যাদ্বারাই প্রথমতঃ শঙ্করাচার্য্য স্বীয় মতের পোষকতা করিয়াছেন; তাঁহার মতে এই প্রশ্নোত্তর কেবল ব্রহ্মজ্ঞপুরুষবিষয়ক, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের মৃত্যুকালে তাঁহার প্রাণসকল উৎক্রান্ত হয় কি না? ইহাই আর্ত্তভাগের প্রশ্ন; তৎসম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর "না', হয় না। শঙ্করাচার্য্যের মতে এই প্রশ্নোত্তরের সারমর্ম্ম এই যে, বিদ্বান্ পুরুষের মৃত্যুকালে তাঁহার প্রাণসকল দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় না, দেহেই বিলীন হয়। যদি প্রশ্ন কেবল ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ-সম্বন্ধে না হইয়া, বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ উভয়ের সম্বন্ধে হয়, অথবা কেবল অবিদ্বান্ পুরুষের সম্বন্ধে হয়, তবে উক্ত ১১শ প্রশ্নোত্তরের ব্যাখ্যা যেরূপে শঙ্করাচার্য্য করিয়াছেন, (অর্থাৎ দেহ হইতে প্রাণসকল উৎক্রান্ত হয় না, দেহেই বিলীন হয়), তাহা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ অবিদ্বান্ পুরুষের প্রাণসকল যে মৃত্যুকালে তৎসহ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়, তাহা শ্রুতি স্পষ্টরূপে অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছেন; যথা, "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনুৎক্রামতি অন্যং নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে" (বৃঃ ৪অঃ ৪ব্রা) (জীব উৎক্রান্ত হইলে, তৎপশ্চাৎ প্রাণও দেহ হইতে উৎক্রমণ করে এবং অন্য নূতন ইষ্টসাধক রূপ নির্ম্মাণ করে)। ভগবান্ বেদব্যাসও তাহা স্পষ্টরূপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এবং ইহা শঙ্করাচার্য্যেরও সম্মত। অতএব উক্ত প্রশ্নোত্তর কেবল ব্রহ্মবিৎপুরুষের সম্বন্ধে যদি না হয়,

তবে শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা যে কথনই সঙ্গত হইতে পারে না, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

পরন্তু, উক্ত প্রশ্নোত্তর যে কেবল ব্রহ্মবিদ্‌বিষয়ক, তাহা শঙ্করাচার্য্য কি নিমিত্ত বলিতেছেন, তাহার কোন কারণ তিনি প্রদর্শন করেন নাই। আর্ত্তভাগ ও যাজ্ঞবল্ক্যের যে বিচার হইয়াছিল, তাহা সম্যক্ বিবৃত হইয়াছে। প্রথম প্রশ্ন, গ্রহ ও অতিগ্রহ কয় প্রকার ও কি কি? তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য আটটি ইন্দ্রিয় ও আটটি ইন্দ্রিয়ার্থকে গ্রহ ও অতিগ্রহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপরে প্রশ্ন, মৃত্যু কাহার অন্ন? তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, অগ্নিই মৃত্যু, এবং সেই অগ্নি অপের অন্ন। তৎপরে প্রশ্ন পুরুষের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, তাঁহা হইতে তাঁহার প্রাণসকল উৎক্রান্ত হয় কি না? উত্তর, না। পুনরায় প্রশ্ন, পুরুষ মৃত হইলে, কি তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না? উত্তর, নাম। তৎপরে প্রশ্ন, পুরুষ মৃত হইলে, তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হইলে, তিনি কি অবলম্বন করিয়া থাকেন? উত্তর কর্ম্ম। পুণ্যকর্ম্ম পুণ্যলোকপ্রাপ্তি করায়, এবং অপর পুণ্যকর্ম্মে প্রেরণা করে; পাপকর্ম্ম তদ্বিপরীত ফল প্রদান করে। এইমাত্র সমগ্র বিচার। ইহাতে ব্রহ্মবিৎপুরুষের সম্বন্ধে বিশেষরূপে কোন প্রসঙ্গই দেখা যাইতেছে না। ১১শ প্রশ্নের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রশ্নোত্তরে, অপের (জলের) আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অগ্নিরূপ মৃত্যুকে জয় করিবার কথাই উল্লেখ আছে; দশমপ্রশ্ন পরব্রহ্মোপাসনাবিষয়ক নহে, অগ্নিজয়মাত্রই ইহার বিষয়; কারণ যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শুনিয়া আর্ত্তভাগ তাহা প্রকৃত উত্তর নহে বলিয়া প্রতিবাদ করেন নাই; অতএব প্রশ্নও অগ্নি এবং অপ্‌বিষয়ক ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এবং ১২শ ও ১৩শ প্রশ্নোত্তরে মৃতপুরুষকে "নাম" পরিত্যাগ করিয়া যায় না, এবং পাপকর্ম্মের ফলে, মৃতপুরুষ পাপভোগ, ও পুণ্যকর্ম্মের ফলে পুণ্যভোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্টই

প্রতীয়মান হয় যে, ব্রহ্মবিৎ পুরুষের সম্বন্ধে এই সকল প্রশ্নোত্তর নহে। এই সকল কারণে অবিদ্বান্ পুরুষই পূর্ব্বোল্লিখিত ১১শ সংখ্যক প্রশ্নোত্তরের বিষয় বলিয়া শ্রীরামানুজস্বামি-প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই শ্রুতিতে কেবল বিদ্বান্ পুরুষই লক্ষিত হইয়াছেন বলিয়া মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণও শঙ্করাচার্য্য প্রদর্শন করেন নাই; অতএব তদুক্ত মীমাংসা ও শ্রুতিব্যাখ্যা সঙ্গত হইতে পারে না। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, পূর্ব্বোক্ত "গ্রহ" সকলের (ইন্দ্রিয়সকলের) কার্য্য বন্ধ হয়, ইহা সচরাচরই দৃষ্ট হয়; তাহাতে আর্ত্তভাগ জিজ্ঞাসা করিতেছেন "এই সকল গ্রহ" কি জীবকে পরিত্যাগ করে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন "না", অর্থাৎ দেহাদির ন্যায় তাঁহা হইতে ("অস্মাৎ") বিচ্যুত হয় না, তাঁহাতেই লীন হইয়া থাকে; ইহাদের কার্য্য রুদ্ধ হইলে, তিনি স্ফীত হইতে থাকেন, ঘর্ ঘর্ করিয়া শব্দ করিতে থাকেন এবং তৎপরে তিনি দেহকে পরিত্যাগ করেন; দেহ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকে। তিনি যখন দেহ পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহাতে লীন গ্রহসকল অবশ্য তাঁহার সঙ্গেই যায়; ইহা শ্রুতি ভাবতঃ মাত্র এইস্থলে বলিয়াছেন; কিন্তু অন্য শ্রুতিতে তাহা স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্রুতির এইরূপ অর্থ স্পষ্টরূপে শ্রীরামানুজস্বামী স্বীয় ভাষ্যে লিখিয়াছেন; যথা "অবিদুষস্তু প্রাণাঽনুৎক্রান্তিবচনং, স্থূলদেহবৎ প্রাণা ন মুচন্তি, অপিতু ভূতসূক্ষ্মবজ্জীবং পরিষ্বজ্য গচ্ছন্তীতি প্রতিপাদয়তি"।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য স্বীকার করিয়াছেন যে, শ্রুতিতে যে "অস্মাৎ" শব্দ আছে "(অস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্তি)", তাহা ঐ বাক্যের অন্বয়ানুসারে "পুরুষ"-বোধক; ঐ বাক্যের প্রথমোক্ত চরণে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে "অয়ং পুরুষো ম্রিয়তে", সেই পুরুষশব্দের সহিতই পরবর্ত্তী "অস্মাৎ" শব্দ সমন্বিত, অর্থাৎ "অস্মাৎ" শব্দে "এই পুরুষ হইতে" বুঝায়; "পুরুষের শরীর হইতে"

এই অর্থ বাক্যের অন্বয়ের দ্বারা লব্ধ হয় না ; কারণ "অস্মাৎ" শব্দের পূর্ব্বে "শরীর" শব্দের কোন প্রয়োগই নাই। পরন্তু ইহা স্বীকার করিয়াও তিনি বলেন যে, "স উচ্ছ্বয়তি, আধ্মায়তি" (সে অর্থাৎ মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তি স্ফীত হয়, ঘর্ ঘর্ শব্দ করে), এই পরবর্ত্তী বাক্যে স্পষ্ট বোধ হয় যে "স" শব্দ শরীরবাচক, কারণ স্ফীত হওয়া, ঘর্ ঘর্ শব্দ করা শরীরেরই কার্য্য, জীবের নহে। অতএব প্রাণসকল "সমবলীয়ন্তে" (তাহাতে সম্যক্ বিলীন হয়) পদেও শরীরেই বিলীন হয় বুঝিতে হইবে ; "স" শব্দ জীববাচী হইলেও তাহা শরীরার্থক, সুতরাং "অস্মাৎ" পদও "শরীরাৎ" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বুঝা উচিত।

এই স্থলে বক্তব্য এই যে "সে স্ফীত হয়, ঘর্ ঘর্ করে", এই বাক্যে স্ফীত হওয়া, ঘর্ ঘর্ শব্দ করা যদিও শরীরেরই কার্য্য সন্দেহ নাই, কিন্তু শরীরধারী জীবসম্বন্ধে এইরূপ বাক্য সচরাচরই প্রয়োগ হইয়া থাকে। আমি স্ফীত হইয়াছি, আমি কৃশ হইয়াছি, আমি গৌর, আমি কৃষ্ণ, ইত্যাদি বাক্যব্যবহার সর্ব্বদাই প্রসিদ্ধ আছে। যদিও প্রধানতঃ শরীর-সম্বন্ধেই এই সকল বাক্য সার্থকতা লাভ করে, তথাপি শরীর জীবের সহিত একাত্মভাবে সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করাতে, এবং তাহাতে জীবের আত্মবুদ্ধি থাকাতে, এই সকল বাক্যের যিনি বক্তা, তিনি জীবেরই প্রতি তৎসমস্ত আরোপিত করিয়া বাক্যপ্রয়োগ করিয়া থাকেন ; শ্রুতিও তদ্রূপই করিয়াছেন। যদি "সেই পুরুষ স্ফীত হয়েন" প্রভৃতি বাক্যকে লক্ষ্য করিয়া, সেই পুরুষশব্দের শরীরমাত্র অর্থ করা যায়, এবং তদ্দৃষ্টে "সমবলীয়ন্তে" ও "উৎক্রামন্তি" পদেরও শরীর হইতে উৎক্রান্তি না হওয়া এবং শরীরেই লয় হওয়া অর্থ করা হয়, তবে প্রশ্নোক্ত "ম্রিয়তে" এবং পরবর্ত্তী "মৃতঃ শেতে" পদের অর্থ এইরূপই করা উচিত হয়, অর্থাৎ প্রশ্নের অর্থ তবে এইরূপ করিতে হয় যে, "শরীর যখন মৃত হয়, তখন তাহা হইতে

প্রাণসকল উৎক্রান্ত হয় কি না"? এবং উত্তরেরও এইরূপ অর্থ করিতে হয় "না, হয় না, শরীরেই লীন হয়, শরীর স্ফীত হয়, ঘর্ ঘর্ করিয়া মৃত হইয়া শয়ন করে"। কিন্তু "শরীরের মৃত্যু" এইরূপ বাক্য সচরাচর ব্যবহৃত হয় না, শ্রুতিও করেন নাই; গৌণার্থে হইলেও জীবের সম্বন্ধেই জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে; এবং এই স্থলে যে জীবসম্বন্ধেই প্রশ্ন, তাহা পরবর্ত্তী বাক্যে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয়; যথা, "নাম জীবকে পরিত্যাগ করে না, দেহের উপকরণসকল পৃথিব্যাদিতে লয় প্রাপ্ত হয়; স্বকৃত পুণ্য ও পাপরূপ কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া জীব তৎফলভোগ করেন" ইত্যাদি। মৃত্যু অর্থাৎ দেহত্যাগ পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটে, তাহাই শ্রুতি এইস্থলে বর্ণনা করিয়াছেন; মৃত্যুর পর প্রাণসকল যে দেহে লীন হইয়া থাকে, জীবের অনুগমন করে না, তাহা শ্রুতি বলেন নাই। অতএব "উচ্ছ্বয়তি ও আধ্মায়তি" পদের উপর নির্ভর করিয়া, সমগ্র বাক্যে "পুরুষ" এবং "স" শব্দের "শরীর" অর্থ করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

অবশেষে বক্তব্য এই, "প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ" এই পরিষ্কার যুক্তিপূর্ণ সূত্রাংশকে যদি পূর্ব্বপক্ষস্বরূপে বেদব্যাস বর্ণনা করিয়া থাকেন, এবং "স্পষ্টো হ্যেকেষাম্" এই অংশে যদি তাহার উত্তর দিয়া থাকেন, তবে পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রুত্যুক্ত "সমবলীয়ন্তে" পদের অর্থ "শরীরেই লয় হওয়া" সুস্পষ্টরূপে, অর্থাৎ অবিতর্কিতভাবে সকলের বোধগম্য হওয়া উচিত। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাবিরোধ এবং যুক্তিদৃষ্টে, কি ইহা বলিতে পারা যায় যে, উক্ত শ্রুতিবাক্যে "সমবলীয়ন্তে" এই ক্রিয়ার অপাদান "অস্মাৎ" (পুরুষাৎ) পদের স্পষ্টরূপে উল্লেখ থাকাতেও, এই "অস্মাৎ" শব্দের "শরীরাৎ" অর্থ এমনই স্পষ্ট যে, বেদব্যাস তৎসম্বন্ধে অন্ত কোন ব্যাখ্যা না করিয়া, কেবল "স্পষ্ট" এই কথাদ্বারাই সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন? অতএব এস্থলে শাঙ্করমত গ্রহীতব্য নহে।

(২) অতঃপর শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যকোপনিষদের পূর্ব্বোদ্ধৃত "যোঽকামো নিষ্কাম........" ইত্যাদি বাক্যেরই ব্যাখ্যান্তর উল্লেখ করিয়া স্বীয় সূত্রব্যাখ্যার পুষ্টিসাধন করিতে প্রযত্ন করিয়াছেন। এক্ষণে তদ্বিষয় সমালোচিত হইতেছে :—

বৃহদারণ্যকোপনিষদের চতুর্থাধ্যায়ে রাজর্ষি জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে যে সংবাদ হইয়াছিল, তাহা বিবৃত হইয়াছে। ঐ চতুর্থাধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যক বাক্যে যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ বলিয়াছেন :—

"স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্ম্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময়ঃ আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়োঽতেজোময়ঃ কামময়োঽকামময়ঃ ক্রোধময়োঽক্রোধময়ো ধর্ম্মময়োঽধর্ম্মময়ঃ সর্ব্বময়স্তদ্ যদেতদিদম্ময়োঽদোময় ইতি, যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপো ভবতি, পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি, যৎ ক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে, যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে ॥ ৫

"তদেষ শ্লোকো ভবতি।—

তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য।

প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্।

তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণ ইতি নু কাময়মানোঽথা-কাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" ॥ ৬ ॥

অস্যার্থ :—এই জীবাত্মা ব্রহ্ম, ইনি বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ম্ময়, শ্রোত্রময়, পৃথিবীময়, আপোময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময়, অতেজোময়, কামময়, অকামময়, ক্রোধময়, অক্রোধময়, ধর্ম্মময়, অধর্ম্ম-

ময়, যাহা কিছু প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষীভূত তৎসর্ব্বময়। যেরূপ কর্ম্ম করেন, যেরূপ আচারবিশিষ্ট হয়েন, তদ্রূপই হয়েন। সাধুকর্ম্মকারী সাধু হয়েন, পাপকর্ম্মকারী পাপী হয়েন, পুণ্যকর্ম্মকারী পুণ্যযোনি প্রাপ্ত হয়েন, পাপ-কর্ম্মকারী পাপযোনিপ্রাপ্ত হয়েন। অতএব পুরুষকে কামময় বলা যায়; তাঁহার যদ্রূপ কামনা, তদ্রূপই কর্ত্তা হয়েন এবং তদনুসারে তিনি কর্ম্মসকল আচরণ করেন, এবং যদ্রূপ কর্ম্ম করেন, তদ্রূপ অবস্থাই তিনি প্রাপ্ত হয়েন। ৫।

তৎসম্বন্ধে এইরূপ শ্লোক উক্ত হইয়াছে, যথা, ইহলোকে জীব যে সকল কর্ম্ম করেন, তাহাতে তিনি আসক্তচিত্ত হইলে, সেই আসক্তিনিবন্ধন তৎসহ পরলোকগত হইয়া, তাহা ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত, পরলোকে তাহার ফলভোগ করিয়া থাকেন। ভোগান্তে পরলোক হইতে (নিষ্ক্রান্ত হইয়া) পুনরায় ইহলোকে কর্ম্মকরণার্থ প্রত্যাগমন করেন। কামনাবান্ পুরুষের সম্বন্ধেই এই কথা। অকামনাবান্ পুরুষের সম্বন্ধে এক্ষণে বলা হইতেছে; যিনি অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম ও আত্মকাম, তাঁহার প্রাণসকল উৎক্রান্ত হয় না; তিনি ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন। ৬।

এই ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যক বাক্যের পূর্ব্বে উল্লিখিত চতুর্থ ব্রাহ্মণের প্রথম হইতে যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত বাক্যসকলের মর্ম্ম নিম্নে বিবৃত হইতেছে :—

যখন এই পুরুষ দুর্ব্বল হইয়া মোহিতের ন্যায় পতিত হয়েন, তখন তাঁহার প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সকল তদভিমুখে আগমন করে। সেই পুরুষ তৈজস চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দিগকে গ্রহণ করিয়া হৃদয়প্রদেশে গমন করেন; তখন চাক্ষুষপুরুষ—আদিত্য চক্ষুরিন্দ্রিয়কে অনুগ্রহ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন, অতএব পুরুষের তখন রূপজ্ঞান হয় না। ১।

চক্ষুঃ তখন আত্মার সহিত একীভূত হয়, এবং লোকে বলে "অমুক দেখিতেছে না।" এইরূপে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, রসনা, শ্রবণ, মন, ত্বক্, বুদ্ধি জীবের

সহিত একীভূত হয়; লোকে বলে "তিনি ঘ্রাণ করিতেছেন না, শ্রবণ করিতেছেন না, বোধ করিতেছেন না" ইত্যাদি। তখন তাঁহার হৃদয়ের অগ্রভাগ আলোকিত হইয়া প্রকাশ পায়; ঐ হৃদয়াগ্র নাড়ীমুখ প্রকাশিত হইলে, জীবাত্মা চক্ষু, মূর্দ্ধা বা শরীরের অপরাংশ দ্বারা শরীর হইতে উৎক্রান্ত হয়; তিনি উৎক্রান্ত হইলে মুখ্যপ্রাণও তৎসহ উৎক্রান্ত হয়, এবং তৎপশ্চাৎ অপর ইন্দ্রিয়সকলও তৎসহ উৎক্রান্ত হয়; তিনি তখন কর্ম্মসংস্কারকে সঙ্গে লইয়াই দেহ হইতে গমন করেন; বিদ্যা, কর্ম্ম ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞা তাঁহার অনুগমন করে। ("তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ")। ২।

যেমন তৃণ-জলোকা একটি তৃণের অন্ত্যভাগে গমন করিয়া, অপর একটি তৃণকে আশ্রয় করিয়া, প্রথমোক্ত তৃণ হইতে আপনাকে উপসংহার করে, তদ্রূপ এই জীব, স্থূলশরীরকে পরিত্যাগ করিয়া, অবিদ্যাবশতঃ দেহান্তর অবলম্বন করে, এবং অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বদেহ হইতে উপসংহৃত হয়। ৩।

যেমন স্বর্ণকার স্বর্ণের অংশসকল লইয়া নূতন সুন্দর সুন্দর বস্তু নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ জীবাত্মা এই স্থূলদেহবিনাশান্তে অবিদ্যা অবলম্বন করিয়া অন্য নূতন অভীপ্সিত পৈত্র্য, অথবা গান্ধর্ব্ব, অথবা দৈব, অথবা প্রাজাপত্য, অথবা ব্রাহ্ম, অথবা অন্য প্রাণিসকলের রূপ অবলম্বন করে।৪।

এইরূপে প্রথম হইতে চতুর্থবাক্য পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার জীবের পরলোক-প্রাপ্তি বর্ণনা করিয়া, তথায় গমনান্তে কি হয়, তাহা তৎপরবর্ত্তী এই সকল বাক্যের পরেই পূর্ব্বোদ্ধৃত ৫ম ও ৬ষ্ঠ বাক্যে শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন। পঞ্চম বাক্যে পাপী, পুণ্যাত্মা, কামী, অকামী, সকলেরই দেহান্তে যথোপযুক্ত গতির বিষয় উল্লেখ করিয়া, ৬ষ্ঠ বাক্যে শ্রুতি বলিয়াছেন যে, কর্ম্মানুসারে তৎফলসকল পরলোকে ভোগ করিয়া, সকামকর্ম্মকারী জীব পরলোক হইতে নিক্রান্ত হইয়া ইহলোকে পুনরায় কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত

আগমন করেন। এই বাক্যের অব্যবহিত পরেই বলিয়াছেন যে, নিষ্কাম-পুরুষের সম্বন্ধে এই নিয়ম নহে ; "তাঁহাদের প্রাণসকল আর উৎক্রান্ত হয় না, তিনি ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।" এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নিষ্কামী পুরুষ যে আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন না, তাহা উপদেশ করাই এই স্থলে শ্রুতির স্পষ্ট অভিপ্রায়। অবিদ্যাবশতঃই সংসারে পুনরায় আগমন হয়, ইহা শ্রুতি প্রথমতঃ বর্ণনা করিয়াছেন ; বিদ্বান পুরুষের অবিদ্যা বিনষ্ট হওয়ায়, তাঁহার প্রত্যাগমন হয় না, তাহাই শ্রুতি এই স্থলে স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন। স্থূলদেহপরিত্যাগকালে পরলোকগমনের সময় দেহ হইতে প্রাণ উৎক্রান্ত হয় কি না, তদ্বিষয় উপদেশ করা এই স্থলে শ্রুতির অভিপ্রায় বলিয়া অনুমান করা যায় না ; পরলোকে কর্ম্মফলভোগান্তে, পুনরায় ইহলোকে আবৃত্তি, যাহা সকামপুরুষসম্বন্ধে পূর্ব্বোদ্ধৃত ৬ষ্ঠ সংখ্যক বাক্যের প্রথমাংশে শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন ; তাহাই উক্ত বাক্যের শেষাংশে নিষ্কাম পুরুষের সম্বন্ধে নিষেধ করিয়াছেন। অতএব অকাম পুরুষ যে আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না ইহাই উপদেশ করা উক্ত শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায়। শ্রুতি বলিতেছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞ অকাম পুরুষের ইন্দ্রিয়সকল তাঁহার সহিত ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয়। অতঃপর ৭ম বাক্যে ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের জীবিত-কালেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের বিষয় উপদেশ করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন যে, জীবন্মুক্তপুরুষের দেহে আত্মবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে অপগত হয়, এবং তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়েন, এবং দেহান্তের পর তিনি মুক্তিপথে গমন করেন "তেন ধীরা অপিযান্তি ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গং লোকমিতঃ উর্দ্ধং বিমুক্তাঃ।" অতঃপর নবম বাক্যে ব্রহ্মবিদ্‌গণের গন্তব্য পন্থার শুক্লত্বাদি বর্ণ * বর্ণনাপূর্ব্বক শ্রুতি

---

* (১) "এষ শুক্ল এষ নীলঃ।" ইত্যাদি শ্রুতিতে সূর্য্যের শুক্লত্বাদি বর্ণ থাকা বর্ণিত আছে। ব্রহ্মবিদ্‌গণ সূর্য্যমণ্ডলকে ভেদ করিয়া উর্দ্ধে গমন করেন। তন্নিমিত্ত তাঁহাদের পন্থার শুক্লাদি বর্ণ উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়। এবং মূর্দ্ধণ্য

বলিয়াছেন "এব পন্থা ব্রহ্মণা হ্যনুবিত্তস্তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ" (ব্রহ্মবিৎ পুরুষ এই পন্থার অনুসরণ করিয়া গমন করেন)। অতএব এই শ্রুতির বাক্যার্থ-বিচারেও, শাঙ্করব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া অনুমিত হয় না। স্থূলদেহের পতনে অন্যত্র গমন না করিয়াই ব্রহ্মবিদ্‌গণের ব্রহ্মরূপতা লাভ করা পক্ষের অনুকূল এই বাক্য হইলে, ভগবান্ সূত্রকার এই বাক্যের অর্থের উল্লেখ অবশ্য সূত্রে করিতেন। এই শেষোক্ত বাক্যের শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের কৃত অর্থ কদাপি হইতে পারে না, এবং কেহ করে না বলিয়াই, তিনি এই বিচারস্থলে ঐ অর্থের প্রতি লক্ষ্যমাত্র করেন নাই বলিয়া অনুমিত হয়। অতএব এই শ্রুতির ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া শঙ্করাচার্য্য যে স্বীয় মতের পুষ্টিসাধন করিতে প্রযত্ন করিয়াছেন, তাহাও নিষ্ফল।

(৩) অতঃপর আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মবিৎ পুরুষের যখন "সর্ব্বগতব্রহ্মাত্মভূতত্ব" সিদ্ধি হয় এবং তাঁহার কর্ম্মসকল যখন সম্যক্ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখন দেহ হইতে তাঁহার উৎক্রান্তি যুক্তিতঃও অসম্ভব; এবং পূর্ব্বোক্ত জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের সংবাদোপলক্ষে কথিত "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যে যখন ব্রহ্মবিৎ পুরুষ এখানেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন বলিয়া উল্লেখ আছে, তখন উৎক্রান্তির সম্ভাবনা কোথায়?

এই সম্বন্ধে প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে, জীবন্মুক্তপুরুষগণ যে সকল কর্ম্ম করেন, তাহাতে তাঁহারা লিপ্ত হয়েন না সত্য, কিন্তু সেই সকল কর্ম্ম অবশ্য তাঁহাদিগকেই আশ্রয় করিয়া থাকে; কারণ ঐ সকল কর্ম্মের স্মৃতি যে তাঁহাদের থাকে, তাহা প্রত্যক্ষ এবং শাস্ত্রপ্রমাণসিদ্ধ। পরন্তু শ্রুতি-

নাড়ী দ্বারা ব্রহ্মবিদ্‌গণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধে গমন করেন। ঐ মূর্দ্ধন্য নাড়ী যে রসের দ্বারা পূর্ণ থাকে তাহার বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়, এই নিমিত্তই ব্রহ্মবিদ্‌গণের গন্তব্যপথে বর্ণের শুক্লাদি পার্থক্য উপদিষ্ট হইয়াছে; এইরূপ কাহার কাহার অভিমত। পরন্তু ব্রহ্মবিদ্‌গণ যে দেহ পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন, তাহা উভয় ব্যাখ্যায়ই সিদ্ধ হয়।

প্রমাণানুসারে বেদব্যাস বলিয়াছেন যে পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের কর্ম্ম তাঁহাদিগের সহিত লিপ্ত হয় না। সেই সকল কর্ম্ম তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইতে সক্ষম, সেই সকল কর্ম্ম ব্রহ্মলোকের দ্বারস্থিত বিরজানদী উত্তীর্ণ হইবার সময় তাঁহাদিগ হইতে সম্যক্ বিশ্লিষ্ট হইয়া, তাঁহাদিগের বন্ধু ও দ্বেষ্টাগণকে আশ্রয় করে; এইরূপ কৌষীতকী শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন; ইহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। যদি এই সকল কর্ম্ম দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহাতেও ব্রহ্মোপাসনারূপ কর্ম্ম, যাহা বিদ্বান্ পুরুষেরও কর্ত্তব্য বলিয়া পূর্ব্বাধ্যায়ে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, সেই কর্ম্মবলেই তিনি ব্রহ্মলোকে নীত হইতে পারেন। এবঞ্চ পূর্ব্বসংস্কার যেমন ব্রহ্মবিদ্‌গণের স্থূলদেহকে রক্ষা করিয়া বর্ত্তমান থাকে, তন্নিমিত্ত ব্রহ্মবিৎ হইয়াও তাঁহারা স্থূল দেহাবলম্বনে জীবিত থাকেন, পরন্তু স্থূলদেহনিষ্ঠ সংস্কারের ক্ষয়ে স্থূলদেহের পতন হয়; তদ্রূপ তখনও সূক্ষ্মদেহনিষ্ঠ সংস্কারের বিদ্যমানতা হেতু তদবলম্বনে তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন; তথায় ঐ সূক্ষ্মদেহনিষ্ঠ সংস্কারও একেবারে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা স্বীয় চিদানন্দরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই সিদ্ধান্তে কোন প্রকার অযৌক্তিকতা নাই। অতএব ব্রহ্মলোকপ্রাপক কোন নিমিত্ত নাই, এই কথা কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না।

এবঞ্চ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যে এই দেহ জীবিত থাকিতেই হইতে পারে, তাহা বেদব্যাস ইতিপূর্ব্বে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং "অত্র ব্রহ্মসমশ্নুতে" ইত্যাদিবাক্যে শ্রুতিও তদ্বিষয়ের স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন, এবং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যেরও এই বিষয়ে কোন বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা অথবা বিরুদ্ধ মত নাই; এই সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদিসম্মত। এই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলেই, পুরুষ মায়াবদ্ধ হইতে মুক্ত হয়েন; সুতরাং তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলা যায়;

তিনি জীবিত থাকিয়াও মুক্ত, তাঁহার আর পুনরায় অবিদ্যাবন্ধন কখন ঘটে না, এবং কোন প্রকার কর্ম্ম তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না। এতৎ সমস্তই সর্ব্ববাদিসম্মত, এবং বেদব্যাস তাহা স্পষ্টরূপে পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছেন। এই জীবন্মুক্ত অবস্থায় পুরুষের সর্ব্বত্র সমদর্শন সর্ব্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে; জীবন্মুক্তপুরুষ আপনাকে এবং জগৎকে ব্রহ্মরূপেই দর্শন করেন। ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত। কারণ, ইহা না হইলে "মুক্ত" কথার কোন অর্থই থাকে না। শ্রুতি বলিয়াছেন, বামদেবের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইবার পর, তিনি বলিয়াছিলেন, "অহং সূর্য্যঃ, অহং মনুঃ" ইত্যাদি, অর্থাৎ তিনি আপনাকে এবং সূর্য্য, মনু ইত্যাদি সমস্ত জাগতিক বস্তুকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক জীবিত থাকিয়া জীবন্মুক্ত-পুরুষ যে সকল পুণ্য ও পাপ কর্ম্ম করেন, তাহাতে যে তিনি লিপ্ত হয়েন না, তাহারও এইমাত্রই কারণ যে, সর্ব্বত্রই তাঁহার ব্রহ্মবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত থাকে। ভেদবুদ্ধিহেতুই সাধারণ জীবের অপ্রাপ্তবিষয়ে আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি জাত হইয়া, তাঁহাতে বাসনারূপ সংস্কারসকলও উপজাত হয়; ভেদবুদ্ধিরহিত হইলে, কাজেই তদ্রূপ বাসনা ও সংস্কার উপজাত হইতে পারে না। অতএব শ্রুতি যে বলিয়াছেন, "এখানেই তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন" ইহা জীবন্মুক্তপুরুষের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সত্য। বৃহদারণ্যকে চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য ও জনক সংবাদে ১৩শ বাক্যে এইরূপ স্পষ্ট উক্তি আছে, যে "যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মাস্মিন্ সংদেহ্যে গহনে প্রবিষ্টঃ স বিশ্বকৃৎ স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তা তস্য লোকঃ স উ লোক এব" (এই গহনস্বরূপ অনেকার্থসঙ্কুলদেহে প্রবিষ্ট আত্মাকে যিনি সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি সর্ব্বকর্ত্তা, এই লোক তাঁহার, এবং তিনি এই লোক)। তৎপরে ১৪ সংখ্যক বাক্যে ঐ শ্রুতি বলিয়াছেন "ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং ন চেদবেদির্মহতী বিনষ্টিঃ, যে তদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি" (আমরা

এই দেহে থাকিয়াই আত্মাকে বিদিত হই, আত্মাকে যদি আমরা বিদিত না হইতাম, তবে আমাদের মহৎ বিনাশ উপস্থিত হইত, যাঁহারা ইহা জানেন তাঁহারা অমৃত হয়েন)। ব্রহ্ম সর্ব্বগত এবং সেই সর্ব্বগত ব্রহ্মের সহিত জীবন্মুক্তপুরুষের অভেদজ্ঞানহেতু তাঁহার "সর্ব্বগতব্রহ্মাত্মতা" সিদ্ধই আছে। পরন্তু জীব স্বরূপতঃ অণুস্বরূপ ; সুতরাং ব্রহ্মের সহিত তাঁহার ভেদাভেদসম্বন্ধ, ইহা বেদব্যাস পূর্ব্বেই বিশদরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অতএব জীব মুক্ত হইলেও, তাঁহার পক্ষে স্থূলদেহধারী হইয়া থাকা অসম্ভব হয় না ; মুক্ত হইয়াও তিনি এই দেহে জীবিত থাকেন। অতএব এই দেহান্তে, সূক্ষ্মদেহধারী হইয়া এই দেহ হইতে উৎক্রমণপূর্ব্বক তাঁহার পক্ষে প্রথমে ব্রহ্মলোকে গমন করা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। তাঁহারা সর্ব্বগতভাব লাভ করিবার পরেও যদি স্থূলদেহবিশিষ্ট হইয়া জীবিত থাকিতে পারেন, তবে স্থূলদেহান্তে সূক্ষ্মদেহবিশিষ্ট হইয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করা অসম্ভব বলিয়া কিরূপে বলা যাইতে পারে ? অতএব সর্ব্বগত ব্রহ্মকে মুক্তপুরুষসকল লাভ করা হেতুতে, মৃত্যুকালেই তাঁহাদের সূক্ষ্মদেহেরও আত্যন্তিক বিনাশ অথবা তাঁহাদিগ হইতেই সম্যক্ বিশ্লেষ কল্পনা করিবার কোন সঙ্গত হেতু নাই। অতএব মৃতদেহ হইতে উৎক্রান্তিও অবশ্য সুসিদ্ধান্ত বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়াদি সূক্ষ্মদেহেরই অঙ্গীভূত, তদ্দ্বারাই সূক্ষ্মদেহ রচিত হয়, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত ; সুতরাং ইন্দ্রিয়সকল যে মরণান্তে জীবের অঙ্গীভূত হইয়া গমন করে, ইহাই সৎসিদ্ধান্ত।

এইস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, জীবন্মুক্তপুরুষ এবং বিদেহমুক্তপুরুষ (অর্থাৎ যে মুক্তপুরুষের স্থূলদেহ মৃত্যুকালে বিনষ্ট হইয়াছে), এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি ? তদুত্তরে এই স্থলে, এই ব্রহ্মসূত্রের ও শ্রুতির মীমাংসানুসারে, এই মাত্রই বলা যাইতে পারে যে, জীবন্মুক্তপুরুষের ভেদবুদ্ধি

রহিত হওয়াতে, এবং সুখ দুঃখ, পাপপুণ্য, সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার সমবুদ্ধি হওয়াতে, প্রারব্ধকর্ম্ম, যাহা জাতি, আয়ু ও ভোগ-সৃষ্টির দ্বারা ফলোন্মুখী হইয়াছে, তাহা বিনষ্ট করিতে মুক্তপুরুষের প্রবৃত্তি হইবার কোন কারণ নাই ও হয় না; এই দেহকে অবলম্বন করিয়াই, তাঁহারা প্রথমে ব্রহ্মো-পাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন, ইহাকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে নহে; সেই উপাসনাবলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলাভ হইলে, তখন সুখ, দুঃখ, দেহ, বিদেহ, সকল বিষয়েই তাঁহাদের সমবুদ্ধি আবির্ভূত হয়; তখন তদবস্থায় তাঁহাদের দেহ ও দেহসম্বন্ধীয় আরব্ধকর্ম্ম ও তদনুগামী সুখদুঃখাদি বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত নূতনকল্পে কোন ইচ্ছা বা সাধন উদ্ভূত হওয়ার পক্ষে তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন কারণ থাকে না। অতএব প্রারব্ধকর্ম্ম, যাহা তাঁহাদের দেহ, আয়ু ও ভোগরূপ ফল উৎপাদন করিতে উন্মুখ হইয়াছে, তাহা প্রতিরোধ করিতে আভ্যন্তরিক কোন শক্তির প্রেরণা না থাকায়, তাহা অপ্রতিহত থাকে। এই প্রারব্ধকর্ম্ম যতদিন এইরূপে ভোগের দ্বারা ক্ষয় না হয়, ততদিন মুক্তপুরুষদিগের সম্বন্ধে স্থূলদেহের কার্য্য অপর জীবের ন্যায়ই চলিতে থাকে। ইহাই জীবন্মুক্তপুরুষের বিশেষ। প্রারব্ধকর্ম্ম ক্ষয়ে, প্রথমতঃ স্থূলদেহনিষ্ঠ সংস্কার বিলুপ্ত হয়, এবং স্থূলদেহ পতিত হয়। কিন্তু সূক্ষ্মদেহের সংস্কার অধিক বদ্ধমূল, কারণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে স্থূলদেহের পতনেও সূক্ষ্মদেহাবলম্বনে জীবের বর্ত্তমান থাকা সিদ্ধ আছে। এই দেহেও সূক্ষ্মদেহের অঙ্গীভূত ইন্দ্রিয়াদিতে যে পরিমাণ আত্মবুদ্ধি থাকে হস্তপদাদি স্থূলদেহাবয়বে সেই পরিমাণ আত্মবুদ্ধি থাকে না। অতএব স্থূলদেহের পতনেই সূক্ষ্মদেহনিষ্ঠ সংস্কার বিলুপ্ত হয় না। স্থূলদেহ বিনষ্ট হইলে, মুক্ত-পুরুষগণ স্থূলদেহনিষ্ঠ সংস্কারবর্জ্জিত সূক্ষ্মদেহমাত্র আশ্রয়পূর্ব্বক, অর্চ্চিরাদি-মার্গে ব্রহ্মলোকপর্য্যন্ত গমন করেন, তথায় যাইতে যাইতে সূক্ষ্মদেহনিষ্ঠ সংস্কার সকল ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মলোকে ঐ সকল সূক্ষ্মসংস্কারও

বিলুপ্ত হইলে তাঁহারা বিদেহমুক্ত পুরুষদিগের পদবীপ্রাপ্ত হয়েন; তখন তাঁহারা যে অবস্থা লাভ করেন, তাহা বেদব্যাস এই অধ্যায়ের শেষ প্রকরণে বর্ণনা করিয়াছেন; তাহাতে উক্ত আছে যে, তাঁহাদের সূক্ষ্মদেহের উপকরণ সমস্ত সাক্ষাৎব্রহ্মরূপতালাভ করে, তাঁহারা ব্রহ্মের ন্যায় আনন্দময় ও "স্বরাট্" হয়েন; কিন্তু এইরূপ ব্রহ্মসারূপ্যলাভ হইলেও, বিশ্বের সৃষ্টিসংহারবিষয়ে স্বতন্ত্র সামর্থ্য তাঁহাদের থাকে না। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই জানা যায় যে, ব্রহ্মের সহিত বিদেহমুক্ত পুরুষদিগেরও সম্বন্ধ একান্ত অভেদ-সম্বন্ধ নহে, কিঞ্চিৎ ভেদও থাকে; অর্থাৎ তাঁহারা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও ব্রহ্মের অংশস্বরূপেই থাকেন, বিভুস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম হয়েন না। অতএব জীবন্মুক্তপুরুষ হইতে বিদেহমুক্তপুরুষের এই বিশেষ যে, জীবন্মুক্ত-পুরুষের সম্বন্ধে যেমন ফলদানে প্রবৃত্ত প্রারব্ধকর্ম্মের কথঞ্চিৎ অধীনতা আছে, বিদেহমুক্তপুরুষের সম্বন্ধে সেই অধীনতাও নাই; জীবন্মুক্ত পুরুষ-দিগের উক্ত কর্ম্মাধীনতা থাকাতে, তাহা ভোগের নিমিত্ত তাঁহাদের ব্রহ্ম-রূপতাপ্রাপ্তি সম্পূর্ণরূপে হয় না। সুতরাং শ্রুতি "স্বরাট্" শব্দের দ্বারা বিদেহমুক্তপুরুষদিগকে জীবন্মুক্তপুরুষ হইতে বিশেষিত করিয়াছেন। পরব্রহ্মরূপতা সম্পূর্ণরূপে লব্ধ হইলে প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগ, যাহা জীবন্মুক্ত-পুরুষের সম্বন্ধে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহা হইতে পারে না। অতএব সেই ভোগের অনুরোধে জীবন্মুক্তপুরুষদিগের সম্বন্ধে পরব্রহ্মরূপত্বপ্রাপ্তির বিষয় শ্রুতি উল্লেখ না করিয়া, বিদেহমুক্ত পুরুষদিগের সম্বন্ধেই তাহা ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। বিদেহমুক্ত পুরুষদিগের যে বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয়াদি সূক্ষ্মশরীরগত উপকরণসকল ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত হয়, তাহা কিরূপ, ইহা সহজে বোধগম্য হইবার নহে; যোগসূত্রের বিভূতিপাদের ৩৫ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে "পৌরুষেয় প্রত্যয়" বলিয়া বেদব্যাস যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার বিচার দ্বারা ইহা কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে

ইহা বাক্যের অগম্য ; যাঁহাদের ব্রহ্মদর্শন হইয়াছে তাঁহারাই ইহা জ্ঞাত হইতে পারেন।

পূর্ব্বোক্ত কারণে, উক্ত ১২শ সূত্রের ব্যাখ্যা শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য যেরূপে করিয়াছেন, তাহা গৃহীত না হইয়া, এই গ্রন্থে শ্রীমন্নিম্বার্কাদি আচার্য্যের ব্যাখ্যাই গৃহীত হইল। বস্তুতঃ "ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা" এই মত যাহা আচার্য্য শঙ্কর নানাস্থানে নানাগ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মত সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে, ব্রহ্মজ্ঞ মুক্তপুরুষের দেহ হইতে মৃত্যুকালে উৎক্রান্তির নিষেধ অবশ্যই করিতে হয় ; কারণ যে মতে দেহাদিপ্রপঞ্চ সত্য নহে, ইহাদিগকে সত্য বলিয়া বোধ করাই অজ্ঞান, সেই অজ্ঞান যখন ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই বিনষ্ট হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞানীর দেহ হইতে উৎক্রান্তি কথার অর্থই কিছু হইতে পারে না। অবিদ্বান্ পুরুষের অজ্ঞানহেতু দেহ ইন্দ্রিয় ইত্যাদিকে সত্য বলিয়া ভ্রম থাকাতে, তাঁহার সম্বন্ধেই যাতায়াত শব্দের ব্যবহার হইতে পারে। এই মতের পুষ্টিসাধন ও ইহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার অভিপ্রায়েই শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের ব্যাখ্যা এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন ; এইরূপ ব্যাখ্যা না করিলে, তাঁহার মায়াবাদের উপরও আস্থা স্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা সুব্যাখ্যা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না ; তাহাতে তাঁহার মায়াবাদ খণ্ডিত হইলে, সেই মায়াবাদই বরং পরিহার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত। কিন্তু মুক্তিবিষয়ক বিচারের দ্বারা অন্য কারণেও শঙ্করাচার্য্যের উপদিষ্ট মায়াবাদকে রক্ষা করা যায় না। জীবন্মুক্তাবস্থা— জীবিতকালেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব বলিয়া বেদব্যাস স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন ; এবং শঙ্করাচার্য্যও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যদি কোন পুরুষের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তবে "জগৎ-মিথ্যা"-বাদীদিগের মতে, কিরূপে সেই পুরুষের সম্বন্ধে "জীবিত" প্রভৃতি বাক্যের প্রয়োগ

করা যাইতে পারে, তাহা বোধগম্য করা সুকঠিন। ফলপ্রদানে উন্মুখ কর্ম্মের ভোগই বা সেই পুরুষের সম্বন্ধে কিরূপে উক্ত হইতে পারে? দেহ, কর্ম্ম এতৎ সমস্তই ত অসত্য—মায়ামাত্র, জ্ঞানোৎপত্তিতে ত তৎসমস্তই তাঁহার নষ্ট হইয়াছে; তবে তাঁহার দেহ কি, প্রারব্ধকর্ম্মই বা কি এবং তাঁহার ভোগ এবং মৃত্যুই বা কি? যদি তাঁহার সম্বন্ধে, তাঁহার নিজ জ্ঞানে এতৎ সমস্ত কিছুই না থাকিল, তবে তাহা অপরের জ্ঞানেই বা থাকিবে কি নিমিত্ত? তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান উদয় হওয়া মাত্রই ত অপর লোকেরও তাঁহার মৃত্যু হইল বলিয়া দর্শন করা উচিত; ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে তাঁহার নিজের জ্ঞানে ত দেহ থাকিতেই পারে না বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, কারণ শাঙ্করিক মতে দেহের কোন অস্তিত্বই নাই, ইহা ভ্রমমাত্র, ব্রহ্মজ্ঞানীর সেই ভ্রম অবশ্যই দূর হইয়াছে; অতএব ঐ দেহের আশ্রয়ীভূত অবিদ্যার বিনাশ হওয়াতে, অপর সকলেরও নিকট তাঁহার দেহ বিনষ্ট বলিয়া বোধ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। বাস্তবিক জগতের ও কর্ম্ম-সকলের অনস্তিত্ববাদ কোন প্রকারেই সিদ্ধ হয় না। ইহাই এই বিচারেরও ফল।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ১৩শ সূত্র। স্মর্য্যতে চ ॥

ভাষ্য।—"সন্নিরুদ্ধস্তু তেনাত্মা সর্ব্বেষ্বায়তনেষু বৈ। জগাম ভিত্ত্বা মূর্দ্ধানং দিবমভ্যুৎপপাত হ॥ ইতি বিদুষ উৎক্রান্তিঃ স্মর্য্যতে।

অস্যার্থ:—মহাভারতে উক্ত আছে যে, "তিনি দেহ পরিহার করিয়া মস্তক ভেদ করিয়া আকাশে উৎপতিত হইলেন," এতদ্দ্বারা বিদ্বান্ পুরুষেরও যে উৎক্রান্তি আছে তাহা স্মৃতিও প্রমাণিত করিয়াছেন।

মভিনিঃসৃতৈকা তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি” ইতি শ্রুত্যুক্তা নাড়ী বর্ত্ততে। বিদ্যাসামর্থ্যাত্তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ প্রসন্নেন বেদ্যেনানুগৃহীতো যদা ভবতি, ততস্তস্যোকো হৃদয়মগ্রজ্বলনং ভবতি, তদা পরমেশ্বরপ্রকাশিতদ্বারস্তাং বিদিত্বা বিদ্বান্ তয়া নিষ্ক্রামতি।

অস্যার্থ :—“হৃদয়প্রদেশে ১০১ নাড়ী আছে, তন্মধ্যে একটি নাড়ী হৃদয় হইতে মূর্দ্ধার অভিমুখে গিয়াছে, এই নাড়ী দ্বারা উর্দ্ধদিকে গমন করিয়া ব্রহ্মবিৎ পুরুষ অমৃতত্ব লাভ করেন,” এইরূপে (কঠ ২ অঃ ৩ব) (ছাঃ ৮অঃ ৬খ) শ্রুতি এক নাড়ী থাকা বলিয়াছেন, তাহা আছে। নিজ বিদ্যাপ্রভাবে এবং নিজের শেষগতিস্বরূপ পরমাত্মার সর্ব্বদা স্মরণহেতু প্রসন্ন শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমের অনুগ্রহে সেই নাড়ীর মূলস্থান (ওক) অর্থাৎ হৃদয়ের অগ্রভাগ দীপ্তিযুক্ত হইয়া উঠে; তৎপরে ভগবৎ-কৃপায় সেই নাড়ীর দ্বার প্রকাশিত হয়; তাহা তখন বিদিত হইয়া বিদ্বান্ পুরুষ উক্ত নাড়ীদ্বারা নিষ্ক্রান্ত হয়েন।

নাড়ীমুখ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত মৃত্যুকালে বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ পুরুষের তুল্যত্ব পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; এবং দেহান্তে বিদ্বান্ পুরুষের লিঙ্গশরীরের ব্রহ্মরূপতাপ্রাপ্তিও পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এইক্ষণে এই সূত্র হইতে বিদ্বান্ পুরুষের উৎক্রান্তি-প্রণালী বিশেষরূপে বর্ণিত হইতেছে।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ১৭শ সূত্র। রশ্ম্যনুসারী ॥

ভাষ্য।—বিদ্বান্মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা নিষ্ক্রম্য সূর্য্যরশ্ম্যনুসার্য্যেবোর্দ্ধং গচ্ছতি “তৈরেব রশ্মিভিরি”-ত্যবধারণাৎ।

অস্যার্থ :—বিদ্বান্ পুরুষ মূর্দ্ধন্যনাড়ীদ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইয়া সূর্য্যরশ্মি

(যাহা ঐ মূৰ্দ্ধন্যনাড়ীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত তাহা) অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধে গমন করেন।

ইতি ব্রহ্মজ্ঞানাং দেহান্তে ঊর্দ্ধগমনপ্রণালীনিরূপণাধিকরণম্।

—•—

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ১৮ সূত্র। নিশি নেতি চেন্ন, সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাদ্দর্শয়তি চ ॥

ভাষ্য।—নিশি মৃতস্য বিদুষো ন পরপ্রাপ্তিরিতি ন বাচ্যম্, যাবদ্দেহভাবিকর্ম্মসম্বন্ধাপগমাত্তস্য তৎপ্রাপ্তিঃ স্যাদেব, "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে" ইতি শ্রুতেঃ।

অস্যার্থ :—রাত্রিতে মৃত বিদ্বান্ পুরুষের পরব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না, ইহা বক্তব্য নহে; যে পর্য্যন্ত দেহ থাকে সেই পর্য্যন্ত বিদ্বান্ পুরুষের কর্ম্মসম্বন্ধ থাকে, (যে কোন কালে দেহত্যাগ হউক) দেহত্যাগ হইলেই তাঁহার পরব্রহ্মপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী; কারণ শ্রুতি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন "তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিষয়ে ততদিনই বিলম্ব যতদিন কর্ম্মসম্বন্ধ রহিত না হয়।" (ছাঃ ৬ অঃ ১৪ খঃ) (রাত্রিতে সূর্য্যরশ্মি থাকে না, বলিয়া রাত্রিতে মৃত বিদ্বান্ পুরুষের ঐ রশ্মি অনুসরণ করিয়া ঊর্দ্ধে গমন করা অসম্ভব, ইহা বলা যায় না; কারণ দেহের সহিত নিয়ত সূর্য্যরশ্মির সম্বন্ধ আছে; শ্রুতি বলিয়াছেন "অহরেবৈতদ্রাত্রৌ বিদধতি" অর্থাৎ সূর্য্যদেব রাত্রিকালেও রশ্মি বিতরণ করেন; এই অর্থ শাঙ্করভাষ্যে করা হইয়াছে)।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ১৯শ সূত্র। অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে ॥

ভাষ্য।—উক্তহেতোর্দ্দক্ষিণায়নেঽপি মৃতস্য বিদুষো ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ।

অন্বয়ার্থ :—পূর্ব্বোক্ত হেতুতে দক্ষিণায়নে মৃত হইলেও বিদ্বান্ পুরুষের ব্রহ্মপ্রাপ্তির বাধা হয় না ; তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ২০শ সূত্র। যোগিনঃ প্রতি স্মর্য্যতে, স্মার্ত্তে চৈতে ॥

(স্মার্ত্তে = স্মৃতিবিষয়ভূতে)

ভাষ্য।—"যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিরি"-ত্যাদিনা চ যোগিনঃ প্রতি স্মৃতিদ্বয়ং স্মর্য্যতে। তে চৈতে স্মরণার্হে, অতো ন কাল-বিশেষনিয়মঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় "যে কালে মরিলে অনাবৃত্তি এবং যেকালে মরিলে আবৃত্তিপ্রাপ্তি হয়, তাহা বলিতেছি, হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! শ্রবণ কর" (গীতা ৮ অঃ ২৩ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যের পর উত্তরায়ণ ও দিবাভাগে মৃত্যুতে অনাবৃত্তি ও দক্ষিণায়ন ও নিশাভাগে মৃত্যুতে আবৃত্তি উক্ত হইয়াছে। এই সকল বাক্যে পিতৃযান ও দেবযান এই দুইমার্গে গতির বিষয় উল্লেখ হইয়াছে সত্য ; পরন্তু এই সকল বাক্য যোগীদিগের কেবল গতিদ্বয়ের বোধের নিমিত্ত। সকাম কর্ম্মাঙ্গ অনুষ্ঠানের ফল পিতৃযানমার্গলাভ এবং জ্ঞানাঙ্গ অনুষ্ঠানের ফল দেবযানমার্গলাভ, ইহা সাধকদিগের হয় ; ব্রহ্মজ্ঞযোগীদিগকে ইহা কেবল জ্ঞাপন করাই ঐ সকল বাক্যের অভিপ্রায় ; তাঁহাদিগের সম্বন্ধেও মৃত্যুর যে কালনিয়ম আছে, তাহা অবধারণ করা এই সকল বাক্যের অভিপ্রায় নহে। কারণ তদ্বিষয়ক বাক্যের উপসংহারে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "নৈতে সৃতী পার্থ, জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন" (এই দুইমার্গ জানিয়া যোগিপুরুষ কিছুতে মোহপ্রাপ্ত হয়েন না), এই বাক্যে যোগীদিগের যে এই দুই গতি জ্ঞাতব্য এইমাত্র বলা হইয়াছে ; জ্ঞান উপজাত হইলে

যে দেবযানমার্গই লাভ হয়, তাহাই তাঁহাদের স্মরণার্থ উক্তস্থলে উপদেশ করা হইয়াছে ; ব্রহ্মজ্ঞানীরও যে মৃত্যুর সম্বন্ধে কালবিচার আছে, তাহা বলা উক্ত বাক্যের অভিপ্রায় নহে।

ইতি ব্রহ্মজ্ঞানাং দেহত্যাগবিষয়ে কালনিয়মাভাবনিরূপণাধিকরণম্।

ইতি বেদান্তদর্শনে চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ।

ওঁ তৎসৎ।

বেদান্ত-দর্শন

চতুর্থ অধ্যায়—তৃতীয় পাদ

৪ অঃ ৩য় পাদ ১ম সূত্র। অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ ॥

(প্রথিতেঃ = প্রসিদ্ধেঃ।)

ভাষ্য।—এক এব মার্গোঽর্চ্চিরাদির্জ্ঞেয়োঽতস্তেনৈব বিদ্বাংসো গচ্ছন্তি। "অর্চ্চিষমেবাভিসম্ভবন্তি অর্চ্চিষোঽহঃ, অহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষম্, আপূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদঙেঙতি মাসান্, তাম্মাসেভ্যঃ সংবৎসরং, সংবৎসরাদাদিত্যম, আদিত্যাচ্চন্দ্রমসং, চন্দ্রমসো বিদ্যুতং, তৎপুরুষোঽমানবঃ, স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি, এষ দেবপথো ব্রহ্মপথঃ; এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" ইতি ছান্দোগ্যে "তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি, অর্চ্চিষোঽহঃ, অহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষম্, আপূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদঙ্ঙাদিত্যমেতি, মাসেভ্যঃ দেবলোকং, দেবলোকাদাদিত্যম্, আদিত্যাদ্বৈদ্যুতং, তান্ বৈদ্যুতাৎ পুরুষোঽমানব এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি" ইতি বৃহদারণ্যকে; অন্যত্রাপি তথৈব প্রসিদ্ধেঃ।

অন্বয়ার্থ :—অর্চ্চিরাদিমার্গ একটিই আছে জানিবে। শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়া, বিদ্বান্ পুরুষ তদ্দ্বারাই গমন করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৪র্থ প্রপাঠকের ১৫শ খণ্ডে উল্লেখ আছে যে, "ব্রহ্মবিৎ পুরুষ অর্চ্চিরাদিমার্গপ্রাপ্ত হয়েন; অর্থাৎ প্রথমে অর্চ্চিকে প্রাপ্ত হয়েন, অর্চ্চির পর অহরভিমানী দেবতাকে, তৎপরে শুক্লপক্ষাভিমানী দেবতাকে, শুক্লপক্ষা-

ভিমানী দেবতার পর উত্তরায়ণষণ্মাসাভিমানী দেবতাকে, ষণ্মাসাভিমানী দেবতার পর সংবৎসরাভিমানী দেবতাকে, সংবৎসরাভিমানী দেবতার পর আদিত্যাভিমানী দেবতাকে, আদিত্যাভিমানী দেবতার পর চন্দ্রমসভিমানী দেবতাকে, তৎপরে বিদ্যুদভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন, তৎপরে অমানব পুরুষ তাঁহাকে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি করান; এইটিই দেবপথ, এইটিই ব্রহ্মপথ; এই পথ যাঁহারা প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনশীল মনুষ্যলোকে আগমন করেন না।" বৃহদারণ্যকোপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণেও এইরূপই উল্লেখ আছে; যথা,—"যে সকল অরণ্যবাসী শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সত্যের উপাসনা করেন, তাঁহারাও এই অর্চ্চিরাদিমার্গ প্রাপ্ত হয়েন; প্রথমে অর্চ্চিরভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হইয়া, পরে অহরভিমানী দেবতা, তৎপরে শুক্লপক্ষাভিমানী দেবতা, তৎপরে উত্তরায়ণষণ্মাসাভিমানী দেবতা, তৎপরে দেবলোকাভিমানী দেবতা, তৎপরে আদিত্যাভিমানী দেবতা, তৎপরে বিদ্যুদভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন; তৎপরে অমানব পুরুষ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান"। অন্যত্রও শ্রুতিতে এই প্রকার গতিই উক্ত আছে (যথা কৌষীতকী ইত্যাদি)।

ইতি অর্চ্চিরাদ্যধিকরণম্।

—:০:—

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ২য় সূত্র। বায়ুমব্দাদবিশেষবিশেষাভ্যাম্ ॥

(অব্দাৎ=সংবৎসরাৎ।)

ভাষ্য।—ছান্দোগ্যশ্রুতিপঠিতাৎ সংবৎসরাদূর্দ্ধমাদিত্যাৎ পূর্ব্ব-"মগ্নিলোকমাগচ্ছতি স বায়ুলোকমি"-তি কৌষীতকী-শ্রুত্যুক্তং বায়ুমভিসম্ভবতি, অবিশেষবিশেষাভ্যাম্ "অগ্নিলোক-মাগচ্ছতি স বায়ুলোকমি"-ত্যত্র বায়োরবিশেষেণোপদিষ্টত্বাৎ,

"তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা রথচক্রস্য খং তেন স ঊর্দ্ধ-মাক্রমতে স আদিত্যমাগচ্ছতী"-ত্যত্র বিশেষাবগমাচ্চ।

অস্যার্থ :—কৌষীতকী উপনিষদে প্রথমাধ্যায়ে দেবযানপথে গতির বিষয়ে এইরূপ উল্লেখ আছে, যথা,—"স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নি-লোকমাগচ্ছতি স বায়ুলোকং স আদিত্যলোকং স বরুণলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকং" (তিনি দেবযানপন্থা প্রাপ্ত হইয়া, অগ্নিলোক প্রাপ্ত হয়েন, তিনি ক্রমশঃ বায়ুলোক, আদিত্যলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক এবং অবশেষে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হয়েন)। এই বর্ণনা সাধারণভাবের বর্ণনা, ইহাতে পন্থাকে সম্যক্ বিশেষিত করিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই। ছান্দোগ্যশ্রুতির সহিত এই শ্রুতির যোগ করিয়া বুঝিতে হইবে যে, এই কৌষীতকীশ্রুতিতে যে অগ্নিলোকের পর বায়ুলোকপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ আছে, সেই বায়ুলোক-প্রাপ্তি ছান্দোগ্যোক্ত সংবৎসরাভিমানী দেবলোকপ্রাপ্তির পর এবং আদিত্যলোকপ্রাপ্তির পূর্ব্বে ; কারণ, কৌষীতকীশ্রুতিতে অগ্নিলোকের পর যে বায়ুলোকের কথা উল্লেখ আছে, সেই বায়ুলোকের বিশেষ বর্ণনা উক্ত কৌষীতকীশ্রুতি করেন নাই ; বৃহদারণ্যকে ৫ম অধ্যায়ে ১০ম ব্রাহ্মণে তৎসম্বন্ধে বিশেষ বলা হইয়াছে, যথা "যদা বৈ পুরুষোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স বায়ুমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা চক্রস্য খং তেন স ঊর্দ্ধমাক্রমতে স আদিত্যমাগচ্ছতি" (যখন ঐ পুরুষ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন, তখন তিনি বায়ুকে প্রাপ্ত হয়েন ; বায়ু তাঁহার নিমিত্ত আপনাকে সচ্ছিদ্র করেন, ঐ ছিদ্র রথচক্রের ছিদ্রসদৃশ ; সেই ছিদ্রদ্বারা পুরুষ ঊর্দ্ধগামী হয়েন এবং তৎপরে আদিত্যকে প্রাপ্ত হয়েন)। (অগ্নিশব্দে জ্বলন বুঝায়, অর্চ্চিঃশব্দেও জ্বলন বুঝায় ; অতএব কৌষীতকী-শ্রুত্যুক্ত অগ্নি এবং ছান্দোগ্যোক্ত অর্চ্চিঃ একই ; পরন্ত এইরূপ সন্দেহ হইতে

পারে যে, অগ্নির পর যে বায়ুলোকপ্রাপ্তি কৌষীতকীশ্রুতিতে উল্লেখ আছে, তাহা কি অর্চ্চিঃপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরে এবং অহঃপ্রভৃতির পূর্ব্বে, অথবা অর্চ্চিরাদিসংবৎসরের পরে এবং আদিত্যের পূর্ব্বে প্রাপ্তি হয়। তাহাতে সূত্রকার বলিতেছেন যে, এই বায়ুলোক-প্রাপ্তি সংবৎসরাভিমানী দেবলোক-প্রাপ্তির পরে এবং আদিত্যলোক-প্রাপ্তির পূর্ব্বে হয়; কারণ বায়ুলোকের স্থান বিশেষরূপে কৌষীতকী উপনিষদে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; তাহাতে সাধারণ ভাবে বায়ুলোকপ্রাপ্তিমাত্র উল্লেখ আছে; কিন্তু বৃহদারণ্যকোপনিষদের উপদেশদ্বারা ইহা স্পষ্ট জানা যায় যে, বায়ুলোক-প্রাপ্তি আদিত্যলোক-প্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে হয়। ইহাই সূত্রার্থ।)

ইতি বায়্বধিকরণম্।

—•—

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ৩য় সূত্র। তড়িতোঽধি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ ॥

(তড়িতঃ = বিদ্যুতঃ; অধি = উপরি; বরুণঃ = বরুণলোকঃ; সম্বন্ধাৎ = বিদ্যুদ্বরুণয়োঃ সম্বন্ধাৎ)।

ভাষ্য।—"স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি স বায়ুলোকং স বরুণলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকমি"-তি কৌষীতকীশ্রুত্যুক্তো "বরুণশ্চন্দ্রমসো বিদ্যুতমি"-তি ছান্দোগ্যশ্রুত্যুক্তবিদ্যুত উপরি জ্ঞেয়ো বিদ্যুদ্বরুণসম্বন্ধাদিন্দ্রপ্রজাপতী চ তদগ্রে যোজ্যৌ।

অস্যার্থ:—কৌষীতকী উপনিষদে যে দেবযানপথের কথা উল্লেখ হইয়া প্রথমে অগ্নিলোকপ্রাপ্তি, তৎপরে ক্রমশঃ বায়ুলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ আছে, সেই বরুণলোকের স্থিতি ছান্দোগ্যোক্ত চন্দ্রমস্ ও বিদ্যুৎলোকের উপরে বুঝিতে হইবে, কারণ

বিদ্যুতের সহিত বরুণের প্রকটসম্বন্ধ আছে; এই বরুণলোকের পর ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোক।

ইতি বরুণাধিকরণম্।

—০—

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ৪র্থ সূত্র। আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ ॥

ভাষ্য।—অর্চ্চিরাদয়ো গন্তৄণাং গময়িতারঃ "স এতান্ ব্রহ্ম গময়তী"-ত্যমানবস্য গময়িতৃত্বশ্রবণাৎ পূর্ব্বেষামপি গময়িতৃত্বং গম্যতে।

অন্বয়ার্থ :—পূর্ব্বে যে অর্চ্চিরাদি (অর্চ্চিঃ, অহঃ, শুক্লপক্ষ, ষণ্মাস, সংবৎসর, বায়ু, আদিত্য ইত্যাদি) বলা হইয়াছে, ইঁহারা ব্রহ্মলোকে গন্তা পুরুষ-সকলের বাহনকারী দেবতা। কারণ বৃহদারণ্যক (৬ষ্ঠ অঃ ২ ব্রা) এবং ছান্দোগ্যোক্ত "স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি" (তিনি ইহাদিগকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করান) এই বাক্যে অমানুষের (দেবতার) ব্রহ্মলোকপ্রাপকত্ব উল্লেখ থাকাতে, এই বাহকত্বচিহ্নদ্বারা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অর্চ্চিঃ, দিবস ইত্যাদি শব্দের বাচ্য বাহক-দেবতা বলিয়াই সিদ্ধান্ত হয়।

(এই সূত্রের পরে আর একটি সূত্র শাঙ্করভাষ্যে ধৃত হইয়াছে, তাহা অপর ভাষ্যকারগণকর্ত্তৃক ধৃত হয় নাই। সেই সূত্র এই :—

"উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ।"

অর্চ্চিঃপ্রভৃতি যদি অচেতন হয়, তবে তাহারা অচেতন হওয়াতে গন্তা পুরুষকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে পারে না; গন্তা পুরুষও উক্ত পথের বিষয়ে অজ্ঞ; সুতরাং অর্চ্চিরাদি অচেতনপদার্থ নহে, তদভিমানী চেতন দেবতা)।

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ৫ম সূত্র। বৈদ্যুতেনৈব ততস্তচ্ছ্রুতেঃ ॥

ভাষ্য।—বিদ্যুত উপরিষ্টাদমানবেনৈব বিদ্বান্নীয়তে। বরুণাদয়স্তু সাহিত্যেনোপকারকাঃ।

অন্বয়ার্থ :—বিদ্যুতের উপরে অমানবপুরুষকর্ত্তৃক বিদ্বান্ নীত হয়েন, বরুণাদি তাঁহার সঙ্গী হইয়া উপকার করেন। বৃহদারণ্যকশ্রুতি স্পষ্ট বলিয়াছেন "তান্ বৈদ্যুতান্ পুরুষোঽমানব এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি"।

ইতি অর্চ্চিরাদীনাং দেবত্বনিরূপণাধিকরণম্।

—•—

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ৬ষ্ঠ সূত্র। কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ ॥

ভাষ্য।—অর্চ্চিরাদি-গণঃ কার্য্যং ব্রহ্ম তদুপাসকান্নয়তি, কার্য্যস্য ব্রহ্মণ এব গত্যুপপত্তেরিতি বাদরির্ম্মন্যতে।

অন্বয়ার্থ :—বাদরিমুনি বলেন যে অর্চ্চিরাদিদেবতাগণ কার্য্যব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভকেই তদুপাসকগণকে প্রাপ্তি করান, পরব্রহ্মকে নহে; কারণ গতিশব্দের দ্বারা দেশবিশেষবর্ত্তী কার্য্যব্রহ্মেরই সঙ্গতি হয়।

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ৭ম সূত্র। বিশেষিতত্বাচ্চ ॥

ভাষ্য।—"তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবন্তো বসন্তী"-তি লোকশব্দবহুবচনাভ্যাং বিশেষিতত্বাচ্চ।

অন্বয়ার্থ :—বিশেষতঃ, বৃহদারণ্যককথিত পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে উক্ত হইয়াছে যে, "তাঁহারা ব্রহ্মলোকসকলে চিরকাল বাস করেন"; এই বাক্যে "ব্রহ্মলোক" শব্দ এবং বহুবচন থাকায়, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অর্চ্চিরাদিদেবগণ যথাক্রমে হিরণ্যগর্ভকেই প্রাপ্তি করান।

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ৮ম সূত্র। সামীপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ ॥

ভাষ্য।—প্রথমজত্বেন ব্রহ্মসামীপ্যাত্তু "ব্রহ্ম গময়তী"-তি ব্যপদেশ উপপদ্যতে।

অন্বয়ার্থ :—বাদরিমুনি বলেন, "ব্রহ্ম গময়তি" (ব্রহ্মকে প্রাপ্তি করান) এই বৃহদারণ্যকোক্ত পদে যে "ব্রহ্ম" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত

নহে ; কারণ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাই সৃষ্টির আদিপুরুষ, তাঁহার পরব্রহ্মসামীপ্য-হেতু তাঁহাকে ব্রহ্মপদবী দেওয়া হইয়াছে।

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ৯ম সূত্র। কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ ॥

ভাষ্য।—কার্য্যব্রহ্মলোকনাশে কার্য্যব্রহ্মণা সহ কার্য্যব্রহ্মণঃ পরং প্রাপ্নোতি "তে ব্রহ্মলোকে তু পরান্তকালে পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে" ইত্যভিধানাৎ।

অন্বয়ার্থ :—কার্য্যব্রহ্মলোকের লয়কালে তদধ্যক্ষ-হিরণ্যগর্ভের সহিত তল্লোকবাসী সকলে শুদ্ধ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন, ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন ; যথা "তে ব্রহ্মলোকে" ইত্যাদি। অতএব ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত পুরুষের যে সংসারে অনাবৃত্তি-সূচক শ্রুতি আছে, তাহাও উক্ত "তে ব্রহ্মলোকে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সমঞ্জসীভূত হয়। (মু ৩, ২য় খঃ)

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ১০ম সূত্র। স্মৃতেশ্চ ॥

ভাষ্য।—"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদমি"-তি স্মৃতেশ্চোক্তার্থোঽবগম্যতে।

অন্বয়ার্থ :—স্মৃতিতেও এইরূপই উল্লেখ আছে, যথা, "মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়া, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার লয় হইলে, তল্লোকবাসী সকলে লব্ধ-ব্রহ্ম জ্ঞান হইয়া বিষ্ণুর পরমপদে প্রবেশ করেন"।

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ১১শ সূত্র। পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ ॥

ভাষ্য।—"পরং ব্রহ্ম নয়তি" "এতান্ ব্রহ্ম গময়তী"-তি ব্রহ্মশব্দস্য পরস্মিন্ মুখ্যত্বাৎ।

অন্বয়ার্থ :—জৈমিনি মুনি বলেন যে, পরব্রহ্মপ্রাপ্তি করাইবার নিমিত্তই

অর্চিরাদিদেবগণ লইয়া যান ; ইনি বলেন যে, এইস্থলে ব্রহ্মশব্দ পরব্রহ্ম-বোধক ; কারণ "পরং ব্রহ্ম নয়তি", "এতান্ ব্রহ্ম গময়তি" ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থেই প্রয়োগ হইয়াছে ; ব্রহ্মশব্দ মুখ্যার্থে পরব্রহ্মকেই বুঝায় ; এই মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া গৌণার্থ গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। (লোকশব্দ বহুবচনান্ত হওয়াতেও তদ্দ্বারা কার্য্যব্রহ্ম বুঝায় না ; কারণ ব্রহ্ম সর্ব্বগত হইলেও, তাঁহার স্বেচ্ছায় বিশেষদেশবর্ত্তী হওয়ার কোন বাধা হয় না। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন "যোঽস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ তিষ্ঠতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইত্যাদি। এবং ব্রহ্মলোকেরও নিত্যত্ব সিদ্ধ আছে, "অকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকং সম্ভবানি" ইত্যাদিশ্রুতি তাহার প্রমাণ। লোক-প্রদেশের বাহুল্যবিবক্ষাতে বহুবচন ব্যবহৃত হওয়া অসঙ্গত নহে ; যথা, স্মৃতি বলিয়াছেন, "যে লোকা মম বিমলাঃ সকৃদ্বিভাতি ব্রহ্মাদ্যৈঃ সুরবৃষভৈরপীপ্সমাণাঃ। তান্‌ক্ষিপ্রং ব্রজ সততাগ্নিহোত্রযাজিন্মত্তুল্যো ভব গরুড়োত্তমাঙ্গযান ॥" ইত্যাদি দ্রোণপর্ব্বোক্ত শ্রীভগবদ্বাক্য। শ্রীশ্রীনিবাসা-চার্য্যকৃতভাষ্য হইতে এই ব্যাখ্যাংশ গ্রহণ করা হইয়াছে।)

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ১২শ সূত্র। **দর্শনাচ্চ ॥**

ভাষ্য।—"পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" ইতি পরপ্রাপ্যত্বদর্শনাচ্চ।

অস্যার্থ:—শ্রুতিও অন্যত্র পরব্রহ্মপ্রাপ্তিই স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা, "পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য" ইত্যাদি। (ছাঃ ৮ অঃ ৩ খঃ)

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ১৩শ সূত্র। **ন চ কার্য্যে প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ ॥**

(ব্রহ্মোপাসকস্য মৃত্যুকালে যা প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিসঙ্কল্পঃ সা ন কার্য্যে ব্রহ্মণি সম্ভবতি ইত্যর্থঃ)।

ভাষ্য।—"প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে" ইত্যয়ং প্রাপ্তেঃ

সঙ্কল্পঃ কার্য্যব্রহ্মবিষয়কো ন, কিন্তু পরমাত্মবিষয়কঃ তস্যৈ বাধিকারাৎ।

অন্বয়ার্থ :—"আমি প্রজাপতি ব্রহ্মার সভাগৃহ প্রাপ্ত হইলাম" (ছাঃ ৮অঃ ১৪ খঃ) এই শ্রুতিবাক্যে যে এইরূপ সঙ্কল্প উক্ত আছে, তাহা কার্য্যব্রহ্মবিষয়ক নহে, তাহা পরমাত্মবিষয়ক ; কারণ "নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম" (তিনি নাম ও রূপের নির্ব্বাহক ; নাম ও রূপ যাঁহার বহির্ব্বর্ত্তী, তিনি ব্রহ্ম) ইত্যাদি (ছাঃ ৮ অঃ ১৪ খঃ) শ্রুতিবাক্যে যে পরব্রহ্মের প্রস্তাব আরম্ভ হইয়াছে, উক্ত গতিশ্রুতি ঐ প্রস্তাবেরই অন্তর্গত। অতএব পরব্রহ্মই লক্ষ্য হয়েন, কার্য্যব্রহ্ম নহেন।

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ১৪শ সূত্র। অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থা দোষাত্তৎক্রতুশ্চ ॥

ভাষ্য।—অর্চ্চিরাদিগণঃ প্রতীকালম্বনব্যতিরিক্তান্ পরব্রহ্মোপাসকান্ ব্রহ্মাত্মকতয়াহক্ষরস্বরূপোপাসকাংশ্চ পরংব্রহ্ম নয়তি। কুতঃ? উভয়থা দোষাৎ। কার্য্যোপাসকান্নয়তীত্যত্র "অস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্যে"-ত্যাদিশ্রুতিব্যাকোপঃ স্যাৎ। পরোপাসীনানেব নয়তীতি নিয়মে তু "তদ্ য ইত্থং বিদুর্যে চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে তেহর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তী"-তি শ্রুতিব্যাকোপঃ স্যাৎ। "তস্মাদ্ যথাক্রতুরস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতী"-ত্যাদিশ্রুতেস্তৎক্রতুস্তথৈব প্রাপ্নোতীতি সিদ্ধান্তো ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে।

অন্বয়ার্থ :—পূর্ব্বোক্তবিষয়ে মহর্ষি বাদরায়ণের মীমাংসা এই যে, যাঁহারা

কেবল প্রতীকালম্বনে উপাসনা করেন, (অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মভাবে নাম, মনঃ অথবা এইরূপ অপর প্রতীককে ব্রহ্মভাবে উপাস্যরূপে ভজন করেন— "যে নামব্রহ্মেত্যুপাসীতে" ইত্যাদিশ্রুত্যুক্তনামাদিপ্রতীকে ব্রহ্মোপাসনা করেন) তদ্ব্যতীত অপর পরব্রহ্মোপাসকদিগকে, এবং যাঁহারা নিজ আত্মাকে ব্রহ্মস্বরূপ ভাবনা করিয়া অক্ষরাত্মার উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে অর্চ্চিরাদি বাহক-দেবতাগণ পরব্রহ্মকেই প্রাপ্তি করান, কার্য্যব্রহ্মকে নহে। কারণ, পূর্ব্বোক্ত উভয় (বাদরিকৃত ও জৈমিনিকৃত) মীমাংসাতেই দোষ আছে ; যদি কার্য্যব্রহ্মোপাসকদিগকেই অর্চ্চিরাদিদেবগণ বহন করিয়া লইয়া কার্য্যব্রহ্মপ্রাপ্তি করান (যাঁহারা পরব্রহ্মোপাসনা করেন তাঁহাদিগের কোন লোকে গমন নাই এবং তাঁহাদিগকে লইয়া যান না), এইরূপ মীমাংসা করা যায়, তবে "অস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য" (দহর এবং সত্যবিদ্যানিষ্ঠ পরব্রহ্মোপাসকগণ এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া স্বয়ং জ্যোতিঃ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় ব্রহ্মভাব লাভ করেন) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের (ছাঃ ৮ অঃ ৩, ১২ খঃ) সহিত এই মীমাংসার বিরোধ হয়। আর যদি কেবল পরব্রহ্মোপাসককেই অর্চ্চিরাদিদেবগণ লইয়া যান, এইরূপ মীমাংসা করা যায়, তবে "তদ্য ইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি" (ছাঃ ৫ অঃ ১০ খঃ) (যাঁহারা ইহা জানেন, এবং যাঁহারা অরণ্যে তপস্যারূপ শ্রদ্ধাকে উপাসনা করেন, তাঁহারা অর্চ্চিরাদিগতি প্রাপ্ত হয়েন) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য পঞ্চাগ্নি উপাসকদিগের অর্চ্চিরাদিগতি উপদেশ করাতে, উক্ত শ্রুতিবাক্যসকল সেই মীমাংসার বিরোধী হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন "অতএব পুরুষ ইহলোকে যদ্রূপ ক্রতুবিশিষ্ট হয়েন, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া, তদ্রূপতাই প্রাপ্ত হয়েন, (ছাঃ ৩ অঃ ১৪ খঃ) এইরূপ অন্যান্য শ্রুতিও আছে ; তদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, যিনি যদ্রূপ ক্রতু (উপাসনা) সম্পন্ন হয়েন, তিনি তদ্রূপ স্বরূপপ্রাপ্ত হয়েন ; হিরণ্য-

গর্ভোপাসক হিরণ্যগর্ভকে প্রাপ্ত হয়েন, পরব্রহ্মোপাসক পরব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীবাদরায়ণ বেদব্যাসের এই সিদ্ধান্ত।

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ১৫শ সূত্র। বিশেষং চ দর্শয়তি ॥

ভাষ্য।—"যাবন্নাম্নো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতী-" ত্যাদিকা শ্রুতিঃ প্রতীকোপাসকস্য গত্যনপেক্ষং ফলবিশেষং চ দর্শয়তি।

অস্যার্থ :—কেবল নামাদিপ্রতীকোপাসকদিগের সম্বন্ধে শ্রুতি পরব্রহ্ম-প্রাপিকা গতি উল্লেখ না করিয়া, তাঁহাদিগের অপর ফলবিশেষই প্রদর্শন করিয়াছেন ; যথা,—"যাবন্নাম্নো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি বাগ্বাব নাম্নো ভূয়সী যাবদ্বাচো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি মনো বাব বাচো ভূয়ঃ" ইত্যাদি (যত দূর পর্য্যন্ত নামের গতি, তাঁহার মধ্যে নামধ্যাতার কামচারতা জন্মে ; বাক্ নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদুপাসক যতদূর বাক্যের গতি ততদূর পর্য্যন্ত কামচারী হয়েন ; মন বাক্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদুপাসক মনের গতির সীমার মধ্যে কামচারী হয়েন) (ছাঃ ৭ অঃ ১ খঃ)। এই নিমিত্ত কেবল প্রতীকোপাসক ভিন্ন অপরের পরব্রহ্মপ্রাপ্তি বলা হইল।

ইতি পরব্রহ্মোপাসকানাম্ অক্ষরোপাসকানাঞ্চ পরব্রহ্মপ্রাপ্তেস্তদিতরাণাং উপাস্যলোকপ্রাপ্তের্নিরূপণাধিকরণম্।

ফলতঃ সিদ্ধান্ত এই যে, যিনি যাঁহার উপাসনা করেন, তিনি দেহপরি-ত্যাগ করিয়া তদ্রূপতাপ্রাপ্ত হয়েন। কেবল নাম, মন ইত্যাদি প্রতীককে যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে প্রতীকোপাসক বলে ; সেই সকল প্রতীকে প্রকাশিত ব্রহ্মের যে সকল শক্তি আছে, তদুপাসক তৎসমস্ত প্রাপ্ত হইয়া, তদনুরূপ কামচারতা প্রাপ্ত হয়েন ; তাঁহাদের ধ্যানে প্রতীকই প্রধান হওয়ায়, ব্রহ্ম অপ্রধানভাবে তাঁহাদের উপাস্য হয়েন, সুতরাং মুখ্যব্রহ্ম-

প্রাপ্তি-রূপ ফল তাঁহাদের সাক্ষাৎসম্বন্ধে হয় না। পরন্তু যাঁহারা ব্রহ্মকে সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বকর্ত্তা, সত্যসঙ্কল্প, সর্ব্বাত্মা, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, ইত্যাদিরূপে বিশেষপ্রতীকনিরপেক্ষ হইয়া ধ্যান ও উপাসনা করেন, তাঁহাদের উপাসনায় পরব্রহ্মই প্রধানরূপে ধ্যেয়; সুতরাং তাঁহাদের দেহান্তে পরব্রহ্ম-প্রাপ্তিই শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখ্যব্রহ্মোপাসনার অঙ্গীভূত অপর কর্ম্মাঙ্গ থাকিলেও (গৃহস্থদিগের পক্ষে বেদব্যাস তাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন), তদ্দ্বারা তাহাদের মুখ্যব্রহ্মোপাসনার আনুকূল্যই হয়। যাঁহারা উক্তপ্রকারে মুখ্যব্রহ্মোপাসনা করেন না, প্রতীকাদিই মুখ্যরূপে যাঁহাদের উপাস্য, তাঁহাদেরও উপাসনার উৎকর্ষভেদে কাহার কাহার দেবযানমার্গলাভ হইতে পারে; পরন্তু তাঁহারা সেই উপাসনাবলে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন না, তাঁহারা উপাসনার ফলস্বরূপ ইন্দ্রলোকাদি উচ্চ লোকসকল প্রাপ্ত হইতে পারেন, এবং শাস্ত্রে কথিত আছে যে, তাঁহারা কেহ কেহ ব্রহ্মলোকও প্রাপ্ত হইতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা ঐ উপাসনার বলে পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে এই দেহত্যাগের পরেই প্রাপ্ত হয়েন না; ব্রহ্মলোকে তাঁহারা পরব্রহ্মোপাসনা করিয়া পরে ব্রহ্মার সহিত একীভূত হইয়া তৎসহ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। যাঁহারা প্রত্যগাত্মাকে ব্রহ্মাত্মক-বোধে অক্ষর স্বরূপের ধ্যান করেন, তাঁহাদের উপাসনা প্রতীকাবলম্বন-উপাসনা না হওয়ায়, তাঁহাদেরও দেহান্তে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। অতএব কেবল প্রতীকাবলম্বন-উপাসক ভিন্ন সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে সত্যকামত্বাদি-গুণবিশিষ্ট পরব্রহ্মোপাসক, এবং অক্ষরোপাসকগণ অমানব পুরুষদ্বারা নীত হইয়া পরব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয়েন; ইহাই শ্রীভগবান্ বেদব্যাসের মীমাংসা, এবং ইহাই পূর্ব্বোক্ত বৃহদারণ্যকপ্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের মর্ম্ম।

ইতি বেদান্তদর্শনে চতুর্থাধ্যায়ে তৃতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ।

ওঁ তৎসৎ।

বেদান্ত-দর্শন

চতুর্থ অধ্যায়—চতুর্থ পাদ

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১ম সূত্র। সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ ॥

ভাষ্য।—জীবোঽর্চ্চিরাদিকেন মার্গেণ পরং সম্পদ্য স্বাভাবিকেন রূপেণাবির্ভবতীতি "পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত"-ইতি বাক্যেন প্রতিপাদ্যতে,স্বেনেতি শব্দাৎ।

অন্বয়ার্থ :—অর্চ্চিরাদিমার্গে গমনানন্তর পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া জীব স্বীয় স্বাভাবিক রূপপ্রাপ্ত হয়েন; অর্থাৎ তাঁহার দেবকলেবর কি অপর কোন বিশেষধর্ম্মবিশিষ্ট কলেবর প্রাপ্তি হয় না; শ্রুতি যে "স্বেন" (নিজের) শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ইহা নিশ্চিত হয়; শ্রুতি যথা :—"এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভি-নিষ্পদ্যতে" (ছান্দোগ্যে ৮ অঃ ১২ খঃ প্রজাপতিবাক্য)। (এই সংসার-দুঃখবিমুক্ত সম্প্রসাদপ্রাপ্ত পুরুষ এই শরীর হইতে সম্যক্ উত্থিত হইয়া পরমজ্যোতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, (সর্ব্বপ্রকাশক ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হয়েন), হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক বিশুদ্ধরূপে আবির্ভূত হয়েন)।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ২য় সূত্র। মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ॥

ভাষ্য।—বন্ধাদ্বিমুক্ত এবাত্র স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে ইত্যুচ্যতে। কুতঃ? "য আত্মা অপহতপাপ্মে"-ত্যুপক্রম্য "এতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামী"-তি প্রতিজ্ঞানাৎ।

অন্বয়ার্থ :—পূর্ব্বোক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতিতে যে "স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে"

(স্বীয় স্বাভাবিকরূপসম্পন্ন হয়েন) (ছাঃ ৮অঃ ১২ খঃ) বলা হইয়াছে, ইহার অর্থ সর্ব্ববিধ বন্ধ হইতে মুক্ত হয়েন। ইহা উক্ত শ্রুতির প্রতিজ্ঞা-বাক্যদ্বারা স্থিরীকৃত হয়। শ্রুতি প্রথমে আখ্যায়িকার উপক্রমে বলিয়াছেন "য আত্মা অপহতপাপ্মা" (ছাঃ ৮ অঃ ৭ খঃ) (আত্মা নিষ্পাপ, নির্ম্মল); এই উপক্রমবাক্যে আত্মার স্বাভাবিক মুক্তস্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং পরে "এতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি" (ছাঃ ৮ অঃ ১১ খঃ) (তোমাকে পুনর্ব্বার এই আত্মার কথা বলিতেছি); এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে প্রকরণশেষে উক্ত "স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" এই বাক্য দ্বারা আখ্যায়িকা সমাপন করিয়াছেন।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ৩য় সূত্র। আত্মা প্রকরণাৎ ॥

ভাষ্য।—আত্মৈবাবির্ভূতরূপস্তৎপ্রকরণাৎ।

অস্যার্থ :—পূর্ব্বোক্ত "পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য" ইত্যাদিবাক্যে যে "জ্যোতিঃ" শব্দ আছে, তাহা আত্মা-বোধক; কারণ, উক্ত প্রকরণে আত্মাই বর্ণিত হইয়াছেন। এই সূত্রের ভাষ্য সমাপনান্তে শ্রীনিবাসাচার্য্য বলিয়াছেন "তস্মাদর্চ্চিরাদিনা পরং ব্রহ্মোপসম্পদ্য স্বাভাবিকেনৈব রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে প্রত্যগাত্মেতি সিদ্ধম্" (অতএব অর্চ্চিরাদিমার্গে গমন করিয়া, পরব্রহ্মে সম্যক্ প্রতিষ্ঠালাভান্তে জীব স্বাভাবিক দেহাদিবিকারশূন্য বিশুদ্ধ-রূপ প্রাপ্ত হয়েন, ইহা সিদ্ধান্ত হইল; অর্চ্চিরাদিমার্গগামী পুরুষ যে কার্য্য-ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন, পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন না, এবং যাঁহারা দেহান্তে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা অর্চ্চিরাদিমার্গে গমন করেন না; এইরূপ সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে)।

ইতি বিদেহমুক্তস্য স্বরূপে প্রতিষ্ঠা নিরূপণাধিকরণম্।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ৪র্থ সূত্র। অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ॥

ভাষ্য।—মুক্তঃ পরস্মাদাত্মানং ভাগাবিরোধিনা অবিভাগেনানুভবতি। তত্ত্বস্য তদানীমপরোক্ষতো দৃষ্টত্বাৎ, শাস্ত্রস্যাপ্যেবং দৃষ্টত্বাৎ।

অস্যার্থ :—অংশ যেমন অংশীর ভাগমাত্র হইয়াও অংশী হইতে অভিন্ন, তদ্রূপ মুক্তপুরুষ আপনাকে পরমাত্মা হইতে অভিন্নরূপে অনুভব করেন; তৎকালে সমস্তকেই পরমাত্মস্বরূপে দর্শন হয়, শাস্ত্রও এইরূপই প্রকাশ করিয়াছেন।

বিদেহমুক্ত পুরুষের সর্ব্ববিধ বন্ধন মুক্ত হওয়াতে, তাঁহার ব্রহ্ম হইতে ভেদবুদ্ধি কখন স্ফুরিত হয় না, তিনি ব্রহ্মরূপেই সমস্ত প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু পূর্ব্বে জীব স্বভাবতঃ অণুস্বরূপ বলিয়া বেদব্যাস উপদেশ করিয়াছেন, ব্রহ্ম কিন্তু বিভুস্বরূপ; সুতরাং মুক্তাবস্থায়ও জীব ব্রহ্মের অংশ, পূর্ণব্রহ্ম নহেন; মুক্তজীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মের অংশ হওয়াতে ব্রহ্ম বলিয়াই সর্ব্বদা আপনাকে অনুভব করেন, এবং সমস্ত জগৎকেও তদ্রূপ দর্শন করেন। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ," "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে দৃশ্যমান জড়জগতেরও ব্রহ্মাভিন্নত্বসিদ্ধি আছে। কিন্তু এতৎসমস্ত ব্রহ্মের অংশমাত্র; "একাংশেন স্থিতো জগৎ" ইত্যাদিবাক্যে গীতা এবং "অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি" ইত্যাদি সূত্রে তাহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে। সুতরাং জীবাত্মা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, তাঁহার অংশস্বরূপ; সংসারাবস্থায় তিনি তাহা বুঝিতে পারেন না, মুক্তাবস্থায় তাঁহার এই ব্রহ্মাংশরূপতা (সুতরাং অভিন্নত্ব) সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়; সর্ব্বপ্রকার দেহাভিমান বিদূরিত হয়, সর্ব্ববিধ বিশেষ দেহের সহিত যোগ বিলুপ্ত হয়।

ইতি বিদেহমুক্তস্য ব্রহ্মাভিন্নরূপেণ স্থিতিনিরূপণাধিকরণম্।

—০—

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ৫ম সূত্র। ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ ॥

ভাষ্য।—অপহতপাপ্মত্বাদিব্রাহ্মেণ গুণেন যুক্তঃ প্রত্য-গাত্মাঽবির্ভবতীতি জৈমিনির্মন্যতে। দহরবাক্যে ব্রহ্মসম্বন্ধি-তয়া শ্রুতানামপহতপাপ্মত্বাদীনাং প্রজাপতিবাক্যে প্রত্যগাত্ম-সম্বন্ধিতয়াঽপ্যুপন্যাসাদিনা লক্ষণাদিভ্যশ্চ।

অস্যার্থ :—জৈমিনি বলেন যে, ব্রহ্মের যে অপহতপাপ্মত্বাদি গুণসকল শ্রুতিতে উক্ত আছে, মুক্তাবস্থায় জীব তদ্বিশিষ্ট হইয়া আবির্ভূত হয়েন। কারণ "দহর"-বিদ্যা-বিষয়ক বাক্যে এই অপহতপাপ্মত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণ ব্রহ্মসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে; পূর্ব্বোক্ত প্রজাপতিবাক্যে উক্ত অপহতপাপ্মত্বাদি গুণ মুক্তজীবসম্বন্ধেও "এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা" "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইত্যাদি উপন্যাসবাক্যে উক্ত হইয়াছে। এবং "স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" (তিনি সেইকালে স্বেচ্ছায় পরিক্রম করেন, ভোগ করেন, ক্রীড়া করেন, রমমাণ থাকেন) ইত্যাদি-বাক্যেও তাহা জানা যায়।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ৬ষ্ঠ সূত্র। চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌডু-লোমিঃ ॥

ভাষ্য।—ব্রহ্মণি চিদ্রূপে উপসন্নঃ প্রত্যগাত্মা চিন্মাত্রেণ রূপেণাবির্ভবতি। "প্রজ্ঞানঘন এবে"-তি তস্য তদাত্মকত্ব-শ্রবণাদিত্যৌডুলোমির্মন্যতে।

অস্যার্থ :—ঔডুলোমি মুনি বলেন যে, মুক্তাবস্থায় জীবাত্মা কেবল চৈতন্যমাত্রস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া কেবল চৈতন্যমাত্ররূপে আবির্ভূত হয়েন; কারণ শ্রুতি তাঁহাকে "প্রজ্ঞান ঘন" মাত্র বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ৭ম সূত্র। এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদ-বিরোধং বাদরায়ণঃ ॥

(পূর্ব্বভাবাৎ="পূর্ব্বোক্তাদপহতপাপ্মত্বাদিগুণসম্পন্নপ্রত্যগাত্মাবির্ভাবাৎ"।)

ভাষ্য।—বিজ্ঞানমাত্রস্বরূপত্বপ্রতিপাদনে সত্যপি অপহত-পাপ্মত্বাদিমদ্বিজ্ঞানস্বরূপাবির্ভাবাদবিরোধং ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। কুতঃ? মুক্তজীবসম্বন্ধিতয়া অপহতপাপ্মত্বাদ্যুপ-ন্যাসাৎ।

অস্যার্থঃ—যদিচ মুক্ত-আত্মা বিজ্ঞানমাত্রস্বরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন সত্য, তথাপি তাহার ঐ বিজ্ঞানরূপ স্বীয় স্বরূপ অপহতপাপ্মত্বাদি-গুণবিশিষ্ট, ইহা ভগবান্ বাদরায়ণ বেদব্যাস সিদ্ধান্ত করেন; কারণ মুক্তজীবসম্বন্ধে অপহতপাপ্মত্বাদিগুণ পূর্ব্বোক্ত উপন্যাসবাক্যে (ছাঃ ৮ম অঃ) শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কুত্রাপি প্রত্যাখ্যাত হয় নাই।

(বিদেহমুক্তাবস্থায়ও যে সত্যসঙ্কল্পাদি ঐশ্বর্য্য থাকে, তাহা বেদব্যাস এই স্থলে স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন; ইহাই যে "ব্রহ্মভাব" এবং ইহাই যে সংসারাতীত মুক্তাবস্থা, তাহাও পূর্ব্বে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্ম চিন্মাত্র হইয়াও যে সত্যসঙ্কল্পাদি ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট আছেন, এবং তাহা যে তাঁহার জগদতীতস্বরূপ, ইহা এতদ্দ্বারা স্পষ্টরূপে সিদ্ধান্ত হয়। এইস্থলে যে পূর্ণ মুক্তস্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বিরোধ নাই; ইহা যে ব্যবহারাতীত (সংসারাতীত) রূপ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না; কারণ ব্যবহারাবস্থার সহিত প্রভেদ প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়েই দেহান্তে যে পরব্রহ্মরূপতা লাভ হয় তাহা, শ্রুতির অনুসরণ করিয়া, বেদব্যাস এই সূত্রের দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন।

এই সূত্রের ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্যও এইরূপই করিয়া বলিয়াছেন যে, ব্যবহারাপেক্ষায় এই সকল গুণ স্বীকার করা যায়। এই সূত্রের শঙ্করকৃত সম্পূর্ণ ভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"এবমপি পারমার্থিকচৈতন্যমাত্রস্বরূপাভ্যুপগমেঽপি ব্যবহারাপেক্ষয়া পূর্ব্বস্যাপ্যুপন্যাসাদিভ্যোঽবগতস্য ব্রাহ্মস্যৈশ্বর্য্যরূপস্যাপ্রত্যাখ্যানাদবিরোধং বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে"।

উক্ত ব্যাখ্যানে "পারমার্থিক" এবং "ব্যবহারাপেক্ষয়া" এই দুইটি পদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের স্বকপোলকল্পিত, ইহা সূত্রে কোন স্থানে নাই; তাঁহার নিজ মতের সহিত বেদব্যাসের মতের অবিরোধ প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি এই দুইটি পদ ব্যাখ্যায় সংযোজনা করিয়াছেন। "ব্যাবহারিক" বিষয়ের এই স্থলে কোন সম্বন্ধই নাই; দেহপাতে তৎসম্বন্ধ লুপ্ত হইয়াছে, পরব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হইয়াছে; সেই পরব্রহ্মভাব কি, তৎসম্বন্ধে জৈমিনি ও ঔডুলোমির মত উল্লেখ করিয়া, এবং উভয়ের সামঞ্জস্য স্থাপন এবং শ্রুতিবাক্যের একতা স্থাপন করিয়া, বেদব্যাস বলিতেছেন যে, ঐ পরব্রহ্মভাব বলিতে একদিকে "বিজ্ঞানঘনত্ব" এবং অপরদিকে তৎসহ "সত্যসঙ্কল্পত্ব" "অপহতপাপ্মত্ব" প্রভৃতি বুঝায়।

অতএব বেদব্যাসকৃত এই সূত্র শাঙ্করিকমতের সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, এবং ইহাই শাঙ্করিক ব্রহ্মস্বরূপনির্ণয়বিষয়ক মতের স্পষ্ট খণ্ডন-স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে। সত্যসঙ্কল্পত্বাদিগুণবিশিষ্ট পরব্রহ্মোপাসক-গণ যে অর্চ্চিরাদিমার্গপ্রাপ্ত হইয়া পরব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন, তদ্বিষয়েও এই সূত্র একটি অকাট্য প্রমাণস্বরূপ গণ্য, সন্দেহ নাই।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ৮ম সূত্র। সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ ॥

ভাষ্য।—মুক্তস্য সঙ্কল্পাদেব পিত্রাদিপ্রাপ্তেঃ। কুতঃ ?

"স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" ইতি তদভিধানশ্রুতেঃ।

অস্যার্থ :—সত্যসঙ্কল্পাদিগুণ যে মুক্তপুরুষদিগের হয়, তাহার আরও প্রমাণ এই যে, শ্রুতি বলিয়াছেন যে মুক্তপুরুষদিগের সঙ্কল্পমাত্রই তাঁহাদের নিকট পিত্রাদির আগমন হয়। যথা দহরবিদ্যায় উক্ত আছে "তিনি যদি পিতৃলোকদর্শনকামী হয়েন, তবে তাঁহার সঙ্কল্পমাত্র পিতৃগণ সমুত্থিত হয়েন"। (ছাঃ ৮ম অঃ ১ম খঃ)

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ৯ম সূত্র। অত এবানন্যাধিপতিঃ ॥

ভাষ্য।—পরব্রহ্মাত্মকো মুক্ত আবির্ভূতসত্যসঙ্কল্পত্বাদেবানন্যাধিপতির্ভবতি, "স স্বরাড়্ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ (ছাঃ ৭অঃ ২৫খ)।

অস্যার্থ :—মুক্তপুরুষ পরব্রহ্মাত্মক হইয়া সত্যসঙ্কল্পত্বগুণবিশিষ্ট হওয়ায় তিনি অনন্যাধিপতি অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়েন, অপর কেহ তাঁহার অধিপতি থাকে না (তিনি আর গুণাধীন থাকেন না)। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন "তিনি স্বরাট্ হয়েন"।

ইতি বিদেহমুক্তস্য বিজ্ঞানঘনস্বরূপতাপ্রাপ্তিপূর্ব্বকসত্যসঙ্কল্পত্বাদিগুণোপেতত্বাবধারণাধিকরণম্।

—•—

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১০ম সূত্র। অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্ ॥

("হ্যেবম্" = "হি" যতঃ শ্রুতিঃ "এবং" শরীরাদ্যভাবম্ আহ।)

ভাষ্য।—মুক্তস্য শরীরাদ্যভাবং বাদরির্মন্যতে; যতঃ "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশত"-ইতি শ্রুতিস্তথৈবাহ।

অন্বয়ার্থ :—বাদরি মুনি বলেন যে, মুক্তপুরুষের শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি নাই ; কারণ শ্রুতি "তিনি অশরীর হয়েন, এবং প্রিয়াপ্রিয় তাঁহাকে স্পর্শ করে না" ইত্যাদিবাক্যে (ছাঃ ৮ম অঃ ১২ খঃ) তদ্রূপই বলিয়াছেন।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১১শ সূত্র। ভাবং জৈমিনির্ব্বিকল্পামননাৎ ॥

ভাষ্য।—তচ্ছরীরাদিভাবং জৈমিনির্মন্যতে। কুতঃ? "স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি" ইত্যাদি বৈবিধ্যামননাৎ।

অন্বয়ার্থ :—জৈমিনি বলেন যে মুক্তপুরুষেরও শরীরাদি থাকে। কারণ "সেই মুক্তপুরুষ কখন একপ্রকার হয়েন, কখন তিনপ্রকার হয়েন" ইত্যাদি "শ্রুতিবাক্যে (ছাঃ ৭ম অঃ ২৬ খঃ) তাঁহার বিবিধ রূপ ধারণ করা বর্ণিত হইয়াছে।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১২শ সূত্র। দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ ॥

ভাষ্য।—সঙ্কল্পাদেব শরীরত্বমশরীরত্বঞ্চ মুক্তস্য ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। দ্বাদশাহস্য যথা "দ্বাদশাহমৃদ্ধিকামা উপেয়ুঃ", "দ্বাদশাহেন প্রজাকামং যাজয়েদি"-তি সত্রত্বমহীনত্বং চ ভবতি, তদ্বৎ।

অন্বয়ার্থ :—ভগবান্ বাদরায়ণ (বেদব্যাস) তদ্বিষয়ে এইরূপ মীমাংসা করেন যে, মুক্তপুরুষ স্বীয় সঙ্কল্পানুসারে কখন সশরীর কখন বা অশরীর হয়েন ; যেমন পূর্ব্বমীমাংসায় "দ্বাদশাহ" (দ্বাদশদিনব্যাপী এক যজ্ঞ) সম্বন্ধে এইরূপ মীমাংসিত হইয়াছে যে, "দ্বাদশাহমৃদ্ধিকামা উপেয়ুঃ" এই বাক্যে শ্রুতি "উপেয়ুঃ" পদ ব্যবহার করিয়া ঐ যাগের "সত্রত্ব" প্রদর্শন করিয়াছেন, আবার "দ্বাদশাহেন প্রজাকামং যাজয়েৎ" এই বাক্যে "যাজয়েৎ" পদ ব্যবহার করিয়া ঐ যজ্ঞেরই "অহীনত্ব" স্থাপন করিয়াছেন ; অতএব

"দ্বাদশাহ" যজ্ঞের "সত্রত্ব" ও "অহীনত্ব" উভয়রূপতাই সিদ্ধ, তদ্রূপ মুক্ত-পুরুষসম্বন্ধে শ্রুতি "সশরীরত্ব" ও "অশরীরত্ব" উভয় উপদেশ করাতে মুক্ত-পুরুষের উভয়রূপত্বই সিদ্ধ হয়। (যে যাগ "উপয়ন্তি" ও "আসতে" এই দুই ক্রিয়াপদের দ্বারা বিহিত হইয়াছে এবং যাহা বহুকর্ত্তার দ্বারা নিষ্পাদ্য, তাহা "সত্র", বলিয়া গণ্য ; তদ্ভিন্ন যজ্ ধাতুর পদের প্রয়োগ যে যাগ সম্বন্ধে শ্রুতিতে আছে তাহা "অহীন" বলিয়া গণ্য)।

এই সূত্রের ব্যাখ্যায় শাঙ্করভাষ্যের সহিত কোন প্রকার বিরোধ নাই।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১৩শ সূত্র। তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ ॥

ভাষ্য।—স্বসৃষ্টশরীরাদ্যভাবে স্বপ্নবদ্ভগবৎসৃষ্টশরীরাদিনা মুক্তভোগোপপত্তেঃ শরীরাদের্মুক্তসৃজ্যত্বানিয়মঃ।

অস্যার্থ :—স্বসৃষ্টশরীরাদির অভাবেও, স্বপ্নকালে বদ্ধজীবের যে ভোগ হয়, তাহার ন্যায়, ভগবৎসৃষ্টশরীরাদিসমন্বিত হইয়া মুক্তপুরুষের ভোগ উপপন্ন হইতে পারে ; অতএব মুক্তপুরুষকর্ত্তৃকই যে তাঁহাদের শরীরাদি সৃষ্ট হয়, এমন নিয়মও নাই।

(এই সকল সূত্রে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, মুক্তাবস্থায়ও পরব্রহ্ম এবং মুক্তপুরুষে সম্পূর্ণ অভেদসম্বন্ধ হয় না ; মুক্তপুরুষ ভগবদংশ বলিয়াই তখনও গণ্য ; তিনি পূর্ণব্রহ্ম নহেন। অতএব মুক্তাবস্থার সম্বন্ধকেও ভেদা-ভেদসম্বন্ধই বলিতে হয় ; এবং তাহাই বেদব্যাস পূর্ব্বে সূত্রের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব এক অদ্বৈতমীমাংসা বিশুদ্ধ মীমাংসা নহে ; দ্বৈতা-দ্বৈতমীমাংসাই বেদান্তদর্শনের অনুমোদিত। ইহার পরের সূত্রও এই স্থলে দ্রষ্টব্য। এই সূত্রেও কোন ব্যাখ্যাবিরোধ নাই।)

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১৪শ সূত্র। ভাবে জাগ্রদ্বৎ ॥

(দেহবিশিষ্ট হইলে জাগ্রদ্বৎ ভোগ হয়)।

ভাষ্য।—স্বসৃষ্টশরীরাদিভাবেঽপি মুক্তস্য ভগবল্লীলারস-ভোগোপপত্তেঃ কদাচিদ্ভগবল্লীলানুসারিণা স্বসঙ্কল্পেনাপি সৃজতি।

অস্যার্থ:—নিজেরই কর্তৃক সৃষ্ট শরীরাদিবিশিষ্ট হইয়াও মুক্তপুরুষ ভগবল্লীলারসভোগ করিতে পারেন; অতএব মুক্তপুরুষ ভগবল্লীলার অনু-সরণ করিয়া নিজেও জাগ্রৎপুরুষের ন্যায় সঙ্কল্পপূর্ব্বক শরীরাদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

বস্তুতঃ ব্রহ্ম স্বরূপতঃ আনন্দময় এবং তিনি চিন্ময়ও হওয়াতে তিনি নিত্য সেই অপরিসীম আনন্দের ভোক্তা। বিভুস্বভাববিশিষ্ট সেই চিতের অণুরূপ অংশই জীবের স্বরূপ; জীব উপাধিভূত শরীরে মাত্র আত্মবুদ্ধিযুক্ত হইয়া, স্বীয় চিন্ময়তা বিস্মৃত হইয়া, বদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। যখন ভগবৎ উপাসনার দ্বারা তাঁহার চিদ্রূপ প্রতিভাত হয়, তখন তাঁহার দেহাত্মবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যখন সর্ব্ববিধ দেহাত্মসংস্কার বিদূরিত হয়, তখন তিনি "মুক্ত" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন। তখন শুদ্ধচিদ্রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করাতে, ব্রহ্মের স্বরূপভুক্ত থাকিয়া তৎসহ ("সহ ব্রহ্মণা") ব্রহ্মের স্বরূপগত অনন্ত আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন; এই ভোগ স্বভাবতঃ আপনা হইতে হয়, কোন চেষ্টার প্রয়োজন তাহাতে হয় না। যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষের কোন চেষ্টা বিনা আপনা হইতে স্বপ্নভোগ হয়, মুক্ত জীবেরও কোন চেষ্টা বিনা ব্রহ্মের স্বরূপ-গত অনন্ত নির্ম্মল আনন্দের ভোগ হয়। ইহাই ১৩শ সূত্রে "সন্ধ্যবৎ" শব্দের দ্বারা সূত্রকার জ্ঞাপন করিয়াছেন। আর তিনি ভগবৎ অঙ্গীভূত হওয়ায়, ভগবৎ প্রেরণায় যখন তিনি বিশিষ্ট শরীর অবলম্বন করিয়া তদুপযোগী আনন্দ অনুভব করিতে ইচ্ছুক হয়েন, তখন যে কোন লোকোপ-যোগী দেহ ধারণ করিতে তাঁহার সামর্থ্য প্রাদুর্ভূত হয়; তিনি হিরণ্যগর্ভ লোকের দেহ ধারণ করিয়া তল্লোকস্থ আনন্দও অনুভব করিতে পারেন;

আর এই মর্ত্ত্যলোকেও অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিতে সমর্থ হয়েন। তিনি তখন সত্যসঙ্কল্প হওয়ায়, যদ্রূপ ইচ্ছা করেন তদ্রূপই করিতে পারেন; অবিদ্যাজনিত অহংভাব তাঁহার বিদূরিত হইয়া, সত্যসঙ্কল্প পরমাত্মার সহিত তিনি অভিন্নাত্ম হওয়ায়, তিনিও পরমাত্মার সহিত একীভূতভাবে সত্য-সঙ্কল্প হয়েন, এবং ইচ্ছানুরূপ লীলা করিতে পারেন। ইহাই ১৪শ সূত্রে ভগবান সূত্রকার "জাগ্রদ্বৎ" শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বাদশ সূত্রে যে "উভয়বিধত্ব" বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাই ১৩শ সূত্রে ও ১৪শ সূত্রে বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরন্তু সমগ্র জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপার বিভুস্বভাব ভগবৎ স্বরূপেরই অন্তর্গত; তাহা তাঁহার অংশভূত জীবের দ্বারা সাধিত হয় না; ভগবান্ নিজে তৎকার্য্য সম্পাদন করেন: সুতরাং তদঙ্গীভূত মুক্ত পুরুষদিগের দ্বারা তাহা সম্পাদিত হয় না, অতএব তাহাদিগের প্রতি তৎসম্বন্ধে ভগবৎ প্রেরণাও হয় না। জগদ্ব্যাপার সাধন বিষয়ে মুক্তপুরুষদিগের বিশেষ ইচ্ছারও উদয় হয় না, সুতরাং তাহা তাঁহারা করিতেও পারেন না। ইহাই পরবর্ত্তী ১৭শ প্রভৃতি সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১৫শ সূত্র। প্রদীপবদাবেশস্তথাহি দর্শয়তি ॥

ভাষ্য।—প্রভায়া দীপস্যেব জ্ঞানেন ধর্ম্মভূতেন জীবস্যানেক-শরীরেষ্বাবেশো ভবতি "স চানন্ত্যায় কল্পতে"ইতি শ্রুতিস্তথাহি দর্শয়তি।

অন্বয়ার্থ:—(ঈশ্বরের ন্যায় বিভু স্বভাব না হওয়াতে) মুক্তপুরুষ এক হইয়াও কিরূপে জৈমিনি ধৃত "স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের অনুরূপ বহু শরীরধারী হইতে পারেন? তদ্বিষয়ে সূত্রকার বলিতেছেন যে, প্রদীপ যেমন এক স্থানে স্থিত হইয়াও তাহার

প্রভাব দ্বারা অনেক প্রদেশে প্রবিষ্ট হইতে পারে, তদ্বৎ মুক্তপুরুষও স্বীয় জ্ঞানৈশ্বর্য্যবলে অনেক শরীরে আবিষ্ট হয়েন।

মুক্তপুরুষদিগের যে এইরূপ ঐশ্বর্য্য হইতে পারে, তাহা শ্রুতিই প্রদর্শন করিয়াছেন ; যথা :—"বালাগ্রশতভাগস্য শতধাকল্পিতস্য চ ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে" (কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া তাহাকে পুনরায় শতভাগ করিলে যেমন সূক্ষ্ম হয়, জীব তদ্রূপ সূক্ষ্ম অণুপরিমাণ ; কিন্তু এইরূপ অণুস্বরূপ হইলেও তিনি অনন্তের সহিত যুক্ত হইয়া গুণে অনন্ত হইতে পারেন) ইত্যাদি (শ্বেতঃ ৫ অঃ ৯ম) (অতএব জীবের অন্তর্নিহিত জ্ঞানের সঙ্কোচ এবং অসঙ্কোচ দ্বারাই তাঁহার বদ্ধত্ব ও মুক্তত্ব নিরূপিত হয় ; মুক্তপুরুষের জ্ঞানৈশ্বর্য্য কিছু দ্বারা বাধিত নহে ; সুতরাং তিনি যে বহুদেহ চালনা করিতে পারেন, তাহাতে বৈচিত্র্য কিছু নাই)।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১৬শ সূত্র। স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষ-মাবিষ্কৃতং হি ॥

(স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোঃ = সুষুপ্তি-উৎক্রান্ত্যোঃ)।

ভাষ্য।—প্রাজ্ঞেনাত্মনা পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমি"-তি বাক্যং তু ন মুক্তবিষয়ং, কিন্তু সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যো-রন্যতরাপেক্ষম্ "নাহ খল্বয়ং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যহমস্মী"-তি "নো এবেমানি ভূতানি বিনাশমেব" ইতি ভূতানীতি "এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতী"-তি চ "স বা এষ এতেন দিব্যেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্নি"-তি চ জীবস্যোভয়ত্র নির্বোধত্বং মুক্তাবস্থায়াং চ সর্ব্বজ্ঞত্বং শাস্ত্রেণাবিষ্কৃতম্।

অস্যার্থ :—বৃহদারণ্যকের ৪র্থ অধ্যায়ের ৩য় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে "(যেমন কেহ প্রিয়স্ত্রীকর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া বাহ্য ও আন্তর সর্ব্বপ্রকার

বোধবিরহিত হয়, তদ্রূপ) জীব প্রাজ্ঞ পরমাত্মা-কর্তৃক পরিবৃত হইয়া বাহ্য অথবা আন্তর কিছুই জানিতে পারেন না"। এই বাক্য মুক্তপুরুষবিষয়ক নহে ; কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থাপ্রাপ্ত পুরুষবিষয়ক। সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তি (মৃত্যু) এই দুইটিকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বাক্য অনেক স্থলে উক্ত হইয়াছে। যথা, ছান্দোগ্যে সুষুপ্তি অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন "তিনি তখন আপনি "আমি এই" বলিয়াও জানিতে পারেন না", "এতৎ সমস্ত যেন কিছু নাই, এইরূপ বোধ হয়" (ছাঃ ৮ অঃ ১১ খঃ), এবং মৃত্যুকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে "এতেভ্যো ভূতেভ্যো" ইত্যাদি (এই সকল ভূত হইতে সম্যক্ উত্থিত হইয়া সেই সকলের বিনাশে বিনষ্ট হয়েন, তখন সংজ্ঞা কিছু থাকে না) (বৃঃ ৪ অঃ ৫ ব্রা ১৩) ইত্যাদি। এইরূপ এই উভয় অবস্থাসম্বন্ধে বলিয়া, ছান্দোগ্যশ্রুতি মুক্তাবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন "তিনি দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া মনের দ্বারাই এতৎ সমস্ত দর্শন করেন" (ছাঃ ৮ অঃ ১২ খঃ ৫) ইত্যাদি। এইরূপে সুষুপ্তি ও মৃত্যু এই উভয় অবস্থায় সংজ্ঞাহীনত্ব এবং মুক্তাবস্থায় সর্ব্বজ্ঞত্ব শাস্ত্রে সর্ব্বত্র স্পষ্টরূপে প্রকাশিত করা হইয়াছে।

(সূত্রোক্ত "সম্পত্তি" শব্দে কৈবল্য বুঝায় বলিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; এই অর্থেও সম্পত্তিশব্দের ব্যবহার আছে ; "বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে···তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং" ইত্যাদিস্থলে সম্পত্তিশব্দে লয় (মৃত্যু) বুঝায়। যদি কৈবল্যার্থে "সম্পত্তি" শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহা হইলেও এই অর্থ হইতে পারে যে, সংজ্ঞাহীনতা সুষুপ্তিস্থলে এবং সর্ব্বজ্ঞতা মুক্তিস্থলে শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া শ্রুতির প্রকরণবিচারে আবিষ্কৃত (প্রতিপন্ন) হয়)।

ইতি বিদেহমুক্তস্য সর্ব্বৈশ্বর্য্যনিরূপণাধিকরণম্।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১৭শ সূত্র। জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ ॥

ভাষ্য।—জগৎসৃষ্ট্যাদিব্যাপারেতরং মুক্তৈশ্বর্য্যম্। কুতঃ? “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদৌ পরব্রহ্মপ্রকরণামুক্তস্য তত্রাসন্নিহিতত্বাচ্চ।

অন্বয়ার্থ:—জগৎস্রষ্টৃত্বাদিব্যাপার ব্যতীত অপর সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য মুক্তপুরুষদিগের হইয়া থাকে। কারণ “যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূতগ্রাম সৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়” ইত্যাদি সৃষ্টিপ্রকরণোক্ত শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মেরই জগৎস্রষ্টৃত্ব উক্ত আছে; উক্ত প্রকরণে পরব্রহ্মই স্রষ্টা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, উক্ত প্রকরণ মুক্তপুরুষবিষয়ক নহে, এবং মুক্তপুরুষগণ উক্ত প্রকরণভুক্ত নহেন।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলেন যে, সগুণব্রহ্মোপাসনাবলে যাঁহারা ঈশ্বরসাযুজ্যরূপ মুক্তিলাভ করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেই বেদব্যাস এই সূত্রে বলিয়াছেন যে তাঁহাদের জগৎসৃষ্টিসামর্থ্য হয় না। পরন্তু এই প্রকরণে সগুণব্রহ্মোপাসক অথবা নির্গুণব্রহ্মোপাসক বলিয়া কোন স্থানে কোন প্রকার ভেদ বর্ণনা করা হয় নাই; ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ দেহান্তে যখন পরব্রহ্মে মিলিত হয়েন, যখন তাঁহার “ব্রহ্মসম্পত্তি” লাভ হয়, তখন তাঁহার কিরূপ অবস্থা হয়, তাহাই বেদব্যাস এই প্রকরণে বর্ণনা করিয়াছেন; এই প্রকরণ আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। তবে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য যে ব্রহ্মজ্ঞদিগের এইরূপ শ্রেণীভেদ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার কারণ এই যে, তাঁহার মতে নির্গুণব্রহ্মোপাসকগণ পরব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ এক, অংশ নহেন; অবিদ্যাহেতু জীবত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল, অবিদ্যার বিনাশে তাহা বিলুপ্ত হয়, ব্রহ্মত আছেনই, তিনি যদ্রূপ তদ্রূপই থাকেন। এইমত

বেদব্যাস কোন স্থানে ব্রহ্মসূত্রে ব্যক্ত করেন নাই; ইহা প্রকৃত হইলে, বেদব্যাস তদ্বিষয় অস্পষ্ট ও সন্দিগ্ধ রাখিয়া, কেবল বিতণ্ডার সৃষ্টি করিয়া শিষ্যকে মোহিত করিতেন না; তৎসম্বন্ধে ভেদসকল প্রদর্শন করিয়া স্পষ্টরূপে সূত্র রচনা করিতেন। এই শেষপ্রকরণে ব্রহ্মসম্পৎপ্রাপ্ত পুরুষদিগের অবস্থা বর্ণনা করিবার নিমিত্ত যে সকল সূত্র রচিত হইয়াছে, তাহাতে কোন স্থানে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মসম্পৎপ্রাপ্ত পুরুষদিগের মধ্যে শ্রেণীভেদ প্রদর্শিত হয় নাই। কেবল নাম, মন, প্রাণ, সূর্য্য প্রভৃতি প্রতীকে যাঁহারা ব্রহ্মোপাসনা করেন তাঁহাদের পরব্রহ্মসম্পত্তিলাভই হয় না, এবং কার্য্যব্রহ্মোপাসকগণও হিরণ্য-গর্ভকেই প্রাপ্ত হয়েন, ইহা স্পষ্টরূপে এই অধ্যায়ের তৃতীয় প্রকরণের ১৪ সংখ্যক সূত্রে ভগবান বেদব্যাস উপদেশ করিয়াছেন; নির্গুণব্রহ্মোপাসক ভিন্ন কাহারও সম্পূর্ণরূপে পরব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি হয় না, এই শাঙ্করিকমত যদি বেদব্যাসেরও হইত, তবে তৎসম্বন্ধেও এইরূপ স্পষ্টসূত্র অবশ্যই থাকিত। পরব্রহ্মপ্রাপ্তি দেহান্তে হয়, ইহা তৃতীয় প্রকরণে বর্ণনা করিয়া, পরব্রহ্ম প্রাপ্ত, সর্ব্বতোভাবে কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত পুরুষদিগের অবস্থা কি, তাহা বর্ণনা করিবার নিমিত্তই এই চতুর্থ প্রকরণ রচিত হইয়াছে; শাঙ্করিকমত প্রকৃত হইলে, এই প্রকরণে তদ্বিষয়ে স্পষ্টসূত্র থাকা কি নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইত না? শঙ্করাচার্য্য নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদী; সুতরাং তাঁহার পক্ষে মুক্তপুরুষের কোন প্রকারও পার্থক্য থাকা স্বীকার্য্য হইতে পারে না; তাহা স্বীকার করিলে, দ্বৈতাদ্বৈতমত তাঁহার অবলম্বন করিতে হয়; কারণ পরব্রহ্ম হইতে মুক্তপুরুষের কিঞ্চিন্মাত্রভেদ স্বীকার করিলে, নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদ একেবারে অপ্রতিষ্ঠ হইয়া পড়ে। এই সূত্রে বেদব্যাস বলিলেন যে, ব্রহ্মরূপপ্রাপ্ত মুক্তপুরুষদিগেরও পরব্রহ্মের জগৎস্রষ্টৃত্বাদিশক্তি উপজাত হয় না; সুতরাং কিঞ্চিৎভেদ থাকিয়াই গেল। যেমতে মুক্তজীবও পরব্রহ্মের অংশমাত্র, সেই মতে মুক্তপুরুষদিগের পরব্রহ্মরূপপ্রাপ্তি অথচ

সৃষ্টিসামর্থ্যলাভ না করা স্বভাবতঃই স্বীকৃত ; কারণ অংশ অংশী হইতে ভিন্ন নহে, অথচ অংশীর সম্যক্ শক্তি অংশে থাকিতে পারে না ; মুক্ত-পুরুষগণ ভগবদংশ ; সুতরাং তাঁহার সহিত তাঁহাদের ঐক্যও আছে এবং শক্তিবিষয়ে খর্ব্বতা আছে। মুক্ত হওয়ায় তাঁহাদের ভেদজ্ঞান সম্যক্ বিলুপ্ত হয়, সর্ব্ববিধ শক্ত্যাশ্রয় যে ব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপের জ্ঞান হওয়াতে তাঁহাদের সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয়, ইহাই বদ্ধ জীবের সহিত তাঁহাদের প্রভেদ। কিন্তু শাঙ্করিকমত রক্ষা করিতে গেলে, এই সূত্রেরও প্রকরণের উপদেশ-সকলের অর্থ সঙ্কোচ না করিলে চলিবে না ; অতএবই শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য সূত্রার্থের উক্তপ্রকার সঙ্কোচ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত মুক্তপুরুষদিগের অবস্থাবিষয়ে ভগবান্ বেদব্যাস এই সূত্রে এবং সাধারণতঃ এই প্রকরণে যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহা শাঙ্করিকমতের বিরোধী।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১৮শ সূত্র। প্রত্যক্ষোপদেশান্নেতি চেন্নাধি-কারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ ॥

(আধিকারিকমণ্ডলস্থাঃ হিরণ্যগর্ভাদিলোকস্থা ভোগাস্তেঽপি মুক্তানু-ভববিষয়া, স্থেবামুক্তেঃ ছান্দোগ্যাদিশ্রুত্যা তৎপ্রতিপাদনাদিত্যর্থঃ।)

ভাষ্য।—"স স্বরাড়্ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কাম-চারো ভবতি" ইত্যাদিশ্রুত্যা মুক্তস্য জগদ্ব্যাপারপ্রতিপাদনাৎ "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জমি"-তি যদুক্তং তন্নেতি চেন্ন, তয়া শ্রুত্যা হিরণ্যগর্ভাদিলোকস্থানাং ভোগানাং মুক্তানুভববিষয়তয়োক্ত-ত্বাৎ।

অস্যার্থ :—"তিনি স্বরাট্ (সম্পূর্ণস্বাধীন) হয়েন, তিনি সকল লোকে কামচারী হয়েন" ইত্যাদি ছান্দোগ্যশ্রুতিবাক্যে (ছাঃ ৭ অঃ ২৫ খঃ)

মুক্তপুরুষদিগের জগৎস্রষ্ট্যাদিসামর্থ্য লাভ করা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয়; অতএব "জগদ্ব্যাপার" ভিন্ন অন্য সামর্থ্য হয় বলিয়া যে উক্তি করা হইল, তাহা সৎসিদ্ধান্ত নহে; এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ উক্ত শ্রুতির এইমাত্রই অভিপ্রায় যে হিরণ্যগর্ভাদিলোকস্থিত পুরুষদিগের যে সমস্ত ভোগ হয়, তৎসমস্তই মুক্তপুরুষের আয়ত্তাধীন হয়।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১৯শ সূত্র। বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ ॥

(বিকারে জন্মাদিষট্কে ন আবর্ত্ততে ইতি বিকারাবর্ত্তি জন্মাদি-বিকারশূন্যং; চ শব্দোঽবধারণে। তথাহি মুক্তস্থিতিমাহ শ্রুতিঃ ইত্যর্থ)

ভাষ্য।—জন্মাদিবিকারশূন্যং স্বাভাবিকাচিন্ত্যানন্তগুণ-সাগরং সবিভূতিকং ব্রহ্মৈব মুক্তোঽনুভবতি। তথাহি মুক্ত-স্থিতিমাহ শ্রুতিঃ। "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যে ঽনাত্ম্যে ঽনিরুক্তে ঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতেঽথ সোঽভয়ং গতো ভবতি," "রসো বৈ স, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী-ভবতি" ইত্যাদিকা।

অস্যার্থ:—মুক্তপুরুষগণ (জগদ্ব্যাপারসামর্থ্য লাভ না করিলেও, তাঁহারা) জন্মাদিবিকারশূন্য হয়েন; তাঁহারা স্বাভাবিক অচিন্ত্য অনন্ত গুণসাগর সর্ব্ববিভূতিসম্পন্ন যে ব্রহ্ম তৎস্বরূপ বলিয়া আপনাকে অনুভব করেন। মুক্তপুরুষদিগের এইরূপ স্থিতিই শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন; যথা, তৈত্তিরীয় শ্রুতি মুক্তাবস্থার সম্বন্ধে বলিয়াছেন:—"যখন এই জীব এই অদৃশ্য, দেহাদিবিবর্জ্জিত, অক্ষর, স্বপ্রতিষ্ঠ, যে পরব্রহ্ম তাঁহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েন, এবং তদ্ধেতু সর্ব্ববিধ ভয় হইতে মুক্ত হয়েন, তখন তিনি সেই অভয়ব্রহ্মরূপই হয়েন," "তিনি রসস্বরূপ; এই জীব সেই রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দরূপতা লাভ করেন।" ইত্যাদি। [মুক্তপুরুষ সর্ব্ব-

বিভূতিসম্পন্ন ভগবান্‌কে লাভ করিয়া ভগবদ্‌বিভূতিবিশেষ হিরণ্যগর্ভাদির লোকসকলস্থিত ভোগসকলও প্রাপ্ত হয়েন ; ইহাই মুক্তপুরুষের কামচারিত্ব-বিষয়ক শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায় ; মুক্তপুরুষ ভিন্ন হিরণ্যগর্ভোপাসীও হিরণ্যগর্ভলোক (ব্রহ্মলোক) প্রাপ্ত হইতে পারেন ; কিন্তু তাঁহারা পর-ব্রহ্মসম্পদ্ লাভ করেন না।

শাঙ্করভাষ্যে এই সূত্রের এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে, যথা—পরমেশ্বর কেবল বিকারভূত সূর্য্যমণ্ডলাদির অধিষ্ঠাতৃরূপে বর্ত্তমান আছেন, তাহা নহে, তিনি বিকারাবর্ত্তী অর্থাৎ নিত্যমুক্ত বিকারাতীতরূপেও বিরাজ করিতেছেন ; তাঁহার এই দ্বিরূপে স্থিতি শ্রুতিও বর্ণনা করিয়াছেন,—যথা "তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ" "পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি" "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইত্যাদি (এতৎ সমস্তই পরমেশ্বরের বিভূতি ; তিনি সকলকে অতিক্রম করিয়া আছেন, ইহাদিগ হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ ; এই সমুদায় ভূত তাঁহার একপাদ মাত্র, অবশিষ্ট তিন পাদ অমৃত, স্বর্গে অবস্থিত)। এই ব্যাখ্যা এই স্থলে প্রাসঙ্গিক বলিয়া অনুমিত হয় না ; যাহা হউক ঈশ্বরের এই দ্বিরূপত্বই দ্বৈতাদ্বৈতবাদীদিগের সম্মত ; ঈশ্বর গুণাতীত এবং সগুণ উভয়ই। যদি ইহাই বেদব্যাসের অভিপ্রায় হয় তবে ব্রহ্ম কেবল নির্গুণ বলিয়া যে আচার্য্য মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই সূত্রের ব্যাখ্যা তিনি যেরূপ করিয়াছেন, তদ্দারাই খণ্ডিত হইল। তাঁহার মত বেদব্যাসের অনুমোদিত যে নহে, তাহার আর সন্দেহ রহিল না। অতএব অপর স্থানে বেদব্যাসের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যে তিনি ব্রহ্মকে কেবল নির্গুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত ব্যাখ্যা নহে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ২০শ সূত্র। **দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে ॥**

(প্রত্যক্ষ—শ্রুতি ; অনুমান—স্মৃতি)।

ভাষ্য।—কৃৎস্নজগৎসৃষ্ট্যাদিব্যাপারার্হং ব্রহ্মৈব "স কারণং কারণাধিপাধিপঃ সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ," "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরমি"-তি শ্রুতিস্মৃতী দর্শয়তঃ"জগদ্ব্যাপার-বর্জ্জং মুক্তৈশ্বর্য্যম্।"

অস্যার্থ :—সম্যক্ জগতের সৃষ্ট্যাদিব্যাপার যে কেবল ব্রহ্মেরই আছে, তাহা শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয়ই স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রুতি, যথা "স কারণং কারণাধিপাধিপঃ" ইত্যাদি ; স্মৃতি, যথা "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" (ইতি ভগবদ্গীতাবাক্য)। অতএব মুক্তপুরুষদিগের জগৎসৃষ্ট্যাদিসামর্থ্য না থাকা বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ২১শ সূত্র। ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ ॥

ভাষ্য।—"সোহশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতে"-তি ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ মুক্তৈশ্বর্য্যং জগদ্ব্যাপার-বর্জ্জম্।

অস্যার্থ :—"মুক্তপুরুষ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সর্ব্ববিধ ভোগ উপলব্ধি করেন," এই স্পষ্ট শ্রুতিবাক্যে (তৈঃ ২০) ঈশ্বরের সহিত মুক্তপুরুষের কেবল ভোগবিষয়েই সমতা থাকা শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন, সামর্থ্যের সাম্য উপদেশ করেন নাই। অতএব ইহা দ্বারাও মুক্তপুরুষদিগের জগৎসৃষ্ট্যাদি-ব্যাপারসামর্থ্য না থাকা সিদ্ধান্ত হয়।

ইতি বিদেহমুক্তানাং জগদ্ব্যাপারসাধনসামর্থ্যাভাবনিরূপণাধিকরণম্।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ২২শ সূত্র। অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ॥

ভাষ্য।—পরং জ্যোতিরুপসম্পন্নস্য সংসারাদ্বিমুক্তস্য প্রত্য-গাত্মনঃ পুনরাবৃত্তির্ন ভবতি কুতঃ? "এতেন প্রতিপদ্য-

মানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে," "মামুপেত্য তু কৌন্তেয়! পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" ইতি শব্দাৎ।

অন্বয়ার্থ:—পরমজ্যোতিঃস্বরূপপ্রাপ্ত, সংসার হইতে বিমুক্ত, জীবের সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন "এই দেবযানপথে প্রস্থিত পুরুষদিগের আর এই মনুষ্যসম্বন্ধীয় আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইতে হয় না।" (ছাঃ ৪র্থ অঃ ১৫ খঃ)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।"

এই সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, ইহাদ্বারা সগুণ ব্রহ্মোপাসকের পুনরাবৃত্তিই শ্রীভগবান্ বেদব্যাস প্রতিষেধ করিয়াছেন। সগুণব্রহ্মোপাসকগণেরই যখন পুনরাবৃত্তি নিষিদ্ধ হইল, "যখন নির্ব্বাণপরায়ণ, সম্যক্ নির্গুণ ব্রহ্মদর্শীদিগের অনাবৃত্তি কাজেই সিদ্ধ আছে," অর্থাৎ তদ্বিষয়ে বিশেষ উপদেশ নিষ্প্রয়োজন। পরন্তু বেদব্যাস যখন সর্ব্ববিধ ব্রহ্মোপাসকদিগের গতি এবং মুক্তাবস্থা বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মোপাসকের গতির ও মুক্তির তারতম্য থাকিলে, তাহা প্রদর্শন না করা, দোষাবহ বলিয়াই গণ্য হইত, এবং তাহাতে গ্রন্থের পূর্ণতার অভাব হইত। অতএব শঙ্করকৃত ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কেবল নাম, মনঃ, প্রাণ, সূর্য্য ইত্যাদি প্রতীকালম্বনেই, যাঁহারা ব্রহ্মোপাসনা করেন, তাঁহাদের ঐ উপাসনার ফলে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় না; যাঁহারা হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন, তাঁহাদের সেই উপাসনার ফলে তাঁহারা হিরণ্যগর্ভলোকপ্রাপ্ত হইতে পারেন, এবং ব্রহ্মার জীবিতকাল পর্য্যন্ত তথায় বসতি করিয়া, তাঁহারা পরে ব্রহ্মার সহিত পরব্রহ্মে লীন হইতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা হিরণ্যগর্ভেরও স্রষ্টা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের হিরণ্যগর্ভলোকে গমনের পর পরব্রহ্মের সহিতই একত্ব-প্রাপ্তি হয়; সুতরাং ব্রহ্মসম্পত্তিলাভ করিতে তাঁহাদিগের আর অপেক্ষা

থাকে না, পরব্রহ্মলাভের নিমিত্ত তাঁহাদিগের আর ব্রহ্মার জীবিতকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় না। তাঁহাদের সম্বন্ধেই শ্রীভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ"; তাঁহাদের পরব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ একত্ববোধ হইলেও, তাঁহারা যে একেবারে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়েন না, উক্তবাক্যই তাহার প্রমাণ; যদি তাঁহাদের শক্তি-বিষয়েও কোন প্রভেদ না থাকিত, তাঁহারা যদি ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণরূপে সমতাপ্রাপ্ত হইতেন, তবে "প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ" ইত্যাদিবাক্য নিরর্থক হইত। শ্রীভগবান বেদব্যাস এই প্রকরণের ১২শ হইতে ১৫শ সূত্রে তাহা শ্রুতিপ্রমাণদ্বারাও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; এবং মুক্তপুরুষদিগের যে জগৎ-সৃষ্ট্যাদি সামর্থ্য হয় না বলিয়া বেদব্যাস সপ্রমাণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারাও মুক্ত-পুরুষ এবং পরব্রহ্মের যে সর্ব্বাংশে সমতা হয় না, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য বলেন, প্রারব্ধকর্ম্ম যখন স্থূলদেহের নিধনের সহিতই নিঃশেষিত হইয়া গেল, তখন আর কোন্ হেতু অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ অর্চ্চিরাদিমার্গাবলম্বনে ব্রহ্মলোকে যাইবেন? এই তর্কের বিচার যথাস্থলে করা হইয়াছে; এইক্ষণে তৎসম্বন্ধে এইমাত্র বক্তব্য যে, জীব সম্পূর্ণ মুক্ত হইলেও, স্বরূপতঃ বিভু নহেন; কেবল পরমাত্মাই বিভুস্বরূপ; তাহা বেদব্যাস প্রথমেই প্রমাণিত করিয়াছেন। জীব স্বরূপতঃ বিভুস্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান্ হইলে, তাঁহার বদ্ধাবস্থার একেবারে অসম্ভব হয়; যিনি স্বভাবতঃ বিভু, তাঁহার আবরক কিছু হইতে পারে না, সঙ্কোচবিকাশ-ধর্ম্ম যাহার আছে, তাহাকেই সীমাবদ্ধ বলিতে হয়, তিনি বিভু—সর্ব্বব্যাপী নহেন; সর্ব্বব্যাপিত্বধর্ম্মের সঙ্কোচ অসম্ভব, এবং বিকাশও অসম্ভব। সুতরাং জীব স্বভাবতঃ বিভুস্বরূপ হইলে, তাঁহার বদ্ধাবস্থা অসম্ভব। এই বিষয়ে পূর্ব্বে বিস্তৃতরূপে বিচার দ্বারা মীমাংসা করা হইয়াছে। অতএব জীব স্বভাবতঃ বিভুস্বরূপ না হওয়াতে, মুক্তাবস্থায়ও তাঁহার বিভুত্ব লাভ হয় না;

তিনি ঈশ্বরের অংশরূপেই থাকেন; এবং জীবিতকালে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করিলেও, তাঁহার স্থূলদেহবিশিষ্ট হইয়া থাকা, এবং দেহান্তে সূক্ষ্মদেহাবলম্বনে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করা অসম্ভব হয় না। ব্রহ্ম সর্ব্বগত হইয়াও, জগদতীত। প্রকাশিত জগৎ সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মলোকেই অধিষ্ঠিত। ব্রহ্মলোক পরব্রহ্মের প্রকাশিত প্রধানতম বিভূতিস্বরূপ; সুতরাং ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে হইলে, এই ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিও আবশ্যক। এই ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি দ্বারা প্রথমতঃ এই চতুর্দ্দশ ভুবনব্যাপী ভগবদ্বিভূতির সাক্ষাৎকার হয়, এবং এই বিভূতিসাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গে তদতীত সর্ব্বাতীত সর্ব্বাশ্রয় ব্রহ্মরূপও লব্ধ হয়; ইহাই শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন; ইহাই পরব্রহ্মপ্রাপ্তির ক্রম; এইরূপেই পরব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় বলিয়া শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। সিদ্ধান্ত এই যে, দেহান্তে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া এই দেহ হইতে সূক্ষ্মশরীর দ্বারা নির্গত হয়েন, এবং অর্চ্চিরাদিমার্গ অবলম্বন করিয়া, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হয়েন; তথায় তাঁহাদিগের সূক্ষ্মদেহান্তর্গত ইন্দ্রিয়াদি ব্রহ্মরূপে সমতাপ্রাপ্ত হয়; তাঁহারা স্বীয় চিদ্রূপে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মের অঙ্গীভূত হওয়ায়, সর্ব্বত্র অভেদদর্শী ও ব্রহ্মদর্শী হয়েন, ধ্যানমাত্রই তাঁহাদিগের সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞান উদ্ভূত হয়; তাঁহাদের ইচ্ছা অপ্রতিহত হয়; ইচ্ছা করিলে তাঁহারা দেহধারণও করিতে পারেন। পরন্তু তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য না থাকায়, জগৎসৃষ্টিব্যাপারাদিবিষয়ে তাঁহাদিগের ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র ইচ্ছা এবং সামর্থ্য থাকে না। এইরূপ মীমাংসাতে সমস্ত শ্রুতিবাক্য সমন্বিত হয়।

ইতি বিদেহমুক্তস্য পুনরাবৃত্ত্যভাবনিরূপণাধিকরণম্।

—০—

ইতি বেদান্ত-দর্শনে চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থপাদঃ সমাপ্তঃ।

ওঁ তৎসৎ।

ওঁ শ্রীহরিঃ

ওঁ হরিঃ

উপসংহার

(১)

বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যান সমাপ্ত হইল। এক্ষণে নিবিষ্ট চিত্তে বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন—সূত্রকার ভগবান্ বেদব্যাস এই সকল সূত্রে জীবের স্বরূপ, ব্রহ্মের স্বরূপ, জগতের স্বরূপ, এবং জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ কিরূপ, তৎ সম্বন্ধে কি উপদেশ করিয়াছেন।

জীবের স্বরূপ অবধারণ করিতে গিয়া ভগবান্ সূত্রকার এই দর্শনের ২য় অঃ ৩য়ঃ পাদ ১৬ সূত্রে বলিয়াছেন :—

চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাত্তদ্ব্যপদেশো ভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ ॥

অর্থাৎ চরাচর-দেহের ভাবাভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই জীবাত্মার জন্মমৃত্যুর উপদেশ করা হইয়াছে। জীবের জন্মমৃত্যু গৌণ; তদ্বিষয়ক উপদেশে জন্মমৃত্যু শব্দ মুখ্যার্থে ব্যবহৃত হয় নাই। জীবের দেহসম্বন্ধকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ জন্মমৃত্যু শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই সূত্রের শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অর্থ করা হইয়াছে। ৩১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। শাঙ্কর ভাষ্যেও এইরূপই অর্থ করা হইয়াছে, যথা :—

"......ভাক্তস্ত্বেব জীবস্য জন্মমরণব্যপদেশঃ।.........স্থাবরজঙ্গমশরীর-বিষয়ৌ........জন্মমরণশব্দৌ......জীবাত্মন্যুপচর্য্যেতে।......শরীরপ্রাদুর্ভাব-তিরোভাবয়োর্হি সতোর্জন্মমরণশব্দৌ ভবতো নাসতোঃ। ন হি শরীর-সম্বন্ধাদন্যত্র জীবো জাতো মৃতো বা কেনচিদুপলক্ষ্যতে।......দেহাশ্রয়ৌ তাবজ্জীবস্য স্থূলাবুৎপত্তিপ্রলয়ৌ ন স্ত ইত্যেতদনেন সূত্রেণাবোচৎ।"

অর্থাৎ "......জীবের যে জন্ম ও মরণ বর্ণনা করা হয়, তাহা গৌণার্থে। ... স্থাবর ও জঙ্গম শরীরবিষয়েই জন্ম ও মরণ শব্দের মুখ্য প্রয়োগ হয়, জীবাত্মার সম্বন্ধে উপচারক্রমেই তাহার প্রয়োগ হয় ; ......শরীরের প্রাদুর্ভাব ও তিরোভাব হইলেই এই দুই (জন্ম ও মরণ) শব্দের প্রয়োগ হয় ; না হইলে (জীবের কেবল স্বরূপ মাত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হয় না। জন্ম মরণ এই দুই জীবের সম্বন্ধে দেহসম্বন্ধ ভিন্ন অন্যত্র দৃষ্ট হয় না ; এই দুইটী মুখ্যার্থে দেহসম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়। ...উৎপত্তি ও প্রলয় যে জীবের স্বরূপগত নহে, ইহাই এই সূত্রে বলা হইল।"

তৎপরবর্ত্তী সূত্রে বলা হইয়াছে :—

২য় অঃ ৩য় পাদ ১৭শ সূত্র "নাত্মাঽশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ।"

অর্থাৎ জীবাত্মার উৎপত্তি নাই ; কারণ, শ্রুতি তাঁহার স্বরূপতঃ উৎপত্তি থাকা বলেন নাই ; এবং "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" ইত্যাদি কঠ, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি শ্রুতিতে আত্মার নিত্যত্ব এবং অজত্বই কথিত হইয়াছে। (এই সূত্রের শ্রীনিম্বার্কভাষ্য ৩২০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

শাঙ্কর ভাষ্যেও এই প্রকারেরই অর্থ করা হইয়াছে। অন্যান্য আপত্তি খণ্ডন পূর্ব্বক ভাষ্যকার সূত্রার্থ বর্ণনায় বলিতেছেন :—"......নাত্মা জীব উৎপদ্যত ইতি। কস্মাৎ? অশ্রুতেঃ। নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ। চ শব্দা-দজত্বাদিভ্যশ্চ। নিত্যত্বং হ্যস্য শ্রুতিভ্যোঽবগম্যতে, তথাজত্বমবিকারিত্ব-মবিকৃতস্যৈব ব্রহ্মণো জীবাত্মনাবস্থানং ব্রহ্মাত্মতা চেতি।......।

অর্থাৎ "......আত্মা অর্থাৎ জীব উৎপন্ন হয় না ; কারণ তদ্রূপ কোন শ্রুতি নাই।......শ্রুতি সকলের দ্বারা আত্মার নিত্যত্বই বর্ণিত হইয়াছে। সূত্রোক্ত 'চ' শব্দের দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, আত্মার অজত্বাদি (যাহা শ্রুতি স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা) দ্বারাও নিত্যতাই প্রমাণিত হয়। শ্রুতি-দ্বারা আত্মার নিত্যত্ব অবগত হওয়া যায় এবং অজত্ব ও অবিকারিত্বও জ্ঞাত

হওয়া যায়; এবং ইহাও জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ব্রহ্ম **অবিকৃত থাকিয়াই জীব ও ব্রহ্ম এই উভয়রূপে বর্ত্তমান আছেন।**......"

এইস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, অবিকারী থাকিয়াই ব্রহ্মের জীব ও ব্রহ্ম এই দ্বিরূপে অবস্থিতি শ্রুতিসকল জ্ঞাপন করিয়াছেন বলিয়া একান্তাদ্বৈতবাদী ভাষ্যকারও মূলসূত্রের ব্যাখ্যানে স্বীকার করিলেন। এই দ্বিরূপত্বকে কদাপি "বিদ্যা ও অবিদ্যাবিষয়ভেদে শ্রুতিবাক্য সকল বর্ণনা করিয়াছেন" ("বিদ্যাবিদ্যাবিষয়ভেদেন ব্রহ্মণো দ্বিরূপতাং দর্শয়ন্তি বাক্যানি"*)। এই কথা বলা যাইতে পারে না। কারণ জীবত্ব অবিদ্যামূলক হইলে, ইহা কেবল অবিদ্যাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতিকর্ত্তৃক বর্ণিত হইলে, এই জীবত্ব বিনশ্বর পদার্থ হইয়া যায়, ইহার নিত্যত্ব আর থাকে না। কারণ, জীবত্বের জনক অবিদ্যা নিত্যবস্তু নহে; ইহা জ্ঞাননাশ্য—সুতরাং বিনশ্বর; সুতরাং তৎকল্পিত যে জীবত্ব তাহাও বিনশ্বর হয়। কিন্তু ভগবান সূত্রকার বহুবিধ শ্রুতি ও স্মৃতি, যাহা ভাষ্যকার সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন তন্মূলে, নিজ স্থির সিদ্ধান্ত জানাইতেছেন যে জীব নিত্য,—বিনশ্বর নহে; সুতরাং ব্রহ্মের যে জীবরূপে স্থিতি তাহাও নিত্য; এবং তাঁহার দ্বিরূপত্বও সুতরাং স্বরূপগত ও নিত্য। তবে ইহা অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, এইস্থলে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কেবল সূত্রকারেরই সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; নিজমত জ্ঞাপন করেন নাই। পরন্তু ইহা যদি ভগবান্ বেদব্যাসের নিজ সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, তবে তদ্বিরুদ্ধে কেবল অনুমানের উপর স্থাপিত আচার্য্য শঙ্করের মত আদরণীয় হইতে পারে না।

শ্রীমদ্রামানুজভাষ্যে সূত্রের পাঠ

"নাত্মা শ্রুতের্নিত্যত্বাৎ তাভ্যঃ।" এইরূপ করিয়া সূত্রার্থ এইরূপ করা হইয়াছে, যথা:—

* ইহা অন্যস্থানে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের প্রকাশিত নিজ মত, ১৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"নাত্মা উৎপদ্যতে, কুতঃ ? শ্রুতেঃ "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" [কঠ—২।১৮] "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজৌ" [শ্বেতাশ্ব ১।৯] ইত্যাদিভির্জীবস্যোৎপত্তি-প্রতিষেধো হি শ্রূয়তে, আত্মনো নিত্যত্বং চ তাভ্যঃ শ্রুতিভ্য এবাবগম্যতে 'নিত্যো নিত্যানাং......'[শ্বেতা ৬'৩]......'অজো নিত্যঃ.........' [কঠ ২।১৮] ইত্যাদিভ্যঃ। অতশ্চ নাত্মোৎপদ্যতে।......।"

অর্থাৎ "আত্মা উৎপন্ন হয়েন না, কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন "বিপশ্চিৎ ব্যক্তি জন্মেও না, মরেও না," [কঠ –২।১৮] "জ্ঞ (ঈশ্বর) ও অজ্ঞ (জীব) এই উভয়ই অজ (জন্মরহিত)" [শ্বেতাশ্ব ১।৯] এইরূপ শ্রুতিসকল জীবের উৎপত্তি প্রতিষেধ করিয়াছেন। এই সকল শ্রুতির দ্বারা আত্মার নিত্যত্বও অবগত হওয়া যায়। যথা 'যিনি নিত্যের নিত্য ......' [শ্বেতাশ্ব ৬।৩] 'আত্মা অজ ও নিত্য .....' [কঠ ২।১৮] ইত্যাদি ; নিত্যত্ব হেতু কাজেই উৎপত্তিবিহীন।...... "

অতঃপর ১৮ সূত্রে বলা হইয়াছে :—

"জ্ঞোঽত এব"

অর্থাৎ শ্রুতির দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে অহং পদের অর্থভূত জীবাত্মা নিত্য জ্ঞ অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ (জ্ঞাতা)।

শাঙ্করভাষ্যেও বলা হইয়াছে :—

"......জ্ঞঃ নিত্যচৈতন্যোঽয়মাত্মা। অত এব যস্মাদেব নোৎপদ্যতে পরমেব ব্রহ্মাবিকৃতমুপাধিসম্পর্কাজ্জীবভাবেনাবতিষ্ঠতে। পরস্য হি ব্রহ্মণ-শ্চৈতন্যস্বরূপত্বমাম্নাতং .....শ্রুতিষু। তদেব চেৎ পরং ব্রহ্ম জীবস্তস্মাজ্জীব-স্যাঽপি নিত্যচৈতন্যস্বরূপত্বমগ্ন্যৌষ্ণ্যপ্রকাশবদিতি গম্যতে।..... "।

অস্যার্থ :—"......এই আত্মা জ্ঞ অর্থাৎ নিত্যচৈতন্যস্বরূপ। (সূত্রের) 'অতএব' শব্দের অর্থ এই :—যে কারণ ইহার উৎপত্তি নাই, অবিকৃত পরব্রহ্মই উপাধিসম্পর্কহেতু জীবভাবে অবস্থিতি করেন ; এবং যে হেতু বহু

শ্রুতিতে ব্রহ্মের চৈতন্যস্বরূপত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে ; অতএব যখন সেই পর-ব্রহ্মই জীব, তখন জীবেরও নিত্যচৈতন্যস্বরূপতা অবশ্যই স্বীকার্য্য। যেমন অগ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশ, তদ্বৎ......ব্রহ্মের সম্বন্ধে জীব......।”

এই স্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ভাষ্যকার পূর্ব্বসূত্রের ব্যাখ্যানে বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম অবিকৃত থাকিয়াই জীব ও ব্রহ্ম এই উভয় রূপে অবস্থিতি করেন। এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিলেন যে, উপাধিসম্পর্ক বশতঃই ব্রহ্মের জীবভাবে স্থিতি হয়। ইহা সত্য কি না, এবং সত্য হইলে কোন্ অর্থে সত্য, তাহার বিচার এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। পরন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রে যখন জীবাত্মার নিত্যত্ব অবধারিত হইয়াছে, এবং এই সূত্রের শাঙ্করভাষ্যানুসারে উপাধিসম্পর্কহেতুই যখন পরব্রহ্মের জীবরূপে স্থিতি সিদ্ধ হইল, তখন জীবাত্মার নিত্যত্ব হেতু উপাধি এবং উপাধির সহিত পরব্রহ্মের সম্পর্কেরও নিত্যত্ব—কাজেই এই ভাষ্যানুসারে সিদ্ধ হইতেছে। ইহা কোন প্রকারে অস্বীকার করিতে পারা যাইবে না। বাস্তবিক, উপাধির (জগতের) সহিতও ব্রহ্মের অংশাংশী সম্বন্ধ, জগৎ ব্রহ্মের অংশবিশেষ, সুতরাং তৎসহিত তাঁহার সম্বন্ধও নিত্য, ইহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীমদ্‌রামানুজভাষ্যে এই সূত্রের ব্যাখ্যা নিম্নলিখিতরূপে করা হইয়াছে :—

“......জ্ঞ এব অয়মাত্মা জ্ঞাতৃত্বস্বরূপ এব, ন জ্ঞানমাত্রম্। নাপি জড়স্বরূপঃ ; কুতঃ ? অত এব—শ্রুতেরেবেত্যর্থঃ। ‘নাত্মা শ্রুতেঃ’ ইতি প্রকৃতা শ্রুতিঃ অত ইতি শব্দেন পরামৃশ্যতে।......”

অস্যার্থঃ—“......এই আত্মা নিশ্চয়ই জ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞাতা ; কেবল জ্ঞান-মাত্র নহেন ; এবং জড়স্বরূপও নহেন ; কারণ শ্রুতিই এইরূপ প্রতিপাদন করিতেছেন। “নাত্মা শ্রুতেঃ” এই পূর্ব্বোক্ত সূত্রে যে শ্রুতি কথিত হইয়াছে, সেই শ্রুতি এই সূত্রের ‘অতঃ’ শব্দের দ্বারা পরামৃষ্ট হইয়াছে।.....।”

এই সকল সূত্র, যাহার অর্থ সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিরোধ নাই, তদ্দ্বারা জীবের নিত্যত্ব এবং "জ্ঞ" স্বরূপত্ব (অর্থাৎ জ্ঞাতৃত্ব) ভগবান্ সূত্রকার-কর্তৃক শ্রুতিমূলে স্থিরীকৃত হইয়াছে। অতঃপর ১৯শ সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বহুসূত্রে জীবের স্বরূপতঃ অণুত্ব ভগবান্ সূত্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল সূত্রের ব্যাখ্যাবিষয়ে ভাষ্যকারদিগের মধ্যে মতবিরোধ আছে। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের মত এই যে জীব স্বরূপতঃ বিভুস্বভাব, পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন, পূর্ণ-ব্রহ্মস্বরূপ। অপর ভাষ্যকারদিগের মত এই যে, জীব স্বরূপতঃ বিভুস্বভাব নহেন ; কিন্তু 'অণু' স্বভাব ও পরমাত্মার অংশ মাত্র। আপন আপন মত অনুসারে তাঁহারা সূত্র সকলেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কোন্ ব্যাখ্যা প্রকৃত, এবং ভগবান্ সূত্রকারের যথার্থ মত কি, তাহা অবধারণের নিমিত্ত প্রথমে অপর দুই চারিটী সূত্র, যাহার ব্যাখ্যা বিষয়ে কোন মত-বিরোধ নাই, তাহা উল্লেখ করা হইতেছে। যথা :—

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪২শ সূত্র "অংশো নানা ব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশ-কিতবাদিত্বমধীয়ত একে।

অস্যার্থ :—জীব পরমাত্মার অংশ ; কারণ "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" (জ্ঞ এবং অজ্ঞ এই দুই—ঈশ্বর এবং জীব উভয়ই অজ ও নিত্য) ইত্যাদি (শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি) শ্রুতিবাক্যে জীব ও ঈশ্বরে ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। আবার জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়াও শ্রুতি "তত্ত্বমসি" (ছাঃ) ইত্যাদি বাক্যে উপদেশ করিয়াছেন। (এমন কি) অথর্ব্বশাখিগণ কৈবর্ত্ত, দাশ, এবং ধূর্ত্তগণকেও উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকেও স্পষ্টরূপে ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। অতএব জীব ও ব্রহ্মে ভেদাভেদ সম্বন্ধ। এই সূত্রের নিম্বার্ক-ভাষ্য ৩৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শাঙ্করভাষ্যে সূত্রের ফলিতার্থ এইরূপই করা হইয়াছে, যথা :—

"......জীব ঈশ্বরস্যাংশো ভবিতুমর্হতি।......যথাঽগ্নের্বিস্ফুলিঙ্গঃ।

......নানাব্যপদেশাৎ।.... ....অন্যথা চাপি ব্যপদেশো ভবত্যনানাত্বস্ত প্রতিপাদকঃ। তথা হি—একে শাখিনো দাশকিতবাদিভাবং ব্রহ্মণ আমনন্তি। 'আথর্ব্বণিকা ব্রহ্মসূক্তে—'ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেমে কিতবা উত' ইত্যাদিনা......সর্ব্বে ব্রহ্মৈবেতি হীনজন্তূদাহরণেন সর্ব্বেষামেব নামরূপ-কৃতকার্য্যকারণসঙ্ঘাতপ্রবিষ্টানাং জীবানাং ব্রহ্মত্বমাহঃ।...চৈতন্যঞ্চাবিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োর্যথাগ্নিবিস্ফুলিঙ্গয়োরৌষ্ণ্যম্। অতো ভেদাভেদাবগমাভ্যা-মংশত্বাবগমঃ।......।"

অন্যার্থঃ—"......জীব ঈশ্বরেরই অংশ (হইতেছেন); বিস্ফুলিঙ্গ যদ্রূপ অগ্নিরই অংশ, তদ্রূপ।......কারণ, শ্রুতি বহুস্থলে জীবকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন।...এবং পক্ষান্তরে ব্রহ্ম হইতে জীবের অভিন্নত্বপ্রতিপাদক বহু শ্রুতিও আছে। এমন কি একশাখিরা কৈবর্ত্ত এবং দাসগণকে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; যেমন অথর্ব্ববেদীয় ব্রহ্মসূক্তে আছে; "ব্রহ্মই কৈবর্ত্ত, ব্রহ্মই দাস, ব্রহ্মই দ্যূতসেবী" ইত্যাদি।... এই সকল বাক্যে সমস্তকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে; নীচজাতি-সকলকে বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়া তাহাদের ব্রহ্মত্ব উপদেশ করাতে, নাম-রূপ ইত্যাদি বিশিষ্ট, কার্য্যকারণাত্মক সর্ব্ববিধ দেহে প্রবিষ্ট জীব সকলের ব্রহ্মত্ব খ্যাপন করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।......জীব ও ঈশ্বর উভয়ই চৈতন্যস্বরূপ; তদ্বিষয়ে উভয়ের কোন ভেদ নাই। যেমন অগ্নি এবং স্ফুলিঙ্গ এই উভয়ই উষ্ণস্বভাব, তদ্বিষয়ে কোন ভেদ নাই। অতএব ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে শ্রুতি যখন ভেদ ও অভেদ এই উভয়ই উপদেশ করিয়াছেন, (এবং যখন এই উভয়বিধ সম্বন্ধ কেবল অংশ ও অংশীর মধ্যেই থাকে; অন্যত্র কুত্রাপি সম্ভব হয় না।) তখন ইহাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত যে, **জীব ব্রহ্মের অংশ**।......"

শ্রীমদ্ রামানুজ স্বামিকৃত ভাষ্যেও এইরূপই অর্থ করা হইয়াছে, যথা:—

"......উভয়থা হি ব্যপদেশো দৃশ্যতে। নানাত্বব্যপদেশস্তাবৎ স্রষ্টৃত্ব-সৃজ্যত্ব-নিয়ন্তৃত্ব-নিয়ম্যত্ব-সর্ব্বজ্ঞত্বাজ্ঞত্ব-স্বাধীনত্ব-পরাধীনত্ব - শুদ্ধত্ব - শুদ্ধত্ব-কল্যাণগুণাকরত্ব-তদ্বিপরীতত্ব-পতিত্ব-শেষত্বাদিভির্দৃশ্যতে। অন্যথা চ—অভেদেন ব্যপদেশোঽপি 'তৎ ত্বমসি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ইত্যাদিভির্দৃশ্যতে। অপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়তে একে—'ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেমে কিতবাঃ' ইত্যাথর্ব্বণিকা ব্রহ্মণো দাশকিতবাদিত্বমপ্যধীয়তে। ততশ্চ সর্ব্ব-জীব-ব্যাপিত্বেনাভেদো ব্যপদিশ্যতে ইত্যর্থঃ। এবমুভয়ব্যপদেশমুখ্যত্বসিদ্ধয়ে জীবোঽয়ং ব্রহ্মণোঽংশ ইত্যভ্যুপগন্তব্যঃ।...... ।"

অস্যার্থ :—"......জীব ও ব্রহ্মসম্বন্ধে দ্বিবিধ উপদেশ দৃষ্ট হয়; যথা ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্ব, জীবের সৃজ্যত্ব, ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব, জীবের নিয়ম্যত্ব, ইত্যাদি-বিষয়ক উপদেশ দ্বারা শ্রুতি ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার 'তৎ ত্বমসি' 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদও উপদেশ করিয়াছেন; এমন কি একশাখিগণ ব্রহ্মেরই কৈবর্ত্ত, ধূর্ত্ত, দ্যূতসেবিরূপে অবস্থান বর্ণনা করিয়াছেন; যথা অথর্ব্ববেদে উক্ত আছে, 'ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেমে কিতবাঃ'; এই সকল বাক্যে দাশ প্রভৃতি শব্দ সর্ব্বপ্রকার জীববাচক। অতএব সর্ব্ববিধ জীবই ব্রহ্ম, ইহাই উপদেশ করা ঐ শ্রুতির অভিপ্রায়। এই উভয় প্রকার উপদেশের মুখ্যত্ব সিদ্ধির নিমিত্ত জীব ব্রহ্মের অংশ ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।......।"

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪৩শ সূত্র "মন্ত্রবর্ণাৎ।"

অস্যার্থঃ—এই অনন্ত-মস্তক পুরুষের একপাদ (অংশ) মাত্র এই বিশ্ব, এই শ্রুতিমন্ত্রের দ্বারা জীব যে পরমাত্মার অংশ, তাহা প্রতিপন্ন হয়। (এই সূত্রেরও ব্যাখ্যা শাঙ্করভাষ্যে এবং রামানুজভাষ্যে ঠিক একরূপই করা হইয়াছে)।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪৪শ সূত্র "অপি চ স্মর্য্যতে।"

অস্যার্থ :—স্মৃতিও এইরূপই বলিয়াছেন; স্মৃতি যথা :—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" ইত্যাদি। (শাঙ্করভাষ্যে ও রামানুজভাষ্যে এই গীতা বাক্যই উদ্ধৃত করিয়া সূত্রের এইরূপই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে)।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪৫শ সূত্র "প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ।"

অস্যার্থ :—জীব পরমাত্মার অংশ হইলেও, পরমাত্মা জীবকৃত কর্ম্মফলের ভোক্তা (সুখদুঃখাদির ভোক্তা) নহেন। যেমন সূর্য্যাদি প্রকাশক বস্তু তদংশভূত কিরণের মলমূত্রাদি অশুদ্ধ বস্তুর স্পর্শের দ্বারা দুষ্ট হয় না, তদ্রূপ পরমাত্মাও জীবকৃত কর্ম্মের দ্বারা দুষ্ট হয়েন না। (শাঙ্কর ভাষ্যে ও রামানুজভাষ্যে এইরূপই অর্থ করা হইয়াছে)।

অতএব এই সকল সূত্রের দ্বারা ভগবান সূত্রকার জীবকে স্পষ্টতঃই ব্রহ্মের নিত্য অংশমাত্র বলিয়া শ্রুতিমূলে সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইহা সকল ভাষ্যকারেরই সম্মত, এবং ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত যে, জীবরূপ অংশে কর্ম্মফলভোক্তা হইলেও তদতীত স্বীয় ব্রহ্মরূপে তিনি সর্ব্বদা নির্ম্মল ও নির্লিপ্ত থাকেন।

২য় অঃ ১ম পাদ ২১শ সূত্রেও এই বিষয়টি স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। যথা :—

"অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ।"

ব্যাখ্যা :—শ্রুতি যেমন জীবের ব্রহ্ম হইতে অভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আবার সুখদুঃখাদির ভোক্তা জীব হইতে ব্রহ্মের আধিক্যও (শ্রেষ্ঠত্বও) নির্দ্দেশ করিয়া, জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদও উপদেশ করিয়াছেন। যথা— "আত্মানমন্তরো যময়তি" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি নিয়ম্য জীব ও নিয়ন্তা ব্রহ্মের ভেদ থাকাও প্রদর্শন করিয়া, ইহাদিগের অত্যন্ত অভেদ নিবারিত করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্ম জীব হইতে 'অধিক' অর্থাৎ মহত্তর, শ্রেষ্ঠ; সুতরাং জগৎ কারণ ব্রহ্মের জন্মমরণাদি ক্লেশ নাই; এবং ব্রহ্মে "হিতাকরণ" রূপ দোষ হয় না। ২৬৭ পৃষ্ঠায় নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য।

শাঙ্কর ভাষ্যেও এই সূত্রের ফলিতার্থ এইরূপই করা হইয়াছে। যথা:—

"......'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ......'ইত্যেবঞ্জাতীয়কঃ কর্তৃকর্ম্মাদিভেদ-নির্দ্দেশো জীবাদধিকং ব্রহ্ম দর্শয়তি। নম্বভেদনির্দ্দেশোঽপি দর্শিতঃ 'তত্ত্বমসি' ইত্যেবঞ্জাতীয়কঃ, কথং ভেদাভেদৌ সম্ভবেয়াতাম্। নৈষ দোষঃ। আকাশঘটাকাশন্যায়েনোভয়সম্ভবস্য তত্র তত্র প্রতিষ্ঠাপিতত্বাৎ।......।"

অস্যার্থ:—"......'অরে, আত্মা জীবের দ্রষ্টব্য......' এই জাতীয় শ্রুতি জীব হইতে ব্রহ্মের আধিক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। পরন্তু "তত্ত্বমসি" (তুমিই ব্রহ্ম) ইত্যাদি শ্রুতি জীবের সহিত ব্রহ্মের অভেদও নির্দ্দেশ করিয়াছেন পরন্তু ভেদ ও অভেদ এই দুইটি বিরুদ্ধ সম্বন্ধ কিরূপে একত্র সম্ভব হইতে পারে? এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না। আকাশ এবং ঘটাকাশের দৃষ্টান্তে ইহা যে সম্ভব, তাহা পূর্ব্বে নানাস্থানে প্রদর্শন করা হইয়াছে।......।"

শ্রীমদ্ রামানুজ স্বামিকৃত ভাষ্যও এই মর্ম্মেরই।

ইহা সত্য যে সূত্রার্থ এইরূপ জ্ঞাপন করিয়াও শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য নিজের মত এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, জীবের মোক্ষদশায় ব্রহ্মের সহিত কোন প্রকার ভেদই থাকে না। এই মত যে সঙ্গত নহে এবং শ্রুতিবিরুদ্ধ তদ্বিষয়ে বিস্তৃত সমালোচনা এই গ্রন্থে নানাস্থানে করা হইয়াছে। ২য় অঃ ১ম পাদ ১৪ সূত্রে ও ৩য় অঃ ২য় পাদ ১১ সূত্র প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। কিন্তু এই স্থলে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ভগবান্ সূত্রকারের সূত্রার্থ এইরূপই যে, 'জীব ব্রহ্ম' ইহা সত্য হইলেও, ব্রহ্ম স্বরূপতঃ জীব হইতে "অধিক"। এবিষয়ে ভাষ্যকারদিগের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। বস্তুতঃ পূর্ব্বোদ্ধৃত ২য় অঃ ৩ পা ৪২ সূত্রে জীব যে ব্রহ্মের অংশ মাত্র তাহা ভগবান্ বেদব্যাস স্পষ্টরূপেই নিজ সিদ্ধান্ত বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। ভাষ্যকারদিগেরও এতৎসম্বন্ধে মতভেদ নাই। সুতরাং জীব অংশ, ব্রহ্ম অংশী হওয়াতে ব্রহ্ম যে জীব হইতে "অধিক" তাহা স্বতঃসিদ্ধই বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অংশ

হইতে অংশী ব্যাপক না হইলে অংশ কথার কোন অর্থই হয় না। অতএব পূর্ব্বোদ্ধৃত সূত্র সকলে ভগবান্ সূত্রকার ব্রহ্মকে জীব হইতে "অধিক" এবং জীবকে ব্রহ্মের অংশমাত্র বলিয়া জ্ঞাপন করাতে, ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে জীব ব্রহ্মের ন্যায় সর্ব্বব্যাপক অর্থাৎ বিভুস্বভাব নহেন। জীব স্বরূপতঃ বিভু (সর্ব্বব্যাপী) হইলে, তাঁহাকে ব্রহ্মের অংশমাত্র বলা কখনও সঙ্গত হইবে না। অতএব জীবের অণুত্ব অথবা বিভুত্বনির্ণায়ক সূত্র সকলের বাক্যার্থ যদি জীবের অণুত্বপ্রতিপাদক বলিয়া ব্যাখ্যার যোগ্য হয়, তবে পূর্ব্বাপর সূত্র সকলের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই অর্থই গ্রহণ করা উচিত হইবে। সে সকল সূত্রের শব্দ সকলকে জীবের বিভুত্বপ্রতিপাদক বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারিলেও তদ্রূপ ব্যাখ্যা করা সঙ্গত হইবে না; কারণ তাহাতে সূত্র সকলের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধতা দৃষ্ট হইবে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তদ্বিষয়ে সূত্র সকলের স্বাভাবিক অর্থ যে অণুত্বেরই প্রতিপাদক, বিভুত্বের প্রতিপাদক নহে, তাহা নিবিষ্টচিত্তে সূত্র সকল পাঠ করিলেই বোধ-গম্য হইবে। যে সকল সূত্র পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত অপরাপর বহুসূত্রও আছে (যথা ১ম অঃ ২ পাদ ৭ ও ৯ হইতে ১২ সূত্র) যাহার স্বীকৃত অর্থের সহিত বিভুত্ব অর্থের বিরোধ হয়। এবঞ্চ জীব স্বরূপতঃ বিভু হইলে, তাঁহার বন্ধ, মোক্ষ, পাপপুণ্য ভোগ প্রভৃতি অবস্থার পরিবর্ত্তনের কোন প্রকার সঙ্গত ব্যাখ্যা করা যায় না। ইহা ভগবান্ সূত্রকারও নানা-বিধ সূত্রের দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। এইক্ষণে আত্মার সাবয়বত্ব-প্রতি-ষেধক অপর দুই তিনটী সূত্র ব্যাখ্যা করিয়া জীবাত্মার অণুত্ব অথবা বিভুত্ব-বিষয়ক সূত্র সকলের মধ্যে কয়েকটীর বিশেষ ব্যাখ্যা করা হইবে।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩৪শ সূত্র, এবং চাত্মাঽকাৎর্স্ন্যম্।

অস্যার্থঃ—জৈনগণ বলেন যে আত্মা শরীর-পরিমাণ। তাহা হইতে পারে না; কারণ ক্ষুদ্রকায়বিশিষ্ট জীব (পিপীলিকাদি) দেহান্তে কর্ম্মবশে

বৃহৎ শরীর (গজশরীরাদি) প্রাপ্ত হইলে, তখন গজশরীর-সম্বন্ধে জীব অকৃৎস্ন (অব্যাপী, ক্ষুদ্র) হইয়া পড়ে। (এবং গজশরীরের আত্মাকে মরণান্তে পিপীলিকার শরীরে যাইতে হইলে, ঐ শরীরে স্থান পাইতে পারে না)।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩৫শ সূত্র—ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ।

অস্যার্থ :—এইরূপ বলিতে পারিবে না যে, আমাদের মতে আত্মা সাবয়ব, অতএব গজশরীরে তাহার অবয়বের বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্র শরীরে অপচয় প্রাপ্তি হয় ; সুতরাং এইরূপ পর্য্যায় হেতু "শরীর পরিমাণ মতে" কোন দোষ নাই, কারণ, তাহাতে আত্মার বিকারাদি দোষের প্রসক্তি হয়। আত্মা সাবয়ব ও পরিবর্ত্তনশীল হইলে, তাহা দেহাদির ন্যায় বিকারী এবং অনিত্য হইয়া পড়ে ; ইত্যাদি দোষ উপস্থিত হয়।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩৬শ সূত্র। অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ।

অস্যার্থ :—শেষ দেহের (মোক্ষাবস্থা প্রাপ্তিকালে যে দেহ হয় তাহার) পরিমাণ অপরিবর্ত্তনীয়, নিত্য একরূপ—জৈনগণ এইরূপ স্বীকার করাতে, (আত্মা ও তাঁহার সেই পরিমাণও যখন নিত্য, তখন) আদ্যমধ্য জীব-পরিমাণকেও নিত্যই বলিতে হয় ; সুতরাং অন্ত্যদেহ এবং তৎপূর্ব্বদেহ ইহাদের কোন তারতম্য থাকে না ; অতএব আদ্যমধ্য দেহও উপচয়-অপচয়বিহীন বলিতে হয় ; সুতরাং দেহপরিমাণবাদ অপসিদ্ধান্ত।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে জীবকে অংশমাত্র বলাদ্বারা জীবের বিভুত্ব নিষেধ করা হইয়াছে ; এবং এই সকল সূত্রে সাবয়বত্বেরও প্রতিষেধ করাতে, সুতরাং জীব-স্বরূপের অণুত্বমাত্র অবশিষ্ট থাকে ; তাহাই যে সূত্রকারও উপদেশ করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে ; যথা :—

২য় অঃ ৩য় পাদ ১৯শ সূত্র। উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্।

অর্থাৎ—শরীরের ধ্বংসকালে জীবাত্মার দেহ হইতে উৎক্রান্তি অন্যত্র

গমন, এবং পুনরায় নূতন দেহে আগমন অথবা মোক্ষপ্রাপ্তি প্রভৃতি শ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা জীবের স্বরূপতঃ অণুপরিমাণ থাকা (বিভুত্ব সর্ব্বব্যাপিত্ব না থাকা) স্থিরীকৃত হয় (৩২১ পৃষ্ঠায় শ্রীনিম্বার্ক ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

শাঙ্কর ভাষ্যও এই মর্ম্মেরই ; যথা :—

"........উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং শ্রবণাৎ পরিচ্ছিন্নস্তাবজ্জীব ইতি প্রাপ্নোতি। ন হি বিভোশ্চলনমবকল্পত ইতি। সতি চ পরিচ্ছেদে, শারীর-পরিমাণত্বস্যার্হতপরীক্ষায়াং নিরস্তত্বাদণুরাত্মেতি গম্যতে।"

অস্যার্থ :—জীবাত্মার উৎক্রান্তি, গতি ও অগতি শ্রুতিতেও বর্ণিত হওয়ায়, জীবের পরিচ্ছিন্নতা অর্থাৎ বিভুত্বাভাব থাকাই সিদ্ধ হয়। কারণ যাহা বিভু (সর্ব্বব্যাপী) তাহার একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন অসম্ভব। অতএব জীবাত্মাকে পরিচ্ছিন্ন (অসর্ব্বব্যাপীই) বলিতে হইবে ; পরন্তু জৈনমতের বিচারে সূত্রকার প্রদর্শন করিয়াছেন যে, জীব অবয়ববিশিষ্টও (শরীরপরিমাণ) নহেন ; সুতরাং জীব অণুপরিমাণ হওয়াই স্থিরীকৃত হয়।

অতঃপর ২০শ হইতে ২৬শ পর্য্যন্ত সূত্রে অন্যান্য হেতু ও প্রমাণের দ্বারা জীবের স্বরূপতঃ অণুপরিমাণত্ব বিষয়ক সিদ্ধান্তেরই পোষকতা করা হইয়াছে। (৩২১ হইতে ৩২৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তাহাতে বলা হইয়াছে যে জীবের অণুপরিমাণত্ব শ্রুতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই উপদেশ করিয়াছেন, যথা :—

"এষোঽণুরাত্মা, বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগো জীবঃ" (জীবাত্মা অণুপরিমাণ, কেশাগ্রের শতভাগের শতভাগসদৃশ সূক্ষ্ম ; কিন্তু গুণে অনন্ত হইবার যোগ্য)।

আরও বলা হইয়াছে যে চন্দন যেমন শরীরের এক স্থানে স্পৃষ্ট হইলে, সমস্ত শরীর পুলকিত করে, প্রদীপ যেমন একস্থানে থাকিয়া সমস্ত গৃহকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ জীব স্বরূপতঃ সূক্ষ্ম হইলেও জ্ঞান বৃত্তি, যাহা জীবের গুণ, তদ্দ্বারা জীব সমস্ত দেহেই ব্যাপার প্রকাশিত করেন।)

এই সকল সূত্রের ব্যাখ্যা শাঙ্কর ভাষ্যেও একই প্রকারের। শ্রীরামানুজ ভাষ্যেও একই প্রকারের ব্যাখ্যা আছে। কোন কোন স্থানে পারিভাষিক ভেদ আছে মাত্র,—তাহা অকিঞ্চিৎকর। এই সকল সূত্রের দ্বারা যে জীবের অণুপরিমাণত্ব স্থাপন করা হইয়াছে, তাহা সকল ভাষ্যকারেরই সম্মত। জীবস্বরূপের অণুত্ববিষয়ে শ্রীরামানুজ স্বামীর সিদ্ধান্ত নিম্বার্ক-সিদ্ধান্তের অনুরূপ; সুতরাং এই বিষয়ের বিচারে রামানুজভাষ্য সম্বন্ধে পৃথক্ উল্লেখ আর করা হইবে না।

২৬ সূত্র পর্য্যন্ত এইরূপে জীবস্বরূপের অণুত্বস্থাপন করিয়া একটী আপত্তির উত্তর ভগবান্ সূত্রকার ২৭শ সূত্রে প্রদান করিয়াছেন। সেই আপত্তিটী এই যে, শ্রুতিতে কোন কোন স্থানে জীবাত্মাকে জ্ঞানস্বরূপই বলা হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞানের যখন ব্যাপকত্ব পূর্ব্বোক্ত ২৫শ ও ২৬শ সূত্রে স্বীকার করা হইল, তখন জীবের অণুত্ব কিরূপে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

২য় অঃ ৩য় পাদ ২৭শ সূত্র। পৃথগুপদেশাৎ।

অর্থাৎ—শ্রুতিই জ্ঞান হইতে জীবের ভেদও উপদেশ করিয়াছেন, যথা—"প্রজ্ঞয়া শরীরমারুহ্য" ইত্যাদি। অতএব জীবের জ্ঞান মহৎ হইলেও জীব অণু। শাঙ্কর ভাষ্যেও এই সূত্রের ব্যাখ্যা ঠিক্ এইরূপই করা হইয়াছে। যথা—"প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য ইতি চাত্মপ্রজ্ঞয়োঃ কর্ত্তৃকরণ-ভাবেন পৃথগুপদেশাৎ চৈতন্যগুণেনৈবাস্য শরীরব্যাপিতাঽবগম্যতে।"

অস্যার্থ:—"প্রজ্ঞার দ্বারা শরীরে সমারোহণ করিয়া" এই শ্রুতিতে জীবাত্মাকে আরোহণ ক্রিয়ার কর্ত্তা এবং প্রজ্ঞাকে ঐ আরোহণ ক্রিয়ার করণ বলিয়া পৃথক্‌রূপে উপদেশ করাতে, ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, চৈতন্যরূপ গুণের দ্বারাই আত্মার সর্ব্বশরীরব্যাপিত্ব হয়।......

অতঃপর সূত্র সকলের ব্যাখ্যাতে শাঙ্করভাষ্যের সহিত অন্যান্য ভাষ্যের

সম্পূর্ণ বিরোধ দেখা যায়। যথা—নিম্বার্ক ভাষ্যের সার এই যে, জীবাত্মার অণুত্ব সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে প্রতিপক্ষবাদীর আর একটী আপত্তির উত্তরে ২৮শ প্রভৃতি সূত্র রচিত হইয়াছে। আপত্তিটি এই যে, শ্রুতি জীবাত্মা সম্বন্ধেই বিভুত্ব ও "নিত্যং বিভুং···" ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন; সুতরাং আত্মার অণুত্ব-বিষয়ক সিদ্ধান্ত ঐ শ্রুতির বিরোধী হয়। এই আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

২য় অঃ ৩য় পাদ ২৮শ সূত্র। তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ॥

অর্থাৎ—আত্মার গুণ যে জ্ঞান, তাহার বিভুত্ব প্রতিপাদন করাই উক্ত বাক্যের সার অর্থাৎ মুখ্য অভিপ্রায়। আত্মার স্বরূপের বিভুত্ব প্রতিপাদন করা ঐ বাক্যের অভিপ্রায় নহে। যেমন প্রাজ্ঞ পরমাত্মার ব্রহ্মনামের নিরুক্তি বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রুতি স্বয়ং বলিয়াছেন, "বৃহন্তো গুণাঃ অস্মিন্নিতি ব্রহ্ম", তদ্রূপ জীবাত্মারও গুণস্থানীয় জ্ঞানের বিভুত্ব উপদেশ করিবার অভিপ্রায়ে শ্রুতি তাঁহাকে বিভু বলিয়াছেন।

পরন্তু ১৯শ হইতে ২৭শ সূত্র সকলের পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন যে, এই সকল সূত্রে প্রতিপক্ষের মত মাত্র জ্ঞাপিত হইয়াছে। ২৮শ সূত্রে এই সকল পূর্ব্বপক্ষের উত্তর ভগবান্ সূত্রকার দিয়াছেন। এই ২৮শ সূত্রের ব্যাখ্যা শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য এইরূপ করিয়াছেন; যথা :—

"তু শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। নৈতদস্ত্যণুরাত্মেতি...পরমেব চেদ্ ব্রহ্ম জীবস্তর্হি যাবৎ পরং ব্রহ্ম তাবানেব জীবো ভবিতুমর্হতি। পরস্য চ ব্রহ্মণো বিভুত্বমাম্নাতং, তস্মাদ্বিভুর্জীবঃ।...কথং তর্হ্যণুত্বাদিব্যপদেশ ইত্যত আহ—তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশ ইতি। ...তস্যা বুদ্ধের্গুণাস্তদ্‌গুণা ইচ্ছা, দ্বেষঃ, সুখং দুঃখমিত্যেবমাদয়স্তদ্‌গুণাঃ সারঃ প্রধানং যস্যাত্মনঃ সংসারিত্বে সম্ভবতি স তদ্‌গুণসারস্তস্য ভাবস্তদ্‌গুণসারত্বম্। ন হি বুদ্ধের্গুণৈর্ব্বিনা কেবলস্যাত্মনঃ

সংসারিত্বমস্তি। বুদ্ধ্যুপাধিধর্ম্মাধ্যাসনিমিত্তং হি কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিলক্ষণং সংসারিত্বমকর্ত্তুরভোক্তুশ্চাসংসারিণো নিত্যমুক্তস্য সত আত্মনঃ। তস্মাৎ **তদ্‌গুণসারত্বাদ্ বুদ্ধিপরিমাণেনাঽস্য** পরিমাণব্যপদেশঃ।......এবমুপাধিগুণসারত্বাজ্জীবস্যাণুত্বাদিব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ। যথা প্রাজ্ঞস্য পরমাত্মনঃ সগুণেষূপাসনাসূপাধিগুণসারত্বাদণীয়স্ত্বাদিব্যপদেশোঽণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বা মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প ইত্যেবম্প্রকারস্তদ্বৎ।..."

অস্যার্থ:—"সূত্রোক্ত 'তু' শব্দ এই পূর্ব্বপক্ষের নিষেধবাচক, অর্থাৎ আত্মা 'অণু' এই পক্ষ গ্রহণীয় নহে।...জীব যখন ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, তখন ব্রহ্মের যে পরিমাণ, জীবেরও সেই পরিমাণ হওয়া উচিত। পরব্রহ্মকে কিন্তু শ্রুতি বিভু বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। অতএব জীবও বিভু। · তবে জীবের অণুত্বের উপদেশ শ্রুতিতে কি নিমিত্ত হইয়াছে? তাহাতে সূত্রকার বলিতেছেন, "তদ্‌গুণসারত্বাত্তু..." ইত্যাদি ২৮শ সূত্র। এই সূত্রের 'তৎ' শব্দের অর্থ বুদ্ধি। এই বুদ্ধির গুণ এই অর্থে 'তদ্‌গুণাঃ' অর্থাৎ ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ ইত্যাদি; আত্মার সংসারিত্বাবস্থায় এই সকল গুণই প্রধানরূপে থাকে; এই অর্থে তদ্‌গুণ সার; তাহারই ভাব এই অর্থে 'তদ্‌গুণসারত্ব'। বুদ্ধির এই সকল গুণ বিনা, কেবল আত্মার সংসারিত্ব নাই। উপাধিভূত বুদ্ধির ধর্ম্ম সকল আত্মাতে অধ্যস্ত হয়, তাহাতেই স্বরূপতঃ অকর্ত্তা, অভোক্তা, অসংসারী, নিত্যমুক্ত আত্মার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি লক্ষণযুক্ত সংসারিত্ব বর্ণনা করা হয়। অতএব সংসারী আত্মা বুদ্ধিগুণপ্রধান হওয়াতে **বুদ্ধির পরিমাণের দ্বারাই আত্মার পরিমাণের উপদেশ করা হইয়াছে**।...এইরূপ (সংসারিত্ব অবস্থায়) উপাধিভূত গুণের প্রাধান্যহেতু জীবের অণুত্বাদি উপদেশ শ্রুতি করিয়াছেন। প্রাজ্ঞ পরমাত্মা সম্বন্ধেও শ্রুতি এইরূপই উপদেশ করাতে

জীবের সম্বন্ধেও তাহাই করিয়াছেন। যথা:—সগুণ উপাসনাতে পরমাত্মার ও উপাধিভূত গুণের প্রাধান্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে ধান্য, যবাদি অপেক্ষাও ক্ষুদ্র বলা হইয়াছে। কোন স্থানে বা সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস ইত্যাদি বলা হইয়াছে। কোন স্থানে মনোময় প্রাণশরীর ইত্যাদি বলা হইয়াছে। জীবের সম্বন্ধে অণুত্বের উপদেশও এইরূপই বুঝিতে হইবে।

এই উভয় ব্যাখ্যা মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, সূত্রের শব্দ সকলের অর্থ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। 'তু' শব্দ পক্ষ ব্যাবর্ত্তনজ্ঞাপক, ইহা উভয়ের সম্মত। শ্রীনিম্বার্ক স্বামী বলেন, "নিত্যং বিভুং…" প্রভৃতি শ্রুতিতে জীবাত্মার বিভুত্ব বর্ণনা হওয়ায় তৎপ্রতি নির্ভর করিয়া প্রতিপক্ষ আপত্তি করিতেছেন যে, আত্মা বিভু, তিনি অণুস্বভাব নহেন। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ, যাহার উত্তর "তু"শব্দের দ্বারা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন ১৯শ হইতে ২৭শ সূত্রে যে জীবের অণুত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে, তৎসমস্তই পূর্ব্বপক্ষের উক্তি; তাহা গ্রন্থকারের সিদ্ধান্ত নহে। গ্রন্থকার এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরই ২৮শ সূত্রে দিয়াছেন। এই পক্ষ ব্যাবর্ত্তনই জ্ঞাপন করিতে 'তু' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

সূত্রোক্ত 'তদ্‌গুণসারত্বাৎ' পদের ফলিতার্থও উভয় ব্যাখ্যাতেই এক প্রকার। শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে বলা হইয়াছে যে, ২৭শ সূত্রে বুদ্ধিকে (জ্ঞানবৃত্তিকে) আত্মার গুণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। সেই "বুদ্ধিরূপ গুণের প্রতি প্রধানরূপে লক্ষ্য রাখা হেতু" ইহাই "তদ্‌গুণসারত্বাৎ" পদের অর্থ। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও ভাষ্যে অবশেষে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, বুদ্ধির পরিমাণের দ্বারাই ("**বুদ্ধিপরিমাণেন**") আত্মার পরিমাণের বর্ণনা শ্রুতি করিয়াছেন। অতএব এই পদের ফলিতার্থ উভয় ভাষ্যে এক।

অতঃপর "তদ্ব্যপদেশঃ" পদের অর্থবিষয়েও কোন ভেদ নাই। ইহার অর্থ "ঐ উপদেশ"; কিন্তু কোন্ উপদেশ এই বিষয়েই উভয় ভাষ্যে

বিরোধ। শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে বলা হইয়াছে "ঐ উপদেশ" বলিতে সূত্রকার "নিত্যং বিভুং…" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত বিভুত্ব উপদেশকে লক্ষ্য করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন, "এষোঽণুরাত্মা" "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য তু ভাগো জীবঃ" ইত্যাদি শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া আত্মার অণুত্ব যে পূর্ব্বোক্ত ১৯শ…২২শ প্রভৃতি সূত্রে স্থাপন করা হইয়াছে, তদুক্ত অণুত্ব উপদেশই সূত্রের "তদ্ব্যপদেশ" পদের দ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে।

অতঃপর সূত্রের 'প্রাজ্ঞবৎ' পদের অর্থ **পরমাত্মার ন্যায়**। ইহাও উভয়ের সম্মত। কিন্তু পরমাত্মার সম্বন্ধীয় কোন্ শ্রুত্যুক্তির ন্যায়, এই বিষয়ে উভয় ভাষ্যের মধ্যে মতভেদ আছে। শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে বলা হইয়াছে যে, পরমাত্মাকে ব্রহ্মনামে যে বর্ণনা করা হয়, তাহার হেতু শ্রুতি স্বয়ং ব্রহ্মনামের নিরুক্তি বর্ণনায় এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—"বৃহন্তো গুণা অস্মিন্নিতি ব্রহ্ম," (অর্থাৎ ইঁহাতে বৃহৎগুণ আছে। এই অর্থে তাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হয়)। তদ্বৎ জীবেরও গুণস্থানীয় জ্ঞানের বিভুত্ব আছে, এই নিমিত্ত তাঁহাকে বিভু বলিয়া "নিত্যং বিভুং…" ইত্যাদি শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাই প্রাজ্ঞবৎ পদের অর্থ। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন যে, সগুণ উপাসনার নিমিত্ত "অণোরণীয়ান্…" ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমাত্মাকেও কখন অণু, কখন বা মহৎ, বলা হইয়াছে। তদ্দ্বারা বাস্তবিক তাঁহার স্বরূপের কিছু বর্ণনা করা হয় নাই; কেবল উপাসকের ধ্যানের প্রকারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি ব্রহ্মসম্বন্ধে ঐ সকল উক্তি করিয়াছেন। তদ্রূপ জীবেরও বুদ্ধির পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শ্রুতিতে তাঁহার অণুত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে।

এইক্ষণে ইহাই বিচার্য্য, কোন্ ব্যাখ্যা সঙ্গত। প্রথমতঃ দেখা যায় যে, বুদ্ধির অণুপরিমাণত্ববিষয়ে বস্তুতঃ কোনও শ্রুতিপ্রমাণ নাই। বুদ্ধি স্বয়ং যে স্বরূপতঃ ব্যাপক বস্তু, ইহা এক প্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত বলা যায়।

নির্ম্মল বুদ্ধিকেই মহত্তত্ত্ব বলিয়া সাংখ্যে ও যোগসূত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রকাশিত জগতে বুদ্ধিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপক। অহংকার, মন, ইন্দ্রিয়সকল, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূত সকলেরই মূল বুদ্ধি। সুতরাং বুদ্ধির অণুপরিমাণ না হওয়ায়, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি জীবাত্মাকে অণু বলিয়াছেন, এই কথা কোনও প্রকারে সঙ্গত হয় না। অবশ্য বুদ্ধি খুব সূক্ষ্ম বিষয়কেও লক্ষ্য করিতে পারে; বুদ্ধির এই গুণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইহাকে কখন সূক্ষ্ম বলিয়াও বর্ণনা করা যায়। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা স্বরূপতঃ অণুপরিমাণ নহে। বুদ্ধি যে ব্যাপক বস্তু, তাহা ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭শ সংখ্যক সূত্রেও উভয়পক্ষ স্বীকার করিয়াছেন। অতএব এই সূত্রে যে ঠিক তাহার বিপরীত বর্ণনা করিয়া সূত্রকার প্রতিপক্ষের আপত্তি খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা কোন প্রকারে সম্ভবপর বলিয়া অনুমিত হয় না। আর "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগো জীবঃ" এই শ্রুত্যংশের অব্যবহিত পরবর্ত্তী অংশের সহিত ইহাকে মিলাইয়া পাঠ করিলে দৃষ্ট হইবে যে, এই অংশ বস্তুতঃ জীবের নিজ স্বরূপেরই পরিচায়ক। সম্পূর্ণ শ্রুতি নিম্নে বর্ণিত হইল।

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥

অর্থাৎ জীব স্বরূপতঃ একটী চুলের শতভাগের শতভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম হইলেও তিনি অনন্তত্ব প্রাপ্ত হইবার (আনন্ত্যায় = অনন্তত্বলাভায়) যোগ্য। অর্থাৎ পরমাত্মা অনন্ত, জীব নিজে অণুবৎ সূক্ষ্ম হইলেও, অনন্ত পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া তৎসহ একীভূত হইয়া গুণে বিভু হইতে পারেন। (৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ ১৫শ সূত্র দ্রষ্টব্য)। শ্রুতি দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা অন্যত্র এইরূপ বুঝাইয়াছেন যে, নদীসকল ক্ষুদ্রকায় হইলেও যেমন বিস্তৃত সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়া, নিজ ক্ষুদ্র নামরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্রের সহিত

একীভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ জীবও (স্বরূপতঃ ক্ষুদ্র হইলেও) মোক্ষ-দশায় অনন্ত চিদাত্মক পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া, দেহাদি বিশেষ চিহ্নকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্ময়তা লাভ করে। অতএব সূক্ষ্মত্ব যে জীবের স্বরূপ-গত, তাহাই পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতির অর্থ বলিয়া অনুমিত হয়। মোক্ষদশায় পরমাত্মার সহিত ভেদবুদ্ধি জীবের সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় সত্য; কিন্তু তদবস্থায়ও জীব পরমাত্মার অংশই থাকে। অংশ সর্ব্বাবস্থাতেই অংশীর অন্তর্ভূত, অংশীকে অতিক্রম করিয়া অংশে কিছু থাকিতে পারে না; অতএব সত্যদর্শী অংশ যে আপনাকে অংশী হইতে অভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করিবে, ইহাই যুক্তিযুক্ত; মোক্ষাবস্থায় জীবও সুতরাং আপনাকে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বোধ করে না। কিন্তু তন্নিমিত্ত মুক্তজীবের স্বরূপ ব্রহ্মবৎ বিভু হইয়া যায় না। নদীর জল সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া সমুদ্রধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় এবং সমুদ্র বলিয়াই গণ্য হয় সত্য; কিন্তু নদীর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিমাণ জলের স্বরূপতঃ বিস্তার বৃদ্ধি হইয়া ইহা সমগ্র সমুদ্রব্যাপী হয় না; পরন্তু ইহা সমুদ্রের অংশমাত্ররূপেই বর্ত্তমান থাকে। মোক্ষাবস্থা-প্রাপ্ত জীবের সম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ ঘটে। এই বিষয় বেদান্তদর্শনের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদে বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

আর পরমাত্মা সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। এইরূপ বহুবিধ শ্রুতিবাক্য আছে। সুতরাং স্থূল সূক্ষ্ম সমস্তই তিনি। সাধকগণ নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুসারে যিনি যে রূপে তাঁহার ধ্যান করিয়া থাকেন, তৎসমস্তই তিনি; অতএব শ্রুতি যে তাঁহাকে "অণোরণীয়ান্" "মহতো মহীয়ান্" ইত্যাদি বাক্যে অণু হইতে সূক্ষ্ম, এবং মহৎ হইতেও মহৎ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তৎ সমস্তই সত্য। কারণ, তিনি যখন "সর্ব্ব," তখন যথার্থই সূক্ষ্মও তিনি, মহৎও তিনি। তাঁহার এইরূপে বর্ণনা যে কেবল সাধকের ধ্যানের প্রকারের উপর নির্ভর করিয়া করা হইয়াছে, এমত নহে।

উক্ত বাক্যসকল বর্ণনাস্থলে সাধকের ধ্যানের বিষয় সম্বন্ধে শ্রুতি কোন উল্লেখ করেন নাই, তাঁহারই স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। যথা কঠোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ২য় বল্লীর ২০শ শ্লোকে পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণনে শ্রুতি 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' ইত্যাদি বাক্য বলিয়া, তৎপরবর্ত্তী ২১শ শ্লোকে বলিতেছেন "আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ" (তিনি নিশ্চল, অথচ দূরে গমন করেন ; তিনি শয়ান অথচ সর্ব্বগ) ইত্যাদি। এতৎসমস্তই পরমাত্মার স্বরূপোপদেশক বাক্য। অধিকন্তু সাধকের ধ্যানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই সকল বাক্য উক্ত হওয়া, তর্কস্থলে স্বীকার করিয়া লইলেও বর্ত্তমান স্থলে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্ত এক প্রকারের হয় না। কারণ বুদ্ধির সহিত জীবের সম্বন্ধ এবং সাধকের ধ্যানের সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ একই প্রকারের নহে। পরন্তু ইহা যেরূপই হউক না কেন, যে সকল সূত্রে জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশমাত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, (যাহার ব্যাখ্যায় কোন বিরোধ নাই) তাহার সহিত এই ব্যাখ্যার কোনও প্রকার সামঞ্জস্য হয় না। জীব স্বরূপতঃ বিভু হইলে, তিনি ব্রহ্মের অংশমাত্র থাকেন না,—পূর্ণব্রহ্মই হয়েন। ভগবান সূত্রকার এইরূপ পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত স্বরচিত সূত্রে প্রকাশ করিবেন, ইহা কখন হইতে পারে না। বস্তুতঃ এই সূত্রের দ্বারা ১৯ হইতে ২৬ সংখ্যক সূত্রের বর্ণিত জীবাত্মার অণুত্ব সিদ্ধান্ত খণ্ডন করা সূত্রকারের অভিপ্রেত হইলে ঐ সকল সূত্রের উল্লিখিত হেতুসকলের খণ্ডনের নিমিত্ত অন্য সূত্র রচিত হইত, কিন্তু তাহা সূত্রকার করেন নাই। এই সূত্রের শাঙ্কর ব্যাখ্যা যে অসঙ্গত, তাহা পরবর্ত্তী সূত্রের ব্যাখ্যানের বিচারেও প্রমাণিত হয় ; যথা :—

২য় অঃ ৩য় পাদ ২৯শ সূত্র :—যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ ॥

অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ গুণের বিভুত্ব নিবন্ধন জীবের বিভুত্ব বলা দুষ্য নহে ; কারণ, ঐ গুণের 'যাবদাত্মভাবিত্ব' আছে, অর্থাৎ আত্মা যতদিন, গুণও

তত দিন আছে। আত্মা যেমন অবিনাশী, আত্মার গুণও তেমনই অবিনাশী ও তৎ-সহচর। শ্রুতিও তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা :—"ন হি বিজ্ঞাতুর্ব্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে, অবিনাশিত্বাৎ" (বৃঃ ৪ অঃ ৩ ব্রাঃ) "অবিনাশী বা অরে .....অয়মাত্মাঽনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা" ইত্যাদি (বৃহঃ)। (সেই বিজ্ঞাতা আত্মার **বিজ্ঞান** কখনও লোপ প্রাপ্ত হয় না। কারণ তাহা **অবিনাশী**। "ইঁহার কখনও বিনাশ নাই।" অতএব জ্ঞান (বুদ্ধি) আত্মার নিত্য সহচর ; সুতরাং তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া আত্মার বিভুত্ব বর্ণনা দূষণীয় নহে।

শাঙ্করভাষ্যে বলা হইয়াছে যে, বুদ্ধিগুণ প্রাধান্যহেতুই যদি আত্মার সংসারিত্ব হয়, তবে যখন বুদ্ধিও আত্মার বিভিন্নতা হেতু ইহাদের সংযোগের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী (বুদ্ধি আত্মা হইতে এক সময় পৃথক হইয়া যাইবেই, এবং তখন আত্মার অসংসারিত্বও অবশ্যই ঘটিবে,) তখন বুদ্ধির পরিমাণে আত্মার পরিমাণ কিরূপে বর্ণিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে, সকল অবস্থায় বুদ্ধিত আত্মার সহিত যুক্ত থাকে না? এই আপত্তির উত্তরে ২৯শ সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, এই দোষাশঙ্কার কোনও কারণ নাই। "...... কস্মাৎ। যাবদাত্মভাবিত্বাদ্ বুদ্ধিসংযোগস্য। যাবদয়মাত্মা সংসারী ভবতি যাবদস্য সম্যগ্দর্শনেন সংসারিত্বং ন নিবর্ত্ততে, তাবদস্য বুদ্ধ্যা যোগো ন শাম্যতি। যাবদেব চায়ং বুদ্ধ্যুপাধিসম্বন্ধস্তাবদেবাস্য **জীবস্য জীবত্বং সংসারিত্বঞ্চ।......পরমার্থতস্তু ন জীবো নামবুদ্ধ্যুপাধিপরিকল্পিতস্বরূপব্যতিরেকেণাস্তি।** ন হি নিত্যমুক্তস্বরূপাৎ সর্ব্বজ্ঞাদীশ্বরাদন্যশ্চেতনধাতুর্দ্বিতীয়ো বেদান্তার্থনিরূপণায়ামুপলভ্যতে।...কথং পুনরবগম্যতে যাবদাত্মভাবী বুদ্ধিসংযোগ ইতি, তদ্দর্শনাদিত্যাহ, তথাহি শাস্ত্রং দর্শয়তি 'যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব ইত্যাদি।"

অস্যার্থ :—"কারণ এই যে, বুদ্ধি-সংযোগ যাবদাত্মভাবী। যে পর্য্যন্ত এই আত্মা সংসারী থাকে, যে পর্য্যন্ত সম্যগ্দর্শনের দ্বারা সংসারিত্ব নিবর্ত্তিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত বুদ্ধির সহিত সংযোগ নষ্ট হয় না। যে পর্য্যন্ত এই বুদ্ধিরূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধ থাকে **সেই পর্য্যন্তই জীবের জীবত্ব ও সংসারিত্ব**। বস্তুতঃ **সত্য এই যে, বুদ্ধিরূপ উপাধির দ্বারাই জীবত্ব কল্পিত হয়, তদ্ব্যতীত জীব নামে কিছুরই অস্তিত্ব নাই**। নিত্যমুক্ত সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ভিন্ন দ্বিতীয় আর কোনও চেতন বস্তু বেদান্তার্থনিরূপণে পাওয়া যায় না। ......এই বুদ্ধি সংযোগের পূর্ব্ব-বর্ণিত যাবদাত্মভাব কিরূপে জানা যায়? তাহাতে সূত্রকার বলিতেছেন যে, শাস্ত্র ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন; যথা—এই যে পুরুষ প্রাণে বিজ্ঞানময় এবং হৃদয়ে অন্তর্জ্যোতিরূপে বর্ত্তমান, তিনি ইহাদের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া উভয় লোকে সঞ্চরণ করেন, যেন ধ্যান করেন, এবং যেন ক্রীড়া করেন ইত্যাদি।..."

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, শাঙ্কর ভাষ্যানুসারে সূত্রার্থ যদি এইরূপই হওয়া স্বীকার করা যায় যে, যথার্থ পক্ষে জীবত্ব মিথ্যা, কাল্পনিক মাত্র, তবে জীবের নিত্যত্ব এবং ব্রহ্মাংশত্ব প্রতিপাদক যে বহুসূত্র পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং যাহার ব্যাখ্যাতে কোন বিরোধ নাই, তাহার সহিত কি এই সূত্রের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধতা স্থাপিত হয় না? এবং নিম্বার্কভাষ্যোক্ত "ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ" ইত্যাদি শ্রুতি এবং এই শ্রেণীর আরও বহুসংখ্যক শ্রুতি কি এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধী হয় না? যদি ইহাই ভগবান্ বেদব্যাসের মত হইত, তাহা হইলে ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদে যে তিনি বিদেহমুক্ত পুরুষদিগের অবস্থা সকল বর্ণনা করিয়াছেন, তৎসমস্ত সূত্রও কি প্রলাপ বাক্য বলিয়া গণ্য হইত না? বস্তুতঃ এই শাঙ্কর ব্যাখ্যা যে গ্রন্থপ্রদত্ত সমস্ত উপদেশের বিরোধী, তাহা এই সংক্ষিপ্ত

বিচারের দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়। এই শাঙ্করিক মতের সুদীর্ঘ বিচার বহু স্থলে এই গ্রন্থে পূর্ব্বে করা হইয়াছে। সুতরাং এই স্থলে ইহার আর অধিক দীর্ঘ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল না। ২য় অধ্যায় ৩য় পাদ ১৭ সূত্র যাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার ভাষ্যে এবং অপর বহুবিধ স্থানে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ব্রহ্ম অবিকৃত থাকিয়াই জীব ও ব্রহ্ম এই উভয়রূপে নিত্য বর্ত্তমান আছেন এবং জীবও নিত্য ; বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপ যখন অপরিবর্ত্তনীয়, তখন আকস্মিকভাবে তাঁহার জীবত্ব উপজাত হওয়া, অথবা অনাদিকাল হইতে স্থিত জীবত্ব বিনষ্ট হওয়া, কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না ; তদ্রূপ হইলে তিনি বিকারী হইয়া পড়েন এবং শাঙ্কর মতে ব্রহ্ম ভিন্ন যখন অন্য চেতনবস্তু কিছু নাই, এবং ব্রহ্ম যখন সদা অপরিবর্ত্তনীয় এবং এক সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মরূপেই নিত্য অবস্থান করেন, তখন তাঁহাতে অবিদ্যাসংযুক্ত হইয়া কিরূপে জীবত্বের প্রকাশ হইতে পারে, এবং পুনরায় তাহা জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে, তাহা বোধগম্য করা অসম্ভব। অতএব এই সূত্রের শাঙ্করব্যাখ্যাকে কোন প্রকারে সঙ্গত ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। পরন্তু এই সূত্রের ব্যাখ্যা অসঙ্গত হইলে, পূর্ব্ববর্ত্তী ২৮শ সূত্রের ব্যাখ্যাও কাজেই অগ্রাহ্য হয়।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩০শ সূত্র। পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ॥

অর্থাৎ যেমন পুংধর্ম্মসকল বাল্যকালে জীবভাবে থাকে বলিয়াই যৌবনে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ সুষুপ্তি-প্রলয়াদিতে জ্ঞানও বীজভাবে থাকে বলিয়া পরে প্রকাশিত হয়। এই সূত্রের ব্যাখ্যা শাঙ্করভাষ্যেও এইরূপই আছে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩১শ সূত্র। নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বাঽন্যথা॥

অস্যার্থঃ—জীবাত্মা সর্ব্বগত এবং স্বরূপতই বিভুস্বভাব বলিয়া স্বীকার করিলে, উপলব্ধি এবং অনুপলব্ধি (জ্ঞান ও অজ্ঞান) উভয়ই জীবাত্মার

নিত্য হইয়া পড়ে ; অর্থাৎ জীবাত্মা অণু না হইয়া স্বরূপতঃ ব্যাপক-স্বভাব হইলে, তাঁহার নিত্য সর্ব্বজ্ঞত্ব (উপলব্ধি) সিদ্ধ হয় ; এবং পক্ষান্তরে সংসার বন্ধ ও (অজ্ঞানও) থাকা দৃষ্ট হওয়াতে, তাঁহার সেই অজ্ঞানও নিত্য হইয়া পড়ে। অতএব বন্ধ ও মোক্ষ এই বিরুদ্ধধর্ম্ম-দ্বয় উভয়ই নিত্য হয়। অথবা হয় নিত্যই বদ্ধ, অথবা নিত্যই মুক্ত, এইরূপ দুইটীর একটী ব্যবস্থা করিতে হয়। বদ্ধ থাকিয়া পরে মুক্ত হওয়ার সঙ্গতি কোন প্রকারে হয় না।

এই সূত্রের শাঙ্করভাষ্য এইরূপ, যথা :—

তচ্চাত্মন উপাধিভূতমন্তঃকরণং মনোবুদ্ধিবিজ্ঞানং চিত্তমিতি চানেকধা তত্র তত্রাভিলপ্যতে। কচিচ্চ বৃত্তিবিভাগেন সংশয়াদিবৃত্তিকং মন ইত্যুচ্যতে, নিশ্চয়াদিবৃত্তিকং বুদ্ধিরিতি। তচ্চৈবম্ভূতমন্তঃকরণমবশ্যমস্তীত্যভ্যুপগন্তব্যম্। অন্যথা হ্যনভ্যুপগম্যমানে তস্মিন্নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। আত্মেন্দ্রিয়বিষয়াণামুপলব্ধিসাধনানাং সন্নিধানে সতি নিত্যমেবোপলব্ধিঃ প্রসজ্যেত। অথ সত্যপি হেতুসমবধানে ফলাভাবস্ততোঽপি নিত্যমেবানুপলব্ধিঃ প্রসজ্যেত। ন চৈবং দৃশ্যতে। অথবান্যতরস্যাত্মন ইন্দ্রিয়স্য বা শক্তিপ্রতিবন্ধোঽভ্যুপগন্তব্যঃ। ন চাত্মনঃ শক্তিপ্রতিবন্ধঃ সম্ভবতি, অবিক্রিয়ত্বাৎ। নাপীন্দ্রিয়স্য। ন হি তস্য পূর্ব্বোত্তরয়োঃ ক্ষণয়োরপ্রতিবন্ধশক্তিকস্য ততোঽকস্মাচ্ছক্তিঃ প্রতিবধ্যেত। তস্মাদ্ যস্যাবধানানবধানাভ্যামুপলব্ধ্যনুপলব্ধী ভবতস্তন্মনঃ।......”

অস্যার্থ :—“আত্মার উপাধিস্থানীয় বস্তু অন্তঃকরণ ; তাহা মন, বুদ্ধি, বিজ্ঞান, চিত্ত এই চারি নামে অভিহিত হয়। বৃত্তিভেদে অন্তঃকরণেরই এই সকল সংজ্ঞা হয়। সংশয়াদিবৃত্তিযুক্ত হইলে, ইহাকে মন, নিশ্চয়াদিবুদ্ধিযুক্ত হইলে ইহাকে বুদ্ধি বলে। এই প্রকার অন্তঃকরণ যে অবশ্য আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ; কারণ তাহা না করিলে, নিত্য উপলব্ধি

অথবা নিত্য অনুপলব্ধির প্রসঙ্গ হয়। আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয় এই সকল যাহা উপলব্ধির সাধন (যদ্দ্বারা উপলব্ধি হয়) তাহার সন্নিধান সর্ব্বদাই আছে। সুতরাং তদ্দ্বারাই উপলব্ধি হইলে সর্ব্বদাই বস্তুর উপলব্ধি হওয়া উচিত; আর যদি ইহাদিগের সান্নিধ্য নিত্য থাকা সত্ত্বেও, তাহার ফলে উপলব্ধি না ঘটে, তবে সর্ব্বদাই অনুপলব্ধি অর্থাৎ বস্তুজ্ঞান না হওয়া উচিত। কিন্তু নিত্য উপলব্ধি, অথবা নিত্য অনুপলব্ধি আত্মায় থাকা দৃষ্ট হয় না; উপলব্ধি কখনও হয়, কখনও হয় না, এইরূপ দৃষ্ট হয়; অতএব এইরূপ বলিতে হয় যে, হয় আত্মার অথবা ইন্দ্রিয়ের শক্তির প্রতিবন্ধ ঘটে। কিন্তু আত্মার প্রতিবন্ধ হইতে পারে না। কারণ আত্মা সর্ব্বদা নির্ব্বিকার; তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। ইন্দ্রিয়েরও শক্তির প্রতিবন্ধ স্বীকার করা যাইতে পারে না; কারণ, পূর্ব্বক্ষণে ও পরক্ষণে, ইন্দ্রিয়ের শক্তির কোন প্রতিবন্ধ দেখা যায় না। হঠাৎ মধ্যক্ষণে তাহার শক্তির প্রতিবন্ধ হওয়া অসম্ভব। অতএব যাহার অবধানতা অথবা অনবধানতার জন্য উপলব্ধি অথবা অনুপলব্ধি ঘটে, এমন মন (অন্তঃকরণ) নামক পদার্থ আত্মা এবং ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে অবস্থিত আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, মন অন্য বিষয়ে আসক্ত থাকিলে, বিষয় উপস্থিত হইলেও তাহার জ্ঞান জন্মে না।......"

এই ব্যাখ্যায় কতদূর কষ্টকল্পনা আছে, তাহা ইহা পাঠ করিলেই বোধগম্য হয়। অন্তঃকরণ বা মনের কোন উল্লেখ সূত্রে নাই; কিন্তু শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যকৃত স্বাভাবিক শব্দার্থ গ্রহণ করিলে, আচার্য্য শঙ্করের আত্মবিভুত্ববিষয়ক সিদ্ধান্ত স্থির থাকে না; সুতরাং এই কষ্টকল্পনা করিয়া তাঁহাকে কোন প্রকারে সূত্রের অন্যার্থ করিতে হইয়াছে। কিন্তু যে অর্থ তিনি করিয়াছেন, তাহাকে কখন সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কারণ তাঁহার মতে জীব বলিয়া কিছু নাই; এক সর্ব্বজ্ঞ,

সর্ব্বব্যাপিরূপে স্থিত পরমাত্মাই আছেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী, ইহা সত্য হইলে, কেবল এক অন্তঃকরণকে অবলম্বন করিয়া জীবের জ্ঞানের ন্যূনাধিক্য, যাহা শাস্ত্রপ্রমাণ ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহার কোন প্রকার সঙ্গতি করা যায় না; কারণ, জীব সর্ব্বব্যাপী হওয়াতে জীব ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অন্তঃকরণ পদার্থ থাকিলেও সকল অন্তঃকরণের সহিতই তাঁহার সম-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়; জ্ঞানী বলিয়া কোন ভেদ বা নিয়ম আর থাকে না। যদি বল যে তত্তচ্ছরীরাবচ্ছিন্ন "প্রদেশ-ব্যাপী" আত্মাংশনিষ্ঠ জ্ঞানের ভেদ কল্পনা করিলেই ব্যবহারসিদ্ধ জ্ঞান ও অজ্ঞানের নিয়ম স্থাপিত হয়। তাহার উত্তর পরবর্ত্তী ৫২ সূত্রে ভগবান্ সূত্রকারই দিয়াছেন। ঐ সূত্রের ব্যাখ্যা পরে দেওয়া হইতেছে; তাহা এই স্থলে দ্রষ্টব্য। ঐ সূত্রের যুক্তি বিভুস্বভাব আত্মার একত্ববাদ এবং বহুত্ববাদ এই উভয় সম্বন্ধেই প্রযুজ্য। এবঞ্চ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা স্বরূপতঃ অখণ্ড; ইহা শ্রুতি প্রমাণ করিয়াছেন এবং সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং তাঁহার কোন বিশেষ শরীরাবচ্ছিন্ন প্রদেশ শব্দের কোন অর্থ ই হয় না। তিনি প্রত্যেক স্থানেই পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছেন। অতএব, এই সূত্রের ব্যাখ্যাকে কোন প্রকারে সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

অতঃপর ৩২শ হইতে ৩৯শ সূত্র পর্য্যন্ত ভগবান্ সূত্রকার জীবকৃত কর্ম্মে জীবের কর্ত্তৃত্ব ও তৎফলভোক্তৃত্ব থাকা শাস্ত্রমূলে প্রমাণিত করিয়া, ৪০শ সূত্রে উপদেশ করিয়াছেন যে, জীবের ঐ কর্ত্তৃত্ব পরমাত্মার অধীন; এবং ৪১শসূত্রে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর জীবের কর্ম্মের নিয়ন্তা হইলেও তিনি জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারেই তাহাকে ইহ জন্মে প্রেরণ করেন। (এই সকল সূত্রের ব্যাখ্যায় শাঙ্করভাষ্যের সহিত কোন বিরোধ নাই। উভয় ভাষ্যই একপ্রকার)। কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভবপর হয়, তাহার উত্তরে ৪২শ সূত্র হইতে ৫২শ সূত্র পর্য্যন্ত ভগবান্ সূত্রকার জীবকে ব্রহ্মের নিত্য অংশমাত্র

থাকা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৪২শ সূত্র ("অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি......" ইত্যাদি) হইতে ৪৬শ সূত্র পূর্ব্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তৎসম্বন্ধেও শাঙ্করভাষ্যের সহিত কোন বিরোধ নাই, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এই অধিকরণের পূর্ব্ব ব্যাখ্যাত ঐ সকল সূত্রের পরবর্ত্তী কোন কোন সূত্রের ব্যাখ্যানে বিরোধ আছে; তাহা নিম্নে ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইতেছে।

পূর্ব্ব ব্যাখ্যাত ৪২শ হইতে ৪৬শ সূত্রে জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অতঃপর ৪৭ সূত্রে ভগবান্ সূত্রকার বলিয়াছেন যে, জীব ব্রহ্মের অংশমাত্র হওয়াতেই বিশেষ বিশেষ দেহের সহিতই জীবের সম্বন্ধ হইতে পারে ও হয়। অতএব শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ বাক্যসকলের সার্থকতা স্থাপিত হয়; বিভুত্ববাদে তাহা হয় না। কারণ, আত্মা বিভু হইলে, সকল শরীরের সহিত তাঁহার সম-সম্বন্ধ হয়,—কোন বিশেষ দেহের সহিত কোন প্রকার বিশেষ সম্বন্ধ হইতে পারে না।

শাঙ্করভাষ্যে এই সূত্রের এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে যে, বিশেষ দেহের সহিত জীবের অবিদ্যাজনিত আত্মবুদ্ধিরূপ সম্বন্ধ আছে। এই নিমিত্ত শাস্ত্রোক্ত অনুজ্ঞা (বিধি) ও পরিহার (নিষেধ) সূচক বাক্যসকলের আনর্থক্য ঘটে না। অতঃপর ৪৮শ সূত্রের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাই দেওয়া হইতেছে।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ৪৮শ সূত্র। অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ॥ (অসন্ততেঃ সর্ব্বৈঃ শরীরৈঃ সহ সম্বন্ধাভাবাৎ অব্যতিকরঃ কর্ম্মণস্তৎফলস্য বা বিপর্য্যয়ো ন ভবতি)।

অস্যার্থ:—জীব স্বরূপতঃ অণুস্বভাব (পরিচ্ছিন্ন) হওয়াতে সকল শরীরের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ হয় না। কোন বিশেষ শরীরের সহিত তিনি সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারেন, অতএব কর্ম্ম ও তৎফলের বিপর্য্যয় ঘটে না।

জীব স্বরূপতঃ বিভু-স্বভাব—সর্ব্বব্যাপী হইলে, সকল জীবের কর্ম্মের সহিতই প্রত্যেক জীবের সমসম্বন্ধ হয়; সুতরাং একের কর্ম্ম ও অপরের তৎফল-ভোগ হইবার পক্ষে কোন অন্তরায় থাকে না, কোন বিশেষ কর্ম্মের সহিত কাহারও বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু এই সম্বন্ধ যে আছে, তাহা আত্মানুভব এবং শাস্ত্রসিদ্ধ; অতএব জীব ব্রহ্মের ন্যায় বিভু-স্বভাব নহেন; তাঁহার অংশমাত্র।

এই সূত্রের ব্যাখ্যা শাঙ্করভাষ্যে এইরূপ করা হইয়াছে; যথা—"...... যস্ত্বয়ং কর্ম্মফলসম্বন্ধঃ স চৈকাত্ম্যাভ্যুপগমে ব্যতিকীর্য্যেত স্বাম্যেকত্বা-দিতি চেৎ, নৈতদেবম্, অসন্ততেঃ। ন হি কর্ত্তুর্ভোক্তুশ্চাত্মনঃ সন্ততিঃ সর্ব্বৈঃ শরীরৈঃ সম্বন্ধোঽস্তি। উপাধিতন্ত্রো হি জীব ইত্যুক্তম্। উপাধ্য-সন্তানাচ্চ নাস্তি জীবসন্তানঃ। ততশ্চ কর্ম্মব্যতিকরঃ ফলব্যতিকরো বা ন ভবিষ্যতি।"

অস্যার্থ:—"......(সম্যক্ জ্ঞানোদয়ে জীবত্বের সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটে, একমাত্র ব্রহ্মই থাকেন; এইরূপ একাত্মবাদ স্বীকার করিলে) কর্ম্ম ও তৎ-ফলের সহিত যে সম্বন্ধ (অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে কর্ম্ম করে, সে সেই কর্ম্মের ফল ভোগ করে, এই যে নিয়ম) তাহা আর থাকে না। ইহার ব্যতিক্রম ঘটা নিবারিত হয় না। কারণ আত্মা যখন একমাত্র পরব্রহ্ম, তখন কেহ এক কার্য্য করে, কেহ অন্য কার্য্য করে, এরূপ ভেদ থাকে না। সুতরাং কর্ম্মফল ভোগেরও কোন নিয়ম থাকে না। এইরূপ আপত্তি হইলে, তদুত্তরে এই সূত্র করা হইয়াছে। কর্ত্তা এবং ভোক্তা যে আত্মা, তাঁহার সহিত 'সন্ততি' অর্থাৎ সকল শরীরের সহিত সম্বন্ধ নাই; কারণ জীব স্বীয় উপাধিগত দেহনিষ্ঠ। (তাঁহার অপর দেহের সহিত সম্বন্ধ নাই)। উপাধিগত শরীরের সর্ব্বব্যাপিত্ব না হওয়াতে, তন্নিষ্ঠ জীবেরও সকল দেহের সহিত সম্বন্ধ হয় না। অতএব কর্ম্ম অথবা কর্ম্মফলের ব্যতিক্রম হয় না।

এই স্থলে ভাষ্যকার বলিলেন যে, আত্মার সকল শরীরের সহিত সম্বন্ধ হয় না। কেবল তাঁহার উপাধিগত শরীরের সহিতই সম্বন্ধ থাকে ; সুতরাং কর্ম্ম ও তৎকালের ব্যতিক্রম ঘটে না। পরন্তু তাঁহার প্রচারিত জীবের বিভুত্ববিষয়ক মত অবলম্বন করিলে, এই বাক্যের তাৎপর্য্য বোধগম্য করা সুকঠিন ; জীব যদি পরমার্থতঃ বিভুস্বভাব এবং পরমাত্মার সহিত অত্যন্ত অভিন্ন হইলেন, তবে কোন বিশেষ শরীরকে তাঁহার উপাধিভূত বলিয়া কিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে ? বিভুর ত সকল শরীরের সহিতই সম-সম্বন্ধ ? যিনি নিত্য এক সর্ব্বজ্ঞস্বভাব মাত্র, তাঁহার জ্ঞানের কদাপি কোন আবরণ না থাকা অবশ্য স্বীকার্য্য। এবং তিনি সর্ব্বব্যাপী ও অদ্বিতীয় হওয়ায়, সকল শরীরের সহিতই তিনি সম-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। তবে চেতন বস্তু আর কে থাকিবে, যাহার বিশেষরূপে উপাধিভূত কোন বিশেষ দেহ হইবে ? একান্তাদ্বৈতবাদী ভাষ্যকার ইহার কোন ব্যাখ্যা কোন স্থানে করিতে পারেন নাই। অতএব তাঁহার এই সূত্র ব্যাখ্যান যে সঙ্গত নহে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪৯শ সূত্র। "আভাসা এব চ" ॥

অর্থাৎ—অতএব কপিলাদির প্রচারিত আত্মার সর্ব্বগতত্ববাদকে নিশ্চয়ই হেত্বাভাসপূর্ণ অপসিদ্ধান্তই বলিতে হইবে। শাঙ্কর ভাষ্যে এই সূত্রের এই পাঠ গ্রহণ করা হয় নাই। "আভাস এব চ" এইরূপ সূত্র পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ইহার অর্থ এইরূপ করা হইয়াছে যে, জীব আভাস, অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব মাত্র। অতএব যেমন সূর্য্যের জলস্থ এক প্রতিবিম্বের কম্পনাদি অন্য স্থানের প্রতিবিম্বকে কম্পিত করে না, তদ্বৎ প্রতিবিম্বস্থানীয় এক জীবের কর্ম্মফল অপরে প্রাপ্ত হয় না। পরন্তু সূর্য্য স্বয়ং সীমাবদ্ধ বস্তু ; তদ্ভিন্ন জল প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ বিভিন্ন স্থানে বর্ত্তমান আছে ; সুতরাং সূর্য্যের বিভিন্ন প্রতিবিম্ব এই সকল বিভিন্ন পদার্থে পতিত হইতে পারে,

এবং এক স্থানে স্থিত প্রতিবিম্বের কম্পনে অন্য স্থানে স্থিত প্রতিবিম্বের কম্পন না হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু শাঙ্কর মতে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য পদার্থ নাই এবং ব্রহ্ম স্বয়ং সর্ব্বব্যাপী ; সুতরাং অন্যত্র তাঁহার প্রতিবিম্ব পতিত হওয়া কথার কোন অর্থ হয় না। বিশেষতঃ পূর্ব্বে জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া ভগবান্ সূত্রকার বর্ণনা করিয়াছেন ; কিন্তু প্রতিবিম্বকে সাধারণতঃ অংশ বলা যায় না এবং অংশকেও সাধারণতঃ প্রতিবিম্ব বলা যায় না। অবশ্য প্রতিবিম্বকে অংশ বলিয়া ধরিয়া লইলে তাহাতে কোন আপত্তি নাই। বস্তুতঃ সূর্য্যরশ্মি কোন স্বচ্ছ বস্তুর (যথা জলের) উপর পতিত হইয়া তৎকর্তৃক প্রতিহত হইয়া কাহারও নেত্রে আসিয়া পতিত হইলে তাহাকে প্রতিবিম্ব বলা যায় ; জলস্থ প্রতিবিম্ব সূর্য্যরশ্মি ভিন্ন কিছু নহে। অতএব সাধারণ রশ্মির ন্যায় ঐ প্রতিবিম্বকেও সূর্য্যের অংশ বলিয়াই বর্ণনা করিলে কোন দোষ হয় না। পরন্তু এইরূপ অর্থ করিলে ব্রহ্মের সহিত জীবের অংশাংশী সম্বন্ধই সিদ্ধ থাকে, কিন্তু 'আভাস' শব্দের এইরূপ প্রতিবিম্ব অর্থ করিলে সূত্রে এ শব্দের পরে 'এব' শব্দ না থাকিয়া 'ইব' শব্দের ব্যবহার সঙ্গত হইত ; কারণ সূর্য্যের জলস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় পরমাত্মার অন্য কোন পদার্থে প্রতিবিম্ব হইবার সম্ভাবনা নাই।

অতঃপর আত্মার বিভুত্ব স্বীকার করিয়াও যে সাংখ্যপ্রভৃতি মতে আত্মার বহুত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল মতের খণ্ডন ৫০শ সূত্র হইতে ৫২ সূত্র পর্য্যন্ত করা হইয়াছে। শাঙ্কর ভাষ্যে ৫০শ সূত্র ("অদৃষ্টা-নিয়মাৎ") এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, বৈশেষিকদিগের অদৃষ্ট নামে অপর যে এক পদার্থ স্বীকৃত আছে, তাহার কল্পনা করিয়া তদবলম্বনে কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের ব্যতিক্রম নিবারণ করিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে ; কিন্তু তাহাও নিষ্ফল। কারণ, আত্মা সর্ব্বগত হওয়াতে সকলই তুল্য ; অদৃষ্ট

কোন্ আত্মাকে অবলম্বন করিবে, তাহার কোন নিয়ম থাকে না। এই সূত্রের ব্যাখ্যায় কোন বিরোধ নাই।

৫১ সূত্র (অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবং) এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, জীবের যে বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ অভিসন্ধি থাকা দৃষ্ট হয়, জীবাত্মা সকলের বিভুত্ববাদে তাহার নিয়মও কিছু থাকে না। শাঙ্কর ভাষ্যেও এই সূত্রের ফলিতার্থ একই প্রকারের।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৫২শ সূত্র। প্রদেশাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ॥

অর্থাৎ—তত্তচ্ছরীরাবচ্ছিন্ন আত্মপ্রদেশেই বিশেষ বিশেষ সঙ্কল্পাদি হইতে পারে; সুতরাং আত্মাসকলের বিভুত্ববাদে কোন অনিয়ম ঘটে না। এইরূপও বলিতে পারিবে না। কারণ, আত্মা বিভু হওয়ায় সকল শরীরই সকল আত্মার অন্তর্ভূত। অতএব কোন বিশেষ শরীরকে কোন বিশেষ আত্মার অন্তর্ভূত বলা যায় না।

শাঙ্কর ভাষ্য:—"... ... বিভুত্বেঽপ্যাত্মনঃ শরীরপ্রতিষ্ঠেন মনসা সংযোগঃ শরীরাবচ্ছিন্ন এবাত্মপ্রদেশে ভবিষ্যতি। অতঃ প্রদেশকৃতা ব্যবস্থাঽভিসন্ধ্যাদীনামদৃষ্টস্য সুখদুঃখয়োশ্চ ভবিষ্যতীতি তদপি নোপপদ্যতে। কস্মাৎ? অন্তর্ভাবাৎ। বিভুত্বাবিশেষাদ্ধি সর্ব্ব এবাত্মানঃ সর্ব্বশরীরেষ্বন্তর্ভবন্তি।......

অর্থাৎ "......আত্মা বিভু হইলেও শরীরে স্থিত যে মন, সেই মনের আত্মার সহিত সংযোগ, শরীরস্থ আত্মপ্রদেশেই হয়। অতএব বিশেষ বিশেষ অভিসন্ধি প্রভৃতির, অদৃষ্টের, ও সুখদুঃখাদিভোগের বিপর্য্যয় ঘটে না; তৎসম্বন্ধীয় নিয়ম ঠিকই থাকে; এইরূপ বলিলেও তাহা যুক্তিসঙ্গত হয় না। কারণ, সমুদয় আত্মাই সমুদয় শরীরের অন্তর্ভূত; সকল আত্মারই সমানভাবে বিভুত্ব থাকাতে, সকল আত্মাই সকল শরীরে বর্ত্তমান আছেন। অতএব বৈশেষিকেরা কোন বিশেষ আত্মার প্রদেশ সম্বন্ধে কোন বিশেষ শরীরাবচ্ছিন্নত্ব কল্পনা করিতে সমর্থ হইবেন না।......।"

এই পর্য্যন্তই এই পাদের ও এই বিচারের শেষ। শেষোক্ত সূত্র কয়টিতে আত্মার বিভুত্ব অথচ বহুত্ববাদীদিগের মতই সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভগবান্ সূত্রকার খণ্ডন করিয়াছেন, সত্য; কিন্তু, একাত্মবাদীর সম্বন্ধেও প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন করিয়া যে এই সকল সূত্রোক্ত বিচার সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য হয়, তাহা স্পষ্টতঃই দৃষ্ট হয়।

বস্তুতঃ "জ্ঞাজ্ঞৌ ....." ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি এবং অন্যান্য শ্রুতি ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বররূপে, অসর্ব্বজ্ঞ (অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ) জীবরূপে, জগৎরূপে এবং অক্ষররূপে নিত্যস্থিতি স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন। যে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি শ্রেণীর শ্রুতি সকলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য জীবের ব্রহ্মের সহিত একান্তাভিন্নত্ব স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা যে তাঁহার এই মত স্থিরীকৃত হয় না, তাহা এই গ্রন্থের বহু স্থানে প্রদর্শন করা হইয়াছে। অতএব এই স্থানে তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

জীবসম্বন্ধে এই স্থানে এই পর্য্যন্তই বলা হইল। অতঃপর জগৎ ও ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ গ্রন্থের মর্ম্ম নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

জগৎ স্বরূপ।

এই জগৎ যে পূর্ব্বে ছিল না, একেবারে অসৎ অবস্থা হইতে হঠাৎ উৎপন্ন হইল, তাহা নহে। ইহা সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয় যে, যে কোন বস্তু উৎপত্তি লাভ করে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন উপাদান অবলম্বনেই উৎপন্ন হয়; একেবারে কিছুই নাই এমন অবস্থা হইতে কোন জিনিষ উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টান্তাভাব। সুতরাং জগৎও যে পূর্ব্বে একেবারে অসৎ অবস্থা হইতে হঠাৎ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অনুমান দ্বারাও সিদ্ধ হয় না। শ্রুতি স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন ;—

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তদ্ধৈক আহুরসদেবেদ-

মগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্, তস্মাদসতঃ সজ্জায়তে। (ছান্দোগ্য ৬অঃ ২য় খণ্ড ১ম বাক্য)।

কুতস্তু খলু সৌম্যেবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি। সত্ত্বেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্॥ ২য় বাক্য।

হে সৌম্য! উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ এক 'সৎ' পদার্থ ছিল, এবং দ্বিতীয় কিছু ছিল না। কেহ বলেন যে উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎ অসৎ ছিল। অপর কিছু ছিল না, সেই **অসৎ** অবস্থা হইতেই এই **'সৎ'** জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। ১।

হে সৌম্য, কিন্তু এরূপ কি প্রকারে হইতে পারে? একান্ত অসৎ হইতে **সৎ** কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে? (ইহার ত কোন দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না)? নিশ্চয়ই অগ্রে এ জগৎ এক অদ্বিতীয় সদ্বস্তু ছিল। ২:

সেই সদ্বস্তু যে ব্রহ্ম, তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতির অনুরূপ অন্য শ্রুতি স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা ;—(বৃহদারণ্যক)

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি ; অর্থাৎ "অগ্রে সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন"। এইরূপ ঐতরেয় শ্রুতি বলিয়াছেন, "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।"......ইত্যাদি। এই প্রকারের বহুশ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন যে, ব্রহ্মই জগতের আদি উপাদান, এবং তিনিই জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভৃগুবল্লীতে উল্লিখিত আছে যে, ভৃগু তাঁহার পিতা বরুণের নিকট বলিলেন, "ভগবন্, আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করুন" ; পিতা উত্তরে বলিলেন, "যাঁহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয়, তিনিই ব্রহ্ম। ধ্যানের দ্বারা তুমি তাঁহার স্বরূপ অবগত হও।" ভৃগু ধ্যাননিমগ্ন হইয়া প্রথমে জানিলেন, অন্ন হইতেই জগৎ উৎপন্ন, অন্নেতেই স্থিত ও লয় প্রাপ্ত হয়। অতএব অন্নই

জগতের মূল উপাদান। তৎপরে জানিলেন, যে অন্ন হইতেও সূক্ষ্ম প্রাণই সকলের উপাদান। এইরূপ ক্রমশঃ মন ও বিজ্ঞানকে জগতের মূল উপাদান বলিয়া অবগত হইলেন। অবশেষে অবগত হইলেন যে আনন্দই জগতের শেষ উপাদান, এবং সেই আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ ("আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।" অর্থাৎ আনন্দই যে ব্রহ্ম তাহা তিনি জানিয়াছিলেন, আনন্দ হইতেই জগতের উৎপত্তি হয়, আনন্দের দ্বারাই সকলে জীবিত থাকে, এবং আনন্দেতেই অবশেষে লীন হয়)।

এই সকল এবং অন্যান্য শ্রুতির দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, আনন্দরূপ ব্রহ্মই জগতের মূল উপাদান। পরন্তু, উপাদান বস্তু হইতে যাহা গঠিত হয়, সেই গঠিত বস্তু উপাদান হইতে ভিন্ন হইতে পারে না। ইহা মূল উপাদান বস্তুরই রূপান্তরমাত্র। যেমন সুবর্ণনির্ম্মিত বলয়-কুণ্ডলাদি সুবর্ণেরই রূপান্তর, সুবর্ণ হইতে ভিন্ন কিছু নহে, কেবল নাম ও রূপের দ্বারা বিশেষ বিশেষ বস্তুরূপে প্রকাশিত হয়। অতএব কার্য্যস্থানীয় বস্তু কারণ-স্থানীয় উপাদান বস্তুরই রূপান্তর ও নামান্তরমাত্র হওয়াতে, সম্পূর্ণরূপে সেই উপাদান বস্তুর স্বরূপ ও গুণসকলের জ্ঞান লাভ করিলে, ঐ উপাদান বস্তুর দ্বারা গঠিত সমস্ত বস্তুরই জ্ঞানলাভ হইতে পারে। এই তথ্য শ্রুতিই দৃষ্টান্তের দ্বারা স্বয়ং প্রকাশিত করিয়াছেন। যথা ;—

"যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।" (ছাঃ ৬ ১ম খঃ ৪র্থ বাক্য)।

অর্থাৎ হে সৌম্য! যেমন একটিমাত্র মৃৎপিণ্ডের গুণ ও স্বরূপ সম্পূর্ণ রূপে জ্ঞাত হইলে মৃত্তিকা নির্ম্মিত সমস্ত পদার্থ জ্ঞাত হওয়া যায়, এবং ইহা নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, মৃত্তিকানির্ম্মিত (ঘটশরাবাদি) বস্তু

সকলকে কেবল নামের দ্বারাই মৃত্তিকা হইতে বিশেষিত করা হয় ; বস্তুতঃ, ইহারা মৃত্তিকা ভিন্ন কিছুই নহে, মৃত্তিকা ভিন্ন ইহাদের সত্ত্বায় আর কিছু নাই ; ঘটশরাবাদিরূপে একমাত্র মৃত্তিকাই বর্ত্তমান (সৎ) বস্তু।

অতএব, কার্য্যস্থানীয় বস্তু এবং তাহার কারণ বস্তুতঃ অভিন্ন। ইহা ভগবান্ বেদব্যাস স্পষ্টরূপে ২য় অঃ ১ম পাদের ১৪ সূত্রে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ; যথা :—

২য় অঃ ১ম পাঃ ১৪শ সূত্র। তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।

(তৎ তস্মাৎ কারণাৎ, কার্য্যস্য কারণাৎ অনন্যত্বম্—অভিন্নত্বম্ আরম্ভণ-শব্দঃ আদির্যেষাং বাক্যানাং তান্যারম্ভণশব্দাদীনি বাক্যানি, তেভ্যঃ) অর্থাৎ কারণ বস্তু হইতে কার্য্যের অভিন্নত্ব আছে ; ইহা "আরম্ভণ" শব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া যে সকল বাক্য ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে, ("বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্,"···ইত্যাদি) তদ্দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। অতএব কার্য্যস্থানীয় জগৎ, কারণস্থানীয় ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ইহাই সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ। শাঙ্করভাষ্যে সূত্রের ব্যাখ্যার্থ এইরূপই করা হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ অর্থ করিয়াও আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত "মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, ঘটশরাবাদি বিকারস্থানীয় বস্তু একেবারে অসৎ ; কারণ শ্রুতি মৃত্তিকাকেই একমাত্র সত্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত যে একেবারে অপসিদ্ধান্ত, তাহা এই সকল দৃষ্টান্তের পরেই যে "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণীকৃত হয় ; কারণ তাহাতে শ্রুতি "কথমসতঃ সজ্জায়েত" এই বাক্যে জগৎকে 'সৎ' বস্তু বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, এবং জগৎ 'সৎ' হওয়াতে তাহা 'অসৎ' হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না, ইহা স্পষ্টরূপে জ্ঞাপন করিয়াছেন। কার্য্য-স্থানীয় ঘটশরাবাদি একেবারে মিথ্যা হইলে, এই দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্রুতির

মূল প্রতিজ্ঞাও (এক বস্তুর বিজ্ঞানে অপর সকলের বিজ্ঞান হয়, এই প্রতিজ্ঞাও) কোন প্রকারে প্রমাণিত হয় না; কারণ ঘটশরাবাদি বস্তুই যখন নাই, তখন 'নাই' বস্তুর আবার বিজ্ঞান কি হইতে পারে? শ্রীমচ্ছ-ঙ্করাচার্য্যের এই সিদ্ধান্ত যে সঙ্গত বলিয়া কোনপ্রকারে গ্রহণ করিতে পারা যায় না, তাহার বিস্তৃত বিচার উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যানে মূলগ্রন্থে করা হইয়াছে। ২৩০ পৃঃ হইতে ২৬৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। অতএব এইস্থলে তৎসম্বন্ধে এই পর্য্যন্তই বলা হইল। ২য় অধ্যায়ের ১ম পাদের পরবর্ত্তী ১৫ হইতে ১৯ সূত্রে এই মীমাংসারই পোষকতা করা হইয়াছে। ঐ ১৯ সূত্রের ব্যাখ্যানে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন :—

"অতশ্চ কৃৎস্নস্য জগতো ব্রহ্ম-কার্য্যত্বাৎ তদনন্যত্বাচ্চ সিদ্ধৈষা শ্রৌতী প্রতিজ্ঞা যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি।" অর্থাৎ একের বিজ্ঞানে অপর সকলের বিজ্ঞান হয়,—এই যে শ্রুতির প্রতিজ্ঞা, তাহা 'জগৎ ব্রহ্মেরই কার্য্য; সুতরাং তাহা হইতে অভিন্ন' এই সিদ্ধান্ত দ্বারা সিদ্ধ হইল। অতএব ইহাই যদি এই সকল সূত্রের সার হয়, তবে কার্য্যস্থানীয় জগৎ যখন ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এবং ব্রহ্ম যখন সত্য, তখন সেই জগৎকে প্রকৃতপক্ষে একেবারে মিথ্যা বলিয়া কিরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? অতএব শ্রীনিম্বার্ক ঋষি বলিয়াছেন,—"জগৎ পরিবর্ত্তনশীল হইলেও, ইহা মিথ্যা নহে। পরন্তু সত্য।"

এবঞ্চ ব্রহ্ম জগতের উপাদান হইলেও তিনি জগৎ হইতে ব্যাপক বস্তু; সুতরাং জগৎ তাঁহার অংশ মাত্র। জগতের সহিত ব্রহ্মের এই অংশাংশী, সুতরাং ভেদাভেদ সম্বন্ধ শ্রুতিই নানাস্থানে বর্ণনা করিয়াছেন; যথা, পুরুষসূক্তে বলা হইয়াছে :—"পাদোঽস্য সর্ব্বভূতানি" ইত্যাদি (অর্থাৎ সমস্ত ভূতগ্রাম ব্রহ্মের এক অংশমাত্র)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ"

ভগবান্ সূত্রকারঃ নানাস্থানে এই অংশাংশী অর্থাৎ ভেদাভেদ সম্বন্ধই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা মূলগ্রন্থ-ব্যাখ্যানে নানাস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ গ্রন্থের প্রারম্ভেই ভগবান সূত্রকার বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ; সুতরাং তিনি ব্যাপক বস্তু; জগৎ তাঁহার ব্যাপ্য, অতএব অংশ মাত্র। যেমন ঘটের উপাদান-কারণ মৃত্তিকা ব্যাপক বস্তু; ঘট মৃত্তিকার ব্যাপ্য; সুতরাং অংশ মাত্র; জগৎও তদ্রূপ তৎকারণ-স্থানীয় ব্রহ্মের অংশ মাত্র। অবশ্য এমন বলা যাইতে পারে যে, কারণ স্থানীয় বস্তু সর্ব্বাবয়বেই পরিবর্ত্তিত হইয়া কার্য্য বস্তুরূপে পরিণত হইতে পারে; তদ্রূপ ব্রহ্মও সর্ব্বাবয়বেই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন; পরন্তু ইহা কদাপি বাচ্য হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্ম জগৎকে কেবল সৃষ্টি করেন,—জগদ্রূপে প্রকাশিত হয়েন মাত্র বলিয়া শ্রুতিসকল এবং সূত্রকার উল্লেখ করেন নাই; তিনি জগৎকে প্রকাশ করিয়া ইহাকে **পরিচালন** ও **নিয়মিত** করেন এবং ইহার লয়ও সাধন করেন; বস্তুতঃ জগৎ প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন আকারে প্রকাশিত হইতেছে; অতএব ব্রহ্মের লয়কারিণী শক্তিও নিত্যই তাঁহাতে বর্ত্তমান থাকিয়া, বিনাশ কার্য্য নিত্য সম্পাদন করিতেছে; এবং এই সৃষ্টি ও প্রলয় কার্য্যকে নিত্যই পুনরায় তাঁহার স্বরূপগত স্থিতিসাধিনী নিয়ন্তৃত্ব-শক্তি নিয়মিত করিয়া রাখিতেছে। অতএব জগৎ মাত্রেই ব্রহ্মের সত্তা পর্য্যাপ্ত হইয়াছে,—এই কথা কদাপি বাচ্য নহে; তিনি জগৎ প্রকাশিত করিয়াও জগতের অতীত-রূপেও বর্ত্তমান আছেন। সেই অতীতরূপ সূক্ষ্ম অথবা স্থূলরূপে প্রকাশিত জগৎ নহে; শ্রুতি পুনঃ পুনঃ তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। "পাদোঽস্য সর্ব্বভূতানি" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য সকলে ইহা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণটি সমস্তই এই বিষয়ক। আচার্য্য শঙ্কর কিন্তু ইহা অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; অতএব ইহা সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যার যোগ্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে যে, গর্গবংশীয় বালাকি কাশীরাজ অজাতশত্রুর নিকট গিয়া বলিলেন যে, রাজাকে তিনি ব্রহ্ম উপদেশ করিতে আসিয়াছেন; রাজা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন যে, আপনি আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করুন। তখন গার্গ্য বলিলেন যে, আদিত্যে যে পুরুষ আছেন, তিনিই ব্রহ্ম। তখন রাজা বলিলেন, এই ব্রহ্মকে তিনি জানেন; এই বলিয়া তাঁহার স্বরূপ এবং তদুপাসনার ভোগপ্রদ বিশেষ ফলও তিনি বর্ণনা করিলেন। অতঃপর গার্গ্য ক্রমশঃ চন্দ্রে, বিদ্যুতে, আকাশে, বায়ুতে, অগ্নিতে, জলে, আদর্শে, শব্দে, দিক্‌সকলে, ছায়াতে, বুদ্ধিতে যে পুরুষ অবস্থান করেন, তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণনা করিলেন; কিন্তু রাজা প্রত্যেক স্থলে বলিলেন যে, তত্তৎ ব্রহ্মকে তিনি অবগত আছেন; ঐ সকল ব্রহ্মের উপাসনাতে মোক্ষলাভ হয় না; অন্য যে বিশেষ বিশেষ ফল তাহাতে হয়, তাহাও তিনি বর্ণনা করিলেন। তখন গার্গ্য বিনীত হইয়া (মোক্ষফলপ্রদ) পরব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ করিতে রাজাকে প্রার্থনা করিলেন। রাজাও প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়া, অন্য কথার পর বলিলেন যে, অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায়, এই পরমাত্মা হইতেই ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত আগমন করে; ইনি **"সত্যের সত্য"**। প্রথম ব্রাহ্মণে এই পর্য্যন্ত বলিয়া দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে শরীরস্থ অধিকরণাদি বর্ণনা করিয়া, তৃতীয় ব্রাহ্মণে ব্রহ্মের সম্পূর্ণ স্বরূপ বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ তৃতীয় ব্রাহ্মণের প্রথম বাক্যে উক্ত হইয়াছে :—

"দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে, মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ, মর্ত্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ, স্থিতঞ্চ যচ্চ, সচ্চ ত্যচ্চ। ১। "অর্থাৎ ব্রহ্মের রূপ দুইটি আছে :—একটি মূর্ত্ত (মূর্ত্তিমান্)

অপরটি অমূর্ত্ত (মূর্ত্তিহীন সূক্ষ্ম) ; একটি মর্ত্ত্য (দৃষ্টতঃ মরণধর্ম্মা—পরিবর্ত্তনশীল), অপরটি অমর্ত্ত্য (দৃষ্টতঃ অপরিবর্ত্তনশীল) ; একটি স্থিত (স্থিতিশীল, ভারি—দৃষ্টিগোচরযোগ্য), অপরটি যৎ (গমনশীল—সর্ব্বদা ব্যাপ্তিধর্ম্মবিশিষ্ট) ; একটি সৎ (অর্থাৎ বিশেষ বস্তুরূপে অবস্থিত,—এইরূপ বোধের যোগ্য), অপরটি ত্যৎ (অর্থাৎ অনির্দ্দেশ্য - প্রত্যক্ষের অযোগ্য)।

ব্রহ্মের স্বরূপের এই বর্ণনা তাঁহার জগদ্রূপের বর্ণনা। ইহার পরবর্ত্তী দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম বাক্যে ইহা আরও বিশেষরূপে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে ; যথা :—দ্বিতীয় বাক্যে বলা হইয়াছে যে, "যাহা বায়ু ও আকাশ হইতে ভিন্ন (অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্‌ ও তেজঃ) তাহা পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তরূপ ; ইহাদিগকেই "মর্ত্ত্য", "স্থিত" এবং "সৎ" বলিয়াও বর্ণনা করা যায়" । ২ ॥

তৃতীয় বাক্যে বলা হইয়াছে যে, "বায়ু ও অন্তরীক্ষ (আকাশই) পূর্ব্বোক্ত অমূর্ত্ত রূপ ; ইহাদিগকেই "অমৃত", "যৎ" ও "ত্যৎ" বলিয়া বর্ণনা করা যায়। এই "অমূর্ত্ত" "অমৃত", "যৎ" ও "ত্যৎ" বস্তুর রস (অর্থাৎ যদ্দ্বারা ইহাদের পুষ্টি হয়—সার) হইতেছেন সূর্য্যমণ্ডলস্থিত পুরুষ। এই অধিদৈবত বলা হইল" । ৩ ॥

চতুর্থ বাক্যে বলা হইয়াছে যে, "এইক্ষণ অধ্যাত্ম বলা যাইতেছে :—যাহা প্রাণবায়ু এবং শরীরাভ্যন্তরস্থ আকাশ হইতে ভিন্ন (অর্থাৎ স্থূল ভূতত্রয়) তাহাই মূর্ত্তরূপ, ইহাই মর্ত্ত্য, স্থিত এবং সৎ। এই মূর্ত্তের স্থিতির ও সতের রস (সার) চক্ষুঃ ; চক্ষুই সতের (দর্শনযোগ্য অস্তিত্বশীল পদার্থের) সার" । ৪ ॥

অতঃপর পঞ্চম বাক্যে বলা হইয়াছে "এইক্ষণ অমূর্ত্তরূপের কথা বলা হইতেছে :—প্রাণবায়ু এবং শরীরাভ্যন্তরস্থিত আকাশ এই দুইটি "অমৃত", ইহারাই "যৎ" এবং "ত্যৎ" এই অমূর্ত্তের, অমৃতের, যতের ও ত্যতের রস (সার) ইহাই, যাহা এই দক্ষিণ অক্ষিস্থ পুরুষ ; ইনিই ইহাদের রস" । ৫ ॥

বস্তুতঃ পৃথিবী, অপ্ ও তেজঃ এই স্থূল ভূতত্রয়েরই অস্তিত্ব স্পষ্টতঃ দৃষ্ট হয়। আকাশ অতি সূক্ষ্ম নিরবয়ব সর্ব্বব্যাপী বস্তু, ইহাকে কোন বিশেষ বস্তুরূপে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অনুভব করা যায় না। বায়ুরও সূক্ষ্মত্ব হেতু কোন প্রকার অবয়ব বিশিষ্টরূপে ইহা অনুভবের বিষয় হয় না; ইহার গুণ চলনশীলতা; তদ্দ্বারাই ইহার অস্তিত্ব অনুমিত হয়। অতএব প্রথমেই পৃথিব্যাদি তিনটি স্থূল ভূতকেই ব্রহ্মের মুখ্যরূপে স্থিতিশীল মূর্ত্তরূপ বলিয়া এবং বায়ু ও আকাশকে তাঁহার অমূর্ত্তরূপ বলিয়া শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন। এই উভয়ই দক্ষিণ অক্ষিস্থ দ্রষ্টা পুরুষের দৃশ্যস্থানীয়, ঐ পুরুষের দর্শনের বিষয়রূপেই ইহাদের অস্তিত্ব নিরূপিত হয়; অতএব ঐ পুরুষকেই ইহাদের "রস" অর্থাৎ মূল (অবস্থিতির হেতু) বলিয়া শ্রুতি উপদেশ করিলেন। শ্রুতির এই সকল বাক্যের অর্থ বিষয়ে কোন মতবিরোধ নাই।

অতঃপর এই পাদের শেষ ষষ্ঠ বাক্যের প্রথমাংশে বলা হইয়াছে যে, "ঐ পুরুষের রূপ হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্রসদৃশ পীতবর্ণ, মেষরোমজ বসনের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ, ইন্দ্রগোপ কীটের ন্যায় রক্তবর্ণ, অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ, (শ্বেত অথবা রক্তবর্ণ) পদ্মের ন্যায় মনোরম, একত্রিত বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় তেজোময়। যে ব্যক্তি এই পুরুষকে এইরূপ জানেন, তাঁহারও একত্র-রাশীকৃত বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল শ্রী হইয়া থাকে।" (৪০১ পৃষ্ঠায় মূল শ্রুতি দ্রষ্টব্য)।

পরন্তু এইটিও ভোগপ্রদ; সুতরাং পরিচ্ছিন্নফলদ। ইহা সর্ব্বসন্তাপ-হারক মোক্ষপ্রদ নহে; মোক্ষের নিমিত্তই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয়। অতএব ইহার পরে শ্রুতি ব্রহ্মের মোক্ষপ্রদ রূপ বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন; যথা :—
"অথাত আদেশো নেতি নেতি; ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি। প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্"। ৬॥

অর্থাৎ—"অতঃ" (=অতএব, মূর্ত্তামূর্ত্ত এবং তৎসারভূত পুরুষ-

স্বরূপের জ্ঞানও ভোগপ্রদমাত্র হওয়াতে, মোক্ষপ্রদ না হওয়া হেতু); "অথ" (=অতঃপর, ব্রহ্মের পূর্ব্বোল্লিখিত রূপসকলের বর্ণনার পর, এইক্ষণ) "নেতি নেতি" (=ইহা (এই পর্য্যন্ত যে সমস্ত রূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা) (মাত্র) নহে, ইহা (মাত্র) নহে); "ইতি আদেশঃ" (ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশক প্রসিদ্ধ শেষ বাক্য)। (এই "নেতি নেতি" বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে) "নহি এতস্মাৎ অন্যৎ পরম্ অস্তি, ইতি ন" (=এযাবৎ ব্রহ্মের যে যে রূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার পর (তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ) (এতস্মাৎ পরং) ব্রহ্মের অন্য কিছু যে নাই (অন্যৎ ন অস্তি), এমন নহে (ইতি ন), অর্থাৎ বর্ণিত রূপসকল হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য একটি রূপ আছে, সেইটিই ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্দ্দেশক শেষ রূপ)। "অথ নামধেয়ং **সত্যস্য সত্যম্**" (=অতএব ইহাই (পূর্ব্বপাদে বর্ণিত) **সত্যের সত্য** নাম ধারণ করিয়াছে)। "প্রাণা বৈ সত্যং" (=প্রাণসকলও সত্য নামে আখ্যাত ; কিন্তু) "তেষামেষ সত্যং" (=কিন্তু ইহাদেরও সত্য (সার বস্তু) এই সর্ব্বশেষ বর্ণিত রূপ, ইহা সত্যের সত্য)। এই বাক্যের সার এই যে, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত (স্থূল এবং সূক্ষ্ম) এই দুইটি এবং তৎসারভূত পুরুষও ব্রহ্মেরই রূপ ; কিন্তু তদতিরিক্ত "সত্যের সত্য" নামে তাঁহার অন্য শ্রেষ্ঠ রূপও আছে ; অর্থাৎ ব্রহ্ম জগদ্রূপী হইয়াও তদতীত রূপেও নিজে বর্ত্তমান আছেন ; সুতরাং জগৎকে তাঁহার এক অংশ মাত্র বলিয়া বর্ণনা করা যে এই শ্রুতির অভিপ্রায়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। ভগবান সূত্রকার পূর্ব্বোক্ত ষষ্ঠ বাক্যের শেষাংশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই সিদ্ধান্তেরই অনুকূলে নিম্নলিখিত সূত্র রচনা করিয়াছেন ; যথা :—

৩য় অঃ ২য় পাদ ২২শ সূত্র। প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি, ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ।

অর্থাৎ "নেতি নেতি" বাক্যে যে প্রতিষেধ উক্ত হইয়াছে, তাহার দ্বারা

পূর্ব্বকথিত মূর্ত্তামূর্ত্তরূপমাত্রত্বেরই প্রতিষেধ ব্রহ্মসম্বন্ধে করা হইয়াছে (অর্থাৎ ব্রহ্ম যে পূর্ব্ব বর্ণিত মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপ মাত্র, ইহা নহে)। মূর্ত্তামূর্ত্ত জগদ্রূপ মোটেই ব্রহ্মের নাই, এইরূপ বলা যে উক্ত নিষেধের অভিপ্রেত নহে, তাহা স্পষ্টই ঐ বাক্যের ব্যাখ্যাকারক অব্যবহিত পরবর্ত্তী "ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সিদ্ধ হয়। এই সূত্রের নিম্বার্ক-ভাষ্য যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের ব্যাখ্যানে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোদ্ধৃত "অথাত আদেশো নেতি নেতি ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি" এই শ্রুত্যংশের অর্থ এই যে, জগৎ নাই—অস্তিত্বহীন, একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, ব্রহ্মের ব্যতিরিক্ত অন্য কিছু নাই; এবং সূত্রের "প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি" অংশের ইহাই অর্থ। আর সূত্রের "ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ" অংশের অর্থ এই যে, যদি এইরূপ কেহ বলে যে, পূর্ব্বোক্ত "নেতি নেতি" ইত্যাদি বাক্যের অর্থ এই যে জগৎ নাই এবং তদতীত ব্রহ্মও নাই, নেতি বাক্যে যে নঞ আছে, তাহার দ্বারা সমস্ত প্রতিষিদ্ধ হইয়া কেবল সর্ব্বাভাব পদার্থ স্থাপিত হইয়াছে, তবে তাহা সঙ্গত নহে; কারণ ঐ বাক্যের পরে "নামধেয়ং সত্যস্য সত্যং" অংশে শ্রুতি ব্রহ্মের অস্তিত্বের বর্ণনা করিয়াছেন। শঙ্করভাষ্যে নানা বিচারের পর সূত্রার্থ এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যথা:—"তত্রৈষাঽক্ষরযোজনা—নেতি নেতীতি ব্রহ্মাদিশ্য তমেবাদেশং পুনর্নির্ব্বক্তি। নেতি নেতীত্যস্য কোঽর্থঃ? ন হ্যেতস্মাদ্ ব্রহ্মণো ব্যতিরিক্তমস্তীতি, অতো নেতি নেতীত্যুচ্যতে, ন পুনঃ স্বয়মেব নাস্তীত্যর্থঃ। তচ্চ দর্শয়তি অন্যতঃ পরমপ্রতিষিদ্ধং ব্রহ্মাস্তি" ইতি। যদা পুনরেবমক্ষরাণি যোজ্যন্তে ন হ্যেতস্মাদিতি নেতি নেতি প্রপঞ্চপ্রতিষেধস্বরূপাদেশাদন্যৎ পরমাদেশং ন ব্রহ্মণোঽস্তীতি, তদা "ততো ব্রবীতি চ ভূয়" ইত্যেতন্নামধেয়বিষয়ং যোজয়িতব্যম্। "অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যম্" ইতি। তচ্চ ব্রহ্মাবসানে

প্রতিষেধে সমঞ্জসম্ভবতি। অভাবাবসানে তু প্রতিষেধে, কিং সত্যস্য সত্য-মিত্যুচ্যতে? তস্মাৎ ব্রহ্মাবসানোঽয়ং প্রতিষেধো নাভাবাবসান ইত্যধ্য-বস্যামঃ"। অস্যার্থ:—পূর্ব্বোক্ত বিচারানুসারে সূত্রের পদসকলের এইরূপ যোজনা করিয়া অর্থ করিতে হয় যে "নেতি নেতি (ইহা নহে, ইহা নহে)" এইরূপ উপদেশ ব্রহ্মের সম্বন্ধে করিয়া, পুনরায় ঐ উপদেশের অর্থ বুঝাইবার জন্য শ্রুতি বলিতেছেন:—ইহা নহে, (নেতি নেতি) কথার অর্থ কি? এই ব্রহ্ম হইতে ব্যতিরিক্ত (ব্রহ্ম ভিন্ন) কিছু নাই এই অর্থেই ঐ "নেতি নেতি" বাক্য উপদেশ করা হইয়াছে; ব্রহ্ম স্বয়ং নাই, এই অর্থ ঐ বাক্যের অভিপ্রেত নহে। অন্য সমস্তের প্রতিষেধ যাঁহাতে হয় (জগৎ প্রপঞ্চ হইতে ভিন্ন) এমন অপ্রতিষিদ্ধ ব্রহ্ম যে আছেন, তাহা শ্রুতিই (বাক্য-শেষে) প্রদর্শন করিয়াছেন। যদি শ্রুত্যুক্ত প্রথমাংশের পদসকলের এইরূপ যোজনা করিয়া অর্থ করা যায় যে, "ন হি এতস্মাৎ" (ইহা হইতে কিছু নাই) এই অর্থে "নেতি নেতি" অর্থাৎ মূর্ত্তামূর্ত্ত প্রপঞ্চ জগৎ নাই, এই প্রতিষেধরূপ আদেশ ভিন্ন ব্রহ্ম সম্বন্ধে অন্য আদেশ কিছু নাই (অর্থাৎ প্রপঞ্চ নাই এবং তদতীত ব্রহ্ম বলিয়াও আর কিছু নাই, এই অর্থে নেতি নেতি বাক্য বলা হইয়াছে); তবে তদুত্তরে "ব্রবীতি চ ভূয়ঃ" সূত্রের এই শেষাংশ যাহা "নামধেয়" বাক্যাংশকে লক্ষ্য করিয়া গঠিত হইয়াছে, তাহা যোজনা করিবে; অর্থাৎ সূত্রকার তদুত্তরে বলিতেছেন যে, উক্ত বাক্যের পরেই "ইনি সত্যের সত্য নামধারী; প্রাণসকল সত্য, কিন্তু ইনি প্রাণ-সকলেরও সত্য" এই শেষ বাক্যটি আছে; কিন্তু ইহা সঙ্গত হইতে পারে যদি প্রথম বাক্যটিতে বর্ণিত প্রতিষেধ ব্রহ্মেতেই অবসান প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন প্রপঞ্চ জগৎ নাই, এই মাত্রই যদি প্রতিষেধের অর্থ থাকা মনে করা যায়); যদি কিছু নাই (অর্থাৎ ব্রহ্মও নাই) এই অভাব মাত্র বর্ণনা করা ঐ প্রতিষেধের অর্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায়, তবে পরবর্ত্তী বাক্যে "নামধেয়ং

সত্যস্য সত্যং প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্‌” বলিয়া যাহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি কে হইবেন ? অর্থাৎ ঐরূপ অর্থ করিলে, শ্রুতিবাক্যের এই অংশ নিরর্থক হইয়া পড়ে। অতএব ঐ “নেতি নেতি” বাক্যস্থ প্রতি-ষেধটি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াই নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাকেও ইহার বিষয় করিয়া সর্ব্বাভাব মত জ্ঞাপন করে নাই। এই আমরা বলি।

এতৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বোদ্ধৃত ৬ষ্ঠ বাক্য আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে, ইহা কোন প্রকারে বোধ হয় না যে “সত্যের সত্য” নামক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নাই, ইহা বর্ণনা করাই “নেতি নেতি” বাক্যাংশের অভিপ্রেত। “নেতি” পদে যে “**ইতি**” শব্দ আছে, তাহা **পূর্ব্বে** বর্ণিত স্বভাবতঃ “মূর্ত্তামূর্ত্ত” জগৎরূপকেই বুঝায়। ইহা ব্রহ্মবোধক হইতে পারে না। সুতরাং “নেতি” (ন-ইতি) শব্দের অর্থ “**মূর্ত্তামূর্ত্ত জগৎরূপ নহে**”। পরন্তু এই মূর্ত্তামূর্ত্তত্ব কাহার সম্বন্ধে নিষেধ করা হইল তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে এইটি ব্রহ্মেরই প্রকরণ,—ইহাতে ব্রহ্মেরই রূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে; অতএব ব্রহ্মের রূপ মূর্ত্তামূর্ত্ত জগৎ নহে, ইহাই আপাততঃ “নেতি” বাক্যের অর্থ বলিয়া বুঝা উচিত। কিন্তু এই প্রকরণের ১ম বাক্য হইতে ৫ম বাক্য পর্য্যন্ত মূর্ত্তামূর্ত্ত জগৎকে ব্রহ্মেরই রূপ বলিয়া পূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে; অতএব এই সংক্ষিপ্ত “নেতি” বাক্যের যথার্থ অভিপ্রায় কি তদ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়। (১) জগৎ একদা নাই, অথবা (২) জগৎ আছে কিন্তু ইহা ব্রহ্ম নহে—ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, অথবা (৩) পূর্ব্ব বর্ণনানুসারে জগৎ ব্রহ্মেরই রূপ হইলেও কেবল জগতেই ব্রহ্মের সত্তা পর্য্যাপ্ত নহে, তাঁহার জগদতীত অন্য শ্রেষ্ঠ রূপও আছে;—এই ত্রিবিধ অর্থই “নেতি” বাক্যের অর্থ হইতে পারে; শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য এতদ্ভিন্ন আর একটি অর্থ জ্ঞাপন করিয়াছেন; যথা;—জগৎও নাই ব্রহ্মও নাই অর্থাৎ সর্ব্বাভাব মাত্রই “নেতি নেতি” শব্দের অর্থ করা যাইতে পারে। কিন্তু

ইহা অতিশয় কষ্ট কল্পনা বলিয়া বোধ হয়; বক্তা (অজাতশত্রু) এবং শ্রোতা (বালাকি) কাহারও মনে ব্রহ্ম নাই এইরূপ আশঙ্কা স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছিল; আদ্যোপান্ত বাক্যাবলী পাঠে ইহার বোধ জন্মে না। যাহা হউক সর্ব্বপ্রকার সংশয় দূর করিবার নিমিত্ত ভগবান্ সূত্রকার বলিয়াছেন;

প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি

অর্থাৎ ("প্রকৃত") পূর্ব্ববর্ণিত ("এতাবত্ত্বং") মূর্ত্তামূর্ত্তমাত্রত্বকেই ("প্রতিষেধতি") ঐ শ্রুতি প্রতিষেধ করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রথমে বর্ণিত মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপ মাত্রই ব্রহ্ম নহেন; তদতীত (তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) রূপও তাঁহার আছে;—ইহা উপদেশ করাই "নেতি নেতি" বাক্যের অভিপ্রায়। ইহাই যে "নেতি নেতি" বাক্যের অর্থ, তাহা কিরূপে বলা যায়? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন, "ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ" অর্থাৎ ("হি") যেহেতু, ("ততঃ") ঐ নেতি নেতি বাক্যের অব্যবহিত পরেই ("ব্রবীতি চ পুনঃ") শ্রুতি পুনরায় এই অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন। যথা "নেতি নেতি" বাক্যের অব্যবহিত পরেই শ্রুতি বলিয়াছেন;—

"এতস্মাৎ পরম্ অন্যৎ ন অস্তি, ইতি ন"

অর্থাৎ ("এতস্মাৎ পরং") পূর্ব্ববর্ণিত মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপ হইতে অতিরিক্ত ("অন্যৎ ন অস্তি") অন্য কিছু নাই, ("ইতি ন") এমত নহে। অর্থাৎ ব্রহ্মের যে মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপ থাকা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ত তাঁহার আছেই, তদ্ব্যতিরিক্ত তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য একটি রূপও আছে। (দুইবার নঞের দ্বারা অভাবের অভাব অর্থাৎ ভাব সিদ্ধ হইয়াছে)। এই বলিয়া শ্রুতি আরও বলিয়াছেন;—

"অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যম্; প্রাণা বৈ সত্যম্; তেষামেষ সত্যম্"।

অর্থাৎ ঐ অতীত রূপটিই "সত্যের সত্য" নামধারী; প্রাণ সকল সত্য; কিন্তু এইটি "সত্যের সত্য"। এই স্থলে শ্রুতি স্পষ্টরূপেই বলিলেন

যে, প্রাণ সকল (যাহা মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপের অন্তর্গত এবং তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ) তাহা সত্য,—মিথ্যা নহে ; কিন্তু ব্রহ্মের সর্ব্ব শেষ বর্ণিত রূপটি "সত্যের সত্য", অর্থাৎ জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাণাদি হইতেও শ্রেষ্ঠ সত্য।

অতএব জগৎকে মিথ্যা বলা যে শ্রুতির অভিপ্রায় নহে, ইহা স্পষ্টতঃই এই সূত্রের দ্বারা প্রমাণিত হইল। এবঞ্চ জগৎকে ব্রহ্মের একটি রূপ বলিয়া শ্রুতি স্পষ্টরূপে বর্ণনা করাতে, ইহা যে তাঁহার অংশ মাত্র, সুতরাং ইহার সহিত যে তাঁহার ভেদাভেদ সম্বন্ধ, তাহাও ভগবান্ সূত্রকার প্রতিপন্ন করিলেন।

বস্তুতঃ মূর্ত্তামূর্ত্ত জগৎকে একান্ত মিথ্যা বলিয়া উপদেশ করা শ্রুতির অভিপ্রেত হইলে, প্রকরণের প্রথমেই এই মূর্ত্তামূর্ত্ত-রূপকে ব্রহ্মের রূপ বলিয়া বর্ণনা করিবার ("দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ" ইত্যাদি দ্রষ্টব্য) কোন সঙ্গত কারণই এই স্থলে দৃষ্ট হয় না। অতএব এতৎসম্বন্ধে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া কোন প্রকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

বস্তুতঃ জগৎ ব্রহ্মের যে নিজ স্বরূপগত আনন্দাংশেরই প্রকাশমাত্র,—ইহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবল্লীর উল্লিখিত বাক্য সকল এবং অপরাপর শ্রুতি স্পষ্টরূপেই নির্দ্দেশিত করিয়াছেন। জগৎসম্বন্ধে এই স্থলে আর অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। এইক্ষণে অবশিষ্ট ব্রহ্মস্বরূপ বিবৃত হইতেছে।

ব্রহ্মস্বরূপ

শ্রুতি ব্রহ্মস্বরূপসম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন যে, তিনি চিদানন্দ-রূপ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, অদ্বিতীয়, সর্ব্বস্ব। তাঁহার স্বরূপতঃ আনন্দ-রূপতা পূর্ব্বোদ্ধৃত "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্টরূপে

বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার চিৎ (জ্ঞান)-রূপতা তৈত্তিরীয়ের ব্রহ্মানন্দবল্লীর প্রারম্ভেই উক্ত হইয়াছে ; যথা ;—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" । এই মর্ম্মের আরও বহু শ্রুতি আছে ; তাহা গ্রন্থ ব্যাখ্যানে নানা স্থানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং ব্রহ্ম যে একমাত্র, অদ্বিতীয় ও অনন্ত সদ্বস্তু. তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত এবং অপর বহু শ্রুতির দ্বারা প্রমাণিত হয়। তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা এবং সর্ব্ব-শক্তিমত্তাও "অহং বহু স্যাম্" ইত্যাদি জগৎ রচনা-বিষয়ক এবং অপর বহুবিধ শ্রুতি সকল প্রমাণিত করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও ১ অঃ ১ পাঃ ৪র্থ সূত্রের ব্যাখ্যানে বলিয়াছেন যে, "তথা ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়কারণং......সর্ব্বেষু বেদান্তেষু বাক্যানি তাৎপর্য্যেণৈত-স্যার্থস্য প্রতিপাদকত্বেন সমনুগতানি (৭৮ পৃঃ) অর্থাৎ এই ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের হেতু ; এইরূপ ব্রহ্মেই সমস্ত বেদান্ত বাক্যের সমন্বয় হয়। জগৎ স্বরূপগত আনন্দাংশেরই প্রকাশভাব, এবং জীব তাহার ব্রহ্মের স্বরূপগত চিদংশের অংশ, অর্থাৎ বিশেষ প্রকার-ভেদ মাত্র। সুতরাং জগৎ ও জীব উভয়ই তাঁহার অংশ। তিনি যেমন চিদ্রূপ অর্থাৎ জ্ঞাতাস্বরূপ, জীবও তদ্রূপ জ্ঞাতাস্বরূপ, তাহা ২য় অঃ ৩য় পাদ ১৮ সূত্র "জ্ঞোঽত এব" ইত্যাদি সূত্রে ভগবান্ বেদব্যাসও শ্রুতিমূলে সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে ভাষ্যকারদিগের মধ্যেও কোন মতভেদ নাই। উভয়ই 'জ্ঞ' স্বরূপ হওয়াতে তাঁহাদের মধ্যে কি প্রভেদ, এবং পরস্পরের মধ্যে যে অংশাংশী সম্বন্ধ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা কি প্রকারে সম্ভব হয়, তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি এই প্রকার বলিয়াছেন "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা" অর্থাৎ ব্রহ্মের ঈশ্বররূপে তিনি 'জ্ঞ' অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞস্বভাব ; অনীশ্বর অর্থাৎ জীবরূপে তিনি 'অজ্ঞ' অপূর্ণজ্ঞ (অসর্ব্বজ্ঞ)-স্বভাব। তদ্ভিন্ন তাঁহার আর একটি রূপ আছে, যাহা ভোক্তা (জীবরূপী) ব্রহ্মের ভোগসাধক অর্থাৎ

বহির্জগৎ এই মর্ম্মের অপরাপর শ্রুতি সকলও আছে। ইহার দ্বারা জানা যায় যে, ব্রহ্মের যে চিৎশক্তি (অথবা চিদ্রূপ) তাহার দ্বিবিধ ভেদ আছে। সর্ব্বজ্ঞত্ব, এবং অসর্ব্বজ্ঞত্ব। সর্ব্বজ্ঞরূপে তাঁহার ঈশ্বরত্ব নিত্য সিদ্ধ আছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিতে জীবকে **"অজ্ঞ"** বলাতে জীবের সম্পূর্ণ-রূপে জ্ঞানাভাব বুঝায় না ; পরন্তু ঈশ্বরের ন্যায় যুগপৎ অভাব থাকাই বুঝায় বলিতে হইবে, কারণ জীবের যে জ্ঞান আছে, তিনি যে জ্ঞাতা তাহা সর্ব্বশ্রুতি ও অনুভবসিদ্ধ। তবে জীবের জ্ঞান সর্ব্ব বিষয়কে যুগপৎ অধিকার করে না। সর্ব্ববিষয়ের যুগপৎ জ্ঞান না থাকাতে, পূর্ণজ্ঞত্বের কেবল বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বস্তুর জ্ঞান জীবের থাকাই উক্ত অজ্ঞ শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সুতরাং জীবকে যে স্বরূপতঃ 'জ্ঞ'-স্বরূপ বলিয়া পূর্ব্বোদ্ধৃত সূত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, তিনি নিত্যই বিশেষজ্ঞ। এই দুই সর্ব্বজ্ঞত্ব ও অসর্ব্বজ্ঞত্ব (বিশেষজ্ঞত্ব) নিত্য একত্র কিরূপে থাকিতে পারে ? এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না ; ইহা সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। একটি বৃক্ষের সম্যক্ (সম্পূর্ণাঙ্গ) দর্শনের (জ্ঞানের) সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ অঙ্গের জ্ঞানও অবশ্য বর্ত্তমান থাকে ; এই বিশেষাঙ্গের জ্ঞান সমগ্রজ্ঞানের অন্তর্গত ; এই উভয়বিধ জ্ঞান যুগপৎ বর্ত্তমান থাকে ; ইহারা পরস্পর বিরোধী নহে। অন্যান্য বস্তু সকলের জ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ। বিশেষতঃ শ্রুতি স্বয়ং যখন ঈশ্বরের ও জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে এই পার্থক্য বর্ণনা করিয়া, এতদুভয় এবং জগৎকে ব্রহ্মে নিত্য প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যথা :—ঐ শ্বেতা-শ্বতর শ্রুতিই ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এতৎ ত্রিতয় যে ব্রহ্মে নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহা বর্ণনা করিয়াছেন, যথা :—"তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠা" (এই তিনটি ব্রহ্মে সুপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ নিত্য)। অতএব এই বিষয়ের বিরুদ্ধ অনুমানের কোন হেতুই দৃষ্ট হইতে পারে না। মোক্ষাবস্থায়ও বাস্তবিক

জীবের ঈশ্বরের ন্যায় যুগপৎ সর্ব্বজ্ঞতা হয় না। জীবকেও শ্রুতি কোন কোন স্থানে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহার অর্থ এই যে, তিনি ধ্যানমাত্র যে কোন বিশেষ বিষয় অবগত হইতে পারেন, তাহা শ্রুতিই পূর্ণ মুক্তপুরুষের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া স্থানে স্থানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; যথা, ছান্দোগ্য উপনিষদের ৮ম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, মুক্তপুরুষ "সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি," অর্থাৎ **ইচ্ছা করিলে** তিনি যে কোন লোকে যাইতে পারেন; অতএব তিনি ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য সর্ব্বজ্ঞ নহেন; **ইচ্ছানুসারেই** যেখানে সেখানে যাইতে পারেন। পুনরায় তৎপরেই ঐ শ্রুতি বলিয়াছেন,—"স যদি পিতৃলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে," অর্থাৎ তিনি যদি পিতৃলোককে দর্শন (নিজ জ্ঞানের বিষয়) করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার ইচ্ছামাত্র তৎক্ষণাৎ পিতৃগণ সমক্ষে উপস্থিত হন। তিনি তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া প্রভূত আনন্দানুভব করেন। এই মর্ম্মের বহু শ্রুতি বর্ত্তমান আছে। সুতরাং মুক্তাবস্থায়ও জীবের স্বরূপগত বিশেষজ্ঞত্বের পরিবর্ত্তন হয় না। এই স্বরূপগত বিশেষজ্ঞত্ব হেতুই জীবের অবস্থা পরিবর্ত্তনের,—বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তাবস্থা লাভের সম্ভাবনা ও সঙ্গতি হয়। যখন জীব কেবল গুণাত্মক (বিকারাত্মক) জাগতিক বিশেষ বস্তু মাত্র দর্শন (স্বীয় জ্ঞানের বিষয়) করেন, তখন তাঁহার বদ্ধাবস্থা ঘটে। যখন তাঁহার নিজ স্বরূপগত চিদ্রূপের, এবং বিকারস্থানীয় জগতের আশ্রয়ীভূত মূল উপাদান ব্রহ্মস্বরূপেরও দর্শন (জ্ঞান) হয়, তখন তাঁহাকে মুক্ত বলা যায়।

সুতরাং জীব ও জগৎ উভয়ই ব্রহ্মের নিত্য অংশ হওয়ায় ব্রহ্ম নিত্যই ঈশ্বর, জীব, ও জগদ্রূপে বিরাজমান আছেন। এই ত্রিবিধত্ব তাঁহার স্বরূপে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত। পরন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,—জগৎ ব্রহ্মের

আনন্দাংশের বিকার; সুতরাং এই আনন্দের অনন্তত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি তাঁহাকে অনন্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার স্বরূপগত আনন্দই সর্ব্বরূপে প্রকাশ পায়। ব্রহ্মের স্বরূপগত আনন্দও তদ্রূপ অনন্ত বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইতে পারে। ইহাকেই তাঁহার স্বরূপগত চিদংশের দ্বারা তিনি দর্শন, অনুভব, ভোগ করিয়া থাকেন; কারণ, তদ্ব্যতীত দ্বিতীয় আর দর্শনীয় বস্তু কিছু নাই। তাঁহার এই স্বরূপগত চিৎকেই "ঈক্ষণ" প্রভৃতি শব্দের দ্বারাও শ্রুতি (লক্ষ্য) করিয়াছেন। উভয়ের অর্থ একই। বস্তুতঃ এই ঈক্ষণের প্রভেদই তাঁহার আনন্দাংশের অনন্ত বিভিন্নরূপে প্রকাশ হইয়া থাকে। প্রকাশিত হওয়া শব্দের অর্থই কাহার অনুভবের বিষয়ীভূত হওয়া। ঈক্ষণের (জ্ঞানের) প্রভেদেই যে বহুত্ব প্রকাশিত হয়, তাহা উপদেশ করিতে গিয়া শ্রুতি স্বয়ং বলিয়াছেন, "**তদৈক্ষত** অহং বহু স্যাং প্রজায়েয়" (অর্থাৎ তিনি এইরূপ **ঈক্ষণ** করিলেন, যাহাতে তিনি বহুরূপে প্রতিভাত হইতে পারেন)। এই ঈক্ষণের প্রভেদেই তাঁহার ঈশ্বর ও জীব সংজ্ঞা হয়। এই প্রভেদ নিত্য; সুতরাং ঈশ্বরত্ব এবং জীবত্ব উভয়ই নিত্য। এবং তাঁহার ঈক্ষণের (অনুভবের) বিষয়স্থানীয় স্বীয় স্বরূপগত আনন্দাংশেরও অনন্তরূপে দৃষ্ট (অনুভূত) হইবার যোগ্যতা নিত্য বর্ত্তমান আছে, সুতরাং জগৎকেও তাঁহার অংশ সুতরাং নিত্য বলিয়া পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি সকল বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু জীবজ্ঞানের নিত্য পরিবর্ত্তন হেতু জগৎ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল বলিয়াই দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বোল্লিখিত দৃষ্টান্তে, ঘটশরাবাদি মৃন্ময় সর্ব্ববিধ বস্তুর জ্ঞান যদি কাহারও যুগপৎ হইতে পারে, তবে তিনি দার্ষ্টান্তের উল্লিখিত ঈশ্বরস্থানীয় হইবেন; আর ঘটশরাব প্রভৃতি কোন **বিশেষ বিশেষ** মৃন্ময় বস্তুর সম্বন্ধেই যাঁহার জ্ঞান আছে, তাঁহাকে জীবস্থানীয় বলা হইবে। পরন্তু মৃত্তিকা কোন না কোন আকার অবলম্বন না করিয়া থাকে না সত্য,

কিন্তু কোন প্রকার বিশেষ আকারের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কেবল মৃত্তিকাত্বের জ্ঞানও সম্ভব হয়। এই মৃত্তিকামাত্রের (মৃত্তিকা সামান্যের) জ্ঞানেতে তাঁহার কোন বিশেষ আকারের জ্ঞান সংযুক্ত থাকে না। সুতরাং মৃত্তিকার সর্ব্ববিধরূপের যুগপৎ জ্ঞান এবং কেবল বিশেষ বিশেষ ঘটশরা-বাদিরূপের বিশেষ জ্ঞান হইতে এই মৃত্তিকাসামান্যের জ্ঞান ভিন্ন প্রকারের জ্ঞান। এই ত্রিবিধ জ্ঞানই মৃত্তিকা সম্বন্ধে সম্ভব হয়। তদ্রূপ ব্রহ্মেরই আনন্দাংশের ত্রিবিধ রূপের জ্ঞান ব্রহ্মে নিত্য বর্ত্তমান আছে :—(১) ঐ আনন্দের বিশেষ বিশেষ রূপে জ্ঞান, (২) ঐ আনন্দের অনন্ত সর্ব্ববিধ রূপের যুগপৎ জ্ঞান, এবং (৩) রূপবর্জ্জিত কেবল আনন্দমাত্রের জ্ঞান। বিশেষ বিশেষ রূপের জ্ঞানবিশিষ্টরূপে তাঁহার জীব সংজ্ঞা, সর্ব্ববিধ আনন্দরূপের যুগপৎ জ্ঞানবিশিষ্টরূপে তাঁহার ঈশ্বর সংজ্ঞা, এবং রূপবর্জ্জিত আনন্দমাত্রের জ্ঞান বিশিষ্টরূপে তাঁহার অক্ষর সংজ্ঞা হয়। সুতরাং ব্রহ্ম নিত্য চতুর্ব্বিধরূপে বিরাজমান আছেন, যথা :—জগৎ, জীব, (বদ্ধ ও মুক্ত এই দ্বিবিধ) ঈশ্বর এবং অক্ষর। ইহা শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা :—

"উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাঽক্ষরঞ্চ।"......৭ম শ্লোক শ্বেতাশ্বতর ১ম অঃ।

অর্থাৎ এই ব্রহ্মকেই বেদ পরম বস্তু (সর্ব্বসার) বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। তাঁহাতে ত্রিবিধত্ব (ঈশ্বরত্ব, জীবত্ব ও জগদ্রূপত্ব, যাহা পরে নবম শ্লোকে পূর্ব্বোদ্ধৃত "জ্ঞাজ্ঞৌ......" ইত্যাদি বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে) এবং **অক্ষরত্ব** সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত আছে। ক্ষরত্ব এবং অক্ষরত্ব যে যুক্তভাবে নিত্য ব্রহ্মস্বরূপে বর্ত্তমান আছে, তাহাও ৮ম শ্লোকের প্রারম্ভে "সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ" বাক্যে (শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি) স্পষ্টরূপে বর্ণনা

করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের কয়েকটি শ্লোকই পাঠকের সুবিধার নিমিত্ত নিম্নে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইল :—

"ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি
কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা
জীবাম কেন, ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু
বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্॥ ১ ॥ ১ম অঃ ॥
কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবা-
দাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ ॥ ২ ॥
তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৩ ॥

* * * *

উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাঽক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ ॥ ৭
সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।

অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ,
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥ ৮
জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশা-
বজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্ত্তা
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥ ৯ ॥
ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মনাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ ॥ ১০ ॥
জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাত্তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ ॥ ১১ ॥
এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥ ১২ ॥

* * * *

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে

জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥ ৪র্থ অঃ ৫

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ ৬ ॥

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো
অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য
মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ৭ ॥

* * * *

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ ১০ ॥

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
যস্মিন্নিদং সং চ বি চৈতি সর্ব্বম্।
তমীশানং বরদং দেবমীড্যং
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি” ॥ ১১ ॥

অস্যার্থ:—ওঁ। ব্রহ্মবাদিগণ (ব্রহ্মনিরূপণার্থ সমবেত হইয়া) প্রশ্ন করিলেন, ব্রহ্ম কি জগতের কারণ? আমরা কোথা হইতে জন্মলাভ করিলাম—উৎপন্ন হইলাম? কাহার দ্বারা আমাদের জীবনব্যাপার নির্ব্বাহ হইতেছে? কাহাকে আশ্রয় করিয়া আমরা প্রতিষ্ঠিত আছি? হে ব্রহ্মবিদ্‌গণ! কাহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা সুখদুঃখভোগে অবস্থিতি করি? ১ ॥ ১ম অঃ ॥

কালই কি জগতের কারণ? অথবা জাগতিক বস্তুসকল কি স্বভা-বতঃই বিকারপ্রাপ্ত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিতেছে? অথবা পুণ্যাপাপরূপ কর্ম্মই (নিয়তি) কি জগৎকারণ? অথবা কোন কারণ ব্যতিরেকে হঠাৎ কি বিশ্ব প্রকটিত হইয়াছে? অথবা আকাশাদি ভূতই কি এই জগতের কারণ? অথবা পুরুষই (জীবাত্মাই) কি এই জগতের উৎপত্তি-কারণ? (অথবা কালাদি কি মিলিতভাবে জগতের কারণ? না, কালাদি জগৎকারণ হইতে পাবে না; কারণ) কালাদির সংযোগেও জগৎ সৃষ্ট হইতে পারে না, যেহেতু আত্মার অস্তিত্ব তদ্দ্বারা সাধিত হয় না। তবে কি আত্মাকেই (জীবাত্মাকেই) জগৎকারণ বলিয়া অবধারণ করা কর্ত্তব্য? না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ আত্মাও সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন; তিনি অবশ হইয়া পুণ্যাপাপাদিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুখ-দুঃখাদিভোগের হেতুভূত হয়েন। ২॥

তাঁহারা ধ্যানসম্পন্ন হইয়া দেখিলেন যে, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের (বাহে প্রকা-শিত) গুণসকলের অন্তরালে স্থিত স্বরূপগত শক্তিই (এতৎ সমস্তের কারণ), তিনি এক হইয়াও কাল ও আত্মা-সংযুক্ত অপর সমস্ত কারণে অধিষ্ঠান করিতেছেন (অন্য সমস্ত কারণ তাঁহারই ঐ স্বরূপগত শক্তির বিশেষ বিশেষ প্রকাশ)। ["দেবস্য দ্যোতনাদিযুক্তস্য মায়িনো মহেশ্বরস্য পরমাত্মন আত্মভূতামস্বতন্ত্রাং ন পৃথগ্‌ভূতাং স্বতন্ত্রাং শক্তিং কারণ-মপশ্যন্"। ইতি শাঙ্করভাষ্যে।] (শক্তি ব্রহ্মের আত্মভূত হওয়াতে তিনি কদাপি শক্তিহীন হয়েন না)। ৩॥

এই ব্রহ্মকেই বেদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (সর্ব্বসার) বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন; তাঁহাতেই ত্রিবিধত্ব (ঈশ্বরত্ব, জীবত্ব ও দৃশ্য জগদ্রূপত্ব) প্রতিষ্ঠিত আছে; এবং তিনি (সর্ব্বাশ্রয়রূপে) অক্ষরস্বভাবও বটেন (সর্ব্বদা একরূপ, অপরিবর্ত্তনীয়ও বটেন)। যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ তাঁহারা

ব্রহ্মের এতৎসমস্ত শক্তিভেদ অবগত হইয়া ব্রহ্মপরায়ণ হয়েন, এবং তাঁহাতে লীন হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হয়েন। ৭॥ (এইস্থলে আমাদের সিদ্ধান্তের অনুরূপ ব্রহ্মের চতুর্ব্বিধত্বের বর্ণনা স্পষ্টরূপেই শ্রুতি করিলেন, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

ক্ষরত্ব ও অক্ষরত্ব এই উভয় **সংযুক্তভাবে ব্রহ্মরূপে** বর্ত্তমান আছে, [ক্ষররূপ জগৎও ব্রহ্মেরই অংশবিশেষ—শক্তিবিশেষ হওয়ায়, তাহা এবং সর্ব্ববিধ শক্তির আশ্রয়রূপে স্থিত পূর্ব্বোক্ত "অক্ষর" ব্রহ্ম, নিত্য সংযুক্তভাবে অবস্থান করিতেছেন; তন্মধ্যে] ঈশ্বররূপী ব্রহ্ম স্থূল ও সূক্ষ্ম সর্ব্বাবস্থাপন্ন জগৎকে ধারণ ও পোষণ করেন; জীবরূপী ব্রহ্ম অনীশ্বর (অল্পশক্তিমান্, অসর্ব্বজ্ঞ) হওয়ায়, (ভেদবুদ্ধিনিবন্ধন) আপনাকে ভোক্তা ও জগৎকে ভোগ্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া বন্ধনপ্রাপ্ত হয়েন; পরন্তু যখন তিনি পূর্ব্বোক্ত স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে অবগত হয়েন, তখনই (ভেদবুদ্ধিবিহীন হইয়া) সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে বিমুক্তিলাভ করেন। ৮॥

[পূর্ব্বে ৭ম শ্লোকে যে ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে আরও বিশেষরূপে স্পষ্টীকৃত হইতেছে।] ব্রহ্মের ঈশ্বররূপে তিনি "জ্ঞ" অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞস্বভাব; অনীশ্বর অর্থাৎ জীবরূপে তিনি "অজ্ঞ" অর্থাৎ অপূর্ণজ্ঞস্বভাব; এই উভয়রূপত্বই তাঁহার নিত্য। তদ্ভিন্ন তাঁহার আর একটি রূপ আছে, যাহা জীবরূপী ব্রহ্মের ভোগসাধক—অর্থাৎ বহির্জ্জগৎ; ইহাও নিত্য। ব্রহ্ম আত্মা-স্বরূপ, অনন্ত (সর্ব্বব্যাপী) এবং বিশ্বরূপ, অর্থাৎ ত্রিকালে প্রকাশিত সমস্ত বিশ্ব তাঁহার স্বরূপগত; সুতরাং তিনি অকর্ত্তা; কারণ পূর্ব্বোক্ত ত্রিতয়ই তাঁহার এই আত্মরূপের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া আছে। ["যত এবানন্তো বিশ্বরূপ আত্মা অতএব অকর্ত্তা কর্ত্তৃত্বাদিসংসারধর্ম্মরহিত ইত্যর্থঃ" ইতি শাঙ্করভাষ্যে। অর্থাৎ যখন ত্রিকালে প্রকাশিত সমস্ত বিশ্বই—জীবশক্তি, জগৎশক্তি ও ঐশীশক্তি এতৎসমস্তই,

অক্ষররূপী ব্রহ্মের স্বরূপগত, তখন তাঁহার কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না; কারণ সকলই যখন স্বরূপে বর্ত্তমানই আছে, তখন তিনি আর নূতন করিয়া করিবেন কি ?]। ৯ ॥

প্রধান (অর্থাৎ ভোগ্যস্থানীয় জগতের প্রকৃতি) ক্ষরস্বভাব—পরিবর্ত্তনশীল ; কিন্তু হর (ঈশ্বর) অক্ষর—অপরিণামী ও অমৃত ; তিনি এক অদ্বিতীয় হইয়া ক্ষরস্বভাব উক্ত প্রধানকে এবং জীবকে নিয়মিত করেন। পুনঃ পুনঃ তাঁহার ধ্যানের দ্বারা, তাঁহার সহিত বিশ্বের একত্বজ্ঞানের দ্বারা, তাঁহার সহিত জীবের একাত্মতাবোধের দ্বারা (ভোক্তা ভোগ্যরূপ) বিশ্বমায়া হইতে জীব বিনির্মুক্ত হয় ॥ ১০ ॥

সেই দেবকে (সর্ব্বপ্রকাশক ব্রহ্মকে) জানিতে পারিলে সমস্ত সংসারবন্ধন ছিন্ন হয় ; সুতরাং সেই জ্ঞানী পুরুষের অবিদ্যাদি ক্লেশসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু হইতে তিনি বিমুক্ত হয়েন। তাঁহার (সেই দেবের) ধ্যানের দ্বারা দেহান্তে জ্ঞানী পুরুষ ব্রহ্মের জগদতীত (পূর্ব্বোক্ত) তৃতীয় ঈশ্বররূপকে প্রাপ্ত হইয়া জাগতিক সমস্ত ঐশ্বর্য্যভোগের অধিকারী এবং গুণাতীত (কেবল) ও আপ্তকাম হয়েন ॥ ১১ ॥

আত্মা-রূপে অবস্থিত এই ব্রহ্মই নিত্য জ্ঞেয় (তাঁহার জ্ঞানলাভ করিতে অবিরত যত্ন করা প্রয়োজন) ; তদ্ভিন্ন চিন্তনীয় বস্তু অপর কিছু নাই ; এই ব্রহ্মই ভোক্তা জীব, ভোগ্য জগৎ, এবং এতদুভয়ের নিয়ন্তা ও পরিচালক ঈশ্বর ; **এই ত্রিবিধরূপই তাঁহার,—এই প্রকারে তাঁহাকে চিন্তা করিবে**। ১২ ॥ (এই স্থলে পূর্ব্বোদ্ধৃত ৭ম শ্লোকও দ্রষ্টব্য। অতএব ব্রহ্মের চতুর্ব্বিধত্ব (ঈশ্বর, জীব ও জগৎরূপ এবং এতৎ ত্রিতয়াতিরিক্ত অক্ষর ব্রহ্মরূপ) শ্রুতি স্পষ্টরূপেই বর্ণনা করিলেন। "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইত্যাদি বাক্যও এতৎসহ বিচার্য্য)।

জন্মরহিত (নিত্য) একটি (জীবাত্মা), তদ্রূপ নিত্যা লোহিত শুক্ল ও

কৃষ্ণবর্ণা (সত্ত্ব রজঃ এবং তমোরূপা) এবং নিজের সমানবর্ণবিশিষ্ট (ত্রিগুণাত্মক) প্রজাসৃষ্টিকারিণী একটিকে (ত্রিগুণাত্মিকা নানারূপবিশিষ্টা প্রকৃতিকে) ভোগ করিয়া, তাহাতে সংযুক্ত হইয়া আছেন ; নিত্য অপর একটি (ঈশ্বর) ভোগদায়িকা প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া (তদতীত হইয়া) অবস্থিতি করেন। ৪র্থ অধ্যায় ।। ৫ ॥

সখ্যভাবে স্থিত পক্ষী দুইটি একত্র সংযুক্ত হইয়া একটি বৃক্ষকে (জগৎকে) অবলম্বন করিয়া আছেন ; তন্মধ্যে জীবরূপী পক্ষী ঐ বৃক্ষের ফলকে স্বাদু বোধে আস্বাদন করেন, অপরটি (ঈশ্বররূপী পক্ষী) ফল ভক্ষণ না করিয়া কেবল দ্রষ্টৃরূপে অবস্থিতি করেন ।। ৬ ॥

একই বৃক্ষে জীবরূপী পক্ষী অবস্থান করিয়া তাহাতে আবদ্ধ হয়েন, এবং সামর্থ্যাভাবে আপনাকে তাহা হইতে মুক্ত করিতে না পারিয়া শোক করিতে থাকেন। পরে যখন তিনি অন্য ঈশ্বররূপী পক্ষীকে ভজন করিয়া তাঁহার মহিমা অবগত হয়েন (তিনিই সর্ব্বরূপী ইহা অবগত হয়েন)। তখন তিনি (তৎপ্রভাবে) শোক হইতে বিমুক্ত হয়েন ।। ৭ ॥

*   *   *   *   *   *   *

এই জগতের উপাদান যে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, তাঁহাকেই ব্রহ্মের মায়াশক্তি বলিয়া জানিবে ; এবং সেই মহেশ্বরকেই মায়াশক্তিমান্ (মায়া-শক্তির আশ্রয়) বলিয়া জানিবে। সেই মায়ানাম্নী শক্তিরই বিভিন্ন অবয়বের দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত ।। ১০ ॥

সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জাগতিক প্রত্যেক বস্তুতে অধিষ্ঠান করিতেছেন, তাঁহাতেই এতৎ সমস্ত সম্যক্ লয়প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহা হইতেই পুনরায় বিবিধরূপে প্রকাশিত হয় ; সেই বরদ, জগন্নিয়ন্তা, সকলের পূজার্হ, সর্ব্ব-প্রকাশক ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিয়া জীব আত্যন্তিক শান্তি (মোক্ষ) লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

যুগপৎ এই চতুর্ব্বিধরূপে ব্রহ্মের স্থিতিবিষয়ক সিদ্ধান্ত দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত নামে প্রসিদ্ধ আছে। ভাগবতধর্ম্মে যে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্বিধরূপ ব্রহ্মের থাকা বর্ণিত হয়, সেই চতুর্ব্বিধরূপও এই চতুর্ব্বিধত্বের অন্তর্গত। পূর্ব্বোক্ত নিত্যসর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বররূপ এবং অক্ষররূপ—এতদুভয় একত্র "বাসুদেব" শব্দবাচ্য। পৃথকরূপে প্রকাশিত **সমষ্টিভাবাপন্ন** সমগ্র স্থূল জগতের অধিষ্ঠাতা পুরুষরূপে ব্রহ্মের "অনিরুদ্ধ" নাম হয়। জগতের মূল **সমষ্টিভাবাপন্ন** বুদ্ধিতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা পুরুষরূপে ব্রহ্মের প্রদ্যুম্ন নাম হয় এবং সমগ্র প্রকৃতিতত্ত্বের অধিষ্ঠাতৃরূপ ব্রহ্মের সঙ্কর্ষণ নাম হয়। অলমতি বিস্তরেণ।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥

—•—

(২)

(ক) ঈশ্বর, জীব, গুণাত্মকজগৎ, এবং অক্ষর, এই চতুর্ব্বিধ রূপ ব্রহ্মের থাকাতে, অক্ষররূপে ব্রহ্মের একান্তাদ্বৈতত্ত্বের সিদ্ধি আছে ; ঈশ্বর, জীব ও জগৎরূপে তাঁহার দ্বৈতত্ত্বেরও সিদ্ধি আছে ; এবং ঈশ্বররূপী ব্রহ্ম সশক্তিক হওয়াতে এবং জগদ্ব্যাপারসাধন করিয়া তাহা হইতে সতত নির্লিপ্ত ও অতীতভাবে অবস্থান করাতে, ব্রহ্মের বিশিষ্টাদ্বৈতত্ত্বেরও সিদ্ধি আছে। ঈশ্বরত্ব, জীবত্ব ও ত্রিগুণত্ব (সত্ত্বাদিগুণাত্মক-জগদ্রূপত্ব) এই তিনটিই ব্রহ্মের সম্বন্ধে নিত্যসিদ্ধ হওয়াতে, দ্বৈতবাদিভাষ্যে দ্বৈতত্ত্বের এবং বিশিষ্টাদ্বৈতভাষ্যে যে বিশিষ্টাদ্বৈতত্ত্বের মীমাংসা করা হইয়াছে, তৎসমস্তই সত্য,—কিন্তু আংশিক সত্য ; শাঙ্করভাষ্যে যে ব্রহ্মের কেবল অক্ষররূপের প্রতি লক্ষ্য করিয়া একান্তাদ্বৈতমীমাংসা স্থাপন করা হইয়াছে, তাহাও সত্য,—কিন্তু আংশিক সত্য। এই গ্রন্থে যে শাঙ্করভাষ্যেরই বিশেষরূপ প্রতিবাদ করা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মের অক্ষরত্বের প্রতিষেধ করিবার অভিপ্রায়ে নহে ; এই

অক্ষরত্বই যে একমাত্র সত্য ও ব্রহ্মের শক্তিমত্তা যে ঔপচারিক মাত্র এবং জগৎ যে অস্তিত্বহীন অবিদ্যাকল্পিত মাত্র বলিয়া শঙ্করাচার্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারই দোষসকল প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত শাঙ্করিকমতের প্রতিবাদ বিশেষরূপে এই গ্রন্থে করা হইয়াছে। বেদান্তদর্শনে সৎকার্য্যবাদ উপদিষ্ট হইয়াছে, কার্য্য ও কারণের একত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে (বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদের ১৫শ ১৬শ ১৭শ ইত্যাদি সূত্র দ্রষ্টব্য)। জগৎকারণ যে ব্রহ্ম, তাহা প্রথমাবধি সর্ব্বত্রই শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে প্রতিপন্ন করিয়াছেন; তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার ব্যাখ্যাবিরোধ নাই। পরন্তু কারণরূপী ব্রহ্ম সত্য, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত; অতএব কারণের ন্যায় কার্য্যজগৎও যে সত্য, ইহা কোন প্রকারে অস্বীকার করা যাইতে পারে না। জগৎকে কারণরূপ ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন বলিয়া যে বোধ, ইহাই অজ্ঞান, ভ্রম এবং মিথ্যাশব্দের বাচ্য; অতএব ব্রহ্ম হইতে পৃথকরূপে অস্তিত্বশীল জগৎ মিথ্যা, এইরূপ উক্তিতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু এইরূপ না বলিয়া, যদি জগৎকে একেবারে অস্তিত্ববিহীন—কল্পিতমাত্র বলা যায়, তাহাতে বৈদিক উপাসনাবিষয়ক অধিকাংশ উপদেশ অসার হইয়া পড়ে, ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্তি তিরোহিত হয়, ধর্ম্মাধর্ম্ম পুণ্যাপাপ কিছুরই বিচার থাকে না, এবং কার্য্যতঃ নাস্তিকতা প্রশ্রয়প্রাপ্ত হয়; এই নিমিত্তই এই গ্রন্থে বিশেষরূপে শাঙ্করভাষ্যের প্রতিবাদ করা আবশ্যক বোধ হইয়াছে; বিতণ্ডার অভিপ্রায়ে নহে, এবং শঙ্করাচার্য্যের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধার অভাববশতঃ নহে। বস্তুতঃ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও তাঁহার ভাষ্যের লিখিত মতের যে কার্য্যতঃ পরে আদর করেন নাই, তাহা তৎকৃত "আনন্দলহরী" হইতে নিম্নোক্ত বাক্যসকলের দ্বারা আংশিকরূপে সপ্রমাণ হয়, যথা,—

"শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং
নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।

অতস্তামারাধ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিভিরপি
প্রণন্তুং স্তোতুং বা কথমকৃতপুণ্যঃ প্রভবতি ॥ ১
ভবানি ত্বং দাসে ময়ি বিতর দৃষ্টিং সকরুণা-
মিতি স্তোতুং বাঞ্ছন্ কথয়তি ভবানি ত্বমিতি যঃ ।
তদৈব ত্বং তস্মৈ দিশসি নিজসাযুজ্যপদবীং
মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রস্ফুটমুকুটনীরাজিতপদাম্ ॥ ২

অস্যার্থ :—শক্তিযুক্ত হইলেই মহেশ্বর সৃষ্টিকার্য্য করিতে সমর্থ হয়েন ; নতুবা সেই দেব স্পন্দিত হইতেও সমর্থ হয়েন না। অতএব হরি, হর এবং বিরিঞ্চিরও আরাধ্যা সেই ব্রহ্মশক্তিরূপা দেবীকে পুণ্যাত্মা পুরুষ ভিন্ন অপরে প্রণতি অথবা স্তুতি করিতে কিরূপে সমর্থ হইবে ? ১

"হে ভবানি ! তোমার দাস—আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ কর", এই বলিয়া স্তুতি করিতে ইচ্ছা করিয়া কোন ব্যক্তি কেবল "হে ভবানি ! "তুমি" এইমাত্র বলিতে না বলিতে তুমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভৃতিরও মুকুট যে পদে নমিত হয়, তদ্রূপ আত্মসাযুজ্য অর্পণ করিয়া থাক ॥ ২

আনন্দলহরীতে আদ্যোপান্ত এইরূপ ভাবই শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য সর্ব্বত্র ব্যক্ত করিয়াছেন ; সুতরাং সশক্তিক ব্রহ্মের (অর্থাৎ ঈশ্বররূপী ব্রহ্মের) উপাসনা যে জীবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ইষ্টপ্রদ এবং ব্রহ্মাদি দেবগণও যে ইহাই অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও এই গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়াছেন।

(খ) এইস্থলে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জগৎ ব্রহ্মেরই অংশ ; কিন্তু বদ্ধজীবের জ্ঞানে জগতের সম্বন্ধে তদ্রূপ উপলব্ধি হয় না ; বদ্ধজীবের জ্ঞানে জাগতিক প্রত্যেক বস্তু পৃথক্ পৃথক্ সত্তাশীল বদ্ধজীবের যে এইরূপ জ্ঞান, তাহা তাহার অপূর্ণদর্শিতা-

হেতু ; সমুদ্রের তরঙ্গসকল আপাততঃ দেখিতে পৃথক্ পৃথক্ ; বালকের জ্ঞানে ইহারা পৃথক্ বলিয়াই প্রতিভাত হয় ; কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগকে সমুদ্রের অংশ বলিয়া বোধ জন্মে। প্রথমে তরঙ্গসকলের সম্বন্ধে যে স্বাতন্ত্র্য বোধ, ইহা অপূর্ণদর্শিতার ফল ; এই অপূর্ণদর্শিতা হেতু অভিন্ন বস্তুকে ভিন্ন বস্তু বলিয়া জীবের জ্ঞান জন্মে। এক বস্তুকে যে অপর বস্তু বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহাকে "বিবর্ত্তজ্ঞান" বলে। শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা ; সত্যস্বরূপ ব্রহ্মেতেই মিথ্যাকল্পে জগৎ-জ্ঞান জন্মে। শঙ্করাচার্য্যের এই মতকে "বিবর্ত্তবাদ" বলে। ইহার খণ্ডনের নিমিত্ত কোন কোন ভাষ্যকারগণ "পরিণামবাদ" প্রভৃতির উপদেশ করিয়াছেন। এক্ষণে নিবিষ্টচিত্তে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, এই উভয় মতের মধ্যে যত বিরোধ থাকা আপাততঃ মনে করা যায়, বাস্তবিক-পক্ষে ইহাদিগের মধ্যে তত বিরোধ নাই। ব্রহ্মের গুণরূপা প্রকৃতিকে "ক্ষরস্বভাবা"—পরিণামশীলা বলিয়া শ্রুতিই প্রকাশ করিয়াছেন (পূর্ব্বোদ্ধৃত "ক্ষরং প্রধানম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্রষ্টব্য)। বস্তুতঃ জগৎ পরিবর্ত্তনশীল না হইলে—জাগতিক চিত্র সকল অনবরত পরিবর্ত্তনপ্রাপ্ত না হইলে, জ্ঞানের ভেদই কিছু থাকিত না। অনন্তরূপে স্বীয় স্বরূপকে দর্শন ও ভোগ করিবেন বলিয়াই ব্রহ্ম স্বীয় ঐশীশক্তিবলে জগৎকে প্রকটিত করেন ; তাহা "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতিই উপদেশ করিয়াছেন। বাস্তবিক জগতের অনন্তরূপে প্রকটনই পূর্ব্বোক্ত বিবর্ত্তজ্ঞানের একটি প্রধান হেতু ; ব্রহ্ম অনন্ত পৃথক্ পৃথক্‌রূপে প্রকটিত হয়েন বলিয়াই জাগতিক বস্তু সকলকে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া বোধ জন্মে। অতএব এই পরিণামবাদের সহিত বিবর্ত্তবাদের বাস্তবিক পক্ষে অত্যন্ত বিরোধ নাই। যদি বিবর্ত্তবাদের এইরূপ অর্থ করা যায় যে, জগৎ একদা অস্তিত্ববিহীন, ইহাকে অস্তিত্বশীল বলাই বিবর্ত্তবাদ ; তবেই পরিণামবাদের সহিত ইহার বিরোধ উপস্থিত

হয়; যেহেতু সৎকারণবাদিগণ জগৎকে একদা মিথ্যা বলিতে পারেন না; কারণ, সত্যকারণ (ব্রহ্ম) মিথ্যাকার্য্যের (জগতের) জনক হয়েন, এইকথা একেবারে অর্থশূন্য; বন্ধ্যার পুত্র যেমন অর্থশূন্য বাক্য, "মিথ্যা (অস্তিত্ববিহীন) জগতের কর্ত্তা" এই বাক্যও তদ্রূপই অর্থশূন্য। কিন্তু শ্রুতি যখন জগৎকে ব্রহ্মের নিত্য অংশ এবং ব্রহ্মকে ইহার কর্ত্তা বলিয়াছেন, তখন ইহার মিথ্যাত্ববাদ গ্রাহ্য হইতে পারে না। অতএব এই মিথ্যাত্ববাদ বর্জ্জন করিলে, পূর্ব্বোক্ত মতদ্বয়ের আর প্রকৃত প্রস্তাবে বিরোধ থাকে না। যাহা কিছু বিরোধ, তাহা কেবল জগতের একদা মিথ্যাত্ববাদসম্বন্ধেই।

---

(৩)

বেদান্তদর্শন ও সাংখ্যদর্শনের সম্বন্ধ

সাংখ্যদর্শনে (সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, সাংখ্যকারিকা ও পাতঞ্জলদর্শনে) ব্রহ্মের পূর্ব্বোক্ত চতুর্বিধ রূপের মধ্যে জীব ও জগদ্রূপেরই বিশেষ বিচার প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। এই রূপদ্বয়ই যে অনাদি, তাহা বেদান্তদর্শনেরও স্বীকার্য্য। জগৎ হইতে যে জীব বিভিন্ন, তাহা অতি বিস্তৃত বিচারের দ্বারা সাংখ্যদর্শনে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে; জীবকে দৃক্‌শক্তি (চিতিশক্তি) ও জগৎকে দৃশ্য (অচেতন) শক্তি এবং গুণাত্মক বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রে উপদেশ করা হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধেও বেদান্তদর্শনের সহিত বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই। প্রকাশিত জগতে ব্রহ্মের জীবরূপ যে জগদ্রূপ হইতে বিভিন্ন, তাহা বেদান্তদর্শনেরও সম্মত। অতঃপর সাংখ্যশাস্ত্রে এই উপদেশ করা হইয়াছে যে "নেতি" "নেতি" বিচারের দ্বারা জীব আপনাকে জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জানিয়া এবং আপনাকে স্বরূপতঃ গুণাতীত মুক্তস্বভাব বোধ করিয়া, ঐ গুণাতীত স্বীয় স্বরূপের চিন্তা দ্বারা মুক্তিলাভ করেন। বেদান্তদর্শনের

শিক্ষার সহিত সাংখ্যশাস্ত্রের এই উপদেশেরও কোন বিরোধ নাই; মোক্ষমার্গাবলম্বী সাধক যে আপনাকে স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ মুক্তস্বভাব বলিয়া চিন্তা করিবেন, তাহা শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ও বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদের ৫২ সংখ্যক প্রভৃতি সূত্রে জ্ঞাপন করিয়াছেন; এবং প্রথমাধ্যায়ের প্রথমপাদের শেষ সূত্রে যে ব্রহ্মোপাসনার ত্রিবিধত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতেও এইরূপ চিন্তার আবশ্যকতা বর্ণনা করা হইয়াছে। পরন্তু সাংখ্যশাস্ত্রে জীবাত্মাকে বিভুস্বভাব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; তাহার ফল এই যে, সাংখ্যমার্গীয় সাধক আপনাকে জগদতীত শুদ্ধ বিভু আত্মা বলিয়া চিন্তা করেন। বেদান্তদর্শনে পরব্রহ্মের সম্বন্ধেই বিভুত্বের উপদেশ করা হইয়াছে; অতএব সাংখ্যমার্গীয় সাধন বেদান্তদর্শনোক্ত "অক্ষর ব্রহ্মের" উপাসনার অঙ্গীভূত। "অক্ষর ব্রহ্মের" উপাসনায় "নেতি নেতি" বিচারের দ্বারা ব্রহ্মকে গুণাতীত নিষ্ক্রিয় ও বিভুস্বভাব বলিয়া চিন্তা করিতে হয়, এবং সাধক আপনাকেও তাঁহার অংশমাত্র জানিয়া ঐ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে ধ্যান করেন; সুতরাং সাংখ্যশাস্ত্রের উপদিষ্ট উপাসনা-প্রণালী বেদান্তোক্ত অক্ষরব্রহ্মোপাসনার অঙ্গীভূত। এই অর্থে সাংখ্য-মার্গের উপাসনাবিষয়ক উপদেশবিষয়েও বেদান্তদর্শনের কোন বিরোধ নাই। বেদান্তদর্শনে উপদিষ্ট মোক্ষপ্রদ উপাসনার মধ্যে ইহা একাঙ্গবিশেষ।

পুরুষবহুত্ব সাংখ্যশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। বেদান্তদর্শনেও জীবশক্তিকে নিত্য বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে; এবং জীব যে অনন্ত তাহাও বেদান্ত-দর্শনের অস্বীকার্য্য নহে; জীবকে "অণু"-স্বভাব এবং ব্রহ্মকে "বিভু"-স্বভাব বলিয়া ব্যাখ্যা করাতে জীবের অসংখ্যেয়ত্ব বেদান্তদর্শনের স্বীকার্য্য; এই অংশেও সাংখ্যদর্শনের সহিত বেদান্তদর্শনের বিরোধ নাই।

ঈশ্বর যে জীব হইতে বিভিন্ন এবং তাঁহাকে যে "সর্ব্বজ্ঞ" ও "পুরুষ-বিশেষ" বলিয়া পাতঞ্জলদর্শনে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাও বেদান্ত-

দর্শনের অস্বীকার্য্য নহে; কারণ ঐশীশক্তিকে জীবশক্তি হইতে পৃথক্ করিয়া শ্রুতি এবং বেদব্যাস উপদেশ করিয়াছেন; তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সাংখ্যপ্রবচনসূত্রেও "স হি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা" "ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা" ইত্যাদি সূত্রে ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। অতএব এই অংশেও উভয় দর্শনের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। এই সকল সাংখ্য প্রবচনসূত্রের ব্যাখ্যা বিজ্ঞানভিক্ষু যে প্রকার করিয়াছেন, তাহা যে সদ্ব্যাখ্যা নহে, তাহা ঐ দর্শনের ব্যাখ্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

কিন্তু বেদান্তদর্শনে সম্পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে; অতএব ইহার উপদেশ সাংখ্যশাস্ত্রীয় উপদেশ হইতে অধিক ব্যাপক। ব্রহ্মের চতুর্ব্বিধ-রূপ যাহা এই উপসংহারের প্রথমভাগে বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমস্তই বেদান্ত-দর্শনের উপদেশের বিষয়। সুতরাং জীবশক্তি এবং জগৎশক্তিকে পরস্পর হইতে বিভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিয়াও এতদুভয়ের ব্রহ্মরূপে একত্ব বেদান্ত-দর্শনে উপদেশ করা হইয়াছে; এবং জীবসকল পরস্পর হইতে বিভিন্ন; সুতরাং বহু হইলেও যে ইঁহারা সকলেই এক ব্রহ্মেরই অংশমাত্র এবং তাঁহার সহিত অভিন্ন, ইহাও বেদান্তদর্শনে উপদিষ্ট হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন একদেশদর্শী হওয়ায়—ব্রহ্ম সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইহার উপদেশের বিষয়ীভূত না হওয়ায়, গুণাত্মিকা প্রকৃতিকে সাংখ্যশাস্ত্রে স্বভাবতঃই "গর্ত্তদাসবৎ" ঈশ্বরের অধীন ও জগৎকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং ঈশ্বরকে অকর্ত্তা এবং গুণাত্মিকা প্রকৃতির সহিত কেবল নিত্যসান্নিধ্যসম্বন্ধে অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বেদান্ত-দর্শনে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, প্রকৃতি স্বতন্ত্রা নহে; ইহা ব্রহ্মেরই শক্তিবিশেষ; সুতরাং ব্রহ্মই জগতের মূল উপাদান ও নিমিত্তকারণ। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় প্রভৃতি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, দ্বিতীয় শ্লোকোক্ত ভূতাদির কারণত্ব থাকিলেও, ইহারা ব্রহ্মের অঙ্গীভূত এবং তাঁহার নিয়তির অধীন; সুতরাং

মূলকারণত্ব ব্রহ্মেরই আছে। কিন্তু ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব থাকিলেও তিনি যে অক্ষররূপে অকর্ত্তা এবং গুণাতীত শুদ্ধস্বভাব, তাহা বেদান্তও উপদেশ করিয়াছেন। অতএব নিবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, উভয়-দর্শনের মধ্যে যেরূপ বিরোধ থাকা কল্পনা করা হয়, তাহা প্রকৃত নহে। এইরূপ পরমাণুকারণবাদের সহিতও প্রকৃতপ্রস্তাবে বেদান্তদর্শনের বিরোধ নাই। কারণ, স্থূলপঞ্চভূতাত্মক দ্রব্যসমস্ত যে পরমাণুসকলের পঞ্চীকরণের দ্বারা গঠিত, তাহা বেদান্তদর্শনের অসম্মত নহে। তবে ঈশ্বর পরমাণুরও প্রকাশক এবং নিয়ন্তা; সুতরাং একমাত্র মূলকারণ সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম বলিয়া যে ব্রহ্মসূত্রে উপদেশ করা হইয়াছে, তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে পরমাণু-কারণবাদের বিরোধী নহে। শ্রুতিকে পরিত্যাগ করিয়া তার্কিক মহোদয়-গণ যে পরমাণুকারণ বাদের নানা অবান্তর শাখা বিস্তার করিয়াছেন, তাহাই শাস্ত্র-বিরুদ্ধ হওয়ায় ভগবান্ বেদব্যাস তাহা অশেষরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। এইরূপে সকল দর্শনই বেদান্তে সমন্বিত হয়। বস্তুতঃ ব্রহ্মের দ্বিরূপতা, যাহা এইগ্রন্থে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেই, শাস্ত্রবাক্যের বিরোধ থাকা দৃষ্ট হয়। নিম্বার্ক-ভাষ্যোপদিষ্ট ব্রহ্মের দ্বিরূপতাতে সমস্ত শাস্ত্র সমন্বিত হয়।

সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনে একদেশদর্শী উপদেশ যে কারণে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয়াধ্যায়ে বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্তস্থলে ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, উপদেশ-প্রার্থী শিষ্যের জিজ্ঞাসা ও প্রকৃতি এবং যোগ্যতার প্রভেদই ঋষিগণের উপদেশ সকলের বিভিন্নতার কারণ। এইস্থলে তৎসমস্ত বিষয়ের পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজনীয়। উপদিষ্ট বিষয়ে শিষ্যের আস্থা সম্পাদনের নিমিত্ত দর্শনবক্তা ঋষিগণ অপর মত সকলের খণ্ডন করিতেও বাধ্য হইয়া-ছেন। কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহাদের আপনাদিগের মধ্যে মতবিরোধ কল্পনা

করা সঙ্গত নহে; এতৎসম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে বিস্তৃত সমালোচনা করা হইয়াছে। এইস্থলে তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। *

—০—

(৪)

নিবেদন

অবশেষে বক্তব্য এই যে, আপন আপন প্রকৃতি ও যোগ্যতা অনুসারে সদ্‌গুরুর নিকট সাধন অবলম্বন করিয়া, দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। তদ্রূপ করিলেই দর্শনশাস্ত্রপাঠ সফল হয়, এবং দর্শনশাস্ত্রের উল্লিখিত উপদেশ সকল স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। অপর সাহিত্যের ন্যায় দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিলে, কেবল মতামতবিচারেরই দক্ষতা জন্মে এবং তার্কিকতার বৃদ্ধি হয়; তদ্দ্বারা মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। বেদান্তদর্শনে যে ব্রহ্ম-স্বরূপ, জীবতত্ত্ব ও জগত্তত্ত্ব শ্রীভগবান্ বেদব্যাস এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা জীবের পাপ-তাপ মোচনের নিমিত্ত এবং জিজ্ঞাসু সাধককে মোক্ষমার্গ প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে; তাঁহার স্বীয় পাণ্ডিত্য জগতে ঘোষণা করিবার নিমিত্ত নহে। সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বনিয়ন্তা ব্রহ্মই যে জীবের গন্তব্য, তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলেই যে জীব কৃতার্থ হয়, তিনিই যে জীবের পাপতাপহারী এবং আনন্দদাতা, তাহা নিশ্চিত-রূপে অবগত হইয়া, জীব যাহাতে আপনার সুগতির নিমিত্ত তাঁহার শরণা-পন্ন হয়, এবং সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাঁহার ভজন ও চিন্তনে অনুরক্ত হয়, তদ্বিষয়ে বুদ্ধিকে প্রেরণা করাই পরমকারুণিক ভগবান্ শ্রীবেদব্যাসের

---

* নিবিষ্টচিত্তে বিচার করিলে, ইহাও প্রতিপন্ন হইবে যে, বৌদ্ধ এবং জৈনমতেও আংশিকরূপে দার্শনিক সত্য নিহিত আছে; তবে তৎসহ বেদবিরুদ্ধ এবং অযৌক্তিক মত সকলও মিশ্রিত হইয়াছে। এই সকল মতকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া যে মীমাংসা, তাহাই ভ্রান্ত এবং বেদান্তদর্শনে তাহারই প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

অভিপ্রায়। এই তত্ত্ব বিস্মৃত হইলে, দর্শনশাস্ত্র পাঠে কেবল তার্কিকতারই পুষ্টিসাধন হয়, তাহাতে মনুষ্যজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালিত হয় না। অতএব যাঁহারা আপন কল্যাণ সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ব্রহ্মবিৎ সদ্গুরুর অনুগত হইয়া দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হউন; ইহাই তাঁহাদিগের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা। ব্রহ্মবিদ্যালাভের নিমিত্ত যে ব্রহ্মবিৎ সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক, তাহা জীবের কল্যাণের নিমিত্ত সর্ব্বকালে সর্ব্ববিধ আর্য্যশাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জ্জুনকে তত্ত্বোপদেশ করিয়া বলিয়াছেন, যে—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥
যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪র্থ অঃ ৩৪।৩৫ শ্লোক॥

অন্বয়ার্থ :—তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণকে প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা, এবং সেবাদ্বারা (তাঁহাদিগহইতে) তুমি এই জ্ঞান লাভ কর; তাঁহারা তোমাকে এই জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিবেন। হে পাণ্ডব! এইরূপে এই জ্ঞান লাভ করিলে, তুমি আর মোহপ্রাপ্ত হইবে না, এবং তাহা হইলেই সমস্ত ভূতগণকে অশেষরূপে আত্মাতে এবং অবশেষে আমাতে দর্শন করিতে পারিবে।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য মোহমুদ্গরনামক পরম উপাদেয় গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা"॥

অন্বয়ার্থ :—"সৎ" পুরুষের যে সঙ্গলাভ, তাহাই ভবরূপ অপার সমুদ্রকে উল্লঙ্ঘন করিবার নিমিত্ত একমাত্র তরণীস্বরূপ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামিরূপে শিক্ষায় আপনে॥
সাধুর সঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয়॥
মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥
সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

* * * *

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥
সাধুসঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থবিবর্ত্তন॥

ইত্যাদি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যম খণ্ড
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ॥

শ্রীগুরু নানক প্রভৃতি অপর ধর্ম্মোপদেষ্টগণও সর্ব্বত্র এইরূপই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শ্রুতি স্বয়ং এই তথ্য নানা স্থানে কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা—

"আচার্য্যাদ্ধ্যেব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং (সাধুতমত্বং) প্রাপয়তি।"

অস্যার্থ:—আচার্য্য হইতে বিদ্যাকে লাভ করিলেই ঐ বিদ্যা সম্যক কল্যাণসাধন করে ইত্যাদি।

অতএব কল্যাণপ্রার্থী পুরুষ সর্ব্ববিধ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষদিগের সম্মত যে উপদেশ, তৎপ্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া, তাঁহাদের বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়া, কার্য্যে অগ্রসর হইলেই পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। এই ঘোর সংসারে পতিত হইয়া সংসারের পরপারে অবস্থিত আলোকপ্রদর্শক মহাপুরুষদিগের প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইতি।

বেদান্তসুবোধিনী ভাষাব্যাখ্যা সমাপ্তা।

সমাপ্তমিদং ব্রহ্মমীমাংসাশাস্ত্রম্।

এতৎ সর্ব্বং শ্রীবিষ্ণুপাদার্পিতমস্তু।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ॥

ওঁ তৎ সৎ॥

ওঁ হরিঃ।